CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধর্মশাস্ত্র প্রদীপ

শ্রীরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ

(২-৩-৪ খণ্ড একত্রে)

শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ

প্রাচী পাবলিকেশনস্

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকাশক :
জয়দীপ রায়চৌধুরী
প্রাচী পাবলিকেশনস্
৬৩বি, ন্যাশনাল প্লেস
বাকসাড়া, হাওড়া
পিন—৭১১ ১১০
ফোন : ৯৩৩ ৯১০৮০২৪
৯৯০৩১১০৬৬৩

প্রথম প্রকাশ :
১লা জানুয়ারি (কল্পতরু উৎসব ২০০৮)

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :
একতা গ্রাফিক্স্

অক্ষর বিন্যাস :
ওয়ার্ড ওয়ার্কস্
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রণ :
মহালক্ষ্মী অফসেট
১৩/৪, শ্রীমানি পাড়া লেন
কলকাতা

মূল্য : ৩০০ টাকা মাত্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকাশকের নিবেদন

"আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ" গ্রন্থখানি খুব স্বল্প আয়তনের নয়, তাই গ্রন্থটিকে প্রথমে খণ্ডিত আকারে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে এই নিয়ে এক বিশাল সমস্যার সম্মুখীন হই। বহু ব্যাক্তি "আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ"-এর নাম শুনে প্রথম খণ্ড ক্রয় করেন কিন্তু যে কারণেই হোক, পরবর্ত্তীকালে তাহারা আর বাকী খণ্ড ক্রয় থেকে বিরত থাকেন। এর ফলে প্রায় এক হাজার পুস্তক বিক্রী হয় ষোল বছরে।

ফলে বইয়ের পৃষ্ঠার অবস্থা এমন পর্যায়ে যায়, যার ফলে বাকী বই বাজারে না দিয়ে বাইরে ফেলে দিতে বাধ্য হই।

এরপর মনস্থির করি, এই বই আর ছাপাব না। কিন্তু বিধাতার কি পরিহাস? অলক্ষ্যে তিনি হাসছিলেন। তিন বছর পর আবার "আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ"-এর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের প্রকাশ আমার হাত দিয়েই ঘটল। এবার আশাকরি পাঠকবর্গ পুরো বইটি কিনে আমার এই হতাশাজনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করবেন।

এখানে পাঠকবর্গ মনেরাখবেন প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছে ১৯২ পাতায়।

এরপর দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হয়েছে ২২৪ পাতা থেকে। যেহেতু প্রথম খণ্ড নতুনভাবে ছাপা হয়েছে, তার ফলে পৃষ্ঠাসংখ্যা কমে গেছে।

মূল বইটি থেকে ফটোকপি করে এই দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সত্বর প্রকাশ করলাম। এই বইয়ের প্রতিটি লাইন পাতা পুর্বের ন্যায় অবিকৃত আছে।

এরপরে যদি কোন ভুলত্রুটি থাকে তার দায়িত্ব সম্পূর্নরূপে আমাদের।

তবে এই বই প্রকাশের প্রাক্‌কালে একটা খেদ রয়েই গেল। যারা এই অসামান্য বই প্রকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, তারা আজ আর কেউই আমাদের মধ্যে নেই।

আমার পিতা ঁশ্রীবিবেকানন্দ রায়চৌধুরী দিনের পর দিন, রাতের পর রাত জেগে এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। এই বইয়ের জন্য ঁশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর পঞ্চতীর্থ তাঁর মূল্যবান উপদেশ দিতেন।

বৃদ্ধ ঁনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বেদান্ততীর্থ, প্রতিনিয়ত আমার পিতৃদেবকে এই বই প্রকাশ করার জন্য আশীর্বাদ করতেন।

আজ এই বই প্রকাশের প্রাক্‌কালে এদের কথা মনেপড়ে, আমার লেখা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আশাকরি পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করবেন।

আজ এই মহাপূণ্য দিনে আমি সবাইকে নমি।

বিণীত

জয়দীপ রায়চৌধুরী

২৫ ডিসেম্বর, ২০০৭

ফোন— ৯৩৩৯১০৮০২৪

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ

(২য় খণ্ড)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগুরুরবে নমঃ

গ্রন্থের আলোচ্য-বিষয়-নিরূপণ।

:০:

২য় খণ্ড

১। বিজ্ঞান (Science)।—বিজ্ঞান-কথাটির ব্যুৎপত্তিলভ্য-ও-কোষোক্ত-অর্থসংগ্রহ, বিজ্ঞান-শব্দটির শাস্ত্রীয় প্রয়োগ, বিজ্ঞান ও সায়ান্স্ (Science) এক-পদার্থ কি না, জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় সাধারণ উপদেশ, অধ্যাত্মবিজ্ঞান নামে কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন আছে কি না, অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞানের চরমোন্নতি অধ্যাত্মবিজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে না পারিলে বিজ্ঞানপিপাসা মিটিবে না, বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Science), গণিতের দার্শনিকতত্ত্ব (Philosophy of Mathematics)।

২। দর্শন—দর্শন-শব্দটীর নিরুক্তি, কত প্রকার অর্থে সাধারণতঃ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, দর্শন প্রধানতঃ কত প্রকার, নাস্তিক দর্শনের প্রকারভেদ, আস্তিক ও নাস্তিক, উভয়প্রকার দার্শনিকমতই অনাদি-কাল প্রবর্ত্তিত, অস্তিকদার্শনিকদিগের পরস্পর মতভেদের কারণ, আপ্তদার্শনিকদিগের স্বরূপতঃ মতভেদ নাই, আস্তিক-নাস্তিক-ভেদে দ্বাদশপ্রকার দর্শনের সংক্ষিপ্ততত্ত্ব, দর্শন ও ফিলজফী এক পদার্থ কিনা, ফিলজফীর লক্ষণ, ফিলজফীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (History of Philosophy)।

৩। বেদ ও বেদ্য।—বেদ-শব্দটির নিরুক্তি,-বেদের অপর পর্য্যায় ও তন্নিরুক্তি, বেদের অঙ্গোপাঙ্গ, ব্যাকরণের দার্শনিকতত্ত্ব, বেদবেদ্য-বিষয়-নিরূপণ, একবেদ চারিভাগে বিভক্ত, বেদের উৎপত্তি, বেদ কত-দিনের দেবতাতত্ত্ব, বেদের অপৌরষেয়ত্ব, ব্রাহ্মণভাগের বেদত্বপ্রমাণ, বেদসম্বন্ধে বিরুদ্ধমতের সমালোচনা, মন্ত্রতত্ত্ব, বেদ বা শ্রুতি নিখিল-জ্ঞান প্রসূতি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ

বা

সাধোকপহার।

উপক্রমণিকা বা উপোদ্‌ঘাত প্রকরণ

দ্বিতীয় খণ্ড

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উৎপন্ন—অভিব্যক্ত—জাত সত্ত্বের অবধারণ অস্তিশব্দবাচ্য-ভাব-বিকারদ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। অপূর্ণত্ববশতঃ ইহা বিপরিণাম-ভাববিকারের সংবাদ প্রদান করে না এবং উপস্থিততত্ত্ব প্রযুক্ত প্রতিষেধও করে না।

বিপরিণাম-ভাববিকার—

"বিপরিণমত ইত্যপ্রচ্যবমানস্য তত্ত্বাদ্বিকারম্।"— নিরুক্ত।

বিপরিণামভাববিকারদ্বারা তত্ত্ব (তদ্ভাব) হইতে অপ্রচ্যবমান—অনপভ্রশ্যমান বিকারমাত্র উক্ত হইয়া থাকে।

বৃদ্ধিভাববিকার—

"বর্দ্ধত ইতি স্বাঙ্গাভ্যুচ্চয়ম্, সাংযৌগিকানাং বার্থানাম্।"—

নিরুক্ত।

স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি, অর্থাৎ, শিরঃ, গ্রীবা, বাহু প্রভৃতির, অথবা সাংযৌগিকহিরণ্যধান্যাদি অর্থের অভ্যুচ্চয়-বৃদ্ধিকে, বৃদ্ধিভাববিকার বলে।

অপক্ষয়ভাববিকার—বৃদ্ধি যেমন সাঙ্গ বা সাংযৌগিক দ্রব্যের উপচয়ব্যঞ্জক, অপক্ষয় সেইপ্রকার ইহার (বৃদ্ধিভাববিকারের) প্রতি-

---

বিঃ দ্রঃ—আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ প্রথম খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠায় (পৃঃ ২২৪) মুদ্রণ প্রমাদের জন্য শেষ বাক্য অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা এই খণ্ডে প্রথম খণ্ডের শেষাংশ পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

—প্রকাশক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লোমভাববিকারের স্বাঙ্গ অথবা সাংযৌগিক দ্রব্যের অপচয়ব্যঞ্জক।

বিনাশভাববিকার—

"বিনশ্যতীত্যপরভাবস্যাদিমাচষ্টে।"— নিরুক্ত।

অর্থাৎ, বিনাশ-বা-তিরোভাব-বিকারদ্বারা অপরভাবের আদিকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। জন্ম যেরূপ পূর্ব্বভাবের আদ্যাবস্থা, বিনাশ সেইপ্রকার অপর-ভাবের আদ্যাবস্থা।

"ন পূর্ব্বভাবমাচষ্টে ন প্রতিষেধতি।"— নিরুক্ত।

বিনাশভাববিকার পূর্ব্বভাবের কোন সংবাদ দেয় না—প্রতিষেধও করে না ১।

---

১ জন্ম, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ, বিদেশীয় পণ্ডিতগণকর্তৃক ব্যবহৃত 'Birth, Growth, Development, Decline ও Death', এই সকল শব্দের সমানার্থ'ক বলিয়া বুঝিলে, চলিবে। ভগবান্ যাস্ক বৃদ্ধি ও বিপরিণামের যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কার্ক্‌স-কৃত Growth ও Development এর লক্ষণের সহিত তাহার সাদৃশ্য বিচার করা আবশ্যক।

কার্ক্‌স বলেন,—"Growth, or inherent power of inncreasing in size, although essential to our idea of life, is not a property of living beings only. A crystal of sugar or of common salt, or of any other substance, if placed under appropriate conditions for obtaining fresh material, will grow in a fashion as definitely characteristic and easily to be foretold as that of a living creature."— *Kirkes' Physiology*. P. 2.

অচেতনপদার্থে'র বৃদ্ধিতে, তাহার বহির্দ্দেশেই অভিনবপদার্থসংযোগ হইয়া থাকে।

"First, the growth of a crystal, to use the same example as before, takes place merely by additions to its outside ; the new matter is laid on particle by particle, and layer, by, layer and, when once laid on, it remains unchanged. The growth is here said to be superficial. In a living structure, on the other hand, as, for example, a brain or a muscle, where growth occurs, it

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবান্ যাস্ক জন্মাদি ছয়টি ভাববিকারের যেপ্রকার স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, জন্মাদি ভাববিকারসমুহ পরস্পর কার্য্য-কারণসম্বন্ধে সম্বন্ধ, ইহারা দ্বারদ্বারিভাবে—পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে বিশেষাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জন্মাদি ছয়টি ভাববিকারের মধ্যে যদি আমরা, প্রস্তাবিত বিষয়টি বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, জন্ম-স্থিতি-ও-বিনাশ, এই ত্রিবিধ ভাব-বিকারকে প্রধানতঃ লক্ষ্য করি—অর্থাৎ, বৃদ্ধি ও বিপরিণামকে যদি আবির্ভাব-বা-বিকাশ-বিকারের এবং অপক্ষয়কে তিরোভাব-বা-বিনাশ-বিকারের অন্তর্ভূত বলিয়া বুঝি, তাহা হইলে সহজেই প্রতীতি হইবে, অন্যোন্যজিগীষু, নিযুধ্যমান, সমবল মল্লদ্বয়ের ন্যায় আবির্ভাব ও তিরো-ভাব বা বিকাশ ও বিনাশ, এই ভাববিকারদ্বয় প্রতিক্ষণই পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভগবান শঙ্করাচার্য্য

---

is by addition of new matter, not to the surface only, but throughout every part of the mass ; the growth is not superficial but interestitial."— *Ibid.* P. 2.

সজীব পদার্থের বৃদ্ধিতে, নির্জীব পদার্থের ন্যায়, বহির্দ্দেশে নুতন পদার্থের সংযোগ হয় না। নির্জীব পদার্থের বৃদ্ধি, বহির্দ্দেশীয়, সজীব পদার্থের বৃদ্ধি, অন্তর্দ্দেশীয়।

"Development is as constant an accompaniment of life as growth. The term is used to indicate that change to which, before maturity, all living parts are constantly subject, and by which they arc made more and more capable of performing their several functions. For example, a full grown man is not simply a magnified chil d ; his tissues and organs have not only grown, or increased in size, they have also developed, or become better in quality. o o o o Death—not by disease or injury—so far from being a vioient interruption of the course of life, is but the fulfilment of a purpose in view from commencement."— *Kirkes' Physiology. P. 3-4.*

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

"জন্মাদ্যস্য যত ইতি", এই শারীরকসূত্রের ভাষ্য করিবার সময়, বুঝাইয়াছেন, জন্মাদি ষড়্‌ভাববিকারকে, জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ বা আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব, এই তিনটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম, জন্ম বা আবির্ভাব-বিকারের এবং অপক্ষয়, তিরোভাব বা বিনাশ-বিকারেরই অন্তর্ভূত ১।

১ "অন্যেষামপি ভাবাবিকারাণাং ত্রিষ্বেবান্তর্ভাব ইতি জন্ম স্থিতি নাশনামিহ গ্রহণম্।"—শারীরক ভাষ্য।

"বৃদ্ধিপরিণাময়োর্জন্মনি অপক্ষয়স্য নাশেঽন্তর্ভাব ইতি ভাবঃ।"

—গোবিন্দানন্দকৃত শারীরকভাষ্য টীকা।

ভগবান যাস্কও বলিয়াছেন,—

"মাহানাত্মা ত্রিবিধো ভবতি সত্ত্বং রজস্তমঃ ইতি।
সত্ত্বং তু মধ্যে বিশুদ্ধং তিষ্ঠত্যভিতো রজস্তমসী"।—

পরমাত্মা যখন জগদাকারে বিবর্তিত হ'ন, তখন তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণময় হইয়া থাকেন। ভগবান যাস্ক, এরূপ কথা বলিয়া, ভাববিকারকে আবার ছয়ভাগে বিভক্ত করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি ?

কোন প্রাকৃতিক বস্তু ক্ষণকালের জন্য একভাবে (পরিবর্তিত না হইয়া) থাকিতে পারে না। প্রকৃতি নিত্যপরিণামিনী, প্রকৃতির আপূরণতবশতঃ জাত্যন্তর পরিণাম হইয়া থাকে।

"জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।"—পাং দং।

"The homogeneous is instable and must differentiate itself."

First Principles.

ইত্যাদি বাক্যের মর্ম, যথাযথরূপে যাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, ভগবান যাস্ক কিজন্য প্রধানতঃ জন্মাদি ছয়টি ভাববিকারের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সমীপে সুখবোধ্য সন্দেহ নাই। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের পরস্পরসমাবেশের ভিন্নতায় প্রধানতঃ ষড়্‌ভাববিকার হওয়াই প্রাকৃতিক। কারণসমূহের সমাবেশ ও পরস্পর সান্নিধ্যের তারতম্যই (Permutation and combinations) কার্য্য বা সৃষ্টি বৈষম্যের হেতু। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বৈষম্য ও প্রকৃতির বিসদৃশপরিণামহইতেই সৃষ্টি হইয়া থাকে, অতএব, সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সমাবেশ ও সান্নিধ্যের তারতম্যই যে সৃষ্টির কারণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটী নামের পরিবর্তে যদি আমরা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বুঝাইয়াছেন (ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে), আবির্ভাব হইলেই তিরোভাব হইবে, কোন্ পদার্থের, কিছুকাল ব্যাপিয়া, ক্রমাগত আবির্ভাব বা বিকাশপরিণাম সংঘটিত হইল তখন তিরোভাব বা বিনাশ তাহার অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিল না, তৎপরে কিছুকাল তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন বিনাশপরিণাম চলিতে থাকিল, তখন আবির্ভাব বা বিকাশের লেশমাত্র নাই, এরূপ ঘটনা প্রাকৃতিকনিয়মে কদাচ ঘটিতে পারে না। কোন পদার্থ মুহূর্ত্তের জন্যও কেবল-আবির্ভাব অথবা শুদ্ধ-তিরোভাব-বিকারের অধীন হইয়া অবস্থান করে না, সকল-পদার্থই আবির্ভাবাদি (আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি) ত্রিবিধ প্রবৃত্তিতে নিত্যপ্রবৃত্তিমান ১। তবে, কি দেখিয়া, স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গাদি লিঙ্গ নির্বাচন হইয়া থাকে? পতঞ্জলিদেব ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, সংস্ত্যান বিবক্ষায় স্ত্রী, প্রসববিবক্ষায় পুমান্ এবং উভয়বিবক্ষায় নপুংসক লিঙ্গের নির্বাচন হইয়া থাকে।

কথাটার মর্ম্ম—যে কোন রূপ ক্রিয়া বা পরিবর্তন হউক, বুঝিয়াছি, তাহার উপক্রমহইতে, অপবর্গ বা আরম্ভ হইতে শেষ-পর্যন্ত সকল অবস্থাতেই আবির্ভাবাদি পরিণামত্রয় জড়িতভাবে বিদ্যমান, ক্রিয়া বা

যথাক্রমে ক, খ, ও গ এই তিনটি অক্ষর ব্যবহার করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, জগৎ প্রধানতঃ ষড়্ভাব বিকারই বটে।

১। ক, খ, গ।	৩। খ, ক, গ।	৫। গ, ক, খ।
২। ক, গ, খ।	৪। খ, গ, ক।	৬। গ, খ, ক।

তিনটী অক্ষরের ষড়্বিধ বিভিন্নরূপ সমাবেশ (Permutation) হইয়া থাকে।

"If I now take threc letters P, Q, and R, I can make six permutations of them.

Elementary Algebra, by J. H. Smith.

পরে এ-সকল কথা বিস্তারপূর্বক বুঝিবার চেষ্টা করিব।

১ প্রবৃত্তিরিতি সামান্যং লক্ষণং তস্য কথ্যতে।
আবির্ভাব স্তিরোভাবঃ স্থিতিশ্চেত্যথ ভিদ্যতে।
প্রবৃত্তিমন্তঃ সর্বেঽর্থাঃ তিসৃভিশ্চ প্রবৃত্তিভিঃ।
সততং ন বিযুজ্যন্তে বাচশ্চৈবাত্র সম্ভবঃ।—বাক্যপদীয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

পরিবর্তন আবির্ভাবাদি পরিণামত্রয়ের পুর্বাপরীভূতভাব-ভিন্ন অন্য কিছু নহে। প্রত্যেক পদার্থের সকল অবস্থাতেই আবির্ভাব ও তিরোভাব উভয়ই বিরাজমান বটে, তবে যখন যে পদার্থে আবির্ভাবাপেক্ষায় তিরোভাবের বা বিকাশাপেক্ষায় বিনাশের মাত্রা অধিকতর—তখন তাদৃশ পদার্থকে আমরা বিনাশবিকারে বিক্রিয়মাণ এবং যখন যে পদার্থে তিরোভাবাপেক্ষায় আবির্ভাবের বা বিনাশাপেক্ষায় বিকাশের মাত্রা অধিকতর, তখন তাদৃশ পদার্থকে আমরা বিকাশবিকারে বিক্রিয়মাণ বলিয়া মনে করি। বিকাশ বা আবির্ভাবের প্রবলাবস্থায় বিনাশ বা তিরোভাবের অথবা বিনাশ বা তিরোভাবের সমৃদ্ধদশাতে বিকাশ বা আবির্ভাবের ক্রিয়াশীলত্ব আমাদের জ্ঞানগোচর হয় না। আবির্ভাব ও তিরোভাব, সকল পদার্থের সকল অবস্থাতেই এই দ্বিবিধ বিকার বিরাজমান থাকিলেও স্থূল-ব্যবহারিকদৃষ্টিতে তাহা লক্ষ্য হয় না, ভগবান্ পতঞ্জলিদেব তা'ই বলিয়াছেন, লোকব্যবহারানুবাদিনী-বিবক্ষানুসারে লিঙ্গবিনির্ণয় হইয়া থাকে। যে পদার্থে সংস্ত্যানের আধিক্য বিবক্ষিত হয়, তাহা স্ত্রী এবং যাহাতে প্রসবাধিক্য বিবক্ষিত হয়, তাহা পুমান্, স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গ-বিনির্ণয়ের ইহাই নিয়ম। স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ নির্বাচন কিরূপে হইয়া থাকে, তাহা অবগত হইলাম, এক্ষণে নপুংসকলিঙ্গবিনির্ণয়ের নিয়ম কি, তাহা দেখা যাউক।

"উভয়বিবক্ষায়াং নপুংসকম্।"— মহাভাষ্য।

আবির্ভাব ও তিরোভাব, এই বিকারদ্বয়ের অন্তরালাবস্থার নাম স্থিতি, এই স্থিতিই নপুংসকলিঙ্গ ১। একবার বিকাশের জয়, বিনাশের

১ যাঁহারা চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের "First Principles"—নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার 'Evolution' ও 'Dissolution', বুঝাইতে গিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, জ্ঞানময় ভগবান্ পতঞ্জলিদেবকৃত "স্ত্রিয়াম্", এই পাণিনীয়সূত্রের ভাষ্য, তাহা হইতে অধিকতর মূল্যবান্ কি না? ঋষিদিগের উপদেশ, স্বল্পাক্ষর, সারবান্, বিশ্বতোমুখ, ইহা বাহ্যাড়ম্বরশূন্য, অস্থিরশোভাতিশায়ি-অলঙ্কার ইহার গাত্রে নাই, নিসর্গসুন্দর বলিয়া অলঙ্কার পরিধান করিবার প্রয়োজন ইহার হয় না,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরাজয়, আবার তাহার পরেই বিনাশের জয়, বিকাশের পরাজয়, বিকাশ ও বিনাশ বা আবির্ভাব ও তিরোভাবের জয়-পরাজয় যাবৎ এইরূপ নিয়মে চলিতে থাকে, তাবৎ পদার্থের তাদৃশ অবস্থাকে স্থির বা আবির্ভাবতিরোভাবশূন্য অবস্থা বলা হয়, পতঞ্জলিদেব এই অবস্থাকেই নপুংসকলিঙ্গ বলিয়াছেন।

আবির্ভাব ও তিরাভাব-বিকারের কারণ—আবির্ভাব ও তিরোভাব, এই শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ চিন্তা করিলে, কি শিক্ষা পাওয়া যায়, আবির্ভাব ও তিরোভাবের কারণ কি, জানিতে যাইবার পূর্ব্বে, তাহা অবগত হওয়া উচিত, অতএব দেখা যাউক, আবির্ভাব ও তিরোভাব, এই শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ কি।

আবিস্+ভূ+ঘঞ্, এবং তিরস্+ভূ+ঘঞ্, আবির্ভাব ও তিরোভাব, পদদ্বয় যথাক্রমে এইরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। আবির্ভাব ও ও তিরোভাব এই পদদ্বয়ের উভয়েই 'ভাব'-শব্দটী বিদ্যমান আছে, সুতরাং, আবির্ভাব ও তিরোভাব শব্দ-দুইটীর ইহা অর্থগতভেদের কারণ নহে। আবিস্ ও তিরস্, পরস্পরবিপরীতার্থক এই অব্যয় শব্দদ্বয়ের সংযোগবশত'ই ইহারা ভিন্নপদার্থ হইয়াছে। আবিস্, প্রকাশার্থবাচী এবং তিরস, অপ্রকাশ-বা-অন্তর্দ্ধানার্থ-বাচী অব্যয়। আবির্ভাব ও তিরোভাব, এই শব্দদ্বয়, সুতরাং, যথাক্রমে প্রকাশভাব ও অপ্রকাশ-ভাবের বাচক। ভগবান্ যাস্ক এইনিমিত্তই জন্ম ও বিনাশ, উভয়কেই ভাববিকার বলিয়াছেন। যে সকলপদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে, যাহাদের অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ, সেই সকল, পদার্থকে আমরা আবির্ভূত এবং যে সমস্তপদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয় না, তাহাদিগকে আমরা তিরোভূত বা অন্তর্হিত বলিয়া থাকি।

যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয়, তাহাদের স্বরূপ—পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব স্বপ্রণীত যোগসূত্রে বুঝাইয়াছেন, পৃথিব্যাদি-

পাঠক! শাস্ত্রের সহিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের উপদেশের তুলনা করিতে যাইবার পূর্ব্বে এই সকল কথা স্মরণ রাখিবেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

পঞ্চভূতের প্রত্যেকেরই স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব, এই পঞ্চবিধ অবস্থা আছে। ভূত-সকলের স্থূলাদি পঞ্চবিধ অবস্থা সূক্ষ্মদর্শী ত্রিকালজ্ঞ যোগির নয়নেন্দ্রিয়েব বিষয় হইলেও, আমাদের স্থূলদর্শী ইন্দ্রিয়ের অগম্য, সন্দেহ নাই, সুতরাং, ভূতসকলের স্থূলাদি পঞ্চবিধ অবস্থার কথা ছাড়িয়া দিয়া, বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের আবিষ্কৃত কঠিন (Solid), তরল (Liquid) ও বাষ্পীয় (Gaseous), উপস্থিত বিষয়টী বুঝিবার নিমিত্ত, ভৌতিকপদার্থের এই ত্রিবিধ অবস্থাকেই আমার চিন্তার বিষয়ীভূত করিলাম ১। হিমসংহতি (Ice), জল ও বাষ্প, এক ভৌতিকপদার্থের ইহারা যথাক্রমে কঠিনাদি ত্রিবিধ অবস্থা। জল, সমধিক উত্তপ্ত হইলে, বাষ্পাকার ধারণ এবং অতিমাত্রশৈত্যসংযোগে জড় বা ঘনীভূত হইয়া, হিমসংহতির (বরফ) রূপ গ্রহণ করে। হিমসংহতি, জলের স্থূল এবং বাষ্প, ইহার সূক্ষ্ম অবস্থা। অতএব বুঝিতে পারা গেল, তাপ-সংযোগে দ্রব্যসকল সূক্ষ্ম এবং শৈত্যসংযোগে স্থূল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পরমাণুবাদিদিগের মতে ভৌতিকপদার্থমাত্রই পরমাণু ২ সমষ্টি, পরমাণুসকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া ভূত ভৌতিক আকার ধারণ করে। শ্রুতির উপদেশ, বায়ু (Motion) অগ্নির তেজঃ, এই নিমিত্ত সর্বদাই অগ্নির সহিত ইহা সংযুক্ত থাকে ৩। এতদ্দারা তাপের বৃদ্ধিতে পরমাণু-

---

১ বিদেশীর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মতে, কঠিন, তরল ও বাষ্পীয়, ভৌতিকপদার্থসমূহের এই ত্রিবিধ অবস্থা, যে কোন ভৌতিক পদার্থই হউক, তাহা প্রাগুক্ত তিনটী অবস্থার কোন না-কোন অবস্থায় অবস্থিত।

"Natural objects are presented to us in three states, or physical conditions—*viz*, the *solid*, the liquid, and the *gaseous, aeriform, or vaporous*. Every substance exists in one or other of these conditions."— *Miller's Chemical Physics. P. 3.*

২ "যতো হি নাল্পতরমস্তি স পরমাণুরিতি।"— বাৎস্যায়নভাষ্য।

পূজ্যপাদ বাৎস্যায়ন মুনি বলিয়াছেন যাহা হইতে বস্তুর অল্পতর অবস্থা আর হইতে পারে না, তাহাকে পরমাণু, এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

৩ "বায়োর্ব্বা অগ্নেস্তেজঃ তস্মাদ্বায়ুরগ্নিমন্বেতি।"—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পুঞ্জের গতিবৃদ্ধি এবং তাপের হ্রাসে ইহাদের গতিহ্রাস হওয়া যে প্রাকৃতিক, তাহা সুখবোধ্য হইল। বুঝিতে পারা গেল, কোন দ্রব্যকে উত্তপ্ত করিলে, তাহার পরমাণুপুঞ্জ পরস্পর বিশ্লিষ্ট হয় এবং ইহাদের স্পন্দন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে—তাপসংযোগে পরমাণুসকলের গতিবৃদ্ধি হয়। শৈত্যের ক্রিয়া ঠিক ইহার বিপরীত—শৈত্যে পরমাণুসকলের গতিহ্রাস হয় এবং ইহারা গাঢ়তররূপে পরস্পরসংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। সিদ্ধান্ত হইল, বস্তুসকল যখন স্থূলাবস্থাপ্রাপ্ত হয়, তখন ইহাদের পরমাণুপুঞ্জের ঘনিষ্ঠতা ও গতিহ্রাস এবং যখন সূক্ষ্মাবস্থায় গমন করে তখন ইহাদের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা ও গতির বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ তাপ ও শৈত্য বা পূর্ব্বপরিচিত অগ্নি ও সোম, ইহারাই যথাক্রমে বিনাশ ও বিকাশ বা তিরোভাব ও আবির্ভাবের কারণ, জগতের সৃষ্টি ও লয়ের হেতু।

অগ্নি ও সোম-হইতেই যে জগতের সৃষ্টি ও লয় হইয়া থাকে, ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ—

"সর্ব্ব তুষ্ণাত্মকং কিঞ্চিত্তেজোঽর্কাগ্ন্যভিধং বিদুঃ।
শীতাত্মকন্তু সোমাখ্যমাভ্যামেব কৃতং জগৎ॥"—

যোগবাশিষ্ঠ।

অর্থাৎ উষ্ণাত্মকতেজকে (Heat) অর্ক বা অগ্নি, এবং শীতাত্মকতেজকে সোম এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই অগ্নি ও সোম দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

অগ্নি ও সোম হইতেই যে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা শুনিলাম, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, অগ্নি ও সোম, এই পদার্থদ্বয়ের কারণ কি? —ঋষিশ্রেষ্ঠ পূজ্যপাদ বশিষ্ঠদেব ভগবান্ রামচন্দ্রকে, অগ্নির উৎপত্তি কোথা হইতে হয়, বুঝাইবার সময় বলিয়াছিলেন, বায়ন্বাত্মা সোম হইতে অগ্নির আবির্ভাব হইয়া থাকে ১। ভগবান্, মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের নিকট

১ বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, বায়ন্বাত্মা সোম হইতে অগ্নির এবং অগ্নি হইতে সোমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কথাটীর সহিত বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের তাপের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় মতের একতা আছে কিনা, দেখিয়া যাইব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইতে অগ্নির উৎপত্তি সম্বন্ধে এবম্প্রকার উত্তর পাইয়া, পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, বায়ুাত্মা সোম হইতে যে অগ্নির আবিভ'াব হইয়া

তাপ Heat) কোন্ পদার্থ, বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা ইহার উৎপত্তিসম্বন্ধে দুইটী বিভিন্ন উত্তর পাইয়াছি—তাপের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে দ্বিবিধ মত প্রচলিত আছে। একমতে ইহা সমন্তাৎ ব্যাপ্ত ভেদবৃত্তি (Repulsive) সূক্ষ্ম তৈজস পরমাণুপুঞ্জ (Caloric) হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে, অন্যমতে তাপ আণবিকতরঙ্গবিশেষ। অর্থাৎ একমতে ইহা দ্রব্য, অপরমতে ইহা দ্রব্যের ধর্ম বা গুণ। তাপসম্বন্ধে যে দ্বিবিধ মত উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত মতকে (Theory of Emission) এবং শেষোক্ত মতকে (Theory of Undulation) বলা হইয়া থাকে। পণ্ডিত টম্‌সন্ বলিয়াছেন—ইংরাজী ভাষাতে তাপ (Heat) শব্দটী দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কখন ইহা ইন্দ্রিয়দ্বারোৎপন্ন অনুভূতিবিশেষের এবং কখন ইতস্ততঃ-বিদ্যমান পদার্থ-সমূহের তাপানুভবোদ্দীপক-অবস্থাবিশেষের বাচকরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আমরা তাপ (Heat) উপলব্ধি করিতেছি, ইহা প্রথমোক্ত অর্থে এবং অগ্নিতে তাপ আছে, ইহা শেষোক্ত অথে' ব্যবহৃত তাপশব্দের প্রয়োগস্থল বুঝিতে হইবে।

"The word *heat* in the English language is used to express two different things. It sometimes signifies a *sensation* excitedin our organs, and sometimes a certain *state* of the bodies around us, in consequence of which they excite in us that sensation. Thc word is used in the first sense when we say that we *feel heat* ; and in the second when we say that there is *heat in the firc.*" = *T.* Tho *mson's Heat and Electricity, P.* 3.

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মিলারের উক্তি—

"Two principal views of the nature of heat have been entertained since experimental science has been actively cultivated. One of these views, which is supported chiefly by the phenomena of latent heat and chemical combination, regards heat as an extremely subtle material agent, the particles of which are endowed with high self-repulsion, are attracted by matter, but are not influenced by gravity. On the other theory heat is

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

থাকে, তাহা শুনিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সোমের উৎপত্তি কোথা-হইতে হইল? বশিষ্ঠদেব, ভগবানের প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য বলিলেন—

---

supposed to be the result of molecular motions or vibrations."

—*Chemical Physics. P. 210.*

শেষোক্ত মতটাই (Theory of Undulation) আজকাল সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে। বেকন (Bacon) সর্ব্বাগ্রে এই মতের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তৎপরে Couut Rumford, ও Davy প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইহার সমর্থন করেন।

"Bacon was the first person, who formally investigated the nature of heat. o o o o The only conclusion, which he was able to draw from his premises, was the very general one that heat is motion."—

স্যার আইজ্যাক্ নিউটন্ শেষে এই মতেরই পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পণ্ডিত Davyর উক্তি—

"It seems possible to account for all the phenomena of heat if it be supposed that in solids the particles are in a constant state of vibratory motion & c."—*Chemical Philosophy. P. 95.*

পূজ্যপাদ বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, বায়্বাত্মা সোম হইতে বহ্নির এবং বহ্নি হইতে সোমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বায়ু ও বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের Motion যে এখানে সমানার্থক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পণ্ডিত গ্রোভ্ বলিয়াছেন—

'It has been observed with reference to heat thus viewed, that it would be as correct to say that heat is absorbed, or cold produced by motion, as that heat is produced by it. This difficulty ceases when the mind has been accustomed to regard heat and cold as themselves, motion, *i. e.* as correlative expansions and contractions, each being evidenced by relation, and being inconceivable as an abstraction."—

Correlation of Physical Forces. P. 48.

বিজ্ঞানামোদী পাঠক, পক্ষপাতশূন্য হইয়া, বিচার করিয়া দেখুন, পূজ্যপাদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"অগ্নীষোমৌ মিথঃ কার্য্যকারণে চ ব্যবস্থিতে।
পর্য্যায়েণ সমং চেতৌ প্রজীয়েতে পরস্পরম্॥"—

যোগবাশিষ্ঠ।

অর্থাৎ, অগ্নি ও সোম ইহারা পরস্পর পরস্পরের কার্য্য এবং পরস্পর পরস্পরের কারণ রূপে ব্যবস্থিত আছে, ইহারা উভয়েই উভয়কে পর্য্যায়ক্রমে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে। একবার অগ্নির জয়, সোমের পরাজয়, অন্যবার সোমের জয়, অগ্নির পরাজয় হইয়া থাকে।

কার্য্যকারণভাবের দ্বৈবিধ্য—যাহা না হইলে, যাহা হয় না, যদ্ব্যতিরেকে যাহার সিদ্ধি অসম্ভব, যাহা যাহার নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী, বুঝিয়াছি, তাহা তাহার কারণ। জন্মাদি ছয়টি ভাববিকারের স্বরূপ চিন্তা করিয়া

বশিষ্ঠদেবের প্রাগুক্ত সারতম উপদেশের পণ্ডিত গ্রোভের উদ্ধৃত মহামূল্য বচনসমূহকে প্রতিধ্বনি বলিতে পারা যায় কি না ?

তাপ ও শৈত্য অথবা অগ্নি ও সোম, ইহারা আপেক্ষিক শব্দ (Relative terms), তাপ ও শৈত্য সাধারণতঃ পরিচিত ভাবাভাবসম্বন্ধে পরস্পর সম্বন্ধ নহে। শৈত্য বা সোম, তাপ বা অগ্নির নিবৃত্ত-পদার্থক বা অভাবার্থক (Negative quality antagonistic to heat) নহে। তাপের স্বল্পতাই শৈত্য।

"কিমপেক্ষাসামর্থ্যমিতি চেৎ দ্বয়োগ্র্হণেঽতিশয়গ্রহণোপপত্তিঃ।"—

বাৎস্যায়নভাষ্য।

অপেক্ষাসামর্থ্য কাহাকে বলে, বুঝাইবার নিমিত্ত পূজ্যপাদ বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, যদ্দ্বারা দুইটী বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান ন্যূনাধিক্য উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অপেক্ষাসামর্থ্য। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মিলারও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন, যথা—

"Heat and cold are, in fact, merely relative terms; cold implying not a negative quality antagonistic to heat, but simply the absence of heat in a greater or less degree."—

অতিমাত্র শৈত্য ও সমধিক তাপের ক্রিয়াকারিত্ব সমান।

"It is singular that intense cold produces the same sensation as intense heat, and a freezing mixture, as well as boiling water, will blister the part to which it is applied."—

Chemical Physics. P. 212.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিদিত হইলাম, পূর্বাপরীভূত কার্য্যাত্মভাবই জন্মাদি ষড়্‌ভাববিকাররূপে লক্ষিত হইয়া থাকে; জন্মাদি ষড়্‌ভাববিকার পরস্পর কার্য্যকারণ-সম্বন্ধে সম্বন্ধ। জন্মপদবাচ্যভাববিকার, অস্তিপদবাচ্যভাববিকারের-নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী। বিশ্বের সৃষ্টি, পৌর্বাপর্য্যভাবে অবিচ্ছেদে প্রবাহিত।

"সর্গঃ প্রবর্ত্ততে তাবৎ পৌর্ব্বাপর্য্যেন নিত্যশঃ।"—ভাগবত।

উদ্ধৃত ভাগবতবচনের তাৎপর্য্য হইতেছে, কার্য্যাত্মভাব, ষড়্‌ভাব-বিকারময়, অর্থাৎ জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ, ইহাদের অবিরাম—ধারাবহিকরূপে প্রবৃত্তিই জগৎশব্দবাচ্য পদার্থ। জন্মপদবাচ্যভাববিকার, পূর্বভাব বা কারণ, অস্তিপদবাচ্যভাববিকার ইহার অপরভাব বা জন্মপদবাচ্য ভাববিকারের কার্য্য (Consequent); এইরূপ বৃদ্ধিপদবাচ্য ভাববিকার, অপরভাব বা কার্য, অস্তিপদববাচ্য-ভাববিকার, ইহার পূর্বভাব বা কারণ (Antecedent)। অন্যান্য ভাব-বিকারসম্বন্ধেও এইপ্রকার কার্য্যকারণ বা পৌর্বাপর্য্যভাব চিন্তনীয়। জন্মাদি ভাববিকারসমূহ যে পরস্পর কার্য্যকারণভাবে সম্বন্ধ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, প্রতীতি হয়, জন্মাদি প্রাগুক্ত ভাববিকারসকলের মধ্যে পরস্পর যে কার্য্যকারণসম্বন্ধ আছে, তাহা সমরূপ নহে, ইহাদের পৌর্বাপর্য্যভাবের দ্বিবিধ বিভিন্ন রূপ আমাদের লক্ষ্য হইতেছে। জন্মাদি ছয়টি ভাববিকারকে, (ইতি-পূর্বে উক্ত হইয়াছে), ভগবান্ বাদরায়ণ জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ বা আবি-র্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব, এই তিনটি মুখ্যভাববিকারের অন্তর্ভূত করিয়াছেন। জন্ম স্থিতি ও তিরোভাব, এই ভাববিকারত্রয়ের স্বরূপ দর্শন করিতে যাইলে, উপলব্ধি হয়, ভাব বা অস্তিত্ব ইহাদের মধ্যে সামান্য (Common)। আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব, এ সকলেই, এক সামান্যভাবের বিশেষ বিশেষ অবস্থামাত্র। আবির্ভাব, পূর্বভাব বা কারণ এবং স্থিতি (ব্যক্তাবস্থা) অপরভাব বা কার্য্য এবং স্থিতি পূর্বভাব, তিরোভাব ইহার অপরভাব। আবির্ভাবের সহিত স্থিতিপদবাচ্য ভাব-বিকারের যেরূপ কার্য্যকারণসম্বন্ধ, স্থিতিপদবাচ্য ভাববিকারের সহিত তিরোভাব বা বিনাশপদবাচ্য-ভাববিকারের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ যে সেরূপ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রথমোক্ত কার্য্যকারণভাব সদ্রূপপরিণামোত্থ, শেষোক্ত কার্য্যকারণভাব বিনাশপরিণামজ। আদিভূত একটি পদার্থ হইতে অপর একটির উদ্ভূতি, ইহা সদ্রূপপরিণামোত্থ কার্য্যকারণভাব এবং একটির বিনাশ বা তিরোভাবে যে অপরটির সদ্ভাব, ইহা বিনাশপরিণামজ কার্য্যকারণভাব। বীজাঙ্কুর ও দিবসযামিনী, ইহারা যথাক্রমে সদ্রূপপরিণামোত্থ ও বিনাশপরিণামজ কার্য্যকারণভাবের দৃষ্টান্ত। সুখ-দুঃখ, সৎ-অসৎ, শৈত্য-তাপ ইত্যাদি, ইহারা সকলেই শেষোক্ত বা বিনাশপরিণামজ কার্য্যকারণসম্বন্ধে পরস্পর সম্বদ্ধ ১।

---

১ "কার্য্যকারণভাবশ্চ দ্বিবিধঃ কথিতোঽনয়োঃ।
সদ্রূপপরিণামোত্থো বিনাশপরিণামজঃ॥
একস্মাদ্‌দ্বিতীয়স্য সম্ভবোঽঙ্কুরবীজবৎ।
কার্য্যকারণভাবোঽসৌ সদ্রূপপরিণামজঃ॥
একনাশে দ্বিতীয়স্য যদ্ভাবো দিনরাত্রিবৎ।
কার্য্যকারণভাবোঽসৌ বিনাশপরিণামজঃ॥"—

যোগবাশিষ্ঠ, (নির্ব্বাণপ্রকরণ)।

ডাক্তার রিড (Reid), দার্শনিক পণ্ডিত মিল প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিনাশপরিণামজ কার্য্যকারণভাব অস্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিত মিল বলিয়াছেন, কেবল পৌর্ব্বাপর্য্যভাবদর্শনেই কার্য্যকারণভাব নির্ব্বাচিত হয় না, কেবল পৌর্বাপর্য্যভাবদর্শনেই যদি কার্য্যকারণভাব নির্ব্বাচিত হইত, তাহা হইলে দিন ও রজনীকে পরস্পর কার্য্যকারণসম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। কারণশব্দটী কি অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা যথাযথরূপে অবগত হইতে হইলে, জানা উচিত, অপরভাব (Consequent) পূর্ব্বভাবের কেবল নিয়তপরবর্ত্তীই নহে, পরন্তু, কার্য্য যাবৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়, তাবৎ ইহার পৌর্ব্বাপর্য্যভাবের অন্যথা হয় না।

"When we define the cause of anything (in the only sense in which the present inquiry has any concern with causes) to be "the antecedent which it invariably follows", we do not use this phrase as exactly synonymous with "the antecedent which

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"অব্যাহতাঃ কলা যস্য কাল শক্তিমুপাশ্রিতাঃ।
জন্মাদয়ো বিকারাঃ ষট্ ভাবভেদস্য যোনয়ঃ ॥—বাক্যপদীয়।

সদ্রূপপরিণামোত্থ ও বিনাশপরিণামজ, এই দ্বিবিধ কার্য্যকারণভাবের স্বরূপ যথাযথরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া, আমরা পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরির অমূল্যগ্রন্থ—বাক্যপদীয় হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলাম।

শ্লোকটির অর্থ

এক নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, সর্বশক্তিমান্, সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের অব্যাহতকলা—নিত্য ও অপরিচ্ছিন্ন শক্তি, কালশক্তির আশ্রয়ে—কালশক্তির নিমিত্ততাপ্রযুক্ত ভাবভেদযোনিজন্মাদি ছয়টি ভাববিকারে বিকৃতবৎ উপলব্ধ হইয়া থাকে, জন্মাদি ষড়্ভাববিকার, এক অপরিচ্ছিন্ন-পরমেশশক্তির কালাবচ্ছিন্ন বিশেষ বিশেষ অবস্থা মাত্র—ইহারা এক অখণ্ডশক্তির কালখণ্ডিত বিশেষ বিশেষ সত্তা-ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

---

it invariably has followed in our past experience". Such a mode of conceiving causation would be liable to the objection very plausibly urged by Dr. Reid, namely, that according to this doctrine night must be the cause of day, and day the cause of night ; since these phenomena have invariably succeeded one another from the beginning of the world. But it is necessary to our using the word cause, that we should believe not only that the antecedent always has been followed by the consequent, but that, as long as the present constitution of things endures it always will be so. And this would not be true of day and nlght."

পণ্ডিত মিল বিনাশপরিণামজ কার্য্যকারণভাবের স্বরূপ চিন্তা করেন নাই। জগৎকে ষড়্ভাববিকারময় এবং প্রবাহরূপে নিত্য বলিয়া বুঝিলে, বিনাশপরিণামজ কার্য্যকারণসম্বন্ধ যে সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। আবির্ভাব ও তিরোভাব বা বিকাশ ও বিনাশ যে একমিথুন (Universally co-existent), পণ্ডিত মিলের তাহা লক্ষ্য হয় নাই। যথাস্থানে এই সকল কথার বিচার করিবার ইচ্ছা রহিল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কালশক্তি কিরূপ ?—পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বলিলেন, অখণ্ডিত বা অপরিচ্ছিন্ন পরমেশশক্তির কালখণ্ডিত বিশেষ বিশেষ অবস্থাই জন্মাদি ভাববিকাররূপে উপলব্ধ ও অভিহিত হইয়া থাকে, কিন্তু, কালশক্তি কাহাকে বলে, তাহা না জানিলে, জন্মাদি ষড়্‌ভাববিকার যে অখণ্ডিত বা অপরিচ্ছিন্ন পরমেশশক্তির কালখণ্ডিত বিশেষ বিশেষ অবস্থাভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না, করুণানিধান ভর্ত্তৃহরি তা'ই স্বয়ংই নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিদ্বারা কালশক্তির স্বরূপ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

কালশক্তির স্বরূপ —

"একস্য সর্ববীজস্য যস্য চেয়মনেকধা।
ভোক্তৃভোক্তব্যরূপেণ ভোগরূপেণ চ স্থিতিঃ ॥"—

বাক্যপদীয়।

ভাবার্থ।

ইতিপূর্বে বহুবার উক্ত হইয়াছে যে, জগতের জ্ঞান, ক্রিয়া বা গতির (Motion) জ্ঞান, জগৎ পরিবর্ত্তনের মূর্ত্তি, এবং ক্রিয়া বা কর্ম্ম, শক্তির আত্মভূত—শক্তির অভিব্যক্ত অবস্থা—শক্তির প্রকটিত রূপ। বিনা প্রয়োজনে কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না ; সুখ ও সুখের হেতুভূত পদার্থের ঈপ্সা এবং দুঃখ ও তদ্ধেতুভূত পদার্থের জিহাসা—ত্যাগ করিবার ইচ্ছা, ইহারাই কর্ম্মপ্রয়োজন। সুখদুঃখভোগ অচেতন বা জড়ের হইতে পারে না, অচেতন বা জড়পদার্থ সুখদুঃখের ভোক্তা নহে। পুরুষ বা জীবাত্মাই সুখদুঃখের উপভোগকর্ত্তা। অতএব, বুঝিতে পারা গেল, ক্রিয়া বা কর্ম্ম ভোক্তৃভোগ্যের সম্বন্ধাত্মক। জীবাত্মা, ভোক্তা ; ইন্দ্রিয়গ্রাম, ভোগ-করণ ; এবং বিষয়, ভোগ্য। কর্ত্তৃকরণাদি কারকদ্বারা প্রবিভক্ত ও কর্ত্তৃকরণাদি কারকশরীরে শরীরিণা বা মূর্ত্তক্রিয়াই যে আমাদের সমীপে ক্রিয়ারূপে লক্ষ্য হইয়া থাকে, ইতিপূর্বে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। ক্রিয়া, ভোক্তৃ ভোগ্যের সম্বন্ধাত্মক, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য ও কর্ত্তৃকরণাদিকারকশরীরে শরীরিণী বা মূর্ত্তক্রিয়াই আমাদের সমীপে ক্রিয়ারূপে লক্ষ্যপদার্থ ইহার মর্ম্ম সমান, পাঠক এই কথা স্মরণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিবেন। ক্রিয়াজ্ঞানই যখন জগতের জ্ঞান এবং ক্রিয়া যখন ভোক্তৃ-ভোগ্যসম্বন্ধাত্মক, তখন জগতের জ্ঞান যে ভোক্তৃশক্তি ও ভোগ্যশক্তি, এই শক্তিদ্বয়ের পরস্পরসম্বন্ধজনিত পরিবর্ত্তনের (ভোগের) উপলব্ধি-ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পূজ্যপাদ ভর্তৃহরি উদ্ধৃত কারিকাটীদ্বারা এই কথাই বুঝাইয়াছেন। সর্ব্ববীজ—সর্ব্বকারণ—সর্ব্বশক্তিময় ব্রহ্মের মায়াপরিচ্ছিন্ন শক্তির ভোক্তৃ-ভোগ্য ও ভোগ-রূপে অনেকধা—বহুরূপিণী স্থিতিই, কালশক্তি। বুঝিলাম, কাল ও ক্রিয়া, এক পদার্থ।

"কল্ সংখ্যানে" এই 'কল্' ধাতুর উত্তর 'অচ্' ও 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া অথবা "কল্ প্রেরণে" এই প্রেরণার্থক কল্' ধাতুর উত্তর 'ণিচ্' ও 'অচ' করিয়া 'কাল' পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভাষাপরিচ্ছেদে, যাহা জন্যপদার্থসকলের জনক, যাহা জগতের আশ্রয়, পরত্বাপরত্ববুদ্ধির যাহা হেতু—পৌর্বাপর্য্যবুদ্ধির যাহা কারণ, তাহা কাল, কালের এইরূপ লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে ১। তিথিতত্ত্বে, যাহা সর্বভূতের সৃষ্টিস্থিতি-লয়-কারণ, তাহা কাল এই নামে পরিকীর্ত্তিতপদার্থ বলা হইয়াছে২। পূজ্য-পাদ নাগেশ ভট্ট, কালের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার জন্য বলিয়াছেন—কাল, ভাবমাত্রের (ভাববিকার বুঝিতে হইবে)-উৎপত্তি-স্থিতি ও নাশ-হেতু, কাল শরদাদি-রূপে আম্রাদি বৃক্ষের পুষ্পফলপ্রসবশক্তিকে প্রতিবদ্ধ করে এবং কালই বসন্তাদিরূপে তাহাদের তচ্ছক্তিকে অনুগৃহীত করে ৩।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে কাললক্ষণ :—

"লোকানামন্তকৃৎকালঃ কালোঽন্যঃ কলনাত্মকঃ।
স দ্বিধা স্থূলসূক্ষ্মত্বান্মূর্ত্তশ্চামূর্ত্ত উচ্যতে ॥"—

অর্থাৎ, অখণ্ড-দণ্ডায়মান ও কলনাত্মক ভেদে কাল প্রধানতঃ

---

১ "জন্যানাং জনকঃ কালো জগতামাশ্রয়ো মতঃ।
পরাপরত্বধী হেতুঃ ক্ষণাদিঃ স্যাদুপাধিতঃ ॥ ভাষাপরিচ্ছেদ।"

২ "কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং স কালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"— তিথিতত্ত্ব।

৩ "কালোভাবমাত্রস্যোৎপত্তিস্থিতিনাশহেতুঃ শরদাদিরূপেণাম্রাদীনাং পুষ্প-ফলপ্রসবশক্তীঃ প্রতিবধ্নাতি বসন্তাদিরূপেণ চ তা অনুজানাতীতি তৎত্রিতয়হেতুতা তস্য।"— মঞ্জুষা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্বিবিধ। যে কাল, স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের উৎপত্তিস্থিতিনাশকারণ, যে কাল অমৃত, তাহা, অখণ্ড-দণ্ডায়মানকাল, এবং যে কাল জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়—যাহা নির্দ্দেশ্য, তাহা কলনাত্মক বা খণ্ড কাল। কলনাত্মক কালও আবার স্থূলসূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ। (ক্রিয়াও যে মূর্ত্তামূর্ত্তভেদে দ্বিবিধ, তাহা স্মরণ করিবেন।)

বেদে কালের স্বরূপ অতিবিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, স্থানাভাববশতঃ এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। অথর্ব্ববেদেসংহিতায় বর্ণিত অখণ্ডদণ্ডায়মান মহাকালের স্বরূপ দর্শন করিবেন। কাল কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত তৈত্তিরীয় আরণ্যকে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটী সন্নিবেশিত করা হইয়াছে—

"সূর্য্যো মরীচিমাদত্তে। সর্ব্বস্মাদ্ভুবনাদধি ॥
তস্যাঃ পাকবিশেষেণ। স্মৃতং কালবিশেষণং ॥"

ক্রিয়া ও কাল যে এক পদার্থ এবং ক্রিয়ামাত্রেই যে অগ্নীষোমাত্মক, উদ্ধৃত মন্ত্রটী দ্বারা তাহাই বুঝান হইয়াছে। যথাস্থানে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

"ভবাহংপূর্ব্বকে ভাবে পুত্রঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
মায়াসম্ভাবিতো বীর কালঃ সর্ব্বসমাহরঃ ॥"—

রামায়ণ উত্তরকাণ্ডে।

রঘুকুলতিলক ভগবান্ রামচন্দ্র, দুষ্কৃতবিনাশ ও সাধুদিগের পরিত্রাণার্থ—ভূভারহরণের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রাবণাদি অনন্যজেয় দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণ বিনষ্ট হইলে পর, পৃথিবী যখন শান্তা হইলেন, ধর্ম্ম যখন সুচারুরূপে সংস্থাপিত হইল, অর্থাৎ ভগবানের অবতরণোদ্দেশ্য যখন সংসিদ্ধ হইল, তখন কমলযোনি, ভগবানের মর্ত্তধামে অবস্থান করিবার আর প্রয়োজন নাই বুঝিয়া, কালকে দূতরূপে তাঁহার সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাপসবেশধারী কাল, ভগবানের সমীপবর্ত্তী হইয়া, নিবেদন করিলেন, হে মহাসত্ত্ব,—মহাবল রাজন্! আমি যেজন্য আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। পিতামহ (ব্রহ্মা) আমাকে দূতরূপে ভবদন্তিকে প্রেরণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়াছেন ১। আমি আপনার পূর্বভাবের পূর্বাবস্থার (হিরণ্যগর্ভা-বস্থার) পুত্র, পরপুরঞ্জয়, সর্বসমাহর (সর্ববস্তুসংহারকর্ত্তা) মায়াসম্ভাবিত (মায়া—ভগবৎ-সঙ্কল্পশক্তি-দ্বারা সম্ভাবিত—উৎপাদিত) কাল ২।

কাল তাহা হইলে কোন্ পদার্থ হইল ?—কাল ও ক্রিয়া এক পদার্থ। ক্রিয়া যেমন মূর্ত্ত-ও-অমূর্ত্ত-ভেদে দ্বিবিধ, কালও সেইপ্রকার মূর্ত্তামূর্ত্তভেদে দুই প্রকারের। ভাষাপরিচ্ছেদে কালকে, পরত্বাপরত্বধী-হেতু বলা হইয়াছে ; একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে, প্রতীতি হইবে, কাল কাহাকে বলে, এ প্রশ্নের ইহাই পর্য্যাপ্ত উত্তর। জগৎ, মায়াবিজৃম্ভিত চিজ্জড়াত্মক পদার্থ, জগৎ ক্রিয়ার মূর্ত্তি—ক্রিয়াজ্ঞানই জগতের জ্ঞান, এই সকল কথার মর্ম্মচিন্তা করিলে, আমরা কি বুঝিতে পারি ? যাহা বুঝিতে পারি, ভাষাপরিচ্ছেদ কালকে পরত্বাপরত্বধী হেতু বলিয়া সংক্ষেপে তাহাই বুঝাইতেছে। উৎপত্তিবিনাশশীল জ্ঞান, সম্বন্ধাত্মক (Relative) এবং সম্বন্ধজ্ঞান, দ্বৈতজ্ঞানমূলক। পরত্বাপরত্ব বা পৌর্বাপর্য্য, এই শব্দদ্বয়ের অর্থ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, কার্য্যকারণসম্বন্ধই ইহাদিগের দ্বারা অভিব্যক্ত হইতেছে। বিনা কারণে কোন কার্য্য সংঘটিত হয় না, এ কথার তাৎপর্য্য হইতেছে, পরভাব হইতে অপরভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে, অনাগত বা সূক্ষ্মাবস্থাতে যাহা বিদ্যমান নাই, তাহার অভিব্যক্তি বা উৎপত্তি হইতে পারে না। সকলপ্রকার প্রাকৃতিক পদার্থই অব্যক্তাবস্থাহইতে ব্যক্তাবস্থায় এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে পুনর্ব্বার অব্যক্তাবস্থায় গমনাগমন করিতেছে। ধর্ম্মি-মাত্রেই শান্ত ; উদিত ও অব্যপদেশ্য এই ত্রিবিধ ধর্ম্মে অন্বিত, অতএব,

১ "শৃণু রাজন্ মহাসত্ত্ব যদর্থমহমাগতঃ।
পিতামহেন দেবেন প্রেষিতোঽস্মি মহাবল ॥"—

২ বেকালতত্ত্বের স্বরূপ দর্শন করিতে গিয়া, বর্ত্তমান সময়ে ঈশ্বরবোধে পূজিত দার্শনিকদিগের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া যাইতেছে, আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই দুরবগাহ কালতত্ত্ব পূজ্যপাদ মহর্ষি বাল্মীকির লেখনী হইতে লীলাচ্ছলে—অবলীলাক্রমে একটী শ্লোকদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে এবং যাহা নির্ণীত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত কোন চিন্তাশীল বিদেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত মহদায়তন গ্রন্থদ্বারা এই একটীমাত্র শ্লোকনির্ণীত তত্ত্বাপেক্ষা কালতত্ত্বের অধিকতর তত্ত্ব কিছু দিতে পারিয়াছেন কি ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জন্মাদি ভাববিকারসমূহ চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল। ভাব ও ক্রিয়া, বুঝিয়াছি, এক পদার্থ, পূর্ব্বভাব বা পূর্ব্বক্রিয়া, কারণ এবং অপরভাব বা অপর ক্রিয়া, কার্য্য। ক্রিয়া ও কাল, বুঝিলাম, সমান বস্তু, অতএব, বলিতে পারি, পূর্বকাল, কারণ এবং অপরকাল, কার্য্য। সিদ্ধান্ত হইল, কার্য্যাত্মভাব বা জগৎ, জন্মাদিভাববিকারাত্মক বা পৌর্বাপর্য্যসম্বন্ধ-জ্ঞানমূলক—পরত্বাপরত্ব-বুদ্ধিতে ভাসমান পদার্থ ১।

চিন্তিতের প্রতিচিন্তন—কথায় কথায় আমরা বহুদূরে আসিয়াছি। বহুদূরে আসিয়াছি বটে কিন্তু, প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধহীনদেশে আগমন করিয়াছি কি না, বলিতে পারি না। প্রস্তাবিত বিষয়টী বুঝিবার নিমিত্ত যে সকল কথা বলা উচিত, স্থান ও শক্তির অভাবে,

---

১ Time ও Space কাহাকে বলে, বুঝাইতে গিয়া, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু, দুঃখের বিষয়, সিদ্ধান্ত সুগম ও সংশয়বিরহিত হয় নাই। পণ্ডিত স্পেন্সারের উক্তি,—

"Thus we cannot conceive Space and time as entities, and are equally disabled from conceiving them as either the attributes of entities or as non-entities. We are compelled to think of them as existing; and yet cannot bring them within those conditions under which existences are represented in thought."

দার্শনিক পণ্ডিত ক্যাণ্ট্ Space এবং Timeকে বৌদ্ধপরিণাম (Forms of the intellect) বলিয়াছেন, পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন, Time এবং Spaceকে বৌদ্ধপরিণাম বলাতে ইহাদের স্বরূপ অধিকতর দুর্বোধ্য হইয়াছে। Space ও Timeকে বৌদ্ধপরিণাম বলিলে, ইহাদের অনুভব-যোগ্যতা থাকিত না।

"For if Space and Time are forms of thought, they can never be thought of; since it is impossible for anything to be at once the form of thought and the matter of thought."—

পণ্ডিত স্পেন্সারের মতে;—"The abstract of all sequences is Time."—

ইহা শাস্ত্রেরই কথা। আমরা পরে দেখাইব পণ্ডিত স্পেন্সার Time এবং Spaceএর স্বরূপ ভালরূপ বুঝাইতে পারেন নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজ বিশ্বাস, তাহা বলা হয় নাই। গ্রন্থের মধ্যে এই সকল প্রস্তাব পুনর্বার উপস্থিত হইবে, যথাশক্তি সেই সময় ইহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব, আপাততঃ যে যে বিষয়ের চিন্তা করা হইল, তত্তদ্বিষয়ের প্রতিচিন্তন করিতে করিতে মূলবিষয়ের অভিমুখে গমন করা যাউক।

আমাদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে সমাজ কাহাকে বলে, অগ্রে তাহা জানা আবশ্যক মনে হওয়ায়, আমরা সমাজ কাহাকে বলে, তাহা চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সমাজ শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিয়া, অবগত হইয়াছি, সমানমন্ত্র, সমলক্ষ্য, অন্যোন্যাশ্রয়ী মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট জীবগণের সমপ্রয়োজন বা সমানার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত একীভূতভাবের নাম 'সমাজ'। শরীর বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, সমাজ-শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ চিন্তা করিয়া, বিদিত হইয়াছি, সমাজ ও শরীর, সমানলক্ষণপদার্থ। সাধর্ম্মবৈধর্ম্য-বিচারই বস্তুতত্ত্বজ্ঞানার্জনের একমাত্র উপায়, কোন বস্তুকেই আমরা কেবল তদ্দ্বারা জানিতে পারি না, যে কোন বস্তুই হউক, তাহা, তদ্ভিন্ন, অথচ তাহার সহিত কোন-না-কোন-রূপ সম্বন্ধে সম্বন্ধ, জ্ঞাত-বস্ত্বন্তরের তুলনায় পরিজ্ঞাত হয়। সমাজের স্বরূপ দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া, আমরা এই নিমিত্তই নরশরীরের প্রতিকৃতি সম্মুখে স্থাপন করিয়াছি ১।

---

১ সমাজ কাহাকে বলে, বলিতে গিয়া, নীরস শারীরতত্ত্বসম্বন্ধে এত কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে, পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে এই প্রকার মত প্রকাশ করিবেন তাহা আমরা জানি। শারীরতত্ত্ব; সাধারণ পাঠকের সমীপে অপ্রীতিকর বলিয়া অনাদৃত হইলেও, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পরমাদরের সামগ্রী, সন্দেহ নাই। কথা হইতেছে, অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে কি না? সকল বিষয়ই দেশ-কাল-ও-পাত্রানুসারে উপাদেয়-বা-হেয়রূপে অবধারিত হইয়া থাকে। শারীরতত্ত্ব উপাদেয় পদার্থ হইলেও সকল দেশকালে বা সকল পাত্রের নিকটে ইহা সমভাবে আদৃত হইতে পারে না। বিষয়াসক্ত পুরুষের পার্থিব ধন এবং বিষয়বিরক্ত ভগবদ্ভক্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

নরশরীরব্যাকরণ স্থূলতমভাবেই করা হইয়াছে, তথাপি এতদ্দারা আমরা অবগত হইয়াছি, শরীর অসংখ্য ইতরেতরাশ্রয়িক্ষুদ্রবৃহৎ যন্ত্র-সমষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। শারীরকার্য্যতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিবার সময়ে, শাস্ত্রচরণপ্রসঙ্গে বিদিত হইয়াছি, জ্ঞান, পোষণ ও পরিচালন, নরশরীরে এই ত্রিবিধ কার্য্য হইয়া থাকে। জ্ঞান, পোষণ ও পরিচালন, এই ত্রিবিধ কার্য্যসম্পাদনের জন্য যেরূপ ও যতসংখ্যক যন্ত্রের প্রয়োজন, করুণাময় পরমপিতা ঠিক সেইরূপ ও ততসংখ্যক যন্ত্রই প্রদান করিয়াছেন। সংহতি বা সমষ্টি পরার্থ মুর্ত্তি, পরপ্রয়োজন-সাধনের নিমিত্ত, সংহতি বা সমষ্টির নিজপ্রয়োজন কিছুই নাই। সমষ্টির ভিন্ন ভিন্ন অংশসকলের মুল উদ্দেশ্য সমান এবং এইজন্য সকলে মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া থাকে ; কোন যন্ত্রই অন্যসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিতে পারগ নহে। শারীরযন্ত্রসমূহ শরীরির বা আত্মার প্রয়োজনসাধনের নিমিত্তই পরস্পর মিলিত হইয়াছে। সমাজশব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতে বিদিত হইয়াছি, সমান লক্ষ্য অন্যোন্যাশ্রয়ী মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট জীববৃন্দের সমপ্রয়োজন বা সমানার্থসিদ্ধির নিমিত্ত একীভূত ভাবের নাম, সমাজ। অতএব সমাজ, একটী বৃহৎ শরীর। শরীর যেমন ইতরেতরাশ্রয়িক্ষুদ্র-বৃহৎ যন্ত্রসমষ্টি, সমাজও তদ্রূপ ভিন্নভিন্ন শক্তিবিশিষ্ট মনুষ্যযন্ত্রসংহতি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, সমাজ-শরীরের ইহারাই যন্ত্র, ইহাদের একটীর অভাবে সমাজশরীর অবস্থান করিতে পারে না।

আবির্ভাবাত্মক রজঃ ও তিরোভাবাত্মক তমঃ বা পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তির অন্যোন্যাভিভবভাব হইতে সত্ত্বের উপরি যে নানাবিধ-ভাবতরঙ্গ উত্থিত হইয়া ক্রীড়া করে, সেই অনন্তভাবতরঙ্গের সমষ্টিই জগৎ, প্রত্যেক জাগতিক পদার্থই এক-একটী ত্রিগুণময়ভাবতরঙ্গ। প্রত্যেক জাগতিক-

---

মহাত্মার পরমেশচরণ যেমন সার্বভৌমরূপে প্রিয় সামগ্রী বোধ হয়, অন্য কোন বস্তু তেমন সার্বভৌমরূপে প্রীতিকর নহে। লোকমাত্রেই ভিন্নরুচি। শারীরতত্ত্ব আমাদের প্রিয়সামগ্রী এবং এ স্থানে শারীরতত্ত্বসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পদার্থই ত্রিগুণপরিণাম বটে, কিন্তু, ত্রিগুণের ভাগ সকল পদার্থেই সমান ভাবে নাই, থাকা সম্ভবও নহে। প্রকৃতির বিসদৃশপরিণাম হইতেই বিবিধ বিচিত্র জগতের আবির্ভাব এবং ইহার সদৃশ-পরিণাম-হইতেই লয় হইয়া থাকে ১।

সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিসদৃশ পরিণামহইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, সামান্যভাব, নানাভাবে বিভক্ত (Differentiated) হইয়াই পরিদৃশ্যমান উচ্চাবচ জগদাকার ধারণ করিয়াছে, অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভ হইয়া থাকে, এই সকল কথার সহিত জাতি-ভেদই সৃষ্টি, এতদ্বাক্যের কোন পার্থক্য নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই শব্দচতুষ্টয়ের স্বরূপ চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের পরস্পর সংযোগ বৈষম্য বা সমাবেশ ও সান্নিধ্যের তারতম্যবশতঃ প্রধানতঃ উপলভ্যমান কতপ্রকার জাতিভেদ হইতে পারে, শব্দচতুষ্টয় তাহাই বলিয়া দিতেছে। জাতিভেদ বেদাদি নিখিল শাস্ত্রানুমোদিত বলাই বাহুল্য, সুতরাং সূক্ষ্মদর্শির সমীপে ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

জাতিভেদ প্রাকৃতিক পদার্থ বটে, কিন্তু, ভারতবর্ষভিন্ন অন্য দেশে ইহার ভিন্নতা সার্ব্বভৌমরূপে লক্ষিত হয় না। আমরা পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, পরিণামিভাবের গতি উভয়তোবাহিনী, ইহার একটী গতি বহির্মুখীন আর একটি গতি অন্তর্মুখীন, একটি পরাচীন আর একটি প্রতীচীন, একটি Centrifugal, অপরটি Centripetal। পরিণামিভাব যখন বহির্মুখীন হয়, ইহার পরাচীন গতি যখন প্রবল হয়, তখন সৃষ্টি আরম্ভ এবং অন্তর্মুখীন গতি যখন (ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ান্যায়ে) বেগবতী হয়, তখন লয়পরিণামসংঘটিত হইয়া থাকে। ভগবান্ যাস্কের চরণকৃপায়

---

১ "To say that the primary re-distribution is accompanied by secondary redistributions, is to say that along with the change from a diffused to a concentrated state, there goes on a change from a homogeneous state to a heterogeneous state. The components of the mass while they become integrated also becomc differentiated."— *First Principles. P. 330.*

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বুঝিয়াছি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব মধ্যে এবং রজঃ ও তমঃ (Attractive and repulsive forces) উভয় পার্শ্বে, ত্রিগুণময়ী ; প্রকৃতির এই রূপ। সত্ত্ব, কেন্দ্র বা সন্ধিস্থান, আবির্ভাবতিরোভাবাত্মক রজঃ ও তমঃ, এই গুণদ্বয়ের ধারক, এই অবিলোপিপদার্থের আশ্রয়েই ভাবাভাবময় রজঃ ও তমঃ, ক্রীড়া করে ১।

জগৎ যে গতির মূর্ত্তি, তাহা আমরা অবগত আছি, একটু নিবিষ্ট-চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারা যায়, গতিই গতির লক্ষ্য নহে, চলিবার জন্যই আমরা চলি না, স্থিতিই গতির লক্ষ্য। একেবারে স্থির হইবার নিমিত্ত—চিরশান্তিনিকেতনে চিরদিনের জন্য প্রশান্ত ভাবে অবস্থান করিবে, এই উদ্দেশ্যেই জীবজগৎ, সদাচঞ্চল নিয়ত-গতিশীল। সাম্যই (Equilibrium অবস্থাই) গতির লক্ষ্যবিন্দু। যাহারা গতিশীল তাহারাই যে সত্ত্ব বা কেন্দ্রাভিমুখে গমন করিবার চেষ্টা করে, তাহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু, যাবৎ বাসনা না ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সকামকর্মজনিত সংস্কার ভোগদ্বারা যাবৎ-মন্দীভূত না হয়, জ্ঞানসূর্য্যের উদয়ে অবিদ্যা-ধ্বান্ত যাবৎ তিরোহিত না হয়, তাবৎ কেন্দ্রাভিমুখীন গতি হয় না, রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া জীব তাবৎ গন্তব্যস্থানের বিপরীতদিকে গমন করে ২। হিন্দুদিগের গতি কেন্দ্রাভিমুখীন, হিন্দু আধ্যাত্মিকজাতি।

---

১ "সন্ধিরপ্যবিলোপঃ স্যাদেতয়োরেব তদ্বপুঃ।
ভাবাভাবৈর্যথৈকাত্মা নিষ্ঠা চেতৌ তথৈবহি॥"— যোগবাশিষ্ঠ।

ভগবান্ যাস্কের কথাই বশিষ্ঠদেব শব্দান্তরদ্বারা বুঝাইয়াছেন।

২ "যদাসর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্যহৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত ইতি॥"—
বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

অর্থাৎ যে কালে হৃদয়শ্রিত কামনা সকল প্রলীন হয়, আত্মাই এক মাত্র কমনীয় পদার্থ এই জ্ঞান-সূর্য্যের প্রখরকরে ঐহিক পারত্রিক সর্ব প্রকার বিষয়বাসনা সমূলতঃ বিশীর্ণ হয়, তৎকালে মানব মরণধর্মা হইয়াও বর্ত্তমান শরীরেই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অবিদ্যালক্ষণ অনাত্মবিষয়ককামই মৃত্যু, অনাত্মবিষয়ককামনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই মানব নানাবেশে বিবিধ দেশে ভ্রমণ করে, পুনঃ পুনঃ জন্মাদি ভাব-বিকারে বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

বৈষয়িক উন্নতি, হিন্দুজাতির চরম লক্ষ্য নহে, ত্রিবিধদুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তিরূপ পরম পুরুষার্থ-সাধনের জন্যই হিন্দুজাতি ব্যাকুল। হিন্দু-চিত্তনদী ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী, হিন্দুহৃদয় সংসারকে গন্তব্যস্থানে যাইবার সহায়বোধে আদর করে, পথিকের কাছে পান্থনিবাসের যেরূপ আদর, হিন্দুর সমীপে সংসারের আদরও তদ্রূপ, তাহা হইতে অধিকতর নহে। সাংসারিকসুখসাধনকে হিন্দু কুঞ্জরশৌচবৎ দুঃখনিবর্ত্তক বলিয়া বুঝিয়া থাকে। হিন্দুর সংসার বিদেশীয়দিগের চিত্তপ্রতিবিম্বিত সংসার-প্রতিকৃতি হইতে স্বতন্ত্রপদার্থ। হিন্দু সংসারকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির সাধন বা উপায়বোধে ভালবাসে, বিদেশীয়দিগের সংসারই উদ্দেশ্য হিন্দুর সংসার Means, বিদেশীয়দিগের সংসার Ends। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ, আধ্যাত্মিকতার অর্থ বুঝেন না, পার্থিবতার আপাতমধুর মোহন আকর্ষণে তাঁহারা সদাকৃষ্ট, অন্তর্মুখ হইবার অবসর পান না, বিষয়কামনা তাঁহাদিগকে অন্তর্মুখ হইতে দেয় না, তা'ই বহির্দ্দেশের সংবাদ দিতেপারিলেও অন্তর্দ্দেশের কোন সংবাদ তাঁহারা জানেন না। অন্তর্দ্দেশের তত্ত্ব লইবার তাঁহাদের অবকাশও নাই, প্রাকৃতিক প্রেরণায় ইচ্ছা ও হয় না। এ জাতি আধ্যাত্মিকতার মর্ম্ম বুঝিবেন কিরূপে ?

পূজ্যপাদ ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন ;—

"তদনারম্ভ আত্মস্থে মনসি শরীরস্থ দুঃখাভাবঃ সংযোগঃ।"—

বৈশেষিকদর্শন। ৫।২।১৭।

অর্থাৎ বিষয়ান্তর হইতে উপরতমন যখন আত্মস্থ হয়—আত্মেতরবিষয়কামনা ত্যাগ করিয়া যখন অন্তর্মুখীনবৃত্তি হয় তখন ইহার নিরোধ পরিণাম (Equilibrium mobile) হইতে থাকে ; মন এইকালে সর্বদুঃখহর অনারম্ভাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাকে যোগ বলে। ভগবান পতঞ্জলিদেবের 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' এই অমূল্য সূত্রটীরও ইহাই তাৎপর্য্য। কামনাশূন্য হইতে না পারিলে মানব কদাচ যে ঈপ্সিততম অবস্থাতে উপনীত হইতে পারিবে না তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। জড়-বিজ্ঞান দ্বারাও ইহা সুন্দররূপে প্রতিপাদিত হইতে পারে। আমরা পরে এ সকল কথা বুঝিবার চেষ্টা করিব। পাঠক ! পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সারের 'First Principles' নামক গ্রন্থের 'Equilibration' অধ্যায়টী মনোযোগপূর্বক অধ্যয়ন করিয়া দেখিবেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হিন্দুর আধ্যাত্মিকতানুযায়িজাতিভেদের প্রাকৃতিকত্ব বুঝিতে অসমর্থ হইয়া বিদেশীয় পণ্ডিতগণ হিন্দুদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন, জাতিভেদ উন্নতির অন্তরায়, জাতিভেদ আছে, তা'ই তোমাদের মধ্যে সমত্ব নাই, তা'ই তোমরা দুর্বল। জাতিভেদ নাই বলিলেই কি জাতিভেদের মূল উৎপাটিত হইতে পারে? যাহা প্রাকৃতিক, মানবীয়শক্তি তাহা নষ্টকরিতে পর্য্যাপ্ত নহে। যে প্রকৃতির প্রেরণায়, ইয়ুরোপ-আমেরিকাবাসী আধ্যাত্মিক জাতিভেদের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম, সেই প্রকৃতির উপদেশেই স্বভাবস্থিত আর্য্যজাতি, জাতিভেদকে উন্নতির অন্তরায় বলিয়া বুঝিতে অনিচ্ছুক। হিন্দু বেদভক্তজাতি হিন্দু বেদকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া পূজাকরে, যাহা বেদবিরুদ্ধ, হিন্দু তাহাকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া ত্যাগ করে। মোক্ষমূলর প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এই জন্য প্রমাণকরিবার চেষ্টা করিতেছেন, জাতিভেদ বেদানুমোদিত নহে। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি তাহা পূর্বেই বলিয়াছি, সুতরাং সে বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। অন্যান্য বেদে জাতিভেদের কথা বহুস্থানে আছে, সুতরাং অন্যান্য বেদ যে প্রকৃতবেদ নহে, প্রথমে তাহা সপ্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট আয়াসস্বীকার করা হইয়াছে। তাহাতেও উদ্দেশ্যসংসিদ্ধির সুবিধা হইল না, কারণ যে বেদকে পণ্ডিত মোক্ষমূলর প্রকৃত-বেদ (The Veda) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদ যে প্রাকৃতিক, সেই ঋগ্বেদই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। অনন্যোপায় হইয়া পণ্ডিত মোক্ষমূলর তখন বুঝাইতে লাগিলেন ঋগ্বেদের একটীমাত্র মন্ত্রে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদের কথা দৃষ্ট হয়, ঋগ্বেদের অন্য কোথাও জাতিভেদের কথা নাই। আর 'শূদ্র' ও 'রাজন্য' এই শব্দদ্বয় যে অপেক্ষাকৃত নবীন, ইয়ুরোপীয় সমালোচক, অনায়াসেই তাহা বুঝিতে সক্ষম। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে ঋগ্বেদরচনার কিশোরবস্থায় জাতিভেদ ছিল না। যে ঋঙ্‌মন্ত্রটীতে জাতিভেদের কথা আছে তাহা অবরকালীন। কথাটা-নিখিলশাস্ত্র-ও যুক্তির অননুমোদিত। বেদাদি সকল শাস্ত্রেরই উপদেশ, শব্দ হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, শব্দ বা বেদ অনন্ত, ঋগ্বেদাদি-সংহিতাচতুষ্টয়ই বেদ নহে, সাধুশব্দমাত্রেই বেদ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিদেশীয় পণ্ডিতবৃন্দ ও তাঁহাদের স্বভাবচ্যুতহিন্দুশিষ্যগণের কথাত দূরের, যাহা বলিলাম, অনেক বাহ্যতঃ আনুষ্ঠানিকহিন্দুরও ইহাতে বিশ্বাস হইবে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শব্দের পরিণাম, এ কথা কতদূর যুক্তি- ও শাস্ত্র-সম্মত, তাহা জানিতে হইলে জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-ও-নাশসম্বন্ধে, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় আস্তিক ও নাস্তিক যত প্রকার মত প্রচলিত আছে, অগ্রে তৎসমুদয়ের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি লয়সম্বন্ধীয় প্রচলিতমত সকল বিদিত হইলে, বিশ্ব শব্দের পরিণাম, একথা যুক্তিসঙ্গত কি না তাহা সুগম হইবে, তা'ই আমরা সংক্ষেপে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় আস্তিক ও নাস্তিক মতসকলের উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে দর্শন শাস্ত্র প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যেও আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে দুই প্রকার দার্শনিক মত প্রচলিত আছে, বটে কিন্তু আস্তিক ও নাস্তিক এই শব্দ দ্বয় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ইংরাজী ভাষার 'Theistic' ও 'Atheistic' এই শব্দদ্বয় যথাক্রমে ঠিক তদর্থের বাচক নহে, আমাদের আস্তিক ও বিদেশীয়দিগের 'Theistic' এবং আমাদের নাস্তিক ও বিদেশীয়দিগের 'Atheistic' সমান পদার্থ নয়। আস্তিক ও নাস্তিক এই দ্বিবিধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের মধ্যেও পরস্পর মতভেদ আছে, তদনুসারে ষড়্‌বিধ আস্তিক ও ষড়্‌বিধ নাস্তিক, সমুদায়ে দ্বাদশ-প্রকার বিভিন্ন দার্শনিক মতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ন্যায়-বৈশেষিক, সংখ্য-পাতঞ্জল ও পূর্বমীমাংসা-উত্তরমীমাংসা, এই ষড়্‌বিধ দর্শনকে আস্তিক এবং চার্বাক, চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধ ও জৈন, এই ছয় প্রকার দর্শনকে নাস্তিকদর্শনশ্রেণীভুক্ত করা হইয়া থাকে। আস্তিক-নাস্তিক ভেদে দ্বাদশ প্রকার দার্শনিক মতকে অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে অসৎ কার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ এই তিনটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। পূজ্যপাদ মাধবাচার্য্য স্বপ্রণীত সর্বদর্শনসংগ্রহ-নামক গ্রন্থে, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি, সৎহইতে অসতের উৎপত্তি, সৎ হইতে সতের অভিব্যক্তি এবং এক সদ্বস্তু (ব্রহ্ম) হইতে দৃশ্যমান কার্য্যসমূহের বিবর্ত্ত কার্য্য-কারণভাব সম্বন্ধীয় এই চতুর্ব্বিধমতের উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈতব্রহ্ম
Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সিদ্ধিতে যে ত্রিবিধ প্রস্থানভেদের কথা আছে, তাহার সহিত পূজ্যপাদ মাধবাচার্য্যের কোন মতবিরোধ নাই। বস্তুতঃ সকল বাদই অসৎকার্য্যাদি-ত্রিবিধ বাদের অন্তর্ভুত। অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, দ্বাদশপ্রকার দার্শনিক মতকে শাস্ত্রে যেমন এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেনসার বিশ্বকার্য্যের কারণ-নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সেইপ্রকার, জগৎ অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান্, জগৎ স্বয়ংসৃষ্ট ও ইহা ঘটকার্য্যের কুম্ভকারের ন্যায় কোন পুরুষদ্বারা সৃষ্ট, এই ত্রিবিধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন। ১

---

১ "Self-existence" আদি ত্রিবিধমতের স্বরূপ, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার যেরূপে বর্ণন করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।—

"In the first place, it is clear that by self-existence we especially mean an existence independent of any other—not produced by any other: the assertion of self-existence is simply an indirect denial of creation. In thus excluding the idea of any antecedent cause, we necessarily exclude the idea of a beginning; for to admit the idea of a beginning—to admit that there was a time when the existence had not commenced—is to admit that its commencement was determined by something or was caused, which is a contradiction. Self-existenee therefore necessarily means existecce without a beginning, and to form a concepion of self-existence, is to form a conception of existence without a beginning."

° ° ° °

"The hypothesis of self-creation, which practically amounts to what is called Pantheism, is similarly incapable of being represented in thought. Certain phenomena, such as the precipitation of invisible vapour into cloud, aid us in forming a symbolic conception of a self-evolved universe."

° ° ° °

"Really to conceive self-creation, is to conceive potential

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ড্রেপার অভাব হইতে ভাবোৎপত্তিবাদ ও সৎকার্য্যবাদ (Development from pre-existing forms) এই দ্বিবিধবাদের কথা বলিয়াছেন। অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎ-কারণবাদ, আস্তিক নাস্তিক-ভেদে দ্বাদশ-প্রকার দার্শনিকমতকে এই

---

existence passing into actual existence by some inherent necessity: which we cannot do. We cannot form any idea of a potential existence of the universe as distinguished from its actual existence."

° ° ° °

"There remains to be examined the commonly-received or theistic hypothesis—creation by external agency. Alike in the rudest creeds and in the cosmogony long current among ourselves, it is assumed that the genesis of the Heavens and the Earth is effected somewhat after the manner in which a workman shapes a piece of furniture."

সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ ও মন্তব্য প্রকাশ।

১। Self-existence—জগৎ অনাদি কাল হইতেই আছে। যাহা সাদি, তাহারই কারণ অন্বেষণ করিতে হয়, জগৎ যখন সাদি নহে তখন ইহার আবার কারণ কি হইবে? জগতকে অনাদি বলা ও ইহার স্রষ্টৃত্ব অস্বীকারকরা সমান অর্থ।

সংসার যে অনাদিকলপ্রবর্ত্তিত—সংসারের যে আদি নাই ইহাত শাস্ত্রের উৎসৃষ্ট, শাস্ত্রীয় ধ্বনির প্রতিধ্বনি, কিন্তু দুঃখের বিষয় বিকৃত বলিয়া, জগৎ অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত, এই অমূল্য শাস্ত্রীয় উপদেশের সারতম অংশটুকু ইহাতে নাই, ইহা উল্লিখিত শাস্ত্রীয় উপদেশের মৃত-দেহ-মাত্র, ইহাতে প্রাণ নাই। পণ্ডিত স্পেন্‌সার বিশ্বের কার্য্যকারণসম্বন্ধ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে তিনটী পরস্পরবিরুদ্ধমতের উল্লেখ করিয়াছেন সর্ব-সংশয়বিনাশিনী সর্ব-বিদ্যাময়ী শ্রুতিদেবী এবং তাঁহার চরণসম্ভূত আস্তিক-দার্শনিকেরাও ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্‌সার এই মতত্রয়কে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, সমদর্শিশাস্ত্র ইহাদিগকে সে দৃষ্টিতে দেখেন নাই। পণ্ডিত স্পেন্‌সারের দৃষ্টিতে ইহারা অগ্নিজলের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত, সমদর্শক শাস্ত্রীয়সমীক্ষণে ইহারা বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত নহে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ত্রিবিধ বাদের অন্তর্ভূ'ত করা হয় বটে, কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিকের অসৎ-কার্য্যবাদ এবং সৌগতাদি নাস্তিকদিগের অসৎকার্য্যবাদ সমান পদার্থ নহে। ভগবান্ গোতম ও কণাদ অসৎ শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার

"ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ৎসো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা ৮।৩।১০।১৩০।

জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব যে অত্যন্তগহন—অতীব দুর্জ্ঞেয়, বিশ্ববিধাতা বা জগৎস্বামী ব্যতীত সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যোদ্ভেদ করা যে অন্য কাহার সাধ্যায়ত্ত নহে, সৃষ্টিরহস্য সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পরমেশ্বর হইতে নিঃশ্বাসবৎ-আবির্ভূ'ত বেদের চরণে শরণ-গ্রহণ করা ভিন্ন যে উপায়ান্তর নাই, উদ্ধৃত-মন্ত্রটীদ্বারা ভগবান্ তাহাই বুঝাইয়াছেন।

মন্ত্রটীর ভাবার্থ।

যে উপাদানভূত পরমাত্মা হইতে, বিবিধ গিরিনদীসমুদ্রাদিরূপে বিচিত্র এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তিনি ভিন্ন জগৎকে আর কে ধারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ? জগৎ কোন্ উপাদান ও নিমিত্তকারণ হইতে সৃষ্ট, বিশ্বাধ্যক্ষ ব্যতীত তাহাই বা কে নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলিয়াদিতে সক্ষম? জগতের সৃষ্টিরহস্য উদ্ভেদ করিতে গিয়া বিভিন্ন বিভিন্ন মত প্রকাশিত হইয়াছে; কাহার মতে জড়প্রকৃতি হইতে অকর্ত্তৃক জগৎ স্বয়ং আবির্ভূ'ত হইয়াছে (পণ্ডিত স্পেন্‌সার এই মতের পক্ষপাতী)।

"জড়াৎপ্রধানাদকর্ত্তৃকমেবেদং জগৎথয়মজায়তেতি।"—

সায়ণাচার্য্যকৃতভাষ্য।

কোন মতে প্রকৃতি, জগতের উপাদানকারণ, কেহ বলেন জগৎকার্য্যের পরমাণু সমবায়িকারণ, এবং ঈশ্বর নিমিত্তকারণ। জগতের সৃষ্টিসম্বন্ধে এই প্রকার বহুবিধমত দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বজ্ঞ ঈশ্বরব্যতিরেকে সৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধীয় সমীচীন-উপদেশদিবার শক্তি অন্য কাহার নাই। বেদ ঈশ্বরোপদেশ, সুতরাং বেদোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বই অভ্রান্ত। বেদে জগৎকে অনাদি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু জগদাধার-বা-জগৎপ্রাণকে তাড়াইয়া দেওয়া হয় নাই, প্রাণময়জগৎকে মৃত বলিয়া বুঝান হয় নাই। জগতের অনাদিত্ব-প্রতিপাদন করিতে গিয়া পণ্ডিত স্পেন্‌সার জগৎপ্রাণকে তাড়াইয়াদিয়াছেন, সংসারের অনাদিত্ববাদ তাঁহার কাছে নাস্তিক (Atheistic) বাদ। বেদ, এই অনাদিত্ব বাদ বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন —"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়াছেন, নাস্তিকেরা ইহার সে অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। ভগবান্ গোতম ও কণাদ যে অর্থে অসৎ শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইলে ভাব ও অভাব এই শব্দদ্বয়ের বিশেষ পরিচয়গ্রহণকরা আবশ্যক; এই নিমিত্ত আস্তিক অসৎ-কার্য্যবাদ এবং ভগবান কপিল ও

পরিশেষে বক্তব্য, পণ্ডিত স্পেন্সার সৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধে অসন্দিগ্ধরূপে কোন কথা বলিতে পারেন নাই। একবার বলিয়াছেন, জগৎ অকৃতক', ইহা স্বয়ং আবির্ভূত ও অনাদি, আমরা অগত্যা এই মতের পক্ষপাতী হইতে বাধ্য হইলাম। "We are obliged therefore to fall back upon thc first, Self-existence, which is the one commonly accepted and commonly supposed to be satisfactory."—

আবার ইহাও তৎপরেই উক্ত হইয়াছে—

"Thus these three different suppositions respecting the origin of things, verbally intelligible though they are, and severally seeming to their respective adherents quite rational, turn out, when critically examined, to be literally unthinkable."

অর্থাৎ জগতের আদ্যাবস্থা সম্বন্ধে যে তিনটী পরস্পর বিভিন্নমতের উল্লেখ করা হইল, ইহাদের বাক্যনিষ্পাদিত-অর্থের যুক্তিসঙ্গতত্ব সুখবোধ্য হইলেও, বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হয়, ইহাদের তাত্ত্বিকার্থ, বুদ্ধির অবিষয়।

পণ্ডিত স্পেন্সারই বলিয়াছেন,—"Differing so widely as they seem to do, the atheistic, the pantheistic and the theistic hypotheses contain the same ultimate element." অর্থাৎ নাস্তিকবাদ (Self-existence-বাদকে পণ্ডিত স্পেন্সার নাস্তিকবাদ বলিয়াছেন), বিবর্ত্তবাদ (Self-creation-বাদ) ও আস্তিকবাদ, আপাতদৃষ্টিতে এই বাদত্রয় পরস্পর-বিরোধী বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে, প্রতীতি হইবে, সকলেই এক মূলপদার্থকে লক্ষ্য করিতেছে। তবেই বলিতে হইল, পণ্ডিত স্পেন্সার দুরববোধ সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া, বিপন্ন হইয়াছিলেন।

দার্শনিক পণ্ডিত ম্যান্সেল, তাঁহার "The Philosophy of the conditioned"-নামক গ্রন্থে—

১। Materialism বা জড়বাদ (জড়পদার্থ বা Matter-ভিন্ন পদার্থান্তর নাই, মন, অন্তঃকরণ-বৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্য—Phenomena of consciousness,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পতঞ্জলিদেবের সৎকার্য্যবাদের কতকটা আভাস দিয়া আমরা ভাবও অভাব, এই শব্দদ্বয়ের স্বরূপ চিন্তা করিতেছি। ভাব ও অভাব এই শব্দ-ইত্যাদি সকলেই, যকৃৎ হইতে পিত্তনিঃসরণের ন্যায়, জড়শক্তিহইতে আবির্ভূত হইয়া থাকে, এই বাদ) ;

২। Idealism,—বিজ্ঞানবাদ (এ বাদ জড় বাদের ঠিক বিপরীত, এ বাদ Matterএর অস্তিত্ব অস্বীকার করে। Mind-ভিন্ন বস্বন্তর নাই, ইহাই এ বাদের সিদ্ধান্ত) ;

৩। Indifferentism (এ বাদ Mind ও Matter, দুইকেই ছাড়িয়া দিয়াছে, এ বাদের অভিপ্রায়, প্রকৃতবস্তুতত্ত্ব মন বা জড়পদার্থ-নিষ্ঠ নহে, মন ও জড়পদার্থ হইতে বিভিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থ আছে, মন ও জড়পদার্থ তাহার ধর্ম বা গুণ)। এই ত্রিবিধবাদের উল্লেখ করিয়াছেন।

ম্যান্‌সেলের উক্তি—"In other words, it may be maintained, first, that matter is the only real existence, mind and all the phenomena of consciousness being really the result solely of material laws ; the brain, for example, secreting thought as the liver secretes bile ; and the distinct personal existence of which I am apparently conscious being only the result of some such secretion."—

"This is materialism, which has then so address itself so the further problem, to reduce the various phenomena of matter to some absolutely first principle an which everything else depends. Or it may be maintained, Secondly, that mind is the only real existence ; the intercourse which we apparently have wiih a material world being really the result solely of the loves of our mental constitution. This is Idealism, which again has next to attempt so reduce the various phenomena to some one immaterial principle. Or it may be maintained, thirdly, that real existance is to be sought neither in mind as mind or in matter as matter ; that both classes of phenomena are but qualities or modes of operation of something distinct from both and on which both alike are dependent."—

The Philosophy of the conditioned. P. 7.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্বয়ের স্বরূপ যতদূর চিন্তা করা হইয়াছে তাহাতে বুঝিয়াছি জগৎ নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল, কোন জাগতিকপদার্থ মুহূর্ত্তের জন্য একভাবে থাকিতে পারে না, আবির্ভাবাদি প্রবৃত্তিতে জগৎ নিত্যপ্রবৃত্তিমান্; ক্রিয়া হইতে হইলে পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তি, এই দ্বিবিধ শক্তির প্রয়োজন, গতি (Motion), তাপ ও শৈত্য, (অগ্নি, সোম, Heat and cold); অন্যোন্যাভিভব এই পদার্থদ্বয়ের পরম্পরীণ ক্রিয়াফল ভিন্ন অন্য কিছু নহে। জগৎ, গতির মূর্ত্তি, সুতরাং, ইহা অগ্নীষোমাত্মক জগতের অনুভূতি, অগ্নি এবং সোম, এই দ্বিবিধ শক্তিজনিত ক্রিয়ার অনুভূতি; আমাদের জ্ঞান, দেশকাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, আমরা স্থূলদর্শী, তা'ই জগৎ আমাদের কাছে ভাবাভাবময়, তা'ই আমাদের জ্ঞান সদসদাত্মক। ঋষিরা ত্রিকালজ্ঞ, তাঁহারা অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা, এই নিমিত্ত দেশ কাল তাঁহাদের দৃষ্টিকে অবরোধ করিতে পারে না—দেশকালের আবরণে তাঁহাদের জ্ঞান আবৃত হয় না। যাহা সৎ বা বিদ্যমান—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা যাহা বুদ্ধিগোচর বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তাহা ভাব। যাহার উপলব্ধি হয়; তাহা ক্রিয়া বা গুণ। যাহার ক্রিয়া ও গুণ ব্যপদিষ্ট হয় না; তাহা অসৎ।

যাঁহারা নাস্তিক, দেশকালপরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ এবং ক্ষীণযুক্তিই যাঁহাদের প্রমাণ, অতীত ও ভবিষ্যৎ, কালের এই অবস্থাদ্বয়ের অস্তিত্বে তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না, তা'ই অভাব (Nothing)-হইতে জগৎ আবির্ভূত হইয়াছে, তাঁহারা এই মতের সমর্থক।

যাহার ক্রিয়া ও গুণ ব্যপদিষ্ট হয় না, আস্তিকেরা সেই সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত অবস্থাকে অসৎ বলিয়া বুঝাইয়াছেন। অতএব, আস্তিক-ও-নাস্তিক-দৃষ্টিভেদে অসৎ-শব্দের অর্থ ভিন্ন। তর্কশাস্ত্রে, অন্যোন্যাভাব ও সংসর্গাভাব—অভাবকে প্রধানতঃ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহা, ইহা নয়,—ইহা, ইহা হইতেই ভিন্ন, এবম্প্রকার

পণ্ডিত ড্রেপার বলিয়াছেন, অভাব হইতে ভাবোৎপত্তিবাদের নাম আরম্ভবাদ, এবং সৎ হইতে সতের উৎপত্তিবাদ, পরিণামবাদ। কথাটা শাস্ত্রীয় মতের অনুকূল নহে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রতীতিসাক্ষিক—এইরূপ অনুভবাত্মক অভাব, অন্যোন্যাভাব (Mutual non-existence)। অশ্ব যাহা, গো তাহা নহে, অশ্বাত্মাতে গো অসৎ, এবং গবাত্মাতে অশ্ব অসৎ ১। অন্যোন্যাভাব হইতে ভিন্ন অভাবের নাম সংসর্গাভাব', সংসর্গাভাব আবার 'প্রাগভাব' 'প্রধ্বংসাভাব' ও 'অত্যন্তাভাব'-ভেদে ত্রিবিধ। উৎপত্তির পূর্বে কার্য্যের যে অভাব, তাহার নাম 'প্রাগভাব', উৎপপত্ত্যন্তর কার্য্যের যে অভাব, তাহার নাম 'প্রধ্বংসাভাব', এবং নাই, হ'বে না, হয় নাই, এইরূপ অনুভবসিদ্ধ নিত্যসংসর্গাভাব, 'অত্যন্তাভাব' নামে উক্ত হইয়া থাকে ২।

ভাব ও অভাবের স্বরূপদর্শন করিয়া কি শিক্ষা পাইলাম?—শিশুগণ, দেখিতে পাই, মাতৃকুক্ষিহইতে ভুমিষ্ঠ হইবামাত্রই তারস্বরে কাঁদিয়া উঠে। যাঁহারা আধিব্যথিত—প্রিয়বস্তু বা ব্যক্তির বিরহজনিত দুঃখে পীড্যমান, দুঃসহ ব্যাধির যাতনায় যাঁহারা অস্থির, তাঁহারাইত রোদন করিয়া থাকেন, কিন্তু, সদ্যোজাত নিরাময়শিশু এ দেশে পদার্পণ করিয়াই মুষিতহৃস্ব, রোগার্ত বা বিপন্নের ন্যায় ক্রন্দন করে কেন? অশিক্ষিতশাঠ্য, সুকুমার, সরল শিশুকে জাতমাত্রেই কে কাঁদাইয়া থাকে? কপটতাবিহীন, নিরপরাধ শিশুকে কাঁদাইতে ইচ্ছা কাহার হয়? যে কারণে, বালকযুবা ক্রন্দন করে, যে কারণে প্রৌঢ়-

---

১ "অভাবস্তু দ্বিধা সংসর্গান্যোন্যাভাবভেদতঃ।"— ভাষাপরিচ্ছেদ।

"তত্রেদমিদন্ন ভবতি—ইদমেতদ্ভিন্নমিতিপ্রতীতিসাক্ষিকোঽভাবোঽন্যোন্যাভাবঃ, যদিদমাহুস্তাদাত্ম্যাসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকোঽভাব।"— ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী।

পণ্ডিত ব্যালেন্টাইন্ (J. R. Ballantyne অন্যোন্যাভাবকে 'Mutual non-existence বা 'Difference' বলিয়া, অনুবাদ করিয়াছেন।

পণ্ডিত ব্যালেন্টাইনের উক্তি—"Mutual non-existence or difference (anyonyabhava) is that of which the relation to its counterpart is distinguished by the separate identity thereof."

২ "সোঽপি ত্রিবিধঃ। অত্যন্তাভাবপ্রাগভাবপ্রধ্বংসাভাবভেদাৎ। নাস্তীত্যনুভবসিদ্ধো নিত্য সংসর্গাভাবোঽত্যন্তাভাবঃ। বিনষ্ট ইতি প্রতীতিসাক্ষিকোৎপত্তিমানভাবোধ্বংসঃ বিনাশ্যভাবঃ প্রাগ্‌ভাবঃ।"— ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৃদ্ধ অশ্রুবর্ষণ করে, সদ্যস্কশিশুও ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই সেই কারণে কাঁদিয়া থাকে। স্নেহময়ীজননীর শান্তিময়-অঙ্কহইতে ভ্রষ্ট হওয়াতেই শিশুগণ ভূমিষ্ট হইবামাত্র রোদন করে। গর্ভবাসকালে শিশু যে ভাবে থাকে, গর্ভচ্যুত হইয়া, সে ভাবে থাকিতে পারে না। বুঝিয়াছি পরিবর্তনই মৃত্যু, সংসার বা জগৎ পরিবর্তনাত্মক, অতএব, ইহা মৃত্যুর রাজ্য। ভীষণ কঠোর-শাসন শমনগ্রাসে পতিত, শমনভয়নিবারিণী জননীর অঙ্ক-চ্যুত বিপন্ন শিশু, কালের ভীষণরূপ নিরীক্ষণ করিয়াই কাঁদিয়া উঠে। অবিরাম একভাব হইতে ভাবান্তরে গমন করার নামই সংসারবাস ১। জন্মাদি-ভাববিকার-সকলকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি, সূক্ষ্মদর্শির নয়নে ইহারা সে ভাবে লক্ষিত হয় না। জন্ম আমাদের সমীপে উৎসবের, এবং মৃত্যু শোকের সামগ্রী, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী জন্ম ও মৃত্যুর প্রভেদ দেখেন না। জন্ম যে মৃত্যু হইতে বিভিন্নপদার্থ নহে, সুকুমার স্বল্পবোধ শিশুগণও তাহা জানে, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তা'ই তাহারা ক্রন্দন করিয়া উঠে। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে, মাতাপিতার আনন্দের সীমা থাকে না, আত্মীয়বর্গমাত্রেই আনন্দে নিমগ্ন হ'ন্, কিন্তু, যাহার জন্য এত আনন্দ, সে উচ্চস্বরে কাঁদিতে থাকে। জন্মই হউক, অথবা মৃত্যুই হউক, জাতের বা মৃতের সমানোদকদিগের যে অশৌচ হইয়া থাকে, হিন্দুমাত্রেই তাহা অবগত আছেন, কিন্তু, শাস্ত্রকারেরা কেন জন্মাশৌচব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা আমরা সাধারণতঃ চিন্তাকরি না। করুণাময় শাস্ত্রকারেরা, জন্ম ও মৃত্যু যে সমানসামগ্রী, নানাবিধ উপায়েই তাহাই বুঝাইবার চেষ্টাকরিয়াছেন। জন্ম ও মৃত্যুকে এক পদার্থ বলিয়া বুঝিতে যিনি পারগ হইয়াছেন, ভাববিকারসমূহ পরস্পর-শৃঙ্খলিত, জন্ম ও

---

১ 'সম্+সৃ+ঘঙ্', 'সংসার'-শব্দটি এইরূপে সিদ্ধ হইয়াছে।—

"সংসরত্যস্মাৎ মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কাররূপবাসনায়াম্।"

অর্থাৎ, মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যাজনিত সংস্কাররূপ বাসনার নাম সংসার। যাহাতে একভাবে থাকিবার উপায় নাই,—একভাবে থাকিবার চেষ্টা করিলেও যেখানে সরিয়া পড়িতে হয়, তাহাকে সংসার বলে। অতএব, সংসার যে মৃত্যুর রাজ্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মৃত্যু বা আবির্ভাব ও তিরোভাব বা বিকাশ ও বিনাশ, ইহারা ভাব-বিকারের দেশকালকৃত-পৌর্বাপর্য্য নিয়মক্রমসূচক-শব্দ-ভিন্ন আর কিছু নহে, যাহার ইহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তিনি অনায়াসেই বলিতে পারেন, অভাবহইতে ভাবের এবং ভাবহইতে অভাবের উৎপত্তি হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। আস্তিক-দার্শনিকদিগের অসৎকার্য্যবাদ ও সৎকার্য্যবাদ, এই নিমিত্ত পরস্পর বিরোধী নহে। আস্তিকদর্শন-শাস্ত্রসকল ষড়্ভাব-বিকারের ন্যায় পরস্পরশৃঙ্খলিত, দ্বারদ্বারিভাবসম্বন্ধে সম্বন্ধ ১।

ভগবান কণাদকৃত সদসদ্বিচার—

"ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাত্ প্রাগসৎ।"—

বৈশেষিকদর্শন। ৯।১।১।

অর্থাৎ, যাহার ক্রিয়া ও গুণ ব্যপদিষ্ট হয় না, তাহা অসৎ। উৎপত্তির পূর্বে কার্য্যের ক্রিয়া ও গুণ ব্যপদিষ্ট হয় না, এই নিমিত্ত, ইহাকে অসৎ বলা হইয়া থাকে। যাহার ক্রিয়া ও গুণ ব্যপদিষ্ট হয় না, বুঝিতে পারা গেল মহর্ষি কণাদ তাহাকেই অসৎ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কারণাত্মাতে অবস্থিত ভাবের কোনরূপ ক্রিয়া বা গুণের ব্যপদেশ হয় না, এই জন্য তাদৃশ অবস্থাকে অসৎ, অর্থাৎ, সাধারণতঃ পরিচিত সৎ হইতে অন্যভাবের সৎ বলা হয়। অতএব, উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য অসৎ ছিল বলিলে, উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য,

---

১ অভাবহইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, যাঁহারা এই মতের পক্ষপাতী, তাঁহারা স্বীয় মতসমর্থনার্থ, বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াথাকেন। বীজের অভাব বা উপমর্দ্দহইতে যখন অঙ্কুরের আবির্ভাব হয়, তখন 'অভাবহইতে ভাবোৎপত্তি'-বাদই যুক্তিসঙ্গত। ভগবান্ গোতম এতন্মতের দোষপ্রদর্শন করিবার জন্য বলিয়াছেন—

"ন বিনষ্টেভ্যোঽনিষ্পত্তেঃ।"—ন্যায়দর্শন। ৪।১।২৭।

অর্থাৎ, বিনষ্টবীজহইতে অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না। উপমর্দ্দ (বিনাশ) ও প্রাদুর্ভাব, এই বিকারদ্বয়ের পৌর্বাপর্য্যনিয়মক্রম স্বীকার করিলে, 'অভাবহইতেভাবোৎপত্তি'-বাদ সিদ্ধ হইতে পারে। 'অভাবহইতেভাবোৎপত্তি'বাদের তাৎপর্য্য যদি এই রূপ হয়, তাহা হইলে এ মতের প্রতিষেধ নিষ্প্রয়োজন।

"ক্রমনির্দ্দেশাদপ্রতিষেধঃ।"—ন্যায়দর্শন। ৪।১।১৮।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গগনারবিন্দসদৃশ অসৎ ছিল, বুঝিতে হইবে না।

"অসতঃ ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাদর্থান্তরম্।"—

—বৈশেষিকদর্শন।

অর্থাৎ, যাহা গগণারবিন্দবৎ অসৎ, তাহার কখনই ক্রিয়াগুণ ব্যপদেশ হয় না। গগনারবিন্দের ঘ্রাণ লইয়া, কাহার কখন তৃপ্তি হয় নাই, গগনারবিন্দের স্পর্শে কাহার তাপিত-অঙ্গ কখন শীতল হয় নাই, গগনারবিন্দ দেখিয়া, কাহার নয়ন চরিতার্থ হইয়াছে, কোন কালে কাহার শ্রবণ এ কথা শ্রবণ করে নাই, পদ্মিনীনাথের সম্পত্তি-বিপত্তিতে গগনারবিন্দ প্রসন্ন বা বিষণ্ণহয়, একথাও কাহার কদাচ শ্রবণগোচর হয় নাই। কারণাত্মাতে অবস্থিত বা সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান বস্তু, বস্তুতঃ বস্তুই।

"সচ্চাসত্।"— বৈশেষিকদর্শন।

একবস্তুই অবস্থাভেদে সৎ ও অসৎ উভয়রূপেই ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে।

"যচ্চান্যদসদতস্তদসত্।"— বৈশেষিকদর্শন।

যেরূপ অসতের কথা বলা হইল, যে অসৎ এতদ্বিলক্ষণ—ইহা-হইতে ভিন্ন, তাহা গগনারবিন্দবৎ অসৎ, এ অভাব, অবস্তুভূত। এ গগনারবিন্দ বা খপুষ্পবৎ অভাব লইয়া, সৃষ্টি-তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কোন ইষ্টাপত্তি নাই। পূজ্যপাদ ভগবান্ কণাদ অসৎ বলিতে কোন্ পদার্থ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা গেল। আস্তিক-অসৎকার্য্যবাদ যে সৎকার্য্যবাদহইতে বিভিন্নপদার্থ নহে, এতদ্দ্বারা তাহাও কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইল। আস্তিক অসৎকার্য্যবাদিরা কার্য্যের যে অবস্থাদ্বয়কে প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাবনামে উক্ত করিয়াছেন, সৎকার্য্যবাদিরা কার্য্যের সেই অবস্থাদ্বয়কেই যথাক্রমে অনাগত ও অতীত অবস্থা, এই শব্দদ্বয়দ্বারা লক্ষ্যকরিয়াছেন। সৎকার্য্যবাদিদিগের মতের সহিত অসৎকার্য্যবাদিগণের কেবল এই অংশে পার্থক্য।

"অয়মেব হি সৎকার্য্যবাদিনামসৎকার্য্যবাদিভ্যো বিশেষো যৎ তরু-চ্যমানৌ প্রাগভাবধ্বংসৌ সৎকার্য্যবাদিভিঃ কার্য্যস্যানাগতাতীতাবস্থে ভাবরূপে প্রোচ্যেতে।"— —সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমরা যতদূর চিন্তা করিয়াছি, তাহা প্রতিচিন্তিত হইল, অতঃপর প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করাযাউক।

আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ—পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, অসৎকার্য্যবাদ সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ এই প্রস্থানত্রয়কে দার্শনিকেরা যথাক্রমে, আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ, এই তিননামেও অভিহিত করিয়া থাকেন, এক্ষণে আরম্ভবাদাদি বাদত্রয়ের স্বরূপচিন্তা করিতেহইবে। আমরাত পূর্বে বহুবারই বলিয়াছি, সকল-বাদই বেদের অর্থবাদহইতে সমুৎপন্নহইয়াছে, ঋষিরা যাহা কিছু বলিয়াছেন, তৎসমুদায়ই বেদমূলক। অতএব, বলা বাহুল্য, আরম্ভাদি বাদত্রয়ের বিশ্বপ্রসূতিশ্রুতিই উৎপত্তিস্থান।

আরম্ভ, পরিণাম, ও বিবর্ত, এই শব্দত্রয়ের অর্থ :—'আঙ' পূর্বক "রভ্" ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'আরম্ভ' শব্দ, 'পরি' পূর্বক 'নাম' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'পরিণাম' শব্দ, এবং 'বি' উপসর্গ পূর্বক 'বৃৎ'ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'বিবর্ত' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'রভ'ধাতুর অর্থ রাভস্য, সবেগগমন, ঔৎসুক্য নির্বিচারপ্রবৃত্তি (To commence) 'আরম্ভ' শব্দটির তাহা হইলে ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ হইতেছে, উপক্রম, উৎপত্তি (A beginning)। আরম্ভের বাদ—আরম্ভ বাদ। 'আরম্ভ' কথাটি আমরা সচরাচর কোন্ অর্থে ব্যবহার করিয়াথাকি? পূর্বে যে ভাবের অস্তিত্ব বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইতেছিল না—যে ভাবের ক্রিয়া ও গুণ ব্যপদিষ্ট হইতেছিল না, তাদৃশ অস্তিত্ব যখন প্রথম জ্ঞানগোচর হয়, তখন আমরা তাহাকে 'আরম্ভ' বলিয়া থাকি। ছিল না, হইল, ইহারই নাম 'আরম্ভ'। 'উৎপত্তি' শব্দটির বুৎপত্তিলভ্য-অর্থ চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারাযায়, 'আরম্ভ' শব্দটি 'উৎপত্তি'র সমানার্থক। 'উৎ' উপসর্গপূর্বক 'পদ' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া, 'উৎপত্তি'-পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। 'পদ' ধাতুর অর্থ গতি—প্রাপ্তি (To go)। 'উৎ' এই উপসর্গটী ঊর্দ্ধ, উৎকর্ষ ইত্যাদি অর্থের দ্যোতক। অতএব, 'উৎপত্তি' শব্দটী, ঊর্দ্ধগতি—উৎকৃষ্টগতি, এতদর্থেরই বাচক হইতেছে। যে গতি বা কর্ম্ম জ্ঞানগোচর হয়, তাহার নাম ঊর্দ্ধগতি বা প্রকৃষ্টগতি। ভগবান্

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

কণাদ অসৎ শব্দটী যে অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে, ইহা সুগম হইবে, ক্রিয়াগুণব্যপদেশ বিহীন অবস্থাহইতে ক্রিয়াগুণ-ব্যপদেশ্য-অবস্থাপ্রাপ্তির নাম 'উৎপত্তি'।

'নম' ধাতুর অর্থ নতি—নমন, অবতরণ। 'পরি' উপসর্গের অর্থ—সর্বতোভাব। 'পরিণাম' কথাটির সুতরাং, ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ হইল—সর্বোতভাবে নমন—অবতরণ, সূক্ষ্ম বা অদৃশ্যাবস্থাহইতে স্থূল বা দৃশ্যমানাবস্থায় আগমন।

পূজ্যপাদ বেদব্যাস বলিয়াছেন,—

"অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্ব্বধর্ম্মান্নিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণাম ইতি।"—

অর্থাৎ, বিদ্যমান্ দ্রব্য বা ধর্মির পূর্বধর্ম নিবৃত্ত হইয়া, ধর্ম্মান্তরের উৎপত্তির নাম, 'পরিণাম'।

'বৃৎ' ধাতুর অর্থ, বর্ত্তন (To exist)। 'বি'-উপসর্গটীর অর্থ হইতেছে—বিশেষ বা বৈরূপ্য। 'বিবর্ত্ত' শব্দটীর তাহা হইলে অর্থ হইল, বিশেষ বা বিরুদ্ধরূপে স্থিতি।

আরম্ভাদিশব্দত্রয়ের ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থহইতে কি শিক্ষা পাওয়া গেল?—অদূরদর্শী বা স্থূলজ্ঞান মানব বর্ত্তমানব্যতীত অতীতাদিকালের অস্তিত্ব যথাযথরূপে অনুমানকরিতে অপারগ, ক্রিয়াগুণব্যপদেশবিহীন অবস্থার সত্তা সাধারণবুদ্ধির অবিষয়। সৎ বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া-থাকি অনভিব্যক্তক্রিয়াগুণ দ্রব্যের সত্তা যে তাহাহইতে, আপাতদৃষ্টিতে একটু অন্যরূপের, তাহা নিঃসন্দেহ। স্থূলদর্শিরা অব্যক্ত বা অতীতানা-গত, এই অবস্থাদ্বয়ের সহিত ব্যক্ত বা বর্ত্তমান অবস্থার বিস্তর প্রভেদ বুঝিয়া থাকেন। করুণার্দ্র হৃদয়, পরহিতৈকব্রত, সমদর্শী ঋষিরা, যে যেভাবে দুরবগাহ-পদার্থতত্ত্ব বুঝিবার অধিকারী, তাহার জন্য সেই ভাবের উপদেশ সকল দিয়াছেন।

যাহা অব্যক্তাবস্থায় থাকে—সূক্ষ্মাবস্থায় যাহা বিদ্যমান, তাহাই স্থূলাবস্থায় অবতরণ করে, স্থূলদর্শির সমীপে এই কথা দুর্বোধ্য, ভগবান্ কণাদ তাই বুঝাইয়াছেন, ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাবস্থা বা অসৎ-হইতে, সতের আরম্ভ—উৎপত্তি বা প্রকৃষ্ট গতি হইয়া থাকে। ভগবান্

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গোতম ও কণাদ প্রথমাধিকারিদিগের উপদেষ্টা, ভগবান কপিল ও পতঞ্জলিদেব, যাঁহাদের দৃষ্টি সূক্ষ্মবিষয়ে বিচরণকরিবার উপযুক্ত, তাদৃশ-শিষ্যদিগের শিক্ষাদাতা। ভগবান্ কপিল ও পতঞ্জলিদেব এইজন্য অসৎ-কথাটির পরিবর্তে সৎ, এই কথাটি ব্যবহারকরিয়াছেন, উৎপত্তির পরিবর্তে অভিব্যক্তি-শব্দটির প্রয়োগকরিয়াছেন। যে কারণ, কার্য্য-রূপে পরিণত হয়, তাহার নাম প্রকৃতি ১। ভগবান্ আত্রেয় ইহাকে কার্য্যযোনি, এই নামে অভিহিত করিয়াছেন ২। ঘটের প্রকৃতি মৃত্তিকা, এবং মৃত্তিকার বিকৃতি ঘট।

ভগবান্ গোতম ও কণাদ পরমাণুকে জগতের প্রকৃতি, উপাদান বা সমবায়িকারণ এবং ধর্মাধর্ম ও ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণ বলিয়াছেন। ভগবান্ কপিল ও অচেতনা প্রকৃতিকে (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণা-ত্রয়াত্মিকা) বিশ্বের উপাদানকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদান্তের মতে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত এবং ব্রহ্মই উপাদানকারণ। প্রকৃতিত্ব সগুণ বস্তুতেই দেখা যায়, নির্গুণের তাহা সম্ভব হয় না। অতএব নির্গুণ ব্রহ্মের প্রকৃতিত্ব হইবে কিরূপে?

পূজ্যপাদ ভগবান্ বাদরায়ণ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন,—

"সর্বধর্মোপপত্তেশ্চ।"— শারীরকসূত্র। ২।১।৩৭।

অর্থাৎ, ব্রহ্ম, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি মহামায়, তা'ই তাঁহার প্রকৃতিত্ব সিদ্ধ হয়। পূজ্যপাদ ভারতীতর্থমুনি এই কথাটী একটু বিশদরূপে বুঝাই-বার জন্য বলিয়াছেন, কার্য্যরূপে বিক্রিয়মাণত্বকে প্রকৃতি বলা যায় বটে, কিন্তু এই বিক্রিয়মাণত্ব পরিণাম-ও-বিবর্ত্ত-ভেদে দ্বিবিধ। দুগ্ধ যে দধি হয়, তাহাকে পরিণাম বলে, এবং রজ্জুতে যে সর্প ভ্রম হয়, তাহার নাম বিবর্ত্ত। নির্গুণ ব্রহ্মের পরিণাম সম্ভব না হইলেও বিবর্ত্তরূপে প্রকৃতিত্ব

---

১ "প্রকৃতিত্বং নাম কার্য্যাকারেণ বিক্রিয়মাণত্বম্।"

—ব্যাসাধিকরণমালা টীকা।

কার্য্যযোনিস্তু সা যা বিক্রিয়মানা কার্য্যত্বমাপদ্যতে।"—চরকসংহিতা।

প্রকৃতি শব্দটী উপাদানকারণবাচী।

২ "মাছাসসিভ্যো যঃ।" —উণা। ৪।১০৬।

"মীয়ন্তে পরিচ্ছিদ্যন্তেহনয়া পদার্থাঃ॥"—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্ভব হয়। ঋগ্বেদসংহিতাতে আছে—

"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।"—

অর্থাৎ, সর্বশক্তিমান্ চৈতন্যময় ইন্দ্র বা পরমাত্মাই অন্তঃকরণাদি উপাধিদ্বারা প্রতি শরীরে অবচ্ছিন্ন হইয়া, জীবাত্মা-নামে ব্যপদিষ্ট এবং স্বীয় অনাদি মায়াশক্তিদ্বারা আকাশাদিরূপে বিবর্ত্তিত হ'ন্—এক পরমাত্মাই ভোক্তৃভোগ্য, এই উভয়রূপে অবস্থান করেন। ভগবান্ যাস্ক মায়াশব্দটী প্রজ্ঞানামমালার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। পদার্থসকল, যদ্দ্বারা মিত হয়—পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহাকে মায়া বলে। মায়া, অজ্ঞান, অবিদ্যা, ইহারা সমানার্থক. প্রকৃতি ও মায়া এক পদার্থ ১।

জগতের লয় ও সৃষ্টি—আরম্ভাদিশব্দত্রয়ের অর্থ কি, তাহা একরূপ চিন্তা করা হইল, এক্ষণে দার্শনিকেরা জগতের লয় ও সৃষ্টিসম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করিব। জগৎ যে অনাদি-কাল হইতেই বিদ্যমান, আস্তিক দার্শনিকদিগের মধ্যে সকলেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার "Self-existent" কাহাকে বলে, বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন, যাহার আদি নাই - যাহা অনাদিকাল হইতেই বিদ্যমান, তাহার নাম Self-existent। আস্তিক দার্শনিকদিগের মধ্যে সকলেই জগৎকে অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত বলিয়াই বুঝাইয়াছেন। তথাপি উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। জগৎ অনাদি-কাল হইতেই বিদ্যমান থাকিলেও, ইহার . সর্বজন-অনুভবসিদ্ধ সৃষ্টি ও লয় বা আবির্ভাব ও তিরোভাব (Evolution and dissolution) স্বীকার করতেই হইবে। কিছু ছিল না, তৎপরে অকস্মাৎ জগৎ উৎপন্ন হইল, এরূপ সিদ্ধান্ত যে ভ্রমাত্মক, জগৎ অনাদিকাল হইতেই আছে, এতদ্বাক্য-দ্বারা তাহাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। জগৎ যে অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে পুনরপি অব্যক্তাবস্থায় অনাদিকাল হইতেই যাতায়াত করিতেছে, সৃষ্টি ও লয়, এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ কি, চিন্তা করিলে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি। সৃষ্টিকে Creation

---

৩ "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।"—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ। অর্থাৎ মায়াকে প্রকৃতি এবং মহেশ্বরকে মায়ী বলিয়া জানিও। মায়াস্বরূপ যাহা বুঝিয়াছি পরে বলিব, স্থানাভাব বশতঃ এখন বলিতে পারিলাম না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এর অর্থদ্বারা বুঝিতে যাইলে, ভ্রমে পড়িতে হইবে।

কারক ও কর্ত্তা এই পদদ্বয়ের অর্থবিচার—কৃধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'ণ্বুল্' প্রত্যয় করিয়া কারক-পদটি সিদ্ধ হইয়াছে ১। কারক-শব্দটির ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, যাহা ক্রিয়ানিষ্পাদন করে তাহাকে কারক বলে ২।

সংশয়—ণ্বুল্ ও তৃচ্, এই দুইটী সমানার্থক প্রত্যয়; উভয়েই কর্ত্রর্থক, 'কৃ'-ধাতুর উত্তর 'তৃচ্'-প্রত্যয় করিয়া, 'কর্ত্তা', এই পদটি নিষ্পন্ন হয়। দেখা যাইতেছে, কর্ত্তা ও কারক এই দুইটি শব্দ একার্থ-বোধক, কারণ, উভয়েই কৃ ধাতুর উত্তর সমানার্থক প্রত্যয় করিয়া, সিদ্ধ হইয়াছে। যখন কারক ও কর্ত্তা, এই দুইটী শব্দ একার্থবোধক, তখন আমরা কারকের পরিবর্ত্তে কর্ত্তা-শব্দ ('করণকর্ত্তা', 'কর্মকর্ত্তা' এইরূপ) ব্যবহার করিতে না পারি কেন? করণাদিরও যখন কর্ত্তৃত্ব বা ক্রিয়া-নিবর্ত্তকত্ব আছে, করণাদির কর্ত্তৃত্বব্যতীত যখন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, তখন করণাদিকে কর্ত্তা বলিতে না পারিবার হেতু কি?

"সিদ্ধঃ করণাধিকরণয়োঃ কর্ত্তৃভাবঃ। কুতঃ? প্রতিকারকং ক্রিয়া-ভেদাৎ।" —মহাভাষ্য।

সংশয়নিরসন—ভগবান্ ভাষ্যকার এতাদৃশসংশয় নিরসন করিবার জন্য বলিয়াছেন, প্রত্যেক কারক যখন ভিন্ন-ভিন্নরূপ ক্রিয়ার নিষ্পাদক, তখন কর্ত্তৃভিন্ন কারকাদিরও যে কর্ত্তৃভাব আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে ইহাদিগকে কর্ত্তা না বলিবার কারণ হইতেছে, কর্ত্তা স্বতন্ত্র, ইহারা কর্ত্তার পরতন্ত্র, কর্ত্তার প্রবর্ত্তনা ব্যতিরেকে স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া ইহারা, কোনরূপ কর্ম করিতে পারে না। এই স্বাতন্ত্র্য বা প্রাধান্যটুকু অন্য কারকের নাই, ইহা কর্ত্তৃনামলক্ষ্য-কারকের বিশেষ গুণ।

"কথং পুনর্জ্ঞায়তে কর্ত্তা প্রধানমিতি? যৎসর্বেষু সাধনেষু সং-নিহিতেষু কর্তা প্রবর্ত্তয়িতা ভবতি॥"—মহাভাষ্য।

অর্থাৎ, কর্ত্তা যে প্রধান, তাহা কিরূপে জানা যায়?

উত্তর—স্থালী, কাষ্ঠ, তণ্ডুল প্রভৃতি সকলেই বিদ্যমান আছে,

---

১ "ণ্বুল্ তৃচৌ।"— পা। ৩।১।১৩৩।

২ "যথা বিজ্ঞায়েত করোতীতি কারকমিতি।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্ভব হয়। ঋগ্বেদসংহিতাতে আছে—

"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।"—

অর্থাৎ, সর্বশক্তিমান্ চৈতন্যময় ইন্দ্র বা পরমাত্মাই অন্তঃকরণাদি উপাধিদ্বারা প্রতি শরীরে অবচ্ছিন্ন হইয়া, জীবাত্মা-নামে ব্যপদিষ্ট এবং স্বীয় অনাদি মায়াশক্তিদ্বারা আকাশাদিরূপে বিবর্ত্তিত হ'ন্—এক পরমাত্মাই ভোক্তৃ ভোগ্য, এই উভয়রূপে অবস্থান করেন। ভগবান্ যাস্ক মায়াশব্দটী প্রজ্ঞানামমালার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। পদার্থসকল, যদ্দ্বারা মিত হয়—পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহাকে মায়া বলে। মায়া, অজ্ঞান, অবিদ্যা, ইহারা সমানার্থক. প্রকৃতি ও মায়া এক পদার্থ ১।

জগতের লয় ও সৃষ্টি—আরম্ভাদিশব্দত্রয়ের অর্থ কি, তাহা একরূপ চিন্তা করা হইল, এক্ষণে দার্শনিকেরা জগতের লয় ও সৃষ্টিসম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করিব। জগৎ যে অনাদি-কাল হইতেই বিদ্যমান, আস্তিক দার্শনিকদিগের মধ্যে সকলেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার "Self-existent" কাহাকে বলে, বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন, যাহার আদি নাই - যাহা অনাদিকাল হইতেই বিদ্যমান, তাহার নাম Self-existent। আস্তিক দার্শনিকদিগের মধ্যে সকলেই জগৎকে অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত বলিয়াই বুঝাইয়াছেন। তথাপি উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। জগৎ অনাদি-কাল হইতেই বিদ্যমান থাকিলেও, ইহার . সর্বজন-অনুভবসিদ্ধ সৃষ্টি ও লয় বা আবির্ভাব ও তিরোভাব (Evolution and dissolution) স্বীকার করতেই হইবে। কিছু ছিল না, তৎপরে অকস্মাৎ জগৎ উৎপন্ন হইল, এরূপ সিদ্ধান্ত যে ভ্রমাত্মক, জগৎ অনাদিকাল হইতেই আছে, এতদ্বাক্য-দ্বারা তাহাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। জগৎ যে অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে পুনরপি অব্যক্তাবস্থায় অনাদিকাল হইতেই যাতায়াত করিতেছে, সৃষ্টি ও লয়, এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ কি, চিন্তা করিলে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি। সৃষ্টিকে Creation

---

৩ "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।"—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ। অর্থাৎ মায়াকে প্রকৃতি এবং মহেশ্বরকে মায়ী বলিয়া জানিও। মায়াস্বরূপ যাহা বুঝিয়াছি পরে বলিব, স্থানাভাব বশতঃ এখন বলিতে পারিলাম না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এর অর্থদ্বারা বুঝিতে যাইলে, ভ্রমে পড়িতে হইবে।

কারক ও কর্ত্তা এই পদদ্বয়ের অর্থবিচার—কৃধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'ণ্বুল্' প্রত্যয় করিয়া কারক-পদটি সিদ্ধ হইয়াছে ১। কারক-শব্দটির ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, যাহা ক্রিয়ানিষ্পাদন করে তাহাকে কারক বলে ২।

সংশয়—ণ্বুল্ ও তৃচ্, এই দুইটী সমানার্থক প্রত্যয়, উভয়েই কর্ত্রর্থক, 'কৃ'-ধাতুর উত্তর 'তৃচ্'-প্রত্যয় করিয়া, 'কর্ত্তা', এই পদটি নিষ্পন্ন হয়। দেখা যাইতেছে, কর্ত্তা ও কারক এই দুইটি শব্দ একার্থ-বোধক, কারণ, উভয়ই কৃ ধাতুর উত্তর সমানার্থক প্রত্যয় করিয়া, সিদ্ধ হইয়াছে। যখন কারক ও কর্ত্তা, এই দুইটী শব্দ একার্থবোধক, তখন আমরা কারকের পরিবর্ত্তে কর্ত্তা-শব্দ, ('করণকর্ত্তা', 'কর্মকর্ত্তা' এইরূপ) ব্যবহার করিতে না পারি কেন? করণাদিরও যখন কর্ত্তৃত্ব বা ক্রিয়া-নিবর্ত্তকত্ব আছে, করণাদির কর্ত্তৃত্বব্যতীত যখন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, তখন করণাদিকে কর্ত্তা বলিতে না পারিবার হেতু কি?

"সিদ্ধঃ করণাধিকরণয়োঃ কর্ত্তৃভাবঃ। কুতঃ? প্রতিকারকং ক্রিয়া-ভেদাৎ।" —মহাভাষ্য।

সংশয়নিরসন—ভগবান্ ভাষ্যকার এতাদৃশসংশয় নিরসন করিবার জন্য বলিয়াছেন, প্রত্যেক কারক যখন ভিন্ন-ভিন্নরূপ ক্রিয়ার নিষ্পাদক, তখন কর্ত্তৃভিন্ন কারকাদিরও যে কর্ত্তৃভাব আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে ইহাদিগকে কর্ত্তা না বলিবার কারণ হইতেছে, কর্ত্তা স্বতন্ত্র, ইহারা কর্ত্তার পরতন্ত্র, কর্ত্তার প্রবর্তনা ব্যতিরেকে স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া ইহারা, কোনরূপ কর্ম করিতে পারে না। এই স্বাতন্ত্র্য বা প্রাধান্যটুকু অন্য কারকের নাই, ইহা কর্ত্তৃনামলক্ষ্য-কারকের বিশেষ গুণ।

"কথং পুনর্জ্ঞায়তে কর্ত্তা প্রধানমিতি? যৎসর্বেষু সাধনেষু সং-নিহিতেষু কর্ত্তা প্রবর্ত্তয়িতা ভবতি॥"—মহাভাষ্য।

অর্থাৎ, কর্ত্তা যে প্রধান, তাহা কিরূপে জানা যায়?

উত্তর—স্থালী, কাষ্ঠ, তণ্ডুল প্রভৃতি সকলেই বিদ্যমান আছে,

১ "ণ্বুল্ তৃচৌ।"— পা। ৩।১।১৩৩।

২ "যথা বিজ্ঞায়েত করোতীতি কারকমিতি।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিন্তু, পাককর্ত্তা যতক্ষণ না ইহাদিগকে স্ব-স্ব-শক্ত্যনুরূপকার্য্য করিতে প্রবর্ত্তিত করেন, ততক্ষণ ইহারা কোন কর্ম করে না, কর্ত্তা যে প্রধান, ইহাই তাহার প্রমাণ। অতএব, বুঝিতে পারা গেল, ক্রিয়ানিবর্ত্তকত্ব-বশতঃ কর্ত্তৃকরণাদি সকলেরই কারকত্ব সিদ্ধ হইতেছে এবং প্রত্যেক কারকই ভিন্ন ভিন্নরূপ ক্রিয়া নিষ্পাদন করে বলিয়া, ইহাদের পূর্ব্বে অন্যোন্য-বিশেষক-কর্ত্তৃকরণাদি-পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

"এবং তর্হি সামান্যভূতা ক্রিয়া বর্ত্ততে তস্যা নির্ব্বর্ত্তকং কারকম্॥"

—মহাভাষ্য।

অর্থাৎ, ক্রিয়া, কর্ত্তৃকরণাদি সকল কারকেরই সাধ্য বলিয়া, মূর্ত্ত-ক্রিয়া কর্ত্তৃকরণাদি সকল কারকেরই কর্তৃত্বফলসমষ্টি বলিয়া, ইহা সামান্যভূতা—সাধারণী, ১ কারক ইহার নিবর্ত্তক।

কারক কাহাকে বলে, ভগবান্ পতঞ্জলিদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া, যাহা অবগত হইলাম, তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে, কোনরূপ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে হইলে, স্বতন্ত্র-পরতন্ত্র দ্বিবিধ শক্তির প্রয়োজন। ক্রিয়া-নিষ্পত্তিতে যাহা স্বতন্ত্র বা প্রধানশক্তি, তাহাকে কর্ত্তা এবং তদধীন অন্যান্যশক্তিকে করণাদি-নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। স্বতন্ত্র-পরতন্ত্র শক্তির সন্নিকর্ষব্যতীত কোনরূপ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না, করণা-দির কর্ত্তৃত্ব বা ক্রিয়ানিষ্পাদকত্ব আছে সত্য, কিন্তু তাহা প্রধানকর্ত্তার প্রবর্ত্তন-বা-নিয়োগাপেক্ষ।

কর্ত্তার স্বাতন্ত্র্য কিসের জন্য?—বুঝিলাম, ক্রিয়ানিষ্পত্তিতে স্বতন্ত্র বা নিয়ন্তৃ শক্তি এবং পরতন্ত্র বা নিয়ম্য-শক্তির প্রয়োজন। বুঝিলাম, ক্রিয়ানিষ্পাদককারক-সমূহের মধ্যে যিনি কর্ত্তৃকারক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন, তিনিই স্বতন্ত্র। এখন জানিতে হইবে, কর্ত্তা কি নিমিত্ত স্বতন্ত্র? কেন তিনি করণাদি-অবান্তরকারক-সমূহের নিয়ামক?

একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, চিৎ, চিদচিৎ এবং অচিৎ বা জড়, ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ অবস্থা, অচিদবস্থার অন্যনাম অবিদ্যা, মায়া বা তমঃ। শুদ্ধ বা নিরবচ্ছিন্ন চিদবস্থা, অবিদ্যাবিজৃম্ভিত-জগতের বহির্ভূত, ইহা অমৃত, ইহা নিত্য, চিদচিৎ ও অচিৎ, এই দ্বিবিধ

১ "সর্ব্বেষাং কারকাণাং সাধ্যত্বেন সাধারণী ক্রিয়া।"— কৈয়ট।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবস্থা লইয়াই জগৎ। প্রাণিজগৎ, ব্রহ্মের চিদচিদবস্থা, জড়জগৎ তাঁহার অচিদবস্থা। অচিদবস্থা বলিতে চৈতন্যের সহিত একেবারে বিরহিত সম্বন্ধাবস্থা বুঝিতে হইবে না, চিতের সম্বন্ধরহিত পদার্থ থাকিতে পারে না। নিয়মনকার্য্য চিতের, চিদ্ভিন্ন অন্যের নিয়ামকত্ব বা প্রধানকর্ত্তৃত্ব সম্ভবপর হয় না। শ্রুতিতে এইজন্য চৈতন্যময় পুরুষকে নিখিলভূতের অন্তর্যামী—নিয়ন্তা বলা হইয়াছে ১।

সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, তামস বা তমোগুণপ্রধান এবং রাজস বা রজোগুণ-প্রধান অহংকার হইতে তন্মাত্র বা পরমাণুসকল উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা পরে বুঝিবার চেষ্টা করিব, কর্ত্তৃত্বাভিমানই অহংকার এবং ইহা চিদচিদংশ। তমোগুণ (Inertia) ও রজোগুণ (Energy) হইতে সর্বপ্রকার ভূত ও ভৌতিকপদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহারা স্বতন্ত্রভাবে কোন কার্য্য করিতে পারে না, স্বতন্ত্রভাবে ইহারা কার্য্য করিতে পারিলে, কোন কার্য্যের নিয়ম থাকিত না, বিশ্বপরিণাম তাহা হইলে অনিয়মিতরূপে পরিণত হইত। অতএব, স্বীকার করিতেই হইবে, চৈতন্যময় পুরুষ, নিখিল জড়শক্তির নিয়ামক, ইনিই কর্ত্তা বা প্রধান।

জগতে দেখিতে পাই, জড়পদার্থের বিবিধক্রিয়ানিষ্পাদকত্ব আছে, বটে, অগ্নি বায়ু, জল-প্রভৃতিদ্বারা কত অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু, ইহারা স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া কোনরূপ নিয়মিতকর্ম সম্পাদন করিতে সক্ষম হয় না। পুরুষই সর্ব্বত্র কর্ত্তা বা নিয়ামক, জড়ের প্রধানকর্তৃত্ব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, জড় চিরদিনই নিয়ম্য।

পরমাণুবাদী হউন, শক্তিবাদী হউন, আস্তিক হউন, নাস্তিক হউন, যে কেহই হউন না কেন, জগৎ যে চৈতন্য ও জড় বা ভোক্তৃ ও ভোগ্য

---

১ "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যামন্তরঃ। যং পৃথিবী ন বেদ। যস্য পৃথিবী শরীরম্। যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি। এবং যোঽপ্সু তিষ্ঠন্, যস্তেজসি, যো বায়ৌ, যোঽন্তরিক্ষে, যঃ প্রাণে, যো বাচি, যশ্চক্ষুষি, যঃ শ্রোত্রে যো মনসি, যস্ত্বচি, যো বিজ্ঞানে, যো রেতসি, অদৃষ্টো দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা, অমতো মন্তা, অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা, নান্যতোঽস্তি দ্রষ্টা। নান্যতোঽস্তি শ্রোতা। নান্যতোঽস্তি মন্তা। নান্যতোঽস্তি বিজ্ঞাতা। এষ আত্মান্তর্যাম্য-মৃতোঽন্যদার্তম্।" —বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই দ্বিবিধপদার্থের মিলিতমূর্ত্তি, সকলকেই তাহা স্বীকার করিতে হইবে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী এবং লৌহ, স্বর্ণ ও পাষাণ, ইহারা যে একজাতীয় পদার্থ নহে, বালক বৃদ্ধ, বিদ্বান্ মূর্খ সকলেরই তাহা স্বানুভবসিদ্ধবিষয়। যাঁহারা জড়বাদী, জড়পদার্থব্যতীত চৈতন্যের স্বতন্ত্র-অস্তিত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন না, চৈতন্যকে যাঁহারা জড়ের গুণবিশেষ বলিয়া বুঝাইয়া থাকেন, তাঁহারাও চৈতন্যের অস্তিত্ব প্রতিষেধ করেন না। জড়বাদিদিগের মতে, হরিদ্রা পীতবর্ণ ও চূর্ণ শুক্লবর্ণ, কিন্তু ইহাদের সংযোগে যেমন লোহিতবর্ণের উৎপত্তি হয়, গুড় ও তণ্ডুলাদি সুরাবীজ-দ্রব্যসমূহের প্রত্যেকে মাদকতাশক্তিবিশিষ্ট না হইলেও উহাদের রাসায়নিক সংযোগে যেরূপ মদশক্তির আবির্ভাব হয়, পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয় বা বিদেশীয়দিগের ত্রিষষ্টি মূলভূতের প্রত্যেকে চৈতন্যবিহীন হইলেও, ইহাদের পরস্পর রাসায়নিক সংযোগে সেইরূপ চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে।১

গুণদ্বারাই আমরা পদার্থের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই, বস্তুর স্বরূপ লক্ষণ সম্বন্ধে আমরা অনভিজ্ঞ। বিস্তৃতি (Extension), বিভাজ্যতা (Divisibility) জড়ত্ব (Inertia) ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট-পদার্থকেই আমরা

"তত্র পৃথিব্যাদীনি ভূতানি চত্বারি তত্ত্বানি। তেভ্য এব দেহাকারপরিণতেভ্যঃ কিণ্বাদিভ্যো মদশক্তিবৎ চৈতন্যমুপজায়তে, তেষু বিনষ্টেষু সৎসু স্বয়ং বিনশ্যতি। তদিহ বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি। ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি।" সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চার্ব্বাক দর্শন।

অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ এই ভূতচতুষ্টয়ই চার্ব্বাক মতের তত্ত্ব (Elements)। দেহাকারে পরিণত এই ভূতচতুষ্টয়ের পরস্পর সংযোগে কিণ্বাদি (সুরাবীজ দ্রব্য) হইতে মদশক্তির ন্যায় চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং ইহাদের বিনাশে চৈতন্যও বিনষ্ট হয়। ভগবান কপিল এতন্মতের ভ্রান্তত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিয়াছেন—

"মদশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেক পরিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ।"—

অর্থাৎ, তণ্ডুলাদি সুরাবীজ-দ্রব্যসকলের প্রত্যেকেই সূক্ষ্মরূপে মদশক্তি বিদ্যমান আছে। তণ্ডুলগুড়াদির পরস্পরসংযোগে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত মদশক্তির আবির্ভাব হয়-মাত্র। অতএব, এ দৃষ্টান্ত উপপন্ন হয় নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জড়পদার্থ বলিয়া জানি ; যে সকল পদার্থকে আমরা বিস্তৃতি, জড়ত্ব ও বিভাজ্যতাদি গুণবিশিষ্ট দেখি, তাহাদিগকে জড়পদার্থরূপে আমরা গ্রহণ করি। জড়ের বিভাজ্যতাগুণ আছে, তা'ই ইহাকে অসংখ্যভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, জড়, জড়ত্বধর্ম্মবিশিষ্ট তা'ই, ইহা নিজ-ইচ্ছানুসারে চলিতে বা অন্যকর্তৃক চালিত হইলে, স্বেচ্ছায় স্থির হইতে পারে না—তা'ই ইহা পরাধীন। চৈতন্যে এই সকল জড়োচিতগুণ কেহ কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই। চৈতন্য যদি জড় হইত, তাহা হইলে জড়ের গুণসকল ইহাতে থাকিত। এইরূপ চৈতন্যের গুণও জড়ে পরিদৃষ্ট হয় না।

গুণগতভেদবশতঃই আমরা একটি দ্রব্যকে অন্য হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝিয়া থাকি, চৈতন্য ও জড়, এই বস্তুদ্বয় নিষ্ঠ গুণসকল যখন পরস্পর-বিভিন্ন, তখন চৈতন্য ও জড় পৃথক্ পদার্থ। হরিদ্রা ও চূর্ণ, এই বিভিন্ন-বর্ণের বস্তুদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত হইলে, একটী উভয়াবৃত্তি নূতনবর্ণের আবির্ভাব হয়, জড়বাদিরা এতদ্দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, জড়পদার্থের প্রত্যেকে চৈতন্য পরিদৃষ্ট না হইলেও ইহাদের মিলনে চৈতন্যের আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব নহে। যুক্তি অতিক্ষীণ। হরিদ্রা ও চূর্ণ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া উভয় বিলক্ষণ নূতন বর্ণ উৎপাদন না করিয়া, যদি বর্ণরাহিত্যের জনক হইতে পারিত, তাহা হইলে দৃষ্টান্তটি সংলগ্ন হইত। হরিদ্রা ও চূর্ণের পরস্পর সংযোগে, যখন বর্ণ বিলোপ না হইয়া বর্ণান্তরের উৎপত্তি হয়, তখন জড়পদার্থ সকল পরস্পর মিলিত হইয়া, জড়ধর্ম্মবিলক্ষণ চৈতন্যের উৎপাদক হইবে কিরূপে ?

নাস্তিকমতে, পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি, অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ইহাও পূর্ব্বলক্ষিত বিষয় যে, আস্তিকদিগের অসৎকার্য্যবাদ ও নাস্তিকদিগের অসৎকার্য্যবাদ, সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ।

নাস্তিকদিগের মতখণ্ডনের নিমিত্ত এ প্রস্তাবের অবতারণা করা হয় নাই, শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্ট, শব্দে জগৎ স্থিত এবং শব্দেই জগৎ বিলীন হইয়া থাকে—শব্দই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-ও লয়ের হেতু, এই অমূল্য শাস্ত্রীয়োপদেশের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুতরাং, উপস্থিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে সকল বিষয়ের চিন্তা করা আবশ্যক,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমরা সংক্ষেপে সেই সকল বিষয়েরই চিন্তা করিতেছি। প্রতিজ্ঞা ছিল, প্রস্তাবিত বিষয়টি সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া সৃষ্টি-ও-প্রলয়-সম্বন্ধীয় আস্তিক ও নাস্তিক দার্শনিকমতসমূহের উল্লেখ ও চিন্তা করিব, কিন্তু, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাববশতঃ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলাম না। করুণাময় পরমপিতা, উপযুক্তবোধে যদি কৃপা করেন, তাহা হইলে স্থানান্তরে যথাশক্তি এ প্রতিজ্ঞা পালন করিবার চেষ্টা করিব। এক্ষণে শব্দ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট এবং শব্দেই ইহা বিলীন হইয়া থাকে, এতৎসিদ্ধান্তের যতদূর সম্ভব, তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার চেষ্টা করা যাউক।

জগৎ পূর্ব্বে ছিল না এবং পরেও থাকিবে না, জগতের আবির্ভাব আকস্মিক, মৃত্যুর পরে আত্মার ১ অস্তিত্ব থাকে না, চৈতন্য জড়ের ধর্ম্ম যকৃৎ হইতে যেরূপ পিত্তের নিঃসরণ হইয়া থাকে, মস্তিষ্ক (Brain) হইতে সেইরূপ চৈতন্যের উদ্ভব হয়, যাহাদের এবম্প্রকার বিশ্বাস, এ প্রস্তাব তাঁহাদের জন্য নহে।

অবাধে ঐন্দ্রিয়িকতৃষা চরিতার্থ করাই যাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, লোকে পণ্ডিত বলিয়া সমাদৃত হইবার জন্যই যাঁহাদের বিদ্যানুশীলন, নামপ্রসার বা যশের নিমিত্তই যাঁহারা ব্যাকুল, পরলোকের রূপ ধ্যান

---

১ "অত সাতত্যগমনে", এই 'অত' ধাতুর উত্তর 'মনিন্' প্রত্যয় করিয়া, 'আত্মা' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। যিনি সন্তত পরিচ্ছেদ রহিত—দেশকালদ্বারা যিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন, যিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান, যিনি কেবল নিরুপাধিক জাগ্রদাদি সকল অবস্থাতেই যিনি অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন তিনি আত্মা। "অততি সন্ততভাবেন জাগ্রদাদি সর্ব্বাবস্থাসু অনুবর্ত্ততে।"

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবচনের ব্যাখ্যা করিবার সময়, পূজ্যপাদ সায়নাচার্য্য ব্যবহারবিশিষ্ট ও কেবল, এই দ্বিবিধ আত্মার স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যবহারিক আত্মার আবার জাগরণ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই ত্রিবিধ অবস্থা। আত্মা শব্দটির ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতে আমরা যাহা বুঝিলাম, তাহাতে আত্মার যে ধ্বংস হইতে পারে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ব্যবহারিক আত্মার এই ত্রিবিধ অবস্থাই বিদেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত-দিগের যথাযথরূপে উপলব্ধি হয় নাই। লর্ড লিটনের জেনোনী (Zanoni)নামক নভেলে এতৎ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিতে যাইলে যাঁহাদের ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তচিত্ত বাধা পাইয়া ফিরিয়া আ'সে, বাহিরে অস্তিকের ভাব ধারণ করিলেও অন্তর যাঁহাদের নাস্তিকতাকে সাদরে পোষণ করে, মুখে বৈরাগ্যের প্রশংসা করিলেও বিষয়াসক্তিই যাঁহাদের হৃদয়বল্লভ, অর্থের জন্য যাঁহারা না করিতে পারেন, এরূপ কার্য্যই নাই, ধর্ম্মের গ্লানিতে যাঁহাদের চিত্ত ম্লান হয় না, বেদনিন্দা শুনিয়া যাঁহাদের প্রাণ ব্যথিত হয় না, বেদনিন্দক বিদেশী-য়দিগের মনস্তুষ্টিসম্পাদনার্থ—তাঁহাদের নিকট হইতে কেবল ধন্যবাদ

"Even that third state of being, which the Indian sage (the Brahmins, speaking of Brahm, say—'To the Omniscient, the three modes of being—sleep, waking and trance, are not'—distintly recognising *trance* as a third and co-equal condition of being) rightly recognises as being between the sleep and the waking, and describes imperfectly by the name of Trance, is unknown to the children of the northern world and few but would recoil to indulge it, regarding its peopled calm, as the *maya* and delussion of the mind".—

Zanoni. *Book* IV. *Chapter* X. *Extracts from the letters of Zanoni to Mejnour*.

'যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন—যাঁহারা নাস্তিক, আত্মাকে যাঁহারা নশ্বরপদার্থ মনে করেন, তাঁহারা যে স্থূলদর্শী ও দুর্ভাগ্য, তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই, কিন্তু কেবল তাহাই নয়, নাস্তিকদিগের হৃদয় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, পার্থিবভাব ভিন্ন অন্য কোন ভাব ইহাঁদের অপবিত্র হৃদয়ে স্থান পায়না। নাস্তিকের হৃদয় প্রেম-শূন্য (প্রেম ও বিদেশীয়দিগের 'love' ঠিক সমান পদার্থ নহে), সুতরাং, ইহা প্রকৃত মনুষ্যোচিত গুণের আধার হইতে পারে না। বিদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত Addison' এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, দেখুন—

"How can he exalt his thoughts to any thing great and noble, who only believes that, after a short turn on the stage of this world, he is to sink into oblivion, and to lose his consciousness forever ?"

অর্থাৎ, যাঁহারা বিশ্বাস, বর্ত্তমান জগন্মঞ্চ হইতে স্খলিত পদ হইলেই, আমাকে অগাধ অভাবজলধিগর্ভে চিরদিনের নিমিত্ত নিমজ্জিত হইতে হইবে—অনন্তকালের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(Thanks) পাইবার নিমিত্ত, যথাবিধি বেদাধ্যয়ন না করিয়া, শুদ্ধ বিদেশীয়দিগের বেদসম্বন্ধীয় মতের উপরি নির্ভর করিয়া, বেদের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য যাঁহারা বদ্ধপরিকর, দেশীয়-প্রকৃতিকে অসতী জ্ঞানে ত্যাগ করিতে ও বিদেশীয় প্রকৃতিকে পরম-সতীবোধে পূজা করিতে যাঁহারা সচেষ্ট স্বদেশীয় ভাষা বিস্মৃত হইয়া, রাজভাষাতে মনোভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ না হইলে, উন্নতির আশা সুদূরপরাহত, যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, সুমধুর সংস্কৃতশব্দ যাঁহাদের কর্ণে বজ্রনির্ঘোষবৎ প্রতীত হইয়া থাকে, এক কথায় যাঁহারা দুর্ভাগ্য, এ প্রস্তাব তাঁহাদের জন্য নহে। সকল মাতাপিতারইত ইচ্ছা যে, সন্তান সচ্চরিত্র, ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্ হউক, কিন্তু, সকল মাতাপিতারই কি তাদৃশ ইচ্ছা ফলবতী হয়? বেদ বিশ্বজনক, সুতরাং, বিশ্বপ্রজাই তাঁহার প্রজা, স্নেহময় বিশ্বপিতা সকলকেই সমানস্নেহে প্রতিপালন করেন, সকলের উন্নতিই সমভাবে প্রার্থনা করেন, সকলকেই যোগ্যতা-নুসারে সদুপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু, তথাপি অবশ্যভোক্তব্য, অনিবার্য্যগতি শুভাশুভ-অদৃষ্টানুসারেই প্রজাবর্গের সদসৎ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যাঁহার, যাহা বুঝিবার শক্তি নাই, প্রাকৃতিক নিয়মে যিনি যাহা বুঝিতে চাহেন না, তাঁহাকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করা শাস্ত্রপ্রতি-ষিদ্ধ কার্য্য ; এরূপচেষ্টা কখন ফলবতী হয় না ; অধিকার বা যোগ্যতা-

---

জন্য আমি বিনষ্ট চৈতন্য হইব, অর্থাৎ, আমার অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইবে, তিনি কখন কোন মহৎ ও প্রশস্ত বিষয়ক চিন্তাতে চিত্তকে উন্নমিত করিতে পারেন না।

"But I am amazed when I consider there are creatures capable of thought, who, inspite of every argument, can form to themselves, a sullen satisfaction in thinking otherwise. There is smething so pitifully mean in thc inverted ambition of that man who can hope for annihilation, and please himself to think that his whole fabrick shall one day crumble into dust, and mix with a mass of inanimate beings, that it equally deserves our admiration and pity."—

The Spectaior. No. 210.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নুসারে উপদেশ প্রদান করাই শাস্ত্রানুমোদিত।

তবে এ প্রস্তাব কাহাদের জন্য?—পরাচীন ও প্রতিচীন, এই দ্বিবিধগতির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আমরা বুঝিয়াছি, যে গতি কেন্দ্রাভিমুখিনী, তাহা প্রতীচীন এবং যাহা কেন্দ্রবিমুখিনী, তাহা পরাচীন। জগৎ, গতির মূর্ত্তি, প্রত্যেক জাগতিকপদার্থই, পরাচীন কিংবা প্রতীচীন, এই দ্বিবিধগতির কোন না কোন গতিতে গতিশীল-প্রবৃত্তিমান্। পূজ্যপাদ ভগবান্ বেদব্যাস সমাধিপাদের দ্বাদশ যোগ-সূত্রের ভাষ্য করিবার সময় বলিয়াছেন, চিত্তনদীর দ্বিবিধ গতি—ইহা উভয়তোবাহিনী। একটি গতি কল্যাণবহা, অন্যটি পাপবহা। যে গতি কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা—বিবেকবিষয়প্রবণা, অর্থাৎ যে গতি কেন্দ্রাভি-মুখিনী, তাহা কল্যাণবহা—তাহা ঈপ্সিততমকল্যাণ প্রদায়িনী এবং যাহা বিষয় প্রাগ্‌ভারা—সংসারাভিমুখিনী, তাহা পাপবহা। সংসারাভি-মুখিনী গতিকে বহির্মুখা এবং কৈবল্যাভিমুখিনী গতিকে অন্তর্মুখাও বলা হইয়া থাকে। নিরোধশক্তির আধিক্যে গতি কৈবল্যপ্রবণা এবং বুথ্যানশক্তির প্রাবল্যে সংসার প্রাগ্‌ভারা হইয়া থাকে। ১ যে জাতিকে আমরা হিন্দু, এই নামে লক্ষ্য করিয়াছি; তাহার গতি কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা, ইহারই নাম আধ্যাত্মিকজাতি। যিনি প্রকৃত হিন্দু; বিষয়ভোগবাসনা তাঁহার স্বভাবতঃ ক্ষীণ বিষয়বিতৃষ্ণা ও কৈবল্যলিপ্সা হিন্দুর ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্ম। আমাদের এ প্রস্তাব তাঁহাদের জন্য।

পূজ্যপাদ ভগবান্ ধন্বন্তরি ব্যাধিসমুদ্দেশীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সুশ্রুতপ্রমুখশিষ্যবর্গকে বুঝাইয়াছেন, আত্মাতে দুঃখ-সংযোগের নাম ব্যাধি ২। ভগবান্ গোতমের চরণপ্রসাদে বুঝিয়াছি,

---

১ "চিত্ত নদীনামোভয়তোবাহিনী বহতি কল্যাণায়। বহতি পাপায় চ। যা তুকৈবল্যপ্রাগ্‌ভারাবিবেকবিষয়নিম্না সা কল্যাণবহা। সংসার প্রাগ্‌ভারা বিবেক বিষয় নিম্না পাপবহা।"—

২ "তদ্দুঃখসংযোগো ব্যাধিরিতি।"—সুশ্রুতসংহিতা।

By *disease* is understood some deviation from the state of health." —*Green's Pathology and Morbid Anatomy. P. I.*

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাহা বাধা দেয়—স্বাভাবিকগতিকে যাহা রোধ করে, যাহা আত্মার প্রতিকূলবেদনীয় তাহা দুঃখ ১। স্ব, অর্থাৎ, আত্মার ভাবের নাম স্বভাব, এই স্বভাব যখন বাধিত হয়, তখন আমরা তাদৃশ অবস্থাকে রুগ্নাবস্থা বলিয়া থাকি। আত্মা-শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতে অবগত হইয়াছি, যিনি সন্তত—দেশকাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, শ্রুতিতে যাঁহাকে সত্যজ্ঞান ও অনন্ত-বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—তিনি আত্মা।

সংশয়।—

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।"

—ঐতরেয় উপনিষৎ।

উদ্ধৃত শ্রুতিবচনের অর্থ হইতেছে প্রলয়কালে একমাত্র অখণ্ডৈকরস আত্মা ছিলেন, 'অন্যৎ' অর্থাৎ, আত্মা হইতে বিলক্ষণ—বিজাতীয় পদার্থ তখন ছিল না। আত্মা, মায়া-প্রকৃতি বা শক্তিদ্বারা জগৎ সৃষ্ট করিয়াছেন, ইহাও ত শ্রুত্যুপদেশ, তাহা হইলে আত্মাব্যতীত অন্য পদার্থ ছিল না' এ কথার তাৎপর্য্য কি?

সংশয়নিরসন—পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য এতদুত্তরে বলিয়াছেন, মায়া আত্মারই শক্তি, আত্মাহইতে বিভিন্ন পদার্থ নহেন। আত্মা বা সৎ-বিরহিত মায়া, অবস্তু—অস্তিত্ববিহীন বা অভাবপদার্থ। 'বস্' ধাতুর অর্থ বাস করা, অবস্থান করা, বিদ্যমান থাকা। যাহা বাস করে, বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ যাহা সৎ, তাহা বস্তু। বুঝিয়াছি যাহা সৎ তাহাই আত্মা; অতএব ইহা নিশ্চয়ই সুগম হইল যে সৎ বা-আত্মা-ভিন্ন সকলেই অবস্তু, সকলেই অসৎ—আত্মা ছাড়া পদার্থান্তর থাকিতে পারে

"Health is indicated by that appearance of the body which is natural to it, and it is maintained by an operation of the vital principle, under which the functions of the body are performed in a natural and proper manner. Every deviation from this appearance and action is disease."—

Dr. Hooper's Medical Dictionary. P. 499.

১ "বাধনালক্ষণং দুঃখমিতি।"— ন্যায়দর্শন। ১।১।২১।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না। কার্য্যাত্মা-ও-কারণাত্মা ভেদে দ্বিবিধভাবের কথাবহুবারই উক্ত হইয়াছে, আমরা পূর্বে বুঝিয়াছি, আত্মা যখন স্বীয় শক্তি বা মায়াদ্বারা জগদাকারে বিবর্ত্তিত হ'ন্ তখন তিনি ত্রিবিধ—ত্রিগুণময় হইয়া থাকেন, অতএব, ইহাদ্বারা কতকটা আভাস পাইয়াছি, যে, আত্মা সগুণ-ও-নির্গুণ ভেদে দ্বিবিধ। সগুণ আত্মা বা সগুণ ব্রহ্মই ব্যবহারিক আত্মা এবং নির্গুণ আত্মা বা নির্গুণ ব্রহ্মই কেবলাত্মা। সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সংযোগ-বৈষম্য বা সমাবেশ ও সান্নিধ্যের তারতম্যানুসারে ভাববিকার যে অনন্ত তাহাও অগ্রে সূচিত হইয়াছে। ব্যবহারিক আত্মা এইজন্য উপাধিভেদে অসংখ্য। যাহা আত্মাকে বাধা দেয়—যাহা স্বাভাবিক গতিকে অবরোধ করে, যাহা প্রতিকূলবেদনীয়, শাস্ত্রোপদেশ তাহার নাম দুঃখ এবং আত্মাতে এই দুঃখসংযোগের নাম ব্যাধি। ব্যবহারিক আত্মা যখন অসংখ্য, প্রত্যেক ব্যক্তিগত প্রকৃতি যখন বিভিন্ন তখন ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত কথা যে, আমার প্রকৃতি বা বিকৃতস্বভাবের যাহা প্রতিকূল, তাহা মৎপ্রকৃতির বিরুদ্ধ প্রকৃতির অনুকূল হইবে। অতএব, ব্যাধি ও স্বাস্থ্যের স্থির বা সার্বভৌম লক্ষণ দেওয়া সম্ভব নহে।

তবে রোগ বিনিশ্চয় কিরূপে হইবে?—পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যত-প্রকার ভাববিকার আছে তদভিব্যঞ্জক ততপ্রকাব শব্দ আছে, প্রত্যেক অভিধেয়েরই অভিধান বিদ্যমান। ভাববিকার অনন্ত, সুতরাং তদভিধায়ক শব্দও যে অনন্ত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। শব্দ যখন অনন্ত তখন তৎপ্রতিপত্তির উপায় কি? পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলি-দেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার যে উত্তর পাইয়াছি, তাহার সারমর্ম হইতেছে সামান্যবিশেষবৎলক্ষণ প্রবর্ত্তনদ্বারাই মহৎ হইতে মহত্তর শব্দসংঘপ্রতিপত্তির একমাত্র উপায়। মনুষ্য, একটী সামান্য শব্দ ১।

মনুষ্য কোন্ পদার্থ? এতদ্রূপ প্রশ্নের তাৎপর্য্য হইতেছে,—মনুষ্য, এই পদবোধ্য সামান্য ও বিশেষভাবের স্বরূপ কি? জীবত্ব, মনুষ্য এই পদবোধ্য-সামান্যভাব, এবং সাধারণ জৈবধর্ম হইতে মনুষ্যে মনুষ্যত্বপরিচায়ক যে সকল বিশেষ ধর্ম আছে, তাহারা ইহার বিশেষ

---

১ পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, আমরা পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, পরসামান্যবৎ পরব্রহ্ম-ব্যতীত সকল পদার্থই সামান্যও বিশেষ, এই উভয়াত্মক।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিশেষ ভাব, ইতরব্যাবর্ত্তক গুণ। এইরূপ আর্য্য, অনার্য্য বা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ-ইত্যাদি-বিশিষ্ট-মনুষ্যবাচকশব্দসমূহ আবার মনুষ্য, এই পদবোধ্য অর্থের বিশেষ বিশেষ ভাবের অভিব্যঞ্জক। এক সামান্যভাব সম্বন্ধিভেদে ভিদ্যমান হইয়াই, নানাবিধ জাতিতে উপলব্ধ হইয়া থাকে। পদার্থমাত্রেই সামান্যবিশেষগুণসমষ্টি। সামান্যগুণ বা সামান্যধর্ম, সামান্য প্রকৃতি, এবং বিশেষগুণ বা বিশেষধর্ম—বিশিষ্ট-প্রকৃতি। কেবলাত্মভাবের কখন ব্যাধি হইতে পারে না, কারণ, তিনি সদা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, স্বভাবেই—স্বীয় অখণ্ড-সচ্চিদানন্দরূপেই-অবস্থিত আছেন। জীবত্বাবচ্ছিন্ন আত্মাকেই ব্যাধিভোগ করিতে হয়। জাতি-ও-দেশ-ভেদে স্বভাব ভিন্ন হয়, অতএব, জাতি-ও-দেশ-ভেদে রোগও বিভিন্ন। হিন্দুর বিশিষ্টপ্রকৃতির যাহা বিরুদ্ধ, যাহা প্রতিকূল, অন্য জাতির বিশিষ্টপ্রকৃতির তাহা প্রতিকূল নহে। সাধারণ মানবীয় প্রকৃতির যাহা প্রতিকূল, তাহা মনুষ্যমাত্রেরই প্রতিকূল—মানবমাত্রেরই দুঃখপ্রদ। রোগ কাহাকে বলে, জিজ্ঞাসা করিয়া, বুঝিয়াছি, যাহা আত্মার (অবশ্য ব্যবহারিক আত্মার) প্রতিকূল-বেদনীয়, তাহা রোগ। অতএব, বুঝিতে পারা গেল, সাধারণ-মনুষ্য-প্রকৃতির যাহা প্রতিকূল-বেদনীয় তাহা মনুষ্যমাত্রেরই দুঃখপ্রদ—মনুষ্যজাতির তাহা সামান্য-ব্যাধি, এবং জাতি-ও-দেশ-ভেদে প্রকৃতির ভিন্নতানিবন্ধন অনুকূলবেদ-নীয়ত্ব প্রতিকূল-বেদনীয়ত্বের ভিন্নতা হওয়াই প্রাকৃতিক।

ভগবান্ ধন্বন্তরি—(১) আগন্তুক (অভিঘাতনিমিত্ত রোগসমূহ Accidental diseases) (২) শারীর (বাত, পিত্ত, কফ ও শোণিত, ইহাদের বৈষম্যবশতঃ ব্যাধিসকল), (৩) মানস (ক্রোধ, শোক, ভয়, হর্ষ, বিষাদ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, দৈন্য, মাৎসর্য্য, কাম, লোভ প্রভৃতি ইচ্ছা-ও-দ্বেষ, বা রাগ-ও-বিরাগজাত চিত্তবিক্ষোভিক—মনের শান্তিনাশক—ঘোরা ও মূঢ়বৃত্তিপ্রসূত দুঃখসকল), (৪) স্বাভাবিক (ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি) ব্যাধিসকলকে, প্রধানতঃ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ১।

১ আমাদের আগন্তু ব্যাধিসমূহকে, বিদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে Thanatici- নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ডাক্তার ফার-কৃত রোগশ্রেণীবিভাগের Zymotic

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবান্ ধন্বন্তরি মানস ও স্বাভাবিক, এই নামদ্বয়দ্বারা যে সকল ব্যাধিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, যাহাদের নিবৃত্তিতে অন্য ব্যাধিসকল বিনিবৃত্ত হয়, অন্য ব্যাধিসকল যাহাদের উপদ্রবমাত্র, আর্য্যেতর প্রকৃতিতে তাহারা এপর্য্যন্ত চিকিৎসা বলিয়াই অবধারিত হয় নাই। কামক্রোধাদিকে যাঁহারা ব্যাধি বলিয়া স্বীকার করেন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জন্ম জরা ও মৃত্যু প্রভৃতি যাঁহাদের সমীপে, অবশ্য প্রতীকার্য্য ব্যাধি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, এক কথায়, ভবব্যাধিই যাঁহাদের নিকটে প্রধান-

---

Constitutional, Monorganici, Developmental diseases এ সমস্ত বিভাগই শারীরব্যাধিশ্রেণীর অন্তর্ভূত। নিদান, কাল, স্থান, গতি, স্বভাব, আয়তি, ঋতু, লিঙ্গ, বয়ঃ, দৈশিকপ্রকৃতি-ইত্যাদি ভেদে রোগসকলকে এতদ্ব্যতীত নানাবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। ভগবান্ ধন্বন্তরি প্রাগুক্ত চতুর্ব্বিধ ব্যাধিকে আবার (১) আদিবলপ্রবৃত্ত, (২) জন্মবলপ্রবৃত্ত, (৩) দোষবলপ্রবৃত্ত, (৪) সংঘাতবল-প্রবৃত্ত, (৫) কালবলপ্রবৃত্ত, (৬) দৈব-বলপ্রবৃত্ত, (৭) স্বভাব-বলপ্রবৃত্ত, এই সপ্তবিধ অবান্তর শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। মূলকথা ব্যাধির যতপ্রকার ভেদ থাকুক, তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই তিনটী প্রধানতম; প্রধানতম বিভাগের অন্তর্ভূত করা যাইতে পারে। ভগবান্ ধন্বন্তরি তাহাই করিয়াছেন।

"তচ্চ দুঃখং ত্রিবিধমাধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকমিতি। তত্ত সপ্তবিধে ব্যাধাবুপনিপততি। তে পুনঃ সপ্তবিধা ব্যাধয়ঃ।"—সুশ্রুতসংহিতা।

রোগসকল, সাধ্য বা (Curable)-যাপ্য (Recedive) ও অসাধ্য (Incurable বা Mortal)-ভেদেও আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। ডাক্তার হুপার ব্যাধিসকলকে নানাবিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পূজ্যপাদ ধন্বন্তরিকৃত রোগ-বিভাগশ্রেণীর সহিত ঐ সকল রোগবিভাগের তুলনা প্রার্থনীয়। ডাক্তার হুপার বলিয়াছেন,—

"There are also certain other differences from which diseases had received some trivial names and arrangements dependent on accidental circumstances regarding their origin, time, seat, course, nature, the occupation of the subject, the age, sex, or the climate, issue, & c."—

আমরা যথাস্থানে এই সকল কথার উল্লেখ করিব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

তম ব্যাধি—মূলরোগ, পূজ্যপাদ ঋষিদিগকে যাঁহারা ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন, বেদ ও ব্রহ্ম যাঁহাদের দৃষ্টিতে অভিন্ন পদার্থ, বেদনিন্দা শুনিয়া যাঁহাদের হৃদয় প্রাকৃতিক প্রেরণায় ব্যথিত হয়, ধন, ঐশ্বর্য্য, নাম, যশঃ প্রভৃতি ভঙ্গুর পার্থিবপদার্থসকল মরণোত্তরকালে—মৃত্যুর পরে কোনরূপ প্রয়োজন সাধন করিতে পারগ হইবে না—পরমবন্ধু এক ধর্মব্যতীত অন্যসকল পদার্থই শরীরের সহিত বিনষ্ট হইবে, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, সংসার যাঁহাদের দৃষ্টিতে পান্থশালা, আপনাদিগকে অনন্যগতি সম্বলবিহীন দিঙ্মূঢ় পথিক এবং শাস্ত্রকে একমাত্র নিঃস্বার্থপ্রেমপূর্ণহৃদয় পথ প্রদর্শক বলিয়া যাঁহারা আদর করেন, এই ভিক্ষুকের পাপমলীমস সংকীর্ণ হৃদয় ও ঋষি এবং শাস্ত্রচরণকে যেরূপে পূজা করিতে ইচ্ছুক, যাঁহারা অন্ততঃ সেই ভাবে ও ঋষি এবং শাস্ত্রচরণকে পূজা করিতে অভিলাষী, এ প্রস্তাব তাঁহাদের জন্য।

সৃষ্টি ও লয়, এই শব্দদ্বয় স্মরণ করিতে হইবে।—সৃষ্টি ও লয়, এই শব্দদ্বয়ের (পূর্বে উক্ত হইয়াছে) ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থদ্বারা ইহাদের স্বরূপ যেমন অল্পায়াসে বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, আমাদের বিশ্বাস, অন্য কোন উপায়ে সেরূপ হয় না। বিশ্বাসটা ভিত্তিশূন্য কি না, পরীক্ষা করিব।

সৃজ্ বিসর্গে—এই বিসর্গে বা ত্যাগার্থক 'সৃজ' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্'—প্রত্যয় করিয়া, 'সৃষ্টি' এবং 'লীঙ্ শ্লেষণে' এই শ্লেষণ, বা আলিঙ্গনার্থক 'লী'-ধাতুর উত্তর 'অচ্'প্রত্যয় করিয়া 'লয়'-পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। জগৎ যে কর্মের মূর্ত্তি এবং কর্ম্মমাত্রেই যে ত্যাগগ্রহণাত্মক, অনেকশঃ এ কথা উক্ত হইয়াছে। কর্ম্মমাত্রেই শক্তিসাধ্য, বিনাশক্তিতে কোন কর্ম সিদ্ধ হইতে পারে না। বুঝিয়াছি, আবির্ভাবাত্মক পুংশক্তি এবং তিরোভাবাত্মক স্ত্রীশক্তি, এই দ্বিবিধ শক্তি হইতেই নিখিল কর্ম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বুঝাইয়াছেন, পুংশক্তি, প্রসব বা ত্যাগ করে এবং স্ত্রীশক্তি গ্রহণ করিয়া থাকে। যে কোন বস্তুই হউক, তাহার একটী কেন্দ্রস্থান আছে, এই কেন্দ্রস্থানই বস্তুনিষ্ঠ নিখিলশক্তির আরামগৃহ—বিশ্রাম-মন্দির, সকল শক্তিই এই স্থানে নিবদ্ধ। কেন্দ্রাভিমুখিনী ও কেন্দ্রবিমুখিনী বা প্রতীচীনা ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরাচীনা, এই দ্বিবিধ গতির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আমরা অবগতি হইয়াছি, যে গতি কেন্দ্রের অভিমুখে প্রবাহিত, তাহা কেন্দ্রাভিমুখিনী বা প্রতীচীনা এবং কেন্দ্র হইতে যাহা দূরে পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, তাহা কেন্দ্রবিমুখিনী বা পারচীনা।

জগৎ যখন গতি বা কর্ম্মের মূর্ত্তি, তখন জগতের সৃষ্টি ও লয়ের স্বরূপ অবগত হইতে হইলে, কোন একটি গতি বা কর্ম্মের স্বরূপ চিন্তা করিলেই, যথেষ্ট হইবে। পূজ্যপাদ মহর্ষি বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, অগ্নি ও সোম, এই উভয়দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। বশিষ্ঠদেবের এই অমূল্য উপদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার জন্য আমরা একটি পরিচিত স্থূল কর্ম্মোৎপত্তির নিয়ম চিন্তা করিয়া দেখিব। ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন, নোদন, অভিঘাত (সংযোগবিশেষ) ও সংযুক্তসংযোগহইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে ১। একটি শর ধনুকে আরোপিত করিয়া, আকৃষ্টপতঞ্চিকা (জ্যা, Bowstring)-দ্বারা নোদন করিবামাত্র, ইহা, সবেগে দূরে গিয়া পতিত হয়, একটি লোষ্টকে বাহুদ্বারা নোদন করিলে, ইহা, বাহুহইতে বেগপ্রাপ্ত হইয়া, গতিশীল হয়। এতদ্‌দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, গতিমাত্রেই কোন শক্তির নোদনদ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। জগতে এক জাতীয় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা আপনাহইতে চলিতে বা অন্যকর্ত্তৃক চালিত হইলে, স্বয়ং স্থির হইতে পারে না, এই জাতীয় পদার্থ, জড়পদার্থ-নামে পরিচিত। শর বা লোষ্ট, ইহারা আপনাহইতে চলিতে কিম্বা অন্য কর্ত্তৃক চালিত হইলে, স্বয়ং স্থির হইতে পারে না, সুতরাং, ইহারা জড়পদার্থ। কোনরূপ গতি বা কর্ম্মোৎপত্তি হইতে হইলে, বুঝিতে পারা গেল, নোদক ও নোদ্য, এই দ্বিবিধ বিভিন্ন পদার্থের প্রয়োজন। ২ বেদে এই নোদক-

১ "নোদনাভিঘাতাত্ সংযুক্তসংযোগাচ্চ পৃথিব্যাং কর্ম্ম।"—

বৈশেষিকদর্শন। ৫।২।১

২ যে ধর্ম্মবশতঃ নোদ্যপদার্থসকল স্বয়ং চলিতে অথবা অন্যকর্ত্তৃক চালিত হইয়া, স্বয়ং স্থির হইতে পারে না, তাহাকে জড়ত্ব বলে। ইংরাজীতে ইহা ইনার্শিয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

"Every body will continue in its state of rest or of uniform

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও-নোত্থ-শক্তিদ্বয়, অগ্নি ও সোম, অন্নাদ ও অন্ন বা সবিতা ও সাবিত্রী-ইত্যাদি-নামে অভিহিত হইয়াছে।

"অগ্নিরস্মিজন্মনা জাতাবেদা ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্।
অর্কস্ত্রিধাতুরজসোবিমানোজস্রোধর্ম্মোহহবিরস্মি নাম ॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা। ৩।৩।২৬।

ভগবান্ উদ্ধৃত মন্ত্রটিদ্বারা জগতের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, জগৎ যে অগ্নি ও সোম, এই দ্বিবিধ পদার্থহইতে সৃষ্ট হইয়া থাকে, জগৎকে বিশ্লেষণ করিলে অগ্নি ও সোম, এই পদার্থদ্বয়ের অতিরিক্ত কোন পদার্থ যে পাওয়া যায় না, ভগবান্ এতন্মন্ত্রদ্বারা তাহাই বুঝাইয়াছেন।

জগৎ কোন্ পদার্থ? ইহা কিজন্য সৃষ্ট ও লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, জগৎকার্য্যের উপাদান ও নিমিত্ত, এই কারণদ্বয়ের স্বরূপ কি? বিদেশীয় দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগকে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমরা কি উত্তর পাই, উদ্ধৃত মন্ত্রটির ভাবার্থ বুঝিতে যাইবার পূর্ব্বে তাহা দেখিব।

প্রত্যেক জাগতিক পদার্থই যে অব্যক্ত বা অতীন্দ্রিয় অবস্থাহইতে ব্যক্ত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থায় আগমন এবং স্থিতিকালে নানাবিধ অবস্থা (বৃদ্ধিবিপরিণামাদি) প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে সূক্ষ্ম বা অতীন্দ্রিয় অবস্থায় পুনর্ব্বার গমন করে, বিদেশীয় চিন্তাশীল দার্শনিক

---

motion in a straight line, except in so far as it is compelled by impressed force to change that state".—

Newton's First Law of motion.

"The First Law asserts that matter has no inherent power to change its state of motion or rest. If it be free from the action of cxternal force, and be at rest, it will continue at rest; if it be in motion, it will continue in motion, and will move uniformly in a straightline. The incapacity of Matter to alter its state of motion or rest is called its *inertia*."—

Elementary Statics and Dynamics. P. 32

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেই এ কথা স্বীকার করিয়াছেন১।

পণ্ডিত স্পেন্সার বলিয়াছেন, অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থাতে আগমন এবং বক্তাবস্থা হইতে পুনর্বার অব্যক্তাবস্থায় গমন করাই যখন জগতের জগত্ত্ব, তখন জগৎ সম্বন্ধীয় তত্ত্বচিন্তা পরিসমাপ্ত করিতে হইলে ইহার ইন্দ্রিয়গোচরভাবধারণ করা হইতে অতীন্দ্রয়ভাবধারণ করা পর্যন্ত যে যেরূপ পরিবর্তন হয়; তৎসমুদায়ের চিন্তা করা প্রয়োজনীয়। জগতের ইতিহাসে পর্য্যায়ক্রমে সৃষ্টি স্থিতি ও লয় এই পরিণাম ত্রয়ের স্বরূপই জ্ঞাতব্য ২। জগৎ এই শব্দটির বুৎপত্তিলভ্যঅর্থ স্মরণ করিলে

---

১ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টেট্ ও ষ্টুয়ার্ট ব্যাল্‌ফোর তাঁহাদের Unseen Universe নামক গ্রন্থে বুঝাইয়াছেন,—

"We are compelled to imagine that what we see has originated in the unseen, and in using this term we desire to go back even further than ether, which according to one hypothesis has given rise to the visible order of things."—

Unseen Universe P. *198*,

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ড্রেপার বলিয়াছেন,—

"In this manner is pressented to our contemplation the great theory of Evolution. Every organic being has a place in a chain of events. It is not an isolated, a capricious fact, but an unavoidable phenomenon. It has its place in the vast, orderly concourse which has successively risen in the past, has introduced the present, and is preparing the way for a predestined future."—

History of the conflict between, Religion and Science. P. 247.

২ "An entire history of anything must include its appearance out of the imperceptible and its disappearance into the imperceptible"— *Fist Principles P. 278.*

"May it not be inferred that Philosophy has to formulate this passage from the imperceptible into the perceptible, and again from the perceptible into the imperceptible."—

Ibid, P. 280

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাঠক বুঝিতে পারিবেন, পণ্ডিত হার্বাট স্পেন্‌সারের উদ্ধৃত বচন সকলের মর্ম্ম ইহার মধ্যে, বীজে অঙ্কুরশক্তির ন্যায় লুক্কায়িত আছে। সৃষ্টি ও লয়ের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার সময় উক্ত পণ্ডিত বলিয়াছেন, অব্যক্তাবস্থা হইতে পদার্থজাত যখন ব্যক্তাবস্থায় আগমন করে, তখন ইহাদের পরমাণু সকল পরস্পর যথাক্রমে গাঢ় ও গাঢ়তর ও গাঢ়তমরূপে সংশ্লিষ্ট ও ইহাদের গতি হ্রাস,এবং ব্যক্তাবস্থাহইতে যখন অব্যক্তাবস্থায় গমন করে অর্থাৎ যখন লয় পরিণাম সংঘটিত হয়, তখন পরমাণুপুঞ্জের যথাক্রমে পরস্পর বিশ্লেষ ও বিচ্ছিন্নতা এবং গতিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১

এইরূপ হইবার কারণ কি?—পণ্ডিত হার্বাট স্পেন্‌সার বলিলেন, সৃষ্টিকার্য্যে পরমাণুপুঞ্জের পরস্পর সংশ্লেষ ও গতির হ্রাস এবং লয়কার্য্যে ইহাদের বিশেষ ও গতিরবৃদ্ধি হইয়াথাকে, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে এইরূপ হইবার কারণ কি? পণ্ডিত হার্ব্বাট স্পেন্‌সার, এতদুত্তরে বলিয়াছেন তাপের হ্রাস বৃদ্ধিতে পরমাণুপুঞ্জের যথাক্রমে হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে; পরমাণু সকলের পরস্পর সংশ্লেষ এবং বিশ্লেষ ও ইহারই ন্যূনাধিক্য বশতঃ হয়। তাপ একটি বিশ্বব্যাপিতরঙ্গ, এই তরঙ্গে পদার্থমাত্রেরই পরমাণুপুঞ্জ সদা তরঙ্গায়িত হইয়াথাকে। তাপের বৃদ্ধিতে বস্তুর পরমাণুসকল যে পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়াথাকে, তাপ যে ভেদবৃত্তি, তাহা আমাদের অনুভবসিদ্ধ বিষয়। জল উত্তপ্ত হইলে বাষ্পাকার ধারণ করে, এবং শৈত্যসংযোগে কঠিন হইয়া হিমসংহতিরূপে পরিণত হয় ২; পণ্ডিত ড্রেপার বলিয়াছেন বাষ্পের

---

১ "The change from a diffused, imperceptible state to a concentrated, perceptible state, is an integration of matter and concomitant dissipation of motion; and the change from a concentrated, perceptible state, to a diffused, imperceptible state, is an absorption of motion and concomitant disintegration of matter."— *Fitst Principles* P. 227.

২ "All Things are varying in their temperatures, contracting, or expanding, integrating or disintegrating. . .

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মেঘরূপ ধারণ ও জলরূপে অবতরণব্যাপার হইতে বিশ্বের সৃষ্টিব্যাপার কোন অংশে বিভিন্ন নহে। জলের বাষ্পাকার ধারণই লয়ের এবং ইহার পুনর্ব্বার জলরূপে পৃথিবীতে অবতরণই সৃষ্টির রূপ ১।

উদ্ধৃত মন্ত্রটির ভাবার্থ—বেদের উপদেশ, (পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি); জগৎ ভোক্তৃভোগ্যভাবে দ্বিবিধ। কথাটির মর্ম্ম হইতেছে, জগৎ গতি বা কর্মের মূর্ত্তি। কোনরূপ গতি বা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতে হইলে ভোক্তৃ ও ভোগ্য কিম্বা নোদক ও নোদ্য এই দ্বিবিধশক্তির প্রয়োজন ২। জগৎ যে ভোক্তৃ ও ভোগ্যভাবে দ্বিবিধ তাহা শুনিলাম, এক্ষণে জানিতে হইবে ভোক্তৃ ও ভোগ্য এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ কি? উদ্ধৃত ঋঙ্মন্ত্রটি এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতেছেন। অগ্নি, বিশ্বের ভোক্তৃশক্তি। অগ্নি শব্দ দ্বারা শ্রুতি কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিতেছেন, বুঝাইবার নিমিত্ত পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য বাজসনের শ্রুতি হইতে নিম্নোদ্ধৃত বচনসমূহ স্বকৃতভাষ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

স ত্রেধাত্মানং ব্যকুরুতাদিত্যং তৃতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ং।"—

বৃহদরাণ্যক উপনিষৎ।

অর্থাৎ এক অগ্নি, অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যভেদে ত্রিধা বিভিন্ন হইয়া

Continued losses or gains of substance, however slow, imply ultimate disappearance or indefinite enlargement; and losses or gains of the insensible motion we call heat, will, if continued produce, complete integration or complete distintegration."— —*First Principles* P. 282.

১ "But the universe is nothing more than such a cloud = a cloud of suns and worlds."—

History of the conflict between Religion and science. P.243.

২ এতাবদ্বা ইদং সর্ব্বমন্নঞ্চৈবান্নাদশ্চ সোম এবান্নমগ্নিরন্নাদঃ।"— ২০৬

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

অর্থাৎ, জগৎ ভোক্তৃ ও ভোগ্য বা অন্নাদ ও অন্ন এই দ্বিবিধ পদার্থের জড়িতরূপ। সোম, ভোগ্য বা অন্ন এবং অগ্নি ভোক্তা বা অন্নাদ। জগৎ অগ্নিষোমাত্মক।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যথাক্রমে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকে অধিষ্ঠিত আছেন। ১ অগ্নি বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি ইহা কি সেই জড় পদার্থ? ইহা কি বিদেশীয়দিগের Heat নামে পরিচিত বস্তু? যে অগ্নিকে বিশ্বের ভোক্তা বা অন্নাদ বলা হইল, অল্পধী মনুষ্য পাছে তাহাকে কেবল জড় অগ্নি বলিয়াই বুঝে, শ্রুতি তা'ই বুঝাইয়াছেন—

"অগ্নিরস্মিজন্মনা জাতবেদা।"—

অর্থাৎ আমি (অগ্নির উক্তি) জন্ম হইতেই জাতবেদা—সর্ব্বজ্ঞ (জাত বা উৎপন্ন পদার্থ মাত্রকেই যিনি অবগত আছেন, বিশাল বিশ্বমধ্যে

---

১ তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্ব্বেন্দ্রো বান্তরিক্ষস্থানঃ সূর্য্যোদ্যুস্থানঃ।"— —নিরুক্ত

এক পরমাত্মাই যে অগ্নিবায়ন্বাদি দেবতা রূপে বেদে লক্ষিত ও স্তুত হইয়াছেন, উদ্ধৃত নিরুক্তবচন দ্বারা তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। বেদ, অগ্নি বায়ন্বাদিদেবতাসকলকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখিতে উপদেশ দিয়াছেন, আমরা তাহা চিন্তা করি না। এক পরমাত্মাই বস্তুতঃ অগ্নি বায়ন্বাদির অভিধেয় পদার্থ।

পাশ্চাত্য দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যে আজ কাল অনেকেই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, এক মূলশক্তি হইতেই বিবিধ পদার্থের উদ্ভূতি হইয়াছে। রসায়ন শাস্ত্রের (Chemistry) পঞ্চষষ্টি (৬৫) মৌলিক পদার্থবাদ, বর্ত্তমান সময়ের দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের কাছে অযৌক্তিক বোধে অনাদৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ, এক পারমার্থিক পদার্থ হইতে (Primordical) নিখিল বিকার বা কার্য্যপদার্থের বিকাশের কথা বলিতেছেন বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধি হইবে, বেদ এ তত্ত্ব যে ভাবে বুঝাইয়াছেন বেদভক্ত ঋষিরা এ তত্ত্ব যে ভাবে বুঝিয়াছিলেন বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এ তত্ত্ব সে ভাবে বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা হইতে আর অধিকতর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে যে আমরা আজকাল বিদেশীয়শিক্ষাদোষে অথবা কালমাহাত্ম্যে এ বেদকেও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বুঝিতেছি। পণ্ডিত বেকন, যিনি বিজ্ঞানের অভিনব জীবনদাতা বলিয়া বিদেশে আদৃত হইয়াছিলেন, পণ্ডিত স্পেনসর যাঁহার চিন্তাশীলতা দেশ বিদেশের আদর্শস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এতৎসম্বন্ধে ইহাঁরা যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আড়ম্বরশূন্য স্বল্পভাষিণী, বিশ্বজননীর উপরি উদ্ধৃত বচন সকল কি তাহা হইতে অধিকতর মূল্যবান নহে?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এমন জাতপদার্থ নাই যাহা সর্ব্বজ্ঞ অগ্নির অজ্ঞাত)—আমি সাক্ষাৎকৃত পরতত্ত্বস্বরূপ।

"ঘৃতংমেচক্ষুঃ।"—

অর্থাৎ বিশ্ববিভাসক মদীয় স্বভাবভূত প্রকাশাত্মক চক্ষুঃ, ইদানীং অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়াছে ১।

"অমৃতং ম আসন্।"—

অর্থাৎ অমৃত—দিব্যাদিব্য বিবিধ বিষয়োপভোগাত্মককর্মফল আমার আস্যে বিদ্যমান—আমিই বিশ্বের ভোক্তা। অগ্নি স্বীয় পৃথিব্যধিষ্ঠাতৃত্ব বর্ণন করিয়া, "অর্ক-স্ত্রিধাতূরজসো বিমানঃ" এই মন্ত্রাংশ দ্বারা আপনার বায্বাত্মাতে অন্তরিক্ষাধিষ্ঠাতৃতা বর্ণন করিতেছেন।

আমিই অর্ক—জগৎস্রষ্টা প্রাণ আপনাকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া আমি বায্বাত্মাতে অন্তরিক্ষ লোকে প্রতিষ্ঠিত আছি।

"অজস্রো ঘর্ম্মঃ।"—

অর্থাৎ অজস্রঘর্ম্ম—অনুপক্ষীণপ্রকাশাত্মা আমিই আদিত্যরূপে দ্যুলোকে প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জগৎ ভোক্তৃভোগ্য-ভাবে দ্বিবিধ ; জগতের ভোক্তৃভাব প্রদর্শিত হইল ; এক্ষণে 'হবিরস্মি-নাম' এতদ্দ্বারা ভোগ্যের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রুতিরইত উপদেশ এক ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তন্তর নাই, শ্রুতিরইত উপদেশ,'পুরুষ এবেদং সর্ব্বং', তবে জগৎকে ভোক্তৃভোগ্যভাবে দ্বিবিধ বলা হইতেছে কেন? সর্বসংশয়নাশিনী শ্রুতিদেবী এতাদৃশ সংশয়নিরসনের নিমিত্ত বলিলেন

"Francis Bacon, the great remodcller of science entertained this notion, and thought that, by experimentally testing natural phenomena wc should be enabled to trace them to certain primary esscnces or causes whence the various phenomena flow."— *Grove's correlation of Physical forces. P. 8.*

চিন্তাশীল পাঠক উভয়মতের গুরুত্ব বিচার করুন।

১ ইদানীং অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়াছে, এ কথা শুনিয়া পাঠকের মনে নানাবিধ সংশয় হইতে পারে আর স্থান নাই, পরে এ সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি বলিব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

—আমিই (অগ্নিই) হবি—ভোগ্য, অর্থাৎ ভোক্তৃরূপেও আমি, ভোগ্যরূপেও আমি, আমি সর্বাত্মক।

পাঠক! বিদেশীয়পণ্ডিতদিগকে, জগৎ কিরূপে সৃষ্ট ও প্রলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর পাইয়াছেন, তাহার সহিত শ্রুত্যুপদিষ্ট সৃষ্টি কারণের তুলনা করিলে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত বেদোপদেশের তুলনা করিলে (তুলনা হইতে পারেনা তবে তর্কচ্ছলে বলিতেছি) দশদিগ্বিভাসক মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড ও খদ্যোতিকার মধ্যে যে প্রভেদ, সুবিশাল সরিৎপতি ও সরিতের মধ্যে যে পার্থক্য, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে ভিন্নতা, উভয়ের মধ্যে তাদৃশ বা ততোধিক প্রভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় না কি?

জগতের সৃষ্টি ও লয় কিরূপে হয়, এ সম্বন্ধে পণ্ডিত হার্বার্ট্ স্পেন্সার ও ড্রেপার যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, জড় অগ্নি ও সোম হইতে জগতের সৃষ্টি ও লয় হইয়া থাকে, ইহাই উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের সিদ্ধান্ত। অতএব ইহা সুখবোধ্য হইল, যে বেদের অগ্নি ও সোম এবং উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের ভেদসংসর্গবৃত্তি-শক্তিদ্বয় একরূপ পদার্থ নহে বেদের উপদেশ জড়শক্তি স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কখন কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মের একজন নিয়ামক আছেন, জড়ের সংকল্প শক্তি নাই। বিদেশীয় দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত দিগের মধ্যেও কেহ কেহ এ কথা বুঝিয়াছেন ১। জগৎ কিরূপে সৃষ্ট কি

পণ্ডিত জেবন্সের উক্তি,—

১ "It is not uncommonly supposed that a law determines the character of the results which shall take place, as, for instance, that the law of gravity determines what force of gravity shall act upon a given particle. Surely a little reflection must render it plain that a law by itself determines nothing. It is *law plus agents obeying law which has resulis*, and it is no function of law to govern or define the number and place of its own agents." —*The Principles of Science, P. 740.*

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জন্যই বা লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, পণ্ডিত স্পেন্‌সার, বিজ্ঞানবিদ্ ড্রেপার তাহার যাহা উত্তর দিলেন, প্রেক্ষাবানের জিজ্ঞাসা কি ইহাতে বিনিবৃত্ত হইতে পারে? যাহা হউক, যাহা কিছু সৎ তাহার ধ্বংস হয় না, জগৎ প্রবাহরূপে নিত্য; উক্ত পণ্ডিতদ্বয় তাহা স্বীকার করিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট। এক প্রকৃতি হইতে বিকৃতজগদ্বিকারের উচ্চাবচ বিবিধ স্বগত সজাতীয়-ও-বিজাতীয়ভেদের কারণও যাহা, জড়বাদ চৈতন্যবাদ প্রভৃতি

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টেটের উক্তি—

"Development was brought about by means of Intelligence residing in the invisible universe and working through its laws"

—*Unseen Universe p. 214.*

"One herd of ignorant People, with the sole prestige of rapidly increasing numbers, and with the adhesion of a few anatical deserters from the ranks of Science, refuse to admit hat all the phenomena even of ordinary dead matter are strictly and exclusively in the domain of physical science. On the other hand, there is a numerous group, not in the slightest degree entitled to rank as Physicists (though in general they assume the proud title of Philosophers), who assert that not merely life, but even Volition and Consciousness are merely physical manifestations. These opposite errors, into neither of which it possible for a genuine scientific man to fall, so long at least as he retains his reason, are easily seen to be very closely allied. They are both to be attributed to that Credulity which is characteristic alike of Ignorance and of Incapacity. Unfortunately there is no cure ; the case is hopeless, for great ignorance almost necessarily presumes incapacity, whether it show itself in the comparatively harmless folly of the Spiritualist or in the pernicious nonsense of the Materialist."—

Recent Advances in Physical Science. P. 24—25

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নানাবিধ বাদোৎপত্তির হেতুও তাহাই। যে প্রাকৃতিকনিয়মে, চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ, জাগতিক পরিণামের এই ত্রিবিধ প্রধান বিভাগ হইয়াছে, যে প্রাকৃতিকনিয়মে চেতনাদি পদার্থসমূহের মধ্যেও অসংখ্য অবান্তর ভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে, যে নৈসর্গিকনিয়মে জগতে অমৃত গরল আছে, মধুর তিক্ত আছে, সাধু অসাধু আছে, হিংসা অহিংসা আছে, ক্রোধ ক্ষমা আছে, ধর্ম্ম অধর্ম্ম আছে, ঠিক সেই প্রাকৃতিকনিয়মে আস্তিক নাস্তিক আছে, দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ আছে, সৎকার্য্যবাদ অসৎ-কার্য্যবাদ আছে, আরম্ভবাদ পরিণামবাদ আছে, 'Theism' 'Atheism' আছে, বেদভক্ত ও বেদদ্বেষী আছে। জগদ্বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সকল মত বিকাশিত এবং জগতের লয়ের সঙ্গে সঙ্গে সকল মত বিলীন হইয়া থাকে। কিছুই একেবারে ছিল না হইল, অথবা ছিল একেবারে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইল, তাহা হয় না, হইতে পারে না।

এখন শব্দের স্বরূপ কি তাহা চিন্তা করিতে হইবে—সৃষ্টি ও লয় সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইল, লেখক স্বয়ংই তাহাতে তৃপ্ত হয় নাই, সুতরাং জ্ঞানবৃদ্ধ পাঠকগণ যে ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না, তাহা নিঃসন্দেহ। লেখকের এরূপ শক্তি নাই যে তদ্দ্বারা পাঠকদিগের মনস্তুষ্টিসম্পাদন করিতে পারে। আশা পূর্ণ না হইলে সকলেই দুঃখিত হইয়া থাকেন ; পাঠকদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে, এব্যক্তি প্রথম হইতেই এরূপ আশাকে হৃদয়ে পোষণ করে নাই, সুতরাং তন্নিবন্ধন ইহার কোনই দুঃখ নাই। যাহা বলিবে মনে ছিল, সময় ও অর্থাভাব-বশতঃ তাহা বলা হইল না এই জন্য এ ক্ষুব্ধ হইয়াছে বটে, ইচ্ছা আছে, (পাঠকগণ যদি অকিঞ্চনবোধে ঘৃণা না করেন) ভবিষ্যতে এ ব্যক্তি বাসনা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিবে। আপাততঃ যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে প্রস্তাবিত বিষয়টীর উপসংহার করা হইতেছে।

শব্দের স্বরূপ দর্শন করিতে না পারিলে জ্ঞানের পরিপাক শেষ হইবার নহে, শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্ট এই দুর্ভেদ্য গূঢ় রহস্যের উচ্ছেদ করিতে না পারিলে মানব কৃতকৃত্য হইতে পারিবে না। এক পারমার্থিক শক্তি হইতে (Primordial force) জগৎ আবির্ভূত, এরূপ অনুমান এবং জড়বিজ্ঞানের দুই একটী বিভূতি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিলে, ভবযাতনা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শান্ত হইবে না। পূর্ণ হইতে হইলে, মৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া অমৃতধামে উপনীত হইতে হইলে, শব্দতত্ত্ব সন্দর্শন ও মন্ত্রের শক্তিতে বিশ্বাস করিতে হইবে, বেদাদি-শাস্ত্রমতে সাধন করিতে হইবে। শব্দ কোন্ পদার্থ, দুই এক কথায় তাহা বুঝা যাইতে পারে না। শব্দ কোন্ পদার্থ তাহা না বুঝিলেও বেদের স্বরূপাবগতি হইবে না, বেদ যে অনন্ত ও নিত্য তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে না। শব্দের স্বরূপবর্ণন করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তা'ই কেবল প্রতিজ্ঞারক্ষা করিবার জন্য শব্দ কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া প্রস্তাব শেষ করিব। আরম্ভ-বাদের পরমাণু, পরিণামবাদের প্রকৃতি এবং মায়াবাদের মায়া, শব্দহইতে ভিন্নপদার্থ নহে। পূজ্যপাদ ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, নামরূপ-বিনির্মুক্তজগৎ যাহাতে অবস্থান করে—প্রলয় কালে যে অবস্থাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাকে কেহ প্রকৃতি, কেহ মায়া, কেহ বা অণু এই নামে উক্ত করিয়া থাকেন।

"নামরূপবিনির্মুক্তং যস্মিনাসন্তিষ্টতে জগৎ।
তমাহুঃ প্রকৃতিং কেচিন্মায়ামেকে পরেত্বণূন্॥"—

পরমাণু কোন্ পদার্থ—পূজ্যপাদ বাৎস্যায়নমুনি বলিয়াছেন (পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে) যাহা হইতে আর অল্পতর পদার্থ নাই, বস্তুর যাহা অবিভাজ্য-অংশ তাহার নাম পরমাণু। বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের এটম্ (Atom) ও আমাদের পরমাণু এই শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ একরূপ। Atom-শব্দটী 'এটোমস্' (*Gratomos—a, not, temno to cut*) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ যাহাকে আর ভাগ করা যায় না তাহা এটম্। এটম্ সম্বন্ধে বিদেশীয় দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিবিধ মত প্রচলিত আছে। এক মতে এটম্ বা পরমাণুশক্তির ক্রিয়া মূর্ত্তাবস্থা বা শক্তির কেন্দ্র। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বস্‌কোবিচ (Boscovich) প্রথমে এই মত (Dynamical theory) প্রকাশ করেন। স্যার আইজাক নিউটনের চিন্তাশীল মস্তিষ্কে, স্পষ্টরূপে না হইলেও এই মতের আভাস যে পতিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার নিজবাক্য হইতেই সপ্রমাণ হয়। পণ্ডিত বস্‌কোবিচের মতে এটম্, শক্তির ক্ষুদ্রতম-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গোলক মাত্র ১। আধুনিক এটমোমেকানিক্যাল Atomomechanical theory মতের ভিত্তি ইহার উপরি সংস্থাপিত। পণ্ডিত ষ্ট্যালো বলিয়াছেন, ভৌতিক জগতে যে কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহাই যে কেন্দ্রীভূতশক্তি পরিচালিত পারমাণবিকগতি হইতে হইতেছে, প্রাকৃতিকবিজ্ঞান যখন একথা ঠিক অনুভব ও প্রমাণ করিতে পারিবে, তখনই ইহার পূর্ণতা হইবে২। কেবল বৈজ্ঞানিকপণ্ডিতই বা কেন, বর্ত্তমান সময়ের প্রধান প্রধান পাশ্চাত্যদার্শনিক পণ্ডিতগণও বলিতেছেন, পরমাণুসকল ভেদসংসর্গবৃত্তিশক্তিসমূহের কেন্দ্র ৩। এটম্-সম্বন্ধীয় দ্বিতীয়প্রকার মতের মর্ম হইতেছে, দ্রব্যের যে সূক্ষ্মতম অবস্থা সাংকর্য্য ভাবে (Incombination) অবস্থান করে, যৌগিক, বা মোলিকিউল (Molecule) অবস্থায় পরিণত হয় তাহা এটম্।

পরমাণু শব্দটির নিরুক্তি—পরমাণু শব্দটির বুৎপত্তিলভ্য-অর্থ হইতে ইহার যে প্রকার স্বরূপ নিরূপিত হয়, চিন্তাশীল পাঠক তাহা অবগত হইলে আনন্দলাভ করিবেন। 'অণ' ধাতুর উত্তর 'উন্' প্রত্যয় করিয়া 'অণু' পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত হয় তাহা অণু। 'অণতিসূক্ষ্মত্বং গচ্ছতি।"—

---

১ "Matter consists not of solid particles but of mere mathematical centres ; from which proceed forces according to certain mathematical laws, by virtue of which such forces become at certain small distances attractive, at certain other distances repulsive, and at greater distances attractive again."—

A. Dictionary of Science by Rodwell.

২ "The resolution of all changes in the material world into motion of atmos, caused by their constant central force would be the completion of natural science."—

Cancepts of modern Physics. P. 22

৩ **"The matters.are centres of force attracting and repelling each other in all directions "—**

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উণাদি সূত্রে অণু-শব্দটির নিরুক্তি অন্যরূপ করা হইয়াছে।

"অণুশ্চ"—উণা। ১.৮

অণ শব্দার্থঃ অত উ প্রত্যয়ঃ স্যাৎ অণুঃ সূক্ষ্মঃ।

উজ্জ্বলদত্তকৃত উণাদিসূত্রবৃত্তি।

অর্থাৎ, শব্দার্থক অণ্ ধাতুর উত্তর উন্ প্রত্যয় করিয়া অণুপদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিঘণ্টুতেও অণুশব্দটির ঐরূপ নিরুক্তিই করা হইয়াছে। যাহা শব্দ করে, তাহা অণু। কোন একটি বস্তু যখন অপর একটি বস্তুকে অভিঘাত করে, তখন অভিঘাত প্রাপ্ত বস্তুদ্বয়ের পরস্পর ঘাতপ্রতীঘাত হইতে যে ক্রিয়া বা কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহাকে আমরা গতি বা স্থিতি বলিয়া থাকি। একটি দ্রব্য অন্য একটি দ্রব্যহইতে অভিঘাতপ্রাপ্তহইলে একটী বা উভয় দ্রব্যেই কেবল যে গতি বা স্থিতি (Position or motion) কার্য্যোৎপত্তি হয় তাহা নহে, অত্যল্পচিন্তাতেই হৃদয়ঙ্গম হইবে ইহার সঙ্গে শব্দেরও অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ১। বিরুদ্ধশক্তিদ্বয়ের পরস্পর ঘাতপ্রতীঘাতহইতেই সকল প্রকার ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। ক্রিয়া, শক্তির বিকাশিতঅবস্থা-ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এতদ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা গেল, অণু ও শব্দ ভেদসংসর্গবৃত্তিশক্তি-ভিন্ন অন্য কিছু নহে। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি এই কথাই বলিয়াছেন ২।

---

১ পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের উক্তি—

"When one body is struck against another, that which we usually regard as the effect, is a change of position or motin in one or both bodies. But a moment's thought shows that this is a very incomplete view of the matter. Besides the visible mechanical result sound is produeed ; or, to speak accurately, a vibr ation in one or both bodies, and in surrounding air."—

First Prin.iples. P. 432.

২ "অণবঃ সর্বশক্তিত্বাদ্ভেদ সংসর্গবৃত্তয়ঃ।
ছায়াতপ তমঃ শব্দভাবেন পরিণামিনঃ॥
স্বশক্তৌব্যজ্যমানায়াং প্রযত্নেন সমীরিতাঃ।
অভ্রাণীব প্রচীয়ন্তে শব্দাখ্যাঃ পরমাণবঃ॥"—বাক্যপদীয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কথাটা কি যুক্তিবিরুদ্ধ ?—আমরা বলিলাম (অবশ্য শাস্ত্র-প্রমাণানুসারেই বলিয়াছি) শব্দ ও পরমানু এক পদার্থ, কথাটা অনেকের কর্ণে যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইবে, কারণ, দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসুর সংখ্যা আজকাল বিরল হইয়া আসিয়াছে, যাহাকে ঠিক চিন্তাশীলতা বলে, তাহা আমাদিগের মধ্যে অত্যল্প লোকেরই আছে (এ হতভাগ্যও তাহাদের মধ্যে একজন, আমরা নিজদিকে তাকাইয়াই বলিতেছি, অতএব পাঠক বিরক্ত হইবেন না)। সুখের বিষয় টেট্, টম্‌সন্ হেলম্‌হল্‌টস্ প্রভৃতি বিদেশীয় বৈজ্ঞানিকপণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন ইথার (আকাশের রজোগুণ) হইতে আলোক, তাপ, তাড়িত ইত্যাদি ভৌতিকশক্তিসকলের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাই আশা—

"সর্ব্বাণিহ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যে বৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্।"

—ছান্দোগোপনিষৎ।

অর্থাৎ আকাশ হইতেই বায়্বাদি ভূতসকলের উৎপত্তি এবং লয়-কালে আকাশেই ইহারা বিলীন হইয়া থাকে, আকাশ সুতরাং ইহাদিগ-হইতে জ্যায়ান্—মহত্তর, আকাশ, অন্যান্য ভৌতিকশক্তির পরায়ণ——প্রতিষ্ঠা, এই শ্রুতিবচনসমূহ অসারবোধে পরিত্যাজ্য হইবে না। বিদেশীয় বৈজ্ঞানিকপণ্ডিতগণ যখন পরমাণুকে ভৌতিকশক্তির কেন্দ্র ১ বলিয়া বুঝিয়াছেন, তখন ইহাও দুরাশা নহে, যে শব্দ ও পরমাণু এক

আমরা বুঝিয়াছি জগৎ ভেদসংসর্গবৃত্তি শক্তি (Atractive and Repulsive forces) দ্বারা সৃষ্ট ও প্রলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরমানুই হউক, প্রকৃতিই হউক অথবা মায়াই হউক, ইহারা ভেদসংসর্গ বৃত্তি শক্তি ভিন্ন যে অন্য কোন পদার্থ নহে, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। ভেদসংসর্গবৃত্তি শক্তিই শব্দ। অতএব শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এ কথা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ হইতেছে না।

১ "Matrial molecule is some kind of knot or coagulation of Ether."—

"Matters are *centers of force* attracting and repelling each other in all directions."—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পদার্থ, কোন না কোন দিন এই শাস্ত্রীয় অমূল্যোপদেশ, এ দেশে না হইলেও, অভ্যুদয়শীল বিদেশে আদর হইবে।

নৈহারিক সিদ্ধান্ত (The nebular hypothesis)—জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় সম্বন্ধে বিদেশীয় চিন্তাশীল দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে নৈহারিক সিদ্ধান্ত (nebular hypothesis) নামে একটি সিদ্ধান্ত আছে। স্যার উইলিয়ম্ হার্শেল এই সিদ্ধান্তের প্রথম প্রতিষ্ঠাপক ১। নৈহারিক সিদ্ধান্তের সহিত পরিণামবাদের কোন পার্থক্য আছে বলিয়া আমরা বুঝি নাই। পণ্ডিত ড্রেপার এই মতকে বিশেষ রূপে আদর করিয়াছেন। নিবিউলী শব্দটি, সংস্কৃত নীহার শব্দের সমানার্থক। নি+হৃ+ঘঞ্, নীহার পদটি এইরূপে সিদ্ধ হইয়াছে। নীহার ঘনীভুত শিশির বা হিম। প্রলয়কালে পরমাণু সমষ্টি নীহার (nebulae) ভাবে ইতস্ততঃ ব্যাপ্ত ছিল, তাহার পর আকর্ষণশক্তিবলে ইহারা ক্রমশঃ স্ব স্ব কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে আরম্ভ করে এবং অধিকতর ঘন হইতে থাকে। নৈহারিক সিদ্ধান্তে পরমাণুপুঞ্জের এইটি বাষ্পাবস্থা। এই অবস্থা হইতে ক্রমে গ্রহগণের বিকাশ হয়। এইরূপ জাত্যন্তরপরিণাম হইতে হইতে ক্রমশঃ জল ও ক্ষিতির বিকাশ হইয়া থাকে ২।

---

১ "It is to Sir William Herschel that we owe the most complete analysis of the great variety of those objects which are generally classed under the common head of Nebulae."—

Outlines of Astronomy by Sir John Herschel. P. 595

২ পাঠক!

"তম আসীত্তমসাগূঢ়মগ্রে প্রকেতং সলিলং সর্বমাইদম্।"—ঋগ্বেদসংহিতা।

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে ভূত ভৌতিক নিখিল জগৎ তমঃ দ্বারা আবৃত ছিল,—সলিল অর্থাৎ কারণ সঙ্গত বা অবিভক্তাবস্থায় অবস্থিত ছিল। এই ঋক্ শব্দটির অর্থ এবং "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশদ্বায়োঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।" —তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।

অর্থাৎ, সত্যজ্ঞান অনন্তস্বরূপ আত্মা হইতে শব্দগুণ অবকাশকর আকাশের আকাশ হইতে স্বীয় স্পর্শগুণ ও পূর্ব্বকারণ গুণ শব্দতন্মাত্র উভয়ে মিলিত হইয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পূজ্যপাদ ভর্তৃহরি অণুর শব্দত্ব প্রতিপাদনকরিবার সময় বলিয়াছেন, সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত—সূক্ষ্মাবস্থায় বিদ্যমান শক্তি সকল পুনরভিব্যক্ত্যুণ্মুখ হইলে, প্রযত্ন প্রেরিত শব্দাখ্যপরমাণুপুঞ্জ, অভ্রন্যায়ে (অভ্র বা মেঘ যেমন সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলাবস্থায় আগমন করে) প্রচিত হয় —স্থূলাবস্থা প্রাপ্ত হয়। নৈহারিক সিদ্ধান্ত ইহার ছায়া!

জ্ঞানের শব্দত্ব—শব্দের স্বরূপ যতদূর চিন্তা করা হইল তাহাতে বুঝিলাম শব্দ, ভেদসংসর্গবৃত্তিশক্তি; কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে ইহা কি পাশ্চাত্য পণ্ডিতবৃন্দদিগের অন্ধ জড়শক্তি? অন্ধ জড়শক্তি হইতেই কি জগৎসৃষ্ট হইয়াছে। পূজ্যপাদ ভর্তৃহরি তত্ত্বজিজ্ঞাসুর এতাদৃশ সংশয় নিরূপণ করিবার জন্য বলিয়াছেন, শব্দ অন্ধ জড়শক্তি নহে। জড় কদাচ চৈতন্যের আশ্রয় ব্যতীত অবস্থান করিতে পারে না। চৈতন্য আছে তা'ইত জড়, জড়রূপে প্রমিত হইয়া থাকে।

"অথেদমান্তরং জ্ঞানং সূক্ষ্মবাগাত্মনাস্থিতম্।
ব্যক্তয়ে স্বস্যরূপস্যশব্দত্বে ন নিবর্ত্ততে॥"—বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ, সূক্ষ্মবাগাত্মাতে অবস্থিত আন্তরজ্ঞান স্বকীয়রূপের অভিব্যক্তির নিমিত্ত শব্দরূপে নিবর্তিত হইয়া থাকে। শব্দ (ভেদসংসর্গবৃত্তিশক্তি), মনোভাব প্রাপ্ত ও তেজের দ্বারা পরিপক্ব (অনুগৃহীত), হইয়া প্রাণবায়ুতে প্রবিষ্ট হয়, এবং বায়ু, অন্তঃকরণতত্ত্বের আশ্রয়ে তদ্ধর্ম্মসমাবিষ্ট হইয়া তেজ দ্বারা বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব শব্দ, চৈতন্যাধিষ্ঠিত ভেদসংসর্গবৃত্তিশক্তি। শব্দ নিত্য ও কার্য্য ভেদে দ্বিবিধ ১। কার্য্যশব্দের রূপ বলা হইল; বুঝিতে পারা গেল, কার্য্য-

---

দ্বিগুণ বায়ু, বায়ু হইতে স্বীয় রূপ গুণ ও পূর্বকারণ গুণদ্বয় (শব্দ ও স্পর্শ) মিলিত হইয়া ত্রিগুণ তেজঃ, তেজ হইতে স্বীয় রসগুণ এবং পূর্বকারণত্রয় (শব্দ, স্পর্শ ও রূপ) মিলিত হইয়া চতুর্গুণ জল, এবং জল হইতে স্বীয় গন্ধগুণ এবং পূর্বকারণ গুণ চতুষ্টয় (শব্দ, স্পর্শ রূপ ও রস) মিলিত হইয়া পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।

এই শ্রুতিবচনের মর্ম গ্রহণ করিলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, সকল সিদ্ধান্তের বেদই প্রসূতি।

১ "দ্বৌ শব্দাত্মানৌ। নিত্য কার্য্যশ্চ।"—মহাভাষ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শব্দ সগুণ ব্রহ্ম। নিত্যশব্দ ও নির্গুণ ব্রহ্ম অভিন্ন পদার্থ।

শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্ট—শব্দ হইতেই যে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে তাহা কি আর বুঝিতে বিলম্ব আছে?

পূজ্যপাদ নাগেশভট্ট স্বপ্রণীত মঞ্জুষা নামক উপাদেয়গ্রন্থে শব্দ হইতে জগৎ কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন, নিয়তকালপরিপক্ক নিখিল প্রাণিকর্ম, উপভোগদ্বারা প্রক্ষীণ হইলে, জগৎ স্থূলরূপ ত্যাগ করিয়া, স্বকারণ ঈশ্বরে প্রলীন বা লয় প্রাপ্ত হয়। লয় প্রাপ্ত হয় বলাতে, ইহা একেবারে প্রধ্বস্ত হয়, বুঝিতে হইবে না। লয়, প্রাদুর্ভাবফলক, ইহা আত্যন্তিকনাশার্থক নহে। প্রলয়াবস্থাতে কিছুকাল অবস্থান করিবার পর, ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ান্যায়ে, প্রাণিদিগের সকামভাবে কৃতকর্মসকল যখন ফলোণ্মুখ হয়, তখন সর্ব্বসাক্ষী, সর্বকর্ম্মফলপ্রদ পরমেশ্বর হইতে অবুদ্ধিপূর্বকসৃষ্ট মায়া ও পুরুষের প্রাদুর্ভাব হয়—পরমেশ্বরের সিসৃক্ষাত্মিকা মায়াবৃত্তির বিকাশ হয়। তৎপরে বিন্দুরূপী ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তের আবির্ভাব হইয়া থাকে, ইহারই নাম শক্তিতত্ত্ব। এই বিন্দুর অচিদংশ বীজ, চিদচিন্মিশ্রাংশ নাদ। অচিদংশ কাহাকে বলা হইল, পূজ্যপাদ নাগেশভট্ট তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন—অচিৎ শব্দদ্বারা শব্দার্থোভয়-সংস্কাররূপ অবিদ্যা নামক পদার্থ লক্ষিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই বিন্দুনামলক্ষিত পদার্থের অপর নাম শব্দব্রহ্ম ১। শব্দব্রহ্মের পরা,

১ প্রলয়ে নিয়তকালপরিপাকাণাং সর্বপ্রাণিকর্ম্মণামুপভোগেণ প্রলয়াল্লীন সর্ব্বজগৎ কামায়া চেতন ঈশ্বরে লীয়তে। লয়শ্চায়ং পুনঃপ্রাদুর্ভাব ফলকো নাত্যন্তিকো নাশঃ। ০ ০ ০ অপরিপক্ক প্রাণিকর্মভিঃ কালবশাৎ প্রাপ্তপরিপাকৈঃ স্বফলপ্রদানায় ভগবতোঽবুদ্ধিপূর্ব্বিকা সৃষ্টিমায়াপুরুষৌ প্রাদুর্ভাবতঃ। তত পরমেশ্বরস্য সিসৃক্ষাত্মিকা মায়া বৃত্তির্জায়তে। ততো বিন্দুরূপমব্যক্তং ত্রিগুণং জায়তে। ইদমেব শক্তিতত্ত্বম্। তস্য বিন্দোর-চিদংশোবীজম্। চিদচিন্মিশ্রোশো নাদঃ। অচিচ্ছব্দেন শব্দার্থোভয় সংস্কাররূপাঽবিদ্যোচ্যত্যে। অস্মাদ্বিন্দোঃ শব্দব্রহ্মাপরনাম ধেয়ং।

—মঞ্জুষা।

পাঠক!

"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধিমনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা। বৈখরী শব্দই আমাদের পরিচিত শব্দের অপর অবস্থাত্রয় আমাদের অবিদিত। শব্দব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এ কথা এই জন্যই আমাদের দুর্ব্বোধ্য, বা অসম্ভব জ্ঞানে উপেক্ষণীয় হইয়াছে।

বেদের স্বরূপ।—শব্দের স্বরূপ কতকটা চিন্তা করা হইল, শব্দ হইতেই জগৎ যে সৃষ্ট হইয়াছে, শব্দেই যে জগৎ অবস্থিত আছে এবং শব্দেই যে ইহা বিলীন হইয়া থাকে,তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইলাম। শব্দ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা যে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ হইতে পারে না, অল্পবুদ্ধি বালকও ইহা বুঝিতে সমর্থ, সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে অনেক আপত্তি উত্থিত হইতে পারে, আমরা (যদি শক্তিমান্ শক্তি প্রদান করেন) পরে সেই সকল আপত্তির উত্থাপন ও মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিব, এখন বেদের স্বরূপ বেদে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা দেখিব।

"ঋচো অক্ষরে পরমেব্যোমন্ যস্মিন্দেবা অধিবিশ্বেনিষেদুঃ।
যস্তন্নবেদকিমৃচাকরিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্তইমে সমাসতে ॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা। ২।৩।২১। অথর্ব্ববেদসংহিতা। ৯।১০।১৮।

ভাবার্থ।

ঋকৃপ্রধানভূত সাঙ্গোপাঙ্গ বেদচতুষ্টয়ের অক্ষর—ক্ষরণ রহিত, অনশ্বর পরমব্যোম (বিবিধ শব্দজাত যাহাতে ওত-ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অকারোকারমকারলক্ষণ মাত্রাত্রয় উপশান্ত হইলেও যাহা অবশিষ্ট থাকেন, সেই শব্দ সামান্যের নাম পরম ব্যোম) যাহাতে বেদস্তুত

এই ঋঙ্ মন্ত্রটি এবং পণ্ডিত গ্রোভের—

"In all phenomena, the more closely they are investigated the more are we convinced that, humanly speaking, neither matter nor force can be created or annihilated, and that an essential cause is unattainable.—Causation is the will, Creation the act, of God."

Correlution of Physical forces. P. 218.

এতদ্বচন সকলের তাৎপর্য্য-চিন্তা করিবেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিখিল দেবতা অধিনিষণ্ণ আছেন, যে সেই পরম ব্যোমকে অবগত হইতে পারে না—যথাবিধি সাধন দ্বারা তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করে না, ঋগাদি মন্ত্র দ্বারা সে কি করিবে? তাহার ইহা দ্বারা কি ইষ্টাপত্তি হইবে? যে ভাগ্যবান্ ঋগাদি বেদপ্রতিপাদ্য নিত্যশব্দময় পরমব্যোম বা পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারে, তিনি তাদ্ভাব্য প্রাপ্ত হ'ন, প্রণববিগ্রহপরমাত্মাতে অনুপ্রবেশ করিয়া শান্ত শিখ অনলের ন্যায় তিনি নির্বাণ হইয়া থাকেন—আত্যন্তিকমোক্ষলাভ করেন।

সিদ্ধান্ত হইল, নিত্য ও কার্য্য এই উভয়াত্মক শব্দই 'বেদ'। বেদের চরণপ্রসাদে বুঝিয়াছি সগুণব্রহ্ম যতপ্রকার ভাববিকারে বিবর্ত্তিত হইয়া জগদাকার ধারণ করেন, ততপ্রকার শব্দ আছে, বুঝিয়াছি যাহা সৎ তাহা কখন অসৎ এবং যাহা অসৎ তাহা কখন সৎ হইতে পারে না, বুঝিয়াছি জগৎ প্রবাহ রূপে নিত্য, জগৎ অনাদিকাল হইতেই আছে এবং থাকিবেও অনন্তকালের জন্য, অতএব বলিতে পারি শব্দের নবীনত্ব প্রাচীনত্ব বিচার, অদূরদর্শী পরিচ্ছিন্নজ্ঞান মানবই করিয়া থাকে। আমি যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, পূর্বে যাহা কখন আমার বুদ্ধিগোচর হয় নাই, তাদৃশ পদার্থের প্রথম অনুভবকরাকালে আমি তাহাকে নূতন বলিয়া মনে করিব, কিন্তু যিনি তৎপদার্থকে বহুবার সন্দর্শন করিয়াছেন, তিনি তাহাকে কখন নূতন বলিবেন না। যাঁহারা ত্রিকালদর্শী—যাঁহাদের দৃষ্টিশক্তিকে ভৌতিক পদার্থ সমূহ বাধা দিতে অক্ষম, তাঁহাদের সমীপে কোন পদার্থই নূতন নহে। পণ্ডিত মোক্ষমূলর শব্দের নবীনত্ব প্রাচীনত্ব বিচার করিয়া থাকেন, এবং এই রূপ করাই তাঁহার প্রকৃত্যুচিত কার্য্য, ইহা না করিয়া তিনি থাকিতে পারিবেন না। শব্দ ও ব্রহ্ম এক পদার্থ, শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এ সকল দুরবগাহ অমূল্যবাক্য সকলের মর্ম্মগ্রহণ করিবার উপযুক্ত দেশে তাঁহার জন্ম হয় নাই। শূদ্র ও রাজন্য এই শব্দদ্বয় পণ্ডিত মোক্ষমূলরের দৃষ্টিতে নবীনতর হইলেও বস্তুতঃ নবীনতর নহে। নিত্য পরিণামিনা প্রকৃতির খরতর স্রোতে, অবশভাবে যাহারা ভাসমান, মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তিভিন্ন জীবনের কমনীয় রূপ যাহাদের হতভাগ্য নয়নের বিষয়ীভূত হয়না, বর্তমান কালের জ্ঞান ভিন্ন যাহাদের দুর্বলচিত্ত অতীত কালের জ্ঞান ধারণ করিতে অপারগ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহাদের সমীপে সকলই নূতন, কিন্তু তাহা বলিয়া, সর্ব্বজ্ঞ পুরাণ-পুরুষের (বিষ্ণুর নামান্তর) দৃষ্টিতে কোন বস্তু নূতন বলিয়া প্রতীত হইবে কেন ? বেদ ও ব্রহ্ম সমান পদার্থ, সুতরাং আমার নিকট যাহা নূতন, বেদ তাহাকে নূতন বলিবেন কেন ?

জাতিভেদ যে বেদসম্মত নহে, ইহাই ত পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলরের প্রতিপাদ্য বিষয়, অসভ্য, বর্ব্বরহিন্দুজাতিকে সভ্য করিবার নিমিত্তই ত তিনি ব্যতিব্যস্ত—এতদূর ত্যাগী, কিন্তু দুঃখের বিষয়,জাতিভেদ বেদ-সম্মত নহে, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য তিনি ব্রহ্মাস্ত্র মনে করিয়া যে স্থূলমুখ ছুরিকাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে না। শূদ্র ও রাজন্য এই শব্দদ্বয়কে নবীনতর বলিয়া মানিলেও ঋগ্বেদে জাতিভেদের কথা নাই ইহা সপ্রমাণ হয় না। ঋগ্বেদে রাজন্য শব্দটীর ব্যবহার না থাকিলেও, ক্ষত্রিয় শব্দটীর বহুলপ্রয়োগ আছে। যে সকল মন্ত্রে ক্ষত্রিয় শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, পণ্ডিত মোক্ষমূলর তাহাদিগকেও কি নবীনতর মন্ত্র বলিতে চাহেন ?

প্রশ্ন।—সাধুশব্দমাত্রেই যদি বেদ হয়, তবে ঋগাদিসংহিতাচতুষ্টয় ও ইহাদের ব্রাহ্মণভাগসকলকেই বেদ বলা হয় কেন ? ভগবান্ পতঞ্জলিদেবই বা লৌকিক ও বৈদিকভেদে শব্দসমূহকে, কি নিমিত্ত দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ১।

উত্তর।—ভগবান্ পতঞ্জলিদেব, চন্দ্রতারকবৎপ্রবাহরূপেনিত্য বাক্‌সমাম্নায়কে ব্রহ্ম বা বেদ এই নাম দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী, শকুনি, মৃগ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি লৌকিকশব্দের স্বরূপ-নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত পতঞ্জলিদেব এই কয়েকটি শব্দের উল্লেখ এবং বৈদিকশব্দ কাহাকে বলে বুঝাইবার নিমিত্ত ঋগাদি বেদচতুষ্টয় হইতে চারিটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কৈয়ট বলিয়াছেন, লোকে পদানু-পূর্ব্বীনিয়মের অভাবহেতু ভাষ্যকার গো, অশ্ব প্রভৃতি কতিপয় পদের

১ "কেষাং শব্দানাম্। লৌকিকানাং বৈদিকানাং চ। তত্র লৌকিকাস্তাবৎ। গৌরশ্বঃ পুরুষো হস্তী শকুনি মৃগো ব্রাহ্মণ ইতি।"

"তত্র লোকে পদানুপূর্ব্বী নিয়মাভাবাৎ পদান্যেব দর্শয়তি। গৌরশ্ব ইতি। বেদেত্বানুপূর্ব্বী নিয়মাদ্বাক্যান্যুদাহরতি।" —কৈয়ট।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বেদে আনুপূর্ব্বীনিয়ম আছে বলিয়া বাক্যের উদাহরণ দিয়াছেন। পরে প্রতিপাদিত হইবে, আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি যেরূপ ক্রমে হইয়া থাকে, পরমব্যোম হইতে বেদের বিকাশও সেই প্রকার তালে তালে হইয়া থাকে। বেদের ছন্দঃনাম হইবার কারণ কি বুঝিবার সময় আমরা এই সকল কথার তাৎপর্য্য চিন্তা করিব। সাধুশব্দমাত্রেই যে বেদ এবং বেদ যে অনন্ত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা সচরাচর যাহাদিগকে বেদ বলিয়া বুঝিয়া থাকি, তাহারা বেদ বটে; কিন্তু তাহারাই বেদ নহে, বেদ অনন্ত।

অতএব জাতিভেদ বেদানুমোদিত, এবং যুক্তিসঙ্গত। জাতিভেদকে যুক্তিসঙ্গত বলিতে যাঁহারা অনিচ্ছুক তাঁহারা অদূরদর্শী।

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমানচিত্র।—সমাজ কাহাকে বলে চিন্তা করিয়া অবগত হইয়াছি, সমানলক্ষ্য ইতরেতরাশ্রয়িমনুষ্যযন্ত্রসমষ্টির নাম সমাজ, এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে মনুষ্যের লক্ষ্য কি?

জগৎ যে গতির মূর্ত্তি তাহা বুঝিয়াছি এবং ইহাও চিন্তিতপূর্ব কথা, গতিই গতির লক্ষ্য নহে, চলিবার জন্যই আমরা চঞ্চল নহি। ঈপ্সিততমকে পাইবার জন্যই যখন কর্ম্মের আরম্ভ, তখন যাবৎ ঈপ্সিততমের সমাগম না হইবে, ততদিন স্থির হইবার উপায় নাই। ব্যাকরণশাস্ত্র বলেন, যে সকল ধাতুর অর্থ গতি তাহারা জ্ঞানার্থক এবং প্রাপ্ত্যর্থকও হইয়া থাকে। কথাটা শুনিতে ক্ষুদ্র হইলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত সারগর্ভ—ইহার মধ্যে অনেক বৈজ্ঞানিকরহস্য লুক্কায়িত আছে। গতিমাত্রেই যে ঈপ্সিততমকে পাইবার নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে—স্থিতিই যে গতির লক্ষ্য, এতদ্দ্বারা তাহা সূচিত হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, গত্যর্থক ধাতু সকল জ্ঞানার্থকও হইয়া থাকে, এই কথাটুকু দ্বারা কি না বলা হইয়াছে? ঈপ্সিততমের সমাগম যে কেবল জ্ঞানসাধ্য ১ ইহা-

---

১ তা'ই বলি কোন্ মহাপাপে আর্য্যবংশধরদিগের ঈদৃশ দুরবস্থা হইল? যাঁহাদের সামান্য সামান্য কথার মধ্যে এত বিজ্ঞানপরিপূরিত, বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তাহাদিগকেও কেন বিদেশীয়দিগের চরণাশ্রয় করিতে হয়? সূর্য্যলোকবাসী আলোকের নিমিত্ত চন্দ্রলোকের শরণ গ্রহণ করিতে যায় কেন? সার্ব্বভৌম-রাজার পুত্র, অন্নের জন্য দীন ভিক্ষুকের বেশে আজ পরের দ্বারে দণ্ডায়মান। দয়াময়! তুমি ভিন্ন এ দুর্ভেদ্য রহস্যের আর কে উদ্ভেদ করিয়া দিবে?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizaqtion by eGangotri

দ্বারা তাহাও লক্ষ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমরা বুঝিয়াছি চিদচিৎ ও অচিৎ জগৎ, এই দ্বিবিধভাবাত্মক। জীবজগৎ ব্রহ্মের চিদচিদবস্থা এবং জড়জগৎ তাঁহার অচিদবস্থা। চিদচিৎ অচিদ্ভাব ত্যাগ করিয়া শুদ্ধচিন্ময়ভাবপ্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু অচিৎ চিরদিনই অচিৎ থাকিবে। স্বভাবের কখন অন্যথা হয় না।

জড়ত্ব।—যে ধর্ম্মবশতঃ জড়পদার্থসকল পরবশগ—স্বেচ্ছায় কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না, তাহাকে জড়ত্ব (Inertia) বলে। যাহা এই জড়ত্বধর্ম্ম বিশিষ্ট তাহার নাম জড়পদার্থ, জড়পদার্থের যে লক্ষণ পাওয়া গেল, তাহাতে বুঝিলাম, ইহা সর্বতোভাবে পরাধীন, যাহা জড় তাহা স্বয়ং চলিতে কিম্বা অন্য কর্তৃক চালিত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে স্থির হইতে পারে না। জড়ের নিজ প্রয়োজন নাই, পরপ্রয়োজনেই ইহা সপ্রয়োজন।

ইহার কারণ কি? জড়ের নিজ প্রয়োজন নাই কেন? বুঝিয়াছি ঈপ্সিততমকে পাইবার জন্য বা অভাবমোচনের নিমিত্তই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যাহার যাহা স্বভাব, তদ্ভাবেই নির্বাতদেশস্থিত নিষ্কম্প-প্রদীপের ন্যায় নিশ্চলভাবে সে অবস্থান করে। স্বভাবে অবস্থিত হইবার নিমিত্তই কর্ম্মানুষ্ঠান—স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্যই চঞ্চলতা। স্বভাব-বা-স্বরূপচ্যুতিই 'অভাব'। বিপদ-শব্দটীর অর্থ চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি, স্বভাব বা স্বপদের অন্যথাভাবের নাম বিপদ। যাঁহারা বিপন্ন, স্বভাবচ্যুত বা স্বপদভ্রষ্ট, তাঁহারাই সপ্রয়োজন। অচিৎ বা জড়ের, জড়ত্বই (Inertia) স্বভাব, সুতরাং, জড়জগৎ স্বভাবেই আছে; এইজন্য ইহার চঞ্চলতা নাই। চিদচিৎ বা জীবজগৎ—স্বভাবচ্যুত—স্বপদভ্রষ্ট, সেই নিমিত্ত ইহা অস্থির—স্বরূপে অবস্থিত হইবার জন্য নিয়তগতিশীল।

জীবের স্বরূপ।—আমরা বলিলাম চিদচিৎ স্বভাবচ্যুত—স্বপদভ্রষ্ট এবং যাঁহারা স্বভাবচ্যুত বা স্বপদভ্রষ্ট তাঁহারাই চঞ্চল, এক্ষণে জানিতে হইবে জীবের স্বভাব কি? বেদাদিশাস্ত্রচরণ প্রসাদে বুঝিয়াছি বিষ্ণুর পরমপদই জীবের স্বভাব—জীবের স্বপদ। চিদচিদ্ভাব তাহার বিকৃতভাব। সিদ্ধান্ত হইল, পূর্ণ হইবার জন্যই জীবের চঞ্চলতা, পূর্ণসনাতনীর সন্তান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ত্রিতাপহারিণী বিশ্বজননীর চিরশান্তিময় ক্রোড়ে শয়ন করিয়া ত্রিতাপ-জ্বালা নির্ব্বাপিত করিবার জন্যই ব্যস্ত। উদ্দেশ্য যে দিন সিদ্ধ হইবে, অভাব যে দিন পূর্ণ হইবে, গন্তব্যস্থান যে দিন সমাসাদিত হইবে, জননীর অঙ্কচ্যুত, স্বপদভ্রষ্ট সন্তান যে দিন আবার মার কোল পাইবে, জীবের গতি সেই দিন স্থগিত হইবে, সেই দিন ইহার চঞ্চলতা বিদূরিত হইবে, পরিণামস্রোত সেই দিন নিরুদ্ধ হইবে। কিরূপে তাহা হইবে? ত্রিতাপ-জ্বালা কিসে নিভিবে?

এ প্রশ্নের শ্রৌত উত্তর ;—

"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"।

—বাজসনেয়সংহিতা। ৪০।৪১।

বিদ্যা—দেবতাজ্ঞানানুশীলন এবং অবিদ্যা কর্ম্মানুষ্ঠান, মৃত্যু বা ভীমভবার্ণব-তিতীর্ষু পুরুষের এই উভয়েই অনুষ্ঠেয়—অবশ্যকর্ত্তব্য, বলিয়া যিনি অবগত হইয়াছেন, তিনি অবিদ্যা বা কর্ম্মদ্বারা মৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া বিদ্যা বা জ্ঞানদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন। পক্ষিসকল, উভয় পক্ষের সাহায্যে নভোমণ্ডলে বিচরণ করে, কেবল একটী পক্ষদ্বারা পক্ষী কখন উড়িতে পারে না। জীববিহগকুলও সেই রূপজ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইটী পক্ষ দ্বারা ভবধাম ছাড়িয়া শাশ্বত ব্রহ্মধামে গমন করিয়া থাকে। কেবল জ্ঞানানুশীলন বা শুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হয় না ১।

---

১ বিদেশীয় পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারও বুঝিয়াছেন—

"After finding that from it are deducible the various characteristics of Evolution, we finally draw from it a warrant for the belief that Evolution can end only in the establishment of the greatest perfection and the most complete happiness."

First Principles

পণ্ডিত স্পেন্সার্ যাহা বলিলেন, আপাত দৃষ্টিতে তাহার সহিত শাস্ত্রীয় উপদেশের সাদৃশ্য উপলব্ধ হইলেও উভয়ের মধ্যে যে বিস্তর প্রভেদ বিদ্যমান আছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

জীবের গতি কবে ও কিরূপে সচ্চিদানন্দময় প্রশান্তসাগরাভিমুখীন হয়? বিদেশে বিদেশে ভ্রমণকারিজীব কবে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করে?—শ্রুতি বলেন—শকুনি (পক্ষী) শকুনিঘাতক বা ব্যাধের হস্তগত সূত্রদ্বারা প্রবদ্ধ হইয়া—ব্যাধপাশে পাশিত হইয়া, অগ্রে বন্ধনমোচন করিয়া পলাইবার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করে—মুক্তপাশ হইবার নিমিত্ত দিকে দিকে পতিত হয়, কিন্তু যখন কোথাও স্থির হইতে পারে না, কুত্রাপি বিশ্রামস্থান পায় না, যেস্থানে বিশ্রাম করিতে যায়, বন্ধনসূত্র যখন, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে আকর্ষণ করে, তখন শ্রান্ত হইয়া, অনন্য-গতি পক্ষী, বন্ধন স্থানেরই আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, ব্যাধের হস্তেই আত্মসমর্পণ করে। অবিদ্যাকাম কর্ম্মোপদিষ্ট, মায়ামুগ্ধ, লক্ষ্যভ্রষ্ট, দিঙ্মূঢ় জীবসংঘও এইরূপ বিশ্রামায়তনের অন্বেষণার্থী হইয়া প্রথমে দিকে দিকে পতিত হয়, উচ্চাবচ নানাবিধ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, মায়ার আকর্ষণে আকৃষ্ট বা ব্যুত্থানশক্তি (Centrifugal force)-দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, বিবিধ পরিণামে পরিণত হয়। স্বগৃহস্থিত চিন্তামণিকে খুঁজিতে গিয়া, বনে বনে ভ্রমণ করে। যখন কোথাও আরামস্থান দেখিতে পায় না, তখনই তাপিত প্রাণ শীতল করিবার একমাত্র স্থান—সর্ব্বসন্তাপহর পরমেশচরণে নিপতিত হয়, কেন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হয়, চিত্ত-বৃত্তিকে নিরোধ করিবার চেষ্টা করে। দয়াময়! তুমিই আমার আত্মা বিশ্বজীবন। এ অধমের তুমিই প্রাণ, তুমিই একমাত্র গতি—আমি তোমারই অকৃতি-তনয়—তোমারই অকিঞ্চনপ্রজা, এই বলিয়া অবশ-ভাবে, অনন্যচিত্ত ও অনন্যচেষ্ট হইয়া সদাখ্য প্রাণের শরণ গ্রহণ করে। শক্তিহীনতাবশতঃ প্রকৃতির রহস্যভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া নহে, প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে অপারগ হইয়া নহে,প্রকৃতির সকল রহস্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, প্রকৃতির অন্তর্ব্বহিঃ সম্যগ্‌রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, প্রকৃতিকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়া, বায্বগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থের বাধা অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়া, বিশ্বপ্রকৃতিকে নিজপ্রকৃতির সহিত মিলাইয়া, এক অখণ্ডসচ্চিদানন্দ-পরমাত্মা-ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই জানিয়া, সুখ-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়, ভাব-অভাব, আমি-তুমি, ইদং-তৎ, এসমস্ত এক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়া ভিন্নভিন্নভাবে অবাভাসমানপদার্থজাতকে একভাবে দেখিয়া, পরমপিতার চরণে আত্মসমর্পণ করে—জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, দ্বৈতবুদ্ধিকে আহুতি প্রদান করে, জলবিম্ব জলে মিশিয়া যায়, নদী, নদীপতিকে প্রাপ্ত হইয়া নদীনাম, নদীরূপ ত্যাগ করে, নদীপতি হইতে অভিন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। বুঝিতে পারা গেল, জীব যখন কোথাও শান্তি পায় না, সেই সময়ই সচ্চিদানন্দময় প্রশান্তসাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, বিদেশে বিদেশে ভ্রমণকারিজীব সেই সময়ই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করে, স্নেহময়ী বিশ্বজননীর আহ্বানধ্বনি সেই দিনই জীবের শ্রুতি-গোচর হইয়া থাকে ; বিদেশীয় বসনভূষণ সেই দিন সে ত্যাগ করে।

হিন্দু আধ্যাত্মিক জাতি।—যাঁহারা অন্তর্ম্মুখীনবৃত্তি, যাঁহাদের চিত্তনদী—কৈবল্যসাগর প্রাগ্‌ভারা, যাঁহাদের গতি আত্মা বা কেন্দ্রের অভিমুখিনী,—বিষয় ভোগবাসনা যাঁহাদের ক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহারা আধ্যাত্মিক। হিন্দু এই আধ্যাত্মিক জাতি। হিন্দুর সকলকার্য্যই এ নিমিত্ত আধ্যাত্মিক। জাতিভেদ অন্য দেশেও আছে, কিন্তু হিন্দুর জাতিভেদ ও অন্যদেশের জাতিভেদ সম্পূর্ণ পৃথক্ সামগ্রী। হিন্দুর জাতিভেদ আধ্যাত্মিক উন্নতিমূলক, অন্যদেশের জাতিভেদ জাগতিক উন্নতি লইয়া। যিনি অকামহত, যিনি বেদাদিশাস্ত্রপারদর্শী, যিনি সর্ব্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সর্ব্বভূতকে সন্দর্শন করেন, স্বয়ং কৃতকৃত্য হইয়াও অন্যের কল্যাণসাধনের জন্য যিনি সদাব্যস্ত, সম্মানকে বিষবৎ এবং অপমানকে যিনি অমৃত তুল্য জ্ঞান করেন, সুখিতে যাঁহার মৈত্রী—দুঃখিতে যাঁহার করুণা, পুণ্যবানে যাঁহার মুদিতা, অপুণ্যবানে যাঁহার উপেক্ষা, ভূলোকহইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাঁহার তৃণীকৃত হইয়াছে অর্থাৎ বিষয়বৈরাগ্য যাঁহার শেষসীমায় উপনীত হইয়াছে, সর্ব্বজীবে আত্মবৎ প্রীতি যাঁহার দৃঢ় হইয়াছে—অর্থাৎ যাঁহার জ্ঞানের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, সুষুপ্তিকালে, বাহ্যবিষয় বিস্মৃতির ন্যায় জাগ্রৎকালেতেও যিনি বিষয়ভোগবিস্মৃত, হিন্দু তাঁহাকে শ্রেষ্ঠজাতি বলেন। অন্যদেশে ঠিক ইহার বিপরীত। অন্যদেশে পার্থিব-উন্নতি-অবনতি লইয়াই জাতিভেদ হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানহিন্দুর অবস্থা কি তা'ই?—যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

নিজবিশ্বাস আর কিছুদিন পরে হিন্দুসমাজ না বলিয়া 'হিন্দুসমজ' বলিতে হইবে। সরলতা, দয়া, সহানুভূতি, প্রেম, বিবিদিষা, গুরুভক্তি, শাস্ত্রবিশ্বাস প্রভৃতি সদ্‌গুণসকল হিন্দু-জাতির ইতর-ব্যাবর্ত্তক স্বভাবজগুণ ছিল কিন্তু বলিতে হৃদয় ব্যথিত হয়, হিন্দুর পবিত্রহৃদয় ক্রমে ক্রমে এ সকল গুণকে হারাইতেছে। হিন্দু-সমাজের বর্তমান অন্তঃসারশূন্য শোচনীয় অবস্থা দেখিলে সহৃদয়-ব্যক্তিমাত্রেই ক্ষুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না। কায়মনঃ ও বাক্য-গত প্রবৃত্তির সমতাকে শাস্ত্রকর্ত্তারা সরলতা নামে লক্ষিত করিয়াছেন, দুর্ভাগ্য আমাদের এরূপ লক্ষণযুক্তহিন্দুর পবিত্রমূর্তি আমরা অধিক দেখিতে পাই না। অনেকের চিত্তবিনোদী যুক্তিপূর্ণ ও সরলতাব্যঞ্জক বাক্য শুনিয়া হৃদয় প্রথমে বিগলিত হইয়াছে কিন্তু তাঁহাদের বাচনিক প্রবৃত্তির সহিত দৈহিক ও মানসিক প্রবৃত্তির অসামঞ্জস্য দেখিয়া শেষে বিস্মিত ও মনোহত হইয়াছি। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, দুঃখিতকে দেখিলে তাহার প্রতি করুণা প্রকাশ করিবে, কি উপায় আশ্রয় করিলে তাহার দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে, সর্বদা এইরূপ চিন্তা করিবে, দুঃখিকে দেখিয়া কখন বিরক্ত হইও না, দুঃখির দুঃখ-নিবারণ করিতে পারিলে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব হয়, ইহা দ্বারা চিত্তপ্রসাদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। চিত্তপ্রসাদ সমুৎপন্ন হইলে, চিত্তের সর্ব্বসন্তাপহর নিরোধ-পরিণাম আরম্ভ হয়, রাগ ও দ্বেষ এই উভয়ই চিত্তবিক্ষেপ সমুৎপাদন করে। রাগ-দ্বেষ সমূলে উন্মূলিত হলে চিত্তপ্রসাদ হয় এবং চিত্ত প্রসন্ন হইলেই ইহার একাগ্রতা হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের কথা আর কি বলিব, বর্ত্তমান কালে অনেকের নিকট (যাঁহারা আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত বা সিদ্ধপুরুষ মনে করেন) দুঃখিতে দয়া, ব্রহ্মজ্ঞানের বাধক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। সহানুভূতি, বিশ্ব-জনীনপ্রেম প্রভৃতি শব্দগুলি প্রায়লোকেরই মুখে শুনিতে পাই কিন্তু বুঝিতে পারি না, কালমাহাত্ম্যে শব্দের অর্থ কেমন করে পরিবর্ত্তিত হয়। বিবিদিষা প্রাচীনহিন্দুর আদর্শস্থানীয় ছিল। স্বভাবস্থিত হিন্দুর জ্ঞানপিপাসা কত প্রবল ছিল, তাহা হিন্দুর অতুলনীয় গুরুভক্তির কথা স্মরণ করিলেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। স্বভাবে স্থিত হিন্দু জ্ঞানদাতা গুরুকেই প্রকৃত মাতা পিতা বলিয়া জানিতেন, অবিকৃতহিন্দু, গুরুদেবের তুষ্টির জন্য স্বীয় দেহ-প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু নিদারুণ পরিতাপের বিষয়, বর্ত্তমানকালে, জ্ঞানপিপাসা যাহাকে বলে তাহা আমাদের মধ্যে অল্পলোকেরই আছে। আজ যদি ইংরাজ ঘোষণ করিয়া দেন যে, যাহারা ইংরাজী ভাষা জানে না এবং পরেও জানিবার চেষ্টা করিবে না, যাহারা কোনরূপ বিদ্যার চর্চ্চা কখন করিবে না, তাহাদিগকে মূর্খতার মাত্রানুসারে বৃত্তি দেওয়া হইবে, তাহা হইলে কল্য হইতে কোন মাতা-পিতাই সন্তানদিগকে আর বিদ্যালয়ে যাইতে দেন না।

শাস্ত্রবিশ্বাস হিন্দুর অন্যতম লক্ষণ, শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করাকে প্রকৃতিস্থ হিন্দু মহাপাপ মনে করিতেন। আপ্তোপদেশই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ছিল, কিন্তু আমরা, বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে হৃদয়ের সহিত শাস্ত্রকে বিশ্বাস করেন, এরূপ হিন্দুর সংখ্যা অধিক দেখিতে পাই নাই, যাঁহারা ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ তাহারাও শাস্ত্রের মধ্যে সারপদার্থ অল্পই দেখিতে পান।

হিন্দুজাতি, তবেই বলিতে হইল, অসাধ্যরোগে আক্রান্ত হইয়াছে, হিন্দুসমাজশরীরের সংযোজক তন্তু ছিন্ন হইয়াছে; বস্তুতঃ হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়।

প্রকৃত ধার্ম্মিকের লক্ষণ।

ধার্ম্মিক শব্দটী, সম্পূর্ণতঃ না হইলেও আমাদের পরিচিত শব্দ সন্দেহ নাই। ইনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক, ইহার সঙ্গ প্রার্থনীয়, ও ব্যক্তি ধার্মিক নহে, উহার সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখিতেও ভয় হয়, নিঃশঙ্কচিত্তে উহাকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না; ধার্মিক কথাটীর এইরূপ প্রায়ই আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। শব্দের প্রকৃত অর্থবোধ ও যথাযথব্যবহারের উপরি প্রমা বা যথার্থজ্ঞান নির্ভর করে, শব্দের অসম্পূর্ণজ্ঞান ও অযথা ব্যবহারই সংশয়াত্মক জ্ঞানোৎপত্তির হেতু—তত্ত্বাববোধের অন্তরায়। অতএব ধার্ম্মিক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

শব্দটী আমরা সচরাচর যে অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাই ইহার প্রকৃত অর্থ কি না, তদবধারণার্থ বেদের প্রধান অঙ্গ ব্যাকরণ বা শব্দানুশাসন শাস্ত্রকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক।

ধার্ম্মিক শব্দটীর নিরুক্তি—'ধর্ম্ম' শব্দের উত্তর 'ঠক্' প্রত্যয় করিয়া 'ধার্ম্মিকপদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। যিনি সতত ধর্ম্মানুশীলন করেন—ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা যিনি অবগত আছেন, যিনি ধর্ম্মকে (বেদাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র) অধ্যয়ন করেন তিনি ধার্ম্মিক ১।

ভগবান্ পাণিনিদেব, ধার্ম্মিক শব্দটি যেরূপে সিদ্ধ হইয়াছে, বলিয়া দিলেন বটে, কিন্তু ধার্ম্মিক কাহাকে বলে এতদ্দ্বারা তাহা সম্যগ্রূপে হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, ধার্ম্মিক কাহাকে বলে তাহা সম্যগ্রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ধর্ম্মপদার্থের স্বরূপ কি অগ্রে তাহা জানিতে হইবে।

অতএব দেখা যাউক ধর্ম্ম কাহাকে বলে, ধর্ম কোন্ পদার্থ ?—অবস্থিত্যর্থক তুদাদিগণীয় আত্মনেপদী অকর্ম্মক 'ধৃ' ধাতুর উত্তর অথবা ধারণার্থক ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী সকর্ম্মক 'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় করিয়া 'ধর্ম' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা অবস্থান করে—বিদ্যমান থাকে, ধর্ম্মী বা বস্তুকে যাহা ধারণ করে—ধরিয়া রাখে, যদ্দ্বারা কোন কিছু ধৃত হয়, অথবা পুণ্যাত্মাদিগদ্বারা যাহা ধৃত হইয়া থাকে, তাহা 'ধর্ম', ধর্ম্ম শব্দটির এবম্প্রকার নিরুক্তি হইতে পারে।

ধর্মশব্দের কোষোক্ত অর্থসংগ্রহ—ধর্ম শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ ব্যাকরণ চরণপ্রসাদে বিদিত হইলাম, এক্ষণে কোষশাস্ত্রে ইহা কোন্ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখিতে হইবে। অমরকোষে, পুণ্য, যম, ন্যায়, স্বভাব, আচার ও সোমপ, ধর্মশব্দের এই ছয় প্রকার অর্থ ধৃত হইয়াছে।

---

১ "ধর্ম্মং চরতি।"— পা। ৪।৪।৪১।
"চরতিরাসেবায়াং নানুষ্ঠনমাত্রে। ধর্ম্মং বরতি, ধার্ম্মিকঃ।"— কাশিকা।
ধার্ম্মিকশব্দটী অন্যরূপেও সিদ্ধ হইতে পারে যথা—
"তদধীতে তদ্বেদ।"— পা। ৪।২।৫৯।
"ক্রতূক্থাদিসূত্রান্তাট্ঠক্।"— পা। ৪।২।৬০।
অর্থাৎ, ধর্ম্ম' অধ্যয়ন করেন বা ধর্ম্মকে জানেন এতদর্থে ও 'ঠক্' প্রত্যয় হইয়া থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মেদিনীতে, ধর্ম শব্দটির, পুণ্য, আচার, স্বভাব, উপমা, ক্রতু, অহিংসা, উপনিষৎ, ধনু, যম ও সোমপ, এই কয়েক প্রকার অর্থের উল্লেখ আছে।

বিশ্বকোষে পুণ্য, যম, ন্যায়, স্বভাব, আচার ও ক্রতু, ধর্মের এই কয়েক প্রকার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

কোষশাস্ত্রে ধর্ম শব্দটী কোন্ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা দেখিলাম, এক্ষণে বেদাদি শাস্ত্রে ইহা কোন্ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা দেখা যাউক—ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ! অতো ধর্মাণি ধারয়ন্ :—ঋগ্বেদ সংহিতা। ১।১।২২।১৮, সামবেদ সংহিতা উত্তরার্চিক ৮ প্রং ২ অর্দ্ধ, শুক্লযজুর্বেদ সংহিতা। ৩৪।৪৩।

মন্ত্রটির বঙ্গানুবাদ।

অদাভ্য—অহিংস্য (যাঁহাকে কেহ হিংসা করিতে পারে না—যাঁহার শাসন অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারই নাই, যিনি অপ্রতিহত শাসন—অমিতপ্রভাব অনন্তশক্তি) গোপা বিষ্ণু (জগৎমাতা—বিশ্বরক্ষক সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বর) ধর্মকে (অগ্নিহোত্রাদি—সায়ণাচার্য্য, পুণ্যকর্ম মহীধরাচার্য্য) ধারণ করিবার নিমিত্ত—ধর্ম পালনার্থ, পৃথিব্যাদি লোকত্রয় (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ) অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য এই পদত্রয়দ্বারা ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন।

"আহ দেবা বৈ ক্ষয়ো দেবেভ্য এব যজ্ঞং প্রাহ প্রেতিরসি ধর্ম্মায় ত্বা ধর্মজিন্বেত্যাহ মনুষ্য বৈ ধর্ম্মো।" —কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ সংহিতা।

ভাবার্থ—

দেবতা—শক্তিই সকলের ক্ষয়—সকল পদার্থের আধার, শক্তি দ্বারাই সকল বস্তু ধৃত হইয়া থাকে—শক্তিই সকল বস্তুর আবাসভূমি। যজ্ঞ বা ক্রিয়া, শক্তি হইতে হইয়া থাকে, শক্তিব্যতিরেকে কোনরূপ কর্ম নিষ্পন্ন হয় না, যেখানে কর্ম সেইখানেই দেবতা বা শক্তির অস্তিত্ব আছে। যজ্ঞ শব্দটির অর্থ কর্ম বটে, কিন্তু কর্ম মাত্রকেই যজ্ঞনামে শাস্ত্রে অভিহিত করা হয় নাই। যে কর্ম 'প্রেতি' প্রকৃষ্টগতি অর্থাৎ যে কর্ম্ম অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সহেতু, যে কর্ম বন্ধনের কারণ নহে, তৎকর্ম্মই যজ্ঞ, তাহাকেই ধর্ম বলা হইয়াছে। জগৎ কর্মাত্মক, কর্মশূন্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়া জগতে থাকিবার উপায় নাই, স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায়, পরেচ্ছায়, জগতে থাকিতে হইলে সকলকেই কর্ম করিতে হইবে। কর্ম্ম করা যখন অপরিহার্য্য, তখন এরূপকর্ম্ম করা উচিত, যাহাতে কর্মের মুখ্যফল সিদ্ধ হয়, কর্মানুষ্ঠাতার যাহাতে নিঃশ্রেয়স, স্থির কল্যাণ বা ঈপ্সিততমের সমাগম হয়। যজ্ঞ তাদৃশ কর্ম্ম। যে কর্মদ্বারা মানব উন্নতির অভিমুখে গমন ও পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহা 'ধর্ম্ম' তাহা 'প্রেতি' ভগবান্ বলিয়াছেন,

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র লোকোয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।—গীতা ৩।৯।

যজ্ঞ শব্দের অর্থ বিষ্ণু—সর্বব্যাপক পরমেশ্বর। যজ্ঞ হইয়াছেন অর্থ—প্রয়োজন যাহার, তাহার নাম 'যজ্ঞার্থ'। যে সকল কর্ম্ম যজ্ঞার্থ নহে—অর্থাৎ বিষ্ণুর পরমপদ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন জাগতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত যাহারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহারা বন্ধনকারণ। যজ্ঞই 'প্রেতি' প্রকৃষ্টতমগতি—যজ্ঞই ধর্ম। হে যজ্ঞ! ধর্ম্মের জন্য—প্রকৃষ্টগতির নিমিত্ত—তোমাকে আশ্রয় করিতেছি, তুমি ধর্মকে তদনুষ্ঠাতৃবর্গ মনুষ্যবৃন্দকে প্রীত কর—উৎকৃষ্ট গতিদান করিয়া আপ্যায়িত কর। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, মনুষ্যকে এই মন্ত্রে 'ধর্ম' এই নামদ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে। জীবোন্নতি বা জীবসম্বন্ধীয় প্রকৃষ্টগতির মনুষ্যই মর্ত্ত্যধামের চরমাবস্থা। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণেও ঠিক এই কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধর্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি ধর্মেণ পাপমপনুদন্তি ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্ধর্মং পরমং বদন্তি।"
—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

অর্থাৎ, ধর্ম, বিশ্বজগতের—নিখিলস্থাবর-জঙ্গমাত্মক জাগতিক-পদার্থনিচয়ের প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়, কি ধর্ম, কি অধর্ম্ম, তন্নির্ণয়ার্থ লোকে ধর্ম্মিষ্ঠকেই—প্রকৃষ্টরূপে ধর্মে বর্ত্তমান পুরুষকেই—আশ্রয় করিয়া থাকে—যথার্থ ধার্ম্মিকের সমীপবর্ত্তী হয়। ধর্ম দ্বারা পাপ অপনোদিত হয়, ধর্মেই সকল বস্তু প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্মশূন্য হইলে কাহারই অবস্থান করিবার সামর্থ্য থাকে না, অতএব ধর্মই পরমপদার্থ—ধর্মই সারতম-সামগ্রী। ধর্ম্ম কোন্ পদার্থ, ধর্মব্যাখ্যাশীর্ষক প্রস্তাবে তাহা বিস্তার-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পূর্ব্বক চিন্তিত হইবে, আপাততঃ এতৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটী কথা এ স্থানে বলিব।

ধর্ম্ম তাহা হইলে কোন্ পদার্থ হইল ?—'ধর্ম'-শব্দটির ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ-হইতে অবগত হইলাম, যাহা অবস্থান করে, বিদ্যমান থাকে, ধর্ম্মী বা বস্তুকে যাহা ধরিয়া রাখে, যদ্দ্বারা কোন কিছু ধৃত হয়, অথবা পুণ্যাত্মাদিগদ্বারা যাহা ধৃত হইয়া থাকে, তাহা ধর্ম। আমরা যথাস্থানে বুঝিবার চেষ্টা করিব, ধর্ম-শব্দটির কোষোক্ত অর্থসকল এবং বেদাদি-শাস্ত্রে ইহা যে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ধর্ম্মশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ-সমূহ হইতে তাহারা অতিরিক্ত পদার্থ নহে।

যাহা অবস্থান করে—বিদ্যমান থাকে তাহা গুণ বা শক্তি, ধর্ম্মী বা বস্তুকে যাহা ধারণ করে—ধরিয়া রাখে, তাহাও গুণ বা শক্তি। একটি বিশেষ গুণ বা বিশেষ শক্তি, অন্যটী সামান্যগুণ বা সামান্য শক্তি; একটি কার্য্যাত্মভাব, অন্যটি কারণাত্মভাব, একটি পরিচ্ছিন্নসত্তা, অপরটি অপরিচ্ছন্নসত্তা। বুঝিয়াছি শব্দ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট, শব্দে স্থিত এবং শব্দে বিলীন হইয়া থাকে, সুতরাং বলিতে পারি নিত্যশব্দ নিত্যধর্ম এবং কার্য্যশব্দ কার্য্যধর্ম বা জগৎ। বেদ ও শব্দ সমানার্থক, অতএব ইহা অনায়াসবোধ্য যে, ব্রহ্ম বা বেদই ধর্ম। ভগবান্ জৈমিনি এই জন্যই বলিয়াছেন ধর্ম্ম, শব্দ-বা-বেদমূলক, অর্থাৎ, যাহা বেদবোধিত তাহাই ধর্ম ১; শ্রুতিদেবী এই নিমিত্তই বলিয়াছেন, ধর্ম্ম বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠা—ধর্মে সকলবস্তু প্রতিষ্ঠিত। জগতে যত পদার্থ আছে সকলেই এক একটি ধর্ম। পদ-বা-শব্দবোধ্য অর্থের নাম পদার্থ, পদার্থ-শব্দটীর এই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ-স্মরণ করিতে হইবে। জগৎ একটী শব্দ, জগৎ একটী ধর্ম, মনুষ্য একটি শব্দ,মনুষ্য একটি ধর্ম, আর্য্য একটি শব্দ, আর্য্য একটি ধর্ম, ব্রাহ্মণ একটি শব্দ,ব্রাহ্মণ একটি ধর্ম, তুমি একটি শব্দ, তুমি একটি ধর্ম, তিনি একটি শব্দ, তিনি একটি ধর্ম, আমি একটি শব্দ, আমি একটি ধর্ম ইত্যাদি। শব্দ সামান্য-বিশেষ্যাত্মক, ভাব বা সত্তা সামান্য বিশেষাত্মক, ধর্ম্মও সুতরাং সামান্য-বিশেষাত্মক। জগৎ কিরূপধর্ম ?

---

১ "ধর্ম্মস্য শব্দমূলত্বাৎ অশব্দমনপেক্ষং স্যাৎ।" পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন, ১।৩।১।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'জগৎ' এই পদবোধ্য অর্থ'ই জগদ্ধর্ম। যাহা গতিশীল—যাহা উৎপত্তি-স্থিত্যাদিভাববিকারময়, তাহার নাম জগৎ, অতএব গতিশীলত্বই জগদ্ধর্ম্ম। বুঝিয়াছি; কার্য্যশব্দ বা অপরব্রহ্ম চিদচিদাত্মক জগৎ কার্য্যাত্মভাব, অতএব জগৎ চিদচিদাত্মক। জগৎ যখন চিদচিদাত্মক, তখন জাগতিকও চিদচিদাত্মক। সরলবক্রাদিভেদে ১ গতির নানাবিধ অবস্থা, জগদ্ধর্ম্মের সেইজন্য বিবিধ অবস্থা। স্থিতি, গতির চরম লক্ষ্য, অতএব যেগতি যে পরিমাণে স্থিতি বা অপরিবর্ত্তনীয়-ভাবের সমীপবর্ত্তিনী, সেগতি সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট। শ্রুতি ইহাকে 'প্রেতি' (প্রকৃষ্টগতি) এই নাম দিয়াছেন। প্রেতি বা প্রকৃষ্টগতিই ধর্ম'শব্দের লক্ষ্যপদার্থ'; মর্ত্ত্যধামে, মনুষ্যই 'প্রেতি' বা প্রকৃষ্টগতি। মনুষ্যের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ প্রকৃষ্টতরগতি।

প্রকৃতধার্ম্মিক কে?—যিনি প্রকৃষ্টতমগতি, যিনি কেন্দ্রের সন্নিকৃষ্টতম, তিনিই প্রকৃতধার্ম্মিক। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণের শরীর ধর্ম্মের—প্রকৃষ্টগতির সনাতনমূর্ত্তি, ধর্মে'র জন্য উৎপন্ন ব্রাহ্মণই মোক্ষ-

---

১ জড়বিজ্ঞানশাস্ত্রে সরল (Rectilinear) ও বক্র (Curvilinear), গতিকে প্রধানতঃ এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যেগতি সরলরেখাক্রমে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে সরলগতি এবং যাহা বক্ররেখাক্রমে প্রধাবিত হয়, তাহাকে বক্রগতি বলে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টেট্ সরল ও বক্র এই রেখাদ্বয়ের স্বরূপপ্রদর্শন করিবার জন্য বলিয়াছেন—যে রেখার মুখ পদে পদে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার নাম "বক্ররেখা", এবং যাহার মুখ পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহার নাম "সরলরেখা"।

"Motion is either rectilinear or curvilinear: rectilinear when the moving body travels along a straight line, as when a body falls to the ground, curvilinear when it goes along a curved line, as in the case of a horse turning in a mill."

Ganot's Natural Philosophy. P. 15-16.

"A curved line is merely a line whose direction changes from point to point, while a straight line is one whose direction does not change,"

Recent Advances in Physical science, P. 350.

সরলগতিই প্রেতি বা প্রকৃষ্টগতি, ইহারই নাম ধর্ম।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লাভের উপযুক্তপাত্র ১। ব্রহ্ম বা বেদকে যিনি অবগত হইয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মণ। ভগবান্ পাণিনিদেবের চরণপ্রসাদে বুঝিয়াছি, যিনি ধর্ম্মকে জানেন, যিনি ধর্ম্মকে অধ্যয়ন করেন এবং যিনি ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনি ধার্ম্মিক ; বিদিত হইয়াছি, বেদ ও ধর্ম্ম সমানার্থক, সুতরাং যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিতধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিই প্রকৃতধার্ম্মিক।

আমরা বলিলাম যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক। কথাটা অনেকের কর্ণেই যে নূতন ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বেদ্ কোন্ পদার্থ এবং প্রকৃতধর্ম্মেরই বা স্বরূপ কি, তাহা যাঁহারা অবগত নহেন, যাঁহাদের বিষয়তৃষ্ণা-সমাচ্ছাদিত, গর্ব্বান্ধতমসসমাবৃত-বিক্ষিপ্তচিত্ত, জন্মান্তরকৃতদুষ্কৃতিনিবন্ধন বেদের স্বরূপদর্শন করিতে অনিচ্ছুক, বেদের স্বরূপদর্শন করিতে হইলে, বেদজ্ঞবৃদ্ধজনের চরণসেবা ও তপঃসাধনকরা আবশ্যক ২,

১ "উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তির্ধর্মস্য শাশ্বতী।
স হি ধর্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" —মনুসংহিতা।

২ "ন হ্যেষু প্রত্যক্ষমস্ত্যনৃষেরতপসো বা পারোবর্যবিৎস্থ তু খলু বেদিতৃষু ভূয়োবিদ্যঃ প্রশস্যো ভবতি।" —নিরুক্ত, ১৩।১।১২।

মন্ত্রার্থসকল যথাযথরূপে উপলব্ধি করিতে কাহারা সমর্থ, বেদের স্বরূপ কাহাদের চিত্তমুকুরে যথাযথরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ভগবান্ যাস্ক যাহা বলিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

উদ্ধৃত নিরুক্তবচনসমূহের তাৎপর্য্য।—যাঁহারা ঋষি (সাক্ষাৎকৃতধর্মা) নহেন, যাঁহারা তপস্বী নহেন—তপঃসাধনদ্বারা যাঁহাদের চিত্ত, নির্দ্দগ্ধকল্মষ বা নিষ্পাপ হয় নাই—বেদার্থপরিজ্ঞান-প্রতিবন্ধক-কারণসকল যাঁহাদের অপনোদিত হয় নাই, মন্ত্রমর্মগ্রহণ করিবার তাঁহারা অধিকারী নহেন, বেদের প্রকৃতরূপ তাঁহাদের চিত্তপটে প্রতিফলিত হয় না।

"মন্ত্রার্থ এব স্বয়ং বিদ্যাবস্থানভাবেন বিষ্বগ্‌ভূতো লোকব্যবহারভাবেন চ বিপ্রকীর্ণো বিজৃম্ভত ইতি। তমোবহুশ্রুতো নালমুতপ্রেক্ষিতুমিতি" নিরুক্তভাষ্য। অর্থাৎ মন্ত্রার্থই বিদ্যাবস্থানভাবে—বিশ্ববিদ্যারূপে, বিষ্বগ্‌ভূত—সমন্ততঃপরিব্যাপ্ত, —এবং লোকব্যবহারভাবে বিপ্রকীর্ণ হইয়া বিজৃম্ভিত হইতেছেন। নানারূপে বিবর্ত্তিত মন্ত্রার্থই জগৎ। জগতে যতপ্রকার বিদ্যা আছে, সকলই মন্ত্রার্থমূলক।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একথায় যাঁহারা আস্থাবান্ নহেন, বিদ্যার মুখ্য ফললাভ করিতে প্রকৃতির প্রেরণায় যাঁহারা অনভিলাষী, "যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিই প্রকৃতধার্ম্মিক" তাঁহারা ইহা কখন বিশ্বাস

অতএব সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী না হইলে মন্ত্রার্থপরিজ্ঞান হয় না। জগতে যত-প্রকার বিদ্যা আছে, সকলই মন্ত্রার্থমূলক,—বেদই বিশ্ববিদ্যার মূল, এই শাস্ত্রীয় উপদেশকে যদি অগ্রাহ্য করা না হয়, তাহা হইলে, 'যিনি সর্ববিদ্যাপারদর্শী, মন্ত্রার্থমর্ম্মগ্রহণ করিতে কেবল তিনিই সমর্থ,' কোনব্যক্তিই একথা অস্বীকার করিবেন না। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, যাঁহারা পারোবর্য্যবিদ্—পরোবরভাবে লব্ধমন্ত্রার্থ যাঁহারা গুরুপরম্পরাক্রমে বেদবিদ্যালাভ করিয়াছেন, যাহারা ভূয়োবিদ্য—বহু-বিদ্যাপারঙ্গত, মন্ত্রার্থবিজ্ঞানে তাঁহারই প্রশস্ত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ঋষি-দিগের জ্ঞান আগমমূলক, কোনঋষি স্বকপোলকল্পিত কোনকথাই বলেন নাই। ভগবান্ যাস্ক, কাহারা মন্ত্রার্থপরিজ্ঞানের অধিকারী তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত যাহা বলিয়াছেন নিম্নোদ্ধৃত-মন্ত্রসকলই তাহার প্রমাণ।

'হৃদা তষ্টেষু মনসো জবেষু যদ্ব্রাহ্মণাঃ সংযজন্তে সখায়ঃ। অত্রাহ ত্বং বিজহু-র্বেদ্যাভিরোহ ব্রহ্মাণো বিচরন্ত্যত্বে।—ঋগ্‌বেদসংহিতা, ৮।২'২৪।

'ই মে যেনার্ব্বাঙ্‌ন পরশ্চরন্তি ন ব্রাহ্মণাসো ন সুতেকরাসঃ। ঐ, ৮।২।২৪।

(পরে এই পকল মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইবে)

যাহার মন যেভাবে প্রস্তুত, বেদবিদ্যা তাঁহার সমীপে তদ্ভাবেই সমুপস্থিত হইয়া থাকেন। মন্ত্রমর্ম যথাতথরূপে উপলব্ধি করিতে কাহারা উপযুক্ত, তাহা বুঝাইবার জন্য ভগবান যাস্ক যাহা বলিয়াছেন, বর্ত্তমান কালের স্বদেশীয় বিদেশীয় বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ তচ্ছ্রবণে নিশ্চয়ই হাস্যসম্বরণ করিতে পারিবেন না। নবীনবেদ-বিশারদগণ বলিবেন, আমরা বৃদ্ধজনের সেবা করি নাই, আমরা অকিঞ্চিৎকর ছুরুহব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহ অধ্যয়ন করি নাই আমরা তপস্যা বা ব্রহ্মচর্য্য-পালন করি নাই, বলবতী ইন্দ্রিয়লালসাই আমরা চরিতার্থ করিয়া থাকি, তথাপি বেদস্পর্শমাত্রেই যখন বেদজ্ঞ হইয়াছি, তখন যাস্কের প্রাগুক্তবচনসমূহে আমরা আস্থাবান্ হইব কেন? আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধিব্যক্তিগণ একথার কি উত্তর দিবে। বেদের মর্মগ্রহণ কিরূপ হইয়াছে বিশ্বনিয়ন্তা কাল, যথাকালে তাহা বুঝাইয়া দিবেন। নবীনবেদজ্ঞপণ্ডিতদিগের মধ্যে একজন উদারহৃদয়পণ্ডিত স্বীকার করিয়াছেন, মহর্ষি যাস্কও বেদজ্ঞ ছিলেন—তিনি বেদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। পণ্ডিতটীর উক্তি—"যাস্ক ও সায়ন ঋগ্বেদের অর্থগ্রহণে অসমর্থ, এরূপতর্ক আমরা শুনি নাই, বোধ হয় কেহ করিবেন না। ... কিন্তু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিবেন না। বর্ত্তমানসময়ের শিক্ষিতম্মন্যসমাজ বলিবেন, "বেদ হিন্দুর মুলধর্ম্মগ্রন্থ হইতে পারে, অদূরদর্শিতা বা মূর্খতাবশতঃ হিন্দু বেদকে অপৌরুষেয় মনেকরিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, যাহা বেদবোধিত তাহাই প্রকৃতধর্ম্ম, একদেশদর্শী, সংকীর্ণহৃদয় অশিক্ষিতহিন্দু এই যুক্তি-বিরুদ্ধমতকে সত্যজ্ঞানে আদর করিতে পারে, কিন্তু সদসদ্বিবেকশক্তি-বিশিষ্ট বিবিধবিদ্যাপারঙ্গত স্বদেশীয় বিদেশীয় অনেকদেশদর্শী উদার-হৃদয় মহাত্মাগণ বেদকে সেদৃষ্টিতে দেখিবেন কেন? যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিতধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিই প্রকৃতধার্ম্মিক, এই যুক্তিহীন অসারবাক্যসকল বিদ্বজ্জনের শ্রদ্ধেয় হইবে কেন?"

যাঁহারা বিদ্বান্, যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা কখন কোন বিষয়, যথাশক্তি বিচার না করিয়া, ত্যাগ বা গ্রহণ করেন না, সত্যানু-

---

যাস্ক একালের লোকও নহেন তিনি খ্রীষ্টের পঞ্চশতবৎসর পূর্ব্বে, বৈদিকবিশ্বাস, বৈদিক-অনুষ্ঠান, বৈদিক-আচারব্যবহারের কালে জীবিত ছিলেন। তিনিও কি বৈদিক-অর্থগ্রহণে অসমর্থ?" নবীনবেদজ্ঞকেশরিকে জিজ্ঞাসা করি, যাস্ককে যদি বেদজ্ঞ বলিয়াই স্বীকার করেন তাহা হইলে যাস্ক বেদকে যে দৃষ্টিতে দেখিতেন, তিনি ইহাকে সে দৃষ্টিতে দেখেন না কেন? মহর্ষি যাস্ক বলিয়াছেন, ঋষি বা তপস্বী না হইলে, বেদের মর্মগ্রহণ করা" সম্ভব নহে, কিন্তু নবীনবেদজ্ঞকেশরিদিগের বিশ্বাস, নভেল নাটক অধ্যয়ন করিতে যেরূপ আয়াসস্বীকার করিতে হয়, বেদা-ধ্যয়ন ও তাহার তাৎপর্য্যগ্রহণ করিতে হইলে, তাদৃশ আয়াসস্বীকার করাই যথেষ্ট। কিছু ইংরাজীবিদ্যা, একটি ভাল চাকরী এবং স্বদেশহিতৈষিতার ভাণ, বেদের মর্ম গ্রহণ করিতে হইলে, নবীনবেদজ্ঞদিগের মতে (ব্যবহারে যতদূর বুঝিতে পারা গিয়াছে) এইসকল উপকরণের আবশ্যক। তবেই বলিতে হইল, ঋষিরা বেদের যেরূপ দেখিয়াছিলেন, ইহাঁরা বেদের সেরূপ দেখেন নাই। 'যিনি বেদজ্ঞ ও বেদ বোধিতধর্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিই প্রকৃতধার্মিক' এতদ্বাক্যে বেদ বলিতে আমরা যেপদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার মর্মগ্রহণ করিতে হইলে তপস্যা করিতে হইবে। 'তপসা পারমীপ্সিতব্যং' নিরুক্ত। তাহার স্বরূপদর্শন করিতে হইলে, বেদজ্ঞগুরুচরণ সেবা করিতে হইবে, ঋষি সেবিত-বেদরূপ সন্দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হইতে হইলে, ব্রহ্মচর্য্যপালন করিতে হইবে, বিগলিতাভিমান হইতে হইবে, মনকে বাহ্যবিষয়হইতে প্রত্যাহার করিতে হইবে। দুর্ভাগ্য না হইলে এসকলই করা চাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সন্ধায়ী সকলবিষয়েরই সারাংশগ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্‌সার বলিয়াছেন, অহিতকরস্বরূপে পরিগণিত পদার্থসমূহেও হিতকরগুণ দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল তাহাই নহে, আমরা অনেকসময় ইহাও বিস্মৃত হইয়া থাকি, যে ভ্রমাত্মকবলিয়া নির্ব্বাচিতবিষয়সকলের মধ্যেও সচরাচর সত্যের আত্মা দেখিতে পাওয়া যায় ১।

শিক্ষিতম্মন্য সমাজের কাছে তা'ই বিনয়পূর্ণপ্রার্থনা, 'বেদই নিখিল-ধর্ম্মের মূল, যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিতধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিই প্রকৃত-ধার্মিক' ইত্যাদি শাস্ত্রোপদেশ সকলের মধ্যে কিছুসার আছে, কি না, যথারীতি তাহা পরীক্ষা না করিয়া উন্মত্তপ্রলাপবোধে ইহাদিগকে যেন পরিত্যাগ করেন না। ভ্রমাত্মক বলিয়া নিবর্বাচিতবিষয়সমূহের মধ্যেও সচরাচর সত্যের আত্মা দেখিতে পাওয়া যায়', অন্ততঃ শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সারের এই স্বপ্রমাণবচনসকলের উপরি বিশ্বাসস্থাপন-পুরঃসর শাস্ত্রীয় উপদেশসমূহের তথ্যনিরূপণকরিবার চেষ্টাকরা পণ্ডিত-ম্মন্যমাজের অবশ্যকর্ত্তব্য। কল্পনার মূলেও কিছু না কিছু সত্য থাকে, যাহা সত্যভূমিক নহে. তাহা কখন অবস্থান করিতে প্যারে না। আর্য্য-শাস্ত্রসকল বিদেশীয়-শাস্ত্রসমূহের ন্যায় অচিরোৎপন্ন বা আধুনিক পদার্থ নহে, প্রবাহরূপেনিত্য চিরদ্যুতি আর্য্যশাস্ত্রের অবাধিত-দৃষ্টি-নয়নসম্মুখে স্বল্পপ্রাণবিদেশীয়শাস্ত্রনিচয় অচিরদ্যুতিবৎ ক্ষণে উদিত ও ক্ষণে বিলীন হইয়া থাকে ; তা'ই বলিতেছি আর্য্যশাস্ত্র সত্যভূমিক না হইলে চিরজীবী হইবে কেন ২।

---

১ "We too often forget that not only is there "a soul of goodness in things evil" but very generally also, a soul of truth in things eroneous."—*First Principle P.3.*

২ আর্য্যশাস্ত্রকে চিরজীবী বলিলাম ব'লে বিস্মিত হইবেন না (অবিকৃতহিন্দু-সন্তানকে বলিতেছি)। 'বেদ ও বেদ্য'-শীর্ষক প্রস্তাবে আমারা যথাশক্তি একথা প্রমাণীকৃত করিবার চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেইত বুঝিয়াছি, সংসার সদসদাত্মক—সুরাসুরের সংগ্রামক্ষেত্র, সুতরাং বেদভক্ত ও বেদত্যক্ত, এই দুই চিরদিনের জন্য এখানে বিদ্যমান থাকিবে। পাঠক ! চার্ব্বাক-কথাটী আপনার পরিচিত সন্দেহ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধর্ম্ম কাহাকে বলে, বেদাদিশাস্ত্রসকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা যে উত্তর প্রাপ্ত হইয়াছি, পক্ষপাতবিরহিত উন্নিনীষুহৃদয় নিশ্চয়ই ইহা অস্বীকার করিবেন না যে, অন্য কোনদেশে কোনব্যক্তি ধর্ম্মের এরূপপূর্ণ লক্ষণ দিতে পারেন নাই। ধর্মের পূর্ণরূপ,—ধর্মের কমনীয়সত্যমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া ত্রিতাপজ্বালা একেবারে প্রশমিত করিতে হইলে, বেদোক্তধর্মের স্বরূপজ্ঞানলাভ ও যথারীতি তদনুষ্ঠান করিতেই হইবে। ধর্ম ও রিলিজন্ একপদার্থ, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহারা কখন, 'যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিতধর্মের অনুষ্ঠাতা তিনিই প্রকৃতধার্ম্মিক' এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। ধর্ম্ম ও রিলিজন্ বস্তুতঃ সর্ব্বাংশে সমানপদার্থ নহে। সমুদ্রের সহিত নদীর যেসম্বন্ধ, ধর্মের সহিত রিলিজনেরও তদ্রূপসম্বন্ধ। ধর্ম্ম পূর্ণ, রিলিজন্ ইহার অংশ, ধর্ম্ম প্রকৃতি, রিলিজন ইহার বিকৃতি, ধর্ম অপরিচ্ছিন্ন, রিলিজন্ ইহার পরিচ্ছিন্নভাববিশেষ। যাঁহারা পূর্ণ হইতে চাহেন না, পূর্ণ হইতে চাহিলেও যাঁহাদের পূর্ণত্ব প্রাপকসাধনবিহীন সংকীর্ণ-হৃদয়ে পূর্ণের রূপও অপূর্ণরূপে ধৃত হইয়া থাকে ১, তাঁহারা ধর্মকে রিলিজন্ হইতে

নাই, যাঁহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, পরলোকের অস্তিত্ব যাঁহারা অস্বীকার করেন, যে কোন উপায়েই হউক, ঐন্দ্রিয়িকলালসা চরিতার্থ করাই যাহাদের মতে পরমপুরুষার্থ, শাস্ত্রে তাহারাই চার্ব্বাকনামে লক্ষিত হইয়াছেন। চারু—লোকায়ত—সাধারণতঃ লোকচিত্তরঞ্জনবচন যাঁহার, তিনি চার্ব্বাক। (চারু-বাক = চার্ব্বাক)। মুখে যিনি যাহাই বলুন, বেদভক্তহিন্দুব্যতীত অন্তরে অন্তরে সকলেই যে চার্ব্বাকমতের উপাসক, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। চার্ব্বাকের 'চার্বাক' বা 'লোকায়ত' নাম হইবার ইহাই হেতু। যাঁহারা চার্বাকমতের উপাসক, তাঁহারা কখন আর্য্যশাস্ত্রকে চিরজীবী বলিয়া স্বীকার করিবেন না, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত আমরা কোন কথা বলিতেছি না, বুঝিতে হইবে।

পণ্ডিত হার্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন—

"After finding that from it are deducible the various characteristics of Evolution, we finally draw from it a warrant for the belief, Evolution can end only in the establishment of the greatest perfection and the most complete happiness."

—*First Principles, P. 517.*

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্যাপকতরপদার্থ বলিয়া স্বীকার করিবেন না—প্রাকৃতিকনিয়মে করিতে পারিবেন না। ধর্ম্ম ও রিলিজন্ যদি একপদার্থ হইত, তাহা হইলে বিদেশীয় পণ্ডিতগণ রিলিজন্ ও বিজ্ঞানকে (Science) পৃথক্‌সামগ্রী

অর্থাৎ যাবৎ সর্বাঙ্গীণপূর্ণত্বপ্রাপ্তি না হয়, যাবৎ পূর্ণসুখে সুখী হওয়া না যায়, তাবৎ জাত্যন্তর-পরিণাম (Evolution) নিরুদ্ধ হয় না। চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সারের উক্তবচনসকল আপাতদৃষ্টিতে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের অনুরূপ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিলে পারা যায় 'পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতি পূর্ণং পূর্ণেন সিচ্যতে' (অথর্ববেদসংহিতা) বা 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে' (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে, 'পূর্ণ',-শব্দটী যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, পণ্ডিত হার্বার্ট্ স্পেন্সার কর্তৃক ব্যবহৃত 'Perfection'-শব্দটী ঠিক তদর্থের বাচক নহে। 'Perfeet' 'পূর্ণের' সর্বাংশে সমানার্থক হইতে পারে না। 'Perfect'-শব্দটী '*Per*, thoroughly and *facio*, to do' এই শব্দদ্বয়ের সংযোগে সমুৎপন্ন হইয়াছে। যাহা প্রকৃষ্টরূপে কৃত (Done thoroughly or completely) তাহা 'Perfect'। শাস্ত্রের উপদেশ, যাহা কৃত বা কার্য্যপদার্থ তাহা বিকার, বিকার কখন পূর্ণ (অবশ্য শাস্ত্রদৃষ্টিতে দেখিলে) হইতে পারে না। যাহা বস্তুতঃ পূর্ণ, তাহা চিরদিনই পূর্ণ। শ্রুতি তা'ই বলিয়াছেন অখণ্ডৈকরস সচ্চিদানন্দব্রহ্মই একমাত্র পূর্ণ'। 'পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতি' অর্থাৎ পূর্ণ-কারণ হইতে পূর্ণকার্য্যই আবির্ভূত হইয়া থাকে। বেদোক্তসাধনাদ্বারা অবিদ্যাধ্বান্ত তিরোহিত হইলে, পূর্ণকার্য্য পূর্ণরূপেই বিকাশিত হইয়া থাকেন। অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে দ্বৈত-জ্ঞান বিধ্বস্ত হয়, দ্বৈতজ্ঞান বিধ্বস্ত হইলে, কার্য্য ও কারণের অভিন্নত্ব উপলব্ধ হইতে থাকে'

'সা চৈকৈব পূর্ণতা কার্যকারণয়োর্ভেদেনৈব ব্যপদিশ্যতে'—শাঙ্করভাষ্য।

অর্থাৎ এক পূর্ণতাই, কার্য্যকারণভেদে ব্যপদিষ্ট হয়।

"যথা জলং সত্যং তদুদ্ভবাশ্চ তরঙ্গফেনবুদ্বুদাদয়ঃ সমুদ্রাত্মভূতা এবাবির্ভাবতিরোভাবধর্ম্মিণঃ পরমার্থসত্যাঃ। এবং সর্ব্বমিদং দ্বৈতং পরমার্থসত্যমেব জলতরঙ্গাদিস্থানীয়ং সমুদ্রজলস্থানীয়ং তু পরং ব্রহ্ম"—অগাধ-জলরাশি-সমুদ্র এবং তদুদ্ভূত তরঙ্গফেন ও বুদ্বুদাদি যে সম্বন্ধ পরস্পর সম্বন্ধ, অদ্বৈতের সহিত দ্বৈতের সেইরূপ সম্বন্ধ। তরঙ্গফেনাদি বস্তুতঃ সমুদ্র হইতে পৃথক্‌সামগ্রী নহে। তরঙ্গফেনাদি-সমুদ্রবিকার-পদার্থজাত, তরঙ্গফেনাদি-নামরূপবিনির্ম্মুক্ত হইলে যেমন এক অখণ্ড জলরাশিই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, ভাব-বিকারসমূহও সেইরূপ নামরূপবিনির্ম্মুক্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মনে করিতেন না, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত জন্ উইলিয়াম্ ড্রেপারকে রিলিজন্ ও বিজ্ঞানের বিরোধপ্রদর্শন করিয়া বৃহদায়তন গ্রন্থ লিখিতে হইত না ১, তাহা হইলে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ হার্ব্বার্ট্

হইলেই অদ্বৈতব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। ইহারই নাম পূর্ণতাপ্রাপ্তি। অতএব বুঝিতে পারা গেল, পূর্ণতা কার্য্যপদার্থ নহে, (অবশ্য কার্য্য বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি) কার্য্যমাত্রেই (কার্য্য, কারণ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, এই শাস্ত্রীয়-সিদ্ধান্ত স্মরণ করিবেন), স্বরূপতঃ পূর্ণ, অবিদ্যা তিরোহিত হইলেই পূর্ণ, পূর্ণরূপে প্রকাশমান হইয়া থাকেন। অবিদ্যাকে নাশ করিতে হইলে বেদোক্তসাধনা করিতে হইবে, তরঙ্গফেনাদির ন্যায় কারণগর্ভে প্রবেশ করিতে হইবে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে হইবে। পণ্ডিত হার্বার্ট্ স্পেন্সার 'Perfeetion'—বলিতে কি এইরূপ পূর্ণতাকে লক্ষ্য করিয়াছেন? আমাদের ক্ষুদ্রহৃদয়ের বিশ্বাস তাহা করেন নাই। বালক ও বৃদ্ধ, সংসারাসক্ত ও বিষয়বিরক্ত, 'অনন্ত' এই শব্দটীর, সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, 'অনন্ত'-শব্দ প্রতিপাদ্য-অর্থ সকলের হৃদয়েই কি সমভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে? নিশ্চয়ই তাহা হয় না। বালক 'অনন্ত' বলিতে যাহা বুঝে, জ্ঞান-বৃদ্ধ বৃদ্ধ ঠিক তাহা বুঝেন না। আবার বিষয়াসক্তহৃদয়ে প্রতিফলিত অনন্তের ছবি, বিষয়বিরক্ত-যোগসাধননিরতমহাত্মার হৃদয়মুকুর-প্রতিবিম্বিত অনন্তের রূপ হইতে যে অন্যরূপ, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। পণ্ডিত হার্ব্বাট স্পেন্সার যাহা বলিয়াছেন—আপাতদৃষ্টিতে তাহা শাস্ত্রীয় উপদেশের অনুরূপ বলিয়া বোধ হইলেও, বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে বিস্তরপ্রভেদ আছে। অতএব পূর্ণ হইতে চাহিলেও পূর্ণত্বপ্রাপকসাধনবিহীন-সংকীর্ণহৃদয়ে পূর্ণের রূপও যে অপূর্ণরূপে ধৃত হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণসত্য।

১ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ড্রেপারকৃত "History of the conflict between Religion and Science,"-নামকগ্রন্থ যিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন যে, উক্ত পণ্ডিত জড়বিজ্ঞানের উন্নতিকেই চরমোন্নতি বলিয়া বুঝিয়াছেন। রিলিজন্ দ্বারা কল-কব্জা প্রস্তুত করা যায় না, রিলিজন্ দ্বারা বিশ্বের ব্যাপকতর-দৃষ্টি লাভ করা যায় না, সুতরাং বিজ্ঞানের সহিত তুলনা করিলে রিলিজন্‌কে অকিঞ্চিৎকরপদার্থ বলিতে হইবে। বিজ্ঞানই মানবের স্থির অবলম্বন, বিজ্ঞান-দ্বারাই বিশ্বের প্রকৃত-রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানই ঈশ্বরের ভীষণতররূপ আমাদের নয়নসম্মুখে ধারণ করে।

"In that conflict Science alone will stand secure ; for it has

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্পেন্সারকে রিলিজন্ ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্যবিচার করিবার নিমিত্ত তাদৃশ-আয়াসস্বীকার করিতে হইত না ১, তাহা হইলে বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে রিলিজন্ বাত্যাহতকদলীবৃক্ষের ন্যায় কম্পান্বিত-কলেবর হইত না, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিকের সমীপে রিলিজন্ অকিঞ্চিৎকর পদার্থজ্ঞানে হেয় হইত না, বিদেশীয় পণ্ডিতগণ, তাহা হইলে নীতি-পরায়ণতাকে (Morality) রিলিজনের সীমাবহির্ভূতপদার্থ মনে করিতেন না ২। ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন, যাহা হইতে নিত্যানিত্য দ্বিবিধ-

---

given us grander views of the universe, more awful views of God."—

পণ্ডিত ড্রেপার রিলিজন্ বলিতে যাহা বুঝিয়াছেন, আমাদের 'ধর্ম' নিশ্চয়ই তৎপদার্থ নহে।

১ পণ্ডিত্ হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন—

"Hence we see not only, that judging by analogy, the essential truth contained in Religion is that most abstract element pervading all its forms ; but also that this most abstract element is the only one in which Religion is likely to agree with Science."—

o o o o o o o

"It is at once manifest that Religion can take no cognizance of special scientific doctrines, any more than Science can take cognizance of special religious doctrines. The truth which Science asserts and Religion indorses cannot be one furnished by mathematics : nor can it be a physical truth ; nor can it be a truth in chemistry it cannot be a truth belonging to any particular Science." —*First Principles* P. 23.

যাহা কিছু সৎ তাহা 'ধর্ম', শ্রুতি ও তরঙ্গপ্রসাদে ধর্ম্মকে আমরা এই দৃষ্টিতে দেখিতে শিখিয়াছি, অতএব, আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি, পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার কর্তৃক লক্ষিত রিলিজন্ ও আমাদের ধর্ম ভিন্নসামগ্রী।

২ "Let us with caution indulge the supposition that morality can be maintained without religion. —*Washington*.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কল্যাণই সাধিত হয়—যাহা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স (নিশ্চিতশ্রেয়ঃ—স্থিরকল্যাণ) হেতু তাহা ধর্ম্ম ১, বিদেশীয় পণ্ডিতগণ রিলিজন্‌কে যদি এই দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা হইলে রিলিজন্ ও ধর্ম্ম সমান পদার্থ হইত।

রিলিজন্ (Religion) *Re* back and *ligo* to bind, এইরূপে সিদ্ধ হইয়াছে ২। 'রিলিজন্' শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য মূল অর্থ হইতেছে, সংযমন (Restraint)। সংযমন, বন্ধন ইত্যাদি শব্দগুলি শুনিলেই আমাদের মনে বেগ. গতি, প্রবৃত্তি প্রভৃতি শব্দ-প্রতিপাদ্য-অর্থের রূপ প্রতিফলিত হয়, মনে হয় কোনরূপ বেগ, গতি, বা প্রবৃত্তিকে রোধ-করিবার—কোন চলচ্ছক্তিকে স্থগিত করিবার, কোন উদ্দাম অত্যুগ্র-শক্তিকে বাঁধিয়ারাখিবার :কথা হইতেছে। রিলিজন্ মনুষ্যজগতের বিষয়, সুতরাং, এসংযমন মনুষ্যলোকসম্বন্ধীয়—এসংযমন কোনরূপ মানবীয়বেগের, কোনপ্রকার মর্ত্তকর্ম্মের সংযমন, এনিরোধ মানবসমীহা-সম্বন্ধীয়নিরোধ, এবন্ধন মনুষ্যের অখিলীকৃত-প্রবৃত্তির বন্ধন।

"As distinguished from morality religion denotes the influences and motives to human duty which are bound in the character and will of God, while morality describes the duties to man, to which true religion always influences."

—*Webster's Dictionary.*

১ 'যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ'। —বৈশেষিকদর্শন ১।১।২।

২ Webster's Dictionary-তে 'রিলিজন্' শব্দটীর যে যেরূপ নিরুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইল।

["Fr. & Sp. *Religion*, Pr, *Religio*, It. *Religione*, Lat. *Religio*, either from *relegree*, to gather or collect again, to go through or over again in reading, in speech, or in thought, *Religen:*, revering the gods, pious, religious ; or from *Religare* to bind anew or back, to bind fast.]

["L. *religio,-onis—re*, back, and *ligo*, to bind."] lit. *That which binds one back from* doing something."

—*Chamber's Etymological Dictionary.*

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রিলিজন্ তাহা হইলে কোন পদার্থ হইল ?—'রিলিজন' শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্যঅর্থ হইতে আমরা অবগত হইলাম, যাহা অবিবেক বিষয় নিম্না বা পাপবহা প্রবৃত্তিকে সংযত করে, উদ্দামবিষয়স্রোতস্বিনীবৃত্তিকে যাহা বন্ধন করে, তাহা রিলিজন্ ১।

আমরা বলিয়াছি (৩১৫ পৃ), 'ধর্ম্ম ও রিলিজন্' বস্তুতঃ সর্ব্বাংশে সমান পদার্থ নহে। সমুদ্রের সহিত নদীর যে সম্বন্ধ, ধর্ম্মের সহিত রিলিজনেরও তদ্রূপ সম্বন্ধ। ধর্ম্ম পূর্ণ, রিলিজন্ ইহার অংশ; ধর্ম্ম প্রকৃতি; রিলিজন ইহার বিকৃতি ধর্ম্ম অপরিচ্ছিন্ন, রিলিজন্ ইহার পরিচ্ছিন্ন ভাববিশেষ। কাথাটা যুক্তিসঙ্গত কি না, তাহার বিচার করিব।

বিদিত হইয়াছি, সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য (Identity and Difference) বিচার দ্বারাই বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, কোন বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, আমরা বিদিততত্ত্ব বস্তন্তরের ধর্ম্ম বা গুণের (Attributes) সহিত তদস্তুর ধর্ম বা গুণের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার করিয়া থাকি। জগতের জ্ঞান আপেক্ষিক বা দ্বৈত (Relative, of dual character); উৎপত্তিশীলজ্ঞান সম্বন্ধাত্মক, যাঁহারা একথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, কোন পদার্থকেই যে আমরা কেবল তৎপদার্থ দ্বারা জানিতে পারি না, প্রত্যেক পদার্থই যে তদ্ভিন্ন (Distinct from) অথচ তাহার সহিত কোন না কোনরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ (Related to it) পদার্থান্তরের তুলনায় পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, চিন্তন-ব্যাপার যে একটী পদার্থের সহিত অপর পদার্থের তুলনাত্মক বা উপমানমূলক (All thinking implies camparing one object with another) তাঁহারা ইহা স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। ২ রিলিজন্ ও ধর্ম্ম এক পদার্থ নহে

১ বলা বাহুল্য 'রিলিজন্' শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ বিদেশীয়দিগের হৃদয়ে ঠিক এই ভাবে গৃহীত হয় নাই। 'ধর্ম ব্যাখ্যা'-শীর্ষক প্রস্তাবে এ বিষয় বিশেষ-রূপে চিন্তিত হইবে।

২ উৎপত্তিশীলজ্ঞান প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ (প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ)-দ্বারা অর্জ্জিত হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণই উৎপত্তিশীলজ্ঞানের করণ, এই শাস্ত্রীয় উপদেশ এবং পণ্ডিত সালীর (Outlines of Psychology, 6th Ed. P. 342) নিম্নোদ্ধৃত বচন সকল স্মরণ করিবেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কেন, তাহা জানিতে হইলে অগ্রে যথাযথভাবে এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ সন্দর্শন করিতে হইবে, রাগ-দ্বেষ-শূন্য বা পক্ষপাত-বিরহিত হইয়া উভয়ের প্রতিকৃতি অঙ্কিত এবং তৎপরে প্রতিমাদ্বয়কে অধোঽধঃ (Side by side) স্থাপনপূর্ব্বক উহাদের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার করিতে হইবে।

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্" —মুণ্ডকোপনিষৎ।

অর্থাৎ যিনি সত্যবান্—সত্যাশ্রয়ী, তাঁহারই জয়লাভ বা কর্ম্মসিদ্ধি হইয়া থাকে, অনৃত-(মিথ্যা)-বাদীর কদাপি জয় হয় না, মিথ্যাবাদী যে সর্বত্রই সত্যবাদিদ্বারা অভিভূত হইয়া থাকেন, তাহা লোকপ্রসিদ্ধ নিয়ম, এ নিয়মের কখন বিপর্য্যয় হয় না।

"সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎসত্যস্য পরমং নিধানম্॥" —মুণ্ডকোপনিষৎ।

যে পথ অবলম্বন করিয়া চলিলে, মরণ-ধর্ম্মা জীব অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, দুঃখসঙ্কুল ভবধাম অতিক্রম করিয়া অমৃতধামে উপনীত

"The active mental process by which concepts are formed is commonly said to fall into three stages, comparison, abstraction, and generalisation. These are however very intimately related, and are only distinguishable aspects of the same mental operation.

First of all, it is needful that a number of objects having a certain degree of likeness should be somehow brought before the mind. As already pointed out, these objects may be actually present or may be called up by the representative imagination. We then compare them, that is, regard them by a special act of attention in their mental relation, in order to see how far, and in what respects, they resemble one another."

দ্বৈতজ্ঞানেই প্রমাণের আবশ্যকতা, অর্থাৎ লোক-ব্যবহার প্রমাণাধীন—এতচ্ছীর্ষক স্তম্ভ (৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬১ পৃ.) দ্রষ্টব্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হয়, যে পথের শরণ গ্রহণ করিয়া কুহকাদি ১ দোষবর্জ্জিত, বিগতস্পৃহ, ঋষিগণ সর্ব্বজনপ্রার্থিত পরমপদে আরোহণ করিয়াছেন, যে পথ পরমার্থতত্ত্বের পাদস্পর্শী,—যাহাতে সত্যময় পরমার্থতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই দেবদানাখ্য পথ সত্যদ্বারা বিতত সত্যদ্বারা বিস্তীর্ণ, সত্যই তৎপথের প্রতিষ্ঠা ; যিনি সত্যাশ্রয়ী, দেবযানাখ্য পথ তাঁহার জন্য সর্বদা অনাবৃতদ্বার।

"সত্যং বাচঃ প্রতিষ্ঠা সত্যে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্"—

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

অর্থাৎ সত্যই বাক্যের প্রতিষ্ঠা—স্থিরাবস্থান, প্রামাণিক ব্যবহার জাত সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সত্যবচনই স্থিরভাবে সর্বত্র আদৃত হইয়া থাকে। মিথ্যার প্রতিষ্ঠা বা স্থিরাবস্থান নাই, মিথ্যা ব্যভিচারী, মিথ্যার জয় কদাচ হয় না। পূর্বে বুঝিয়াছি (উপক্রমণিকা ৩২ পৃষ্ঠা যাহা নষ্ট হয় না, যাহার ধ্বংস নাই—যে তত্ত্ব নিয়ত স্থির, তাহা সৎ, এবং যাহা সৎ, যাহা অব্যভিচারী, তাহাই সত্য। পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সত্য কথাটির অর্থ বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন, যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, যদি তাহা কদাচ সেরূপ ত্যাগ না করে—সে রূপের যদি কখন অন্যথা না হয়—ব্যভিচার না ঘটে, তবে তাহাকে সত্য বলে, অতএব যাহা সত্য বা সৎ তাহারই যে স্থিরাবস্থান হইবে, অসৎ বা মিথ্যার যে স্থিরাবসান হইতে পারে না, তাহা সহজ-বুদ্ধিগম্য।

---

১ "কুহকমায়া-শাঠ্যাহংকারদম্ভানৃতবর্জ্জিতা হ্যাপ্তকামা বিগততৃষ্ণাঃ।"

—শাঙ্করভাষ্য।

কুহক—পরবঞ্চন, অন্তরে একভাব রাখিয়া বাহিরে অন্যভাব প্রকাশ করা, মায়াশাঠ্য—বিভবানুসারে অপ্রদান, অহংকার—মিথ্যাভিমান, দম্ভ—ধর্মধ্বজিত্ব, অনৃত—অযথাদৃষ্টভাষণ।

"কুহকং পরবঞ্চনমন্তরন্যথা গৃহীত্বা বহিরন্যথা প্রকাশনম্। মায়াশাঠ্যং বিভবানুসারেণাপ্রদানম্। অহংকারো মিথ্যাভিমানঃ। দম্ভো ধর্মধ্বজিত্বম্। অনৃতম-যথাদৃষ্টভাষণম্।

—আনন্দগিরিকৃতটীকা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সত্যবানেরই জয় হইয়া থাকে, সত্যই স্থিরভাবে সর্বত্র আদৃত হইয়া থাকে, মিথ্যার জয় কদাচ হয় না, এসকল কথার এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন কি ?

সপ্রয়োজন বা অভাববিশিষ্ট ব্যক্তিই প্রয়োজনসিদ্ধি বা অভাব-মোচনার্থ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, বিনা প্রয়োজনে কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন না, ঈপ্সিততমের সহিত সংযুক্ত হইবার নিমিত্তই কর্ম্মপ্রবৃত্তি, যাহা ঈপ্সিততম, যতদিন না তাহা সমধিগত হয়, ততদিন কর্ম্ম শেষ হয় না। জীবের ঈপ্সিততম কি, জীব কি চায়, কাহাকে পাইলে জীব কৃতকৃত্য হয়—জীবের প্রয়োজনসিদ্ধি হয় ? শাস্ত্র ও যুক্তির আশ্রয়-গ্রহণ করিয়া বিদিত হইয়াছি, সচ্চিদানন্দময় আত্মাই জীবের ঈপ্সিততম, অনন্তজীবন—অখণ্ডিতস্থিতি, অপরিচ্ছিন্নজ্ঞান এবং অপার আনন্দ, একটু নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে, এত-দ্ব্যতীত জীবের অন্য কিছু প্রার্থনীয় নাই—বুঝুক আর নাই বুঝুক, জীব ইহাই চায়, আত্মাই জীবের ঈপ্সিততম। যাহা ঈপ্সিততম, কোন্ উপায়ে তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যাইবে ? শ্রুতির উপদেশ—

"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্" ।—মুণ্ডকোপনিষৎ।

অর্থাৎ সর্বদা সত্যকথন, নিত্যতপশ্চরণ ১ (ইন্দ্রিয়দমন ও চিত্তের একাগ্রতা-সম্পাদন), সম্যগ্‌জ্ঞান ২—স্থূল সূক্ষ্ম সর্বপ্রকার পদার্থতত্ত্বাবধারণ এবং অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য, সচ্চিদানন্দময় আত্মাকে লাভ

---

১ "তপসা হীন্দ্রিয়মনএকাগ্রতয়া। মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চ হ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপ ইতি স্মৃতিঃ"।

—শাঙ্করভাষ্য।

তেন তপসা তদেবাত্মদর্শনানুকূলং ন চান্দ্রায়ণাদি"।

—নারায়ণ বিরচিত দীপিকা।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ওমনের ঐকাগ্র্যই পরম তপঃ। শ্রুতি তপঃশব্দ দ্বারা এখানে আত্মদর্শনানুকূল ইন্দ্রিয়ওমনের ঐকাগ্র্যকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, চান্দ্রায়ণাদিকে লক্ষ্য করেন নাই।

২ "সম্যগ্‌জ্ঞানশব্দেন বস্তুবিষয়াবগতি-ফলাবসানং বাক্যার্থজ্ঞানমুচ্যতে"।

—আনন্দগিরিকৃত টীকা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিবার ইহারাই সাধন।

ঈশ্বর বা আত্মাই জীবের ঈপ্সিততম, একথা সাধারণের হৃদয়গ্রাহিণী না হইতে পারে, ঈশ্বর বা আত্মা কোন্ পদার্থ, সকলেই তাহা বুঝিতে পারগ না হইতে পারেন, কিন্তু আমরা যে সচ্চিদানন্দময়কে পাইতে চাই, অনন্ত জীবন, অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও অপার আনন্দ ব্যতীত আমাদের যে আর কিছু প্রার্থনীয় নাই, বোধহয় ব্যক্তিমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন।

সত্যবিদ্যাময়ী শ্রুতিদেবী, ঈপ্সিততমকে লাভ করিবার যে সকল সাধন বলিয়া দিয়াছেন, নিতান্ত দুরদৃষ্ট ব্যতীত কোন ব্যক্তি ঐ সকল সাধনের আশ্রয়গ্রহণার্থ যত্নশীল না হইবেন? ভাগ্যবান্ উন্নিনীষু মনুষ্যমাত্রেই শ্রুত্যুপদিষ্ট প্রাগুক্ত সাধন সকলের আশ্রয় লইতে প্রস্তুত, সন্দেহ নাই। যে কোন ধর্মাবলম্বী বা যে কোন দেশবাসীই হউন, যদি তিনি ঈপ্সিততমলিপ্সু, আত্মকল্যাণেচ্ছু বা দেবযানাখ্যপথে আরুরুক্ষু (আরোহণ করিতে ইচ্ছুক) হয়েন, যদি তাঁহার লক্ষ্য স্থির হইয়া থাকে, সদসদ্বিবেকশক্তি যদি বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সত্যকথন, ইন্দ্রিয়দমন, চিত্তের একাগ্রতাসম্পাদন, সম্যগ্-জ্ঞানানুশীলন ও ব্রহ্মচর্য্যপালনকে নিশ্চয়ই তিনি উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পরম-সাধন বোধে সমাদর করিবেন। যাঁহারা প্রতক্ষ্যবাদী পরকালের অস্তিত্ব যাঁহারা অস্বীকার করেন, অতীত ও ভবিষ্যতের চিন্তা যাঁহাদের বিবেচনায় অনাবশ্যক, প্রেম (Love) যাঁহাদের তত্ত্ব (Principle), নিয়ম (Order) যাঁহাদের মূল ভিত্তি (Basis) এবং জাগতিক উন্নতি (Progress) যাঁহাদের উদ্দেশ্য (End), জড় বিজ্ঞানের সম্যগ্জ্ঞান যাঁহাদের সাধন, রিলিজন্ যাঁহাদের দ্বেষ্য পদার্থ, তাঁহারাও অবাধে শ্রুতিনির্দিষ্ট, প্রাগুক্ত সত্যাদি সাধনসমূহকে সাধন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে পারেন। ১

---

১ আগষ্ট কোমত্, ফিলজফীর নববিধানকর্ত্তা এবং রিলিজনের অভিনবজীবন-দাতা বলিয়া, ইয়োরোপে অনেকের সমীপে (বিশেষতঃ যাঁহারা তাঁহার মতের পক্ষপাতী বা তাঁহার শিষ্য—Disciples) সম্মানিত হইয়া থাকেন। কোমত পজিটিভ্ ফিলজফীর প্রতিষ্ঠাপক। যে ফিলজফী জগতের সৃষ্টি ও লয়তত্ত্বের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সত্যলক্ষণ।

বুঝিয়াছি যাহা সত্য, তাহা অবিনাশী, তাহা অপরিণামী, নাম-দেশ কালাদির নাশ হইলেও তাহা নষ্ট হয় না, কিন্তু জানিতে চাই, নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল সংসারে এতাদৃশলক্ষণযুক্ত পদার্থ আছেন কি? এবং যদি থাকেন, রাগদ্বেষবশবর্ত্তী, পরিণামস্রোতে অবশভাবে ভাসমান মানব কি কখন তৎপদার্থের দর্শনলাভে পারগ হইতে পারে?

পরিবর্ত্তন শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ কি, তাহা চিন্তা করিয়া বিদিত হইয়াছি, বর্জন বা ত্যাগপূর্বক বর্ত্তন—বর্জ্জন বা ত্যাগপূর্বক অবস্থান, পূর্বভাব ত্যাগ করিয়া অপরভাবে সংক্রমণের নাম পরিবর্ত্তন; সুতরাং দেখা যাইতেছে, পরিবর্তনশীলপদার্থের বস্তুতত্ত্ব বা সত্তার (Principle of continuity) কদাচ ধ্বংস হয় না, সূক্ষ্মদর্শির নিকটে অতীত এবং অনাগতও বস্তুতঃ বর্তমান। ভগবান্ যাস্ক জগতের স্বরূপ নির্দ্দেশকরিতে যাইয়া বলিয়াছেন, রাগাত্মক রজঃ ও দ্বেষাত্মক তমঃ (Attractive and Repulsive forces) উভয়-পার্শ্বে, মধ্যে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব, পরিবর্তনশীল জগতের ইহাই স্বরূপ। অতএব সত্যপদার্থ আছেন, জগৎ বিশুদ্ধ-সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত, অপরিচ্ছিন্ন-ভাব—অব্যভিচারিণী সত্তা (Unconditioned Absolute Reality) মূলে না থাকিলে, পরিচ্ছিন্নভাব থাকিতে পারে না, অপরিচ্ছিন্নভাব মূলে না থাকিলে জগতেরপ্রবাহনিত্যতা (Principle of continuity) সিদ্ধ হয় না, তাহা হইলে জাত্যন্তরপরিণামবাদ (Evolution theory) অসিদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে অভাব-হইতে ভাবোৎপত্তিবাদ অঙ্গীকার করিতে হয়। জগতে অপরিণামী, অব্যভিচারী বা সত্য-পদার্থ যে আছেন, তাহা বুঝিলাম, এক্ষণে

অনুসন্ধান করিতে বিমুখ, যে ফিলজফী পরমকারণের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে অনিচ্ছুক, প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের (Laws of Nature) তথ্য নির্দ্ধারণই যাহার উদ্দেশ্য, জড়বিজ্ঞানের উন্নতিই যাহার লক্ষ্য, অতীত ও অনাগতের চিন্তা যাহার বিবেচনায় অনাবশ্যক তাহা পজিটিভ্ ফিলজফী শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। ডাক্তার এম, ই, ক্যাজেলে (M. E. Cazelles) পজিটিভ ফিলজফীর স্বরূপ প্রদর্শনার্থ যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জানিতে হইবে, রাগদ্বেষবশবর্ত্তী মানব তৎপদার্থের দর্শনলাভে সমর্থ কি না।

বাতায়ন (জানালা, Window)—দ্বারা নিরন্তর বহিঃস্থিত-বস্তু-নিরীক্ষণ-নিরতব্যক্তি যেরূপ গৃহে থাকিয়াও গৃহাভ্যন্তরবর্ত্তি-বস্তুজাতকে নয়নেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিতে পারগ হয়েন না, আসন্নচেতন বা অদূরদর্শী যেরূপ শ্বস্তন বা লোকালোকবিষয় অবগত হইতে পারেন না, ১ রাগ-দ্বেষবশবর্ত্তী, পরিণামস্রোতে অবশভাবে

"The variations of human opinior, says Comte, can never have been purely aribitrary. They obey a law that causes every theoretical conception to pass through three successive stages :—The first, by a pure mental fiction, gives to the absolute cause of events concrete from—this is the theological stage ; the second gives to the same absolute cause an abstract and purely ideal form—this is thc metaphysical stage ; finally the third abandons 'the search after the origin and destiny of the universe,' the knowledge of the 'interior causes ef phenomenax' and devotes itself merely to discovery of 'their effective laws, that is to say, their relations of succession and similitude'—this is the positive or real stage."—

Outline of the Evolution philosophy, P. 71

আগষ্ট কোমতের উক্তি—

"Love, then, is our principle ; Order our basis ; and Pro- our end."—*System of Positive Polity*. 257.

জার্মান-দেশীয় প্রসিদ্ধ জড়বিজ্ঞানসর্ব্বস্ব পণ্ডিত বুক্নায় (Buchner) বলিয়াছেন—

"Mankind is perpetually being thrown to and fro between science and religion ; but it advances more intellectually, morally and physically in proportion as it turns away from religion and to science."

Men in the Past, Present and Futurc, P. 219.

১ "এবমেতে চ গবাদয়ঃ সত্যপি চৈতন্যে আসন্নচেতনত্বান্ন বিদুঃ শ্বস্তনম্, না

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাসমান মানবও তদ্রূপ সত্যের চরণ সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন না। রাগ-দ্বেষবর্ত্তী, স্বীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কর্ম করিতে স্বভাবের নিয়মে অক্ষম। রাগ-দ্বেষ-বশগ-হৃদয়ের সমীপে সৎ যে অসদ্রূপে এবং অসৎ যে সদ্রূপে প্রতীয়মান হইবে, তাহা অসম্ভব নহে।

যে পদার্থের প্রতি প্রাকৃতিক নিয়মে যাঁহার রাগ (Attraction) আছে, যদি তাহা প্রকৃতপক্ষে অসৎ হয়, রাগ-দ্বেষ-বশগ ব্যক্তি তথাপি তাহাকে অসৎ বলিয়া স্বীকার করিতে, এবং যে পদার্থ বস্তুতঃ সৎ, স্বভাবের প্রেরণায় যদি তাঁহার তৎপ্রতি দ্বেষ থাকে, তাহা হইলে তিনি কদাচ তাহাকে সৎ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে পারগ হয়েন না। যিনি সত্যবান্, শ্রুতি বলিয়াছেন, তাঁহারই জয়লাভ বা কর্মসিদ্ধি হইয়া থাকে, দেবযানাখ্যপথ সত্য দ্বারা বিতত, যিনি সত্যাশ্রয়ী, দেবযানাখ্য-পথ তাঁহার জন্য সর্ব্বদা অনাবৃতদ্বার। সত্যের যে লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, অখণ্ডৈকরস সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই একমাত্র সত্য পদার্থ, তদ্ভিন্ন সকলই ব্যভিচারী—সকলই মিথ্যা। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যিনি সত্যবান্ তাঁহারই জয়লাভ হইয়া থাকে, বা দেবযানাখ্য-পথ সত্য দ্বারা বিতত, ইত্যাদি স্থলে শ্রুতি সত্য শব্দ দ্বারা কোন্

লোকালোকাবিতি জ্ঞায়েতে, তস্মাদচেতনা ইবোপলক্ষ্যন্তে। পুরুষস্তু বেদ শ্বস্তনম্, বেদ লোকালোকৌ, মর্ত্ত্যেনামৃতত্বমীপ্সতীতি।”—নিরুক্তটীকা।

গো, অশ্ব, প্রভৃতির চৈতন্য ((Instinet) আছে সত্য, কিন্তু ইহারা বিবেকক্ষম বিবেকশক্তিবিশিষ্ট নহে, ইহারা আসন্নচেতন। বিবেকশক্তি (The Power of Discrimination), সাদৃশ্যপ্রমা (The Powcr of Detecting Identity), এবং ধৃতিশক্তি (The Power of Retention), এই ত্রিবিধ মানসশক্তি দ্বারা পৌরুষজ্ঞান অর্জিত হইয়া থাকে। পশ্বাদি ইতর জীববৃন্দে উক্ত শক্তিত্রয় সম্যগ্-রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয় না, ইহারা এইজন্য আসন্ন-চেতন, ইহারা শ্বস্তন ভবিষ্যৎ (Future, what will happen to-morrow); বা লোকালোক—দৃষ্টা-দৃষ্ট বিষয় অবগত হইতে পারে না। পশ্বাদি ইতর জীবগণের চৈতন্য থাকিলেও এই নিমিত্ত ইহাদিগকে অচেতনের ন্যায় উপেক্ষা করা হয়—অচেতনপদার্থশ্রেণীমধ্যে পরিগণিত করা হয়। পুরুষ বিশিষ্টচৈতন্য, পুরুষ শ্বস্তন জানিতে সমর্থ, পুরুষ ইহলোক, পরলোক, দ্বিবিধ লোকেরই তত্ত্বানুসন্ধান করিবার যোগ্য, মর্ত্ত্য শরীরে অবস্থান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পদার্থকে নির্দ্দেশ করিতেছেন ? সত্যশব্দটী যে এখানে সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতেছে না, অত্যল্পচিন্তাতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। তবে 'সত্য' শব্দকে এখানে কোন্ পদার্থের বাচকরূপে গ্রহণ করিতে হইবে ?

পূজ্যপাদ ভগবান্ বেদব্যাস "অহিংসা সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ" এই পাতঞ্জল সূত্রের ভাষ্য করিবার সময়, সত্যের যে লক্ষণ প্রদান করিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস, সত্যশব্দটিকে এস্থলে তল্লক্ষণযুক্ত পদার্থের বাচকরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও উদ্ধৃত শ্রুতিবচন সকলের ভাষ্য করিবার সময় বলিয়াছেন—

"সত্যেনানৃতত্যাগেন—মৃষাবদনত্যাগেন"।

অর্থাৎ অনৃত বা মিথ্যাভাষণ পরিত্যাগ দ্বারা সত্যময় আত্মাকে লাভ করিতে পারা যায়। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে, সত্য-ভাষণই এস্থলে সত্যশব্দের লক্ষ্য পদার্থ। ভগবান্ বেদব্যাস সত্যের যে লক্ষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম হইতেছে—প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-(প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তোপদেশ-দ্বারা যে বিষয় যেরূপে মনিত, বিদিত, প্রতিপন্ন বা অবগত (Known, understood or ascertained) হইবে, পরত্র স্ববোধসংক্রমণার্থ—পরকে তাহা বুঝাইবার জন্য, উচ্চারিতবাক্ যদি অবিকল তদনুরূপ হয়, তাহা যদি বঞ্চিতা—প্রতারণাক্ষমা (Deceptive) ভ্রান্তা—ভ্রমপ্রমাদপরিকলিতা (Mistaken), বা প্রতিপত্তিবন্ধ্যা—অবোধ্যা (Not to be under-stood—unintelligible—above or past comprehension) না হয়, তাহা যদি সর্ব্বভূতোপকারার্থ প্রবৃত্তা (Pronounced or uttered for the purpose of doing good to every being) হয়, ভূতোপঘাতপরা—কোন ভূতের অনিষ্টোৎপাদিকা (Capable of

---

করিয়াও পুরুষ অমৃতত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করে। যাঁহারা ইহলোক-পরলোক দ্বিবিধ লোক অবলোকন করিতে পারেন, শাস্ত্র তাঁহাদিগকেই পুরুষ শব্দে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্ব বুঝিতে বা বিশ্বাস করিতে অপারগ, শাস্ত্রমতে তাঁহারা আসন্নচেতন, তাঁহাদের চৈতন্য দূরদেশে গমন করিতে অশক্ত, তাঁহাদের চৈতন্য স্বল্পপ্রসারী, অস্তিকসঞ্চারী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

inflicting injury to any being) না হয়, ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, তবে তদ্বাক্যকে সত্য বলিয়া পরিগণিত করা হইবে। পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্যোক্ত সত্য লক্ষণও ঠিক্ এইরূপ। মন দ্বারা যথাযথরূপে বস্তুতত্ত্ব বিচারপূর্বক পরত্র স্ববোধ-সংক্রমণার্থ—যথামত বাগুচ্চারণের নাম সত্যভাষণ।১

১ "সত্যং যথার্থে বাঙ মনসে যথাদৃষ্টং যথানুমিতং যথাশ্রুতং তথা বাঙমনশ্চেতি পরত্র স্ববোধ-সংক্রান্তয়ে বাগুক্তা সা যদি ন বঞ্চিতা, ভ্রান্তা বা প্রতিপত্তিবন্ধ্যা বা ভবেৎ ইত্যেষা সর্ব্বভূতোপকারার্থং প্রবৃত্তা ন ভূতোপঘাতায় যদি চৈবমপ্যভিধীয়মানা ভূতোপঘাতাপরৈব স্যান্ন সত্যং ভবেৎ পাপমেব ভবেৎ।"

যোগসূত্রভাষ্য।

যথাদৃষ্ট, যথানুমিত ও যথাশ্রুত এইশব্দত্রয় দ্বারা ভগবান্ যথাক্রমে প্রত্যক্ষপ্রমাণলব্ধ, অনুমান-প্রমাণলব্ধ ও শব্দপ্রমাণলব্ধ এই ত্রিবিধ-প্রমাণ-প্রমিত অনুভবকে লক্ষ্য করিয়াছেন। মনুষ্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণত্রয়দ্বারা যে জ্ঞান অর্জন করে, অপরকে তাহা জানাইবার নিমিত্তই বৈখরীশব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে, পরত্র স্ববোধ সংক্রমণার্থই বিশ্বনিয়ন্তা বাক্শক্তি প্রদান করিয়াছেন।

"মনস্তৎপূর্ব্বং বাচো যুজ্যতে মনো হি পূর্ব্বং বাচো যদ্ধি মনসাভিগচ্ছতি তদ্বাচা বদতি।"— তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ।

অর্থাৎ মনঃ যাহা উপলব্ধি করে, শব্দ দ্বারা তাহাই অভিব্যক্ত হয়। কোন প্রেক্ষাবান্ মনের অবিষয়ীকৃত বস্তু বলিতে ক্ষমবান্ নহেন। মন, বাক্ বা উচ্চারিত শব্দের পূর্বভাব—কারণ। যদুদ্দেশ্য-সাধনার্থ ভগবান্ যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সে শক্তিকে ঠিক্ তদুদ্দেশ্যসাধনার্থ ব্যবহার করাই ধর্ম। স্বীয় ও পরকীয় উপকারার্থ আমরা বাক্শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, মনুষ্য মনু বা মননশক্তিবিশিষ্ট—হিতাহিতবিবেকক্ষম, তাই বিশ্বপিতা মানবের বাগিন্দ্রিয়কে অধিকতর শক্তি প্রদান করিয়াছেন। মানব স্ফুটতর বাক্শক্তি দ্বারা আপনার ও পরের উপকার করিবে, মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার ইহাই অভিপ্রায়। ভগবান্ বেদব্যাস এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, যে বাক্ পরপ্রতারণার্থ প্রযুক্ত হয়, যে বাক্ ভ্রান্তিজ, যে বাক্যের অর্থ পরিগ্রহ হয় না—যাহা অপরের অবোধ্য এবং যাহা সর্বভূতের উপকারার্থ উচ্চারিত না হয়, তাহা সত্যবাক্ নহে। যুধিষ্ঠিরের "সত্যং হতোঽশ্বত্থামেতি" অর্থাৎ "অশ্বত্থামনামক হস্তী হত হইয়াছে সত্য" এতদ্বাক্যদ্বারা দ্রোণাচার্য্য বঞ্চিত হইয়াছিলেন যুধিষ্ঠিরের স্ববোধ—হস্তিহননরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণলব্ধ অনুভব দ্রোণাচার্য্যের হৃদয়ে যথাযথভাবে সংক্রান্ত হয় নাই। দ্রোণাচার্য্য ইহা দ্বারা স্বীয়তনয় অশ্বত্থামা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।"

—পাতঞ্জলদর্শন।

যিনি সত্যপরায়ণ—যিনি সত্যব্রত-পালন করেন, তাঁহার বাক্য অমোঘ—অব্যর্থ বা অবিতথ-ফল হয়। যাহাকে তিনি যাহা বলেন, তাহা কদাচ মিথ্যা হয় না। সত্যব্রত পালন দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার ফল লাভ হয়। যাগাদি ক্রিয়া সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলে, কামনানুরূপ সর্গাদি ফল প্রদান করিতে পারে বটে, কিন্তু সত্যাভ্যাসবান্ যোগী কেবল সত্যব্রত পালন দ্বারা, যাগাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিয়াও যাগাদি-ক্রিয়ানুষ্ঠানকারীর ভোক্তব্য ফল ভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহার

নিহত হইয়াছেন, এইরূপ বুঝিয়াছিলেন। অতএব উহা সত্যবাক্ হয় নাই, উহা বঞ্চিত বাক্ হইয়াছিল।

"ভ্রান্তা বা ভ্রান্তিজা ভ্রান্তিশ্চ বিবক্ষাসময়ে বা জ্ঞেয়ার্থাবধারণসময়ে বা।"

—বাচস্পতিমিশ্র।

ভ্রান্তি হইতে যাহা জাত—উৎপন্ন তাহা ভ্রান্ত। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণত্রয়দ্বারা যাহা অনুভূত হয়, অন্যকে তাহা জানাইবার নিমিত্ত বাগ্‌ব্যবহার। প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণত্রয়দ্বারা জ্ঞেয় পদার্থের অবধারণ করণকালে যদি কোনরূপ ভ্রান্তি না হয়, জ্ঞেয়-পদার্থ্যবধারণকার্য্য যদি যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় এবং স্ববোধ বা স্বীয় অনুভূতি অন্যত্র সংক্রমণ করিবার সময় শক্তি-বৈকল্য কিংবা অসরলতা (Insincerity) নিবন্ধন, বাক্য যদি শুদ্ধরূপে উচ্চারিত না হয়, তবে তাহাকে ভ্রান্তিজবাক্য বলিয়া পরিগণিত করিতে হইবে। অতএব বিবক্ষা-সময়ে বা জ্ঞেয়পদার্থ্যবধারণ সময়ে, ভ্রান্তি এই দুই সময়েই হইতে পারে।

"প্রতিপত্তিবন্ধ্যা যথা আর্যান্ প্রতি ম্লেচ্ছভাষা প্রতিপত্তিবন্ধ্যা নিষ্প্রয়োজনা বা স্যাৎ"।

—বাচস্পতিমিশ্র।

যে বাক্যের অর্থপরিগ্রহ হয় না, শ্রোতা যে বাক্যের কোনরূপ তাৎপর্য্যগ্রহণ করিতে পারেন না, তাহাও সত্যবাক্য নহে, তাহাও নিষ্প্রয়োজন বা অনর্থক। আর্য্যদিগের সমীপে ম্লেচ্ছভাষা প্রতিপত্তিবন্ধ্যা। সত্যবাক্যের যে সকল লক্ষণ উক্ত হইল, তল্লক্ষণবিশিষ্টবাক্যও যদি পরাপকারফলক হয়—অন্যের অনিষ্টজনক হয়, পরোপকারার্থ প্রযুক্ত না হইয়া, যদি তাহা কাহার অনিষ্টোৎপাদনার্থ প্রযুক্ত হয়, তবে তাহাও সত্য নহে, তাদৃশ সত্যাভাসবান্ সত্যব্রত পালনের ফললাভে বঞ্চিত হইবেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অমোঘবাক্‌শক্তি যাগাদি-ক্রিয়ানুষ্ঠান-বিহীন অপর ব্যক্তিকেও স্বর্গাদি-পদ প্রদান করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। ।১

---

১ "ক্রিয়মাণা হি ক্রিয়া যাগাদিকাঃ ফলং স্বর্গাদিকং প্রযচ্ছন্তি। তস্য তু সত্যাভ্যাসবতো যোগিনস্তথা সত্যং প্রকৃষ্যতে যথা স ক্রিয়ায়ামকৃতায়ামপি যোগী ফলমাপ্নোতি। তদ্বচনাৎ যস্য কস্যচিৎ ক্রিয়ামকুর্বতোঽপি ফলং স্বর্গাদিকং প্রযচ্ছন্ত্যো ভবন্তীত্যর্থঃ।', —ভোজবৃত্তি।

"ধার্ম্মিকো ভূয়া ইতি ভবতি ধার্ম্মিকঃ, স্বর্গংপ্রাপ্নুহীতি স্বর্গং প্রাপ্নোতি, অমোঘাস্য বাগ্‌ ভবতি।" —যো. সূ. ভা.।

সত্যপরায়ণব্যক্তি, 'তুমি ধার্ম্মিক হও,' যাহাকে এইরূপ আশীর্বাদ করিবেন, সে নিতান্ত পাষণ্ড লইলেও ধার্ম্মিক হইবে; 'তুমি স্বর্গ প্রাপ্ত হও,' যাহাকে এই কথা বলিবেন, সে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবার অযোগ্য হইলেও স্বর্গপ্রাপ্ত হইবে। সত্যবানের বাক্ কদাচ মিথ্যা হয় না।

ভোজবৃত্তিহইতে বাচস্পতিমিশ্রকৃত টীকার ভাব একটু অন্যরূপ। যথাস্থানে সেকথার উল্লেখ করা হইবে। যিনি সার্বভৌমরূপে সত্যব্রত পালন করেন, তাঁহার বাক্ যে অমোঘ হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই; আমরা ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি।

মহামতি বেকন্, তৎকৃত 'Truth' প্রবন্ধে, Truth এর তাত্ত্বিক (Philosophic), ও ব্যবহারিক (Truth of civil business) এই দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

"Truth, in this Essay, is used in two senses, 1st of philosophic truth or faith, 2nd, of the 'truth of civil business,' or truth of actions, which we should call truthfulness."

—*Edwin A. Abbott.*

পণ্ডিত বেকন্ সত্য কোন পদার্থ (What is truth) বুঝাইতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম—

"Truth has been despised by some sects of philosophers (as by jesting Pilate), and men naturally prefer some mixture of a lie, for its own sake, as well as for the variety of it. Yet truth is in human nature what light is in the world—the sovereign good. The prospect of errors from the *hill* of truth is

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিরূপ ব্যক্তি যথোক্ত সত্যব্রত পালন করিবার যোগ্য।

সত্যের লক্ষণ বিদিত হইলাম, এক্ষণে জানিতে হইবে, এরূপ লক্ষণ-বিশিষ্ট সত্যব্রত পালন করিবার অধিকারী কে। যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, তুর্লভ মানবজীবনের লক্ষ্য কি, তাহা যাঁহার

---

full of pleasure, and to turn on the poles of truth is the true heavenly motion. As for truth in action, or truthfulness, it may be inconvenient but it is noble; falsehood is impious as well as base, and calls for divine vengeance."

—*Edwin A. Abott.*

বেকনের উক্তি—

"Certainly there be that delight in giddiness, and count it a bondage to fix a belief; affecting free will iu thinking as well as in acting." o o o

"But however these things are thus in men's depraved judgments and affections, yet truth, which only doth judge it-self, teacheth, that the inquiry of Truth, which is the love-making or wooing of it, the knowledge of Truth, which is the presence of it, and the belief of Truth, which is the enjoying of it, is the sovereign good of human nature."

শাস্ত্র হইতে সত্যের যে লক্ষণ পাওয়া গিয়াছে, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট। পণ্ডিত বেকন্ সত্য সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে কি সত্য কোন্ পদার্থ (What is truth), এ প্রশ্নের সমীচীন উত্তর পাইয়াছি ?

"Many objections have been urged against the very effort to cultivate such a habit. One is, that we cannot be required to make Truth our main object, but happiness; that our ulti-mate end is not the merc knowledge of what is true, but the attainment of what good to ourselves and to others. But this, when urged as an objection to the maxim, that Truth should be sought for its own sake, is evidently founded on a mistake as to its meaning."— *Richard Whately.*

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অভ্রান্তরূপে নিশ্চিত হইয়াছে, সত্যময় আত্মাই মানবের দ্রষ্টব্য, এই শ্রুত্যুপদেশ যাঁহার ঠিক হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং যাবৎ চিত্ত শুদ্ধ না

সত্য কোন্ পদার্থ, সত্যব্রত পালনের উদ্দেশ্য কি, সত্যকে ভালবাসা ও সত্যাভ্যাসবান্ হওয়া এতদুভয়ের পার্থক্য কি, যাঁহারা এই সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা সত্যব্রত অবলম্বন করা সম্বন্ধে নানাবিধ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন। একটী আপত্তি হইতেছে—সত্য কি, তাহা জানাই আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য হইতে পারে না, সুখই বস্তুতঃ জীবনের ঈপ্সিততম। যাহা স্বকীয় ও পরকীয় হিতকর, কোন্ উপায়ে তাহা সমাসাদিত হইবে, মনুষ্যজীবনের তাহাই লক্ষ্য। সত্যের জন্য সত্য অন্বেষণীয়, এই উপদেশের অর্থ হৃদয়ঙ্গম না হওয়াতেই এতাদৃশ আপত্তি সকল উত্থাপিত হইবার অবসর হইয়াছে।

স্পাইনোজা (Spinoza) সত্যের লক্ষণ প্রদান করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

Undoubtedly truth, in the, literal, theoretical signification of this word, is the agreement between thought and that portion of reality to which thought is directed."

পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যপ্রদত্ত 'যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, যদি তাহা সেরূপ কদাচ ত্যাগ না করে—সেরূপের যদি কখন অন্যথা না হয় —ব্যভিচার না ঘটে, তবে তাহাকে সত্য বলে, এই সত্যলক্ষণের সহিত, স্পাইনোজার সত্যলক্ষণের তুলনা করিয়া দেখিবেন। স্পাইনোজা আরিষ্টটালের সত্যলক্ষণই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আরিষ্টটালকৃত সত্যলক্ষণের সারাংশটুকু তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। সত্যাসত্য-নির্ব্বাচন দ্বৈতজ্ঞান দ্বারা হইয়া থাকে, দ্বৈতজ্ঞান প্রমাণাধীন। অনন্যসম্বদ্ধ বিজ্ঞানের (Isolated representation) সত্যাসত্য নির্ব্বাচন হইবে কিরূপে? যে বিজ্ঞান কোনরূপ প্রমাণদ্বারা নিশ্চিত না হয়, তাহা সত্য কি মিথ্যা বলিতে পারা যায় না। পণ্ডিত ইউবার্‌ওয়েগের (Ueberweg) History of Philosophyতে এই সকল কথার উল্লেখ আছে যথা—

"But it is not the isolated representation (idea) which is true or false, but only, the combination of representations in a judgment (an affirmation) ; when a representation does not enter into some form of assertion, there subsists neither the relation of truth nor of falsehood. This just observation, of Aristotle Spinoza has here left unnoticed."

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সত্যলক্ষণে এ দোষ স্পর্শ করে নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইবে, যাবৎ হৃদয় রোগ-দ্বেষ-শূন্য না হইবে, স্থূল-সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার পদার্থতত্ত্ব যাবৎ অভ্রান্তরূপে অবধারিত না হইবে, সর্বভূতে আত্মবৎ প্রীতি যাবৎ দৃঢ় না হইবে, যাবৎ হৃদয়ে বিশ্বজনীন প্রেমের উদয় না হইবে, তাবৎ লক্ষ্য সমধিগত হইবে না, তাবৎ প্রাণের প্রাণকে দেখিতে পাইব না, তাবৎ জন্ম জরাদি-দুঃখ-সঙ্কুল ভীমভবার্ণবে পুনঃ পুনঃ উন্মজ্জিত—নিমজ্জিত হইতে হইবে, যিনি ইহা বুঝিয়াছেন, তিনিই সত্যব্রত পালন করিবার যোগ্য।

শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আপ্তব্যক্তিই সত্যবান্ এবং তিনিই উপদেষ্টার আসন অধিকার করিবার যোগ্য।

অনুভব দ্বারা যিনি সর্ব্ব পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন—নিখিল বস্তুতত্ত্ব যাঁহার অভ্রান্তরূপে নিশ্চিত হইয়াছে, যাঁহার হৃদয় রাগ-দ্বেষ-বিনির্মুক্ত, রাগাদির বশীভূত হইয়াও যিনি অপ্রকৃত কথা বলেন না, শাস্ত্রে তাদৃশ পুরুষকে 'আপ্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সত্যের যে লক্ষণ পাইয়াছি, বলা বাহুল্য, সে লক্ষণ এই আপ্ত পুরুষেই লক্ষিত হইতে পারে, আপ্তব্যক্তিই সত্যবান্। আপ্তপুরুষবৃন্দ যাহা উপদেশ দেন, আত্মহিতার্থীর অবনতমস্তকে তৎপালনের চেষ্টা করা উচিত। যাঁহার হৃদয় রাগ-দ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত হয় নাই, নিখিল বস্তুতত্ত্ব যাঁহার অভ্রান্তরূপে নিশ্চিত হয় নাই, তাঁহার বাণী সর্ব্বথা সত্য হইতে পারে না, তাঁহার বাণী বঞ্চিতা, ভ্রান্তা বা প্রতিপত্তিবন্ধ্যা হওয়া সম্ভব, তাঁহার বাণী সর্ব্বভূতের উপকারার্থ প্রবৃত্ত না হইতে পারে, তদুক্ত বাণী-দ্বারা পরের অপকার হওয়া অসম্ভব নহে।

আমরা বেদচরণাশ্রিত, আমাদের বিশ্বাস বেদ অপৌরুষেয়, বেদ অভ্রান্ত, বেদ নিত্য, বেদই সত্যজ্ঞান প্রসূতি, বেদই নিখিল ধর্ম্মের মূল, আমাদের স্বভাবজ দৃঢ়প্রত্যয়, বেদের উপদেশ শিরোধার্য্য ও পালন করিতে না পারিলে আমাদের কদাচ কল্যাণ হইবে না। বেদ বলিয়াছেন, সত্যবানেরই জয়লাভ হইয়া থাকে, সত্যব্রতেরই কর্ম্মসিদ্ধি হয়, সত্যব্রত-পরায়ণ হইতে না পারিলে সত্যময় আত্মার দর্শনলাভ হইবে না, দেবযানাখ্য পথ সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্যের লক্ষণ অবগত হইয়াছি, বুঝিয়াছি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা যে বিষয় যেরূপে মনিত,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিদিত, প্রতিপন্ন বা অবগত হইবে, পরত্র স্ববোধসংক্রমণার্থ উচ্চারিতবাক্ যদি অবিকল তদনুরূপ হয়, তাহা যদি বঞ্চিতা, ভ্রান্তা ও প্রতিপত্তিবন্ধ্যা না হয়, তাহা যদি সর্ব্বভূতের উপকারার্থ প্রবৃত্তা হয়, তদ্দ্বারা যদি কাহারও কোনরূপ অপকার না হয়, তবে তাহা সত্যবাক্। অবগতি হইয়াছে, রাগ-দ্বেষ-বশবর্ত্তী সর্ব্বদা সত্যবাক্য উচ্চারণ করিবার যোগ্য নহেন। রাগ-দ্বেষ-বশবর্ত্তী, ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্ত ব্যক্তি যদি সর্বথা সত্যব্রত পালন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে সংসারে কাহারও সহিত কাহারও মতবিরোধ থাকিত না, তাহা হইলে এক ব্যক্তি অদ্য একরূপ কল্য অন্যরূপ মতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না, তাহা হইলে ফিলজফী, ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী থিওলজীর মত ও সিদ্ধান্ত সকল কখন গ্রহণ কখন বা ত্যাগ করিত না, তাহা হইলে ইহাকে (ফিলজফী) একবার জড়বিজ্ঞানের উপদেশ শ্রবণ করিতে, জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে তত্ত্বজিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিতে, অন্যবার জড়বিজ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করিতে, জড়-বিজ্ঞানের উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে দেখিতে হইত না, ১ তাহা হইলে

---

১ "Philosophy, as we have seen in the various phases of its history, has always had onc aim, that of furnishing. an Explanation of the world, of man and of Society ; but it has sought that aim by varions routes. To solve the problems of existence and to supply a rule of life, have constituted its purpose more or less avowed. Steady in this purpose, it has been vacillating in its means : now borrowing and now rejecting the principles and conclusions of its rival Theology ; now claiming and now violating the methods of Science ; unwilling to follow either, incapable of advancing alone. o o o o o With respect to general doctrines, then, we find the state of Europe to be this : Theologies opposed to Theologies ; Philosophies opposed to Philosophies ; and Theology and Philosophy at with each other.

The History of Peilosophy G. H. Lowes. The Positire Philosophy.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আজ রিলিজন্ পূজিত, বিজ্ঞান (Science) অবমত, কল্য বিজ্ঞান পূজিত, রিলিজন অবজ্ঞাত হইত না, তাহা হইলে পণ্ডিতগণ পরস্পর পরস্পরের মত খণ্ডন করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইতেন না, তাহা হইলে জ্ঞানী (অবশ্য প্রকৃতজ্ঞানী নহেন) ভক্তকে, ভক্ত কর্ম্মীকে নিন্দা করিতেন না। অতএব রাগ-দ্বেষ-বশগ ব্যক্তি সার্বভৌম সত্যব্রত পালন করিবার যোগ্য নহেন। ১

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ নাম দিয়া গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সহস্রের মধ্যে অন্ততঃ একজনও ইহা পাঠ করিতে পারেন, সহস্রের মধ্যে অন্ততঃ একজনের হৃদয়েও আমার অনুভব সংক্রমণ করিতে পারে। আমার হৃদয় আমি ত জানি রাগ-দ্বেষ-শূন্য নহে, আমি ত জানি ইহা অবিদ্যার শাসনাধীন, সময়ে সময়ে তাই মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হয়, অর্থের জন্য আবার কোন মহাপাপপঙ্কে নিমগ্ন হইব ভাবিয়া বিহ্বল হই। অযথা-ভাবে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিলে যে মহাপাপ হয় পার্থিবলাভের আকাঙ্ক্ষায় ভ্রান্তজ্ঞান সত্য বলিয়া, অপরের হৃদয়ে সংক্রামিত করিলে যে দুরত্যয়, দুঃখসঙ্কুল, ঘোর অন্ধকারময় লোকে নিপতিত হইতে হয়, আমি তাহা বিশ্বাস করি। উপদেষ্টার আসন আজকাল যেপ্রকার সুগম হইয়াছে, পূর্ব্বে ইহা সেপ্রকার সুগম বলিয়া বলিয়া বিবেচিত হইত না, রাগ-দ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত, নিখিলবস্তুতত্ত্বজ্ঞ, পরহিতৈকব্রত মহাজন ভিন্ন, এ আসনে অন্য কোন ব্যক্তি (অবশ্য পাপে যাঁহার ভয় আছে, সত্যে যাঁহার আস্থা আছে) উপবেশন করিতে সাহস করিতেন না। উপদেষ্টার দায়িত্ব যে কত গুরুতর, বর্ত্তমান সময়ে সাধারণতঃ তাহা চিন্তা করা হয় না। পূর্ব্বে সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষি বা তপস্বী ভিন্ন বিপদাস্পদ এ গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আর কেহ অগ্রসর হইতেন না। পূজ্য-পাদ ভগবান্ যাস্ক স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন যে, যাঁহারা ঋষি (সাক্ষাৎকৃতধর্ম্ম) বা তপস্বী (নির্দ্দগ্ধকল্মষ—নিষ্পাপ) নহেন,

---

১ রাগ-দ্বেষ-বশবর্ত্তী মনুষ্য যে সার্ব্বভৌমরূপে সত্যব্রত পালন করিতে পারে না, শ্রুতি নিম্নোদ্ধৃত বচনসমূহ দ্বারা তাহাই বুঝাইয়াছেন, যথা—

"অথো খল্বাহুঃ কোঽর্হতি মনুষ্যঃ সর্ব্বং সত্যং বদিতুং সত্যসংহিতা বৈ দেবা অনৃতসংহিতা মনুষ্যা ইতি বিচক্ষণবতীং বাচং বদেৎ।" ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহাদের কখন বেদের প্রকৃত অর্থ দর্শন হয় না। যাঁহারা ঋষি বা তপস্বী, বেদাদি শাস্ত্রের তাঁহারাই উপদেষ্টা হইবার মুখ্য অধিকারী, উপদেষ্টার আসনগ্রহণ করিবার তাঁহারাই যোগ্য।

ঋষি বা তপস্বী ভিন্ন উপদেষ্টার আসনে উপবেশন করিবার অধিকার যদি অন্য কাহার না থাকে, তবে ঋষি বা তপস্বীদিগের তিরো-ভাবের পর হইতেই বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা কার্য্য একেবারে স্থগিত হয় নাই কেন ?

ভগবান্ যাস্ক লোকের মনে এইরূপ সংশয় উত্থিত হইবে জানিয়াই বলিয়াছেন,—

"পারোবর্য্যবিৎস্থ তু খলু বেদিতৃষু ভূয়োবিদ্যঃ প্রশস্যো ভবতীত্যুক্তং পুরস্তান্মনুষ্যা বা ঋষিষুৎক্রামৎস্থ দেবানব্রুবন্ কো ন ঋষির্ভবিষ্যতীতি তেভ্য এতং তর্কমৃষিং প্রায়চ্ছন্।" —নিরুক্ত।

অর্থাৎ যাঁহারা পারোবর্য্যবিৎ—গুরুপরম্পরাক্রমে যাঁহারা বেদবিদ্যা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা বহুবিদ্য—বিবিধবিদ্যাপারদর্শী, বেদার্থ পরিজ্ঞানে তাঁহারা প্রশস্য। ভগবান্ যাস্কের এতদ্বাক্যের মর্ম্ম হইতেছে, ঋষি বা তপস্বিকুল যখন অন্তর্হিত হইবেন, তখন গুরুপরম্পরাক্রমে লব্ধবিদ্য নানাশাস্ত্রবিদ্ পুরুষদিগকেই উপদেষ্টার আসনে উপবেশন করাইতে হইবে ; এতাদৃশ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণই তখন ঋষির কার্য্য সম্পাদন করিবেন। প্রদত্ত উপদেশের প্রামাণিকত্ব প্রদর্শনার্থ ভগবান্ এইস্থলে নিম্নব্যাখ্যাত ঐতিহাসিক প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্বে কোন সময়ে—ঋষিরা যখন ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে থাকিলেন, তখন বেদবিদ্যাপিপাসু সত্যানুসন্ধিৎসু মনুষ্যবৃন্দ, হতাশহৃদয়ে দেবতা-গণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,

অতঃপর আমাদের কি গতি হইবে? আমরা কাহার শরণ গ্রহণ করিব, কে কে আমাদের ঋষি হইবেন? দেবতাগণ এতদুত্তরে বলিয়া-ছিলেন, অতঃপর তর্ককে ঋষিস্থানীয় করিবে, আমরা তোমাদিগের জন্য তর্ককেই ঋষিরূপে নির্দ্দেশ করিলাম। একথার তাৎপর্য্য হইতেছে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষিদিগের অবিদ্যমানে, বহুবিদ্যাপারগ পুরুষবৃন্দকেই উপদেষ্টার আসনে উপবেশন করাইতে হইবে, ইহাঁদিগকেই ঋষিবৎ মান্য করিতে হইবে। ১

১ সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষিদিগের অবিদ্যমানে 'তর্ককে' ঋষিস্থানীয় করিবে, দেবগণের এবম্প্রকার উপদেশের তাৎপর্য্য কি, চিন্তা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি, সঙ্কেপে পাঠকদিগকে জানাইতেছি।

কার্য্য বা বিকার—পদার্থের অন্তঃ ও বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা। কার্য্য বা বিকার পদার্থের যে অবস্থা ব্যক্ত—স্থূল, যে অবস্থা প্রত্যক্ষীভূত বা দৃষ্ট হয় (which lies nearer the senses) তাহা ইহার বাহ্যাবস্থা, এবং যে অবস্থা তদ্বিপরীত—যে অবস্থা অব্যক্ত—সূক্ষ্ম (Invisible, Unseen), ইহা ইহার আন্তরাবস্থা। 'বহিঃ'-শব্দটীর নিরুক্তি হইতেই পূর্ব্বোক্ত অর্থের প্রতিপত্তি হইয়া থাকে।

'বহির্বাহ্যে'—

অমরকোষ।

অর্থাৎ বহিঃ ও বাহ্য ইহারা সমানার্থক। 'বহ প্রাপণে' এই প্রাপণার্থক 'বহ' ধাতুর উত্তর 'ইস্' প্রত্যয় করিয়া 'বহিঃ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা বাহ্য—প্রাপ্য—ইন্দ্রিয়গম্য তাহা 'বহিঃ'।

"ব্যক্ততাব্যক্ততামাত্রভেদো হ্যান্তরবাহ্যয়োঃ।" —সাংখ্যসার।

অর্থাৎ ব্যক্ততাব্যক্ততা ভেদ ব্যতীত আন্তর ও বাহ্যের মধ্যে অন্য কোন প্রকার ভেদ নাই। এই ব্যক্তাব্যক্ত বা স্থূল-সূক্ষ্ম অবস্থাদ্বয়ই যথাক্রমে কার্য্য ও কারণ এই শব্দদ্বয়দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে।

"তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পম্।"

—পাং দং কৈঃ পা, ৩০ সূত্র।

ভাবার্থ।

যথাশাস্ত্র সাধনাদ্বারা চিত্ত যখন নিখিল আবরণমলবিনির্ম্মুক্ত হয়—সর্ব্বতোভাবে বিমল হয়, তখন ইহা অনন্ত বা পরিচ্ছেদরহিত হইয়া থাকে। জ্ঞানের যদ্দ্বারা জানা যায়, এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে)—চিত্ত-সত্ত্বের আনন্ত্যবশতঃ জ্ঞেয়—প্রকাশ্য—তৎকালে তদপেক্ষায় অল্প হয়; শরৎকালীনঘনপটলবিমুক্ত, সুতরাং সর্ব্বতঃ প্রদ্যোতমান শুভ্রকর-শশধরের প্রকাশানন্ত্যনিবন্ধন, প্রকাশ্য ঘটপটাদি তাহার তুলনায় যে প্রকার অল্প হইয়া থাকে, অপেতমলমেঘ—চিত্তসত্ত্বের সমীপে জ্ঞেয়ও সেইপ্রকার অল্প হয়। জ্ঞানোৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহা অবগত না

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধুলক্ষণ।

লক্ষ্যভ্রষ্টদিগের লক্ষ্য স্থির করিয়া দেওয়া, দিঙ্‌মূঢ়দিগের গন্তব্য দিক্ নির্ণয় করিয়া দেওয়া, বিভ্রান্তমতিদিগের ভ্রমাপনোদন করিয়া

হইলে, এই অমূল্যপাতঞ্জল-সূত্রটীর যথাযথ মর্ম্মোপলব্ধি হইবে না, ভগবান্ ভাষ্যকার তজ্জন্যই ইহার ভাষ্য করিবার সময়ে সংক্ষেপে জ্ঞানোৎপত্তিপ্রক্রিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

ভগবান্ ভাষ্যকারের উক্তি—

তমসাভিভূতমাবৃতং জ্ঞানসত্ত্বং ক্বচিদেব রজসা প্রবর্ত্তিতং উদ্ঘাটিতং গ্রহণ-সমর্থং ভবতি। তত্রযদা সর্বৈরাবরণমলৈরপগতমলং ভবতি তদা ভবত্যস্যানন্তং জ্ঞানস্যানন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পং সম্পদ্যতে।”—

প্রাবৃট্‌কালে জলধরপটলসমাবৃত শশধর, জগৎপ্রাণ পবনদেবের অনুগ্রহে, কখন কখন মেঘকবলবিমুক্ত হওয়ায়, যেমন স্বরূপ ও পররূপের প্রকাশক হইতে সমর্থ হয়েন, বারিপণী-(পানা)-সমাচ্ছন্ন পুষ্করিণীর বারি, করদ্বারা আস্ফালিত হইলে, কিয়ৎক্ষণের জন্য (করাপসারিতবারিপণী গুলি যাবৎ নিজস্থান পুনরাক্রমণ না করে,) যেমন পরিদৃষ্ট ও তৎপতিত প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারগ হয়, তমোঽভিভূত জ্ঞানসত্ত্বও সেইরূপ কখন কখন ক্রিয়াশীলরজোগুণপ্রসাদে উদ্ঘাটিত বা অপগতমল হইয়াজ্ঞেয়কে—তৎপ্রতিবিম্বিতপদার্থজাতকে- গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। বিষয়াসক্ত মলিনচিত্তের জ্ঞানোৎপত্তি এই প্রকারে হয়। চিত্ত যদি কোন উপায়ে সর্ব্বতোভাবে, ও সর্ব্বকালের জন্য তমোবিনির্মুক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে ইহা তখন অপরিমেয় হয়—অনন্ত-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অনন্তজ্ঞানের তুলনায় পরিচ্ছিন্নজ্ঞেয় এইকাল নিশ্চয়ই অল্প। যোগসাধনদ্বারা মানব যে সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে, যোগসানব্যতিরেকে সর্ব্বজ্ঞ হইবার যে অন্য উপায় নাই, এবং বিষয়াসক্ত মলিন-হৃদয়ে যে প্রকৃতজ্ঞানের বিকাশ হয় না, এতদ্দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইল।

স্থূল-সূক্ষ্ম বা ব্যক্তাব্যক্ত পদার্থের এই দ্বিবিধ অবস্থাই যিনি সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করেন, দেশকাল যাঁহার সর্বদর্শিনয়নের গতিকে অবরোধ করিতে পারে না—যিনি ত্রিকালদর্শী, তাদৃশপুরুষের সকল জ্ঞানই প্রত্যক্ষ, কোন পদার্থের কোন অবস্থাই তাঁহার প্রত্যক্ষের অবিষয় নহে। এইরূপ ব্যক্তির জ্ঞান—অনুমান (Reasoning Inference) প্রমাণের মুখাপেক্ষা করে না। যাঁহাদের দৃষ্টি স্থূল, যাঁহারা লোকালোকদর্শী নহেন, যাঁহারা আসন্নচেতন, তাঁহাদিগকেই অনুমান প্রমাণের উপরি নির্ভর করিতে হয়, তাঁহাদিগকেই তর্কের শরণগ্রহণ করিতে হয়। অম্রজনক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেওয়া সাধূচিত কার্য্য, সন্দেহ নাই। 'সাধ সংসিদ্ধৌ' সংসিদ্ধ্যর্থক এই 'সাধ' ধাতুর উত্তর 'উণ্' প্রত্যয় করিয়া 'সাধু' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। ১

"সাধ্নোতি পরকার্য্যমিতি সাধুঃ।"—

উণাদিবৃত্তি।

অর্থাৎ যিনি পরকার্য্য সাধন করেন, যিনি পরহিতৈক-ব্রত, তিনি 'সাধু'। অতএব সাধু শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ হইতেই প্রতিপন্ন হইল, লক্ষ্যভ্রষ্টদিগের লক্ষ্য স্থির করিয়া দেওয়া, দিঙ্‌মূঢ়দিগকে কোন্ পথ অবলম্বনীয় তাহা বলিয়া দেওয়া, ভ্রান্তমতিদিগের ভ্রমাপনোদন করিয়া দেওয়া, সাধুচিত কর্ম্ম। এসকল সাধুচিত কর্ম্ম তাহা বুঝিলাম, এবং যিনি এই সকল কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, তিনি যে সাধু পদবাচ্য ২ তাহাও বিদিত হইলাম, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, কিরূপ ব্যক্তি ঐ সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবার যোগ্য? এ প্রশ্নের নিশ্চয়ই, যাঁহার লক্ষ্য স্থির হইয়াছে, গন্তব্যমার্গ যাঁহার অভ্রান্তরূপে অবধারিত হইয়াছে, যিনি স্বয়ং ভ্রান্তিশূন্য, এবং যাঁহার রাগ-দ্বেষ-বিহীন পবিত্র হৃদয়গগনে বিশ্বজনীনপ্রেমসুধাকর নিত্য বিরাজমান, তিনিই ঐ সকল সাধুচিত কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযুক্ত পাত্র, ইহাই সদুত্তর। স্বকার্য্য যাঁহার সাধিত হয় নাই, তাঁহাদ্বারা কখন পরকার্য সাধিত হইতে পারে

(Oxygen) ও জলজনক (Hydrogen) এই দুইটী মূল পদার্থ (অবশ্য বিদেশীয় রসায়ন-শাস্ত্রমতে) জলের উপদান, অম্লজনক ও জলজনক এই পদার্থদ্বয়ের সংযোগে জল উৎপন্ন হইয়া থাকে, যিনি ইহা অবগত আছেন, জল কোন্ পদার্থ তাহা জানিবার জন্য তাঁহাকে আর তর্কের আশ্রয় লইতে হয় না।

তপস্যানির্দ্দগ্ধকল্মষ, আবির্ভূতপ্রকাশ, সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষিদিগের অন্তর্দ্ধানের পর তর্ককে ঋষিস্থানীয় করিবে এতদ্বাক্যের তাহা হইলে তাৎপর্য্য হইতেছে, পদার্থের স্থূল—সূক্ষ্ম সর্বপ্রকার অবস্থা নিরীক্ষণ করিবার শক্তি যখন বিলুপ্ত হইবে, তখন অগত্যা অসন্নিকৃষ্ট পদার্থ-তত্ত্ব নিরূপণার্থ অনুমান বা তর্কবিচারাদির শরণ গ্রহণ করিতে হইবে।

১ "কৃবাপাজিমিস্বদিসাধ্যশুভ্য উণ্।" উ ১।৪

২ আজকাল 'সাধু' কথাটীর নিশ্চয়ই সাধারণতঃ অপব্যবহার হইয়া থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না ; যিনি স্বয়ং চক্ষুষ্মান্ নহেন, তিনি কদাচ অন্যের পথ প্রদর্শক হইতে পারেন না; অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের দুর্গতি অবশ্যম্ভাবিনী ;

শাস্ত্রমাত্রেই চিকিৎসা-শাস্ত্র।

দুর্ব্বিষহ-যাতনাপ্রদ-ব্যাধিকর্ত্তৃক উপদ্রুত, সনাথ হইয়াও অনাথের ন্যায় বিচেষ্টমান, রোদনপরায়ণ প্রাণীর উপযুক্ত ভেষজ ১ ব্যবস্থা দ্বারা রোগোপশম করিয়া দেওয়া সাধূচিত কার্য্য বটে, বিপন্নকে বিপদ্ হইতে ত্রাণ কারতে পারিলে হৃদয়ে বিমল আনন্দের উদয় হয় সত্য, যে মানব যে পরিমাণে পরহিতসাধন করিতে সমর্থ, তিনি যে সেইপরিমাণে মহৎ তাহাও স্বীকার্য্য, কিন্তু রোগপ্রতিক্রিয়া-সামর্থ্য যাঁহার নাই— যিনি চিকিৎসাবিদ্যা-পারদর্শী নহেন, যদি তিনি কোন আর্ত্তের আর্ত্তনাদে করুণার্দ্র কিংবা যশের আকাঙক্ষায় বা ধনলোভে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহার রোগ-নিরসনার্থ ঔষধব্যবস্থা করেন—তাঁহাকে নিরাময় করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এতদ্দ্বারা উপকার না হইয়া তীব্র অপকারই হইয়া থাকে। এরূপ কার্য্য কি ইহলোক কি পরলোক উভয় লোকেরই কল্যাণ-নাশক, ইহা কদাচ শুভফল প্রসব করে না,—এতাদৃশকর্ম্ম নিরয়গমনমার্গ পরিষ্কার করে। একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, শাস্ত্রমাত্রেই চিকিৎসা-শাস্ত্র, সাক্ষাৎপরম্পরাভাবে রোগনিবারণার্থই সকলশাস্ত্র আবির্ভূত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এইত্রিবিধরোগের প্রতীকারোপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই নানাবিধ শাস্ত্রের উদয় হইয়াছে। তবে কোন শাস্ত্র মূলব্যাধির তত্ত্বানুসন্ধান ও ভেষজ ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছে, কেহ উপদ্রবের চিকিৎসার্থ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

ব্যাধি-ও-চিকিৎসা-লক্ষণ।

"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।"—

সাং দং ১।১

পূজ্যপাদ ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন, আধ্যাত্মিকাদি দুঃখত্রয়ের অত্যন্তনিবৃত্তিই অত্যন্তপুরুষার্থ। ভগবান্ ধন্বন্তরি ব্যাধিসমুদ্দেশীয়

---

১ "ভেষং রোগং জয়তীতি ভেষজম্।" —অমরকোষটীকা।
অর্থাৎ যাহা ভেষ—রোগকে জয় করে, তাহা 'ভেষজ'।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া উপদেশ করিয়াছেন—

"তদ্দুঃখসংযোগো ব্যাধি রিতি, তচ্চ দুঃখং ত্রিবিধমাধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকমিতি।"—

আত্মাতে দুঃখসংযোগের নাম ব্যাধি। দুঃখ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভেদে ত্রিবিধ।

"চিকিৎসা রুক্‌প্রতিক্রিয়া।"—

অমরকোষ।

অর্থাৎ রোগের প্রতিক্রিয়া—নিরসনের নাম চিকিৎসা। অতএব শাস্ত্রমাত্রেই যে চিকিৎসা-শাস্ত্র, আধ্যাত্মিকাদি রোগত্রয়ের নিবারণার্থই যে সকল শাস্ত্রের জন্ম হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

মুখ্য-ও-গৌণ চিকিৎসা-শাস্ত্র।

রোগ, আরোগ্য, রোগনিদান ও ভৈষজ্য, চিকিৎসা-শাস্ত্রের এই কয়টী প্রতিপাদ্য বিষয়। মূলরোগ, মূলরোগের অত্যন্ত-নিবৃত্তি মূলরোগনিদান ও মূলরোগের ভৈষজ্য, যে চিকিৎসা-শাস্ত্র এই সকল বিষয়ের উপদেশ করিবার নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাই মুখ্য-চিকিৎসা-শাস্ত্র, ইহারই নাম মোক্ষশাস্ত্র, এবং যে সকল শাস্ত্র উপদ্রবের চিকিৎসার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় নির্দ্ধারণ যাহাদের উদ্দেশ্য নহে, তাহারা গৌণ-চিকিৎসা-শাস্ত্র।

জ্ঞান-ও-বিজ্ঞান।

"মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।"—

অমরকোষ।

অমরসিংহ মোক্ষফলিকাধীকে (মোক্ষোপযোগিবুদ্ধিকে) 'জ্ঞান' এবং তদন্যফলিকা শিল্প (Art) ও শাস্ত্র (Material Science)-বিষয়ক বুদ্ধিকে 'বিজ্ঞান' এই নাম দিয়াছেন। মুকুট ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুকুটের মতে মোক্ষনিমিত্ত শিল্প ও শাস্ত্র বিষয়ক ধী—'জ্ঞান,' এবং অন্যনিমিত্ত (জাগতিক সুখভোগার্থ) শিল্প ও শাস্ত্র বিষয়ক ধী—'বিজ্ঞান'। ১ অমরসিংহ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের যেরূপ লক্ষণ প্রদান

১ "মোক্ষ ইতি নিমিত্তসপ্তমী। মোক্ষনিমিত্তং শিল্পশাস্ত্রয়োর্ধীর্জ্ঞানমুচ্যতে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বলিতে পারি, বিদেশীয় পণ্ডিতগণ শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক-হইলেও জ্ঞানী নহেন, উপদ্রবের চিকিৎসার্থ তাঁহাদের শরণ গ্রহণীয় হইলেও, মূল-রোগপ্রতিক্রিয়ার জন্য তাঁহাদের শরণ গ্রহণীয় নহে। মূলরোগ যাঁহাদের সমীপে রোগ বলিয়াই নিশ্চিত হয় নাই, ক্ষুৎপিপাসা, জন্মজরা, মৃত্যুনিদ্রা প্রভৃতি স্বাভাবিক ব্যাধি-সমূহকে যাঁহারা ব্যাধি বলিয়া গণ্য করেন না, দুর্ব্বিষহভবরোগনিবারণেচ্ছুর তাঁহাদিগদ্বারা কি উপকার হইতে পারে?

চিকিৎসক-লক্ষণ।

"একং শাস্ত্রমধীয়ানো ন বিদ্যাচ্ছাস্ত্রনিশ্চয়ম্।
তস্মাদ্বহুশ্রুতঃ শাস্ত্রং বিজানীয়াচ্চিকিৎসকঃ ॥"

—সুশ্রুতসংহিতা।

যিনি একটীমাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহার অধীতশাস্ত্রের প্রকৃতমর্ম্মোপলব্ধি হয় না, প্রত্যেকশাস্ত্রের সহিত প্রত্যেকের সম্বন্ধ আছে, প্রত্যেকশাস্ত্রে প্রত্যেকশাস্ত্রের কথা আছে, অতএব কোন শাস্ত্রের প্রকৃতমর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে বহুশাস্ত্র শ্রবণ করা প্রয়োজনীয়। যে চিকিৎসক বহুশ্রুত—বিবিধ শাস্ত্রদর্শী, তিনিই চিকিৎসাশাস্ত্রকুশল হইতে পারেন, তাঁহাদ্বারাই চিকিৎসাকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। যে কোন বিদ্যাই হউক তাহা আগমকাল—গুরুসকাশ-হইতে গ্রহণকাল, স্বাধ্যায়কাল—অভ্যাসকাল, প্রবচনকাল—অধ্যাপনকাল ও ব্যবহারকাল এই চারিপ্রকারে উপযুক্তা—অভীষ্টফল-দানসমর্থা হইয়া থাকে। যাঁহার বিদ্যা প্রাগুক্ত চতুর্ব্বিধ উপায়ে উপযুক্তা হয় নাই, তাঁহাদ্বারা কাহারও বিশেষ কোন উপকার হইতে পারে না। ভগবান্ ধন্বন্তরিও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি গুরুমুখোদগীর্ণ (গুরুমুখোচ্চারিত) শাস্ত্র গ্রহণ ও পুনঃ পুনঃ অভ্যাসপূর্বক—পূর্বোক্ত-প্রকারে গুরুমুখোদগীর্ণ শাস্ত্রার্থ সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া চিকিৎসা-

ভানুজিদীক্ষিত বলেন, মুকুটের ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত নহে। শিল্প-জ্ঞান মোক্ষোপযোগী হইতে পারে না।

"তন্ন। শিল্পজ্ঞানস্য মোক্ষেঽনুপযোগাৎ।"

ভানুজিদীক্ষিতকৃত অমরকোষটীকা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই বৈদ্য, অন্যে তস্কর ১।

চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী হইতে হইলে কি করা কর্ত্তব্য, কিরূপ গুণ-সম্পন্ন চিকিৎসকের হস্তে রোগী চিকিৎসার্থ নির্ভয়ে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তাহা সম্ভবতঃ অনেকেরই জানা আছে। যিনি স্বয়ং রোগের যাতনায় অস্থির, যিনি বহুশাস্ত্রজ্ঞ ও কর্ম-নিষ্ণাত—কর্ম্মনিপুণ (Practical man) নহেন, কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, বোধ হয়, তাঁহার হস্তে চিকিৎসার্থ নির্ভয়ে আত্মসমর্প্পণ করেন না। পূজ্যপাদ ভগবান্ ধন্বন্তরি বলিয়াছেন, শাস্ত্রজ্ঞান ও কর্ম্মনিপুণতা (Practical Knowledge), চিকিৎসকের এই দ্বিবিধ গুণ থাকাই অত্যাবশ্যক। যিনি কেবল শাস্ত্রজ্ঞ, যাঁহার কর্ম-কুশলতা নাই, অথবা যিনি কর্ম্মকুশল, কিন্তু শাস্ত্রবহিষ্কৃত (শাস্ত্র-জ্ঞান-বিহীন), এতদুভয়ের কেহই সুবৈদ্য নহেন। শাস্ত্রজ্ঞ ও কর্ম্মদক্ষ না হইয়া লোভবশতঃ যে ব্যক্তি চিকিৎসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, যমদূতস্বরূপ তাদৃশ চিকিৎসক রাজার দণ্ডার্হ, তাঁহাদ্বারা অনেকের নিধনকার্য্যই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ২

"চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা।"

চিকিৎসাবৃত্তি প্রায়ই (বিশেষতঃ যখন রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়) নিষ্ফলা হয় না, ইহাদ্বারা কিছু না কিছু লাভ হইয়াই থাকে, এই-জন্য যোগ্যতা থাকুক আর নাই থাকুক, অন্য কোনপ্রকার বৃত্তি সুগম না হইলে, অনেকে দেখিতে পাওয়া যায় এই বৃত্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান বৃত্তিসঙ্কট দিনে তা'ই অজ্ঞ-বিজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা

---

১ "শাস্ত্রং গুরুমুখোদগীর্ণমাদায়োপাস্য চাসকৃৎ।
যঃ কর্ম কুরুতে বৈদ্যঃ স বৈদ্যোঽন্যে তু তস্করাঃ॥" সুশ্রুতসংহিতা।

২ "যস্তু কেবলশাস্ত্রজ্ঞঃ কর্মস্বপরিনিষ্ঠিতঃ।
স মুহ্যত্যাতুরম্প্রাপ্য প্রাপ্য ভীরুরিবাহবম্॥
যস্তু কর্মসু নিষ্ণাতো ধার্ষ্ট্যাচ্ছাস্ত্রবহিষ্কৃতঃ।
স সৎসু পূজাং নাপ্নোতি বধং চার্হতি রাজতঃ॥
° ° ° ° °
স নিহন্তি জনং লোভাৎ কুবৈদ্যো নৃপদোষতঃ॥"

সুশ্রুতসংহিতা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

মূলরোগ-নিদান ও ইহার ভৈষজ্যতত্ত্ব, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেই প্রকৃষ্টরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তির উপায়-চিন্তা ভারতবর্ষ ভিন্ন এ পর্য্যন্ত যথাযথভাবে অন্যত্র হয় নাই, অপরদেশে উপদ্রবের প্রশমনোপায়-নির্দ্ধারণই সাধারণতঃ পরমপুরুষার্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, বিদেশীয় পণ্ডিতগণ উপদ্রব প্রশমিত করিবার নিমিত্তই সদা ব্যস্ত, মূলরোগের তত্ত্বানুসন্ধান করিবার অবসর তাঁহাদের নাই, অনেকেই ইহার প্রয়োজনও বুঝেন না।

ভারতবর্ষে মূলরোগ-নিদান ও ইহার ভৈষজ্যতত্ত্ব প্রকৃষ্টরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু যুগধর্ম্মবশতঃ সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ভবরোগবৈদ্য বা ঋষিদিগের তিরোধানের পর হইতে, দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে ভবরোগচিকিৎসকের সংখ্যা ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিয়াছে। মোক্ষ-শাস্ত্রের উপদেষ্টা ও উপদেশ্য এই দুইএরই এখন অভাব হইয়াছে। যে চতুর্ব্বিধপ্রকারে বিদ্যা উপযুক্তা হইয়া থাকে, বর্ত্তমান সময়ে বিদ্বান্ বলিয়া সমাদৃত সহস্র ব্যক্তির মধ্যে একজনের বিদ্যাও তাদৃশপ্রকারে উপযুক্তা হইয়াছে কিনা সন্দেহ। সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা, বিবিধশাস্ত্রপারদর্শী, রাগ-দ্বেষ-শূন্য গুরুও (নিভৃত গিরিগুহা অথবা নির্জ্জন বনভূমিতে থাকিতে পারেন, কিন্তু প্রকাশ্যস্থলে) আর নাই, জ্ঞান-পিপাসু—ভবরোগমুমুক্ষু—পাপভীরু শিষ্যেরও এখন অভাব হইয়াছে, সুতরাং, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট চতুর্ব্বিধ প্রকারে বিদ্যাকে উপযুক্তা করিবার কাল এ নয়। যে দেশে বা যে কালে কৃতবিদ্য কর্ম্মকুশল চিকিৎসক সকল বিদ্যমান থাকেন, যমদুতোপম কুবৈদ্যসমূহের প্রাদুর্ভাব তদ্দেশে বা তৎকালে মন্দীভুত এবং যে দেশে বা যে কালে সুবৈদ্যদিগের অভাব হয়, তদ্দেশে বা তৎকালেই কুবৈদ্যদিগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। দুর্গত ভারতবর্ষে বর্ত্তমানকালে, প্রকৃতভবরোগচিকিৎসকের নিতান্ত অভাব হইয়াছে, কুবৈদ্যের সংখ্যা তাই এখানে, এখন এত অধিক।

দেশ-কাল-পাত্র-বিশেষে কুবৈদ্যদিগেরও আদর হইয়া থাকে।

চিকিৎসাবৃত্তি, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রায় কখন নিষ্ফলা হয় না, ইহাদ্বারা কিছু না কিছু লাভ হইয়াই থাকে, সেইজন্য যোগ্যতা থাকুক আর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাই থাকুক, বৃত্তিসঙ্কটদিনে অনেকেই এই বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। রোগী যখন ব্যাধির যাতনায় অধীর হইয়া পড়ে, যখন সনাথ হইয়াও অনাথের ন্যায় ব্যাকুল হয়, কোন উপায়েই যখন শান্তি লাভ করিতে পারে না, যখন ইহার হিতাহিত-বিবেক-শক্তি ক্ষীণ হয়, আরামপ্রার্থী রোগী তখন কোনরূপ বিচার না করিয়া, যম-সহায় কুবৈদ্যদিগেরও শরণাপন্ন হয়, প্রাণরক্ষার্থ তাহাদের হস্তেও তখন আত্ম-সমর্পণ করে। অতএব দেশ-কাল-পাত্র-বিশেষে কুবৈদ্যদিগেরও আদর হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

মূলরোগনাশই ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকদের প্রধান লক্ষ্য।

ভবরোগই যে মূলরোগ, সনাতন বেদ এবং সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা, পর-হিতৈকব্রত ঋষিদিগের চরণ-প্রসাদে ও ভারতবর্ষীয় বিশিষ্টপ্রকৃতির প্রেরণায়—স্বভাবস্থ ভারতবর্ষীয়গণ তাহা জানেন, মূলরোগের নাশ না হইলে সর্বাঙ্গীণ চিরস্বাস্থ্য উপভোগ করা যে সম্ভব নহে, অবিকৃত ভারতবর্ষবাসীরা তাহা বুঝেন। অস্মদ্দেশীয় রোগ-নির্বাচন-প্রণালী ও চিকিৎসা-পদ্ধতির স্বরূপ চিন্তা করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়, মূল রোগ নাশ করাই ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকদিগের প্রধান লক্ষ্য। স্বভাব কখন একেবারে পরিবর্ত্তিত হয় না, দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের শলাকাকে সহস্রবার পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলেও উহা যেরূপ উত্তরাভিমুখেই অবস্থান করে, সহজভাবও সেইরূপ কোন কারণে বিকৃত হইলেও কালান্তরে পুনর্বার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপদ্রব-নিবারণের উপায়ান্বেষণকারী, জড়বিজ্ঞানামোদী, শিল্পকুশল বিদেশীয় কোবিদগণদ্বারা উপদ্রব-শান্তিকর বিবিধ উপায় আবিষ্কৃত হইলেও, বর্ত্তমান জীবনই জীবন, প্রেত্যভাব বা পুনর্জ্জন্ম অসভ্য কবি-কল্পনামাত্র, পার্থিব উন্নতিই মানব-জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত, বর্ত্তমান জীবনের অবসান হইলে, পরে কি হইবে, চিরদিনই তাহা অস্মৎসমীপে রহস্য থাকিবে, আমরা কখন এ রহস্যের উদ্ভেদ করিতে পারগ হইব না; [১] মৃত্যু উৎকৃষ্টতর অভিনব জীবনের দ্বারস্বরূপ (Death is but a

১ "For even if we admit that it is due only to the limitation

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

door which opens into new and more perfect existence); যাঁহারা ক্রাইষ্টকে ঈশ্বর-পুত্র ও ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করেন, যাঁহারা খ্রীষ্টানধর্ম্মাবলম্বী, মৃত্যুর পর তাঁহারা অনন্ত স্বর্গসুখ ভোগ করিবেন, এবং যাঁহারা অন্যধর্মাবলম্বী, খ্রীষ্টানদিগের দৃষ্টিতে যাঁহারা বিধর্মী (Heathen), তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই অনন্ত-নরকযাতনা-ভোগ করিতে হইবে, ঈশ্বর-বিশ্বাস আদিভূত বা স্বভাব-সিদ্ধ (original or innate) নহে, ইহা কৃতক—কল্পনাপ্রসূত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানানভিজ্ঞ বর্ব্বর মনুষ্য বুদ্ধি হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর সমীচীন-জ্ঞানাভাবনিবন্ধন, নৈসর্গিক-নিয়মে সংঘটিত চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তি-ঘটনাপুঞ্জের প্রকৃতকারণ নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হইয়াই স্বল্পজ্ঞান অশিক্ষিত মনুষ্যগণ, প্রথমে অজ্ঞেয় ঈশ্বর-নামক পদার্থকে সকল কার্য্যের কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছিল ; যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু, যাঁহারা তত্ত্বদিদৃক্ষু, মায়িক বিজৃম্ভণে বিপ্রলব্ধ ও কৈতববাদে বিমুগ্ধ হইতে যাঁহারা অনিচ্ছুক, তাঁহাদিগকে নাস্তিক হইতেই হইবে ; ১

---

of our knowledge or the imperfection of our means of knowledge that the destiny of the individual man or mankind beyond this earthly life must ever remain hidden from us, or that we can never attain a clear insight into the true essence of things, even this admission would not do the least injury."

Man in the Past, Present and Future, by Dr. L. Buchner, P. 148.

১ "The belief in a God is not anything original or innate, but something made or grown, and first results from a certain amount of reflection by the uneducated human mind on the surrounding natural phenomena, which from defective knowledgd of the laws of nature and of their intimate connection he cannot explain in a natural way, and hence refers them to an invisible mysterioug cause ; o o o o Hence every science and especially every philosophy, that seeks reality instead of appearance, the truth instead of pretence must necessarily be

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অবিরাম এবম্প্রকার উপদেশ শ্রবণ করিলেও আধ্যাত্মিক উন্নতিপ্রবণা ভারতবর্ষীয় চিত্ত-নদী কৈবল্যসাগরকে একেবারে ভুলিতে পারে নাই, প্রেত্যভাব বা পুনর্জ্জন্মকে ভারতবর্ষবাসীরা অসভ্য কবিকল্পনা বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতে পারে নাই, মৃত্যুকে পুণ্যবান্ পাপী সকলেরই স্বর্গদ্বার বলিয়া স্বীকার করিতে ক্ষমবান্ হয় নাই, পার্থিব উন্নতিকেই জীবনের লক্ষ্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে সমর্থ হয় নাই, ঈশ্বর-বিশ্বাস প্রাকৃতিকবিজ্ঞানানভিজ্ঞ বর্ব্বর মনুষ্য-বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সর্ব্বতোভাবে এবম্প্রকার অজ্ঞোচিত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইতে পারগ হয় নাই, উপদ্রবের ক্ষণিকনিবৃত্তিকেই পরমপুরুষার্থ মনে করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষীয় চিত্ত কুশিক্ষা-বিষে জর্জ্জরীভূত হইলেও, যুগধর্ম্মবশতঃ মলীমস হইলেও, কৈতববাদ-দ্বারা সহস্রশঃ প্রতারিত হইলেও, আধ্যাত্মিক উন্নতিপ্রবণা প্রকৃতির প্রেরণায় মূলরোগ-চিকিৎসার্থ মধ্যে মধ্যে ব্যাকুল হয়, জ্বালা-যন্ত্রণাময় সংসারমরুভূমির পারে যাইবার জন্য কখন কখন ব্যগ্র হয়, ভবরোগ-বৈদ্যের অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, শান্তিময় স্বদেশ-মার্গপ্রদর্শক গুরুর অনুসন্ধানে বহির্গত হয়। ভারতবর্ষে এতদ্দিনেও তা'ই ভবরোগ-বৈদ্যের কিছু কিছু আদর আছে, কর্ম্মনৈপুণ্যশূন্য, শাস্ত্রবহিষ্কৃত, যম-দূতোপম কুবৈদ্যগণেরও তা'ই এখানে জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

শাস্ত্রমতে চিকিৎসিতহইতে এক্ষণে অত্যল্প লোকেরই ইচ্ছা হয়।

পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, যে দেশে বা যে কালে কৃতবিদ্য, কর্ম্মকুশল, সুবৈদ্যগণের অভাব হয়, তদ্দেশে বা তৎকালে কৃতান্তসহচর কুবৈদ্যের সঙ্খ্যা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, হতভাগ্য ভারতবর্ষে প্রকৃত ভবরোগবৈদ্যের এক্ষণে নিতান্ত অভাব হইয়াছে, বহু হেয়স্বার্থপর ব্যক্তি তা'ই সুযোগ বুঝিয়া ভবরোগচিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, স্বদেশীয়-বিদেশীয় নানামতাবলম্বী ধর্ম্মোপদেষ্টার দল এস্থানে দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। চিররোগীর প্রায়ই কুপথ্যে লোভ হইয়া থাকে; যিনি দীর্ঘকাল রোগ

---

atheistic; otherwise it blocks up against itself the path to its end, the truth". *Ibid. P. 328-329*

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

ভোগ করেন, তিনি কখন কোন নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে পারেন না। নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া থাকা আত্মহিতার্থী, অভ্রান্ত-মতি শক্তিমান্ পুরুষের কার্য্য। যে চিকিৎসক রোগীর পথ্যাপথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, রোগীকে চিকিৎসাশাস্ত্রোক্ত নিয়মপালন করিতে বাধ্য করেন, দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশস্থলেই তিনি রোগীর অপ্রীতিভাজন হইয়া থাকেন। অর্থার্জ্জনপ্রয়োজন কুবৈদ্যগণ এইজন্য অথবা অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন পথ্যা-পথ্য-নিবর্বাচন-বিষয়ে যতদূর সম্ভব মুক্তহস্ত (Liberal)। বর্ত্তমান সময়ের ভবরোগবৈদ্যাভাসসমূহও রোগীর পথ্যাপথ্যনিবর্বাচন-বিষয়ে সম্পূর্ণ মুক্তহস্ত, রোগীকে নিয়মের বশবর্ত্তী করিয়া রাখিতে ইহারা অনিচ্ছুক। চিকিৎসাশাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ-পালনের প্রয়োজন, বর্ত্তমান কালে রোগী ও রোগহারী এতদুভয়ের কেহই সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন না। রোগী রোগের মূল কারণ কি, তাহা জানেন না, কেহ বুঝাইয়া দিলেও অবিদ্যার প্রেরণায় বুঝেন না, এবং ইদানীন্তন রোগহারিগণের মধ্যে অনেকেই স্বীয় রোগের জ্বালায় অস্থির, আপনারাই বিধিনিষেধ পালন করিতে অসমর্থ, সুতরাং প্রকৃত ভব-রোগবৈদ্যদিগের উপদেশ এখন গ্রাহ্য হইতে পারে না, শাস্ত্রমতানুসারে চিকিৎসিত হইতে এখন অত্যল্প লোকেরই ইচ্ছা হয়।

রোগী ও চিকিৎসক যেরূপ গুণসম্পন্ন হইলে রোগপ্রতীকার হইয়া থাকে।

"ভিষগ্‌ দ্রব্যান্যুপস্থাতা রোগী পাদচতুষ্টয়ম্।
গুণবৎ কারণং জ্ঞেয়ং বিকারস্যোপশান্তয়ে॥"—
চরকসংহিতা, সূত্রস্থান।

ভগবান্ আত্রেয় বলিয়াছেন, ভিষক্ (বৈদ্য, Physician), দ্রব্য, উপস্থাতা (পরিচারক, Attendants) এবং রোগী যেরূপ গুণসম্পন্ন হওয়া উচিত, যদি উহারা ঠিক সেইরূপ গুণসম্পন্ন হয়, তবে রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

"শ্রুতে পর্য্যবদাতৃত্বং বহুশো দৃষ্টকর্ম্মতা।
দাক্ষ্যং শৌচমিতি জ্ঞেয়ং বৈদ্যগুণচতুষ্টয়ম্॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্মৃতিনির্দেশকারিত্বমভীরুত্বমথাপি চ।
জ্ঞাপকত্বঞ্চ রোগাণামাতুরস্য গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥"—

চরকসংহিতা।

অর্থাৎ শাস্ত্রপারদর্শিতা, বহুশঃ দৃষ্টকর্ম্মতা, দাক্ষ্য—কার্য্যকুশলতা এবং শৌচ—আন্তর-বাহ্য-শুচিত্ব, এইচারিটী বৈদ্যের এবং স্মৃতিশক্তি, নির্দ্দেশকারিত্ব—চিকিৎসকের আজ্ঞাপালকত্ব, অভীরুত্ব এবং রোগ-জ্ঞাপকত্ব, এই চারিটী রোগীর গুণ।

বলাই বাহুল্য, বর্ত্তমানসময়ের বৈদ্যগণের মধ্যে অনেকেই প্রাগুক্ত-গুণসম্পন্ন নহেন, এবং অধিকাংশ রোগীতেও যে আতুরোচিত স্মৃত্যাদি-গুণসমূহ পরিদৃষ্ট হয় না, তাহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। চিকিৎসকের প্রতি আস্থা ও চিকিৎসকের নিদেশবর্ত্তিতা—চিকিৎসকের আজ্ঞাকারিতা রোগীর প্রধান গুণ, কিন্তু এখনকার রোগীদিগের সে গুণ কোথায়? চিকিৎসককেই এক্ষণে অনেকস্থলে রোগীর আজ্ঞাকারী হইয়া থাকিতে হয়। চিকিৎসার ফলও এইনিমিত্ত বিষময় হইতেছে।

"প্রশমজ্ঞানবিজ্ঞানপূর্ণাঃ সেব্যা ভিষক্তমাঃ।
সমগ্রং দুঃখমায়াতমবিজ্ঞানে দ্বয়াশ্রয়ম্।
সুখং সমগ্রং বিজ্ঞানে বিমলে চ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥"—

চরকসংহিতা, সূত্রস্থান।

অর্থাৎ যাঁহারা ব্যাধিনাশকশাস্ত্রে অভিজ্ঞ—চিকিৎসাশাস্ত্রপারদর্শী, কোন্ উপায়ে রোগোপশম হইয়া থাকে, তাহা যাঁহারা সম্যগ্রূপে বিদিত আছেন, রোগোপশমনার্থ সেইসকল ভিষক্তম—চিকিৎসক-প্রবরকেই আশ্রয় করিবে। ঐহিক-পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার দুঃখই অনভিজ্ঞতা বা অবিদ্যার ফল, এবং সমগ্র-সুখ বিমল-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞানই নিখিল সুখের কারণ।

"যস্তু রোগবিশেষজ্ঞঃ সর্ব্বভৈষজ্যকোবিদঃ।
দেশকালপ্রমাণজ্ঞস্তস্য সিদ্ধিরসংশয়ম্।"—

চরকসংহিতা।

যিনি রোগসমূহের প্রভেদ বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন (Well-versed in the science, considers the most appropriate names of

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

diseases and to their methodical arrangement or classification Nosology) যিনি সর্বভৈষজ্যবিদ., যিনি দেশ-কাল-প্রমাণজ্ঞ, যে-দেশে, যেকালে, যেমাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত, তাহা যিনি বিদিত আছেন, তাঁহার নিশ্চয়ই কার্য্যসিদ্ধি হইয়াথাকে।

"শাস্ত্রং জ্যোতিঃপ্রকাশার্থং দর্শনং বুদ্ধিরাত্মনঃ।
তাভ্যাং ভিষক্ সুযুক্তাভ্যাং চিকিৎসন্ নাপরাধ্যতি ॥"—

চরকসংহিতা।

শাস্ত্র প্রকাশপ্রয়োজন জ্যোতিঃস্বরূপ এবং নিজবুদ্ধি দর্পণস্বরূপ, অতএব যে চিকিৎসক শাস্ত্র ও বুদ্ধি মিলাইয়া চিকিৎসা করেন, তাঁহাকে দোষী হইতে হয় না।

যেসকল চিকিৎসক অসৎপক্ষাবলম্বী—অসৎপক্ষকে শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া বুঝাইতে যাহারা সচেষ্ট, প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, উত্তর দিবার অবকাশ নাই বলিয়া কিংবা অসুস্থতার ভান করিয়া, যাহারা প্রশ্ন-কর্তাকে উপেক্ষা বা তাহা হইতে আত্মরক্ষা করে, যাহারা দাম্ভিক, যাহারা পরুষ—নিষ্ঠুর—কর্কশভাষী, যাহারা পরনিন্দক, তাহারা কখন নিজশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হয় না। এরূপ লোককে কখন বিশ্বাস করা উচিত নহে, এবম্প্রকার শাস্ত্রদূষক চিকিৎসকসমূহকে কালপাশবৎ (কৃতান্ত-সহচরের ন্যায়) পরিহার করিবে। ১

কিরূপগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করা কর্ত্তব্য?

কিরূপগুণসম্পন্ন চিকিৎসকের হস্তে আত্মসমর্পণ করা উচিত, কিরূপলক্ষণযুক্ত রোগহারী রোগ হরণকরিতে সমর্থ, তাহা শুনিলাম। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যাঁহারা ভব-রোগ-চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অত্যল্প লোকেই যে ঐ সমস্ত গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, সত্যসন্ধ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। কয়জন শাস্ত্রাভিজ্ঞ-ও-কর্ম্ম-

১ অসতপ্যক্ষাক্ষণিত্বাৰ্ত্তিদম্ভপারুষ্যসাধনাঃ।
ভবন্ত্যনাপ্তাঃ-স্বে তন্ত্রে প্রায়ঃ পরবিকত্থনাঃ।
তত্কালপাশসদৃশান্ বর্জ্জয়েচ্ছাস্ত্রদূষকান্ ॥

চরকসংহিতা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কুশল ধর্ম্মোপদেষ্টা আমাদের নয়নে পতিত হয়েন ? যাঁহারা আর্য্যশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন, তন্মধ্যে কয়জন শাস্ত্রশাসনানুসারে আচার্য্যধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন ? কয়জনের বিদ্যা প্রাগুক্ত চতুর্বিধ উপায়ে উপযুক্তা হইয়াছে ? কিরূপব্যক্তির হৃদয়ে বেদবিদ্যা যথাযথভাবে প্রতিভাত হয়েন, কিরূপগুণসম্পন্ন পুরুষকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করা কর্তব্য, শাস্ত্রমর্ম্মোপলব্ধি করিবার অধিকারী কে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবেঽয়তায় ন মা ব্রূয়া বীর্যবতী তথা স্যাম্ ॥"—

ছান্দোগ্যব্রাহ্মণ।

বিদ্যাধিদেবতা, বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী সংযতাত্মা কোন ব্রাহ্মণের সমীপে আগমনপূর্বক বলিয়াছিলেন বিদ্বন্! 'যদি তুমি আমাকে রক্ষা কর' তাহা হইলে আমি তোমার সর্ব্বসুখনিধান হইব, তোমাকে সর্ব্বপ্রকার সুখী করিব। ব্রাহ্মণ কামরূপিণী বিদ্যাদেবীর ঐকথা শ্রবণকরিয়া উত্তর করিয়াছিলেন, মাতঃ! আমি আপনাকে কোথাহইতে রক্ষা করিব ? যাহারা অসূয়ক—পরাপবাদশীল—গুণেতে যাহারা দোষারোপ করে, যাহারা অনৃজু—অসরল—যাহাদের মানসিক, বাচিক ও দৈহিক প্রবৃত্তির সমতা নাই, ভাব, ভাষা ও কার্য্য যাহাদের একরূপ নহে, যাহারা অযত—সংযতেন্দ্রিয় নহে—যাহারা যম-নিয়মসাধন-তৎপর নহে, তাহাদিগহইতে আমাকে রক্ষা করিবে, এরূপ অপাত্রে কদাচ আমাকে দান করিও না। এইরূপ করিলে আমি বীর্য্যবতী হইব।

ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার বলিলেন, মাতঃ! যাহাদিগহইতে আপনাকে রক্ষা করিব, তাহা শুনিলাম, এক্ষণে কাহাদিগকে আপনাকে দান করিব, কাহারা বিদ্যার অধিকারী, তাহা বলিয়া দিন।

"যমেব বিদ্যাঃ শুচিমপ্রমত্তং মেধাবিনং ব্রহ্মচর্যোপপন্নম্।
যস্তে ন দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চনাহ তস্মৈ মা ব্রূয়াঃ নিধিপায় ব্রহ্মন্ ॥"—

যাহাদিগকে শুচি, অপ্রমত্ত, মেধাবী ও ব্রহ্মচর্য্যোপপন্ন দেখিবে, অর্থাৎ যাহাদিগকে অস্খলিতভাবে যম (অহিংসা, সত্য অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অপরিগ্রহ)-নিয়ম (শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান) সাধনতৎপর ও দৃঢ়গ্রাহী দেখিবে, যাহারা কখন তোমার অনিষ্টাচরণ করিবে না, তাহাদিগকে আমাকে দান করিবে।

কি বুঝিলাম ?

যাহা শুনিলাম তাহাতে প্রতীতি হইল, যোগাভ্যাস-নিরত, সংযত-চিত্ত, অপাপবিদ্ধ, অনসূয়ক, সরল-চরিত্র, মেধাবী ও-গুরুভক্ত পুরুষের হৃদয়েই বিদ্যা যথাযথভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, যাঁহারা সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা, যাঁহাদের চিত্ত রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত, যাঁহারা বিবিধশাস্ত্রজ্ঞ ও কর্ম্মকুশল, তাঁহারাই চিকিৎসা-কার্য্য সম্পাদন করিবার যোগ্য, তাঁহারাই সুবৈদ্য, রোগীর রোগ-প্রশমন-ও-স্বাস্থ্য- সংস্থাপনের শক্তি তাঁহাদেরই আছে।

সত্যবানেরই জয় হইয়া থাকে, সত্যই স্থিরভাবে সর্বত্র আদৃত হইয়া থাকে, মিথ্যার জয় কদাচ হয় না, এসকল কথার এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন কি, তাহা বলিবার এখন অবসর হইয়াছে, আর অধিক বিরক্ত না করিয়া 'সত্যবানেরই জয় হইয়া থাকে' ইত্যাদি বচন-সমূহ যে উদ্দেশ্যে উক্ত হইয়াছে, পাঠকগণকে এইবার তাহা জানাইব।

চিকিৎসাশাস্ত্র যে যে রোগের যে যে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, যে যে রোগীর নিমিত্ত যে যে রূপ পথ্য নির্বাচন করিয়া দিয়াছেন, যে যে রোগীর যে যে নিয়ম অবশ্য পালনীয় বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, রোগ-মুমুক্ষুর, বিবিধশাস্ত্রপারদর্শী-ও-কর্ম্মকুশল চিকিৎসকের নির্দ্দেশানুসারে সেই সেই ঔষধ ও-পথ্য সেবন, এবং তত্তৎনিয়ম-পালন অবশ্যকর্তব্য। দুরদৃষ্ট না হইলে, কোন রোগী চিকিৎসকের আজ্ঞা পালনকরিতে বিমুখ হয়েন না। পূর্ব্বে বহুবার নিবেদেন করিয়াছি, আমি রোগী, চিকিৎসক নহি; আমি জ্ঞান-পিপাসু, জ্ঞানী নহি; দুর্বিসহ ভব-ব্যাধির চিকিৎসার্থ যদি কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি এই আশায় আমি ভিক্ষাপাত্র লিখিতেছি। ভবরোগবৈদ্য স্বপ্রণীত বিশ্বরোগ-চিকিৎসাগ্রন্থে উপদেশ করিয়াছেন, সর্বদা সত্যভাষণ, নিত্যতপশ্চরণ, সম্যগ্‌জ্ঞানানুশীলন, এবং অস্খলিত-ব্রহ্মচর্য্যপালন, সর্বাঙ্গীণ চিরস্বাস্থ্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপভোগ করিতে হইলে এই সকল অবশ্যকর্ত্তব্য, ভবরোগশান্তির ইহারাই সাধন। ইহাও পূর্ববিদিত কথা যে, সর্বভূতে আত্মবৎ প্রীতি যাঁহার দৃঢ় হইয়াছে, যাঁহার হৃদয়ে বিশ্বজনীনপ্রেমসুধাকর নিত্য বিরাজমান, অর্থাৎ যাঁহার স্থূল-সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার পদার্থ-তত্ত্ব অভ্রান্তরূপে অবধারিত হইয়াছে, তাঁহার চিত্তই রাগ-দ্বেষ-মল-বিনির্ম্মুক্ত হইতে পারে, এবং রাগ-দ্বেষ-মল-বিনির্ম্মুক্ত-হৃদয়ই সার্বভৌম সত্যব্রত পালনের যোগ্য। জগতে আসিয়া, প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণদ্বারা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহাতে দৃঢ় সিদ্ধান্ত হইয়াছে, জীব যাহা প্রার্থনা করে, অস্থির জগতে বা এ মরণ-সাগরে তাহা নাই, জীবের অভাব-মোচনের শক্তি চঞ্চল-জগতের নাই। পরলোক নাই, প্রেত্যভাব-বা-পুনর্জ্জন্ম অজ্ঞকবিকল্পনামাত্র, ঈশ্বর নাই, বিজ্ঞান-সম্পর্ক-বিহীন বর্বর মনুষ্যগণই ঈশ্বরনামক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে, জড়-বিজ্ঞানের অনুশীলন এবং যথাসম্ভব স্বার্থের অবিরোধে পরহিতসাধনই 'ধর্ম্ম', মৃত্যু অনন্ত স্বর্গের বা অনন্ত নরকের দ্বারস্বরূপ, যাঁহারা এবম্প্রকার বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া দিন যাপন করিতেছেন, তাঁহাদিগের বিশ্বাস সত্যভূমিক বলিয়া মনে হয় না, সত্যবিদ্যাময়ী সনাতনী শ্রুতি-দেবীর উপদেশ ঠিক ইহার বিপরীত! যাঁহারা শ্রুতিবিরুদ্ধ প্রাগুক্ত-প্রকার মত পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে দেখিলে হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়। বহুদিন দুঃখময় সংসার-বিদেশে নানাবেশে ভ্রমণ করিয়া, সংসারাঙ্গারে পচ্যমান-হৃদয় কোথাও শান্তিবারি না পাইয়া, সর্ব-সন্তাপহারিণী বিশ্বজননীর চরণ দর্শন ভিন্ন তাপিতপ্রাণ শীতল করিবার উপায়ান্তর নাই বুঝিয়া, কেহ দ্রুতপদে মা'র কাছে যাইতেছে, এমন সময়ে যে দুর্ম্মুখ, "ভ্রান্ত! দ্রুতপদে কোথায় যাইতেছ? মা কি আছেন? সংসারের বাহিরে কি স্থান আছে?" এইরূপ নিষ্ঠুর-বাক্য উচ্চারণ করে, নিশ্চয়ই সেই ভীষণব্যক্তির সঙ্গ কামনীয় নহে। দেব-যানাখ্যমার্গে যে কখন বিচরণ করে নাই, সে কখন দেবযানাখ্য-মার্গের তত্ত্ব বলিয়া দিতে পারে না, দেবযানাখ্যপথের তত্ত্ব জানিবার জন্য তাহার শরণ গ্রহণ করিলে ইষ্টাপত্তি না হইয়া ঘোর অনিষ্টোৎপত্তিই হইয়া থাকে। বিশ্বজ্ঞানপ্রসূতি শ্রুতিদেবী ও তৎপাদসম্ভূত অবিকৃত
Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শাস্ত্রসকলব্যতীত, আমার বিশ্বাস, দেবযানাখ্য-পথের সন্ধান বলিয়া দিবার সম্পূর্ণ শক্তি আর কাহারও নাই। আমার হৃদয় যে রাগ-দ্বেষ-বিনির্মুক্ত নহে, তাহা আমি জানি, এবং যে হৃদয় রাগ-দ্বেষ-বিনির্মুক্ত নহে, তাহাতে যে সর্ব্বদা সত্য-জ্ঞান প্রতিভাত হইতে পারে না, তাহাও আমি বিশ্বাস করি, তা'ই সনাতনধর্ম্ম বেদমূলক, বেদবোধিতধর্মহইতেই স্থির অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হইয়া থাকে, অন্যান্য ধর্ম্ম বেদবোধিত-সনাতনধর্ম্মের বিকৃতি—ইহার পরিচ্ছিন্ন ভাব-বিশেষ দেবযানাখ্য-পথের সন্ধান বলিয়া দিবার সম্পূর্ণ শক্তি আর কাহারও নাই, এবম্প্রকার বিশ্বাস ভ্রান্তিজ কি সত্যভূমিক, তাহা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

স্বর্ণ যদি ম্লেচ্ছদেশস্থখনিহইতে আনীত ও ম্লেচ্ছদ্বারা মুদ্রাকারে আকারিত হয়, তাহা হইলেম্লেচ্ছদেশজাত ও ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শ-দোষ-দুষিত বলিয়া কোন্ দরিদ্র অমেধ্যবোধে তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে? ম্লেচ্ছোপদিষ্ট সত্যও সত্য। যিনি সত্যানুসন্ধিৎসু, তিনি কখন ম্লেচ্ছোপদিষ্ট সত্যকে অমেধ্য-জ্ঞানে বর্জ্জন করেন না, সত্যসন্ধের সমীপে সত্যবাদী আর্য্য ও ম্লেচ্ছের সমান আদর।

"ঋষ্যার্য্যম্লেচ্ছানাং সমানং লক্ষণম্।"

—বাৎস্যায়নভাষ্য।

সত্য যে কোন দেশে ও যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হউক না কেন, শাস্ত্রের শাসন, তাহা গ্রাহ্য, কদাচ ত্যাজ্য নহে। সত্যবানেরই জয় হইয়া থাকে, 'সত্যমেব জয়তে', অনৃত বা মিথ্যার কদাচ জয় হয় না, 'নানৃতম্', শ্রুতিদেবী কোন জাতি-বা-দেশবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ উপদেশ প্রদান করেন নাই, ইহা সার্ব্বভৌম উপদেশ। আমি শ্রুতিদেবীর চরণসেবকপদপ্রার্থী, এইনিমিত্ত ম্লেচ্ছমুখ বহির্গত সত্যও অবনতমস্তকে গ্রহণকরিতে আমি প্রস্তুত, দ্বেষ-বশবর্ত্তী হইয়া বিদেশাবিষ্কৃত সত্যকে ত্যাগ করিতে আমি অনিচ্ছুক। দেবযানাখ্যপথ সত্যে বিতত, সত্যের অপলাপকরিলে সত্যময় আত্মাকে কখন দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব যদি আমার আত্মাকে দেখিবার ইচ্ছা থাকে, শ্রুতিচরণে যদি আমার কিছু ভক্তি থাকে, ভাব, ভাষা ও কার্য্য যাহার একরূপ নহে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি সরল (Sincere) নহে, ব্রহ্মবিদ্যা তাহাকে কখন কৃপা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করেন না, এই শাস্ত্রশাসনে যদি আমার আস্থা থাকে, ভবরোগই মূল-রোগ এবং অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানই এ রোগের নিদান, এই অমূলোপ-দেশের তাৎপর্য্য যদি কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, মাৎসর্য্যমলীমসচিত্ত, পরনিন্দামোদ ব্যক্তিদিগের মনস্তুষ্টি-সম্পাদনদ্বারা হেয়স্বার্থসিদ্ধি করা যদি আমার ঈপ্সিত না হয়, তাহাহইলে সত্য বলিতে আমি অভ্যাস করিব, যথাশক্তি সরল হইতে চেষ্টা করিব। বলিয়াছি, রিলিজন্ ও ধর্ম এক পদার্থ নহে, কথাটা সত্য কি না পরীক্ষা করিবার জন্য যতদূর সম্ভব, পক্ষপাত-বিরহিত হইয়া রিলিজন্ ও ধর্ম্মের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া উভয়ের তুলনা করিতে যাইতেছি। রিলিজন্ ও ধর্ম এইপদার্থদ্বয়ের চিত্র যদি সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত এবং ইহাদের তুলনাকার্য্য যদি যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে এতদ্দ্বারা প্রভূত উপকার সংসাধিত হওয়া সম্ভব, সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি তাহা না হয়, রাগদ্বেষবশবর্ত্তিতা-বা-শক্তিহীনতা-বশতঃ যদি ইহাদের চিত্রাঙ্কন ও তুলনা-কার্য্য অযথাভাবে সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে আমাকে পাপভাক্ হইতে হইবে, সত্যের অপহ্নব করাতে শ্রত্যুপদিষ্ট দেবযানাখ্য-পথ আমার দুরধিগম্য হইবে। রিলিজন্ ও ধর্ম্মের চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তা'ই একবার ভবরোগ-বৈদ্যের ভবরোগহর ভেষজব্যবস্থা বা আত্মদর্শনের সাধনগুলি স্মরণ করিয়া লইলাম। ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও রিলিজনের হীনত্ব প্রতিপাদন করা বস্তুতঃ উদ্দেশ্য নহে, সত্যানুসন্ধান করাই উদ্দেশ্য। ধর্ম বা রিলিজনের চিত্র অঙ্কিত করিবার সময় স্বীয় কল্পনাশক্তির সাহায্য গ্রহণ করিব না, চিত্রকরের মৌলিকত্ব (Originality) ১ নাই বলিয়া যদি কেহ ইহার

---

১ আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহাতে লেখকের মৌলিকত্বের কোন পরিচয় পাইলাম না, ইহা ত নানাশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত কতিপয় বচন ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা যাঁহারা এইরূপ কথাবলি য়াছেন তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি যাহা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা যে কতকটা সফল হইয়াছে, শুনিয়া সুখী হইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস শাস্ত্রব্যতীত কাহারই মৌলিকত্ব নাই—থাকিতেও পারে না। শাস্ত্রব্যতীত মৌলিকত্ব অলীকবোধে আমাদের ত্যাজ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

আদর না করেন, ক্ষতি নাই। শ্রুত্যাদিশাস্ত্রে ধর্মের চিত্র যেরূপে চিত্রিত হইয়াছে, বিদেশীয় ধর্মোপদেষ্টৃবর্গ রিলিজনের স্বরূপ যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, যথাশক্তি এই উভয় চিত্র সম্মুখে স্থাপনপূর্বক, উহাদের অনুলিপি করিব মাত্র। তবে অশিক্ষিতহস্ততাবশতঃ অঙ্কন-কার্য্য যথাযথভাবে সম্পাদিত না হইতে পারে, মদঙ্কিতচিত্র অস্ফুট বা বিরূপিত হইতে পারে, যাহাই হউক, আমার বিশ্বাস, এই অঙ্গহীনতা-নিবন্ধন কাহারও বিশেষ ক্ষতি হইবে না, আদর্শচিত্র সঙ্গে থাকিবে, মিলাইয়া দেখিলেই দর্শকের সকল সংশয় বিদূরিত হইবে, আদর্শচিত্রের প্রকৃতরূপ নয়নে পতিত হইবে, অনুকৃতির অঙ্গহীনতা বা বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। সত্যবানেরই জয় লাভ হইয়া থাকে, মিথ্যার জয় কদাচ হয় না, দেবযানাখ্য-পথ সত্যে প্রতিষ্ঠিত, এই শ্রুতিবচনসকল স্মরণপূর্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে নিতান্ত সঙ্কীর্ণহৃদয়ও, জ্ঞানতঃ সত্যের অপলাপকরিতে কুণ্ঠিত হইবে, শুভাশুভ-কর্ম-ফল-বিশ্বাসী, প্রেত্যভাবে দৃঢ়মতি ব্যক্তির চিত্ত ভীত ও সাবধান হইবে, যথাশক্তি সত্য বলিবার চেষ্টা করিবে।

আমরা প্রথমে বিদেশীয় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ধর্ম্মোপদেশক ও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী সুধীগণ কর্ত্তৃক অঙ্কিত 'রিলিজন-চিত্র' সম্মুখে স্থাপন-পূর্ব্বক প্রতিলিপি করিব, ধর্ম্মের ছবি পশ্চাৎ অঙ্কিত হইবে।

ইহা উপক্রমণিকা, সুতরাং বলা বাহুল্য, কি রিলিজন্ কি ধর্ম্ম, কোন পদার্থের চিত্রই এখানে পরিস্ফুটভাবে বা বিস্তারপূর্ব্বক লিখিত হইবে না। ধর্ম্মব্যাখ্যাই আমাদের উদ্দেশ্য, (অথবা কেবল আমাদের কেন, ধর্ম্মকে রিলিজনের সমান পদার্থ বলিয়া না বুঝিলে, শাস্ত্রনেত্রদ্বারা ধর্ম্মের রূপ নিরীক্ষণ করিলে, বলিতে পারি, কি আস্তিক—নাস্তিক, কি দার্শনিক—বৈজ্ঞানিক, ধর্ম্মব্যাখ্যা সকলেরই উদ্দেশ্য, শাস্ত্রমাত্রেই ধর্ম্ম-শাস্ত্র, উপদেশমাত্রেই ধর্ম্মোপদেশ।) 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ' যথাশক্তি ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিবার জন্যই চেষ্টা করিবে, ধর্ম্মের রূপই ইহাতে চিত্রিত হইবে; অতএব ধর্ম ও রিলিজনের চিত্রাঙ্কন-কার্য্য গ্রন্থপরিসমাপ্তির সহিত সম্পূর্ণ হইবে, উপক্রমণিকা যথাপ্রয়োজন ইহাদের আভাসমাত্র দিবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রিলিজন্ শব্দটী কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে ?

'রিলিজন্' বিদেশীয় কথা, সুতরাং বৈদেশিক ভাষাভিজ্ঞ পাঠক-বৃন্দের সমীপে ইহা প্রসিদ্ধ বা পরিচিত শব্দ, সন্দেহ নাই। প্রসিদ্ধ বা পরিচিত শব্দের অর্থ নির্ব্বাচন অনর্থক, প্রসিদ্ধ শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসিতব্য নহে। তবে 'রিলিজন্' শব্দটী কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইল কেন ?

রিলিজন্ শব্দটী কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, এইরূপ প্রশ্নোত্থাপনের প্রথম কারণ।

'রিলিজন্ শব্দটী কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে,' এই প্রশ্ন উত্থাপনের দুইটী কারণ আছে। প্রথম কারণ—বিদেশীয় ভাষানভিজ্ঞ পাঠকগণের সমীপে ইহা প্রসিদ্ধার্থক শব্দ নহে ; অতএব রিলিজন্ শব্দদ্বারা কোন্ পদার্থ লক্ষিত হইয়াছে, তাঁহাদের হৃদয়ে এ জিজ্ঞাসা উদিত হইবে। বিদেশীয়-ভাষানভিজ্ঞ পাঠকদিগের জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করাই প্রাগুক্ত প্রশ্নোত্থাপনের প্রথম কারণ।

রিলিজন্ শব্দটী কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, এইরূপ প্রশ্নোত্থাপনের দ্বিতীয় কারণ।

পূজ্যপাদ মহর্ষি জৈমিনি ধর্ম্ম কি, ধর্ম্মের লক্ষণ কি, ধর্ম্মের সাধন কি, ধর্ম্মের সাধনাভাস (আভাসমান ধর্মসাধন) কি, এবং ধর্ম্মের উদ্দেশ্যই বা কি, এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার্থ দ্বাদশলক্ষণী পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। পূর্ব্বমীমাংসা ধর্মমীমাংসাগ্রন্থ।

"অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা।"—

মহর্ষি-জৈমিনি প্রণীত পূর্বমীমাংসাদর্শনের এইটী আভসূত্র। পূজ্যপাদ শ্রীমৎশবরস্বামী পূর্বমীমাংসাদর্শনের ভাষ্যকর্ত্তা। উদ্ধৃত সূত্রটির ভাষ্যে ভাষ্যকার ধর্মজিজ্ঞাসার সার্থকত্ব-প্রতিপাদনার্থ নিম্ন-লিখিতরূপ তর্ক ও মীমাংসা করিয়াছেন। ধর্ম প্রসিদ্ধ কি অপ্রসিদ্ধ ? যদি প্রসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ইহা জিজ্ঞাসিতব্য নহে। অপ্রসিদ্ধ পদার্থেরও জিজ্ঞাসা হইতে পারে না তা'ই বলিতেছি, ধর্মজিজ্ঞাসা-প্রকরণ অনর্থক কি সার্থক ?

ধর্ম প্রসিদ্ধ হইলেও, 'ধর্ম কোন্ পদার্থ' এই প্রশ্নের মীমাংসাকরিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রবৃত্ত হইয়া বহুজ্ঞ পুরুষেরাও পরস্পর-বিরুদ্ধ মতের আশ্রয় করিয়াছেন, বিপ্রতিপন্ন ভিন্ন-ভিন্ন পুরুষ কর্ত্তৃক ধর্ম ভিন্ন-ভিন্ন-রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

যে পদার্থের নানাবিধ মীমাংসা আছে, যে পদার্থের স্বরূপ-নির্ণয়ার্থ-প্রবৃত্ত পণ্ডিতগণ পরস্পর-বিরুদ্ধ বহুমতের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন, বিনা বিচারে তৎপদার্থের স্বরূপ-নির্দ্ধারণ যুক্তিসঙ্গত নহে। ধর্ম কোন্ পদার্থ, ধর্মের স্বরূপ কি, এই প্রশ্নের যখন কেহ একরূপ, কেহ অন্যরূপ সমাধান করিয়াছেন, তখন পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মলক্ষণসমূহের কোন লক্ষণকেই বিনা বিচারে প্রকৃতলক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে, করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, ভ্রমে পতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। অতএব 'ধর্ম' প্রসিদ্ধ পদার্থ হইলেও তাহা জিজ্ঞাসিতব্য, ধর্মজিজ্ঞাসা প্রকরণ অনর্থক নহে। ১

'রিলিজন্' প্রসিদ্ধার্থক হইলেও, 'ধর্মের ন্যায় বিদেশীয় বহুজ্ঞ পুরুষগণকর্ত্তৃক ইহা বহুরূপে লক্ষিত হইয়াছে, 'রিলিজন্,' কোন্ পদার্থ? এই প্রশ্নের কেহ একরূপ, কেহ অন্যরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছেন, এবং অভ্যুদয়শীল জাতি বলিয়া এখনও করিতেছেন, সুতরাং পূজ্যপাদ শ্রীমৎশবরস্বামী, 'ধর্ম' প্রসিদ্ধ পদার্থ হইলেও, যে যুক্তিবলে ধর্মজিজ্ঞাসার সার্থকত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, আমরাও সেই যুক্তিবলে বহুজ্ঞকর্ত্তৃক বহুরূপে নির্ণীত 'রিলিজন্' পদার্থের স্বরূপজিজ্ঞাসা আবশ্যক মনে করিয়াছি।

আর এক কথা—রিলিজন্‌কে অনেকেই ধর্মের সমানার্থক বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ভারত-সন্তানদিগের মধ্যে

---

১ ধর্মঃ প্রসিদ্ধো বা স্যাৎ, অপ্রসিদ্ধো বা ? স চেৎ প্রসিদ্ধঃ, ন জিজ্ঞাসিতব্যঃ। অথাপ্রসিদ্ধঃ, নতরাম্। তদেতদনর্থকং ধর্মজিজ্ঞাসাপ্রকরণম্, অথবাঽর্থবৎ ? "ধর্মং প্রতি হি বিপ্রতিপন্না বহুবিদঃ,—কেচিদন্যং ধর্মমাহুঃ, কেচিদন্যম্। সোঽয়মবিচার্য্য প্রবর্ত্তমানঃ কঞ্চিদেবোপাদদানো বিহন্যেৎ, অনর্থং চ ঋচ্ছেৎ, তস্মাদ্ধর্মো জিজ্ঞাসিতব্য ইতি।" —শ্রীশবরস্বামিকৃতভাষ্য।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎশবরস্বামিকৃত মীমাংসা-দর্শন-ভাষ্যের যে অংশ উদ্ধৃত হইল, মূলে তাহার ভাবার্থ প্রকাশিত করা হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেখিতে পাই, অনেকে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে আজকাল রিলিজন্ শব্দেরই বহুল প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কিন্তু ধর্ম ও রিলিজন্ সর্বাংশে সমান পদার্থ নহে ইহাই আমাদের 'প্রতিজ্ঞা,' ইহাকেই আমরা এস্থলে সাধ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছি, সুতরাং বলা বাহুল্য রিলিজন্ শব্দটী যে অর্থে সাধারণতঃ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, আমরা ইহার তদর্থগ্রহণ করি নাই, ইহাকে ধর্মনামধেয় পদার্থের সর্ব্বাংশে সমানার্থক বলিয়া আমরা বুঝি নাই। অতএব রিলিজন্ শব্দের, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি তাহা অগ্রে বক্তব্য। রিলিজন্ শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, এই প্রশ্নোত্থাপনের ইহাই অন্য কারণ।

'রিলিজন্'কে আমরা উপধর্ম বলিয়া বুঝিয়াছি।

রিলিজন্‌কে উপধর্মের সমানার্থক বলাতে পাঠকদিগের মধ্যে কেহ বিরক্ত হইবেন, কেহ আমাদিগকে বিকৃতমস্তিষ্কবোধে উপেক্ষা করিবেন, কেহ উপহাস করিবেন, কেহ বা (সত্যানুসন্ধিৎসু হইলে) কথাটির মধ্যে কিছু সার আছে কিনা জানিতে চেষ্টা করিবেন, বিনা বিচারে ইহাকে ত্যাগ করিবেন না। প্রকৃতির বৈষম্যভাব হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, বৈষম্যময় সংসারে সুতরাং সর্বাংশে সমান দুইটি বস্তু বিদ্যমান থাকিতে পারে না, এরূপ কোন দৃশ্যই এখানে নাই যাহা অন্ততঃ দুই-জনের নয়নে ঠিক একভাবে প্রতিফলিত হয়, যাহাকে সকলেই সমভাবে উপাদেয় বা হেয় জ্ঞান করে। অতএব 'রিলিজন্' উপধর্ম্মের সমানার্থক, একথা যে সকলের সমীপে সমভাবে গৃহীত হইবে না, তাহা নিঃসন্দেহ। ভারতবর্ষীয় মস্তিষ্কের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, 'রিলিজন্' উপধর্মের সমানার্থক; অধিকাংশ ব্যক্তিই যে এতদ্বাক্যের প্রতি অনাস্থাবান্ হইবেন, সাধারণের সমীপে ইহা যে যুক্তিশূন্য উন্মত্তপ্রলাপ-বোধে অনাদৃত হইবে, অনেক সময়ে বরং এবম্প্রকার বিশ্বাসই হৃদয়ে স্থান পায়। যাহাই হউক, যাহা বুঝিয়াছি, তাহা জানাইব।

উপধর্ম্ম কথাটির অর্থ।

যেযুক্তিবশতঃ 'রিলিজন্'কে আমরা উপধর্মের সমানার্থক বলিয়া বুঝিয়াছি তাহা পরে নিবেদন করিব, আপাততঃ উপধর্ম কোন্ পদার্থ, —উপধর্ম শব্দে আমরা কোন্ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'উপ' উপসর্গের সহিত 'ধর্ম' পদের সমাস হইয়া 'উপধর্ম' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে।

"উপমিতঃ ধর্ম্মেণ উপধর্ম্মঃ"

অর্থাৎ যাহা ধর্মের সহিত উপমিত হইয়া থাকে—যাহা ধর্ম্মের সদৃশরূপে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা 'উপধর্ম'। উপবেদ, উপপুরাণ, উপবন, উপলিঙ্গ ইত্যাদি শব্দসমূহে 'উপ' উপসর্গটি দ্বারা যে অর্থ দ্যোতিত হইতেছে, 'উপধর্ম' শব্দেও 'উপ' উপসর্গ তদর্থেরই দ্যোতক বুঝিতে হইবে।

উপবেদ যেরূপ বেদের সহিত উপমিত হইলেও, সর্বাংশে বেদের সমান নহে, উপপুরাণ যেরূপ পুরাণের সদৃশরূপে গৃহীত হইলেও, ঠিক পুরাণ নহে, উপবন, বন, উপধাতু, ধাতু, উপলিঙ্গ, লিঙ্গ ইহারাও যেরূপ সর্বতোভাবে সমান সামগ্রী নহে, উপধর্মও সেইরূপ ধর্মের সহিত উপমিত হইলেও ঠিক ধর্ম-পদার্থ নহে। বেদের সহিত উপবেদের, পুরাণের সহিত উপপুবাণের, বা বিষের সহিত উপবিষের যে প্রকার সম্বন্ধ, ধর্মের সহিত উপধর্মের সম্বন্ধও তদ্রূপ, ধর্মের সমুদয় লক্ষণ উপধর্মে নাই। উপধর্ম-জিজ্ঞাসা চরিতার্থ হইলেই ধর্ম-জিজ্ঞাসা চরিতার্থ হয় না, উপধর্ম্মের স্বরূপাবগতি হইলেই ধর্ম্মের স্বরূপ-জ্ঞান-লাভ হয় না।

উপধর্মের সমানার্থক 'রিলিজন্' শব্দ দ্বারা আমরা কোন বিশেষ উপধর্ম্ম বা রিলিজন্‌কে লক্ষ্য করিয়াছি কি না?

উপধর্ম শব্দটীর অর্থ কি, তাহা বুঝিলাম, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, উপধর্ম্মের সমানার্থক 'রিলিজন্' শব্দ দ্বারা আমরা কোন বিশেষ উপধর্ম বা রিলিজন্‌কে লক্ষ্য করিতেছি, কি উপধর্মমাত্রেই আমাদের লক্ষ্য বিষয়? যাহা বেদ-বোধিত,—'ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা ••• ধর্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। তৈত্তিরীয় আরণ্যক। অর্থাৎ ধর্ম্ম বিশ্বজগতের—নিখিল স্থাবর জঙ্গমাত্মক জাগতিক পদার্থ-নিচয়ের প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়, ধর্ম্মেই সকল বস্তু প্রতিষ্ঠিত'; শ্রুতিদেবী ধর্মশব্দ-দ্বারা এস্থলে যে পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, আমরা তৎপদার্থকেই 'ধর্ম' বলিয়া বুঝিয়াছি, এবং যাহা তদ্বিরুদ্ধ—তদ্ভিন্ন, তাহাকে আমরা ধর্ম্মের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সমানার্থক বলি-না, পূজ্যপাদ ভগবান্ জৈমিনির বচনানুসারে বলিতেছি, তাহা আমাদের ত্যাজ্য। ১ যাহা বেদমূলক নহে, আমরা তাহাকেই উপধর্ম নামে অভিহিত করিতেছি, বেদবিরুদ্ধ ধর্ম্মমাত্রেই আমাদের লক্ষিত 'রিলিজন্' পদার্থ। বৌদ্ধ, জৈন, জুডিয়িজম্, জেরেস্তান, খ্রীষ্টান মুসলমান, ইত্যাদি এসকলই রিলিজন্ বা উপধর্ম, কেহই ধর্ম নহে।

ধর্মব্যাখ্যায় রিলিজন্ চিত্রাঙ্কনের প্রয়োজন কি ?

'প্রকৃত ধার্ম্মিকের লক্ষণ' নিরূপণ করিতে যাইয়া বুঝিয়াছি, 'ধর্ম্ম কোন্ পদার্থ' অগ্রে তাহা অবগত না হইলে, প্রকৃত ধার্মিকের লক্ষণ যথাযথভাবে নিরূপিত হইবে না। প্রকৃতধার্মিক কাহাকে বলে, তাহা সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ধর্ম পদার্থের স্বরূপ অগ্রে নির্দ্দেশ্য। প্রকৃতধার্ম্মিকের লক্ষণনিরূপণার্থ, তা'ই আমরা 'ধর্ম কোন্ পদার্থ' তাহা জানিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 'ধর্ম কোন্ পদার্থ,' শাস্ত্রকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে উপলব্ধি হইয়াছে, ধর্ম ও বিদেশীয়ভাষার রিলিজন্-পদবোধ্য অর্থ সর্বাংশে সমান নহে। ভারতবর্ষ এক্ষণে ইংরাজরাজের শাসনাধীন। যেজ্জাতি যখন যেদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হয়েন, তদ্দেশবাসীকে তখন তজ্জাতির ভাষা শিক্ষা করিতে হইয়া থাকে। ঘনিষ্ঠসম্বন্ধনিবন্ধন তজ্জাতীয় প্রকৃতিও শনৈঃ শনৈঃ জিতজাতিতে সংক্রমণ করে, উহার হৃদয় ক্রমশঃ জেতৃজাতীয়ভাবে ভাবিত হইয়া যায়, অধিক কি, জিত-জাতি দীর্ঘকালব্যাপী বিদেশীয়জেতৃজাতির সংসর্গপ্রভাবে পরিশেষে স্বদেশীয় ভাষাপর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়, স্বদেশীয় ভাষা হইতে রাজভাষা তাহার সুখবোধ্য হইয়া উঠে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিলেই একথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। ধর্ম্মকে অনেকে—(অবশ্য যাঁহারা রাজভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, যাঁহারা শাস্ত্রসম্পর্কবিহীন, যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধপালনবিমুখ)—রিলিজন্ শব্দের সমানার্থক বলিয়া বুঝিয়া থাকেন ; ধর্মশব্দহইতে 'রিলিজন্' শব্দটী এক্ষণে অনেকের সুগম

১ "ধর্মস্য শব্দমূলত্বাৎ অশব্দমনপেক্ষং স্যাৎ।" পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন, ১।৩।১
অর্থাৎ ধর্ম, শব্দ-বা-বেদমূলক। যাহা বেদবিরুদ্ধ, বা যাহা বেদমূলক নহে, তাহা অনপেক্ষ্য—তাহা ত্যাজ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়া উঠিয়াছে। মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী, স্ত্রী-পুত্র, ইত্যাদি স্বদেশীয় শব্দের পরিবর্ত্তে ইদানীং মাদার্ (Mother), ফাদার্ (Father), ব্রাদার্ (Brother), সিষ্টার্ (Sister), ওয়াইফ্ (Wife), সন্ (Son প্রভৃতি শব্দের বহুল-প্রয়োগ হইতেছে। ধর্মব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, এইজন্য আমাদের দৃষ্টি রিলিজন্ পদার্থোপরি নিপতিত হইয়াছে। ধর্মব্যাখ্যায় রিলিজন্ চিত্রাঙ্কনের ইহাই প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন—

পূর্ব্বে অবগত হইয়াছি, সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-বিচারদ্বারাই পদার্থতত্ত্ব অবধারিত হইয়া থাকে, চিন্তন-ব্যাপার একটী পদার্থের সহিত অপর পদার্থের তুলনাত্মক বা উপমানমূলক। ১

উপমান ও এনালজীর (ANALOGY) লক্ষণ।

যদ্দ্বারা কোন কিছু মিত হয়—নিশ্চিতরূপে বা বিশিষ্টপ্রকারে জ্ঞাত হয়, প্রমা-বা-যথার্থজ্ঞানের যাহা করণ, বুঝিয়াছি (উপ, ১ম অংশ, ৬১ পৃষ্ঠা) তাহাকে 'প্রমাণ' বলে। ইহাও পূর্ব্ববিদিত কথা যে, ব্যবহারিক জ্ঞান প্রমাণাধীন। ভগবান্ গোতম, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। সন্নিকৃষ্ট ও অসন্নিকৃষ্ট, প্রমেয় পদার্থজাতকে প্রধানতঃ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা সন্নিকৃষ্ট অর্থ এবং অনুমানাদি প্রমাণদ্বারা অসন্নিকৃষ্ট অর্থ প্রমিত হয়। এক্ষণে দেখা যাউক, উপমান কিরূপ জ্ঞানের করণ, উপমান-প্রমাণের স্বরূপ কি?

"উপমীয়তেঽনেনেতি করণে ল্যুট্।"

মঞ্জুষা।

'উপ' উপসর্গপূর্ব্বক 'মা' ধাতুর করণবাচ্যে 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিয়া 'উপমান' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। যদ্দ্বারা উপমিতি হয়, নিয়তধর্ম-সমানাধিকরণ-প্রবৃত্তি-নিমিত্ত জ্ঞানের উদয় হয়, উপমিতি-বা-সাদৃশ্য-প্রমার যাহা করণ, তাহাকে 'উপমান' বলে।

---

১ "We think in relations. This is truly the form of all thought; and if there are any other forms, they must be derived from this." —*First Principles*. P. 162.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবান্ গোতম বলিয়াছেন,—

"প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্।"—

ন্যায়দর্শন ১।১।৬

প্রসিদ্ধ—পূর্ব্বপ্রমিত (known or ascertained previously) অর্থের সাধর্ম্য—সাদৃশ্যজ্ঞান (knowledge of similarity) হইতে সাধ্যের প্রজ্ঞাপনীয়, সাধনীয়-বা-প্রমের অর্থান্তরের যে সাধন—সিদ্ধি-বা-নিশ্চয়করণ, তাহার নাম 'উপমান'।

গবয়-নামক একজাতীয় গো-সদৃশ আরণ্য পশু আছে। একজন গ্রামবাসী, যিনি কখন গবয় প্রত্যক্ষ করেন নাই, গবয় যাঁহার সম্বন্ধে অসন্নিকৃষ্ট পদার্থ, একদিন তিনি কোন গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে (মনে করুন কুমারসম্ভব) গবয় শব্দটীর প্রয়োগ পাইলেন। 'গবয়' কাহাকে বলে? গবয়-পদবাচ্য অর্থ কি? গুরুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, গোসদৃশ আরণ্য পশুবিশেষের নাম 'গবয়'। কোন অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন একটী গবয় তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। গবয়টী দেখিবামাত্র ইহাতে গোসাদৃশ্য উপলব্ধ এবং 'গোসদৃশ আরণ্য পশুবিশেষের নাম 'গবয়,' গুরুমুখশ্রুত এই উপদেশ-বচন স্মরণ হওয়াতে, তিনি স্থির করিলেন, নয়নপথিপতিত পশুটী গবয়। যদ্দ্বারা গবয়কে তিনি গবয়রূপে নিশ্চয় করিলেন, তাহা উপমান-প্রমাণ।

"তত্রোপমিতিকরণমুপমানম্।" ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী।

অর্থাৎ, উপমিতির যাহা করণ, তাহা 'উপমান'।

উপমিতির করণ কি?

"সাদৃশ্যজ্ঞানকরণকং জ্ঞানম্।"—

ন্যায়সিদ্ধ্যান্তমঞ্জরী।

সাদৃশ্য-জ্ঞানকরণক জ্ঞানের নাম 'উপমিতি'। অতএব বুঝিতে পারা গেল, সাদৃশ্য-প্রমাই (Knowledge of Similarity) উপমিতির করণ। ১ উপমান-প্রমাণ-সম্বন্ধে অন্যান্য কথা যথাস্থানে উক্ত হইবে,

১ তর্কসংগ্রহকার শ্রীযুক্ত অন্নভট্ট 'উপমান'-প্রমাণ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এক্ষণে পাশ্চাত্য-ন্যায়শাস্ত্র (Logic) এনালজী-(Analogy)-সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা একবার স্মরণ করিব।

এনালজী (ANALOGY)।

এনালজীকে পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্র অনুমান-প্রমাণের (Inference) অন্তর্ভূত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, বৈশেষিক, সাংখ্য, ও পাতঞ্জল

"উপমিতিকরণমুপমানম্। সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধজ্ঞানমুপমিতিঃ। তৎকরণং সাদৃশ্যজ্ঞানম্। অতিদেশবাক্যার্থস্মরণমবান্তরব্যাপারঃ।"

—তর্কসংগ্রহ।

অর্থাৎ উপমিতির যাহা করণ (Instrumental cause), তাহার নাম 'উপমান' (Comparison)। 'উপমিতি' কাহাকে বলে? সংজ্ঞাসংজ্ঞি-সম্বন্ধ-জ্ঞানের নাম 'উপমিতি'। সংজ্ঞা = পদ; সংজ্ঞী = পদার্থ (A name and a thing named)। সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর বা পদ ও তদ্বোধ্য অর্থের যে সম্বন্ধ—(বাচ্যবাচকভাব) তজ্‌জ্ঞানের নাম 'উপমিতি' (The act of comparing is the knowledge of the relation which exists between a name and a thing named)। সাদৃশ্যজ্ঞানই (Knowledge of Similarity) উপমিতির করণ। অতিদেশবাক্যার্থস্মরণ উপমিতির অবান্তর ব্যাপার। (The recollection of the extension of the signification of a word by analogy is a step involved in the operation).

"একত্র শ্রুতস্যান্যত্র সম্বন্ধঃ।"

অর্থাৎ একত্র শ্রুতের অন্যত্র সম্বন্ধের নাম 'অতিদেশ'।

"যথা গৌরেবং গবয় ইত্যুপমানে প্রযুক্তে গবা সমান-ধর্মমর্থমিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদুপলভমানোঽস্য গবয়শব্দঃ সংজ্ঞেতি সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধং প্রতিপদ্যত ইতি।"—

বাৎস্যায়নভাষ্য।

যথা 'গো' তথা গবয় গোসদৃশ, এতদ্বাক্যশ্রবণান্তর 'গো'র সমানধর্মক অর্থ প্রত্যক্ষ হইলে, উপলভ্যমান পদার্থটী গবয়সংজ্ঞক এইরূপ যে প্রতীতি হয়—সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধের প্রতিপত্তি হয়, তাহা উপমানকরণক প্রতীতি।

পূজ্যপাদ গঙ্গেশোপাধ্যায় বলিয়াছেন,—

"গবয়ত্ববিশিষ্টো ধর্মী গবয়শব্দবাচ্য ইতি প্রবৃত্তিনিমিত্তবিশেষপরিচ্ছিত্তিরূপমানফলম্।"

—তত্ত্বচিন্তামণি, উপমানখণ্ড।

অর্থাৎ, 'গবয়ত্ববিশিষ্টধর্মী গবয়শব্দবাচ্যপদার্থ,' এইরূপপ্রবৃত্তিনিমিত্তবিশেষ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দর্শনও উপমান-প্রমাণকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে অঙ্গীকার করেন নাই। ১ ভগবান্ কণাদ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটীকেই প্রধান প্রমাণ বলিয়াছেন। সাংখ্য-পাতঞ্জল-মতে, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই তিনটী প্রমাণ। বৈশেষিক-দর্শনোক্ত প্রমাণবাদের সহিত পাশ্চাত্য-ন্যায়শাস্ত্রীয় প্রমাণবাদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। পণ্ডিত ইউবার্-ওয়েগ্ (Ueberweg) বলিয়াছেন,—"The Inference of Analogy (exemplum analogia) is an inference from particulars or individuals to a co-ordinate particular or individual."—System of Logic. P. 491-492—অর্থাৎ কোন জ্ঞাত বিশেষ-বা-ব্যক্তি হইতে, কোন অজ্ঞাত তুল্যবৃত্তিক বিশেষ-বা-ব্যক্তির যে অনুমান, তাহার নাম সাদৃশ্যাত্মক-বা-উপমানমূলক অনুমান (The Infenece of Analogy)।

বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), পৃথিবী (The Earth), মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), প্রাচীনদিগের পরিজ্ঞাত এই সমস্ত গ্রহই স্ব-স্ব অক্ষে পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ভ্রমণ করিয়া থাকে। বুধ, শুক্র ইত্যাদি ইহারা এই সৌর জগতের গ্রহ। ইউরেনস্ (Uranus) নামক একটী গ্রহ আছে, তাহাও এই সৌরজগতের অন্তর্ভূত। অতএব ইউরেনস্ও সম্ভবতঃ স্বীয় অক্ষে পশ্চিমদিক্-হইতে পূর্বাভিমুখে

পরিচ্ছিত্তি—বিশিষ্টানুভূতি—পরিচ্ছিন্ন-বা-সোপাধিক উপলব্ধিই উপমান-প্রমাণের ফল।

১ "অস্যেদমিতি বুদ্ধ্যপেক্ষিতত্বাৎ।"— বৈশেষিকদর্শন ৯।২।৫।

অর্থাৎ এই ব্যাপকের ইহা ব্যাপ্য, এই কারণের ইহা কার্য্য, এই জ্ঞাপকের ইহা জ্ঞাপ্য, এক কথায় উহার সহিত ইহা এই সম্বন্ধে সম্বন্ধ ইত্যাকার বুদ্ধি, প্রমিতাপ্রমিত অর্থদ্বয়ের এইরূপ সম্বন্ধ-দর্শন সর্বত্র (অনুমান উপমান, সকল প্রমাণেই) অপেক্ষিত (Necessary), অতএব সাদৃশ্যপ্রতিপত্তিহেতু উপমান প্রমাণান্তর নহে, ইহা অনুমান-প্রমাণেরই রূপান্তর।

"তত্রোপমানং তাবদনুমানমেব শব্দদ্বারা।"

উপস্কার।

উপমান, শব্দদ্বারক-অনুমান-প্রমাণান্তর্ভূত। ভগবান্ গোতম যে কারণে উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে গণ্য করিয়াছেন, তাহা পরে উক্ত হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

ভ্রমণ করে। ইউরেনসের পশ্চিমদিক্‌হইতে পূর্বাভিমুখে ভ্রমণানুমান, সাদৃশ্য-জ্ঞানাত্মক বা উপমানমূলক অনুমান।

ধরিত্রী (The Earth, সকরণ জীবসজ্ঘকে (Organic Life) ধারণ করে' পৃথিবী সকরণ জীব সকলের বাসভূমি। পৃথিবী একটী গ্রহ, ইহা স্বমার্গে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, স্বীয় অক্ষে ঘূর্ণিত হয়, ইহার বায়বপরিবেষ্ট (Atmosphere) আছে, ঋতু-পরিবর্ত্তন আছে; মঙ্গলও একটী গ্রহ, ইহাও পৃথিবীর ন্যায় স্বমার্গে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, স্বীয় অক্ষে ঘূর্ণিত হয়, ইহারও বায়রপরিবেষ্ট আছে, ঋতুপরিবর্ত্তন আছে; অতএব মঙ্গলগ্রহও সম্ভবতঃ সকরণজীবসমূহের আবাসস্থল, মঙ্গলগ্রহেও পৃথিবীর ন্যায় সকরণ জীব বাস করে। পৃথিবীগ্রহে জীবের বাস আছে সন্দর্শন করিয়া এবং মঙ্গলগ্রহে পৃথিবীগ্রহের সাদৃশ্য উপলব্ধি পুর্ব্বক, ইহাতেও পৃথিবীগ্রহেয় ন্যায় সকরণ জীব সমূহের বাসসম্ভাবনা, সাদৃশ্যপ্রতিপত্তিমুলক অনুমানের ফল। ২

এনালজী ও ইন্‌ডক্‌শন্ (INDUCTION)।

সামান্য-(General) হইতে বিশেষের (Particular) এবং বিশেষ হইতে সামান্যের অনুমান হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য-ন্যায়-শাস্ত্র, সামান্য হইতে বিশেষের অনুমানকে ডিডক্‌শন্ (Deduction) এবং বিশেষ হইতে

---

১ "Mercury, Venus, the Earth, Mars, Jupiter and Saturn (the whole of the planets known to the ancients) revolve on their axes from west to east ; all these are planets of our system ;—Uranus also belongs to planets of this system : Hence it probably revolves on its axis from west to east."—

Ueberweg's Logic. P. *494.*

২ "The Earth suppprts organic life : the Earth is a planet revolving in an orbit round our sun, turning on its axis, having an atmosphere, the change of season, &c. ; Mars is a planet revolving in an orbit round our sun, turning on its own axis, having an atmosphere, thc change of seasons, &c. : Hence Mars also will probably support organic life."—

Ibid. P. 494.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সামান্যের অনুমানকে ইন্‌ডক্‌শন্ (Induction) নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইন্‌ডক্‌শন্ (Induction) পূর্ণ (perfect) ও অপূর্ণ (Imperfect) ভেদে দ্বিবিধি। ১ পণ্ডিত ইউবার্‌ওয়েগ্ বলিয়াছেন, সাদৃশ্যজ্ঞানাত্মক অনুমান (The Inference by Analogy) কেবল অপূর্ণ ইন্‌ডক্‌শনের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে। কিন্তু ইহা সর্বতোভাবে অপূর্ণ ইন্‌ডক্‌শনের তুল্য নহে। ২ পণ্ডিত বেন্ (Bain) এনালজীর স্বরূপ-প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন, এনালজী ইন্‌ডক্‌শন্ হইতে ভিন্ন অনুমানবিশেষ।

একটী ধর্ম্মী বা বস্তুর কতিপয় লক্ষণ যদি অন্য একটী ধর্ম্মী বা বস্তুর কতিপয় লক্ষণের সংবাদী হয়, একটি ধর্ম্মী বা বস্তুর কতিপয় ধর্মের সহিত যদি অন্য একটি ধর্ম্মী বা বস্তুর কতিপর ধর্মের সাদৃশ্য প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে যদ্দ্বারা উক্ত বস্তুদ্বয়গত অন্যান্য অসমীকৃত ধর্ম্ম-বা-গুণসমূহেরও পরস্পর সাম্য আছে, এবমপ্রকার অনুমান হইয়া থাকে তাহা এনালজী (Analogy)। ৩

অ্যারিষ্টটাল বলিয়াছেন, পূর্ণ হইতে অংশের বা অংশ হইতে পূর্ণের, এনালজীদ্বারা এইদ্বিবিধ নিগমনের (Conclusion) কোনরূপ

---

২ "Induction is the inference from the individual or special to the universal."— *Ibid P. 476.*

২ "Hence the Inference of Analogy can only be joined to an Imperfect Induction."— *Ibid. P. 495.*

৩ "Analogy, as different from Induction, and as a distinct form of inference, supposes that two things, from resembling in a number of points, may resemble in some other point, which other point is not known to be connected with the agreeing points by a law of causation or of co-existence."—

Bain's Logic. Part II P. 143

পণ্ডিত জেবন্‌সও (Jevons) ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—

"The rule for reasoning by Analogy is then, 'that if two or more things resemble each other in many points, they will probably resemble each other also in more points."—

Logic. P. 107

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিগমনই সিদ্ধ হয় না। এনালজীদ্বারা অংশহইতে অংশের নিগমন হইয়া থাকে। অতএব ইহা ইন্‌ডক্‌শন্‌ও নহে, ডিডক্‌শন্‌ও নহে। ১ পণ্ডিত জন ষ্টুয়ার্ট মিল্‌ ইন্‌ডক্‌শন্‌ ও এনালজী এইপদার্থদ্বয়ের ইতরব্যাবর্ত্তকধর্ম্ম-নির্দ্দেশার্থ বলিয়াছেন, বিশুদ্ধ ইন্‌ডক্‌শনে (Real Induction) এক বা ততোধিক পূর্ব্ব-ধর্মের সহিত অপর-ধর্মের নিয়ত সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু এই সাদৃশ্যজ্ঞানমূলক অনুমানে তাদৃশ নিয়ত সম্বন্ধের উপপত্তি হয় না। ২

এনালজী ও জেনারালাইজেশন (Generalisation)

পণ্ডিত জেবন্‌স্‌ তাঁহার প্রিন্সিপল্‌স্‌ অভ্‌ সায়ান্স (Principles

---

১ "Aristotle distinguishes the Inference from Analogy on the one hand from Induction, and on the other hand from Syllogism, in this way, that conclusion is made neither from the part to the whole, nor from the whole to the part, but from ihe part to the part."—

System of Logic by Ueberweg. P, 496-497.

২ "Analogical reasoning, in this sense, may be reduced to the following formula :—Two things resemble each other in one or more respects ; a certain proposition is true of the one ; therefore it is true of the other. But we have nothing here by which to discriminate analogy from induction, since this type will serve for all reasoning from experience. In the most rigid induction, equally with the faintest analogy, we conclude because A resembles B in one or more properties, that it does so in a certain other property. The difference is, that in the case of a real induction it has bcen previously shown, by due comparison of instances, that there is an invariable conjunction between the former property or properties and the latter property : But in what is called analogical reasoning, no such conjunction has been made out." —*Mill's Logic, Vol. II. P. 85.*

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

of Science) নামক গ্রন্থের এনালজী-শীর্ষক পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন যে, যখন আমরা অনেকগুলি পদার্থের কতিপয় বাহ্যধর্মগতসাদৃশ্য সন্দর্শন করি, অর্থাৎ যখন অনেকগুলি পরীক্ষ্যমাণ পদার্থের সাদৃশ্যের গভীরত্ব হইতে বাহ্যবিস্তৃতি প্রধানতঃ নিরূপণ করিতে পারগ হই, তখন আমরা উক্ত পদার্থ সকলকে জাতিশঃ গণীকৃত (Generalise) করিয়া থাকি, এবং যখন অল্পসংখ্যক পদার্থকে পরীক্ষণীয়রূপে গ্রহণপূর্ব্বক আমরা উহাদের অনেকবিষয়কসাদৃশ্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হই, তখন পরীক্ষার্থ-গৃহীত পদার্থজাতের প্রকটীকৃত বা নিরূপিত সাদৃশ্য গভীরতর হইতে পারে—অধিকবিষয়ব্যাপী হইতে পারে, এনালজী হইতে আমাদের চিত্তে এবম্‌প্রকার তর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, এনালজী ও জেনারালাইজেশনের মধ্যে মাত্রিক-প্রভেদ ব্যতীত অন্য কোনরূপ প্রভেদ নাই। ১

পণ্ডিত জেবন্‌স্‌ অপিচ বলিয়াছেন,—এনালজী দ্বারা দ্রব্যগত-সাদৃশ্য সূচিত হয় না, ইহা দ্বারা দ্রব্যের ধর্ম-বা-সম্বন্ধগতসাদৃশ্যই দ্যোতিত হইয়া থাকে। পোতনায়ক (Pilot), প্রধানসচিব—প্রধানমন্ত্রী (Prime-minisiter) হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি, উভয়ের ব্যক্তিগত সাদৃশ্য নাই, তথাপি পোতনায়ক পোতের সহিত যেরূপ সম্বন্ধে সম্বন্ধ, প্রধানসচিব রাজ্যের সহিত তদ্রূপ সম্বন্ধে সম্বন্ধ ; পোতনায়ক পোতসম্বন্ধে যেরূপ কার্য্য সম্পাদন করেন, প্রধানসচিব রাজ্যসম্বন্ধে তদ্রূপ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, এইজন্য আমরা প্রধানসচিবকে রাজ্যের পোতনায়করূপে উপমিত করিতে পারি। ২

---

১ "We are said to generalise when we view many objects as agreeing in a few properties, so that the resemblance is extensive rather than deep. When we have only a few objects of thought, but are able to discover many points of resemblance, we argue by analogy that the correspondence will be even deeper than appears."—*The Principles of Science. P. 627.*

২ It has been said, indeed, that analogy denotes not a resemblance between things, but between the relations of

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

উপমান বা এনালজীর উপযোগিতা (USEFULNESS)

জ্ঞান ও বিজ্ঞান (Science) এই শব্দদ্বয় আমাদের বহুশঃ শ্রুত সন্দেহ নাই। জ্ঞান ও বিজ্ঞান, শাস্ত্রে এইশব্দদ্বয় যে যে অর্থে ব্যবহৃত

---

things. A pilot is a very different man from a prime-minister, but he bears the same relation to a ship that the minister does to the state, so that we may analogically describe the prime-minister as the pilot of the state."—

The Principle of Seicnce. P. 627.

যাহারা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্ণে পণ্ডিত জেবন্সের উদ্ধৃত বচনসমূহ নূতন বলিয়া বোধ হইবে না। কাব্যপ্রকাশকার পুজ্য-পাদ মম্মটভট্ট বলিয়াছেন,—

"সাধর্ম্ম্যমুপমা ভেদে।"

—কাব্যপ্রকাশ।

অর্থাৎ উপমানোপমেয়ের ভেদ-সত্ত্বেও—দ্রব্যগত পার্থক্য থাকিলেও উহাদের সাধর্ম্য—সমানধর্মগত সম্বন্ধ বা সাদৃশ্য থাকিতে পারে। উপমানোপমেয়ের সাধর্ম্য বা সমানধর্মগত সম্বন্ধই 'উপমা'।

"যথা কথঞ্চিৎ সাদৃশ্যং যত্রোদ্ভুতং প্রতীয়তে।
উপমা নাম সা, তস্যাঃ প্রপঞ্চোঽয়ং নিদর্শ্যতে।"

—কাব্যাদর্শ।

অর্থাৎ, কাব্যধর্মে যথাকথঞ্চিৎ—যে কোনপ্রকারে উদ্ভুত সাদৃশ্যের প্রতীতি হয়, তাহাই উপমানামধেয় পদার্থ।

'সাম্যঞ্চ ক্রিয়াগতং, গুণগতম্, উভয়গতঞ্চেতি ত্রিবিধম্।

—কাব্যদীপিকা

ক্রিয়াগত, গুণগত ও উভয়গতভেদে সাম্য ত্রিবিধ।

চন্দ্রের ন্যায় মুখ। এস্থলে চন্দ্র উপমান এবং মুখ উপমেয়। চন্দ্র ও মুখ নিশ্চয়ই বস্তুতঃ সমান পদার্থ নহে, কিন্তু উভয়ের মনোজ্ঞত্বাদি সাধর্ম্য-নিবন্ধন, মুখকে চন্দ্রের সহিত উপমিত করা হইয়া থাকে।

পূজ্যপাদ গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত উপমানচিন্তামণিতে এই বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা আছে। আমরা যথাস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিব।

হস্তিমশকয়োরপি প্রাণিত্ব-সুখিত্ব-দুঃখিত্বাদিনা সাদৃশ্যাৎ অতএব বৈসাদৃশ্যেঽপি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়াছে, পূর্ব্বে সংক্ষেপে পাঠকদিগকে তাহা জানাইয়াছি। বিজ্ঞান-শীর্ষকপ্রস্তাবে, ইহাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা থাকিবে, আপাততঃ জ্ঞানের সামান্যতঃ জানার ভাব, এবং বিজ্ঞানের বিশিষ্টরূপে জানার ভাব, এই অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক, অথবা বিদেশীয় পণ্ডিতগণ 'সায়ান্স' (Science) যে অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন বিজ্ঞানকে তদর্থের বাচকরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রস্তাবিতবিষয়টির বোধসৌকর্য্যার্থ জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

উৎপত্তিশীল-বা-কার্য্য পদার্থের জন্মস্থিত্যাদি অবস্থাগত ভেদের কথা আমাদের স্মরণ আছে, কার্য্যমাত্রেই যে ক্রমপরিণামী, অণুর সমষ্টিই যে মহৎ, তাহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। মাতৃকুক্ষিহইতে ভূমিষ্ঠ সুকুমার, স্বল্পকায়, পরবশ, জড়পিণ্ডবৎ শিশুর অবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কালপরিণামে পরিণম্যমান ক্ষুদ্র শিশুই যে ক্রমশঃ বাল্য-যৌবনাদি অবস্থায় উপনীত হয়, তাহা আমাদের সুবিদিত।

যাহা কার্য্য বা বিকার পদার্থ, বলা বাহুল্য, যদি অকালে কাল-কবলে কবলিত না হয়, তাহা হইলে, তাহাকে শৈশব, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়াদি অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। কোন কার্য্যপদার্থের পূর্ণ-ভাবে তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে, তাহার জন্মাদিভাববিকারসমূহের তত্ত্ব নির্ণয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে জ্ঞান উৎপত্তিবিনাশশীল, যে জ্ঞানের উপচয়াপচয় আছে, তাহা যে কার্য্যপদার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব জ্ঞানের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে ইহার জন্মাদি পরিণাম সকলের তত্ত্বাবধারণ করিতে হইবে।

সজাতীয়-বিজাতীয় ভৌতিক অণুসকল সংসর্গবৃত্তিকশক্তিপ্রভাবে পরস্পর সমাকৃষ্ট হইয়া যেরূপ স্থূলাবস্থা প্রাপ্ত হয়, বিবিধ আকারে আকারিত হয়, বিকারাত্মকজ্ঞানও সেইরূপ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজ বিবিধ-সংবেদনের (Sensation) সম্মূর্চ্ছন-নিবন্ধন প্রবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। জ্ঞানের শৈশবাবস্থায় প্রত্যক্ষসমূহের—ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজ অনুভূতি-

---

আহ্লাদজনকত্বাদিনা চন্দ্র ইব মুখং পুষ্ট্যাদিনা মহিষীব গৌরিতি বহ্বল্পতদ্গতধর্মবত্ত্বেন সুসদৃশত্বমন্দসদৃশত্বম্।

—উপমান চিন্তামণি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

সকলের সাধর্ম্ম-বৈধর্ম্য বিচার হয় না, এ অবস্থায় জ্ঞানের সামান্য-বিশেষ-ভাবোপলব্ধি হয় না, প্রত্যেক প্রত্যক্ষই যেন অনন্যসম্বন্ধ, অসমান প্রসবাত্মক বলিয়া এ অবস্থায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বৃক্ষহইতে ফলের পতন, উর্দ্ধপ্রক্ষিপ্তলোষ্টের ভূমিতে প্রত্যাগমন, নদীপ্রবাহ, ইত্যাদি ভাববিকারজাতের মধ্যে যে কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, জ্ঞানের কিশোরাবস্থা, তাহা উপলব্ধি করিতে অপারগ। জ্ঞানের বয়োবৃদ্ধি-সহকারে, উপলভ্যমান পদার্থসমূহের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-বিচার আরম্ভ হয়, ভিন্ন-ভিন্নরূপে প্রতীয়মান পদার্থসকলের সামান্য-বিশেষভাবে লক্ষিত হইতে থাকে। অনুভূতিসমূহের জাতিবিভাগ হইতে থাকে। জ্ঞানের এই অবস্থায় বিজ্ঞান (Science) জন্মগ্রহণ করে। একটি শিশুর সমীপে ঘট ও মৃত্তিকা, পট ও তন্তু, রৌপ্য ও রৌপ্যমুদ্রা পরস্পর সম্পুর্ণ বিভিন্ন সামগ্রীরূপে গৃহীত হয়, কিন্তু জ্ঞানীর নিকটে তাহা হয় না, প্রাপ্তবয়স্ক বুঝেন, ঘট মৃত্তিকারই বিকার, পট তন্তুরই কার্য্য, রৌপ্যমুদ্রা রৌপ্যেরই আকারান্তর। সিদ্ধান্ত হইল, যদদ্বারা আমরা বিভিন্নরূপে পরিদৃশ্যমান পদার্থজাতের সাদৃশ্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হই, বৈষম্যভাবসকলের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্কার করিতে প্যারগ হই, তাহা 'বিজ্ঞান বা বিশিষ্টজ্ঞান' (Science)।

'জ্ঞা' ধাতুর উত্তর 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিয়া 'জ্ঞান' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। 'ল্যুট্' প্রত্যয় বহু অর্থে বিহিত হইয়া থাকে।

"কৃত্যল্যুটো বহুলম্।"— পা ৩৷৩৷১১৩।

ভগবান্ পাণিনিদেব, 'ল্যুট্' প্রত্যয়টি যে বহু অর্থে বিহিত হয়, এতদ্দ্বারা তাহাই বুঝাইয়াছেন।

"করণাধিকরণয়োর্ভাবে চ ল্যুট্। অন্যত্রাপি ভবতি।"
—কাশিকা।

অর্থাৎ করণ ও অধিকরণ কারকে, ভাববাচ্যে এবং অন্যত্রও ল্যুট্' প্রত্যয় হইয়া থাকে।

'জ্ঞান' শব্দটি তাহা হইলে, যদ্দ্বারা জানা যায়—যাহা জ্ঞানকরণ; যাহাতে জানা যায়,—যাহা জ্ঞানাধিকরণ, এবং জানার ভাব—ইত্যাদি অর্থের বাচক। 'বিজ্ঞান' শব্দটিও সুতরাং যদ্দ্বারা বিশিষ্টরূপে জানা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যায়—বিশিষ্ট-বা-অভ্রান্ত জ্ঞানের যাহা করণ এবং বিশিষ্ট-বা-অভ্রান্তরূপে জানার ভাব, ইত্যাদি অর্থের বাচক হইতে পারে।

প্রমাণই জ্ঞানের করণ।

পূর্বে অবগত হইয়াছি, যদ্দ্বারা কোন কিছু প্রমিত হয়, বিশিষ্ট-রূপে জ্ঞাত হয়, তাহাকে 'প্রমাণ' বলে। অতএব বলিতে পারি, প্রমাণই জ্ঞানের করণ। প্রমাণদ্বারাই বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১

"————বুদ্ধিস্তু দ্বিবিধা মতা।
অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চ স্যাদনুভূতিশ্চতুর্ব্বিধা।
প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতিস্তথোপমিতিশব্দজে॥"

—ভাষাপরিচ্ছেদ।

অর্থাৎ বুদ্ধি—জ্ঞান—উপলব্ধি, অনুভূতি-ও-স্মৃতিভেদে দ্বিবিধ। অনুভূতি আবার প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দজ, এই চতুর্ব্বিধ। ইন্দ্রিয়ার্থসংযোগ প্রত্যক্ষাত্মক-প্রমা-বা বুদ্ধির, লিঙ্গদর্শন ২ অনুমিতির, এবং সাদৃশ্যজ্ঞান (Knowledge of resemblance) উপমিতির করণ; ইন্দ্রিয়ার্থসংযোগ, লিঙ্গদর্শন এবং সাদৃশ্যজ্ঞান, ইহারা যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ও উপমিতি, এই ত্রিবিধ অনুভূতির প্রমাণ। ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন, পদার্থ সকলের সাধর্ম্ম-বৈধর্ম্ম্য-বা-সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার হইতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত জেবন্স্ও (Jevons) বলিয়াছেন, প্রত্যেক জ্ঞানকার্য-বা-বৌদ্ধব্যাপারে (In every act of intellect) আমরা পদার্থসমূহের সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম-বা-সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য-বিচারে প্রবৃত্ত হই, সংবেদন-(Sensations)-সমূহের পরস্পর তুলনা করিয়া থাকি। জগৎ সজাতীয়-বিজাতীয় বা সদৃশ-

---

১ "প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি।—" সাংখ্যকারিক।
"প্রমাণাধীনা সর্ব্বেষাং ব্যবস্থিতিঃ।"— তত্ত্বচিন্তামণি।

২ "লিঙ্গতে গম্যতেঽনেনার্থঃ ইতি লিঙ্গম্।"— ন্যায়বিন্দু।
অর্থাৎ যদ্দ্বারা অর্থ লিঙ্গিত বা জ্ঞাত হয়, তাহা লিংগ।
"ব্যাপ্তিবলেন লীনমর্থং গময়তি ইতি লিংগম্।"—
—সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ও ন্যায়বৃত্তি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিসদৃশ অসংখ্যেয় পদার্থে পরিপূর্ণ। যে পদার্থটিকে আমরা কতিপয় পদার্থের সদৃশ বলিয়া নিশ্চয় করি, তাহাই আবার আমাদিগদ্বারা তদ্বিজাতীয় বহু অপর পদার্থের বিসদৃশরূপে অবধারিত হইয়া থাকে। 'ইহা এইরূপ' এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে, ইহা অমুকের—পূর্ব্ব-প্রমিত বা প্রসিদ্ধ কোন পদার্থের সদৃশ। 'ইহা এইরূপ বা এইরূপ নহে' এবম্প্রকার নিশ্চয়ই, প্রত্যেক বিশিষ্টজ্ঞানের স্বরূপ। 'বিবেচন', 'বিবেক' এই পদদ্বয়ের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ চিন্তা করিলে আমরা কি শিক্ষা পাই ? 'বি' উপসর্গপূর্ব্বক 'বিচির্ পৃথগ্ভাবে' (To discriminate), পৃথগ্ভাববোধক এই 'বিচ' ধাতুর উত্তর 'ল্যুট্' ও 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া যথাক্রমে 'বিবেচন' ও 'বিবেক' এই পদদ্বয় সিদ্ধ হইয়াছে। পৃথগ্ভাববিচারই (The act of discriminating বা Discrimination) উক্ত পদদ্বয়ের মূল অর্থ। পৃথগ্ভাববিচার-বা-বিবেকদ্বারাই বস্তুর স্বরূপধারণ হইয়া থাকে। পণ্ডিত জেবন্স্—'The perception of an object involves its discrimination from all other objects' অর্থাৎ, একটী পদার্থসম্বন্ধীয় সবিকল্পপ্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি, তাহার পদার্থান্তরহইতে বিবেচন-বা-পৃথগ্ভাব-বিচারদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; এতদ্বাক্যদ্বারা ভাষান্তরে বিবেচন-বা-বিবেক শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পরস্পর অসম্বন্ধ-বা-ভিন্নভাবে উপলভ্যমান পদার্থজাতের সম্বন্ধ-নির্ণয় বা বৈষম্যভাবের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্করণ হইতেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা আমাদের পূর্ব্ববিদিত কথা। সাদৃশ্যজ্ঞান, বুঝিয়াছি উপমিতিরকরণ, সমানধর্মসম্বন্ধ-বা-সাদৃশ্যজ্ঞান হইতেই উপমিতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব ইহা সুখবোধ্য হইল,

---

অর্থাৎ ব্যাপ্তিশক্তিদ্বারা যাহা লীন অর্থের গমক হইয়া থাকে তাহাকে লিঙ্গ বলে।

"পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ ধূমো বহ্নের্লিঙ্গম্।"—

যেখানে ধূম থাকে তথায় বহ্নি থাকে। পর্ব্বতে ধূম আছে, অতএব পর্ব্বত বহ্নিমান্। ধূমদ্বারা পর্বতের বহ্নিমত্ত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, সুতরাং ধূম বহ্নির লিঙ্গ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপমান—সাদৃশ্যজ্ঞান (Analogy) বিজ্ঞানাবিষ্কারের প্রধান সাধন।১ কি রসায়ন-বিদ্যা, কি গণিত-বিদ্যা, কি জড়পদার্থ-বিদ্যা, একটু চিন্তা করিলে উপলব্ধি হইবে, উপমান-বা-সাদৃশ্যজ্ঞান হইতেই সকল বিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছে, সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-বিচার হইতেই বিজ্ঞান জন্মলাভ করিয়া থাকে।

'ব্যাখ্যা' শব্দটীর অর্থ।

'বি' পূর্বক 'আঙ্' পূর্বক 'খ্যা' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'ব্যাখ্যা' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'খ্যা' ধাতুর অর্থ কথন। 'ব্যাখ্যা' শব্দটীর সুতরাং, ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ হইল বিশিষ্টরূপে কথন, সমানার্থ-বোধক, পরিচিত-বা-জ্ঞাত-শব্দান্তরদ্বারা বিবরণ।

"পচতি ইত্যস্য পাকং করোতি ইতি বিবরণম্।"—

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

অর্থাৎ 'পচতি' এই শব্দটির 'পাকং করোতি'—পাক করিতেছে, ইহা বিবরণ—ইহা ব্যাখ্যা।

"অথ সকলশব্দমূলত্বাদ্ধাত্বর্থো নিরূপ্যতে। তত্র ফলানুকূলো যত্ন-সহিতো ব্যাপারো ধাত্বর্থ ইতি সিদ্ধান্তঃ। যত্তু ফলং ধাত্বর্থো ব্যাপারস্তু প্রত্যয়ার্থ ইতি তন্ন।"—

মঞ্জুষা।

ভাবার্থ।

ধাতুই শব্দযোনি—ধাতুই নিখিল শব্দের মূল, ধাতু হইতেই নিখিল শব্দের বিস্তার হইয়াছে। অতএব পদার্থতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর ধাত্বর্থ নিরূপণ করাই একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ফলানুকূলযত্নসহিতব্যাপারই ধাত্বর্থ।

---

১ "All Science, it has been said, at the outset, arises from the discovery of identity, and analogy is but one name by which we denote the deeper-lying cases of resemblancc. I shall only try to point out at present how analogy between apparently diverse classes of phenomena often serves as a guide in discovery."

The Principles of Science. P. 629.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ফল (Effect) ধাত্বর্থ, এবং ব্যাপার (Action) প্রত্যয়ার্থ, এই মত সমীচীন নহে।

আমরা বলিয়াছি, একটি পদ-বা-শব্দের ব্যাখ্যা—বিবরণ সমানার্থ-বোধক পরিচিত-বা-জ্ঞাত শব্দান্তর দ্বারা হইয়া থাকে। পদ-বা-শব্দ-মাত্রেই ধাতু হইতে জন্মলাভ করে, যে কোন পদ-বা-শব্দ হউক, তাহা কোন-কোন-ধাতু হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। ফলানুকূলযত্নসহিতব্যাপার ধাত্বর্থ। পাকানুকূলযত্নসহিতব্যাপার 'পচ' ধাতুর অর্থ।

"ভূবাদয়ো ধাতবঃ"—

পা ১।৩।১

এই সূত্রের ভাষ্য করিবার সময়ে পূজ্যপাদ ভগবান্ ভাষ্যকার ক্রিয়াবচন ও ভাববচন, ধাতুর এই দ্বিবিধ অর্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

"কথং পুনর্জ্ঞায়তে ক্রিয়াবচনাঃ পচাদয় ইতি? যদেতেষাং করোতিনা সামানাধিকরণ্যম্। কিং করোতি? পচতি, কিং করিষ্যতি? পক্ষ্যতি, কিমকার্ষীৎ? অপাক্ষীদিতি। • • • যদি পুনর্ভাববচনো ধাতুরিত্যেতল্লক্ষণং ক্রিয়েত।"—

মহাভাষ্য।

অর্থাৎ পচাদিধাতুসকল যে ক্রিয়াবচন, তাহা কিরূপে জানা যায়? 'কৃ' ধাতুনিষ্পন্ন পদের সহিত পচাদি ধাতুর সামানাধিকরণ্য আছে, এই জন্য জানা যাইতেছে, পচাদি ধাতু সকল ক্রিয়াবচন। কি করিতেছে? উত্তর, পাক করিতেছে; কি করিবে? উত্তর, পাক করিবে; কি করিয়াছে? উত্তর, পাক করিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, 'কৃ' ধাতু-নিষ্পন্নপদের সহিত 'পচ' ধাতুর সামানাধিকরণ্য আছে। 'ক্রিয়া' পদটি 'কৃ' ধাতুর উত্তর 'শ' প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে।

ক্রিয়াবচন ও ভাববচন, একটু চিন্তা করিলেই প্রতীতি হইবে, ইহারা পৃথগর্থবোধক পদদ্বয় নহে। মহাভাষ্যকার বলিয়াছেন;—

"ভাব্যতে যঃ স ভাব ইতি। ক্রিয়া চৈব হি ভাব্যতে।"—

মহাভাষ্য।

'ভূ সত্তায়াম্' এই সত্তার্থক (বিদ্যমানবাচী) 'ভূ' ধাতুর উত্তর ভাব, কর্ত্তৃ কিংবা কর্ম বাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'ভাব' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাহা ভাবিত-বা-উৎপন্ন হয়, যাহা বিদ্যমান, বা যাহা ভাবিত হইয়াছে, তাহা 'ভাব' পদার্থ। ক্রিয়াই ভাবিত হয়। অতএব ক্রিয়া ও ভাব একপদার্থ।

"ক্রিয়া হি দ্বিবিধা, সর্ব্বো ধাত্বর্থঃ করোত্যর্থশ্চ। তত্রৈকঃ পরিস্পন্দনসাধনসাধ্যো গমনাদিঃ, অন্যো অপরিস্পন্দনসাধনসাধ্যোঽবস্থানাদিঃ।"—

সুপদ্মব্যাকরণের মকরন্দাখ্যটিকা।

অর্থাৎ পরিস্পন্দনসাধনসাধ্য গমনাদি এবং অপরিস্পন্দনসাধনসাধ্য অবস্থানাদি ভেদে 'ক্রিয়া' দ্বিবিধ। অতএব ধাতুকে ক্রিয়াবচন বলিলে —অস্তি, ভবতি ইত্যাদি অবস্থানাদি ধাতুসকলের 'ধাতু'-সংজ্ঞা অনুপপন্ন হয়, এবম্প্রকার আশঙ্কা নিরস্ত হইল। 'পচতি' এই পদের 'পাক' করিতেছে,' এইরূপ ব্যাখ্যা করা কেন হয়, তাহা বুঝিতে পারা গেল।

পদার্থ-ব্যাখ্যা কিরূপে হয়?

পদ-বা-শব্দ-বোধ্য অর্থের নাম 'পদার্থ'। একটি পদ-বোধ্য অর্থ তৎসমানধর্ম্মী বা তৎসমানধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-শক্ত-প্রতিপাদিতার্থক। প্রসিদ্ধ-প্রমিত-বা-জ্ঞাতপদদ্বারা ব্যাখ্যাত (বিবৃত) হইয়া থাকে।

অনুমান শব্দটির অর্থ স্মরণ করিতে হইবে।

"মিতেন লিঙ্গেনার্থস্য পশ্চান্মানমনুমানম্।"—

বাৎস্যায়নভাষ্য।

অর্থাৎ, মিত-বা-প্রসিদ্ধ-লিঙ্গদ্বারা কোন অর্থের পশ্চান্মানের নাম 'অনুমান'। যে স্থানে ধূম থাকে, তথায় বহ্নি থাকে, এইরূপ প্রত্যক্ষ করিবার পর কোন বস্তুকে বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ দেখিয়া, আমরা তাহাকে যে বহ্নিমান্ বলিয়া নিশ্চয় করি, তাহা অনুমানপ্রমাণের ফল।

"প্রত্যক্ষেণাপ্রত্যক্ষসিদ্ধেঃ।"—

ন্যায়দর্শন ২।২।৪৪।

অর্থাৎ ধূম-প্রত্যক্ষদ্বারা অপ্রত্যক্ষ বহ্নির গ্রহণ, অনুমান।

ব্যাপ্তিজ্ঞান ও লিঙ্গপরামর্শ।

"অনুমিতিকরণং দ্বিবিধম্। তত্র প্রথমং ব্যাপ্তিজ্ঞানম্। দ্বিতীয়ং তু লিঙ্গপরামর্শঃ।"—

তর্ককৌমুদী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ অনুমিতির ব্যাপ্তিজ্ঞান ও লিঙ্গপরামর্শ এই দুইটি করণ।

"যত্র যত্র ধূমস্তত্রাগ্নিরিতি সাহচর্যনিয়মো ব্যাপ্তিঃ।"—

তর্কসংগ্রহ।

যে যে স্থানে ধূম থাকে, তত্তৎস্থলে বহ্নি থাকে। ধূমের সহিত বহ্নির এই সাহচর্য্য নিয়মের (Invariable concomitance) নাম ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তির জ্ঞান—ব্যাপ্তিজ্ঞান।

"ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানপরামর্শঃ।"—

তর্কসংগ্রহ।

পর্বতে ধুমদর্শনানন্তর, 'যে যে স্থানে ধুম থাকে তত্তৎস্থানে বহ্নি থাকে,' এই ব্যাপ্তি—সাহচর্য্যনিয়ম স্মরণ হওয়াতে ধুমবান্ পর্ব্বত বহ্নিমান্ এইরূপ নিশ্চয় হয়, বহ্নিব্যাপ্য-ধুমবান্ পর্ব্বত বহ্নিমান্ এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহার নাম পরামর্শ। ১

অনুমান-ত্রৈবিধ্য।

"অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানম্ পূর্ব্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ।"

—ন্যায়দর্শন ১।১।৫।

তৎ (সাধ্য-সাধনের সহচার প্রত্যক্ষ) হইয়াছে পূর্বে যাহার, তাহার নাম 'তৎপূর্ব্বক'। অনুমান তৎপূর্বক, অর্থাৎ তাদৃশপ্রত্যক্ষ-পূর্বক—তাদৃশপ্রত্যক্ষজন্য। পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ-ও-সামান্যতোদৃষ্টভেদে অনুমান ত্রিবিধ। কারণ দেখিয়া কার্য্যের অনুমান পূর্ব্ববৎ। উন্নতমেঘ-বিশেষ-দর্শনপূর্বক বৃষ্টি হইবে বা সাংঘাতিকরোগবিশেষ-দর্শনানন্তর মৃত্যু হইবে এইরূপ অনুমান, পূর্ব্ববৎ অনুমান। কার্য্য দেখিয়া, কারণের অনুমান শেষবৎ। ধূমাদি দর্শন করিয়া বহ্নির অনুমান বা নদী-বৃদ্ধি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান শেষবৎ অনুমানের দৃষ্টান্ত। কার্য্য-কারণ-

---

১ যাহা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট তাহার নাম ব্যাপ্য'। বহ্নি-শূন্য দেশে কদাচ ধূম থাকে না, অর্থাৎ যেখানে বহ্নি নাই, সেখানে ধূমের অসদ্ভাব আছে, এইজন্য ধূম বহ্নির ব্যাপ্য।

"ব্যাপ্তস্য পক্ষবৃত্তিত্বধীঃ পরামর্শ উচ্যতে।
ব্যাপ্তিস্তু সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বং প্রকীর্ত্তিতম্।"—

ভাষাপরিচ্ছেদ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভিন্ন-হেতুক যে অনুমান, তাহা সামান্যতোদৃষ্ট। জন্যত্ব দেখিয়া বিনাশিত্বের অনুমান, শৃঙ্গ দেখিয়া পশুতে পুচ্ছের অনুমান, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের দৃষ্টান্ত। নব্যন্যায়ে পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ, ও সামান্যতোদৃষ্ট এই ত্রিবিধ অনুমান যথাক্রমে কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী এই নামত্রয়ে অভিহিত হইয়া থাকে।

ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন—

"প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবদ্ধজ্ঞানমনুমানম্।"—

সাং দং ১।

প্রতিবন্ধ = ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তিদর্শন হইতে প্রতিবদ্ধের—ব্যাপকের যে জ্ঞান, তাহা 'অনুমান'। অনুমানের সংক্ষিপ্ত উপদেশ পাইলাম, এক্ষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবৃন্দ 'Inference' শব্দটির যে অর্থে প্রয়োগ করেন, তাহা দেখিব।

ইন্‌ফারেন্স (INFERENCE)।

পণ্ডিত মিল বলিয়াছেন,—কোন জ্ঞাত তথ্যদ্বারা, তদ্ভিন্ন তথ্যান্তরে উপনীত হওয়ার নাম ইন্‌ফারেন্স (Inference)।১ পণ্ডিত ইউবার্‌-ওয়েগ্ (Ueberweg) বলিয়াছেন, এক-বা-ততোঽধিক-জ্ঞাত-তত্ত্ব হইতে কোনরূপ নির্দ্ধারণ বা বিজ্ঞানের সমাগমের নাম ইন্‌ফারেন্স (Inference)।২

কি বুঝিলাম ?

উপমান ও অনুমান এই প্রমাণদ্বয়ের স্বরূপ চিন্তা করিয়া যাহা বুঝিলাম, তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে, উৎপদ্যমান জ্ঞান স্বয়ংসিদ্ধ নহে, কোন পদবোধ্য অর্থ বা পদার্থকেই আমরা কেবল তদ্দ্বারা জানিতে

১ "J. S. Mill defines inference to be the setting out from known truths to arrive at others really distinct. He refuses the name to the so-called immediate inferences."—

System of Logic by Ueberweg. P. 227.

২ "Inference in the widest sense is the derivation of a judgment from any given elements."

Ibid. P. 222.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পারি না, প্রত্যেক পদার্থ তদ্ভিন্ন অথচ তাহার সহিত কোনরূপ সম্বন্ধে সম্বন্ধ পূর্ব্বপ্রমিত পদার্থান্তরের তুলনায় পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। পদার্থ-জ্ঞান প্রমাণাধীন—সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য-বিচার-মূলক। একটি পদ-বোধ্য-অর্থের ব্যাখ্যা-বা-বিবরণ করিতে হইলে, তৎসমানার্থবোধক জ্ঞাত-পদার্থের উল্লেখ করিতে হয়। ধর্ম্ম কোন্ পদার্থ? এইরূপ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর হইতেছে, 'ধর্ম্ম' এই পদ-বোধ্য-অর্থ কোন্ জ্ঞাত পদ-বোধ্য-অর্থের সমান। 'ধর্ম্ম' কাহাকে বলে, তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে কি করা উচিত? 'ধর্ম্ম' কাহাকে বলে তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে 'ধর্ম' শব্দটি যে ক্রিয়া-বা-ভাব-বচন ধাতু ও যে প্রত্যয়ের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে, অগ্রে তাহা জানিতে হইবে, 'ধর্ম'-শব্দটির ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থের অনুসন্ধান করিতে হইবে; তৎপরে যদি সম্ভব হয়, ধর্ম্ম-পদার্থের সমানার্থবোধক পরিচিত পদার্থের তুলনায় ইহার ইদন্তা নিরূপণ করিতে হইবে। যে কোন পদার্থই হউক না, তাহা নিশ্চয়ই কাহারও সদৃশ ও কাহারও বিসদৃশ, কোন পদার্থের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে, কাহারও সহিত বৈসাদৃশ্য আছে। ১ একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে প্রতীতি হয়, প্রত্যেক অভিধান-বা-শব্দেরই বিপরীত অভিধান বা বিরুদ্ধার্থক শব্দ আছে, প্রত্যেক অভিধান-বা-শব্দের প্রতিশব্দ Synonyme আছে। শব্দ সকল এক একপ্রকার ভাবের ব্যঞ্জক। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে, ভাব-বিকার-মাত্রেই সপ্রতিযোগিক, ভাব-বিকারমাত্রেই কাহারও সরূপ, কাহারও বিরূপ। আমরা যখন পরস্পর কথাবার্ত্তা করি, যখন স্ব-স্ব মনোভাব প্রকাশ করি, তখন ইহা এই, বা এই নহে; উহা হইবে, বা হইবে না; উহা ভাল, ইহা মন্দ; উহা সৎ, ইহা অসৎ; ইহা উচিত, উহা অনুচিত; তখনই এইরূপ বিধি-নিষেধার্থক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি।

ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে কারণে রিলিজন্ চিত্র অঙ্কন

১ "Our knowledge of a fact is the Discrimination of it from differing facts, and the agreement or identification of it with agreeing facts."

Bain's Logic, Part. I. P 4.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিতে যাইতেছি, এইবার তাহা জানাইব। পূর্ণহইতে অংশের, কারণ হইতে কার্য্যের, অংশহইতে পূর্ণের, কার্য্যহইতে কারণের, অনুমান হইয়া থাকে ; প্রসিদ্ধ-সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যদ্বারা সাধ্যের সাধন হইয়া থাকে, সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-বিচারদ্বারাই পদার্থতত্ত্ব অবধারিত হইয়া থাকে। ইহা কোন্ পদার্থ ? বুঝিয়াছি, ইহা কোন্ জ্ঞাত পদার্থের সরূপ, তাহা বলাই এইরূপ প্রশ্নের আকাঙ্ক্ষিত সদুত্তর। রিলিজন্‌কে আমরা উপধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়াছি ; ধর্ম আমাদের বিবেচনায় পূর্ণ, রিলিজন্ ইহার অংশ —ধর্ম্মের পরিচ্ছিন্নভাববিশেষ ; রিলিজন্ কাহাকে বলে ইদানীং তাহা অনেকেই পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, রিলিজন্-পদ-বোধ্য-অর্থ দ্বারাই আজ-কাল ধর্ম্মপদার্থ ব্যাখ্যাত হইরা থাকে, ধর্ম্মের রূপ শাস্ত্র যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই ধর্মের সেই ব্যাপক রূপ দেখিতে চাহেন না বা পারেন না, ধর্মব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তা'ই রিলিজন্ চিত্রাঙ্কন করিতেছি, ধর্ম্মব্যাখ্যায় রিলিজন্ চিত্র তা'ই আবশ্যক হইয়াছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ধর্ম ও রিলিজন্ সর্ব্বাংশে সমান পদার্থ নহে। প্রতিজ্ঞা (Proposition) কাহাকে বলে, তাহা অবগত হইলে, আমরা যে কারণে রিলিজন্ চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সুখবোধ্য হইবে। সাধারণ পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হইবে না জানিয়াও, আমরা প্রতিজ্ঞা কোন্ পদার্থ, তাহা অগ্রে চিন্তা করিব।

প্রোপোজিশন্ (PROPOSITION)।

যাঁহারা পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্র (Logic) অধ্যয়ন করিয়াছেন, প্রোপোজিশন্ (Proposition) কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা

অর্থাৎ কোন একটী বিষয়কে যখন আমরা বিশিষ্টরূপে জানিতে যাই, তখন নিশ্চয়ই, আমরা উহাকে, উহার বিসংবাদি-বিষয়সমূহ হইতে পৃথগ্‌ভাবে বিচার এবং উহার সংবাদি-বিষয়সমূহের সহিত উহাকে সমীকৃত করিয়া থাকি। ইহারই নাম সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য-বিচার। সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য-বিচার-দ্বারাই পদার্থতত্ত্ব অবধারিত হইয়া থাকে, ভগবান্ কণাদের এই উপদেশই পণ্ডিত বেন্ ভাষান্তরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধর্মব্যাখ্যায় রিলিজন্ চিত্রাঙ্কনের প্রয়োজন কি, এতদ্দ্বারা তাহারও উত্তর পাওয়া গেল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবগত আছেন, সন্দেহ নাই ; অতএব প্রোপোজিশন্ কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইবার যত্ন, বলা বাহুল্য, তাঁহাদের জন্য নহে। যাঁহারা পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, যাঁহারা পাশ্চাত্য-শ্রীকাতর ও পাশ্চাত্য-বিদ্যা-দ্বেষী নহেন, সদুপদেশ যে কোন প্রভব হইতে প্রসূত হউক, তাহা গ্রাহ্য, কখন ত্যাজ্য নহে, যাঁহাদের এইরূপ মত, প্রোপোজিশন্ কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইবার যত্ন কেবল তাঁহাদের জন্য বুঝিতে হইবে। পণ্ডিত জন্ ষ্টুয়াট মিল বলিয়াছেন ;—A Proposition is, discourse which affirms or denies something of somই other thing."—(System of Logic, Vol. I, P. 49). অর্থাৎ কোন কিছু সম্বন্ধে কিছু স্বীকার-বা-অস্বীকারাত্মক প্রবচন Discourse) বা বাক্যের নাম প্রোপোজিশন্ (Pro-Position,—প্রতিজ্ঞা)। পণ্ডিত বেন্ বলিয়াছেন ;—"A Proposition either affirms or denies a Predicate of a subject ; 'Wine is good,' 'Wine is not good.'" (Logic, Part I, P 83). প্রোপোজিশন্ (প্রতিজ্ঞা) হয় কোন সাধ্য-বা-উদ্দেশ্যের (Subject) কোন বিধেয় (Predicate) স্বীকার, না হয় অস্বীকার করিয়া থাকে। 'সুরা হয় সাধু,' সুরা নহে সাধু' ; এই দুইটী প্রবচন যথাক্রমে, স্বীকারাত্মক ও অস্বীকারাত্মক প্রতিজ্ঞার দৃষ্টান্ত। 'সুরা' সাধ্য (Subject), 'সাধু' বিধেয় (Predicate)। পণ্ডিত জেবন্স্ বলিয়াছেন ;—"Propositions may assert an identity of time, space, manner, quantity, degree, or any other circumstances in which things may agree or differ." (Principles of Science, P. 36). অর্থাৎ প্রোপোজিশন্, পদার্থ সকলের কালগত, দেশগত, ক্রমগত, পরিমাণগত, অংশগত, অথবা অন্য কোনরূপ সম্বন্ধ, যদ্দ্বারা পদার্থসমূহ সমীকৃত বা বিশেষিত হইয়া থাকে, সমান-বা-অস-মানরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে, তদ্গত সাদৃশ্য নির্বাচন করিয়া থাকে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'প্রোপোজিশন্ (Proposition) পদার্থের যে লক্ষণ করিয়াছেন তাহা দেখিলাম, এক্ষণে শাস্ত্রোক্ত 'প্রতিজ্ঞা'-লক্ষণ দেখিব। 'ইহা এইরূপ' বা 'ইহা এইরূপ নহে' ; বুঝিলাম, এবম্প্রকার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অধ্যবসায় বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই প্রতিজ্ঞা-বাক্যদ্বারা প্রব্যক্ত হইয়া থাকে। বেদাদিশাস্ত্র-চরণ-সেবা করিয়া বুঝিয়াছি, ধর্ম্ম বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠা, যাহা কিছু অবস্থান করে, যাহা কিছু সৎ, তাহা 'ধর্ম্ম'; ধর্ম, ব্রহ্ম, শব্দ, বেদ, ইহারা সমানার্থক শব্দ। অতএব বলা বাহুল্য, ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে হইলে, পর ও অপর ব্রহ্মের এই দ্বিবিধ অবস্থার ব্যাখ্যা করিতে হইবে, পরা ও অপরা এই দ্বিবিধ বিদ্যার ব্যাখ্যা করিতে হইবে, জগৎ-অজগৎ দ্বিবিধ পদার্থের বিবরণ করিতে হইবে। বিদিত হইয়াছি, আমরা কোন পদার্থকেই তদ্দ্বারা জানিতে পারি না, যে কোন পদার্থই হউক, তাহাকে আমরা তদ্ভিন্ন অথচ তাহার সহিত কোনরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ পদার্থের তুলনায় অবগত হইয়া থাকি।

"লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং হি বস্তুসিদ্ধিঃ। অতএবাহুঃ মানাধীনা মেয়সিদ্ধির্মানসিদ্ধিশ্চ লক্ষণাদিতি।"— জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর।

অর্থাৎ, লক্ষণ (সজাতীয়-বিজাতীয়-ব্যাবর্ত্তক লক্ষ্যগত লোক প্রসিদ্ধ আকার)-ও-প্রমাণ-দ্বারা বস্তুসিদ্ধি হইয়া থাকে। প্রমেয়সিদ্ধি প্রমাণাধীন, এবং মানসিদ্ধি লক্ষণাধীন? এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যাহা জগতের প্রতিষ্ঠা, যাহা নিখিল পদার্থের উৎপত্তি-স্থিতি-লয়-কারণ, অন্যান্য পদার্থ যাহার বিকার, যাহার পরিচ্ছিন্নভাব, তাহাকে কিরূপে জানা যাইবে? কোন্ প্রমাণে তাহা প্রমাণীকৃত হইবে?

পূজ্যপাদ ভগবান্ জৈমিনি এইজন্য বলিয়াছেন, ধর্ম্ম প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণসাধ্য পদার্থ নহে, একমাত্র বেদই ধর্ম্মের প্রমাণ।

যাঁহার সমান পদার্থান্তর নাই, যাঁহার দ্বিতীয় নাই, তাঁহাকে জানিতে হইলে 'নেতিনেতি,' অর্থাৎ, 'তাহা ইহা নহে, 'তাহা ইহা নহে,' এইরূপে নিখিলজ্ঞাত পদার্থ হইতে তাঁহাকে ব্যাবর্ত্তিত, অথবা কোন অংশে সদৃশ পদার্থের সহিত তুলনা করিতে হয়। ধর্ম্মব্যাখ্যায় রিলিজন্ চিত্রাঙ্কন যে অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহা বুঝিতে আর অবশিষ্ট রহিল না।

প্রতিজ্ঞা কোন্ পদার্থ?

'প্রতি' পূর্বক 'জ্ঞা' ধাতুর উত্তর ভাব, কর্ম্ম বা করণ বাচ্যে 'অঙ্' প্রত্যয় করিয়া (আতশ্চোপসর্গে, পা ৩।৩।১০৬) 'প্রতিজ্ঞা' পদ সিদ্ধ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়াছে। ১ 'প্রতি' উপসর্গটী এ স্থলে 'ইত্থম্ভুতকথন' বা 'অঙ্গীকৃতি এই অর্থের দ্যোতক, ২ 'জ্ঞা' ধাতুর অর্থ 'অববোধ'—জ্ঞানা।

"প্রতিজ্ঞা চায়মেবমিতি কথনম্।"—

শব্দেন্দুশেখর।

সিদ্ধান্তকৌমুদীর টিকাকার বৈয়াকরণ-শিরোমণি পূজ্যপাদ নাগেশ-ভট্ট বলিয়াছেন, 'ইহা এইরূপ,' কোন পদার্থ সম্বন্ধে এবম্প্রকার কথনের নাম 'প্রতিজ্ঞা'।

"প্রতিজ্ঞায়ত ইতি প্রতিজ্ঞা।"— মনোরমা।

পূজ্যপাদ ভট্টোজিদীক্ষিত এস্থানে যাহা প্রতিজ্ঞাত হয়—অঙ্গীকৃত হয়, 'ইহা এই বা এই নহে', এবম্প্রকারে কোন পদার্থ সম্বন্ধে কোন কিছু স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয়, তাহা 'প্রতিজ্ঞা,' 'প্রতিজ্ঞা' শব্দটির এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'প্রতি'-উপসর্গ-পূর্ব্বক 'জ্ঞা' ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে 'অঙ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ 'প্রতিজ্ঞা' শব্দ, বলা বাহুল্য, যদ্দ্বারা কিছু প্রতিজ্ঞাত হয়, কোন-ধর্ম্মী-বা-বস্তুসম্বন্ধে কিছু স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয়, এইরূপ অর্থের বাচক।

"সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা।"— ন্যায়দর্শন।

'প্রতিজ্ঞা' শব্দটির ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ অবগত হইলাম, এক্ষণে 'দর্শনশাস্ত্রে' ইহা কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দেখিব। পূজ্যপাদ ভগবান্ গোতম বলিয়াছেন—সাধ্যের—সাধনীয়-বা-প্রতিপাদ্যধর্ম্ম-বিশিষ্টপক্ষের—প্রজ্ঞাপনীয়-বা-বিধেয়-ধর্ম্মবিশিষ্টধর্ম্মীর নির্দ্দেশের—(সাধ্যতাবচ্ছেদকবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞানজনকবাক্যের)—নাম 'প্রতিজ্ঞা'। ৩

---

১ "প্রতিজ্ঞায়ত ইতি প্রতিজ্ঞা। আতশ্চোপসর্গ ইতি কর্ম্মণ্যঙ্।"—

মনোরমা।

২ প্রতি—লক্ষণ-ব্যবৃত্তি-প্রশস্তীত্থম্ভাব-চিহ্ন-ভাগ-প্রত্যর্পণ-সাদৃশ্য-বিরোধ-বীপ সা সমাধিষু।"— মুগ্ধবোধটীকা।

"দানহিংসাঙ্গীকৃতৌ প্রতিনিধৌ কুচিৎ ব্যাধ্যভিমুখয়োর্ব্যাপ্তৌ বারণে প্রতিরুচ্যতে।"— সারস্বতব্যাকরণের বাসুদেবভট্টবিরচিত প্রসাদাখ্যটীকা।

৩ "প্রজ্ঞাপনীয়েন ধর্ম্মেণ ধর্ম্মিণো বিশিষ্টস্য পরিগ্রহবচনং প্রতিজ্ঞা।"—

বাৎস্যায়নভাষ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাক্যার্থ

'প্রতিজ্ঞা' পদার্থের কিঞ্চিৎ আভাস পাইলাম। বুঝিলাম, যথা নিয়মে উচ্চারিত উদ্দেশ্য-বিধেয়-ভাবসম্বন্ধ পদসমূহের নাম 'প্রতিজ্ঞা'।

"পদার্থানাং মিথোঽন্বয়রূপ উদ্দেশ্যবিধেয়ভাবসম্বন্ধঃ।"—

ন্যায়কোশ।

শাব্দিকদিগের মতে, পদার্থ সকলের পরস্পর অন্বয়রূপ উদ্দেশ্য-বিধেয়-ভাবসম্বন্ধই বাক্যার্থ।

'পর্বত বহ্নিমান্' ইহা একটি বাক্য। 'পর্বত বহ্নিমান্' এইবাক্যে 'পর্বত' উদ্দেশ্য (Subject) এবং বহ্নিমান্ বিধেয় (Predicate)। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা যে জ্ঞান অর্জ্জিত হয়, অপরকে তাহা জানাইবার জন্য মনুষ্য বাগ্ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব শব্দ বা বাক্য এক একরূপ অনুভূতির প্রকাশক। অনুভূতির স্বরূপ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, ইহা পৌর্বাপর্য্যভাবাত্মক, ইহা সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-বিচার-মূলক। উৎপদ্যমানজ্ঞান কোন পূর্বজ্ঞানের মানে প্রমিত বা প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে, যে কোন জ্ঞানই হউক, তাহা কোন পূর্বার্জ্জিত-জ্ঞানের সদৃশ-বা-বিসদৃশ-রূপে গৃহীত হয়। 'আমি ইহা জানিলাম'

দীধিতিকার শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শিরোমণি 'সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা,' ভগবান্ গোতমকৃত এই প্রতিজ্ঞা লক্ষণসূত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। "সাধ্যে বিধেয়ধর্ম্মাবিশিষ্টো ধর্ম্মী—তথাচ পক্ষতাবচ্ছেদকপর্ব্বতব্যাদিবি-শিষ্ট-সাধ্যতাবচ্ছেদকবহ্নিত্যাদিবিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যজ্ঞান-জনক-ন্যায়াবয়ব ইতি পর্ব্ববসি-তোঽর্থঃ।" বৃত্তিকারও ঠিক্ এই কথাই বলিয়াছেন। ন্যায় বা তর্কতত্ত্ব ও লজিক্ (Logic) নামক প্রবন্ধে এই সকল বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক চিন্তিত হইবে।

"সাধ্যং নির্দ্দিশ্যতেঽনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা সাধ্যপ্রতিপাদক শব্দ ইত্যর্থঃ।"—

শ্রীমথুরনাথ তর্কবাগীশ-বিরচিত রহস্যাখ্য তত্ত্বচিন্তামণিটীকা।

'সাধ্য যদ্দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়' এইরূপ ব্যুৎপত্তি হইতে "সাধ্যপ্রতিপাদক শব্দের নাম 'প্রতিজ্ঞা' প্রতিজ্ঞার ইত্থম্ভূতলক্ষণপ্রতিপত্তি হয়।

"সাধ্যস্য—বিধেয়ধর্মবিশিষ্টধর্ম্মিণঃ নির্দ্দেশঃ তদ্বোধকশব্দঃ ইত্যর্থঃ।"—

জাগদীশীব্যাখ্যা।

অর্থাৎ সাধ্যের—বিধেয়ধর্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর নির্দ্দেশের—তদ্বোধকশব্দের নাম 'প্রতিজ্ঞা'।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে, আমি কোন পূর্বজ্ঞাতভাবের সহিত তুলনা করিয়া, ইহা অমুকের সমান ও অমুকের অসমান এবম্প্রকারে ইহার স্বরূপাবধারণ করিলাম। বুঝিলাম, শব্দ-বা-বাক্যদ্বারা এক-একরূপ ভাব বা অনুভূতি (স্বার্থ-বা-পরার্থ সিদ্ধির জন্য) প্রকটিত হইয়া থাকে। অনুভূতি মাত্রেই বুঝিলাম, পৌর্বাপর্য্যভাবাত্মক,—সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম-বিচার-মূলক; অতএব, সিদ্ধান্ত করিতে পারি, প্রত্যেক বাক্য, বাক্যঘটক প্রত্যেকপদ-প্রতিপাদিত সাম্য-বৈষম্য-বা-সমানা-সমানভাবের ব্যঞ্জক, বাক্যঘটক প্রত্যেকপদের অন্যোন্যসম্বন্ধের প্রকাশক। অনুমিতিদ্বারা যেরূপ পরস্পর অন্বয়িভাবাপন্ন দুই-বা-ততোহধিক বাক্যের সম্বন্ধ নিরূপিত হয়, একটি বাক্যদ্বারা সেইরূপ পরস্পর অন্বয়িভাবাপন্ন দুই-বা-ততোহধিক পদের সম্বন্ধ নির্বাচিত হইয়া থাকে। ১

'প্রতিজ্ঞা' পদার্থের স্বরূপ যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে, ভাববিকারের সাধারণ তত্ত্বজ্ঞান ও উপলব্ধির স্বরূপাববোধ, অথবা এক কথায় ব্যাকরণের দার্শনিকতত্ত্বদর্শন অবশ্য প্রয়োজনীয়। ধর্ম-ও-রিলিজনের চিত্রাঙ্কন করিতে হইলে, ষড়্ভাব-বিকারের তত্ত্বানুসন্ধান এবং উপলব্ধির স্বরূপ চিন্তা করিতেই হইবে, নতুবা উক্তপদার্থদ্বয়ের চিত্রাঙ্কন-চেষ্টা সফল হইবে না। প্রোপোজিশন্-ও-প্রতিজ্ঞার রূপ যতদূর দেখা হইল তাহাতে নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, কোন পদার্থের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, 'উহা অমুকের সমান' ও 'অমুকের অসমান' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেই হয়। ধর্ম্ম-পদার্থ-ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, এইজন্য আমরা, 'ধর্ম্ম-ও-রিলিজন্

---

১ বিদেশীয় পণ্ডিত জেবন্স বলিয়াছেন,—

Every proposition exprsses the resemblance or difference of the things denoted by its terms. As infernce treats of the relation between two or more propositions, so a proposition expresses a relation between two or more terms.

Principles of Science, P. 24.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্ব্বাংশে সমান পদার্থ নহে,' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, এবম্প্রকার 'প্রতিজ্ঞা' করিয়াছি। এক্ষণে ধর্ম-ও-রিলিজন্ এই পদার্থদ্বয়ের চিত্র যে রীতিতে চিত্রিত হইবে, পাঠকদিগকে তাহার একটু আভাস দিব।

ধর্ম্ম ও রিলিজনের চিত্র যে রীতিতে চিত্রিত হইবে।

চিত্র শব্দটীর অর্থ।

'চিঞ্ চয়নে' চয়নার্থক (To collect, to accumulate, to cover, to inlay) এই 'চি' ধাতুর উত্তর 'ক্ত্র' প্রত্যয় করিয়া, ১ অথবা 'চিত্র চিত্রকরণে' চিত্রকরণার্থক ণ্যন্ত 'চিত্রি' ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া (পা। ৩।১।১৩৪) অথবা চিত্তশব্দপূর্ব্বক 'ত্রৈ' ধাতুর উত্তর 'ক' প্রত্যয় করিয়া (পা। ৩।২৩) 'চিত্র' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে।

যাহা—যদ্দ্বারা বা যাহাতে চিত হয়, অর্থাৎ সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মভাব সকলের সম্মুর্চ্ছিতাবয়ব, বা যদ্দ্বারা সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মভাব সকল সংগৃহীত (collected) হয়; যদ্দ্বারা বা যাহাতে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মভাব সকলকে একীভূত করিয়া লিখিত—অঙ্কিত-বা-গ্রথিত করা হয়, যাহা চিত্তরমণ, যাহা বিস্ময়জনক, তাহা 'চিত্র'; 'চিত্র' শব্দটীর ব্যুৎপত্তিহইতে এইসকল অর্থ পাওয়া যায়।

"আলেখ্যাশ্চর্য্যয়োশ্চিত্রম্।"—

অমরকোষ।

পূজ্যপাদ অমরসিংহ আলেখ্য (A portrait, a picture, a painted resemblance) ও আশ্চর্য্য (Wonder) চিত্র শব্দটীর এই দ্বিবিধ অর্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

উপলব্ধিমাত্রেই চিত্রের উপলব্ধি।

চিত্র শব্দটির যে অর্থ পাইলাম তাহাতে বলিতে পারি, আমরা

---

১ "অমিচিমিদিশসিভ্যঃ ক্ত্রঃ।"—

উণা। ৪।১৬৩।

"চিত্রমালেখ্যম্।"—

উণাদিসূত্রবৃত্তি।

অর্থাৎ 'চিত্র' শব্দটী আলেখ্যবাচী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাহা কিছু উপলব্ধি করি, তাহাই 'চিত্র।' পূজ্যপাদ ভগবান্ যাস্ক এইজন্যই বলিয়াছেন, বিশুদ্ধ-সত্ত্বোপরি আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক রজঃ ও তমঃ এই গুণদ্বয়দ্বারা রঞ্জিত বা চিত্রিত আলেখ্যই 'জগৎ'। পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মাদ্যাঃ স্তম্বপর্য্যন্তাঃ প্রাণিনোঽত্র জড়া অপি।
উত্তমাধমভাবেন বর্ত্তন্তে পটচিত্রবৎ ॥"—

পঞ্চদশী চিত্রদীপ ৫ শ্লোক।

অর্থাৎ, পটেতে যেরূপ উত্তমাধমভাবে চিত্রিত পুত্তলিকাদি অবস্থান করে, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত চেতন, অচেতন, সমুদায় পদার্থই সেইরূপ যথাক্রমে উত্তমাধমভাবে পরব্রহ্ম চৈতন্যরূপ অধিষ্ঠানে অবস্থিত আছে।

চিত্রাঙ্কনে চিত্রকরের কার্য্য।

"স্বতঃ শুভ্রোঽত্র ধৌতঃ স্যাৎ ঘট্টিতোঽন্নবিলেপনাৎ।
মস্যাকারৈর্লাঞ্ছিতঃ স্যাৎ রঞ্জিতো বর্ণপূরণাৎ ॥"—

পঞ্চদশী।

চিত্রকর (Painter) চিত্রাঙ্কন-কালে যথাক্রমে ধাবন, ঘট্টন, লাঞ্ছন ও রঞ্জন এই চতুর্ব্বিধ ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকে, চিত্রাঙ্কন-কার্য্যের এই চারিটী অবস্থা। রজকীয়কর্ম্মদ্বারা পটের শুক্লত্ব-সম্পাদন (Whitening) ধৌতাবস্থা, মণ্ডলেপনসহকারে প্রস্তরাদিদ্বারা পটের সমবিস্তৃতিকরণ ঘট্টিতাবস্থা, রেখাপাতদ্বারা আকৃতিবিশেষ অঙ্কিত করা লাঞ্ছিতাবস্থা এবং রঙ্গ-পূরণদ্বারা সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন করা, রঞ্জিতাবস্থা।

"নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া।"—

সাহিত্যদর্পণ ৩য় পরিচ্ছেদ।

আমরা বুঝিয়াছি, শব্দ-বা-পদ এক-একরূপ মনোগত ভাবের প্রকাশক। ইন্দ্রিয় ও তদ্‌গ্রাহ্য অর্থের সন্নিকর্ষজনিতক্রিয়াই আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি। আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহার সংস্কার (Impression) আমাদের চিত্তক্ষেত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকে, ভাবনা-বা-বাসনারূপে চিত্তপটে তাহা অবস্থান করে। অনুভূতবিষয়সকল অপসারিত হইলেও আমরা যে তাহাদের রূপ ধ্যান করিতে পারি, ইহাই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহার কারণ। আলোকালেখ্যের (Photograph) কথা আজকাল অনেকেই অবগত আছেন, সন্দেহ নাই। আলোকালেখ্যকারদিগের রাসায়নিকপ্রক্রিয়াবিশেষদ্বারা প্রস্তুত আলোক-স্থাপকফলকের (Sensitive plate) সহিত চিত্তক্ষেত্রের ক্রিয়াগত কতকটা সাদৃশ্য আছে। একটী আলোকস্থাপকফলকে যখন কোন বস্তু-বা-ব্যক্তির প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তখন ইহা অন্য কোন বস্তু-বা-ব্যক্তির প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না. চিত্ত-দর্পণও একসময়ে একাধিক পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারগ হয় না।

রজকেরা যখন কোন বস্ত্র রঞ্জিত করে, তখন তাহারা বস্ত্রখানিকে যে ধৌত বা-নির্ম্মল করে, তাহার কারণ, শুভ্র বসনেই রঙ্গ সুন্দররূপে ফলিত হয়, মলিন-বা-কষায়িতবস্ত্রে রঙ্গের ফলন ভাল হয় না। সাহিত্য-দর্পণকার 'ভাব' কোন্ পদার্থ বুঝাইবার সময় বলিয়াছেন, বিকাররহিত-চিত্তের যে আদ্যবিক্রিয়া, তাহার নাম 'ভাব'। চিত্ত যখন যে বিষয় গ্রহণ করে, যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজক্রিয়ার উপলব্ধি করে, তখন ইহা তদাকারে আকারিত হইয়া যায়, তদ্ভাবে ভাবিত হয়, অতএব, বলা বাহুল্য, আলোকস্থাপকফলকের ন্যায় যখন ইহা যে ভাবে ভাবিত হয়, তখন ঠিক্ সেই সময়ে অন্যভাব গ্রহণ করে না—করিতে পারে না।

"একসময়ে চোভয়ানবধারণম্।"—

পাঃ দং কৈ, পা, ২০ সূত্র।

চিত্ত অনন্যভাবসম্বন্ধ না হইলে,—নির্বিকার না হইলে, নূতনভাবে ভাবিত হইতে পারে না। চিত্রকারকে এইজন্য চিত্রাঙ্কন-কালে চিত্তকে যথাসম্ভব নির্বিবকার করিতে হয়, অনন্যাসক্ত করিতে হয়। শব্দ-বা-

১ পণ্ডিত Helmholtz বলিয়াছেন—

"The more immediate object of the painter is to produce in us by his palette a lively visual impression of the objects which he has endeavoured to represent. o o o We must look upon artists as persons whose observation of sensuous impressions is particularly vivid and accurate, and whose memory for those images is particularly true."

Pppular Lectures on Scientific Subjects Vol. II. P. 75.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পদ যে ভাবপ্রকাশক, আমাদের চিত্তপট-প্রতিফলিত চিত্রের অভিব্যঞ্জক তাহা আমরা বিদিত হইয়াছি। শব্দ-বা-পদদ্বারা আমরা মানসপটাঙ্কিত চিত্রকে বহির্দ্দেশে স্থাপন করি। চিত্রকরগণ কোন চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়া, চিত্রখানি যেরূপে চিত্রিত করিবেন, অগ্রে মনে মনে তাহা ভাবিয়া স্থির করেন, পশ্চাৎ উপযুক্ত উপকরণদ্বারা মানসপটচিত্রিতচিত্র ধৌত-ও-ঘট্টিতবহির্দ্দেশে লাঞ্ছিত করিয়া থাকেন। জগৎ বিশুদ্ধসত্ত্বে অঙ্কিত চিত্রের প্রতিফলিত রূপ। বেদ ও তন্মুখাপেক্ষী বৈয়াকরণেরা এইজন্য জগৎকে শব্দব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়াছেন।

লাঞ্ছন, রেখাপাত বা লিখন।

শুনিলাম, রেখাপাতদ্বারা আকৃতি বিশেষ অঙ্কিত করা চিত্রাঙ্কনের লাঞ্ছিতাখ্য তৃতীয়াবস্থা। বলা বাহুল্য, চিত্রাঙ্কন-কার্য্যের ইহা বিশেষাপেক্ষিত অবস্থা। এক্ষণে এই তৃতীয় অবস্থা-সম্বন্ধে আমরা একটু চিন্তা করিব।

বিন্দু-সমষ্টি রেখা।

রেখা-(Line)-পদার্থকে বিশ্লেষ বা বিভাগ করিলে, আমরা দেখিতে পাই, রেখা বিন্দুসমষ্টি ভিন্ন অন্য কিছু নহে, বিন্দু সকল পরস্পর সংহত হইলেই রেখা-পদার্থের উৎপত্তি হয়। যে পদার্থ বিভাগানর্হ (অবিভাজ্য), যাহা পরিমাণবিরহিত, তাহাকে বিন্দুনামধেয় পদার্থরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে।

পরমাণুলক্ষণ ও বিন্দুলক্ষণ একরূপ।

বিন্দু (Point), পরমাণু (Atom) ও ক্ষণ, ইহারা মূর্ত্ত বা সম্মূর্চ্ছিতাবয়ব না হইলে ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। বিন্দু, পরমাণু ও ক্ষণ ইত্যাদি পদার্থসমূহের অস্তিত্ব অনুমান-প্রমাণসাধ্য, সাধারণ প্রত্যক্ষসাধ্য নহে। বিন্দু যখন সমষ্টীভূত হইয়া রেখা হয়, পরমাণু সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া যখন স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষণ যখন ক্রম-পরম্পরায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পলদণ্ডাদিতে পরিণত হয়, তখনই আমরা ইহাদিগকে বুদ্ধিগোচর করিতে পারগ হই।

"যথাপকর্ষপর্য্যন্তদ্রব্যং পরমাণুরেবং পরমাপকর্ষপর্য্যন্তকালঃ ক্ষণঃ।"
—যোগসূত্রভাষ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভিদ্যমানলোষ্টাদি দ্রব্যসমূহের অবিভজনীয়, সূক্ষ্মতম অবয়ব যেরূপ পরমাণুশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, কালের পরমাপকর্ষপর্য্যন্ত অবস্থা সেইরূপ 'ক্ষণ' এই আখ্যায় আখ্যাত হয়। শ্রুতির উপদেশ, কাল স্বর্গের উৎপাদক, কাল পৃথিবীর জনক, বর্ত্তমান, অতীত ও অনাগত, এই ত্রিবিধ জাগতিক অবস্থার কালই প্রবর্ত্তক, কালই ভোক্তৃভোগ্য এই দ্বিবিধভাবে অবস্থান করিতেছেন, ভূতজাত কালে প্রতিষ্ঠিত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহ কালাশ্রিত, মনঃ প্রাণ, সকলেই কালাধিষ্ঠিত। কাল সর্ব্বেশ্বর, কাল প্রজাপতির পিতা, কাল হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, কালেই বিশ্বজগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। ১

"স এব সংভুবনান্যভরৎ স এব সংভূবনানি পর্য্যৈৎ।

পিতা সন্নভবৎ পুত্র এষাং তস্মাদ্বৈ নান্যৎ পরমস্তি তেজঃ।"—

অথর্ব্ববেদসংহিতা, ১৯'৫৩-৫৪।

কাল, নিখিলভুবনের পোষণ-বা-ধারণকর্ত্তা, কাল সমগ্র ভুবন ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন, পিতৃরূপেও তিনি পুত্ররূপেও তিনি অর্থাৎ কাল বিশ্বকারণ, এবং কালই বিশ্বকার্য্য; কাল হইতে অন্য পদার্থ নাই, কাল পরমকারণ।

অখণ্ডদণ্ডায়মান-ও-কলনাত্মক-ভেদে কাল-দ্বৈবিধ্য।

সূর্য্যসিদ্ধান্তনামক জ্যোতিষগ্রন্থে (উপ. ১ম অংশ, ২৪৫ পৃষ্ঠা) অখণ্ড-দণ্ডায়মান-ও-কলনাত্মক-ভেদে কালকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যেকাল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের উৎপত্তি-স্থিতিনাশকরণ, যেকাল অমূর্ত, তাহা অখণ্ডদণ্ডায়মান কাল এবং যেকাল জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়—যাহা নির্দ্দেশ্য, তাহা কলনাত্মক-বা-খণ্ড-কাল।

"কালোঽমুং দিবমজনয়ৎ কাল ইমাঃ পৃথিবীরুত।
কালেন ভূতং ভব্যং চেষিতং হবি তিষ্ঠতে॥
কালে হ বিশ্বাভূতানি কালে চক্ষুর্বিপশ্যতি।
কালে মনঃ কালে প্রাণাঃ কালে নাম সমাহিতম্॥
কালো হ সর্বস্যেশ্বরো যঃ পিতাসীৎ প্রজাপতেঃ।
তেনেষিতং তেন জাতং তদু তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্"॥"

—অথর্ব্ববেদ সংহিতা ১৯।৫৩।৫০

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কলনাত্মক কালও আবার স্থূল-সূক্ষ্ম-ভেদে দ্বিবিধ। শ্রুতি বলিয়াছেন, অক্ষয্য (ক্ষয়রহিত) প্রভব (উৎপত্তিস্থান)-হইতে সমুৎপন্ন নদীর ন্যায় কালনদী নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র-নদীসকল যেমন মহানদীতে মিলিত হইয়া থাকে, মহা-নদীর সহিত সংযুক্ত হয়, মহানদী ক্ষুদ্র নদীর মেলন-বশতঃ যেরূপ বিস্তীর্ণা হয়, কদাচ শুষ্ক হয় না, নিরন্তর প্রবাহিত হয়, ক্ষণমূহূর্ত্তাদি ক্ষুদ্র এবং দিবস-পক্ষাদি বৃহৎ কাল-নদী, সেইপ্রকার সংবৎসরকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ কালাবয়ব সকল পরস্পর মিলিত হইয়া বিস্তীর্ণ হয়, কখন বিচ্ছিন্ন হয় না। ১

"অণুভিশ্চ মহদ্ভিশ্চ সমারূঢ়ঃ প্রদৃশ্যতে।
সংবৎসরঃ প্রত্যক্ষেণ নাধিসত্ত্বঃ প্রদৃশ্যতে॥"—

তৈত্তিরীয়-আরণ্যক।

ক্ষণমূহূর্ত্তাদি স্বল্প, এবং দিবস-পক্ষাদি বৃহৎ কালাবয়বসকলদ্বারা সমারূঢ় হওয়াতে সংবৎসর প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে—মূর্ত্তকালের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষীভূত হয়, কিন্তু অধিসত্ত্ব অর্থাৎ মূর্ত্ত-বা-ব্যবহারিক কালের যিনি উৎপাদক, শ্রুত্যন্তরে 'কালকাল' এইনামে যিনি লক্ষিত হইয়াছেন, সেই অখণ্ডচৈতন্যময় পরমাত্মা শাস্ত্রদৃষ্টিভিন্ন অন্যদৃষ্টিদ্বারা পরিদৃষ্ট হয়েন না।

পরমাণু ও কাল।

"চরমঃ সদ্বিশেষাণামনেকোঽসংযুতঃ সদা।
পরমাণুঃ স বিজ্ঞেয়ো নৃণামৈক্যভ্রমো যতঃ॥"—

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১১।১।

বিভজ্যমান কার্য্য-পদার্থের যাহা চরমাবস্থা, যে কার্য্যাংশের আর বিভাগ হয় না, তাহাকে 'পরমাণু' শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

---

১ "নদীব প্রভবাৎ কাচিৎ অক্ষয্যাৎ স্যন্দতে যথা।"—

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

তাং নদ্যোঽভিসাময়ন্তি সোরুঃ সতী ন নিবর্ত্ততে। এবং নানাসমুত্থানাঃ কালাঃ সংবৎসরং শ্রিতাঃ॥ অণুশশ্চ মহশশ্চ সর্ব্বে সমবয়ন্ত্রিতম্। স তৈঃ সর্ব্বৈঃ সমাবিষ্টঃ উরুঃ সন্ন নিবর্ত্ততে॥"

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"সত এব পদার্থস্য সরূপাবস্থিতস্য যৎ।
কৈবল্যং পরমমহানবিশেষো নিরন্তরঃ॥"—

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১১।২।

যে সৎপদার্থের চরমাবয়বকে পরমাণুশব্দে লক্ষ্য করা হয়, স্বরূপাবস্থিত, অপ্রাপ্তপরিণামান্তর সেই সৎপদার্থেরই কৈবল্যাবস্থা—ঐক্যভাবই পরমমহান্ এই শব্দের অভিধেয় পদার্থ।

"স কালঃ পরমাণুর্বৈ যো ভুঙ্‌ক্তে পরমাণুতাম্।
সতোঽবিশেষভুগ্ যস্তু স কালঃ পরমো মহান্॥"—

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১১।৪।

অর্থাৎ কালখ্যভগবচ্ছক্তি যখন পরমাণবস্থা ভোগ করেন, তখন তিনি পরমাণুশব্দে এবং যখন তিনি অবিশেষ-বা-সাকল্যাবস্থা ভোগ করেন, তখন তিনি পরমমহান্ নামে উক্ত হইয়া থাকেন। অতএব বুঝিতে পারা গেল, কাল, শক্তি, পরমাণু ইহারা স্বরূপতঃ এক পদার্থ, কার্য্যকারণ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে।

বিন্দুশব্দটির ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ।

'বিদ' ধাতুর উত্তর 'উ' প্রত্যয় করিয়া 'বিন্দু' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। ১ 'বিদ' ধাতুর অর্থ জানা, পাওয়া বা গমন। অতএব 'বিন্দু' শব্দটির ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ হইতেছে—বেত্তা, বেদিতব্য; প্রাপ্তা, প্রাপ্তব্য; বা গন্তা, গন্তব্য। কাহারও মতে 'অবয়বীভূতহওয়া' এই অর্থবাচী 'বিন্দ্' ধাতুর উত্তর 'উ' প্রত্যয় করিয়া 'বিন্দু' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা অবয়বীভূত হয়, তাহা 'বিন্দু'। রেখাগণিত বলেন, যাহা বিভাগানর্হ, বিস্তাররহিত, তাহা 'বিন্দু'। অতএব বিন্দু ও পরমাণুর লক্ষণ একরূপ।

যাঁহারা জ্যামিতি বা রেখাগণিত (Geometry) অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বিন্দু (Point), রেখা (Line), তল (Surface), ঘন (Solid) ইত্যাদি শব্দের অর্থ অবগত আছেন। যে কোনরূপ জ্যামিতিক-সংস্থান (Figure) হউক, তাহা যে রেখা-পরিচ্ছিন্ন আকাশ

১ "বিন্দুরিচ্ছুঃ।"— পা ৩।২।১৬৯।
"বেত্তি তচ্ছীলো বিন্দুঃ।"— সিদ্ধান্তকৌমুদী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(Spacc) তাহাতে সন্দেহ নাই। রেখা বিন্দুসমষ্টি, রেখাকে বিভাগ করিলে বিন্দুসমূহ (Points) ভিন্ন আর কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 'বিন্দু' অবিভাগার্হ (Indivisible) বস্তু। অতএব বলিতে পারা যায়, আকাশ (SPace) ও বিন্দু (Point) সংস্থানমাত্রের এই দুইটি উপাদান। বিন্দুর পরিচালনে (By the movement) রেখা অঙ্কিত হয়, রেখার পরিচালনে রেখা বা তল অঙ্কিত হয়, তলের পরিচালনে তল বা ঘন অঙ্কিত হয়, কিন্তু ঘনের পরিচালনে ঘনই অঙ্কিত হইয়া থাকে, আর কিছু হয় না। ১

পূজ্যপাদ ভগবান্ গোতম ও বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন ;—রেখার—বিন্দুসমষ্টির—অণুব্যূহের পরিচ্ছিন্নসংস্থানই ত্রিকোণ, চতুরস্র, সম, পরিমণ্ডলাদি আকৃতি বা মূর্ত্তি। ২

একরেখাই বিবিধভাবে পরিচ্ছিন্ন হইয়া

বিবিধ আকার ধারণ করে।

"রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্ব পরিস্বাম্।"—

ঋগ্বেদসংহিতা ৩।৫৩।২০।

মঘবা—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম মায়া ৩ বা-পরিচ্ছেদিকাশক্তি দ্বারা

---

১ পণ্ডিত Helmholtz বলিয়াছেন,—

"As in the propositions, that a solid is bounded by a surface, a surface by a line and a line by a point, that the point is indivisible, that by the movement of a point a line is described, by that of a line a line or surface, by that of a surface a surface or a solid, but by the movement of a solid and nothing else is described."

Popular Lectures on Scientific Subjects, 2nd Series, P. 31.

২ "মূর্ত্তিমতাঞ্চ সংস্থানোপপত্তিরবয়বসম্ভাবঃ।"—

ন্যায়দর্শন ৪।২।

"পরিচ্ছিন্নানাং হি স্পর্শবতাং সংস্থানং ত্রিকোণং চতুরস্রং সমং পরিমণ্ডলমিত্যুপপদ্যতে।"— বাৎস্যায়নভাষ্য।

৩ নিঘণ্টুতে 'মায়া' শব্দটীর নিম্নলিখিতরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বীয় তনুকে—অবিশেষসত্তাকে নানারূপে পরিচ্ছিন্ন করেন, এক হইয়া মায়াদ্বারা বহুরূপে প্রতিভাত হয়েন। নানারূপে পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মতনুই 'জগৎ'।

পূজ্যপাদ ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, এক স্ত্রী যেরূপ—স্বামীর সম্বন্ধে পত্নী-নামে, মাতা-পিতার সম্বন্ধে কন্যা-নামে, ভগিনীর সম্বন্ধে স্বসা-নামে অভিহিত হইয়া থাকে, একসামান্যসত্তা সম্বন্ধিভেদে যেরূপ বিবিধরূপে গৃহীত হইয়া থাকে, একরেখা সেইরূপ শতস্থানে শতরূপে, দশস্থানে দশরূপে, এবং একস্থানে একরূপে, গৃহীত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, বিন্দুসমষ্টিই (রেখাই) রূপ বা আকার নির্ম্মাণ করে, রেখাপাতদ্বারাই চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে।

রেখা বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ?

রেখা যে বিন্দুসমষ্টি তাহা বুঝিলাম, কিন্তু রেখাকে বিন্দুসমষ্টি বলিয়া বুঝিলেই কি,ইহা কোন্ পদার্থ তাহা সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধ হয়? নিশ্চয়ই তাহা হয় না। রেখা বস্তুতঃ সম্মূর্চ্ছিতশক্তি বা মূর্ত্তক্রিয়া। শক্তিসম্মূর্চ্ছনের—অমূর্ত্তক্রিয়ার মূর্ত্তাবস্থা-প্রাপ্তির তত্ত্বচিন্তা করিলে, তবে 'রেখা' কোন্ পদার্থ? এই প্রশ্নের সমীচীন উত্তর পাওয়া যাইবে।

শাস্ত্রপাঠে বিদিত হইয়াছি, সূক্ষ্ম, অবিভক্ত শক্তি বা অমূর্ত্তক্রিয়া, কর্তৃকরণাদিকারকদ্বারা বিভক্ত-বা-পরিচ্ছিন্ন হইলে মূর্ত্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, —আকৃতি-বা-রূপ গ্রহণ করে।

যাঁহারা গতিবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, কোনরূপ গতির বা কর্মের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে, প্রান্তবিন্দু বা লক্ষ্যস্থল, আদ্যবিন্দু ও প্রান্তবিন্দুর মধ্যবর্ত্তিস্থানব্যাপি-রেখা এবং বিন্দুসমূহন, এই তিনটী বিষয়ের তত্ত্বচিন্তা করা আবশ্যক। ক্রিয়া-বা-গতির (Motion) তত্ত্বচিন্তা, রেখাতত্ত্ব-চিন্তার ন্যায়ে নিষ্পাদ্য।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—করণ, কর্ম ও কর্ত্তা এইত্রিবিধকারক-

---

"মীয়ন্তে পরিচ্ছিদ্যন্তেঽনয়া পদার্থাঃ।"

অর্থাৎ যদ্দ্বারা পদার্থসকল মিত হয়—পরিচ্ছিন্ন (Conditioned) হয়, তাহা 'মায়া'। 'মা মানে' ('মা' to measure) এই পরিমাণার্থক 'মা' ধাতুর উত্তর 'য' প্রত্যয় করিয়া 'মায়া' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্বারা কর্ম সংগৃহীত—সমবেত (composed) হইয়া থাকে। ১ একটী সরল-রেখা-সম্বন্ধীয় তত্ত্বজিজ্ঞাসা পরিপূর্ণ করিতে হইলে যেমন প্রান্ত-বিন্দু (The extremity of the line), আদ্যবিন্দু হইতে প্রসারিত রেখার প্রান্তবিন্দুর অভিমুখে গতি (The direction of the line) এবং আদ্য-ও-প্রান্তবিন্দু-মধ্যবর্ত্তি-দেশে বিন্দুব্যাপ্তি—রেখাসন্ততি (Length of the line), এই তিনটী বিষয়ের তত্ত্ব নিশ্চয় করিতে হয় ; মূর্ত্তক্রিয়া-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিতে হইলেও সেইরূপ কর্ম, করণ ও কর্ত্তা এই কারক ত্রয়ের স্বরূপ নিরূপণ আবশ্যক হইয়া থাকে। ২

বিন্দু বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ ?

শাস্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া এ প্রশ্নের যে উত্তর পাইয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্তমর্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

'সারদাতিলক'-নামক-তন্ত্রগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, শক্তিময় পরব্রহ্ম জগদাকার ধারণ করিবাব সময় 'বিন্দু,' 'নাদ' ও 'বীজ' এই ত্রিধা ভিন্ন হয়েন ; পুরুষ, প্রকৃতি ও কাল এইত্রিবিধভাবে বিবর্ত্তিত হয়েন। বিন্দু শিবাত্মক, বীজ শক্ত্যাত্মক এবং নাদ উভয়াত্মক—নাদ শিবশক্ত্যা-ত্মক-বা-চিদচিদাত্মক। বিন্দু, নাদ ও বীজ ইহারা শক্তিময় পরব্রহ্মের

---

১ "জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥"—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮।১৮।

২ পণ্ডিত রড্ওয়েল বলিয়াছেন ;—"The principles of the composition of forces depend on geometrical theorems, by means of the fact that the three elements which define a force, may be represented by a straight line ; for example, the extremity of the line may represent the position of the point of application of the force, the direction of the line, the direction of the force ; and by selecting a unit of length to represent a unit of force, the length of the line will represent the magnitude or intensity of the force."

Dictionary of Science. P. 126.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিশেষ, বিশেষ অবস্থা। ১ পূজ্যপাদ নাগেশভট্টও বলিয়াছেন উপ, ২য় অংশ, ২৯৪।২৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) নিয়তকালপরিপক্ক নিখিল-প্রাণিকর্ম্ম উপভোগদ্বারা ক্ষীণ হইলে, জগৎ স্থূলরূপ ত্যাগপূর্বক স্বকারণ পরমেশ্বরে প্রলীন হয়। প্রলয়াবস্থাতে কিছু কাল অবস্থানের পর, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-ন্যায়ে প্রাণিদিগের সকামভাবে কৃত কর্ম্মসকল যখন ফলোন্মুখ হয়, তখন সর্ব্বসাক্ষী—সর্বকর্ম্মফল-প্রদ পরমেশ্বর হইতে অবুদ্ধিপূর্বকসৃষ্ট মায়া-ও-পুরুষের প্রাদুর্ভাব হয়। তদনন্তর বিন্দুরূপী, ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহাই 'শক্তিতত্ত্ব'। বিন্দুর অচিদংশ 'বীজ' এবং চিদচিন্মিশ্রাংশ 'নাদ'। 'অচিৎ' এইশব্দ-দ্বারা, নাগেশভট্ট বলিয়াছেন, শব্দার্থোভয়সংস্কাররূপা অবিদ্যা লক্ষিতা হইয়াছেন। চৈতন্যাধিষ্ঠিত-প্রকৃতি-বা-শক্তির পুংকালাদি-ব্যপদেশই —ক্রিয়াপ্রধান অবস্থাই 'নাদ' শব্দের অভিধেয়।

বিন্দুকে বিদেশীয় বিজ্ঞান বা দর্শন নিশ্চয়ই এভাবে বুঝিতে পারেন নাই, পারিলে চৈতন্য-জড়বাদের বিবাদ থাকিত না; পারিলে, শব্দহইতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে, এই সারতম শাস্ত্রোপদেশের মূল্য বুঝিতেন।

"অণুর্বৃহৎ কৃশঃ স্থূলো যো যো ভাবঃ প্রসিধ্যতি।
সর্ব্বোহপ্যুভয়সংযুক্তঃ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৪।১৩।

অর্থাৎ অণু-বৃহৎ, সূক্ষ্ম-স্থূল, যে যে পদার্থ প্রসিদ্ধ আছে, সকলেই প্রকৃতি এবং পুরুষ এই উভয়দ্বারা সংযুক্ত—সকলেই প্রকৃতি-পুরুষ এই

---

১ "পরঃ শক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাসৌ ভিদ্যতে পুনঃ।
বিন্দুর্নাদো বীজমিতি তস্য ভেদাঃ সমীরিতাঃ॥
বিন্দুঃ শিবাত্মকঃ বীজং শক্তির্নাদস্তয়োর্মিথঃ।
সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ॥"—

সারদাতিলক।

স চ বিন্দুঃ শিবশক্ত্যুভয়াত্মকঃ, ক্ষোভ্য-ক্ষোভক সম্বন্ধ রূপশ্চেতি ত্রিবিধঃ। শিবাত্মতয়া বিন্দুসংজ্ঞঃ শক্ত্যাত্মতয়া বীজসংজ্ঞঃ সম্বন্ধরূপেণ নাদসংজ্ঞঃ।"—

ধ্যানবিন্দুপনিষদ্দীপিকা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উভয়াত্মক। যে-সকল কথার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাদের মীমাংসা যথাসাধ্য পরে করা হইবে, আপাততঃপ্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

শব্দ, পরমাণু, কাল, ত্রিগুণ, মায়া, ইহারা বস্তুতঃ সমান পদার্থ।

আমরা পরে শাস্ত্র-প্রমাণানুসারে প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিব, শব্দ, পরমাণু, কাল, ত্রিগুণ, মায়া, ইহারা বস্তুতঃ সমান পদার্থ।

"যদন্তঃ শব্দতত্ত্বং তু নাদৈরেকং প্রকাশিতম্।
তদাহুরপরে শব্দং তস্য বাক্যে তথৈকতা॥"—বাক্যপদীয়।

অনবয়ব, বোধস্বভাব—চৈতন্যস্বরূপ—স্ফোটাত্মা, শব্দার্থময়, নির্ব্বিভাগ শব্দতত্ত্বনামে যিনি গীত-বা-শব্দিত হইয়া থাকেন, সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার নাদাভিব্যক্ত—নাদদ্বারা বহিঃপ্রকাশিত অবস্থাকে আমরা সাধারণতঃ 'শব্দ' বলিয়া বুঝিয়া থাকি। শব্দতত্ত্ব বস্তুতঃ, অবিক্রিয়াধর্ম্মক, নাদাভিব্যঙ্গ্যস্ফোট, স্বরূপতঃ এক—অদ্বিতীয় নিত্য পদার্থ। নাদাভিব্যক্তিক্রমনিবন্ধন ইনি সক্রম—ভেদবান্ রূপে গৃহীত হইয়া থাকেন, নতুবা ইহাঁর পূর্ব্বত্ব-পরত্বকৃতক্রম বা ভেদ বাস্তব নহে। চন্দ্রাদির প্রতিবিম্ব যে-যে আধারে পতিত হয়—সংসৃষ্ট হয়, তত্তৎ আধারের স্পন্দনশীলতা বশতঃ স্বয়ং অচঞ্চল বা নিষ্ক্রিয় হইয়াও যেরূপ চঞ্চল-বৎ প্রতীত হইয়া থাকে, নিষ্ক্রিয় স্ফোটাত্মা শব্দতত্ত্বও সেইরূপ নাদের হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতত্ব, উদাত্তানুদাত্ত-স্বরিতত্ব ও দ্রুতমধ্য-বিলম্বিতত্বাদি বৃত্তি-নিবন্ধন সবৃত্তিকবৎ প্রতীত হয়েন। কথা হইল, চৈতন্যাধিষ্ঠিতভেদসংসর্গবৃত্তিকশক্তিই ব্যবহারিক শব্দ পদার্থ, বলা বাহুল্য, পরমাণ্বাদি পদার্থ এতদ্ব্যতিরিক্ত নহে।

সরল ও বক্র রেখা।

জড়বিজ্ঞানশাস্ত্র সরল (Rectilinear) ও বক্র (Curvilinear), গতিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে গতি সরল-রেখাক্রমে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে সরলগতি এবং যাহা বক্ররেখা ক্রমে প্রধাবিত হয়, তাহাকে বক্রগতি বলে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টেট্ সরল ও বক্র এই দ্বিবিধরেখার স্বরূপপ্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন—যে রেখার মুখ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পদে পদে পরিবর্ত্তিত হয় তাহা 'বক্র রেখা', এবং যাহার মুখ পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহা 'সরল রেখা'।

বিনা প্রয়োজনে কোন কর্ম আরব্ধ হয় না, কর্মমাত্রেরই প্রয়োজন আছে। যাহা পাইতে হইবে, যাহা না পাইলে চলিবে না, অভাববোধ বিলীন হইবে না, আপনাকে পূর্ণ মনে করিতে পারা যাইবে না; তৎ-প্রাপ্তির জন্য চেষ্টাই—ঈপ্সিতরূপে নিশ্চিত পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইবার ইহাই, কর্মের আত্মরূপ। কর্ত্তা ও ঈপ্সিতরূপে নিশ্চিত, অপ্রাপ্ত-পদার্থ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তি ব্যবধান অতিক্রম করাই কর্মলীলা। কর্ত্তা কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাঁহার প্রাপ্তব্য-পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, কোন্ অভিমুখে গতি প্রবাহিত করিতে হইবে, তাহা স্থির করিয়া থাকেন। একটি বিন্দু হইতে অপর একটি বিন্দু পর্য্যন্ত রেখা অঙ্কিত করিতে হইলে, প্রান্তবিন্দুর প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিতে হয়, প্রান্তবিন্দুর প্রতি দৃষ্টি যদি স্থির থাকে, তাহা হইলে, রেখাটি সরলভাবে অঙ্কিত হয়, নচেৎ বক্র হইয়া যায়। সংসারে লক্ষ্য-ভ্রষ্টদিগেরই গতি বক্র (curve) হয়,—বিবিধ আকারে আকারিত হয়।

রেখাপাতের নিয়ম।

বুঝিয়াছি, রেখা বিন্দুসমষ্টি বা চৈতন্যাধিষ্ঠিতভেদ-সংসর্গবৃত্তিক-শক্তিগ্রন্থির লক্ষ্যপদার্থাভিমুখে প্রসারিত অবস্থা; বুঝিয়াছি, এক রেখাই সম্বন্ধিভেদে ভিদ্যমান হইয়া পরিচ্ছিন্ন হইয়া—নানাকার প্রাপ্ত হয়; বুঝিয়াছি, লক্ষ্যভেদ-নিবন্ধন গতি ভিন্ন হয়, এবং গতিভেদবশতই রেখা-ভেদ হইয়া থাকে; বুঝিয়াছি সকামভাবে অনুষ্ঠিত—মানসপটানু-বিদ্ধ কর্ম্মসংস্কারই ভোগায়তন শরীর নির্মাণ করে; অতএব বলা বাহুল্য, সকামভাবে কৃত কর্ম-ভেদনিবন্ধনই মূর্ত্তিভেদ হইয়া থাকে; যাহার যেরূপ কর্মসংস্কার, তাহার তদ্রূপ আকার হয়। সর্বকর্ম্মফলপ্রদ, সর্বকর্মসাক্ষী বিশ্ব চিত্রকর পরমেশ্বর কর্ম্মসংস্কারানুরূপ নিখিল পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ধৌত-ও-ঘট্টিত আকাশমণ্ডলে নিখিলপদার্থের চিত্র অঙ্কিত করেন। মানসপটাঙ্কিতসংস্কারই নিখিল গতি-বা-কর্ম্মের প্রবর্ত্তক (All motion is thought)। এই মানসপটাঙ্কিতসংস্কার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শাস্ত্রে বুদ্ধিস্থ-শব্দ নামেও অভিহিত হইয়াছে। ১ অতএব এক্ষণে বলিতে পারা যায় বুদ্ধিস্থ-শব্দই জগতের গতি-বা-কর্ম্মের অব্যক্ত অবস্থা। অমূর্ত্তক্রিয়া কর্ত্তৃকরণাদি কারকদ্বারা বিভক্ত ও কারক শরীরে শরীরিণী হইলে, তবে ইন্দ্রিয়গোচর হয়, এইকথা এইস্থলে স্মরণ করিতে হইবে।

বিশ্ব-চিত্রকর পরমেশ্বর যেরূপে জগৎকে চিত্রিত করিয়াছেন, মানব

---

১ "অরণিস্থং যথা জ্যোতিঃ প্রকাশান্তরকারণম্।
তদ্বচ্ছব্দোঽপি বুদ্ধিস্থঃ শ্রুতীনাং কারণং পৃথক্।"

বাক্যপদীয়।

অরণিস্থ—অগ্নিমন্থনকাষ্ঠগর্ভে লুক্কায়িত জ্যোতিঃ যাবৎ অবিবৃতভাবে—তন্ববস্থায় অরণি (Wood used for kindling a fire) গর্ভে বিদ্যমান থাকে তাবৎ ইহার অস্তিত্ব কাহারও বুদ্ধিগোচর হয় না, অরণিমধ্যে যে অগ্নি আছে, তাহা কেহ বুঝিতে পারেন না ঘর্ষণদ্বারা তন্ববস্থায় (Potential state) অবস্থিত-অগ্নি যখন অভিজ্বলিত হয়, তখন ইহা, স্বরূপ-ও পররূপের প্রকাশক হইয়া থাকে। শব্দভেদভাবনাখ্যতত্ত্বানুগতবুদ্ধিস্থিত শব্দজ্যোতিঃ ও সেইরূপ যাবৎ অব্যাকৃতাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ ইহার অস্তিত্ব কাহারও হৃদয়ঙ্গম হয় না, তাবৎ ইহা অসংবেদ্যভাবেই অবস্থান করে। বুদ্ধিস্থশব্দজ্যোতিঃ স্থানকরণাদিদ্বারা অনুগৃহীত হইয়া যখন বিবর্ত্তিত হয়, তখন ইহা ব্যঞ্জক-ও-ধ্বনি, প্রকাশক-ও-প্রকাশ্য, বা গ্রাহক-ও-গ্রাহ্য ভেদে উপলব্ধ হইয়া থাকে, অরণিস্থ জ্যোতির ন্যায় তখন ইহা স্বরূপ ও-পররূপের প্রকাশক হয়।

বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কিলী বলিয়াছেন,—

When our learned men are forced to admit that all motion is thought, that all nature is the language of One in whom we live, and are moved, and have our being, the attempts to evolve life out of chemical elements will cease ; the Mosaic records will no longer be denied, which tell us that the Creator's law for living organism, is that each plant seeds, and each animal bears, after his kind ; not that each seeds, and bears after *another* kind."

The Science or Keely's Latest Discoveries P. 11-12

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহার অনুলিপি করে মাত্র, বিশ্বচিত্রকর-চিত্রিত চিত্র সকল যে মানবের চিত্তে যেভাবে প্রতিফলিত হয়, সেই মানব তদ্ভাবেই বহির্দ্দেশে তচ্চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকে। আদর্শচিত্রের যে রেখা যেভাবে যে দিক্‌হইতে যে দিকে যতদূর বিস্তৃত হইয়াছে, বিশ্বচিত্রকর যে চিত্রের যেরূপে রেখাপাত করিয়াছেন, অনুলিপি করিবার সময় মানব যদি ঠিক সেইরূপে তাহার অনুকরণ করিতে পারে—যদি সেইরূপে রেখাপাত করিতে পারে, তাহা হইলে, অনুলিপি আদর্শচিত্রের সদৃশ হওয়া সম্ভব।

বিশ্বচিত্রের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ-সম্বন্ধে মতভেদ।

উপক্রমণিকার প্রথমাংশে আমরা জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-সম্বন্ধে পরস্পরবিরুদ্ধ অসৎকার্য্যবাদ সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, এই তিনটী প্রধান বাদের উল্লেখ করিয়াছি। বিদেশীয় পণ্ডিতগণও বুঝিয়াছি, জগতের সৃষ্টি-স্থিতিলয় এইত্রিবিধপরিণামের রহস্য-ভেদ করিতে যাইয়া, জগৎ অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান, জগৎ স্বয়ংসৃষ্ট, অথবা ইহা ঘটকার্য্যের কুম্ভকারের ন্যায় কোন পুরুষদ্বারা সৃষ্ট, পরস্পরবিসংবাদী, এইত্রিবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ১ এই মত-ভেদ-নিবন্ধন সকলপদার্থই

---

১ পণ্ডিত হক্‌সলী বলিয়াছেন,—

So far as I know, there are only three views—three hypotheses—which have ever been entertained, or which well can be entertained, respecting the past history of nature. Upon the first of these the assumption is that the order of nature which now obtains has always obtained—in other words, that the present course of nature, the present order of things, has subsited from all eternity. The second hypothesis is, that the present state of things the present order of nature, has had only a little duration, and that at some period in the past the state of things, which we now know, substantially, though not of course in all details, but the statc of things which we now know, arose and came into existence without any precedent similar condition from which it proceedcd.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রধানতঃ ত্রিবিধদৃষ্টিদ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

রিলিজন্‌ও পদার্থবিশেষ, সুতরা, ইহাকেও কেহ অসভ্য-বর্বর-মনুষ্য-বুদ্ধিপ্রসূত পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইহাকে আদিভূত বা সহজ পদার্থ বলেন না; কোন মতে, ইহা ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থ, মানব-বুদ্ধি-কল্পিত নহে; কোন মতে ইহা স্বয়ংসিদ্ধ, অনাদিকাল-প্রবর্ত্তিত পদার্থ। আমরা এস্থলে ইহা বলিয়া রাখিতেছি যে রিলিজন্-সম্বন্ধে পূর্বোক্ত দুইটি মতেরই বিশেষ প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়।

'ধর্ম্ম' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ।

'ধর্ম' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ হইতে বুঝিয়াছি, যাহা অবস্থান করে,—বিদ্যমান থাকে, ধর্ম্মী বা বস্তুকে যাহা ধারণ করে,—ধরিয়া রাখে, যদ্দ্বারা কোন কিছু ধৃত হয়, তাহা 'ধর্ম্ম' নামক পদার্থ। 'ধর্ম' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থহইতে ধর্মের যে রূপ বুদ্ধিগোচর হইয়াছে, তাহাতে বলিতে পারি, ভাবমাত্রেই ধর্মশব্দের অভিধেয়।

কার্য্যাত্মভাব ও কারণাত্মভাব।

কার্য্যাত্মক-ও-কারণাত্মকভেদে দ্বিবিধভাবের কথা আমাদের স্মরণ আছে, আমরা বুঝিয়াছি কার্য্যাত্মভাব ষড়্‌ভাববিকারময়। কার্য্যাত্মক ও কারণাত্মক এই দ্বিবিধভাবই যখন ধর্মপদার্থ, তখন ধর্ম্মপদার্থের চিত্রাঙ্কন করিতে হইলে উক্ত দ্বিবিধভাবেরই স্বরূপ-চিন্তা করিতে হইবে, সামান্য-বিশেষ দ্বিবিধ শব্দতত্ত্বের রূপ নিরীক্ষণ করিতে হইবে।

একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন—"The first element of pure religion is the idea of the Almighty."—(The mind of man by A. Smee, P. 137), অর্থাৎ, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর-সম্বন্ধীয় জ্ঞানই বিশুদ্ধ রিলিজনের বীজ।

The third hypothesis also assumes that the present order of nature has had but a limited duration, but it supposes that the present order of things proceeds by nature process from an antecedent order, and that from another antecedent order and so on."

The Theory of Evolution. P, 4.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কথাটী সত্য বটে, কিন্তু ঈশ্বর কোন্ পদার্থ তাহা জানিবার চেষ্টা ও কার্য্যমাত্রের পরমকারণানুসন্ধান এক কথা। সৃষ্টি-বা-কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান হইয়া থাকে, কিন্তু এবম্প্রকার অনুমান, পূর্ণরূপে কারণের স্বরূপনির্ণায়ক নহে।

অক্‌সিজেন ও হাইড্রোজেন এই পদার্থদ্বয়ের সম্মিশ্রণে জল উৎপন্ন হয়, এতাবন্মাত্র জ্ঞান, বিজ্ঞান নহে। পণ্ডিত টেট্ বলিয়াছেন, প্রাকৃতিকপরিণাম সকলের কার্য্য-কারণসম্বন্ধনির্ণয় এবং নির্ণীতকার্য্যকারণ-সম্বন্ধকে গাণিতিকপ্রমাণে প্রমাপিত করা, অর্থাৎ কোন একটী কার্য্য, কোন্ কোন্ উপাদান-কারণ-সমবায়ে সমুৎপন্ন হইয়াছে ও যে যে উপাদান-কারণ-সমবায়ে উহা সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের মাত্রিকসম্বন্ধ কিরূপ, তন্নির্দ্ধারণ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কার্য্য। ১ পরমেশ্বরকে জানিতে হইলে অগ্রে জগৎকে জানিতে হইবে, চতুর্ব্বিধ বিদ্যার্জ্জনোপায় অবলম্বনপূর্ব্বক, প্রাকৃতিক নিয়মের তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিতে হইবে, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকল জাগতিকপদার্থেরই সন্ধান করিতে হইবে।

কি উপায়ে তাহা হইতে পারে ?

অন্যান্যদেশ এ প্রশ্নের উত্তর পান নাই বলিয়াই রিলিজন্ ও বিজ্ঞান স্বতন্ত্র পদার্থরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। বেদের চরণসেবা করিলে, বেদসমুদ্রসমুত্থিত আর্য্যশাস্ত্রের শরণ লইলে এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাওয়া যায়। রিলিজন্ ও ধর্ম্ম এই পদার্থদ্বয়ের চিত্র যে রীতিতে অঙ্কিত হইবে, পাঠকদিগকে এইবার তাহা জানাইব।

রিলিজন্ কার্য্যাত্মভাব বা ভাববিকার, কারণ রিলিজনের জন্মস্থিত্যাদিপরিণাম আছে। কার্য্যাত্মভাবের বা ভাববিকারের স্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে জন্মাদি ষড়্-ভাববিকারের স্বরূপ চিন্তা করিতে হয়।

---

১ That which is properly called Physical Science is the knowledge of relations between natural phenomena and their physical antecedents, as necessary sequences of cause and effect, these relations being investigated by the aid of Mathematics, o o o

Recent Advances in Physical Science. P. 348.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রিলিজন্ চিত্রাঙ্কন করিবার সময়ে আমরা এইজন্য পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক চিত্রিত ত্রিবিধ রিলিজন্ চিত্রকে আদর্শ করিয়া উহার ষড়্ভাব-বিকারের তত্ত্বানুসন্ধান করিব, রিলিজনের প্রয়োজনীয়তা চিন্তা করিব, নীতিপরায়ণতা-ও-রিলিজনের সম্বন্ধ বিচার করিব।

ধর্ম্মের চিত্র যেভাবে চিত্রিত হইবে।

ধর্ম্মকার্য্যাত্মক ও কারণাত্মক এই দ্বিবিধভাবের বাচক। অতএব ধর্ম্মচিত্রাঙ্কনে এই দ্বিবিধভাবের রেখাপাত করিতে হইবে। শাস্ত্রচরণ-প্রসাদে বুঝিয়াছি, ব্রহ্ম, ধর্ম্ম, শব্দ ও বেদ, এইপদচতুষ্টয় সমানার্থক। বেদ-ও-বেদ্যপদার্থ নিরূপণ ও ধর্ম্মচিত্রাঙ্কন এক কথা। শব্দ-বা-বেদের স্বরূপ দর্শন করিলেই ধর্ম্মের রূপ নয়নগোচর হইবে।

ধর্ম্মও রিলিজনের প্রয়োজনাভিধেয়-সম্বন্ধ-নির্ণয়।

"সর্ব্বস্যৈব হি শাস্ত্রস্য কর্মণো বাপি কস্যচিৎ।
যাবৎ প্রায়াজনং নোক্তং তাবত্তৎ কেন গৃহ্যতে ॥
সিদ্ধার্থং সিদ্ধসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে।
গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সাভিধেয়ক ইতি প্রাঞ্চঃ ॥"

শ্রীদুর্গাদাস-বিদ্যাবাগীশকৃত-মুগ্ধবোধটীকা-ধৃত প্রাচীন-বচন।

যে কোন শাস্ত্র বা যে কোন কর্ম হউক, যাবৎ তাহার প্রয়োজন উক্ত না হয়, তাবৎ তৎশাস্ত্র কেহ গ্রহণ করেন না, তাবৎ তৎকর্মে কেহ প্রবৃত্ত হয়েন না। প্রয়োজনবোধই অখিলকর্মপ্রবৃত্তির কারণ। সিদ্ধার্থ-ও-সিদ্ধসম্বন্ধকে ১ শ্রবণকরিতেই শ্রোতার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রাচীনেরা এইজন্য 'গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রণীয়মান গ্রন্থের প্রয়োজন এবং ইহার সাভিধেয়ক-সম্বন্ধ-নির্ণয় অবশ্য কর্তব্য' এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন।

প্রয়োজন-লক্ষণ।

"যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনম্।"—ন্যায়দর্শন ১।১।২৪।

---

১ অর্থাৎ, সিদ্ধ হইয়াছে—প্রমিত হইয়াছে অর্থ—প্রয়োজন যাহার, তাহা সিদ্ধার্থ, এবং সিদ্ধ বা প্রতিপাদিত হইয়াছে সম্বন্ধ যাহার তাহা সিদ্ধসম্বন্ধ। যে পদার্থদ্বারা যে অর্থ সিদ্ধ হইতে পারে তাহা অবগত না হইলে কেহ তৎপদার্থ গ্রহণ করে না, তাহার কথায় কেহ কর্ণপাত করে না, এবং অসিদ্ধসম্বন্ধ-পদার্থও লোকে উপেক্ষিত হইয়া থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ যে পদার্থকে অভিলাষ করিয়া কর্মে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা 'প্রয়োজন-পদার্থ'। সুখবিশেষ ও পরিশ্রমাদিজন্য-দুঃখনিবৃত্তি ইচ্ছা-পূর্ব্বক লোকে ভোজন-শয়নাদি কর্ম্ম করিয়া থাকে, অতএব সুখ-বিশেষ-বা-পরিশ্রমাদিজন্য-দুঃখনিবৃত্তিই ভোজন-শয়নাদি কর্ম্মের প্রয়োজন। ভোজনাদিকে ইচ্ছা করিয়া লোকে পাকাদি কার্য্য সম্পাদন করে, এইনিমিত্ত ভোজনাদি কার্য্যকেও, উক্ত প্রয়োজনলক্ষণানুসারে পাকাদিকার্য্যের প্রয়োজন বলিতে হইবে।

"যেন প্রযুক্তঃ প্রবর্ত্ততে, তৎপ্রয়োজনম্। তেনানেন সর্ব্বে প্রাণিনঃ সর্ব্বাণি কর্মাণি সর্বাশ্চ বিদ্যা ব্যাপ্তাঃ।"—

বাৎস্যায়নভাষ্য ১।১।১।

অর্থাৎ যৎকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া কেহ কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহা 'প্রয়োজন'। নিখিল প্রাণীই প্রয়োজনবিশিষ্ট, কর্মমাত্রেই সপ্রয়োজন, সকলবিদ্যাই প্রয়োজনব্যাপ্ত। বিনাপ্রয়োজনে কেহ কর্মে প্রবৃত্ত হয় না; চেতন, অচেতন, সকলপদার্থই কর্মশীল, কোন জাগতিক পদার্থই কর্ম্মশূন্য নহে,—অতএব নিখিল জাগতিকপদার্থই প্রয়োজনব্যাপ্ত।

"কেন প্রযুজ্যতে। ধর্মার্থকামমোক্ষৈরিতি কেচিৎ। বয়ং তু পশ্যামঃ সুখদুঃখাপ্তিহানিভ্যাং প্রযুজ্যৎ ইতি। সুখদুঃখসাধনভাবাত্তু সর্বেবহর্থাশ্চেতনং প্রয়োজয়ন্তীতি।"—

ন্যায়বার্ত্তিক।

শুনিলাম, যৎকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া লোকে কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে 'প্রয়োজন' বলে, এক্ষণে জানিতে হইবে, যৎকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া লোকে কর্ম্মারম্ভ করে, তাহা কি। কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া, লোকে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। উদ্যোতকরা-চার্য্য বলিয়াছেন, আমাদের মতে সুখপ্রাপ্তি-ও-দুঃখ-হানি এই দ্বিবিধ অর্থদ্বারা প্রযুক্ত হইয়া লোকে কর্ম্ম করিয়া থাকে।

মুখ্য ও গৌণ প্রয়োজন।

"তচ্চ দ্বিবিধং মুখ্যং গৌণঞ্চেতি। তত্র সুখদুঃখাভাবৌ মুখ্যে প্রয়োজনে তদন্যতরসাধনং গৌণং প্রয়োজনম্।"—

বেদান্তপরিভাষা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ প্রয়োজন মুখ্য-ও-গৌণভেদে দ্বিবিধ। সুখ ও দুঃখাভাব এই দুইটী মুখ্য-প্রয়োজন এবং সুখসাধন ও দুঃখাভাবসাধন গৌণ-প্রয়োজন। ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার মুখ্য-ও-গৌণ এই দ্বিবিধ প্রয়োজনের স্বরূপনির্দ্দেশার্থ বলিয়াছেন—

"অথ নিরূপাধীচ্ছাবিষয়ত্বাৎ সুখদুঃখাভাবয়োর্মুখ্যপ্রয়োজনত্বং, তদুপায়স্য তু তদিচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয়ত্বাদ্‌গৌণপ্রয়োজনত্বমিতি।"—

ন্যায়সূত্রবৃত্তি ১।১।২৪।

পাককার্য্যের প্রয়োজন—পাকেচ্ছার বিষয় ভোজন, ভোজনের জন্য পাকক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভোজনকার্য্যের প্রয়োজন সুখ-বিশেষপ্রাপ্তি। সুখবিশেষপ্রাপ্তি-প্রয়োজনের অন্যপ্রয়োজন নাই, ইহা অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয় নহে, ইহা নিরুপাধীচ্ছা-বিষয়। দুঃখাভাবরূপ প্রয়োজনও এইরূপ অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয় নহে, সুতরাং ইহাও নিরু-পাধীচ্ছাবিষয়। যাহা অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয় নহে (Not dependent on other motive or end) তাহাই 'মুখ্য-প্রয়োজন', এবং যাহা অন্যে-চ্ছাধীনেচ্ছাবিষয় (Dependent on other motive or motives) মুখ্য-প্রয়োজনসিদ্ধির যাহা করণ বা সাধন, তাহা 'গৌণ-প্রয়োজন'।

সাতিশয় সুখ ও নিরতিশয় সুখ।

বুঝিলাম, প্রয়োজন (Motive) ব্যতিরেকে কোন কর্ম আরব্ধ হয় না, এবং যৎকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া যাহাকে অভিলাষ করিয়া বা যদুদ্দেশ্যে কার্য্য-প্রবৃত্তি হয়, তাহা প্রয়োজনপদার্থ। প্রয়োজন মুখ্য-ও-গৌণ-ভেদে দ্বিবিধ। যে প্রয়োজন অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয়ক নহে, যে প্রয়ো-জনের প্রয়োজনান্তর নাই বা যাহা স্বমাত্র-বিষয়ক-জ্ঞান-জন্য ইচ্ছা-বিষয়, তাহা 'মুখ্যপ্রয়োজন,' অপিচ যাহা ইতরেচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয়, তাহা 'গৌণ প্রয়োজন, ; বুঝিলাম, সুখবিশেষপ্রাপ্তি ও দুঃখহানি এই দুইটী 'মুখ্য-প্রয়োজন'। সুখপ্রাপ্তি-ও-দুঃখহানির জন্যই সকলে কর্ম করিয়া থাকে। সুখ সাতিশয়-ও-নিরতিশয়-ভেদে দ্বিবিধ।

"সুখঞ্চ দ্বিবিধং সাতিশয়ং নিরতিশয়ঞ্চেতি।"—

বেদান্তপরিভাষা।

যাহার অতিশয় আছে, যাহা অতিশয়ের সহিত বিদ্যমান, অর্থাৎ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাহা পরিচ্ছিন্ন বা স্বল্প, তাহা 'সাতিশয়'। নাই অতিশয় যাহার, অর্থাৎ যাহা অপরিচ্ছিন্ন—ভূমা, তাহা 'নিরতিশয়'।

"তত্র সাতিশয়ং সুখং বিষয়ানুষঙ্গজনিতান্তঃকরণবৃত্তিতারতম্যকৃত আনন্দলেশাবির্ভাববিশেষঃ। ০ ০ ০ নিরতিশয়ং সুখঞ্চ ব্রহ্মৈব।"

—বেদান্তপরিভাষা।

অর্থাৎ বিষয়ানুষঙ্গজনিত অন্তঃকরণবৃত্তিতারতম্যকৃত আনন্দলেশাবির্ভাববিশেষের নাম 'সাতিশয় সুখ' এবং সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই 'নিরতিশয় সুখ'।

'সুখ' এই শব্দটীর নিরুক্তি হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায় ?

অনুকূল-বা-ইষ্টবিষয়ানুষঙ্গজনিত মানসবিকারবিশেষকেই আমরা সাধারণতঃ 'সুখ' বলিয়া বুঝিয়া থাকি ; বৈষয়িকসুখই আমাদের সমীপে সুখনামে পরিচিত পদার্থ। বৈষয়িক সুখ বিষয়াসক্তের যে পরিচিত-পদার্থ, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই, কিন্তু পান্থশালাতে মিলিত স্বল্পস্থিতি-পথিকসমূহের মধ্যে পরস্পর যেরূপ পরিচয় হইয়া থাকে, বৈষয়িকসুখও বিষয়াসক্তের মধ্যেও তাদৃশ পরিচিতিই আছে। পথিক পূর্ব্বদৃষ্ট পথিককে দেখিলে চিনিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার নাম-ধাম বলিতে পারেন না। বিষয়াসক্তও সুখভোগকালে 'ইহা তজ্জাতীয় পদার্থ, যাহা পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছিলাম', বৈষয়িকসুখের এতাবন্মাত্র পরিচয় দিতে পারেন, কিন্তু ইহার স্বরূপ, ইহার উৎপত্তি, স্থিতি, আয়তি প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় বৈষয়িকই অনভিজ্ঞ।

পূজ্যপাদ ভগবান্ যাস্ককর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত 'সুখ' এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ স্মরণ করিলে, আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি, সুখের অসম্পূর্ণ পরিচয়ই আমাদের আছে। 'খ' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। খহেতুক—ইন্দ্রিয়জন্য—বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজনিত মানসবিকার বিশেষের নাম 'সুখ'। অথবা পুরুষ বা আত্মার যাহা ধর্ম, তাহা 'সুখ', কিংবা পরব্রহ্ম-প্রাপ্তিসুখকে যাহা খনন করে—নাশ করে—পরিচ্ছিন্ন করে—আবৃত করিয়া রাখে, তাহা 'সুখ'। ১

১ "সুখং কস্মাৎ ? সুহিতং খেভ্যঃ। খং পুনঃ খনতেঃ।"—নিরুক্ত ৩।৩।১।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিরুক্ত ও তাহার টীকাতে 'সুখ' শব্দের যে সকল ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ ধৃত হইয়াছে, তাহাদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়, সুখ পরিচ্ছিন্ন-ও-অপরিচ্ছিন্ন-ভেদে দ্বিবিধ। 'পরিচ্ছিন্ন সুখ'—বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজনিত মানসবিকার, 'অপরিচ্ছিন্ন সুখ'—অখণ্ডসচ্চিদানন্দময়পরব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপাবস্থিতি।

সাতিশয়সুখ নিরতিশয়সুখহইতে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে।

অভীষ্টবিষয়প্রাপ্তিতে সুখ হয় সত্য, কিন্তু, অভীষ্টবিষয়প্রাপ্তিতে কেন সুখ হয়, তাহা চিন্তা করিলে প্রতীতি হইবে যে, সুখান্বেষণকারি-চিত্ত সুখের অনুসন্ধান করিতে করিতে যাহাকে সুখপ্রদ বলিয়া নিশ্চয় করে, যে বিষয়কে আত্মার অনুকূল বা আত্মীয় বলিয়া অবধারণ করে, তাহাকে লইয়া নিজগৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়,—সুখান্বেষণার্থ-বহির্ম্মুখচিত্ত অন্তর্ম্মুখ হয়,—নির্জ্জনে নিরুপদ্রবে তাহা ভোগ করিবে বলিয়া স্বস্থানে প্রবেশ করে। চিত্তবৃত্তি অন্তর্ম্মুখীন হইলেই স্বাভিমুখদর্পণে মুখপ্রতি-বিম্বপাতের ন্যায় সুখময় আত্মার প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হয়, ইহাতেই বিষয়প্রাপ্তিজন্য সুখানুভব হইয়া থাকে।১ অল্পবুদ্ধি মানব মনে করে, বিষয়ে সুখ দিল—বিষয়োপভোগ করিয়া সুখপ্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু বস্তুতঃ, সুখ দিলেন সুখময় আত্মা, সুখোপলব্ধি হইল, চিত্তবৃত্তি অন্তর্ম্মুখীন হইয়াছিল বলিয়া সুখ হইল, চিত্তবৃত্তি ক্ষণকালের জন্য নিরুদ্ধ হইয়াছিল এইনিমিত্ত, কিয়ৎক্ষণের জন্য পরিবর্ত্তন-বা-মরণযাতনা

"সুহিতং সুষ্ঠু হিতমেতৎ খেভ্যঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ। খং পুনঃ ইন্দ্রিয়ম্ খনতেঃ ধাতোঃ।"— দুর্গাচার্য্যকৃতটীকা।

অতিশয়েন হিতং পুরুষস্য, খেভ্যঃ খহেতুকমিত্যর্থঃ। হিতং বা পুরুষে আত্মধর্মত্বাৎ সুখাদীনাং ধর্মাধিকরণত্বাচ্চ ধর্ম্মিণাম্। ◦ ◦ ◦ 'খং' পুনঃ খনতেঃ, উৎপূর্ব্বস্য উৎখনতি বিনাশয়তি, কিম্? পরব্রহ্মপ্রাপ্তিসুখম্, কথম্? কায়সুখ-প্রবৃত্তেরধোগমনাৎ ইতি সুখম্।"—

শ্রীদেবরাজযজ্বকৃত নিঘণ্টুটীকা।

১ "বিষয়সুখমপি ন স্বরূপসুখাদতিরিচ্যতে। বিষয়প্রাপ্তৌ সত্যাম্ অন্তর্ম্মুখে মনসি স্বরূপসুখস্যৈব প্রতিবিম্বনাৎ। স্বাভিমুখে দর্পণে মুখপ্রতিবিম্ববৎ।"

অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভোগ করিতে হয় নাই তন্নিবন্ধন। আত্মার স্বরূপাবস্থাই 'সুখ'। বৈষয়িকসুখ প্রকৃতসুখের পরিচ্ছিন্ন অবস্থা।

"এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।"—

—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

অর্থাৎ, বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধজনিত আনন্দের পরমাবস্থাই পরমানন্দ, বৈষয়িক আনন্দ বস্তুতঃ পরমানন্দব্যতিরিক্ত পদার্থ নহে, ইহা পরমানন্দেরই মাত্রা, তাঁহারই কলাবিশেষ। জীব সকল এই পরমানন্দের কণামাত্র উপভোগ করে, পরমানন্দের কণামাত্র আশ্রয় করিয়া জীবজগৎ অবস্থান করে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল, বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধ-জনিত সুখ 'সাতিশয় সুখ'—'সাতিশয় আনন্দ', এবং অখণ্ডসচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম 'নিরতিশয়সুখ'—'পরমানন্দ'। এই নিরতিশয়সুখই মুখ্যপ্রয়োজন, ইনিই জীবের ঈপ্সিততম, ইহাঁকে পাইবার জন্যই জীবজগৎ নিয়ত কর্ম্মশীল—সতত চঞ্চল।

নিরতিশয়সুখপ্রাপ্তি ও অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিই মুখ্যপ্রয়োজন।

সুখপ্রাপ্তি ও অহিতনিবৃত্তি—দুঃখহানি, জীবমাত্রেরই এই দুইটী প্রয়োজন, তাহা আমরা অবগত হইলাম, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, জীব কিরূপ সুখ প্রার্থনা করে, এবং দুঃখের কিরূপ নিবৃত্তিই বা জীবের আকাঙ্ক্ষিত।

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকভেদে আত্মার বাধনালক্ষণ—আত্মার প্রতিকূলবেদনীয় দুঃখপদার্থকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। শরীর-ও মনোমাত্রজন্য দুঃখকে 'আধ্যাত্মিক দুঃখ' বলে। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই দোষত্রয়ের বৈষম্য-জন্য যে দুঃখ তাহা শারীর, এবং ক্রোধাদিজনিত বাধনালক্ষণ-পদার্থ মানস দুঃখ। দেবতাসমূহ (অগ্নি, বায়ু ও গ্রহাদি) অধিকার করিয়া যে সকল দুঃখ উপস্থিত হয়, অগ্নি-বায়্বাদি দেবতা বা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ যে সকল দুঃখের হেতু, তাহারা 'আধিদৈবিক দুঃখ' এবং ভূতসকল (মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিসমূহ ও স্থাবরপদার্থজাত) অধিকার করিয়া যে দুঃখ প্রবৃত্ত হয়, তাহা আধিভৌতিক দুঃখ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শারীর-দুঃখোপশমনার্থ চিকিৎসাশাস্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে, কতিপয় মানব শারীরদুঃখ-নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য কর্ম্মশীল, ঔষধাবিষ্কার-ও-রোগোৎপত্তির কারণনির্দ্দেশের নিমিত্ত সচেষ্ট। মানস-দুঃখ-নিবারণের জন্য, মানস-ব্যাধির ঔষধ যাহাতে সুখলভ্য হয়, মনুষ্যমাত্রেই তন্নিবন্ধন যত্নশীল। ১ বরস্ত্রী, সুস্বাদু অন্ন প্রভৃতি পদার্থজাত সাধারণতঃ মানস-ব্যাধির ভেষজরূপে পরিদৃষ্ট হয়। নীতিশাস্ত্রোপদিষ্ট নিরত্যয়-স্থানে বাস, শত্রুদমনের নানাবিধ উপায় আবিষ্কার আধিভৌতিক-দুঃখ-নিবারণার্থ মানব ইত্যাদি কার্য্য নিষ্পাদন করিয়া থাকে। ফলতঃ, একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়,

১ মানসদুঃখকে দুঃখ বলিয়া স্বীকার করিতে সকলেই প্রস্তুত নহেন। কাম-ক্রোধাদিকে যদি মানসদুঃখ সুতরাং ত্যাজ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হয়, তাহা হইলে বৃত্ত্যধীন, বিষয়াসক্ত-চিত্ত মানব কি লইয়া থাকিবে? কামক্রোধ যদি দুঃখ হয় হউক, তথাপি ইহা ত্যাজ্য নহে, লোকে এই মতই আয়ত। যাহারা চরিতার্থ হইলে সুখ হয়, যাহাদের চরিতার্থজনিত মানসবিকার মনুষ্যের সুখনামক পদার্থ, যাহাদের অবাধে তৃপ্ত করাই সচরাচর মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তাহারা যদি দুঃখ হয়, তবে তাহা দুঃখনামক সুখবীজ, মোহমুগ্ধ লক্ষ্যভ্রষ্ট মানবের ইহাই ধারণা। যাঁহাদের প্রকৃতি রজোগুণপ্রধান বা তমোগুণবহুল, মানসদুঃখসমূহ তাঁহাদের দুঃখ বলিয়া প্রতীয়মান না হইবার কথা। কাহারা দুঃখ-নিবারণের—দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তির পথ স্থির করিয়াছিলেন, সুতরাং কাহারা উন্নতির অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কাহারা চরমোন্নতিতে উন্নীত হইতে পারিয়াছিলেন, মনুষ্যজীবনের মুখ্যলক্ষ্য কাহাদের হস্তগত হইয়াছিল, কোন মহাত্মারা কৃতকৃত্য হইয়া চিরশান্তি উপভোগ করিতেছেন, এতদ্দারা ইহা সুন্দর-রূপে বুঝিতে পারা যায়। এই ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন দেশে, জীবের প্রকৃত ব্যাধিই অদ্যাপি নির্বাচিত হয় নাই, অন্যদেশে ব্যাধিকেই স্বাস্থ্য বলিয়া আজপর্য্যন্ত বিশ্বাস আছে। রোগ, রোগ বলিয়াই ঠিক হয় নাই, কাহাকে সুখ বলে, কাহাকে দুঃখ বলে, আমরা কি চাই, এ পর্য্যন্ত তাহাই নিঃসংশয়রূপে—সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া নিরূপিত হয় নাই, সুতরাং চিকিৎসা হইবে কিরূপে? ব্যাধি-নির্ব্বাচন, ঔষধ আবিষ্কার, পথ্যাপথ্য-বিচার, রোগীর চিকিৎসাধীনত্ব—চিকিৎসকের বশে থাকা,—এ সকল না হইলে চিকিৎসা হওয়া কি সম্ভব? তাহা হইতে এখন অনেক বিলম্ব। এখন পর্য্যন্ত মুখই সে দিকে ফেরে নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মানব যে কোন কর্ম্ম করে, তাহাই দুঃখনিবৃত্তি-ও-সুখ-প্রাপ্ত্যর্থ করিয়া থাকে।

জীব সুখের ভিক্ষুক বটে, জীব দুঃখপরিহারার্থী, তাহা সত্য, কিন্তু জীব কিরূপ সুখ প্রার্থনা করে? জীব দুঃখের কিরূপ নিবৃত্তি ইচ্ছা করে? পারুক না পারুক, বুঝুক না বুঝুক, জীব যে নিরতিশয়—ভূমা সুখের প্রার্থী, জীব যে দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তির অভিলাষী—তাহাতে সন্দেহ নাই। পূজ্যপাদ ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এইত্রিবিধদুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিই (যেরূপে নিবৃত্ত হইলে নিবৃত্তপদার্থের পুনরাবৃত্তি হয় না, আর কোন কালে দেখা দেয় না, তাহাকে অত্যন্তনিবৃত্তি বলে) পরমপুরুষার্থ—মুখ্যপ্রয়োজন।

রোগ যদি প্রকৃতরূপে নির্ব্বাচিত হয়, যদি তাহার উপযুক্ত ঔষধ পাওয়া যায়, তাহা হইলে রোগোপশম হয় বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এরূপ ঔষধ কি আছে, যাহা সেবন করিলে নিবৃত্তরোগের পুনরাবৃত্তি হইবে না? দেখিতে পাই, জ্বরাদিরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি উপযুক্ত ঔষধ সেবন দ্বারা আরোগ্য লাভ করে বটে, কিন্তু কিছু দিন পরে পুনর্ব্বার সেই রোগ অথবা তদধিকযন্ত্রণাপ্রদ রোগান্তরদ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। এরূপ রোগ আছে, যাহার প্রকৃত ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই, অঘটনঘটনপটীয়সী প্রকৃতিদেবী, মুহূর্ত্তের মধ্যে জীবনসংহারক দুরাধর্ষ অসংখ্য নবনব রোগের সৃষ্টি করিতেছেন, স্বল্পবল, স্বল্পবুদ্ধি মানব তৎপ্রতীকারের উপায় চিন্তা করিবে কি, তাহাদের বীর্য্য, পরাক্রম দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া থাকে। প্রকৃতি মুহূর্ত্তের মধ্যে যে সকল রোগোৎপাদন করিতে পারেন, মানব শত-সহস্র-বর্ষ-ব্যাপক চেষ্টা দ্বারাও তৎপ্রশমনোপায়-নির্দ্ধারণে পারগ হয় না। সমরোগে আক্রান্ত দশটি রোগীকে চিকিৎসক চিকিৎসা করিতেছেন, তন্মধ্যে পাঁচটি আরোগ্য লাভ করিল, দুইটির কিছু উপশমবোধ হইল, অবশিষ্ট তিনটির কোনই উপকার হইল না, তাহাদের ইহাতেই জীবনশেষ হইল, এরূপ ঘটনা কি চিকিৎসক, কি অচিকিৎসক, সকলেই নিরন্তর প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সন্দেহ নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কি মনে হয়? মনে হয়, আমরা সর্ব্বতো-ভাবে প্রকৃতির নিগ্রহানুগ্রহাধীন প্রকৃতি অনুগ্রহপূর্ব্বক যাহাকে রক্ষা করেন সেই রক্ষিত হয়, প্রকৃতি যাহাকে সংহার করিতে ইচ্ছা করেন সে সংহৃত হয়, প্রকৃতি যাহাকে নিগৃহীত করিতে বাঞ্ছা করেন সে নিগৃহীত হয়, কোন মানবীয় শক্তি তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

"ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধির্নিবৃত্তেঽপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ।"—

সাং দং ১।২।

অর্থাৎ লৌকিক উপায় (ঔষধ-ধনাদি) দ্বারা দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি-রূপ পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না, কারণ ঔষধ-বা-ধনাদি দ্বারা নিবৃত্ত দুঃখের অনুবৃত্তি হয়, ঔষধধনাদিদ্বারা উপশমিত—কথঞ্চিৎ শান্ত দুঃখের পুনরাবির্ভাব হয়।

ঔষধ-ধনাদি লৌকিক উপায়সমূহদ্বারা দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি হয় না, জানিয়া শুনিয়াও লোকে দুঃখনিবারণের জন্য সাধারণতঃ লৌকিক উপায় সকলেরই আশ্রয় গ্রহণ করে কেন? মনুষ্য জগতের কি নিমিত্ত লৌকিকদুঃখনিবারণোপায় ধনাদির অর্জন, ঔষধ ও বিবিধ যন্ত্রের আবিষ্কার প্রভৃতি দুঃখশমন, দৃষ্টসাধন-সমাগমের প্রবৃত্তি এত বলবতী?

"প্রাত্যহিকক্ষুৎপ্রতীকারবৎ তৎপ্রতীকারচেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বম্।"

—সাং দং ১।৩।

অর্থাৎ দৃষ্টসাধনজন্য দুঃখনিবৃত্তিতে অত্যন্ত-পুরুষার্থত্ব না থাকিলেও যথাকথঞ্চিৎ পুরুষার্থত্ব আছে, দৃষ্ট-বা-লৌকিক দুঃখশমনসাধনাদিদ্বারা দুঃখেরঅত্যন্তনিবৃত্তি রূপ পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ না হইলেও ক্ষুৎপ্রতীকারবৎ তাৎকালিক প্রতীকার হয়, ইহাদিগদ্বারা মন্দপুরুষার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব দুঃখ-নিবারণের এরূপ চেষ্টা অনর্থক নহে। ক্ষুধারোগের একে-বারে শান্তিকারক ভেষজ যাবৎ না পাওয়া যায়, তাবৎ ক্ষুদ্রোগের আশু-প্রতীকারক ঔষধের শরণ লইতেই হইবে।

প্রমাণকুশল বিজ্ঞপুরুষেরা মন্দ-পুরুষার্থ-সিদ্ধিকে হেয় জ্ঞান করেন, দুঃখাদুঃখ-বিবেক-শাস্ত্রাভিজ্ঞ বিদ্বজ্জনেরা দৃষ্ট-সাধনজ-দুঃখ-প্রতীকারকে দুঃখপক্ষেই নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ধনাদিদ্বারা লব্ধ সুখও তাঁহাদের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিবেচনায় সুখনামক দুঃখপদার্থ। দৃষ্টসাধন বা উপায় সর্ব্বত্র দুঃখ-প্রতীকারক হইতে পারে না, সকল দেশে চিকিৎসক সুলভ নহেন, সুলভ হইলেও সর্বপ্রকার ব্যাধি প্রশমিত করিবার শক্তি চিকিৎসকের নাই; সাধ্য, যাপ্য ও অসাধ্য-বা-প্রত্যাখ্যেয় ভেদে রোগ ত্রিবিধ। ১ অসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইলে, কেহই তাহাকে রোগের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে পারেন না। ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি স্বভাব-বল-প্রবৃত্ত ব্যাধি সকলের একেবারে প্রতীকার হওয়া অসম্ভব, শারীরা রোগের যদি কিছু প্রতীকার হইল, অমনি মানস-রোগ প্রবল হইয়া উঠিল, মানব এইরূপে নিরন্তর কোন-না-কোনরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছে, মুহূর্ত্তকালও কোন মানব সুখী নহে। বিশুদ্ধ সুখ—দুঃখাবিমিশ্রিতসুখ সদসদাত্মক সংসারে দুর্লভ পদার্থ। আমরা যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করি, একটু চিন্তা করিলেই প্রতীতি হয়, তাহাও পরিণাম-তাপ ও সংসার-দুঃখ-ম্রক্ষিত, সুতরাং তাহা বিষমিশ্রিত অন্ন, বিবেকীর সমীপে তাহা দুঃখপদার্থরূপে পরিগণিত।

"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ, দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ।"—

পাং দং।

বিষয়েন্দ্রিয়- সংযোগজনিত এক-একপ্রকার মনোবিকারই আমাদের নিকটে সুখ-নামে পরিচিত পদার্থ। সংসারের সকলবস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, সকলপদার্থই পরিণামী, সুতরাং, যাহাকে যে সুখজনক পদার্থ বলিয়া মনে করে, তাহা যে চিরস্থায়ী নহে, তাহা যে শীঘ্রই লয় প্রাপ্ত হইবে, তাহা নিশ্চিত। সুখজনকপদার্থের নাশে যে নিদারুণ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। সুখকর-পদার্থ স্থায়ী হয় না, যাহাকে পাইয়া সুখী হওয়া যায়, তাহা অনতি-

১ "ব্যাধিবিশেষাস্তু প্রাগভিহিতাঃ সর্ব্বত্রৈবেতি ত্রিবিধা সাধ্যা যাপ্যাঃ প্রত্যাখ্যেয়াশ্চ।"— সুশ্রুতসংহিতা।

অর্থাৎ ব্যাধিবিশেষের বিবরণ পূর্বে অভিহিত হইয়াছে, ঐ পূর্ববর্ণিত ব্যাধি-সমূহের মধ্যে সকলেই সাধ্য, যাপ্য ও প্রত্যাখ্যেয়-ভেদে ত্রিবিধ, সকল ব্যাধিরই এই ত্রিবিধ অবস্থা আছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিলম্বে বিলীন ও দুষ্প্রাপ্য হয়, সুখের পিপাসা উপশমিত হয় না, কিন্তু ক্ষণিকসুখভোগের পরিণামদুঃখানলে দগ্ধহইতে হয়। যাহা মধুর, যাহা সৎ, তাহা এই অসৎ ক্ষণপরিণামী সংসারে পাওয়া যাইবে কেন? মায়াবশে যাহা মধুর বলিয়া মনে হয়, এ নশ্বর, এ সতত চঞ্চল; এ অসার সংসারে তাহা থাকিবে কেন? ভবসাগরে ভাসিতে-ভাসিতে কত লোকের সহিত মিলিত হইয়াছি, কত লোকের সঙ্গ ভাল লাগিয়াছে, কত দ্রব্য মনোরম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, আত্মহারা-আত্মবিস্মৃত আমি কত লোককে আত্মীয়-বোধে ধরিয়াছি, কিন্তু কেহই স্থির হয় নাই; নদীতে ভাসমান তরঙ্গতাড়িত, বায়ুবিচালিত তৃণসমূহের পরস্পর মিলনের ন্যায়, সংসারের সকল মিলনই ক্ষণস্থায়ী, এ বিয়োগ-সাগরে চিরসংযোগের আশা, দুরাশা। যে রাজ্যে নিবৃত্তিকে পশ্চাৎ রাখিয়া উৎপত্তি দর্শন দেয়, যে দেশে মৃত্যুকে সঙ্গে করিয়া জন্ম আগমন করে, যথায় সংযোগ ক্ষণকালও বিয়োগ-বিরহিত হইয়া অবস্থান করে না, সে রাজ্যে স্থায়ি-ভাবের নিত্য অভাব। মরুভূমিতে কি কখন পিপাসার শান্তি হইতে পারে? অমাবস্যাতে কি পূর্ণশশধরের চিত্ত-বিনোদরূপ-দর্শন-লালসা মিটিতে পারে? পরিবর্ত্তনশীলসংসারে মরিবার জন্য জন্ম হইয়া থাকে, বিয়োগযাতনা ভোগ করিবার নিমিত্ত সংযোগ হইয়া থাকে। সাংসারিক সুখ সুতরাং পরিণামদুঃখের প্রস্মৃতি (Premature consolation is but remembrancer of sorrow)।

সুকুমার শিশুর সুধামাখা সহাস্য আস্য নিরীক্ষণপূর্ব্বক জননী মর্ত্ত্যে থাকিয়া ত্রিদিব-সুখ ভোগ করিতেছেন, শিশুর অমৃতনিস্যন্দিনী অর্দ্ধস্ফুট 'মা' 'মা' বাণী শ্রবণ করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্না হইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার অঙ্কস্থিত শিশু হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল, সুধার হাসি-মাখা মুখ বিকৃত হইল, জননীর মুখশশী বিষাদমেঘে আবৃত হইল। পূর্ণিমার সুধাকরকে কোন্ রাহু গ্রাস করিল, নিরূপণার্থ চিকিৎসক আসিলেন, নানাবিধ চিকিৎসা হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শিশু একদিন মা'র ক্রোড় ত্যাগ করিয়া 'মাগো! সংসারের কেহই কাহারও নহে, তুমিও আমার মা নও, আমিও তোমার সন্তান ন'ই,' এই শিক্ষা দিয়া চলিয়া গেল; আহা! দুইদিন পূর্ব্বে যে মাতা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহার অসেচনক হৃদয়রত্নকে হৃদয়ে রাখিয়া মর্ত্ত্যধামে বাস করিয়াও স্বর্গের সুখ উপভোগ করিতেছিলেন, যাহার মুখ নিরীক্ষণ করিলে তিনি আপনাকে ভুলিয়া যাইতেন, জগৎকে বিস্মৃত হইতেন, শোক-তাপের আক্রমণ অবলীলাক্রমে সহ্য করিতেন, আজ তাঁহার কি দুরবস্থা; প্রস্ফুটিত গোলাপ আজ ধূলি-ধূসরিত, আজ বিবর্ণ; যে বক্ষঃ সুকুমার শিশুর অঙ্গস্পর্শে স্নিগ্ধ হইতে, পুত্র-বিয়োগ-বিধুরার সেই কোমল বক্ষঃ আজ করাঘাতে শতধা বিদীর্য্যমাণ। পুত্র চলিয়া গেল, রাখিয়া গেল জননীর হৃদয়ভেদিনী স্মৃতি, দিয়া গেল জীবনব্যাপী পরিণামদুঃখের উৎস। অতএব ক্ষণভঙ্গুর বৈষয়িকসুখের পরিণাম যে দুর্ব্বিষহ দুঃখময়, তাহা বলা বাহুল্য।

বৈষয়িক সুখের পরিণাম দুঃখময় হয় হউক, কিন্তু বৈষয়িক-সুখ-ভোগকালে ত কোন দুঃখ থাকে না, তখন ত বিশুদ্ধ সুখ-ভোগ হইয়া থাকে, ক্ষণভঙ্গুর হইলেও লৌকিক সুখ-ভোগ-সাধন ধনাদিদ্বারা যখন আনন্দ পাওয়া যায়, এবং বৈষয়িক আনন্দ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার উৎকৃষ্টতর আনন্দের আস্বাদ যখন আমরা পাই নাই, তখন বৈষয়িক-সুখকে আমরা দুঃখপক্ষে নিক্ষেপ করিতে পারি না, ধ্রুব ত্যাগ করিয়া অধ্রুবের আশ্রয় করিলে, অধ্রুব ত নষ্ট হয়ই, অপিচ ধ্রুব পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব নিরতিশয় সুখ থাকে থাকুক, তদধিগমের জন্য আমরা বৈষয়িক সুখভোগ ত্যাগ করিতে পারি না।

সাংসারিক সুখ যে সুখ নহে, সাংসারিক সুখ যে সুখ নামক দুঃখ পদার্থ, তাহাই বা কে বলিল? সাংসারিকসুখ যদি সুখনামক দুঃখপদার্থ হইত, তাহা হইলে ইহা দুঃখের ন্যায় সকলেরই দ্বেষ্য হইত, জীব তাহা হইলে ইহার জন্য লালায়িত হইত না, দুঃখকে ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ পাইতে চাহিত না। যাঁহারা স্থূলদর্শী, যাঁহারা সংসার-সীমা-বদ্ধদৃষ্টি, যাঁহারা শক্তিহীন, যাঁহারা দুর্ভাগ্য, তাঁহারা প্রাগুক্ত শাস্ত্রীয় উপদেশ শ্রবণ-পূর্ব্বক এইরূপ তর্ক উত্থাপন করিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈষয়িক-সুখকে সূক্ষ্মদর্শী, সাক্ষাৎ-কৃত-ধর্ম্মা মহর্ষিগণ যে কারণে দুঃখরূপে পরিগণিত করিয়াছেন, তাহা অবগত হইলে, সকল সংশয় নিরস্ত হইবে—সকল বিবাদ মিটিয়া যাইবে। বৈষয়িকসুখও সুখনামক দুঃখ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পদার্থ, ইহাকে দুঃখপক্ষে নিক্ষেপ করা উচিত, এবম্প্রকার উপদেশের ইহা তাৎপর্য্য নহে, যে সুখ ও দুঃখ এক পদার্থ, অনুকূল-বেদনীয় ও বাধনা-লক্ষণ এই দ্বিবিধপদার্থের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; পরহিতৈকব্রত, অধিকারানুসারে উপদেষ্টা, দেশ-কাল-পাত্রনির্ব্বাচন-ক্ষম, পরমদয়ালু, মহর্ষিগণ, এতদ্দ্বারা সংসারবাসী বদ্ধ, মুমুক্ষু জীবমাত্র-কেই সন্ন্যাসী হইতে উপদেশ করেন নাই। মহর্ষিরা ব্রাহ্মণব্যতীত অন্য কাহাকেও এরূপ উপদেশ-শ্রবণের অধিকার দেন নাই কেন, এই দুর্দ্দিন তাহা স্পষ্টতঃ বুঝাইতেছে। পূর্ব্বে প্রায় সকলেই শাস্ত্রনিদেশবর্ত্তী ছিলেন, শাস্ত্রশাসন অতিক্রম করিতে অত্যল্প লোকেই সাহসী হইতেন, এইজন্য শাস্ত্রমর্ম্ম তখন যথাযথ ভাবে গৃহীত হইত, শাস্ত্রশাসন যে নির্দ্দোষ, অনায়াসেই তাহা তখন সপ্রমাণ হইত। এক্ষণে সেদিন গিয়াছে, রাজা অন্যরূপ হইয়াছেন, সচিবমণ্ডলের পরিবর্ত্তন হইয়াছে; ধর্ম্মরাজ্য এক্ষণে ব্যক্তিতন্ত্র--স্বেচ্ছাপ্রভুত্বাধীন। শাস্ত্র কি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও সন্ন্যাসাধিকার দিয়াছেন? জগৎ মিথ্যা, সাংসারিক সুখ বস্তুতঃ বিষমিশ্রিত অন্ন, যাবৎ বৈরাগ্যোদয় না হইবে, যাবৎ চিত্ত কামনা-শূন্য না হইবে, তাবৎ কেহ প্রকৃতসুখে সুখী হইতে পারিবে না, ইত্যাদি উপদেশবাক্যের মূল্য কত, স্বধর্মনিষ্ঠব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ তাহা উপলব্ধি করিবার যোগ্য নহে। আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র বর্ণাশ্রমমূলক। যে-যে বর্ণ ও যে-যে আশ্রমের জন্য শাস্ত্র যে-যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেই সেই বর্ণ ও তত্তদাশ্রমস্থিতব্যক্তিই তত্তদুপদেশ শ্রবণ ও তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই শাস্ত্রশাসন, ইহাই ঋষিদিগের অভিপ্রায়। শাস্ত্রশাসনানুসারে যদি মুমুক্ষু ব্রাহ্মণগণই বৈরাগ্যোদ্দীপক জ্ঞানপূর্ণ উপদেশসমূহ শ্রবণ করিতেন, মুদ্রাযন্ত্রের ও অর্থার্জ্জন প্রয়োজন, শাস্ত্র-জ্ঞানবিহীন মহোদয়বৃন্দের প্রসাদে অযথা-শাস্ত্র ব্যাখ্যা• যদি এরূপ সুলভ না হইত, শাস্ত্রশাসন হইতে স্ব-স্ব সঙ্কীর্ণ-প্রয়োজন ও ক্ষীণ-যুক্তিকে যদি এতদূর প্রাধান্য দেওয়া না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেশের ঈদৃশী দুরবস্থা হইত না, অমূল্য শাস্ত্রোপদেশ সকল তাহা হইলে কপর্দ্দক মূল্যে বিক্রীত হইত না, পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক বালকও, তাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইলে, ভগবান্ গোতম-কণাদ, জৈমিনি-বাদরায়ণ বা কপিল-পতঞ্জলির দোষগুণবিচারে প্রবৃত্ত হইত না।

ইষ্টানিষ্টকারণবিশেষাদ্বিরোধাচ্চ মিথঃ সুখদুঃখয়োরর্থান্তর ভাবঃ।"

বৈশেষিকদর্শন ১০।১।

পূজ্যপাদ মহর্ষি কণাদ সুখ ও দুঃখ যে পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ, সূত্রটীদ্বারা এই কথাই বুঝাইয়াছেন। সুখ ও দুঃখ যে এক পদার্থ হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে মহর্ষি কণাদ-প্রদর্শিত যুক্তি—কারণভেদে কার্য্যভেদ হইয়া থাকে; সুখ ও দুঃখের কারণ পরস্পর বিভিন্ন, ইষ্ট—ইষ্যমাণ স্রক্-চন্দন-বনিতাদি সুখের এবং অনিষ্ট—অনিষ্যমাণ অহিকণ্টকাদি দুঃখের কারণ।

"কাগবৈজাত্যাধীনং কার্য্যবৈজাত্যমাবশ্যকম্।"— উপস্কার।

স্রক্-চন্দন-বনিতাদি যে পদার্থ, অহিকণ্টকাদি নিশ্চয়ই তজ্জাতীয় পদার্থ নহে, সুতরাং স্রক্-চন্দন-বনিতাদির কার্য্য যে অহিকণ্টকাদির কার্য্য হইতে বিভিন্ন হইবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সুখ ও দুঃখ যে এক পদার্থ নহে, তদ্বিষয়ে দ্বিতীয় যুক্তি—'বিরোধাচ্চ'; অর্থাৎ সুখভোগকালে চিত্তে যে প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, দুঃখভোগকালে তাদৃশ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না; সুখ-দুঃখের কার্য্য পরস্পর-বিরোধী। অনুগ্রহ, অভিষঙ্গ, ইন্দ্রিয়প্রসাদ প্রভৃতি সুখের কার্য্য, এবং মুখমালিন্য বাধাবোধ ইত্যাদি দুঃখের কার্য্য। ঈপ্সিত-বা-সুখকর পদার্থের সহিত বিষয়গ্রাহক ইন্দ্রিয়গ্রামের সন্নিকর্ষ-বশতঃ যে যে পরিণাম বা পরিবর্ত্তন হয়, তত্তৎ-পরিণাম-বা-পরিবর্ত্তনের অনুভূতি সুখানুভূতি, এবং অনীপ্সিত-বা-বাধাপ্রদ-পদার্থসমূহের সহিত সন্নিকর্ষ-বশতঃ যে-যেরূপ পরিণাম বা পরিবর্ত্তন হয়, তত্তৎ-পরিণাম-বা-পরিবর্ত্তনের অনুভূতি দুঃখানুভূতি। অতএব সুখ দুঃখ পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ; সুখ সুখ, দুঃখ দুঃখ। জিজ্ঞাস্য হইবে, তবে যোগীরা বৈবয়িকসুখকে দুঃখপক্ষে নিক্ষেপ করেন কেন? পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব সাংসারিক সুখকে পরিণাম-দুঃখের প্রসূতি বলিয়াছেন কেন?

সূক্ষ্মদর্শী যোগিগণ বলেন, বৈষয়িকসুখভোগকালেও একটু মনোনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিলে উপলব্ধি হইবে, বৈষয়িকসুখভোক্তা, বহুবিধ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দুঃখে জড়িত থাকে, নানাপ্রকারতাপে সন্তপ্ত হয়। সাম্রাজ্যাধিপতির সর্বজনকমনীয় সুখও নিষ্কণ্টক নহে, তাহাতেও দুঃখ অনুস্যূত আছে, শিরোর্দ্ধবিলম্বিতখড়্গ-মানবের ন্যায় সম্রাটও সদাশঙ্কিত। কিছুই চিরদিনের জন্য নহে, অদ্য আমি সর্বজনপূজিত সম্রাট, অমরলোভনীয় সুখে সুখী, কিন্তু কল্য পথের ভিক্ষুক হইতে পারি, যে হৃদয়াকাশ এক্ষণে সুখক্ষণপ্রভার ক্ষণিক প্রভায় প্রভাত হইতেছে, পরক্ষণেই ইহা নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হইতে পারে, যে দেশের রাজা হইয়া আমি অদ্য আপনাকে সুখী মনে করিতেছি, অভিমানে স্ফীত হইতেছি, ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া সকলকে তৃণজ্ঞান করিতেছি, সকলের প্রতি অত্যাচার করিতেছি, আমার পূর্বে কত লোক এই দেশের রাজা হইয়া ক্ষণে উত্থিত ক্ষণে বিলীন জলবুদ্বুদের ন্যায় কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং আমাকেও যে অচিরে তৎপথ অনুসরণ করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? রাজ্যেশ্বরও রাজ্যসুখভোগকালে এইরূপ নানাবিধ চিন্তানলে দগ্ধ হইয়া থাকেন। অতএব সুখভোগকালেও ভাবিদুঃখের ভয়ে সকলেই সদাভীত থাকে, শঙ্কাশূন্য, নিষ্কণ্টক সুখ দৃষ্টসাধনাদিদ্বারা লাভ করিতে পারা যায় না, ভোগ্যসকল বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায়। ১

কোনরূপ বৈষয়িক সুখভোগ করিবার পর চিত্তে তাহার সংস্কার আবদ্ধ হইয়া থাকে, এইসংস্কার আমাদিগকে পূর্বানুভূত সুখের সমান সুখভোগ করিবার জন্য নিরন্তর চঞ্চল করে, যাবৎ পূর্বানুভূত সুখ সদৃশ-সুখ সুলভ না হয়, তাবৎ দুঃখের পরিসীমা থাকে না, তাবৎ কিছুতেই শান্তিপাওয়া যায় না, সুতরাং সুখ-ভোগের সংস্কারও দুঃখপ্রদ। ভোগার্থ সঙ্কল্পিত সুখ, যদি বর্ত্তমানদেহে ভোগ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে স্ব-স্ব-কর্ম্মফলানুরূপ দুঃখসঙ্কুল বিবিধভোগায়তন শরীর ধারণ করিতে হইয়া থাকে, অতএব ক্ষণপরিণামী, ক্ষণভঙ্গুর ভোগমাত্রেই যে দুঃখ, তাহা

---

১ "শিরোদ্ধেলম্বিতখ্যঙ্গনরবৎ সভয়ং নৃপাঃ
নাপয়ন্তি সদা কালং মহারাজ্যেশ্বরা অপি॥"
সুখকালেঽপি দুঃখস্য ভয়াদ্ধি সর্ব্বজন্তবঃ।
তিষ্ঠন্তি শঙ্কিতাঃ সদা তস্মাৎ ভোগ্যং বিষান্নবৎ॥"—
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিবেকীর অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত। বৈষয়িকসুখ অবিবেকীর সুখ বলিয়া পরিগণিত হইলেও বিবেকী প্রাগুক্ত দোষে দূষিত বলিয়া, তাহা দুঃখ-পক্ষেই নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, এ সুখনামক দুঃখপদার্থকে বিবেকী হেয়জ্ঞান করেন, এতৎপ্রাপ্তিকে তিনি পরমপুরুষার্থ মনে করিতে পারেন না ; পরিণাম, তাপ ও সংস্কার, এই ত্রিবিধ-দুঃখ-জড়িত বিষয়ানন্দ তাঁহার ঈপ্সিত নহে, পরস্পর-বিরোধিগুণপরিণাম-সংসারে অপরিণামি-সুখের বা অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের আশা বিবেকী করেন না, মরুভূমিতে যে পিপাসা শান্ত হইতে পারে না, তাহা তিনি জানেন, তাই অপরি-ণামদর্শী প্রাকৃতজনবৎ মায়ামরীচিকার প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া সুখপিপাসা শান্ত করিতে যাইয়া প্রাণ হারান না।

"স যো মনুষ্যাণাং রাজ্ঞঃ সমৃদ্ধো ভবত্যন্যেষামধিপতিঃ সর্ব্বৈর্মানুষ্যৈ-র্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দোঽথ যে শতং মনুষ্যাণামা-নন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দোঽথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একো গন্ধর্বলোক আনন্দঽথ যে শতং গন্ধর্ব-লোক আনন্দাঃ স একঃ কর্ম্মদেবানামানন্দো যে কর্ম্মণা দেবত্বমভি সম্পদ্যতে। অথ যে শতং কর্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজানদেবানামা-নন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথ তে শতমাজনোদেবানামা-নন্দাঃ স একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকাম-হতোঽথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথৈষ এব পরম আনন্দঃ।"

—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ও তৈত্তিরীয় উপনিষৎ দ্রষ্টব্য।

ভাবার্থ।

পূর্বে বুঝিয়াছি বৈষয়িক-আনন্দ, পরমানন্দ হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে, মাত্রিকভেদ ভিন্ন উভয়ের মধ্যে অন্য কোনরূপ ভেদ নাই, অল্পত্ব-মহত্ত্বব্যতীত উভয়ের মধ্যে অন্য কোনপ্রকার পার্থক্য নাই। সংসারী বিষয়সুখ উপভোগ করে বটে, বৈষয়িক-সুখের জন্য সে লালায়িত সতত, কিন্তু বিষয়সুখ কোন্ পদার্থ, তাহা তাহার সম্যগ্‌রূপে বিদিত নহে বলিয়াই পরমসুখ-বা-পরমানন্দকে লাভ করিতে সে পারগ হয় না, বৈষয়িক-আনন্দকে হেয় জ্ঞান করিতে পারে না, বৈরাগ্যোদ্দীপক কথা

Dr: Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

স্বচ্ছন্দে-বা-নির্ভয়ে শ্রবণ করিতে পারে না, প্রিয়-পদার্থ-বিরহ-জনিত দুঃখাশঙ্কায় বৈরাগ্যবানের সঙ্গ করিতে সাহস করে না, সংসারবিরক্ত মহাপুরুষদিগকে স্বার্থপর বিভ্রান্তমতি বা অকর্ম্মোদ্যুক্ত অলস-(Inactive, idle)-বোধেঘৃণা করে। ১ সুখ কাহাকে বলে, কোন্ উপায়ে সুখী হওয়া যায়, তাহা অবগত হইলে, সাতিশয়সুখ নিরতিশয়-সুখের অংশ ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইলে, ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন, যাহার কণামাত্র জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, যাহার কণামাত্র লাভের জন্য আমরা সদাব্যস্ত, যাহার স্বল্পমাত্রা জাগতিক জীবনের আলম্বন,

---

১ ভগবচ্চরণসেবানিরত, বিষয়বিরক্ত, আত্মদর্শনেচ্ছু, প্রেমপূর্ণহৃদয় মহাত্মাদিগকে পাশ্চাত্যসভ্যতা, সঙ্কীর্ণচিত্ত ও অকর্মণ্য বলিয়া উপেক্ষা করেন, পাশ্চাত্যপণ্ডিতদিগের বিশ্বাস, তাদৃশ পুরুষদিগদ্বারা সমাজের কোন উপকার সংসাধিত হয় না, এবং যাহাদিগদ্বারা সমাজের কোন উপকার সংসাধিত হয় না, তাহারা সমাজভারভূত, অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? পাশ্চাত্য-সভ্যতার পক্ষপাতী, পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি আর্য্যসন্তানগণের মধ্যেও ইদানীং অনেকে সন্ন্যাসীদিগের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন, সমাজপীড়াকর, অকর্ম্মণ্যজ্ঞানে উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছেন। আত্মোদর-পূরণনিরত, পরিচ্ছিন্নাত্মজ্ঞান, বিষয়াসক্ত সামাজিকগণদ্বারা যে জগতের কখন কোন উপকার হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্রহৃদয় বিশ্বাস করে না, মানবীয় উন্নতির ইতিহাসও তদনুকূলে সাক্ষ্যপ্রদান করে না। কোন দেশে, কোন কালে, বিষয়াসক্ত, ইন্দ্রিয়পরবশ, সঙ্কীর্ণচিত্ত পুরুষদিগদ্বারা যে সমাজের কোন হিতসাধন হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। যাঁহাদিগদ্বারা জগতের কোন উপকার হইয়াছে, ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারা যায়, তাঁহারা বৈষয়িক সুখ-ভোগ-নিরত, সাধারণসংসারী নহেন, তাঁহারা ঠিক সন্ন্যাসী না হইলেও, সাধারণবিষয়ী হইতে ভিন্ন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় কেহ জাগতিক দৃষ্টিতে উন্নতপদস্থ (জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি) ছিলেন না, অধিক বিত্তশালী ছিলেন না। মান-যশের ভিখারী ছিলেন না। সকলেই একরূপ সন্ন্যাসী ছিলেন। কাহাকে সন্ন্যাস বলে, কাহাকে উপকার বলে, কিরূপ পুরুষ সমাজের উপকার করিবার যোগ্য, কাহাদিগদ্বারা জগতের উপকার হইয়াছে, নির্দিষ্টচিত্তে তাহা চিন্তা করিলে অনেকটা উপকার হইবে। ত্যাগশীল না হইলে, আত্মজ্ঞান বিস্তীর্ণ না হইলে, ঐন্দ্রিয়িক আকর্ষণকে উপেক্ষা করিবার সামর্থ্য না জন্মিলে, কেহ জগতের উপকার করিতে ক্ষমবান্ হয় না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

তাহাই আমাদের ঈপ্সিততম, তাহাই আমাদের মুখ্যপ্রয়োজন।

শ্রুতি পূর্বে বলিয়াছেন, ব্রহ্মাদি মনুষ্যপর্য্যন্ত পরমানন্দের মাত্রা আশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। মাত্রা-বা-অবয়বজ্ঞানদ্বারা মাত্রী-বা-অবয়বীর জ্ঞান হইয়া থাকে, তা'ই উদ্ধৃতবচনসমূহদ্বারা কোন্ লোক পরমানন্দের কিয়ন্মাত্রা উপভোগ করিয়া থাকে, শ্রুতি তাহা বুঝাইয়াছেন।

মনুষ্যদিগের মধ্যে যিনি রাদ্ধ—সংসিদ্ধ—অবিকল—সমগ্রাবয়ব, যিনি সমৃদ্ধ—উপভোগোপকরণযুক্ত, যিনি অন্যের—সমানজাতীয়দিগের অধিপতি, স্বতন্ত্র, যিনি সর্বপ্রকার মানুষভোগোপকরণসম্পন্ন, মনুষ্য-লোকে তিনিই পরমানন্দ ভোগ করেন—তিনিই পরম সুখী। মনুষ্য-লোকে ঈদৃশব্যক্তি হইতে কেহই অধিকতর সুখী নহেন। প্রাগুক্তগুণ-সম্পন্ন মনুষ্য পরমানন্দের যেমাত্রা উপভোগ করেন, জিতলোক ১ পিতৃগণের আনন্দ তাহা হইতে শতগুণ অধিক। জিতলোক পিতৃগণ যে পরিমাণ আনন্দ উপভোগ করেন, গন্ধর্বলোকের আনন্দ তাহা হইতে শতগুণ অধিক; গন্ধর্বলোক যে পরিমাণ আনন্দ উপভোগ করেন, কর্মদেবতাগণের ২ আনন্দ তাহাহইতে শতগুণ অধিক; কর্মদেবতাগণ যে পরিমাণআনন্দভোগ করেন, আজানদেবতাদিগের ৩ আনন্দ

১ "শ্রাদ্ধাদিকর্মভিঃ পিতৄংস্তোষয়িত্বা তেন কর্মণা জিতো লোকো যেষাং তে জিতলোকাঃ পিতরস্তেষাম্।"— শাঙ্করভাষ্য।

অর্থাৎ, যাঁহারা শ্রাদ্ধাদিকর্মদ্বারা পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করিয়া, পিতৃগণের মনস্তুষ্টি-সম্পাদনরূপকর্ম্ম-ফলে জিতলোক হইয়াছেন, যাঁহারা পিতৃলোককে প্রাপ্ত হইয়াছেন, পিতৃশব্দের তাঁহারা লক্ষ্য পদার্থ।

২ "অগ্নিহোত্রাদিশ্রৌতকর্মণা যে দেবত্বং প্রাপ্নুবন্তি তে কর্মদেবাঃ।"

অগ্নিহোত্রাদিশ্রৌতকর্মানুষ্ঠানদ্বারা যাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা 'কর্মদেবতা'।

৩ "আজানং এবোতপত্তিত এব যে দেবাস্তে আজানদেবাঃ।"—

যাঁহারা উৎপত্তিহইতেই দেবতা, যাঁহারা কর্মদেবতাহইতে ভিন্ন, তাঁহারা 'আজানদেবতা'।

যাঁহারা শ্রুতিবাক্যে আস্থাবান্, তাঁহারা পিত্রাদিলোকের অস্তিত্বে সন্দিহান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহা হইত শতগুণ অধিক ; যাঁহারা শ্রোত্রিয়—অধীতবেদ—বেদবিদ্ যাঁহারাঅবৃজিন—অপাপবিদ্ধ, যাঁহারা অকামহত—বিগততৃষ্ণ—কামনা-শূন্য, তাঁহাদিগের আনন্দ আজানদেবতাদিগের আনন্দ হইতে শতগুণ অধিক; শ্রোত্রিয়, অপাপবিদ্ধ ও অকামহত পুরুষের আনন্দ প্রজাপতি লোকের আনন্দহইতে শতগুণ অধিক ; প্রজাপতিলোকহইতে ব্রহ্ম-লোকের আনন্দ শতগুণ অধিক।

অতঃপরং গণিতনিবৃত্তিঃ।"

—শাঙ্করভাষ্য।

যে পরমানন্দের মাত্রা—অবয়ব আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাদি মনুষ্য পর্য্যন্ত অবস্থান করিতেছে, ব্রহ্মলোকাদি-আনন্দ, সেই পরমানন্দ-সাগরের বিন্দুবিশেষ। প্রকৃত ব্রহ্মানন্দ অপরিচ্ছিন্ন—ভূমা, ইহা গণনীয় বা সংখ্যেয় নহে। মনুষ্যলোকহইতে ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত যে

হইবেন না, কিন্তু যাঁহাদের সমীপে শ্রুত্যাদি শাস্ত্রোপদেশহইতে পাশ্চাত্যসুধীকুলের উপদেশ অধিকতর মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তাঁহারা পিত্রাদি লোকের কথা শুনিয়া উপহাস করিবেন, এসকল বাক্য অসভ্যবর্ব্বরোচিত-বোধে তাঁহাদের নিকটে উপেক্ষিত হইবে, সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্যবচন-সাদর, পরাধীনচিত্ত, পরাধীনচিন্তাশীল, এইরূপ দুর্ভাগ্য ভারতসন্তানদিগের জন্য আমরা এই স্থলে ফ্রান্সদেশীয় পণ্ডিত Louis Figuiorএর কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিলাম। যথাস্থানে এ বিষয়ের বিস্তারপূর্ব্বক চিন্তা করা হইবে।

"Notwithstanding the daring of such an attempt, let us now endeavour to form some idea of the radiant creatures which float in the mysterious and sublime regions of that empyrean which hides them from our view. o o o Like the human, the super human being possesses the three elements of the aggregate, the body, the soul and the life."—

The Day after Death. P. 30.

"We believe, with M. Camille Flammarion, that organized beings exist in all the planets.— *Ibid. P. 195.*

পূজ্যপাদ ভগবান বেদব্যাসকৃত "ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে, সংযমাৎ" এই পাতঞ্জল সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

আনন্দ উপভোগ করে, তাহা পরিচ্ছিন্ন, গণনীয় বা সংখ্যেয় আনন্দ, তদূর্দ্ধ গণিতের সীমা-বহির্ভূত (Cannot be defined numerically)। যিনি শ্রোত্রিয়—বেদবিদ্, যিনি অবৃজিন—অপাপবিদ্ধ, এবং যিনি অকামহত—বিগততৃষ্ণ—বৈরাগ্যবান্, একমাত্র তিনিই ব্রহ্মানন্দময়। বলা বাহুল্য, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ঈদৃশ মহাপুরুষই পরম সুখী—পরমানন্দময়। জ্ঞানতঃ হউক, অজ্ঞানতঃ হউক এই পরমানন্দের অনুসন্ধানার্থ ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত সকলেই সদা সচেষ্ট, নিয়ত গতিশীল।

জগতের সৃষ্টি হইতে, দুঃখ-দূরীকরণ ও সুখ-সম্প্রাপ্তির জন্যই জীব চেষ্টা করিতেছে, জীব যাহা কিছু করে, তাহাই জিহাসা বা দুঃখ-ও-দুঃখের হেতুভূত দ্রব্য-নিচয়ের ত্যাগেচ্ছা এবং অভীপ্সা বা সুখ-ও-সুখের হেতুভূত দ্রব্যের প্রাপ্তি-কামনায় করিয়া থাকে, জিহাসা ও ঈপ্সা জীবকে কর্মশীল করিবার এই দুইটীই কারণ ;—জিহাসা-ও-ঈপসা ব্যতিরেকে জীবের অন্য কোন ইচ্ছা নাই, ত্যাগ ও গ্রহণ ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য নাই, জীবের সকল কার্য্যই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক। কি ত্যাজ্য, কি গ্রাহ্য, কে হিতকর, কে অহিতকর, তাহা নির্দ্ধারণ, ও যাহা ত্যাজ্য বলিয়া নিশ্চিত হইবে, কোন্ উপায় দ্বারা তাহাকে ত্যাগ করিতে পারা যাইবে, কি করিলে চিরদিনের জন্য তাহা দূরীভূত হইবে, কোন কালেই আর নিকটে আসিতে পারিবে না, এবং যাহা আত্মার অনুকূল বা আত্মীয়, সুতরাং যাহা ঈপ্সিত—যাহা গ্রাহ্য, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে, তাহা সুগম হইবে, তাহা হইতে কখন বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে না, তাহা স্থির করিবার নিমিত্তই জীবশ্রেষ্ঠ মানব নিরন্তর চিন্তামগ্ন। আস্তিক হউন, নাস্তিক হউন, হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, বৌদ্ধ হউন, খ্রীষ্টান হউন, জৈন হউন, জোরেস্ত্রান হউন, জ্ঞানতঃ হউক, অজ্ঞানতঃ হউক, সকলেই এই জন্য ব্যস্ত ; সকলের ইহাই প্রয়োজন, ইহাই একমাত্র লক্ষ্য। কি চিকিৎসা, কি জ্যোতিষ, কি রসায়ন, কি দর্শন, কি শিল্প, সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা-চর্চ্চাই ঈপ্সিত-প্রাপ্তি ও জিহাসিত-হানির জন্য হইয়া থাকে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন এতদুদ্দেশ্য-মূলক।

অতএব সিদ্ধান্ত হইল, পারগ হউক, আর নাই হউক, বুদ্ধিপূর্ব্বক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হউক, অবুদ্ধিপূর্বক হউক, জীব নিরতিশয়-সুখই প্রার্থনা করে। যাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ না হইবে, যাবৎ ঈপ্সিততমের সমাগম না হইবে, এই কর্ম্মক্ষেত্রে বা সংসার-কারাগারে তাবৎ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে হইবে। যাঁহারা বৈষয়িক সুখকেই পরমপুরুষার্থ মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্থূলদর্শী, তাঁহারা আত্মবঞ্চিত, তাঁহারা মায়া-প্রতারিত।

আমরা নিরতিশয়সুখ কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারি না, জগতের বাহিরে চির-শান্তি-নিকেতন আছে—অমৃতধাম আছে, তথায় যাইতে পারিলে, সকল যাতনা বিনিবৃত্ত হইয়া যায়, চিরশান্তি-সুখ উপভোগ করিতে পারা যায়, ভীমপরাক্রম শমনভয় নিবারিত হয়, ইত্যাদি বাক্য সকল আমাদের সমীপে অর্থ-শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তা'ই আমরা জগৎ লইয়াই থাকিতে চাই, যেরূপ কর্ম করিলে বর্ত্তমানজীবন শান্তিপ্রদ হয়—সুখকর হয়, সেইরূপ কর্ম করিতে চাই, কল্পনাসূত্র অবলম্বনপূর্বক মনোরম পার্থিব-কুসুম পরিত্যাগ করিয়া, আকাশ-কুসুম-চয়ন করিতে আমরা অনভিলাষী, ধ্রুব ত্যাগ করিয়া, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সিদ্ধ জাগতিকসুখ পরিহারপূর্বক, মনোরথসৃষ্ট, অমূলক নিরতিশয়-সুখে আস্থাবান, হইতে আমরা অনিচ্ছুক। বিজ্ঞানের (অবশ্য জড়-বিজ্ঞান) উন্নতিসাধন, বৈজ্ঞানিক-বিভাবনা সকলের জাতিশঃ গণীকরণ এবং সামাজিক-জীবনের—লোক-ব্যবহারের নিয়ম-ব্যবস্থাপন, এই দুইটীকেই আমরা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সাধনরূপে নির্দেশ করিয়াছি, যাঁহারা সঙ্কীর্ণ-প্রত্যক্ষবাদী (Positivists) বা যাঁহারা চার্বাক, তাঁহাদের এইরূপ মত। ১

---

১ যাঁহারা পজিটিভিষ্ট—যাঁহারা পণ্ডিত আগষ্ট কোমতের শিষ্য, তাঁহারা এইমতের পক্ষপাতী। সত্য কথা বলিতে কি, ভারতবর্ষ ব্যতিরেকে অন্য কুত্রাপি নিরতিশয়-সুখ মুখ্যপ্রয়োজনবোধে হৃদয়ের সহিত আদৃত হয় নাই, নিরতিশয়-সুখ-লাভার্থ সাতিশয়-সুখ পরিত্যাগকরার দৃষ্টান্ত পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিত কোমত বলিয়াছেন ;—"The primary object, then, of Positivism is twofold ; to generalise our scientific conceptions, and to systematise the art of social life."—

System of Positive Polity. Vol. 1. P. 2.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমরা বুঝিয়াছি, যাহাকে অভিলাষ করিয়া—যৎকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া, লোকে কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে 'প্রয়োজন' বলে ; প্রয়োজন মুখ্য-ও গৌণ-ভেদে দ্বিবিধ ; সুখ ও দুঃখাভাব এই দুইটী মুখ্যপ্রয়োজন, এবং সুখসাধন ও দুঃখাভাবসাধন গৌণপ্রয়োজন ; সুখ, সাতিশয়-ও-নিরতিশয়-ভেদে দ্বিবিধ ; দুঃখাভাবও অত্যন্তনিবৃত্তি-ও-ক্ষণিক-নিবৃত্তি ভেদে দ্বিবিধ ; নিরতিশয়সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিই বস্তুতঃ মুখ্য-প্রয়োজন। সুখ ও দুঃখাভাব মুখ্যপ্রয়োজন একথা যাঁহারা স্বীকার করেন, নিরতিশয়সুখ-ও-দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিকে মুখ্যপ্রয়োজন বা পরম পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রস্তুত, সন্দেহ নাই ; যাহার অত্যল্প মাত্রার জন্য আমরা লালায়িত, তাহার পূর্ণমাত্রা আমাদের ঈপ্সিত নহে, ইহা কি সম্ভব ? নিরতিশয়-সুখ আমরা চাই না, সাতিশয়-সুখ-বা-পরিচ্ছিন্ন-সুখই আমাদের ঈপ্সিততম, সাতিশয়-বা-পরিচ্ছিন্ন-সুখে সুখী হইলেই আমরা কৃতকৃত্য হইলাম মনে করিব, কোন প্রেক্ষাবান্‌ই বোধ হয়, এইরূপ মত পোষণ করেন না। নিরতিশয়-সুখ যদি মনুষ্যের সমধিগম্য (Attainable) হইত, নিরতিশয়সুখ-লাভার্থ সচেষ্ট হইতে হইলে যদি বৈষয়িকসুখভোগ পরিত্যাগ করিতে না হইত, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিতে না হইত, তাহা হইলে, আমরা নিরতিশয়-সুখই প্রার্থনা করিতাম, তাহা হইলে পরিচ্ছিন্ন বৈষয়িক-সুখকে মানবজীবনের মুখ্যপ্রয়োজনরূপে আমরা নির্দেশ করিতাম না, নিরতিশয়-সুখকে তাহা হইলে মনঃকল্পিত পদার্থ বলিয়া প্রমাণ করিতে আমরা যত্নশীল হইতাম না ; যাঁহারা নাস্তিক, যাঁহারা সঙ্কীর্ণপ্রত্যক্ষবাদী, যাঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট, তাঁহাদের সম্ভবতঃ ইহাই গূঢ় অভিপ্রায়।

প্রয়োজন কাহাকে বলে, প্রয়োজনের লক্ষণ কি, তাহা একরূপ বুঝিলাম ; সুখ ও দুঃখাভাবই যে নিখিল কর্মপ্রবৃত্তির প্রয়োজন, কর্মায়তন সংসারে যে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাই যে ত্যাগ-বা-গ্রহণাত্মক, তাহাই যে সংযোগ-বিভাগমূলক, তাহা উপলব্ধি হইল ; যাবৎ প্রাপ্তব্য সমধিগত না হইবে, যাবৎ হাতব্য সম্যগ্‌রূপে হীন না হইবে, ততদিন কর্মশূন্য হইয়া থাকা অসম্ভব, তাবৎ পুনঃ পুনঃ জন্মাদি-পরি-ণামস্রোতে অবশভাবে ভাসিয়া যাইতে হইবে, তাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হৃদয়ঙ্গম হইল। সংসারে কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকা যখন অসম্ভব এবং কর্ম্ম যখন ত্যাগ-গ্রহণাত্মক, তখন সংসারের সকলেই যে অবিরাম ত্যাগ ও গ্রহণ করিতেছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সুখ ও সুখের হেতুভূত দ্রব্যকে পাইবার নিমিত্ত এবং দুঃখ ও দুঃখের হেতুভূত দ্রব্যকে ত্যাগ করিবার জন্য সকলে কর্ম্ম করিয়া থাকে; সুতরাং আস্তিক, নাস্তিক, আর্য্য, অনার্য্য, যে কেহই হউন, কর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতু বা প্রয়োজন যে সকলেরই সমান, তাহা নিশ্চিত; নিরতিশয়ই হউক অথবা সাতিশয়ই হউক 'সুখ' যে ব্যক্তিমাত্রেরই ঈপ্সিত, এবং অত্যন্ত দুঃখাভাবই হউক অথবা ক্ষণিক দুঃখাভাবই হউক, দুঃখাভাবও যে সর্বজনের ইষ্ট, তাহা অবিসংবাদিত কথা। এক্ষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু (Motive) বা মানবজীবনের উদ্দেশ্য (End) সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা দেখিব।

মোটিভ্ (MOTIVE) শব্দটির অর্থ।

মোটিভ্ (Motive) শব্দটি ল্যাটিন্ 'মোটিভস্' (Motivus) শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মোটিভস্ (motivus) শব্দের অর্থ হইতেছে —প্রবর্ত্তক—কার্য্য-বা-গতি প্রবৃত্তিহেতু (Causing motion)। ইংরাজী অভিধানে কার্য্যপ্রবৃত্তিহেতু (That which incites to action), কারণ, নিমিত্ত, প্রলোভন (cause, reason, inducement) মোটিভ্ (Motive) শব্দটির এইসকল অর্থ ধৃত হইয়াছে। পণ্ডিত এডোয়ার্ড্স্ বলিয়াছেন ;—"By *motive* I mean the whole of that which *moves*, excites, or invites the mind to volition,—whether that be one thing singly, or many things conjunctively."—(Freedom of Will, Part I. Sec. II.) অর্থাৎ, যাহা মনের সঙ্কল্প-বা-ইচ্ছাশক্তিকে প্রক্ষোভিত করে, প্রোৎসাহিত, উত্তেজিত বা উদ্দীপিত করে, একশই হউক, সংশ্লিষ্ট-বা-সংহতভাবেই হউক, মোটিভ্ (Motive) বলিতে আমি তৎপদার্থকেই লক্ষ্য করিয়া থাকি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এণ্ড (END) শব্দটির অর্থ

এণ্ড' কথাটি সংস্কৃত 'অন্ত' শব্দের অপভ্রংশ। ১ জর্ম্মান্ এন্‌টি (*enti*) এংলো স্যাক্‌শন্ (A. S.) এন্‌ডে (*ende*), ওল্ড স্যাক্‌শন্ (O. S.) এন্‌ডি (*endi*), ইত্যাদি এ সকল সংস্কৃত 'অন্ত' শব্দেরই রূপান্তর। উভয়ের অর্থগত সাদৃশ্যও বিস্তর আছে। ইংরাজী অভিধানে এণ্ড (End) শব্দটির পর্য্যন্ত-বা-শেষ অংশ (The extreme or last portion), সমাপ্তি (Conclusion), অভিপ্রায় (The purpose in view), ফল (Result), হেতু, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য (Drift, aim) ইত্যাদি অর্থসমূহ উল্লিখিত হইয়াছে।

"উক্তমুপক্রমপ্রভৃত্যপবর্গপর্য্যন্তমিতি।"—

নিরুক্তটিকা।

আমরা পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি, কোন কর্ম-বা-কার্য্যের স্বরূপচিন্তা বা কোন ভাববিকারের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে তাহার পরস্পর-শৃঙ্খলিত জন্মাদি ছয়টী অবস্থার স্বরূপাবধারণ করা উচিত। নিরুক্ত-টীকাকার ভগবান্ দুর্গাচার্য্য—'উক্তমুপক্রমপ্রভৃত্যপবর্গপর্য্যন্তমিতি' এতদ্বাক্যদ্বারা সেই কথাই বলিলেন। 'উপক্রম' বা আরম্ভ, এবং 'অপবর্গ' বা অবসান—নিবৃত্তি, কোন কর্ম্মের এই দুইটি অবস্থার স্বরূপ সম্যগ্‌রূপে নির্ণীত বা পরীক্ষিত না হইলে, তৎসম্বন্ধীয় সমীচীন জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায় না। কর্মমাত্রেরই উপক্রম বা আদ্য অবস্থা আছে, এবং সকল কর্ম্মই সান্ত বা নিবৃত্তিশীল। যাহাকে পাইলে কর্ম্ম শেষ হয়, প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়, কর্ম্মশীলের গতি স্থির হয়, তাহাই কর্ম্ম-শীলের ঈপ্সিততম। পূজ্যপাদ জ্ঞাননিধি ভগবান্ পাণিনিদেব এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন,—

"কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম"— পা ১।৪।৪৯।

অর্থাৎ কর্ত্তার যাহা ইষ্টতম পদার্থ, যাহাকে পাইবার জন্য কর্ত্তা ক্রিয়া করিয়া থাকেন, যাহাকে পাইলে কর্ত্তার ক্রিয়া বিনিবৃত্ত হয়, তাহা 'কর্ম্ম'।

---

১ "sans. *unit*, according to wilson, from *anta*, the end, death"— *The Student's English Dictionary by J. Cgilvie*,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'অপবর্গ' শব্দটি শাস্ত্রে ত্যাগ, মোক্ষ, ক্রিয়াবসান, সাকল্য এই সকল শব্দের বাচকরূপে গৃহীত হইয়াছে। ১ যাবৎ মুক্তি না হয়, তাবৎ সকলকেই এই কর্ম্মক্ষেত্রে আসিতে হইবে, তাবৎ সকলকেই পরিণামস্রোতে অবশভাবে ভাসিতে হইবে, কর্ম্মনিয়মে তাবৎ সকলকেই ভবসাগরে উন্মজ্জিত-ও-নিমজ্জিত হইতে হইবে, এবং অপবর্গ বা মোক্ষই যে কর্ম্মের অন্ত্যাবস্থা, কর্ম্ম-বা-গতির পর্য্যন্তস্থল (Termination), 'অপবর্গ'-শব্দটির ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ-ও-ভগবান্-পাণিনিদেবকৃতকর্ম্ম-লক্ষণদ্বারা তাহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

মোটিভ্ (MOTIVE) ও এণ্ড (END) এক অর্থে ব্যবহৃত হয় কেন ?

মোটিভ্ (Motive) ও এণ্ড (End) এই শব্দদ্বয়ের অর্থ জ্ঞাত হইলাম ;—বুঝিলাম যাহা কার্য্যপ্রবৃত্তির হেতু, যাহা মনের সঙ্কল্প বা ইচ্ছাশক্তি প্রক্ষোভিত করে, উত্তেজিত করে, তাহা মোটিভ্ (Motivo) ; এবং কর্ম্মের পর্য্যন্ত বা শেষ অংশ, কর্ম্মের সমাপ্তি, ক্রিয়াবসান, উদ্দেশ্য, ইত্যাদি অর্থে এণ্ড (End) শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব জিজ্ঞাস্য হইবে, তবে মোটিভ্ (Motive) ও এণ্ড (End), ইহারা এক অর্থে ব্যবহৃত হয় কেন ? যাহা কর্মপ্রবৃত্তিহেতু, যাহা মনের ইচ্ছাশক্তিকে উত্তেজিত করে, তাহা ও কর্ম্মের পর্য্যন্ত বা অবসান কি সমান পদার্থ ?

মহাভাষ্যকার পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ও ন্যায়দর্শনের ভাষ্য-কর্ত্তা, পূজ্যপাদ বাৎস্যায়ন মুনি, বুদ্ধিপূর্বক কর্মের (Voluntary action) জন্মাদি-পরিণাম-পর্বসমুহের স্বরূপ-প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন ;—

"ইহ য এষ মনুষ্যঃ প্রেক্ষাপূর্বকারী ভবতি, স বুদ্ধ্যা তাবৎ কশ্চিদর্থে সংপশ্যতি, সন্দৃষ্টে প্রার্থনা, প্রার্থনায়ামধ্যবসায়ঃ, অধ্যবসায়ে আরম্ভঃ,

১ "অপ' উপসর্গ পূর্ব্বক 'বৃজী বর্জ্জনে' বর্জ্জনার্থক এই 'বৃজ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'অপবর্গ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে।"

"অপবর্গস্ত্যাগমোক্ষয়োঃ। ক্রিয়াবসানে সাকল্যে।"— হৈম।

অমরকোষে অপবর্গ মোক্ষেরই প্রতিশব্দরূপে ধৃত হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আরম্ভে নিবৃত্তিঃ, নিবৃর্ত্তৌ ফলাবাপ্তিঃ।" ১

অর্থাৎ, বুদ্ধিপূর্বক কর্মসম্পাদনে কর্ত্তা প্রথমে বুদ্ধিদ্বারা পদার্থ সন্দর্শন করেন ; সন্দৃষ্ট—প্রমাণদ্বারা প্রমিত বা বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ প্রার্থিত বা জিহাসিত হইলে পর কর্ত্তার তদধিগমের তৎপরিত্যাগের অধ্যবসায় বা ইচ্ছা হয়, তৎপরে সেই ইচ্ছার পরিণামস্বরূপ সমীহা বা চেষ্টা হয়—কর্মের আরম্ভ হয়, তৎপরে অভীপিসত বা জিহাসিত পদার্থের সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত হইতে পারিলেই—অভীপসা বা জিহাসা—(ত্যাগেচ্ছা) প্রণোদিত শক্তি ঈপ্সিত-বা-জিহাসিত পদার্থ গ্রহণ-বা ত্যাগ করিতে পারিলেই, ফলের সহিত ইহার সম্বন্ধ হইলেই, কর্ম্মশেষ হয়। এতদ্বারা বুঝিতে পারা গেল, বুদ্ধিপূর্বক কর্মের তিনটী প্রধান পর্ব আছে। অথবা কেবল বুদ্ধিপূর্বক কর্ম কেন, মূর্ত্ত ক্রিয়ামাত্রেরই ত্রিবিধ (মতান্তরে চতুর্ব্বিধ) অবস্থা বা পর্ব্ব আছে। যাঁহারা স্থিতি-বিজ্ঞান ও গতি-বিজ্ঞান (Statics ও Dynamics) অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন, যে পরিমাণ (Magnitude), দিক্ (Direction), এবং প্রয়োগ-বিন্দু (The point of application), কোন শক্তির এই ত্রিবিধ অঙ্গের স্বরূপদর্শন না হইলে তাহা পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয় না, কোন শক্তির পূর্ণরূপ দর্শন করিতে হইলে, উহার প্রাগুক্ত ত্রিবিধ অঙ্গের স্বরূপ অবশ্য দ্রষ্টব্য। ২ অমূর্ত্ত ক্রিয়া বা শক্তি কর্তৃকরণাদিকারকদ্বারা অভিব্যক্ত ও কারক-শরীরে শরীরিণী না হইলে, তাহা উপলব্ধিযোগ্যা হয় না, এই শাস্ত্রীয় উপদেশ স্মরণ করিবেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত সালী (Sully) বুদ্ধিপূর্বককর্ম্মের (Voluntary action) স্বরূপ প্রদর্শন করিতে যাইয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনেকটা ভগবান্ পতঞ্জলিদেব-ও-বাৎস্যায়ন-

১ "প্রমাণেন খল্বয়ং জ্ঞাতা অর্থমুপলভ্য তমর্থমভীপ্সতি জিহাসতি বা, তস্যেপ্সা জিহাসা প্রযুক্তস্য সমীহা প্রবৃত্তিরিত্যুচ্যতে, সামর্থং পুনরস্যাঃ ফলেনাভিসম্বন্ধঃ।"—

বাৎস্যায়ন-ভাষ্য।

২ "A force will be completely known when we know (1) its magnitude, (2) its direction, and (3) its point of application, i. e. the point of the body at which the force acts."—

The elements of Statics and Dynamics by Loney.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

মুনি-প্রদত্ত প্রাগুক্ত উপদেশের অনুরূপ। অধ্যবসায়-বা-ইচ্ছাকে (The rise of some desire in the mind) তিনি বুদ্ধিপূর্বক কর্মের আদ্যাবস্থা (Initial stage), সমীহা, চেষ্টা বা আরম্ভকে দ্বিতীয়াবস্থা এবং ক্রিয়াকে অন্ত্যাবস্থা বলিয়াছেন। ১

একটু চিন্তা করিলে উপলব্ধি হইবে, অধ্যবসায় বা ইচ্ছা, আরম্ভ, সমীহা বা চেষ্টা এবং 'ক্রিয়া' ইহারা এক শক্তিরই স্থান-ও-অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞাভেদমাত্র, ইহারা স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে। ইচ্ছা-শক্তির অন্ত্যাবস্থাই কর্ম্মনামে পরিচিত পদার্থ (This last stage of the process of volition is known as the act), এবং যাহা

জে. উইলসন্ তাঁহার Elementary Dynamics নামক গ্রন্থে শক্তির চতুর্ব্বিধ অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—There are four elements which completely determine a force ; (1) its point of application, (2) the line in which it tends to producc motion, (3) the direction along the line to which the motion tends, (4) its magnitude or intensity.

১ The process involved in the simplest type of voiuntary action may be described as follows. The initial stage is the rise of some desire in the mind. This desire is accompanied by the representation of some movement (motor representation) which is recognised as subserving the realisation of the object. The recognition of the casual relation of the action to the result involves a germ of belief in the attainability of the object of desire, or in the efficacy of the action. Finally we have the carrying out af the action thus represented. This may be described as the direction oi the active impulse involved in the state of desire into the definite channel of action suggested. This last stage of the process of volition is known as the *act*. The desire which precedes and determines this is called its moving force, stimulus or *motive*.

Outlines of Psychology, *6th edition*. P. 588.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী, যদ্দ্বারা কর্ম্ম সঙ্কল্পিত হয়, তাহা ইহার প্রণোদনশক্তি (Moving force), তাহাই ইহার প্রয়োজন বা মোটিভ্ (Motive).১ এই প্রণোদনশক্তি বা মোটিভের গর্ভে নির্ব্বৃত্তির—কর্ম্মনিষ্পত্তির পূর্ব্বাস্বাদন (পূর্ব্বভুক্তি, Anticipation of the final realisation) আবেষ্টিত থাকে, অন্তর্নিষণ্ণ থাকে, এই নিমিত্ত ক্রিয়াবসানকে (Consummation) কর্ম্মের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (object, purpose or end) এবং ইতরেতর-সম্বন্ধ-নিবন্ধন (Correlatively) কর্ম্মকে ঈপ্সিতবস্তু-সমাগমের সাধন-(means)-রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। যদুদ্দেশ্যে কর্ম্ম আরব্ধ হয়, যাহাকে অভিলাষ করিয়া কর্ম্মপ্রবৃত্তি হয়, বুঝিয়াছি তাহা 'প্রয়োজন' (Motive)। সুখ ও দুঃখাভাব এই দুইটীই যে কর্ম্মপ্রবৃত্তির মুখ্য-

---

১ যদ্দ্বারা চিকীর্ষাবৃত্তি উত্তেজিত হয়, কর্মসম্পাদনেচ্ছা উদ্দীপিত হয়, বুঝিয়াছি তাহাই প্রয়োজন বা প্রণোদনশক্তি। পণ্ডিত সালী বলিলেন, যে ইচ্ছা (Desire) কর্মের পূর্ব্ববর্ত্তিনী, যদ্দ্বারা কর্ম সঙ্কল্পিত হয়, তাহার নাম, 'মোটিভ্'। অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যদ্দ্বারা চিকীর্ষাবৃত্তি উত্তেজিত হয়, কর্মসম্পাদনেচ্ছা উদ্দীপিত হয়, তাহা ও পণ্ডিত সালীর কর্মপূর্ব্ববর্ত্তী, কর্মসঙ্কল্পক ইচ্ছা বা অধ্যবসায় (Desire) নামক পদার্থ কি এক সামগ্রী ? আমরা পরে এই প্রশ্নের যথাবুদ্ধি মীমাংসা করিব, আপাতত পাঠকদিগকে বৈয়াকরণদিগের নিম্নোদ্ধৃত উপদেশটী স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

"স্বতন্ত্রঃ কর্তাঃ।"— পা ১।৪।৫৪

"যঃ করোতি স কর্তা। "— কলাপব্যাকরণ।

"তৎপ্রয়োজকো হেতুশ্চ।"— পা ১।৪।৫৫।

"কারয়তি যঃ স হেতুশ্চ।"— কলাপব্যাকরণ।

অর্থাৎ ক্রিয়ানিষ্পাদক কারকসমূহের মধ্যে যে কারককে স্বতন্ত্র বা অগুণীভূতরূপে নির্দ্দেশ করা হয়, তাহার নাম 'কর্তৃ'কারক, এবং যে পদার্থ এই কর্তৃসংজ্ঞা কারকের প্রযোজক—প্রবর্ত্তক, তাহাকে 'হেতু' এই নামে অভিহিত করা হয়। স্বতন্ত্রের প্রয়োজক এই হেতুসংজ্ঞকপদার্থ কর্তৃসংজ্ঞকও হইয়া থাকে। ইহাকেও কর্তৃনামে উক্ত করা হয়। অতএব দেখা গেল, কর্তা স্বতন্ত্র-ও-তৎ-প্রয়োজক-ভেদে দ্বিবিধ। প্রয়োজক কর্তা-বা-হেতুসংজ্ঞকপদার্থই প্রকৃত প্রস্তাবে 'প্রয়োজন' (Motive).

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

প্রয়োজন, আমরা সুখপ্রাপ্তি-ও-দুঃখহানির জন্যই যে কর্ম্ম করিয়া থাকি, তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, সুখই কর্ম্মের প্রয়োজন, এবং সুখই কর্ম্মের ফল, সুখেপ্সা বা দুঃখ-জিহাসা কর্ম্মের আদ্যাবস্থা, এবং সুখ ও দুঃখাভাব কর্ম্মের ফল; কর্ম্ম সুখ বা দুঃখাভাবের কারণ, এবং সুখ ও দুঃখাভাবের পূর্বাস্বাদন বা পূর্বানুভূতি (Anticipation of pleasure) কর্ম্মের কারণ। পণ্ডিত সালী বলিয়াছেন, মোটিভ্ ও এণ্ড এইজন্য এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।১

কর্ম্মের মোটিভ্ (MOTIVE)-ও-এণ্ড (END) সম্বন্ধে ভিন্ন-ভিন্ন পাশ্চাত্যপণ্ডিতদিগের মতসংগ্রহ।

পণ্ডিত বেন্ (Ben) বলিয়াছেন ;—

"From the nature or definition of Will, pure and proper, the Motives, or Ends of action, are our Pleasures and Pains."—

Mental and Moral Science P. *346*.

অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির বিশুদ্ধ-বা-যথোচিত ধর্ম ও লক্ষণ হইতে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়, যে সুখ দুঃখই কর্মের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য। সুখপ্রাপ্তি-ও-দুখনিবৃত্তির জন্যই আমরা কর্ম করিয়া থাকি। ১

---

১ "Since this motive involves the anticipation of the final realisation, this consummation is spoken of as the object, purpose, or *end* of the action and correlatively, the action as the *means* of gaining or realising the object of desire. o o o The representation of the end, or the resulting pleasure, precedes the representation and performance of the action. Thus while the action is the cause of the (actual) pleasure, the anticipation of the pleasure is the cause of the action. Hence the tendency to use—'Motive' and 'end' as synonymous terms."—

Outlines of Psychology, 6th Ed. P. 588-589.

শাস্ত্রদ্বারা এইরূপ তর্কের কিরূপ মীমাংসা হইতে পারে, আমরা পরে জানাইব।

১ "In the feelings, as formerly laid out, if the enumeration

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুখ ও দুঃখভাবই প্রয়োজন (Motive) এই শাস্ত্রোপদেশের সহিত পণ্ডিত বেনের উদ্ধৃত বচনসমূহের কোন বিরোধ নাই বটে, কিন্তু এ কথা আমরা অবাধে বলিতে পারি, পণ্ডিত বেনের দৃষ্টি সাতিশয়-বা-বৈষয়িক সুখের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই, বৈষয়িক-আনন্দ ভিন্ন অন্য কোনরূপ আনন্দের সন্ধান করিতে তিনি পারগ হয়েন নাই। পণ্ডিত আরিষ্টটল্ বলিয়াছেন, সুখই মানবীয় প্রবৃত্তির লক্ষ্য, সুখই মানবের প্রিয়তম বস্তু। ১ প্লেটোর মতে আনন্দ (Pleasure) বা জ্ঞান মানবের পরমভদ্র (The highest good) নহে, যতদূর সম্ভব ঈশ্বর-সারূপ্যপ্রাপ্তিই (Possible likeness to good) পরমভদ্র, ইহাই নিঃশ্রেয়স। ২ ষ্টোয়িকদিগের (Stoics) সিদ্ধান্ত, আনন্দ কর্ম্মের ফল বটে, কিন্তু ইহা মানুষপ্রবৃত্তির উদ্দেশ্য বা চরম লক্ষ্য হইতে পারে না। ধর্ম্মই (Virtue) বস্তুতঃ মানবের প্রধান উদ্দেশ্য, ধর্ম্মই পরম-ভদ্র, এবং জিতেন্দ্রিয় যোগিগণই পূর্ণরূপে মানবজীবনের কর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ। ৩

---

be complete, there ought to be found all the ultimate motives or ends of human action. The pleasures and pains of the various *Senses* (with the Muscular feelings), and of the Emotions, —embracing our whole susceptibility to happiness or misery. —are in the last resort, the stimulants of our activity, the objects of pursit and avoidance."—

Mental and Moral Science P. 346-347.

১ "The end of human activity or the highest good for man, is happiness."—

A History of Philosophy by Ueberweg. Vol. I. P. 169.

২ "The highest good is, according to Plato, not pleacure, nor knowledge alone, but the greatest possible likeness to God, as the absolutely good."—

Ibid. P. *128.*

৩ "The supreme end of life, or the highest good is virtue,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ

(৩য় খণ্ড)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

গ্রন্থের আলোচ্য-বিষয় নিরূপণ। প্রামাণিকত্ব

—::০::—

১। পুরাণ ও ইতিহাস—পুরাণ ও ইতিহাস কাহাকে বলে? পুরাণ ও ইতিহাসের প্রতিপাদ্য বিষয়। পুরাণেতিহাস পঞ্চমবেদ, কাল্পনিক পদার্থ নহে।

২। তন্ত্র—তন্ত্র শব্দটীর অর্থ, তন্ত্রের লক্ষণ ও প্রতিপাদ্য বিষয়, তন্ত্র শ্রুতিরই বিভাগান্তর।

৩। স্মৃতি—স্মৃতিশাস্ত্রের স্মৃতি এই নাম হইবার কারণ, স্মৃতিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়, স্মৃতির প্রামাণিকত্ব।

৪। ধর্ম্মব্যাখ্যা—ধর্ম্ম কথাটির নিরুক্তি ও কোষোক্ত অর্থসংগ্রহ, ধর্ম শব্দটি বেদাদিশাস্ত্রে যে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ধর্ম কোন পদার্থ, ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের সম্বন্ধ বিচার, ধর্ম্ম ও রিলিজন সমান পদার্থ কিনা, আর্য্যদিগের সকল শাস্ত্রই ধর্মশাস্ত্র। ধর্ম্মই বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠা, নিখিলবস্তুই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, আর্য্যধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের মূল।

৫। শারীরস্থান ও শারীরক্রিয়াতত্ত্ব (Anatomy and Physiology, প্রাণবিদ্যা (Biology), সমাজ বিজ্ঞান (Sociology)।

৬। অদৃষ্টতত্ত্ব—অদৃষ্ট শব্দটির অর্থ, অদৃষ্টনামক পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুকূল—প্রতিকূল মত সংগ্রহ ও সমালোচনা, পাপ পূণ্য বা কর্মতত্ত্ব, প্রেত্য ভাব বা পুনর্জন্ম, স্বর্গ ও নরক।

৭। মুক্তিবাদ—মুক্তি কাহাকে বলে? মুক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ও বিদেশীয় দার্শনিক মত সংগ্রহ ও মীমাংসা, মুক্তির প্রকারভেদ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ
বা
সাধকোপহার।

উপক্রমণিকা বা উপোদ্ঘাত প্রকরণ

তৃতীয় খণ্ড
(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইপিকিউরিয়ান্ (Epicurean) দিগের মতেও সুখই (Happiness) পরমশুভ পদার্থ, এবং ধর্ম্মই সুখসমাগমের একমাত্র শক্য (Possible) ও সর্ব্বথা স্থির পথ। প্রাজ্ঞসাধুগণ ধর্ম্মপরায়ণ, এইজন্য তাঁহারাই নিয়তসুখী। ১

ডেকার্টে (Descartes) বলিয়াছেন, কর্ম্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রাচীনদিগের মধ্যে ত্রিবিধ মত পরিদৃষ্ট হয়। ইপিকিউরিয়ান্‌দিগের

---

i. e., a life conformed to nature, the agreement of human conduct with the all-controlling law of nature, or of the human with the divine will. o o o Pleasure follows upon activity, but should never be made the end of human endeavour, o.o o The sage alone attains to the complete performance of his duty. The sage is without passion, although not without feeling ; he is not indulgent, but just toward himself and others ; he alone is free."—

Ibid. P. 197-198.

১ "The Epicurean Ethics is founded on the Ethics of the Cyrenaics. In it the highest good is defined as happiness o o o o Virtue, then, is the only possible and the perfectly sure way to happiness. The sage, who as such possesses Virtue, is consequently always happy."—

Ibid. P. 208-209

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মতে প্রীতি বা আনন্দই (Pleasure) কর্মের উদ্দেশ্য, জেনো-(Zeno)-দিগের মতে ধর্ম (Virtue) কর্মের উদ্দেশ্য, পণ্ডিত আরিষ্টটলের মতে শরীর ও মনের সমগ্রতাই (Perfection) নিখিলকর্মের প্রয়োজন। পণ্ডিত Descartes বলিয়াছেন, আমার মতে, এই ত্রিবিধ মতই সত্য-রূপে গ্রাহ্য, ইহারা একীভূত (Reconciled) হইবার যোগ্য, এই মতত্রয় স্বরূপতঃ পরস্পর বিসংবাদী নহে। ১

স্পাইনোজা (Spinoza) সুখ (Pleasure), দুঃখ (Pain), এবং ইচ্ছা (Desire), এই তিনটীকে মূল অনুভূতি (Primary feelings) বলিয়াছেন। এবং সুখেচ্ছা ও দুঃখজিহাসাই তাঁহার মতে কর্মপ্রবৃত্তিহেতু। ২

পণ্ডিত বেন্থাম্ (Bentham), পণ্ডিত জেম্স্ মিল্, তৎপুত্র খ্যাতনামা পণ্ডিত জন ষ্টুয়ার্ট মিল্, পণ্ডিত বেন্ (বেনের মত সর্বাগ্রে উদ্ধৃত হইয়াছে) ইহাঁরা (পরস্পরের কিছু কিছু মতভেদ থাকিলেও)

---

১ "There are, then, three theories amongst the ancients, concerning the end of our actions,—that of Epicurus, asserting it to be pleasure ; of Zeno, who held it to be virtue ; and of Aristotle, who compounded it of all the perfections of both mind and body ;—which three opinions, it seems to me, can be received as true, and reconciled, provided they receive a fair interpretation."—

Descartes by J. P. Mahaffy. P.191

১ The feelings are described in two ways, which at first appear to be contradictory. o o o They are only various forms of the self-affirming *Conatus*, which is our inward essence set in *action*. o o o Of the three Primaries recognised by Spinoza, Pnin, Pleasure and Desire, the last alonc supplies the mind's reaction ; the others go no further than prior condition into which it is thrown."—

A Study of Spinoza by J. Martineau. P. 240-241

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সকলেই সুখেপ্সা ও দুঃখ-জিহাসাকেই কর্মের প্রয়োজন (Motive) বলিয়াছেন। যাঁহারা পণ্ডিত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের ইউটিলিটারিয়ানিজ্‌ম্ (Utilitarianism) পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহাঁর মত অবগত আছেন, সন্দেহ নাই। পণ্ডিত ক্যাল্‌ডারউড্ (Calderwood) তাঁহার 'Moral Philosophy' নামক গ্রন্থে ইউটিলিটারিয়ান্ (Utilitarian) মত সংগ্রহ করিবার সময় বলিয়াছেন ;—"Pleasure, as agreeable to our nature, is a common object of desire ; pain, as disagreeable to our nature, is *a* common object of dislike."—(*Hand book of Moral Philosophy, P. 126.*) অর্থাৎ, সুখ আমাদের অনুকূলবেদনীয় এই নিমিত্ত ইহা সার্ব্বলৌকিক অভীষ্ট-পদার্থ, এবং দুঃখ প্রতিকূলবেদনীয় বলিয়া ইহা সাধারণের দ্বেষ্য-বিষয়। নৈসর্গিক-সুখেপ্সাই আমাদিগের ক্রিয়াশক্তিকে উত্তেজিত করে, স্বভাবসিদ্ধ সুখপ্রাপ্তীচ্ছাই আমাদিগকে আমাদের ক্রিয়াশক্তিকে নিরন্তর কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে ব্যগ্র করে, মনোবৃত্তিবিকাশের সমধিক উপকার করে, আমাদের জীবনকে অবিরাম কর্মোদ্যুক্ত করে। সুখই যে আমাদের অনুকূলবেদনীয় সুতরাং অভীষ্ট পদার্থ, তাহা সর্ব্বজনসম্মত স্বতঃসিদ্ধ বিষয়, ইহার প্রমাণাপেক্ষা নাই। সুখ যে শুভ বা ভদ্র, তাহার আবার অন্য প্রমাণ কি দেওয়া যাইতে পারে? ১

---

১ "Under all its modifications, the theory of these writers follows the general course of the empirical psychology ; assuming that we start with only the animal outfit of sensibility to pleasures and pains, which, on ceasing, leave behind them fainter vegtiges in idea ; of muscular mobility ; and of a tendency in all sensations, ideas, and movements, once associated in a certain order, to recur in the same, whenever the prior term presents itself."—

A Study of Religion by Martineau. Vol. II. P. 193,

"The natural desire of pleasure stimulates to the use of our powers gives zest to their continued employment, and contri-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইউটিলিটারিয়ানিজ্‌ম্ (Utilitarianism) হিডোনিজ্‌মের Hedonism) ব্যাপকরূপ, হিডোনিজ্‌ম হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। সুখ (Happiness উভয়েরই উদ্দেশ্য, তবে হিডোনিজ্‌ম্ প্রত্যেক মনুষ্যের আত্মসুখকে মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়াছেন ; ইউটিলিটারিয়ানিজ্‌ম্ সাধারণের সুখকে উদ্দেশ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১

জার্মানদেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত কাণ্ট (Kant) বলিয়াছেন, বিষয়সুখাসক্ত প্রাকৃতজনেরা, বিষয়সুখান্বেষণার্থই নিয়ত কর্ম্মশীল বটে, বিষয়পরায়ণব্যক্তির অখিল শক্তিই যে ইন্দ্রিয়সুখলালসার অধীন হইয়া কার্য্য করে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু বিষয়ের সুখপ্রদানের সামর্থ্য বস্তুতঃ নাই, পরিবর্ত্তনশীল সংসার সুখভূমি নহে, অতএব বিষয়সুখ মানবের চরম উদ্দেশ্য নহে। ২

পণ্ডিত ফিকৃটে (Fichte) উর্দ্ধস্রোতস্বিনী ও অধঃস্রোতস্বিনী এই

---

butes largely to mental development, and to continuance in a ife of activity. o o o That pleasure is agreeable and as such desirable, is simple matter of fact, and needs no proof. What proof is it possible to give that pleasure is good ?"—

J. S. Mill's Utilitarianism. P. 6.

১ "The so-called Utilitarian theory of morals, starting from this hedonistic basis, may be said to universalise it. The merit of action is by the utilitarian represented as its tendency (in the most unlimited sense) to promote the greatest happiness of the generality."—

Kant by W. Wallace. P. *209.*

২ But what can man make out of a nature which is thus put at his disposal ? What is the ulterior aim, the final purpose of man himself in the order of nature ? It cannot be happiness , for not merely is the idea of a condition of being in which man's instincts receive their full satisfaction a vague and changeable one, but it could never be realised, for his nature is not of a kind ever likely to acquiesce in possession

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্বিবিধ চিত্তবৃত্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন; চিত্তনদীর দ্বিবিধ প্রবাহ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। ফিক্‌টে বলিয়াছেন, কেবল সাংসারিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমি সাংসারিক উদ্দেশ্যের অনুসরণ করি না, সাংসারিক উদ্দেশ্যকে (The earthly purpose) আমি চরম উদ্দেশ্য (Final aim বলিয়া স্থির করি নাই। ১

পণ্ডিত স্মী (Smee) বলিয়াছেন, যে কোন কর্ম হউক, তাহা, পর-সামান্যতঃ নিরূপিত বা চিন্তিত হইলেই চিত্তে অনন্ত সুখ (Infinite pleasure) কিংবা অনন্ত দুঃখের ভাবনা উৎপাদন করে। ভাবিসুখের ভাবনাকে (Idea) আশা (Hope) এবং ভাবিদুঃখের ভাবনাকে ভয় বলে। মনুষ্য-জগৎ আশা ও ভয় এই দুইএর শাসনাধীন হইয়া কর্ম করে।২

---

und enjoyment. As a *natural* being, indeed, man is bound to pursue happiness ; such is the law of his sensuous nature, and to that end all his energies must be subordinate. Yet all the while happiness is beyond the power of naure to give."—

Ibid P. 205.

১ "The earthly purpose is not pursued by me for its own sake alone, or as a final aim, but only because my true final aim—obedience to the law of conscience—does not present itself to me in this world in any other shape than as the advancement of this end. This, then, is my whole vocation, my true nature. I am a member of two orders—the one purely spiritual, in which I rule by my will alone, the other sensuous, in which I operate by my deed"

Fichte by R. Adamson, M. A. P. 196

২ "All action in the higher generalisations would give the idea either of infinite pleasure or of infinite pain.

The idea of future pleasure is called hope ; of future pain, —fear. The government of mankind is conducted by exciting hope and fear."—

Mental Philosophy by A. Smee, P. 188.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, সাম্যভাবই (Equilibration) নিখিল প্রবৃত্তির চরমলক্ষ্য, সাম্যভাবই গতিমাত্রের উদ্দেশ্য (End)। যাবৎ সাম্যাবস্থা-প্রাপ্তি না হইবে, তাবৎ কি জড়, কি চেতন, কি উদ্ভিদ্, সকল পদার্থকেই অবিরাম পরিণাম-স্রোতে ভাসিয়া যাইতে হইবে। সাম্যভাব-প্রাপ্তিই সম্পূর্ণতা, ইহাই পরমানন্দ। অতএব বুঝিতে পারা গেল, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার সুখকেই কর্ম্মের উদ্দেশ্য বলিয়াছেন। ১

'প্রয়োজন ব্যতীত কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না,' 'অর্থ' কথাটীর ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ-দ্বারা এই কথার বিশদ ব্যাখ্যা।

---

১ "After finding that from it are deducible the various characteristics of Evolution, we finally draw from it a warrant for the belief, that Evolution can end only in the establishment of the greatest perfection and the most complete happiness,"—

Fitst Principles, P. *517*.

"Hence this primordial truth is our immediate warrant for the conclusions: that the changes which Evolution presents, cannot end until equilibrium is reached ; and that equilibrium must at last he reached."

First Principles, P. *516*.

"Equilibration is the final result of these transformations which an evolving aggregate undergoes."....

Outline of the Evolution Philosophy by Dr. M. E. Cazclles, P. *155*.

আমরা পরে দেখাইব, এসকল কথা শাস্ত্রেরই প্রতিধ্বনি; শাস্ত্র যাহাকে সাম্যাবস্থা বলিয়াছেন, পণ্ডিত স্পেন্সার নিশ্চয়ই সাম্যাবস্থা বলিতে তৎপদার্থকে লক্ষ্য করেন নাই। যে উপায় অবলম্বন করিলে, সর্ব্বজনেপ্সিত সাম্যাবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কেহ তদুপায়ের সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন না।

"ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্।"—

পাং দং কৈ পা ৩২ সূ।

পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব এই অমূল্য সূত্রটীর দ্বারা যে তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন, পাঠক! তাহা চিন্তা করিবেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুনিলাম প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, প্রয়োজনবোধই কর্মপ্রবৃত্তির হেতু, যে কোন পদার্থ হউক, যাবৎ তাহার প্রয়োজনোপলব্ধি না হয়, তাবৎ তৎপদার্থের প্রতি কাহারও রাগ (Attraction) হয় না, তাবৎ কেহ তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয় না ; প্রয়োজনবোধের মাত্রানুসারে দ্রব্যের আদর হ্রসিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ; রাম যাহাকে আদর করেন, মূল্যবান্ পদার্থ বলিয়া মনে করেন, শ্যামের নিকটে তাহার অনাদর হওয়া অসম্ভব নহে ;—দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে যে দ্রব্যের আদরের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, প্রয়োজনবোধের তারতম্যই তাহার হেতু। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে প্রয়োজনবোধের যে ভিন্নতা লক্ষিত হয়, একটু চিন্তা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে, শক্তি-বৈষম্যই তাহার কারণ , যাঁহার যেরূপ শক্তি, যে যোগ্যতাবচ্ছিন্নধর্ম্মীর যেরূপ ধর্ম্ম, তিনি তদনুরূপ বিষয় প্রার্থনা করেন, এবং যাঁহার শক্তি যে বিষয় প্রার্থনা করে, যাহাকে ঈপ্সিত বলিয়া স্থির করে,—তদ্বিষয়ে তাঁহার আসক্তি হয়, তদ্বিষয়কে তিনি আদর করেন, তদধিগমের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। জ্ঞানপিপাসুর সমীপে জ্ঞানের আদর হয়., জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানসাধনের আদর করেন, কিন্তু যাঁহার জ্ঞানপিপাসা নাই, জ্ঞানের প্রয়োজন যিনি বুঝেন না, জ্ঞানী বা গ্রন্থের তিনি আদর করেন না ; যাঁহার ধনাভাব আছে, তাঁহার সকাশে ধন ও ধনীর যথেষ্ট সম্মান হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ একসময়ে ধর্ম্মের প্রয়োজন বুঝিতেন, ধর্মকে অভীষ্টসিদ্ধির একমাত্র সাধন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন. এইজন্য এস্থানে ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মগ্রন্থের সর্বোপরি আদর ছিল, ধার্ম্মিক ও ধর্ম-গ্রন্থের প্রয়োজন কি, স্বভাবস্থিত ভারতবর্ষবাসীদিগকে তাহা বুঝাইতে হইত না। অতএব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা গেল যে, শক্তির ভিন্নতা-নুসারে প্রয়োজনবোধের ভিন্নতা হয়, প্রয়োজনবোধের ভিন্নতানুসারে বিষয়ের আদর ভিন্ন হয়, প্রয়োজন অবগত না হইলে কেহ কোন কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। এক্ষণে দেখিব, 'অর্থ' শব্দটীর অর্থ হইতে এ সম্বন্ধে কি শিক্ষা পাওয়া যায়।

'ঋ গতৌ' (ভাং পং অং) এই গত্যর্থক 'ঋ' ধাতুর উত্তর কর্ম-বাচ্যে 'থন্'—(উষিকুষিগার্ত্তিভ্যস্থন্ উণাদি ২।৪) অথবা 'অর্থ উপয়া-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্চায়াম্' (চুং আং সং)—এই উপযাচ্ঞার্থক 'অর্থ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'অর্থ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। গত্যর্থক ধাতু সকল (পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে) প্রাপ্ত্যর্থক এবং জ্ঞানার্থকও হইয়া থাকে। যাহা ঋত (গত, প্রাপ্ত বা জ্ঞাত) হয়, অথবা যাহা অর্থিত-বা-উপযাচিত হয়, তাহাকে 'অর্থ' বলে। অমরকোষে অভিধেয়, ধন, বস্তু, প্রয়োজন ও নিবৃত্তি, 'অর্থ' কথাটির এই সকল অর্থ ধৃত হইয়াছে। মেদিনীতে, বিষয়, অর্থন, ধন, কারণ, বস্তু, শব্দের অভিধেয়, নিবৃত্তি এবং প্রয়োজন, 'অর্থ' কথাটির এই সকল অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে। অমরকোষে বা মেদিনীতে—'অর্থ' কথাটির যে সকল অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে, অত্যল্প চিন্তাতেই বুঝিতে পারা যায়, তাহারা অর্থ শব্দের প্রাগুক্ত ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থেরই বিশিষ্ট-বিশিষ্টরূপ। ১ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রামদ্বারা যাহা ঋত, প্রাপ্ত-বা-গৃহীত হয়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণদ্বারা যাহারা প্রার্থিত-বা-যাচিত হয়, তাহারা উহাদের অর্থ। চক্ষুরাদিপঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা যাহারা গৃহীত হইয়া থাকে, তাহারা রূপাদি-(রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ)-পঞ্চ-বিষয়।

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ।

"কস্তর্হি শব্দঃ। যেনোচ্চারিতেন ০ ০ ০ সম্প্রত্যয়ো ভবতি স শব্দঃ।"—

মহাভাষ্য পস্পশাহ্নিক।

শব্দের স্বরূপ-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া, ভগবান্ পতঞ্জলিদেব অনেক প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করিয়াছেন, প্রকরণভঙ্গদোষভয়ে আমরা

---

১ "যস্মিংস্তূচ্চরিতে শব্দে যদা যোঽর্থঃ প্রতীয়তে।
তমাহুরর্থং তস্যৈব নান্যদর্থস্য লক্ষণম্ ॥"—

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ যে শব্দ উচ্চরিত হইলে যে অর্থের প্রতীতি হয়, তাহাকে তৎশব্দের অর্থ বলে, অর্থের এতদতিরিক্ত অন্য লক্ষণ নাই। যে শব্দ উচ্চরিত হইলে, যদ্বস্তু প্রতিপন্ন হয়, তাহা সেই শব্দের অভিধেয় বা অর্থ।

"অর্থোঽভিধেয়রৈবস্তুপ্রয়োজননিবৃত্তিষু।"—

অমরকোষ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেই সকল কথা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না ; যাহা উদ্ধৃত হইল, 'শব্দ কোন্ পদার্থ' এই প্রশ্নের তাহা সিদ্ধান্ত বাক্য। ভগবান্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যাহা উচ্চারিত হইলে সম্প্রত্যয় হয়, কোন বস্তুর উপলব্ধি হয়, কোনরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'শব্দ' বলে। 'অর্থ' কথাটীর অর্থ কি ? জিজ্ঞাসা করিয়া বিদিত হইলাম, যাহা ঋত (গত, প্রাপ্ত, বা জ্ঞাত) হয়, অথবা যাহা অর্থিত বা যাচিত হয়, তাহা 'অর্থ'। অতএব বলিতে পারি, শব্দের সহিত অর্থের বাচ্য-বাচক বা প্রকাশ্য-প্রকাশক সম্বন্ধ।

"সহস্রং যাবদ্ব্রহ্ম বিষ্টিতং তাবতী বাক্।"—

ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১০।১১৪।

অর্থাৎ, জগৎ কারণ 'ব্রহ্ম' স্বীয় মায়াদ্বারা যত সংখ্যায়—যাবৎ পরিমাণে, যতরূপে বিভক্ত হইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন, পদ-বা-শব্দের সংখ্যাও ঠিক তত, প্রত্যেক অভিধেয়ের এক একটি অভিধান বা নাম আছে। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা গেল, শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের নিত্য সম্বন্ধ, এবং যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা 'অর্থ', যাহা প্রকাশ করে, তাহা 'শব্দ'। আর বুঝিলাম।—

"একস্যৈবাত্মনো ভেদৌ শব্দার্থবৎ পৃথক্স্থিতৌ।
প্রকাশকঃ প্রকাশ্যঞ্চ কার্য্যকারণরূপতেতি ॥"—বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ, শব্দ ও অর্থ পারমার্থিকদৃষ্টিতে অভিন্ন। আত্মাই শব্দ, আত্মাই অর্থ, ব্রহ্মই প্রকাশক ব্রহ্মই প্রকাশ্য। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, শব্দ ও অর্থ কার্য্য-কারণ বা প্রকাশ্য-প্রকাশক-ভাবে উপলব্ধ হইয়া থাকে।

"গ্রাহ্যত্বং গ্রাহকত্বং চ দে শক্তী তেজসো যথা।
তথৈব সর্ব্বশব্দানামেতে পৃথগবস্থিতে ॥"—বাক্যপদীয়।

"অর্থো বিষয়ার্থনয়োর্ধনকারণবস্তুষু।
অভিধেয়ে চ শব্দানাং নিবৃত্তৌ চ প্রয়োজনে ॥"— মেদিনী।

সুপদ্ম-ও-কলাপ ব্যাকরণের টীকাতে লিখিত হইয়াছে, অর্থ শব্দের যদিও অভিধেয়াদি বহু অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে, তথাপি ইহার অভিধেয়ার্থই মুখ্য অর্থ বুঝিতে হইবে। অন্যান্য অর্থ ইহারই অন্তর্ভূত। অর্থের অভিধেয়ার্থই ব্যাপক অর্থ।

"তথাপ্যভিধেয়বচন এবায়মর্থশব্দো গৃহ্যতে। ব্যাপ্তাব্যাপ্ত্যোর্ব্যাপ্তিরেব শ্রেয়সীতি ন্যায়াৎ। অভিধেয়ে হি তেষামপ্যন্তর্ভাবাৎ।"— সুপদ্মব্যাকরণটীকা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঘটাদি পদার্থকে গ্রাহ্য, এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে গ্রাহক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে গ্রাহ্য-গ্রাহক-সম্বন্ধে সম্বন্ধ পদার্থ-সমূহ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দর্শন করিলে প্রতীতি হয়, গ্রাহ্যত্ব ও গ্রাহকত্ব এক তেজেরই ভিন্ন-ভিন্ন শক্তি—ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম। সত্ত্বগুণপ্রধান তেজঃ গ্রাহক, তমোগুণপ্রধান তেজঃ গ্রাহ্য। পৃথগবস্থিত—বিষয়ীভাবাপন্ন তেজঃ বা শক্তিই গ্রাহক, এবং বিষয়ভাবাপন্ন তেজঃ বা শক্তিই গ্রাহ্য। শব্দ ও অর্থও এইরূপ স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে, আত্মভূত এক নিত্যশক্তিই ব্যবহারিক দশাতে পৃথগ্‌রূপে—প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক এই দ্বিবিধভাবে উপলব্ধ হইয়া থাকে। ১

"ইন্দ্রিয়াণাং স্ববিষয়েষ্বনাদির্যোগ্যতা যথা।
অনাদিরর্থৈঃ শব্দানাং সম্বন্ধো যোগ্যতা তথা॥"—
বাক্যপদীয়।

---

১ "যদ্যপি ঘটাদয়ো গ্রাহ্যা এব চক্ষুরাদীনি গ্রাহকাণ্যেব, যথাপি তেজো যথা উপলব্ধৌ বিষয়ীভাবমাপন্নমেব বিষয়োপলব্ধৌ কারণত্বং প্রতিপদ্যতে, তথা শব্দোঽপীত্যর্থঃ। তে চাস্য প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদকত্বশক্তী নিত্যমাত্মভূতে পৃথগিব প্রত্যবভাসেতে।"— পুণ্যরাজকৃত প্রকাশাখ্যটীকা।

বিষয়ীভাবাপন্ন তেজ'ই গ্রাহক এবং বিষয়ভাবাপন্ন তেজ'ই গ্রাহ্য, পূজ্যপাদ ভর্তৃহরির এই অমূল্যোপদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা নিতান্ত সুখসাধ্য নহে। ভর্তৃহরি 'তেজঃ' বলিতে কোন্ পদার্থ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা অবগত না হইলে, অস্মদ্দেশীয় আধুনিক পণ্ডিত-শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই, ন্যায়বিরুদ্ধ বলিয়া ইহার আদর করিবেন না। না করুন, অভ্যুদয়শীল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই অমূল্যোপদেশকে যে একদিন অমূল্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিবেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাশীল পণ্ডিতবর্গের মধ্যে কেহ কেহ এনার্জী ও ম্যাটার (Energy ও Matter) এই পদার্থদ্বয়কে যে দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তাহাতে আশা হয়, পূজ্যপাদ ভর্তৃহরির উক্ত উপদেশের মূল্য তাঁহারা পরে বুঝিবেন। যিনি "Every change in the world simply consists in a variation in the mode of appearance of this store of energy." (Helmholtz) এই কথা বুঝিয়াছেন, ভর্তৃহরির উদ্ধৃত উপদেশ তাঁহার সমীপে সমাদৃত হইবে, এইরূপ আশাকরা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শব্দ-ও-অর্থ পরমার্থতঃ অভিন্নপদার্থ হইলেও, ব্যাবহারিকজ্ঞানে ইহারা যে গ্রাহ্যগ্রাহক, বাচ্য-বাচক, বা প্রকাশ্য-প্রকাশক সম্বন্ধে সম্বন্ধ, দুইটী ভিন্ন পদার্থরূপে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা বুঝিয়াছি। উদ্ধৃত-কারিকাটীদ্বারা পূজ্যপাদ ভর্তৃহরি, বস্তুতঃ অভিন্ন হইয়াও ব্যাবহারিক-জ্ঞানে ভিন্নরূপে প্রত্যবভাসমান শব্দ-ও-অর্থের যোগ্যতা বা শক্তি নিরূপণ করিয়াছেন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের রূপ-রসাদি-বিষয়-বা-অর্থে যেরূপ অনাদিযোগ্যতা—চাক্ষুষাদি ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞানকারণতা আছে, চক্ষু, তুমি রূপ গ্রহণ করিবে, রূপ-ভিন্ন অন্য কোন বিষয় তুমি গ্রহণ করিও না; কর্ণ তুমি শব্দই গ্রহণ করিবে, শব্দ ব্যতীত অন্য কোন অর্থ তুমি গ্রহণ করিও না; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে এইরূপ উপদেশ না দিলেও, ইহারা যেমন স্বত'ই স্ব-স্ব বিষয় গ্রহণ করে, ইন্দ্রিয়গণের স্ব-স্ব-বিষয়-গ্রহণ-যোগ্যতা যেমন অনাদি—স্বভাবসিদ্ধ, শব্দ সকলেরও অর্থবোধ-কারণতা—অর্থবোধক-যোগ্যতা—অর্থজ্ঞাপক-শক্তি সেইরূপ অনাদি—স্বভাব-সিদ্ধ, শব্দের সহিত অর্থের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক, গ্রাহ্য-গ্রাহক, বাচ্য-বাচক, বা প্রকাশ্য-প্রকাশক-সম্বন্ধ, মানব-বুদ্ধি-স্থাপিত নহে; লৌকিক বা সাঙ্কেতিক (Conventional) নহে; শব্দের সহিত অর্থের নিত্য-সম্বন্ধ।

অসঙ্গত নহে। হরিকারিকার টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পুণ্যরাজ উদ্ধৃত কারিকাটীর টীকা করিবার সময়ে বলিয়াছেন—"ত্রানি জ্যোতীষি ত্রয় প্রকাশাঃ, যোঽয়ং জাতবেদা যশ্চ পুরুষেষ্বান্তরপ্রকাশঃ যশ্চ প্রকাশয়োঃ প্রকাশয়িতা শব্দাখ্যঃ প্রকাশঃ তত্রৈতৎসর্ব্বমুপনিবদ্ধং যাবৎ স্থাস্নু চরিষ্ণু চেতি।" পূজ্যপাদ বিজ্ঞানভিক্ষু—"প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্।"—এই পাতঞ্জল সূত্রের বার্ত্তিকে বলিয়াছেন—"প্রকাশো বুদ্ধ্যাদিবৃত্তিরূপালোকো ভৌতিকালোকশ্চ।"—অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদিবৃত্তিরূপ আলোক ও ভৌতিক আলোক 'প্রকাশ' শব্দটী এই দ্বিবিধ আলোকের বাচক। পুণ্যরাজ বলিলেন, জাতবেদা (অগ্ন্যাদি ভৌতিক-প্রকাশ—ভৌতিক-আলোক), পুরুষের আন্তরপ্রকাশ (বুদ্ধ্যাদি-বৃত্তিরূপ আলোক) এবং ভৌতিক-ও-বুদ্ধ্যাদিবৃত্তিরূপ প্রকাশের যিনি প্রকাশয়িতা, সেই শব্দাখ্য প্রকাশ, এই ত্রিবিধ জ্যোতিঃ—ত্রিবিধপ্রকাশ স্থাবর জঙ্গম সকল পদার্থেই উপনিবদ্ধ আছে। শব্দ কাহাকে বলে, তাহা বুঝিয়া লউন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অব্যাকৃত ও ব্যাকৃত শব্দ।

"বাগ্বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাবদত্তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্নিমাং নো বাচং ব্যাকুর্বিতি, ০ ০ ০ তামিংদ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোত্তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যতে।"—

কৃষ্ণযজুর্বেদসংহিতা ১।৪।৭।

অর্থাৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে বাক্ (শব্দ) অব্যাকৃতাবস্থায় অবিভক্তভাবে বিদ্যমান ছিলেন, সমুদ্রধ্বনিবৎ একাত্মিকা ছিলেন; তখন ইহাঁর প্রকৃতি প্রত্যয়, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি বিভাগ ছিল না। বাক্ বা শব্দের ঈদৃশী অবস্থা 'অব্যাকৃত' নামে অভিহিতা হইয়া থাকে, ইন্দ্র—সর্বকর্মফলপ্রদ, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, দেবগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া এই অব্যাকৃত বাক্-বা-শব্দকে প্রকৃত্যাদিরূপে বিভক্ত—করিয়াছেন। শ্রুতি এতদ্দ্বারা বুঝাইলেন, অবিভাগাপন্ন—অপ্রাপ্তরূপবিভাগ—অভিন্ন—সংহৃতক্রম-(Unconditioned)-শব্দতত্ত্ব হইতে বর্ণপদবাক্যলক্ষণরূপ বিভাগপ্রাপ্ত বাক্-বা-শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের নিত্যসম্বন্ধ এবং অবিভাগাপন্ন বাক্-বা-শব্দতত্ত্বই বিভক্ত হইয়া গো, অশ্ব, মনুষ্য, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জাগতিক পদার্থরূপে অবস্থান করেন। ১

পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ ভাষাকে মনুষ্যকৃতি (The work of man) বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত, পূর্ব্বে (নিতান্ত অসভ্যাবস্থায়) মনুষ্যগণ ইঙ্গিতদ্বারা স্ববোধ পরত্র সংক্রমণ করিত; পরে মনোভাব যখন উপচিত হইতে লাগিল, মুখ-ভঙ্গি বা ইঙ্গিত বিবিধ মনোভাব-প্রকটনের যে যথোপযুক্ত উপায়

---

১ অভিন্নাত্মসংহৃতক্রমাচ্ছব্দতত্ত্বাদ্বর্ণপদবাক্যলক্ষণং রূপবিভাগং প্রাপ্তায়া বাচোঽভিধেয়ত্বেনার্থবিভাগোপগ্রাহং নিত্যেনার্থসম্বন্ধেন প্রাপ্তায়া বাচঃ যতো বাগেবাবিভাগাপন্না গবাদিরূপেণাবতিষ্ঠতে। গবাদয়শ্চ বাহ্যার্থবিভাগাঃ পুনঃ শ্রুতিরূপত্বেন পরিণমন্তে। অতএব শব্দার্থয়োঃ কর্য্যকারণভাবসম্বন্ধ ইত্যেকে।"—

পুণ্যরাজকৃত

"প্রাপ্তরূপবিভাগায়া যো বাচঃ পরমো রসঃ।
যত্তৎপুণ্যতমং জ্যোতিস্তস্য মার্গোঽয়মাঞ্জসঃ॥"—

এই হরিকারিকার টীকা দ্রষ্টব্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নহে, মানবের তখন তাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। ইহার পরেই ভাষার সৃষ্টি হয়। ভাষা পুরুষ-পরম্পরার সমবেতচেষ্টা হইতে জাত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। শব্দ সকল মনুষ্য-কল্পিত-সঙ্কেত—কৃত্রিম সংজ্ঞা (Artificial signs) ১। শব্দ মানব-কল্পিত-সঙ্কেতবিশেষ, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, শব্দসম্বন্ধীয় প্রাগুক্ত শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের প্রকৃত-মর্মোপলব্ধি করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত ; শব্দ নিত্য পদার্থ, শব্দের সহিত অর্থের নিত্যসম্বন্ধ ইত্যাদি শাস্ত্রোপদেশসমূহ, তাঁহাদের সমীপে উন্মত্তের প্রলোপবোধে উপেক্ষিত হওয়াই সম্ভব।

শব্দার্থ-সম্বন্ধ মানব-বুদ্ধি-কল্পিত কি নিত্য, তদ্বিচারের ইহা উপযুক্ত স্থল নহে। অতএব আমরা যথাসম্ভব সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করিব।

শাস্ত্র যে শব্দকে নিত্য পদার্থ বলিয়াছেন, যে শব্দকে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ বলিয়াছেন, ২ যে শব্দকে ব্রহ্মবোধে পূজা

---

১ Language is the work of man. It was invented bymen as a means of cmmunicating his thoughts, when mere looks of gesture proved inefficient ; and it was gradually, by the combined efforts of succeeding, generations brought to that perfection which we admire in the idiom of the Bible, the Vedas, the Koran, and in the poetry of Homer, Virgil, Dante, and Shakespeare."—
The Science of Language bp F.Max Muller, M.A. Vol, 1. P. 31.

২ "বাগেব বিশ্বা ভূবনানি জজ্ঞে বাচ ইৎ সর্ব্বমমৃতং যচ্চ মর্ত্ত্যম্।"—
বাক্যপদীয়-টীকাধৃত ঋগ্বর্ণ।

অর্থাৎ বাক্ বা শব্দই নিখিল-ভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন, অমৃত, মর্ত্ত্য বা নিত্যা-নিত্য, সকল পদার্থই শব্দ বা তদ্বিকার। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন —"দ্বৌ শব্দাত্মানৌ নিত্যঃ কার্যশ্চ।"—অর্থাৎ শব্দ নিত্য ও কার্য্যভেদে দ্বিবিধ। নিত্য-শব্দ 'পরব্রহ্ম', অনিত্য-শব্দ অপরব্রহ্ম বা জগৎ। 'অমৃত মর্ত্ত্য সকল পদার্থই শব্দ,' শ্রুতিচরণসেবক ভগবান পতঞ্জলিদেব এই শ্রুতিবাক্যেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভগবান্ বাদরায়ণও শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষা-নুমানাভ্যাম্।"—(শা. সূ. ১।৩।২৮) এই সূত্র দ্বারা শব্দ হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, এই কথাই বুঝাইয়াছেন। যথাস্থানে এই বিষয়ের চিন্তা করা হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়াছেন,—বিদেশীয়দিগের ওয়ার্ড (Word) নামক পদার্থ হইতে তাহা যে ভিন্ন, চিন্তাশীল পাঠক ! আপনি কি তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন ? পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ ওয়ার্ড (Word) বলিতে যৎ-পদার্থকে লক্ষ্য করেন, শাস্ত্র যে তৎপদার্থকে নিত্য বলেন নাই, শাস্ত্র যে তৎ-পদার্থকে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ-রূপে নির্দ্দেশ করেন নাই, শাস্ত্র-দৃষ্টিতে তৎপদার্থ যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন-বোধে গৃহীত হয় নাই, তাহা কি নিঃসংশয় নহে।

মানবকৃতির স্বরূপ।

ভাষা মানবকৃতি, 'এই শব্দ উচ্চারিত হইলে, এই অর্থ বোদ্ধব্য' এবম্প্রকার লৌকিক-সঙ্কেত বা লোক-সম্মতি (Convention) হইতে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে, পাশ্চাত্যদার্শনিকদিগের ভাষার উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত কি না, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত আমরা 'মানবকৃতির' স্বরূপোপরি নয়নক্ষেপ করিব, একটী প্রসিদ্ধ মানবকৃতিকে দৃষ্টান্তস্বরূপে গ্রহণপূর্ব্বক বিচার করিব, ভাষার উৎপত্তি ও দৃষ্টান্তস্বরূপে গৃহীত ঐ প্রসিদ্ধ মানবকৃতির উৎপত্তি সর্ব্বাংশে এক-নিয়মাধীন কি না ?

একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, যে কোন কার্য্য হউক, তাহা কর্ত্তৃ-করণাদি-কারকদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কার্য্য-মাত্রেরই 'কারণ' আছে ; বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি হয় না, এবং যে কোন কার্য্য হউক, তাহা কর্ত্তৃকরণাদিকারকদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, কর্ত্তৃকরণাদি-ক্রিয়া-নিবর্ত্তক পদার্থ ব্যতীত কোন কর্ম্মের নিষ্পত্তি হয় না, এ সকল একার্থবোধক বাক্য।

যে পদার্থ যৎ-কার্য্যের কর্ত্তৃকারকরূপে নিশ্চিত হয়, লোকে তৎ-কার্য্যকে তৎকৃতি বা তৎপদার্থের কার্য্য বলিয়া থাকে। মানব যে কার্য্যের কর্ত্তা, তাহা মানবীয় কার্য্য—তাহা মানবাকৃতি। ঘট, পট, ঘটিকাযন্ত্র, বাষ্পীয়যন্ত্র, আসন্দী (Arm chair) ইত্যাদি কার্য্যের মানবই কর্ত্তৃকারক, এইনিমিত্ত ইহাদিগকে মানবাকৃতি বা মানব কার্য্য (The work of man)বলা হইয়া থাকে। যে কার্য্যসমূহের কারকতত্ত্বনির্ণয় করিতে যাইয়া, আমরা মানবকে কর্ত্তৃরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারি না, মানব যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কার্য্যজাতের প্রবর্ত্তক-বা-নিবর্ত্তকরূপে অবধারিত হয় না, তাহাদিগকে আমরা মানবীয় কার্য্য বলি না, তাহাদিগকে আমরা হয় প্রাকৃতিক কার্য্য- (Nature's works) না হয় ঈশ্বর-কার্য্য (The works of God) বলিয়া থাকি। বৃক্ষ, লতা, গ্রহ, নক্ষত্র, মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, অশনি, মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গ, অগ্নি, জল, পৃথিবী, বায়ু ইত্যাদি ইহারা মানবীয় কার্য নহে, মানব ইহাদের প্রবর্ত্তক-নিবর্ত্তক নহে, ইহারা প্রাকৃতিক বা ঈশ্বর কার্য্য।

উপাদান ও নিমিত্ত কারণ।

কার্য্য-কারণ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ উপাদান বা সমবায়ী এবং নিমিত্ত, কার্য্যমাত্রেরই এই দ্বিবিধ কারণ স্বীকার করিয়াছেন। ১

---

১ "অনন্যসিদ্ধ-কার্য্যনিয়তপূর্ব্ববর্ত্তি-কারণম্।"—

তর্কসংগ্রহ।

অর্থাৎ যদ্ব্যতিরেকে যাহা সিদ্ধ হয় না (That cannot else be): যাহা যাহার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী (That which invariably proceeds), তাহা তাহার কারণ।

পণ্ডিত মিল্ বলিয়াছেন—

"We may define, therefore, the cause of a phenomenon, to be the antecedent or the concurrence of antecedents, on which it is invariably and *unconditionally* consequent."—

Mill's Logic. Vol. I.

তর্কশাস্ত্র সমবায়ী, অসমবায়ী, এবং নিমিত্ত এই ত্রিবিধ কারণ স্বীকার করিয়াছেন।

"কারণং ত্রিবিধং সমবায্যসমবায়িনিমিত্তভেদাৎ।"—

তর্কসংগ্রহ।

কারণের লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া পণ্ডিত হব্‌স্ (Hobbes) বলিয়াছেন—

"A cause in the sum or aggregate of all such accidents, both in the agents and the patients, as concur in the producing of the effect propounded."—

পণ্ডিত ব্রাউন্ বলিয়াছেন—

"A cause may be defined to be the object or event which

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাহা সমবেত বা বিকৃত হইয়া কার্য্যত্ব প্রাপ্ত হয়—কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তাহার নাম উপাদান-বা-সমবায়িকারণ।

"কার্য্যযোনিস্তু সা যা বিক্রিয়মাণা কার্য্যত্বমাপদ্যতে।"—

চরকসংহিতা, বিমানস্থান।

চরকসংহিতা উপাদান-বা-সমবায়িকারণকে 'কার্য্যযোনি' এই আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। যাহা বিকৃত হইয়া কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তাহা 'কার্য্যযোনি'। মৃত্তিকা ও সুবর্ণ যথাক্রমে ঘট ও কুণ্ডলের উপাদান, সমবায়ী বা কার্য্যযোনি। 'কার্য্য হইতে ভিন্ন হইয়া যাহা কার্য্য উৎপাদন করে, তাহা নিমিত্তকারণ'। কুম্ভকার, দণ্ড, চক্র ইত্যাদি ঘটকার্য্যের নিমিত্তকারণ।

বিদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন ষ্টুয়ার্ট মিল্, উপাদান ও নিমিত্ত, কারণের এই দ্বৈবিধ্য স্বীকার করেন নাই। মিল বলিয়াছেন উপাদান (Patient) ও নিমিত্ত (Agent) উভয়ই যে কার্য্যের অবস্থা-বিশেষ (Conditions of the phenomenon), তাহা সর্ববাদিসম্মত। 'কারণ' (Cause) কথাটী যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাতে উপাদানকে পৃথক্-কারণরূপে স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত হয় না, পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই উপাদান ও নিমিত্ত, এই কারণদ্বয়ের পার্থক্যবোধ তিরোহিত হয়, অন্ততঃ বুঝিতে পারা যায়, ইহা বৈকল্পিক (Only verbal), শুদ্ধ বাগ্ব্যবহার প্রসঙ্গ হইতে এইরূপ প্রত্যয়ের উৎপত্তি হইয়াছে (Arising from an incident of mere expression)। আমরা উপক্রমণিকার প্রথমাংশের ১৪৭ ও ১৪৮ পৃষ্ঠার অধষ্টিপ্পনীতে পণ্ডিত মিলের

---

immediately precedes any change, and which existiug again in similar circumstances will be always immediately followed by similar change."—

Observations on the Nature and Tendency of the Doctrine of Mr. Hume, concerning the relation of Cause and Effect. 2nd Ed. P. 44.

"কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্।"

শারীরকভাষ্য।

অর্থাৎ কারণের আত্মভূত শক্তি এবং শক্তির আত্মভূত কার্য্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বচন উদ্ধৃত করিয়াছি, পাঠক! অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা দেখিবেন।

পণ্ডিত মিল্ উপাদানকারণকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক কেন ?

পণ্ডিত মিল্ বলেন, উপাদান (Patient) কারণকে কারণান্তর বলিয়া স্বীকার করিলে, কর্মকর্তৃত্বদোষ ঘটে, তাহা হইলে, কর্ম স্বয়ংই কর্মরূপে পরিণত হইয়া থাকে, এই কথা অঙ্গীকার করিতে হয়। পণ্ডিত মিল্ স্বমতস্থাপনার্থ কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্রব্যের অধঃপতনব্যাপার তৎপ্রদর্শিত প্রথম দৃষ্টান্ত। একটী উপলখণ্ডের অধঃপতনকর্ম্মের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলে, উপলখণ্ডই ইহার কারণ, যদি এইরূপ উত্তর দেওয়া হয়, তাহা হইলে মিল্ বলেন, 'কারণ' কথাটীর অর্থ-বিরোধ হয়—কারণলক্ষণ তাহা হইলে দূষিত হয়। যাঁহারা কার্য্যমাত্রের উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ পৃথক্ কারণ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, উপলখণ্ডের অধঃপতন কর্ম্মে, উপলখণ্ডকে নিশ্চয়ই তাঁহারা উপাদান (Patient) কারণ, এবং পৃথিবীকে (অথবা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ সাধারণ বিশ্বাসানুসারে বলিতে হইলে পৃথিবীর অদৃষ্ট-ধর্মকে) নিমিত্তকারণরূপে গ্রহণকরেন। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, উপলখণ্ড স্বয়ংই স্বীয় পতনকর্মের কারণ, এতদ্বাক্যের সহিত উপলখণ্ডের পতন-কার্য্যে, উপলখণ্ড উপাদানকারণ (Patient) একথার অর্থগত পার্থক্য নাই। আমরা বলিতে পারি, প্রস্তর খণ্ডটীর পতনব্যাপার যদি এইভাবে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, প্রস্তরখণ্ডকেই তাহার অধঃপতনকর্মের নিমিত্তকারণ (Agent) বলিয়া স্বীকার করিবার কোন আপত্তি হইতে পারে না। জড়বস্তু স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কর্ম করিতে পারে না, এই প্রতিষ্ঠিতমতের রক্ষণার্থ, লোকে, উপলখণ্ডের অধঃপতন-ব্যাপারে, উপলখণ্ডকে নিমিত্তকারণ বলিতে চাহেন না ; কিন্তু সকল-বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণকরে, একথা স্মরণ করিলে, উপলখণ্ডের পতনকার্য্যে পৃথিবীর ন্যায় ইহারও যে কর্তৃত্ব আছে, পৃথিবীর ন্যায় একার্য্যে উপলখণ্ডেরও যে নিমিত্তত্ব আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। পৃথিবীই কেবল অন্যান্য বস্তুকে আকর্ষণ করে না, অন্যান্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বস্তুকর্ত্তৃক ইহাও আকৃষ্ট হয়। ১

পণ্ডিত মিলের স্বমতসমর্থক দ্বিতীয়দৃষ্টান্ত ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়া (Sensation produced in our organs)। ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়াতে বিষয় (Objects), ইন্দ্রিয় (Organs) ও মন (Mind) এই তিনেরই যে ক্রিয়া-

---

১ "The distinction, however, vanishes on examination, or rather is found to be only verbal; arising from an incident of mere expression, namely, that the object said to be *acted upon*, and which is considered as the scene in which the effect takes place, is commonly included in the phrase by which the effect is spoken of, so that if it were also reckoned as part of the cause, the seeming incongruity would arise of its being supposed to cause itself. In the instance which we have already had, of falling bodies, the question was thus put:—What is the cause which makes a stone fall? And if the answer had been 'the stone itself,' the expression would have been in apparent contradiction to the meaning of the word *cause*. The stone, therefore, is conceived as the patient, and the earth (or, according to the common and most unphilosophical practice, some occult quality of the earth) is represented as the agent, or cause. o o o We might say that the stone moves towards the earth by the properties of the matter composing it; and according to this mode of presenting the phenomenon, the stone itself might without impropriety be called the agent; although, to save the established doctrine of the inactivity of matter, men usually prefer here also to ascribe the effect to an occult quality, and say that the cause is not the stone itself, but the weight or gravitation of the stone. o o o

Thus, in the example of a stone falling to the earth, according to the theory of gravitation the stone is as much an agent as

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিবর্ত্তকত্ব (Agency) আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন ; দর্শনকার্য্যের আলোকই কর্ত্তা নহে, আলোক, নয়নেন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক এবং দ্রষ্টব্য বস্তু, দর্শনকার্য্য এই সমুদায়ের কর্তৃত্বফলসমষ্টি। ১

এসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত কি?

পণ্ডিত মিল্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রের বিকৃত প্রতিধ্বনি, শাস্ত্র এবিষয় যেরূপ বিশুদ্ধভাবে বুঝাইয়াছেন, পণ্ডিত মিল্ সেরূপ বিশুদ্ধভাবে ইহা বুঝাইতে পারেন নাই। উপাদানকারণ ও বিদেশীয়ভাষার 'পেশেণ্ট' (Patient) শব্দ, সমানার্থক নহে। উপাদানকারণ শাস্ত্রে কোথাও একেবারে কর্ত্তৃত্ববিরহিত বলিয়া নির্বাচিত হয় নাই। এসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত কি, তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত আমরা প্রথমে ভগবান পতঞ্জলি-দেবের চরণে শরণ গ্রহণ করিলাম। যে-কোনরূপ সংশয়ই হউক,

---

the earth, which not only attracts, but is itself attracted by the stone. o o o

The distinction between agent and patient is only verbal; patients are always agents."—

Mill's Logic, Vol. I. P. 347-348.

১ "In the case of a sensation produced in our organs, the laws of our organization, and even those of our minds aer as directly operative in determining the effect produced, as the laws of the out-word 'object' o o o o It is not light alone which is the agent in vision, but light coupled witb the active properties of the eye and brain, and with those of the visible object."

Mill's Logic, Vol. I. P. 349.

ভগবান্ গোতমও বলিয়াছেন ;—

ইন্দ্রিয়ৈর্মনসঃ সন্নিকর্ষাভাবাৎ তদনুৎপত্তিঃ।"—

ন্যায়দর্শন ৩।২।২২।

অর্থাৎ গন্ধাদিবিষয়োপলব্ধিতে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের ন্যায় ইন্দ্রিয়-মনঃসন্নিকর্ষও কারণ। তথাপি, উপাদান-বা-সমবায়িকারণকে তিনি ত্যাগ করেন নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

পরমকারুণিক ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের চরণ সন্দর্শনমাত্র তাহা অপনোদিত হয়।

যাহা ক্রিয়ানির্বর্ত্তক, তাহাকে কারক বলে। 'কারক' ও 'কর্ত্তা' (পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে) এই শব্দদ্বয় 'কৃ' ধাতুর উত্তর যথাক্রমে 'ণ্বুল্' ও 'তৃচ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'ণ্বুল্' ও 'তৃচ্' উভয়ই কর্ত্রর্থক। 'কারক' ও 'কর্ত্তা' এই শব্দদ্বয়ের সুতরাং ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ এক। কারক ও কর্ত্তা, ইহারা সমানার্থক শব্দ বটে, কিন্তু কারক বুঝাইতে 'কর্ত্তৃ' শব্দ, অথবা কর্ত্তা বুঝাইতে 'কারক' শব্দের প্রয়োগ করা হয় না।

কেন হয় না?

'কারক' ক্রিয়ানিবর্ত্তকত্বের সামান্যসংজ্ঞা, কর্ত্তৃকরণাদি ইহারা বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ানিবর্ত্তকত্বের বাচক। কর্ত্তৃকরণাদি সকলকারকই ক্রিয়া-নিষ্পাদন করে সত্য, কিন্তু সকলেই একরূপ ক্রিয়া নিষ্পাদন করে না, প্রত্যেক কারকই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ক্রিয়ার নিবর্ত্তক। ক্রিয়া বলিতে আমরা সাধারণতঃ মূর্ত্তক্রিয়া বা ক্রিয়ার স্থূলরূপ বুঝিয়া থাকি। মূর্ত্ত-ক্রিয়া সকলকারকেরই কর্ত্তৃত্বফলসমষ্টি। ১

প্রত্যেক কারকের কর্ত্তৃত্ব (Agency) থাকিলেও সকল কারককে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় না, তাহার কারণ, প্রধান কর্ত্তার বা কর্ত্তৃ-কারকের কর্ত্তৃত্ব ও অন্যান্য কারকের কর্ত্তৃত্ব একরূপ নহে। প্রধান কর্ত্তা স্বতন্ত্র, অন্যান্য কারক ইহার নিদেশবর্ত্তী, ইহার নিয়ম্য (Patient)। প্রধান কর্ত্তার আদেশ না পাইলে, স্বয়ং প্রেরিত হইয়া ইহারা কোন নিয়মিত কর্ম্ম করিতে পারে না। পরমাণু সকলকে বিশ্লেষ করিবার শক্তি অগ্নির আছে, কিন্তু ইহা স্বয়ং প্রেরিত হইয়া পাককার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না, ইহা অন্ধ জড়-শক্তি। পাকক্রিয়া শেষ হইয়াছে, তণ্ডুল সকল বিক্লিন্ন হইয়াছে, কিন্তু পাককর্ত্তা যদি তৎকালে তথায় উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে অগ্নি স্বয়ং প্রেরিত হইয়া পাককার্য্য স্থগিত করিবে না। তাহাকে যাহা করিতে বলা হইয়াছে, যাবৎ প্রাণ থাকিবে, তাবৎ সে তাহাই করিবে, তদ্ভিন্ন তাহার অন্য কিছু করিবার

১ উ. ২৬৪, ২৬৫ ও ২৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শক্তি নাই।১ অন্ন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, তথাপি অগ্নি স্বকার্য্য করিতে বিরত হইবে না; দগ্ধই হউক, আর যাহাই হউক, অগ্নির তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি যাহার নাই, তাহা পরতন্ত্র। রাজা স্বীয় কর্ম্মচারিগণের স্কন্ধে যে সকল কর্মভার ন্যস্ত করেন, কর্ম্মচারিগণ, যথানির্দেশ সেই সমস্ত কর্মই সম্পাদন করিয়া থাকেন, রাজনিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি ইহঁাদের নাই, তা'ই ইহাঁরা পরতন্ত্র।

"তদ্যথা। অমাত্যানাং রাজ্ঞা সহ সমবায়ে পারতন্ত্র্যং ব্যবায়ে স্বাতন্ত্র্যম্।"—

মহাভাষ্য।

অগ্নি পাক করিতেছে. স্থালী পাক করিতেছে, ইত্যাদি-বাক্যে অগ্ন্যাদির স্বাতন্ত্র্য বা প্রধানকর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকার করা হইয়া থাকে। জিজ্ঞাস্য হইতেছে, এরূপ করা হয় কেন? জড় বা পরতন্ত্রকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করা হয়, ইহার কারণ কি? ভগবান্ পতঞ্জলিদেব এতাদৃশ-সংশয়-নিরসনার্থ বলিয়াছেন, প্রধান কর্ত্তা যে স্থলে পরোক্ষদৃষ্টির বহির্ভূত, অথবা পরোক্ষ বা দৃষ্টির বহির্ভূত না হইলেও অবান্তরকর্ত্তৃত্ব যেখানে প্রধানরূপে বিবক্ষিত হয়, তথায় এইরূপ বাক্য প্রয়োগ হইয়া থাকে। অন্যান্য কারক যতক্ষণ প্রধান কর্ত্তার সমভিব্যাহারে থাকে, ততক্ষণ ইহাদের পারতন্ত্র্য স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু প্রধান কর্ত্তা হইতে যখন ইহারা দূরে বা পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করে, তখন ইহারাই প্রধানকর্ত্তৃরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। অমাত্যগণ যাবৎ রাজার সমীপে অবস্থান করেন, তাবৎ তাঁহাদের পারতন্ত্র্য অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু যে স্থানে রাজা উপস্থিত থাকেন না, অমাত্য-বা-রাজকর্ম্মচারিগণই তৎস্থানে রাজোচিত সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। যঁাহারা রাজাকে কখন দেখেন নাই, রাজাকে দেখিবার যোগ্যতা যঁাহাদের নাই, রাজ-

---

১ "কেদানীং পরতন্ত্রা স্যাৎ। যত্তৎপ্রক্ষালনং পরিবর্ত্তনং বা। ন বা এবমর্থ স্থাল্যুপাদীয়তে প্রক্ষালনং পরিবর্ত্তনং চ করিষ্যামীতি। কিং তর্হি সংভবনক্রিয়াং ধারণক্রিয়াং চ করিষ্যতীতি তত্র চাসৌ স্বতন্ত্রা।"—

মহাভাষ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দর্শনের প্রয়োজন যাঁহারা বুঝেন না, সুতরাং রাজাকে যাঁহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন না, অমাত্যগণকেই তাঁহারা প্রধান কর্ত্তা মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন, স্বতন্ত্র-ও-পরতন্ত্রশক্তির পার্থক্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে তাঁহারা অক্ষম।

ভট্টোজিদীক্ষিত বলিয়াছেন—করণাদিকারকসমূহের সৌকর্য্যাতিশয়-দ্যোতনার্থ প্রধানকর্ত্তৃ-ব্যাপার যখন বিবক্ষিত হয় না, তখন অন্যান্য কারকও (স্ব-স্ব ব্যাপারে ইহাদের স্বাতন্ত্র্য আছে, এই জন্য) কর্ত্তৃ-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'অসি (খড়্গ) সুন্দর ছেদন করিতেছে,' 'কাষ্ঠ পাক করিতেছে,' 'স্থালী পাক করিতেছে,' ইত্যাদি প্রয়োগে, অস্যাদির কর্ত্তৃ-সংজ্ঞা পাইবার ইহাই কারণ। ১ 'উপলখণ্ড ভূমিতে পতিত হইতেছে' এখানেও যেস্বতন্ত্রশক্তির আদেশে, প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তুকে আকর্ষণ করে,—যাঁহার নিয়োগানুসারে উপলখণ্ড পৃথিবীর অঙ্কে পতিত হয়, উপলখণ্ড বা পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, উপলখণ্ড বা পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি ইহাদের অন্তর্যামী, ইহাদের অন্তরে থাকিয়া, যিনি ইহাদিগকে নিয়ামিত করেন, তিনি লক্ষিত বা বিবক্ষিত হয়েন নাই। উক্ত হইয়াছে, প্রধান কর্ত্তা যেস্থলে পরোক্ষ—দৃষ্টির বহির্ভূত, অথবা পরোক্ষ না হইলেও যে স্থলে তিনি বিবক্ষিত হয়েন না, তৎস্থলে অন্যান্য কারক, কর্ত্তৃসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ উপাদান (Patient) তখন নিমিত্ত ও উপাদান এই উভয়রূপেই পরিদৃষ্ট হয়, অতএব পণ্ডিত মিলের উপাদান-কারণকে পৃথক্ কারণরূপে অঙ্গীকার করিবার আপত্তি নিরাকৃত হইল।

পাঠক! কর্ম-কর্ত্তৃ-বাচ্যের কথা স্মরণ করিবেন। ২ ভগবান্ পতঞ্জলি-

---

১ "যদা সৌকর্য্যাতিশয়ং দ্যোতয়িতুং কর্ত্তৃ-ব্যাপারো ন বিবক্ষ্যতে, তদা কারকান্তরাণ্যপি কর্ত্তৃসংজ্ঞাং লভন্তে। স্বব্যাপারে স্বতন্ত্রত্বাৎ। তেন পূর্ব্বকরণ-ত্বাদিসত্ত্বেঽপি সংপ্রতি কর্ত্তৃত্বাৎ কর্ত্তরি লকারঃ। সাধ্বসিশ্ছিনত্তি। কাষ্ঠানি পচন্তি। স্থালী পচতি।"—

সিদ্ধান্তকৌমুদী।

২ "ক্রিয়মাণন্তু যৎকর্ম স্বয়মেব প্রসিধ্যতি।
সুকরৈঃ স্বৈর্গুণৈঃ কর্ত্তুঃ কর্মকর্ত্তেতি তদ্বিদুঃ॥"—
"ন চান্যঃ কর্ত্তা দৃশ্যতে ক্রিয়া চোপলভ্যতে।"— মহাভাষ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেব বলিয়াছেন, যে স্থলে কর্ম্ম (ক্রিয়া) দৃষ্ট হয়, কিন্তু তৎকর্ম-বা-ক্রিয়া নিবর্ত্তক কর্ত্তৃকারক পরিদৃষ্ট হয় না, তৎস্থলে তাদৃশ কর্ম্ম-বা-ক্রিয়া, প্রাকৃতিক বা স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। ব্যাকরণ এই সকল ক্রিয়ার কর্ম-কর্ত্তৃ-বাচ্যে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অদূরদর্শী এইজাতীয় কর্ম্মকে প্রাকৃতিক-বা-স্বভাবসিদ্ধ কর্ম বলিয়া থাকেন।

উপাদানকারণের স্বরূপচিন্তা

যাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝিলাম, কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে, বিনা কারণে কোন কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না, এবং প্রত্যেক কার্য্যের উপাদান ও নিমিত্ত এই দুইটী কারণ আছে। বিষয়টী বিশদ-রূপে বুঝিবার নিমিত্ত আমরা এই স্থলে উপাদানকারণের স্বরূপ চিন্তা করিব।

ঘটকার্য্যের মৃত্তিকা, পটকার্য্যের তন্তু, অথবা (সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে) কার্য্যমাত্রেরই, পরমাণু বা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়, উপাদান-বা-সমবায়ি-কারণ,—ভেদ-সংসর্গ-বৃত্তিক-পরমাণু বা প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতি-শীল-সত্ত্বাদিগুণত্রয়ই নিখিলকার্য্যের প্রকৃতি, ইহারাই কার্য্যযোনি।

"নাসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ।"—

সাং দং ১।১১৪।

অসৎ—প্রাগবিদ্যমান—যাহা বস্তুতঃ নাই, (What exists not), তাহাকে কোনরূপেই কেহ 'সৎ' করিতে পারে না। মনুষ্যের কখন শৃঙ্গোৎপত্তি হয় না, বালুকা নিষ্পাড়ন করিয়া কেহ কখন তৈল বহির্গত করিতে পারগ হয়েন না, মাতা-পিতা বা শিক্ষকের পক্ষপাতবিরহিত সমানচেষ্টা, সকল পুত্র বা ছাত্রের হৃদয়ে সমান ফল প্রসব করিতে পারে না, বিনা উপদেশে (বরং কোন কোন স্থলে অবিরাম অসদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও) একব্যক্তি পরমধার্ম্মিক হইতেছেন, বিবিধবিদ্যাপারদর্শী হইতেছেন, পরোপকারকে জীবনের ব্রত করিতেছেন! আবার অন্য একজন সদুপদেশ পাইয়াও উপদেশানুরূপ কর্ম করিতে পারেন না, সৎপথ অবলম্বন করিতে পারেন না। এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া মানবের হৃদয়ে, যাহা সৎ, অব্যপদেশ্য-বা-সূক্ষ্মভাবে যাহা বিদ্যমান আছে, তাহাই উৎপন্ন হয়, তাহারই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, যাহা অসৎ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

—যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি হয় না, সৎকে কেহ অসৎ বা অসৎকে কেহ সৎ করিতে পারে না, নৈসর্গিকনিয়মে এবম্প্রকার বিশ্বাস দৃঢ়ভূমি হইয়া থাকে। কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে, বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি হয় না, এইরূপ সিদ্ধান্তের ইহাই যুক্তি। সৎকার্য্যবাদের ইহাই বীজ। শ্রুতি এই কথা বুঝাইবার জন্যই বলিয়াছেন ;—

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসাৎ।"—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

অর্থাৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে কার্য্য কারণাত্মাতে বিলীন হইয়াছিল, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না। ভগবান্ বাদরায়ণও কার্য্য যে কারণ হইতে বস্তুতঃ পৃথক্ নহে, অসতের যে সম্ভাব হইতে পারে না, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত "সত্বাচ্চাবরস্য" ১ এই সূত্র রচনা করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও 'সত্বাচ্চাবরস্য' এই সূত্রের ভাষ্য করিবার সময় বলিয়াছেন ;—

"যচ্চ যদাত্মনা যত্র ন বর্ত্ততে ন তত্তত্রোৎপদ্যতে, যথা সিকতাভ্যস্তৈলম্।"—

শারীরক-ভাষ্য।

অর্থাৎ, যাহা যাহাতে বিদ্যমান থাকে না, সূক্ষ্মভাবে,—অব্যপদেশ্যধর্মরূপে অবস্থান করে না, তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি হয় না। বালুকাতে তৈল বিদ্যমান নাই, এইজন্য বালুকা নিষ্পীড়ন করিলে তৈল বহির্গত হয় না। ভগবান কপিলও তা'ই বলিয়াছেন ;—

"উপাদাননিয়মাৎ।"—

সাং দং ১।১১৫।

অর্থাৎ কার্য্য সকলের উপাদানকারণের নিয়ম আছে। মৃত্তিকা হইতেই ঘট উৎপন্ন হয়, তন্তু হইতে পট জন্মায় ; মৃত্তিকা ঘটেরই উপাদানকারণ পটের নহে ; তন্তুও পটেরই উপাদানকারণ, ঘটের নহে। কার্য্য সকলের উপাদানকারণের যদি নিয়ম না থাকিত, তাহা হইলে

---

১ অবরস্য=অবরকালীনস্য কার্য্যস্য। সত্বাচ্চ=কারণাত্মনা কারণে বিদ্যমানত্বাচ্চ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সকল পদার্থ হইতেই সর্বদা সর্বপ্রকার পরিণাম সংঘটিত হইত, তাহা হইলে মৃত্তিকাও পটোৎপাদন করিতে সমর্থ হইত, তন্তু হইতে ঘট নির্ম্মাণকরাও অসম্ভব হইত না। কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন স্বীকার করিতে হইবে, কার্য্যমাত্রের উপাদানকারণের নিয়ম আছে, যাহা, যাহাতে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, অব্যপদেশ্যধর্মরূপে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইতেই তাহার অভিব্যক্তি হয়। ১

"শক্তস্য শক্যকরণাৎ।"—

সাং দং ১।১১৭।

যে ধর্ম্মী-বা-বস্তুতে যেরূপ কার্য্যোৎপাদনের শক্তি আছে, তদ্ধর্ম্মী-বা-বস্তু হইতেই যখন তদ্রূপকার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তখন বলিতে পারা যায়;—

"কার্য্যশক্তিমত্ত্বমেবোপাদানকারণত্বম্।"

—সাং, প্র, ভা।

অর্থাৎ, কার্য্যশক্তিমত্ত্বই উপাদানকারণত্ব, তখন বলিতে পারা যায়;—"সা শক্তিঃ কার্যস্যানাগতাবস্থৈব।"—অর্থাৎ, কার্য্যের অনাগত অবস্থা বা ধর্ম্মীর অব্যপদেশ্যধর্মই কার্য্যশক্তি, এবং এই কার্য্যশক্তিই উপাদানকারণ। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন, কারণের আত্মভূতা শক্তি, এবং শক্তিরই আত্মভূত কার্য্য। ২

---

১ প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত হ্যামিল্‌টন্ তাঁহার 'Lectures on Metaphysics' নামক গ্রন্থে কারণের (cause) লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, যাহা বলিয়াছেন, চিন্তাশীল পাঠক তাহা স্মরণ করিবেন। উপক্রমণিকার ৩৭ পৃষ্ঠার অধস্টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

২ পূজ্যপাদ ঈশ্বরকৃষ্ণ, ভগবান্ কপিল-প্রণীত 'সৎকার্য্যবাদস্থাপক' পাঁচটী সূত্র নিম্নোদ্ধৃত কারিকান্তর্ভাবিত করিয়াছেন।

"অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসংভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্য্যম্॥"—

সাংখ্যকারিকা।

ভগবান্ কপিলের এই সৎকার্য্যবাদ-সমুদ্রের বুদ্বুদ্ হইতেই পাশ্চাত্যদেশে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মানবকার্য্যের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ।

কার্য্যমাত্রের উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ কারণ আছে, তাহা শুনিলাম, সকল কার্য্যেরই উপাদানকরণের যে নিয়ম আছে, যে কোন বস্তুহইতে যে কোন বস্তুর যে উৎপত্তি হয় না তাহা বুঝিলাম, উপাদান-কারণের স্বরূপও কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইল, এক্ষণে মানবকার্য্যের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ কি, তাহা দেখিব। যে মানবের কার্য্যতত্ত্ব-বিনিশ্চয় করিতে যাইতেছি, সেই মানবের তত্ত্ব অগ্রে অবধার্য্য। মানবের যখন জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ হয়, তখন মানব যে কার্য্যপদার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যে কোন কার্য্যই হউক, শাস্ত্রপাঠে অবগত হইয়াছি, চৈতন্যাধিষ্ঠিত, ভেদসংসর্গ-বৃত্তিক-পরমাণু, ত্রিগুণ বা মায়া তাহার কারণ। শ্রুতি বলিয়াছেন, (উপ, ১৪৭, ১৪৮ ও ১৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য) কুম্ভকার যেরূপ মৃত্তিকা-ও-দণ্ডচক্রাদি দ্বারা ঘট নির্ম্মাণ করে, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সেইরূপ গতিশীল-পরমাণুপুঞ্জ-ও-ধর্ম্মাধর্ম্মদ্বারা জগৎকার্য্য সম্পাদন করেন।

ক্রমবিকাশ-বাদের (Evolution Theory) প্রচার হইয়াছে। 'কারণভাবাচ্চ' অর্থাৎ, কারণভাব হইতে সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হয়।

"কারণং যল্লক্ষণং তল্লক্ষণমেব কার্য্যমপি, যথা যবেভ্যো যবা ব্রীহিভ্যো ব্রীহয়ঃ।" —গৌড়পাদাচার্য্যকৃতভাষ্য।

কারণ যল্লক্ষণযুক্ত, কার্য্যও তল্লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে। যব হইতে যবের উৎপত্তি হয় ব্রীহি হইতে ব্রীহির উৎপত্তি হয় (Like is produced from like)। সজীব পদার্থ হইতেই সজীব পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে, নির্জীব পদার্থ কখন সজীব পদার্থের উৎপাদক হইতে পারে না। পণ্ডিত টেট্ ও ষ্টুয়ার্ট বলিয়াছেন,—"Life, however, ean be produced from life only."— *Unseen Universe* P. *230.*

পণ্ডিত টেট্ ও ষ্টুয়ার্ট যে যুক্তিবলে, নির্জীব পদার্থ সজীব পদার্থের উৎপাদক হইতে পারে না, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, 'জড়পদার্থ স্বয়ং প্রেরিত হইয়া —স্বাধীনভাবে (Spontaneously) প্রাণনামক পদার্থ উৎপাদন করিয়া থাকে,' স্থূলদর্শী জড়বাদিগণের এইরূপ অজ্ঞোচিত সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়া বুঝিয়াছেন, কারণভাবাচ্চ' এই সূত্র-সূচিত-সত্যই তদযুক্তির প্রাণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মৃত্তিকা যেমন ঘটের উপাদানকারণ, পরমাণু সেইরূপ জগৎকার্য্যের উপাদানকারণ, এবং দণ্ডচক্রাদি যেরূপ ঘটের নিমিত্তকারণ, সৃজ্যমান-পদার্থসমূহের ধর্ম্মাধর্ম্ম সেইরূপ জগৎকার্য্যের নিমিত্তকারণ। পরমাণু ও ত্রিগুণ সমান পদার্থ। পূজ্যপাদ বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন, বৈশেষিক-দর্শনোক্ত পরমাণু-পদার্থকেই আমরা 'গুণ' শব্দে অভিহিত করিয়া থাকি।১ শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে অবগতি হইয়াছে, অণু-বৃহৎ, সূক্ষ্ম-স্থূল, যে যে পদার্থ প্রসিদ্ধ আছে, সকলের প্রকৃতি এবং পুরুষ এই উভয়দ্বারা সংযুক্ত—সকলেই প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়াত্মক (উপ, ৩৯৮ ও ৩৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অতএব মানবও যে চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতির কার্য্য, মানবকে বিশ্লেষ করিলে প্রকৃতি-ও-পুরুষ বা পরমাণু-ও-চৈতন্য এইপদার্থদ্বয়ের অতিরিক্ত পদার্থ যে পাওয়া যায় না, তাহা স্বীকার্য্য। জিজ্ঞাস্য হইবে, চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতি বা পরমাণুই যদি বিশ্বের এক-মাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে, সৃষ্টিবৈচিত্র্য হইবার হেতু কি? শাস্ত্র এইরূপ প্রশ্নের সমাধানার্থ বলিয়াছেন, কর্ম্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু, পরমানু-বা-সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বিভিন্নরূপ সম্মূর্চ্ছনের, ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কর্মবিচিত্রতাই কারণ। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে (৩৯৯; ৪০০ ও ৪০১ পৃঃ দ্রষ্টব্য) মানসপটানুবিদ্ধ কর্মসংস্কারই ভোগায়তন শরীর নির্মাণ করে, সর্ব্বকর্মফলপ্রদ, সর্ব্বকর্মসাক্ষী বিশ্বচিত্রকর পরমেশ্বর কর্মসংস্কারানুসারে নিখিলপদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ধৌত-ও-ঘটিত আকাশমণ্ডলে অখিল পদার্থের চিত্র অঙ্কিত করেন; ২ সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল, মানব =চৈতন্যাধিষ্ঠিত পরমাণু বা ত্রিগুণ+মানবীয় ধর্মাধর্ম বা কর্মসংস্কার।

"সত্তা চিতিঃ সুখঞ্চেতি স্বভাবা ব্রহ্মণস্ত্রয়ঃ।
মৃচ্ছিলাদিষু সত্তৈব ব্যজ্যতে নেতরদ্বয়ম্॥"—

পঞ্চদশী।

অর্থাৎ, সত্তা, চৈতন্য ও সুখ পরব্রহ্মের এই ত্রিবিধ স্বরূপ। জগৎ

---

১ যোগসূত্রবার্ত্তিক দ্রষ্টব্য।

২ কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধিমনসীরেতঃ যদাসীৎ।—"

ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১০।১১।

এই ঋক্, মন্ত্রটীর অর্থ চিন্তনীয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রহ্ম-কার্য্য, কার্য্য কারণপূর্ব্বকই হইয়া থাকে, সুতরাং জগৎও সত্তাদি প্রাগুক্ত ব্রহ্ম-স্বভাব-বিশিষ্ট, সন্দেহ নাই। জগৎ সত্তাদি ত্রিবিধ ব্রহ্ম-স্বভাব-বিশিষ্ট, বটে, কিন্তু সকল জাগতিক পদার্থেই সত্তাদি ত্রিবিধ স্বভাব অভিব্যক্ত হয় না। ত্রিগুণময়ী মায়া-বা-অবিদ্যাকৃত ধর্মাধর্ম সর্ব্বত্র উক্ত ব্রহ্মস্বভাবত্রয়কে অভিব্যক্ত হইতে দেয় না। তমোগুণ-বহুল, মৃচ্ছিলাদি জড় পদার্থে ব্রহ্মের সত্তাখ্য স্বভাবই অভিব্যক্ত হয়, ইতর স্বভাবদ্বয়ের অভিব্যক্তি ইহাতে হয় না। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, উদ্ভিদ সকল বহুবিধ-দুঃখফল, অধর্ম্মহেতুক তমোগুণবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করে, এইজন্য ইহারা বহির্ব্যাপারশূন্য। কিন্তু বহির্ব্যাপারশূন্য হইলেও ইহাদের অন্তঃসংজ্ঞা আছে, সুখ-দুঃখের অনুভব আছে।১ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যেও কেহ কেহ এই শাস্ত্রীয় উপদেশের কিয়দংশে সদৃশ কথা বলিয়াছেন।২ মানবকার্য্যের উপাদান-ও-

---

১ তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ ॥ ”—

মনুসংহিতা ১।৪৯।

২ পণ্ডিত মার্টিনিউ তাঁহার 'A Study of Religion' নামক গ্রন্থে এবিষয়ের বিচার করিয়াছেন, যদি ইচ্ছা হয়, পাঠক তাহা দেখিতে পারেন। আমরা যথাস্থানে এ সকল কথার উল্লেখ করিব, আপাততঃ উক্ত গ্রন্থ হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"In conformity with the primitive intuition 'everything that begins to exist is put forth by a will-directed power' all nature is at first alive."—

Vol. I. P. 219.

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টেট্ ও ষ্টুয়ার্ট তাঁহাদের 'Unseen Universe' নামক গ্রন্থে সর্ব্বব্যাপক চৈতন্যাধিষ্ঠিত শক্তি হইতেই যে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, স্পষ্টরূপে তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

"It has also been seen that in this endless chain of conditioned existence, we cannot be satisfied with a make-believe universe, or one consisting only of dead matter, but prefer a living intelligent universe, in other words one fully conditioned. Finally, our argument has led us to regard the production of

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিমিত্ত-কারণের স্বরূপ সংক্ষেপে দেখা হইল, এক্ষণে মানবকৃতির তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। মানবকার্য্যের তত্ত্ব-পর্য্যালোচনার্থ আমরা একটী প্রসিদ্ধ মানবকার্যকে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করিব। 'ঘট' প্রসিদ্ধ বা সর্বজনসম্মত 'মানবকার্য্য', সন্দেহ নাই। কুম্ভকার, মৃত্তিকা ও দণ্ডচক্রাদি দ্বারা ঘট নির্ম্মাণ করে। ঘটকার্য্যের মৃত্তিকা উপাদান-বা-সমবায়ি-কারণ, এবং কুম্ভকার ও দণ্ডচক্রাদি নিমিত্তকারণ। ঘটকার্য্যের উপাদান-বা-সমবায়ি-কারণ মৃত্তিকা যে মানবকার্য্য নহে, তাহা ব্যক্তি-মাত্রেই স্বীকার করিবেন। কুম্ভকার ঘটোপাদান মৃত্তিকাসৃষ্টি করিতে পারে না, মৃত্তিকা ঘটাকারে পরিণত হইবার শক্তি কুম্ভকারহইতে প্রাপ্ত হয় না। কোন কার্য্যেরই, একটু চিন্তা করিলে প্রতীতি হইবে, উপাদান-বা-সমবায়ি-কারণ মানুষসৃষ্ট নহে, যাহাতে যে শক্তি বা ধর্ম নাই, পরিচ্ছিন্ন-শক্তি মানব তাহাতে তচ্ছক্তি-বা-ধর্ম প্রদান করিতে পারে না। মনু-বা-মননশক্তিবিশিষ্ট, হিতাহিতবিবেকক্ষম মানব কেবল শক্তির ব্যবহার করিতে পারে।

বুদ্ধিপূর্বক-ও-অবুদ্ধিপূর্বক কর্ম

বুদ্ধিপূর্ব্বক-ও-অবুদ্ধিপূর্ব্বক-(Voluntary and Involuntary)-ভেদে কর্ম্মকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। বুদ্ধিপূর্ব্বক-

---

the visible universe as brought about by an intelligent agency residing in the unseen."—

The Unseen Universe P, 217-218.

"If matter in reality be something quite different from what we have been hither-to in the habit of thinking it to be; if we include within itself from the beginning not merely life but mind, then the appearance of both in the course of its development need excite no surprise and puzzle, o o o For undoubtely our primary and our highest analogue of force is not matter but what we called mind—the operation of our own self-consciousness."—

Blackwoo'ds Edinburgh Magazine'—

November MDCCCLXXIV. *No.* DCCIX.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কর্ম্মের স্বরূপ আমরা পূর্ব্বে সংক্ষেপে চিন্তা করিয়াছি (৪২৯, ৪৩০, ও ৪৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। যে সকল কর্ম্ম সঙ্কল্পপূর্ব্বক, মানস-কর্ম্ম যাহাদের আত্মাবস্থা অধ্যবসায়াদি সূক্ষ্ম অবস্থা সকল অতিক্রমপূর্ব্বক যাহারা স্থূলাবস্থায় উপনীত হয়, যাহারা মনের শাসনাধীন, অবগত হইয়াছি, তাহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক-(Voluntary)-কর্ম্ম। অবুদ্ধিপূর্ব্বক-কর্ম্ম তদ্বিলক্ষণ, অবুদ্ধিপূর্ব্বক-কর্ম্ম (In-voluntary action) সঙ্কল্পপূর্ব্বক নহে, এই-জাতীয় কর্ম্মে মনের কোন শাসন নাই। প্রাণনক্রিয়া অবুদ্ধিপূর্ব্বক-কর্ম্মের দৃষ্টান্ত। প্রাণধারণের জন্য যে সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, পাশ্চাত্য পণ্ডিত মড্‌স্‌লী (Maudsley) বলিয়াছেন, সমীক্ষ্যকারিণী প্রকৃতি, অস্থির ও অপেক্ষাকৃত অবরকালীন মানস-শক্তিকে (Uncertain and comparatively late-appearing force) তৎকর্ম্মের শাসনভার অর্পণ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই। ১ যে শক্তি দ্বারা দেহের পোষণকার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তাহা প্রাণশক্তি। শ্রুতি উক্ত

১ "The will has no power whatever over certain movements that are essential to the continuance of life, Not only do such motions as those of the heart and the intestines go on without any co-operation of the will and in spite of any intervention on its part, but movements that are only microscopically visible, such as the contractions of the small arteries, which are of so great importance in nutrition, are not under its direct influence. Nature has been far to prudent to rely upon such an uncertain and comparatively late-appearing force for the movements essential to the continuance of life."—

The Physiology of mind by H. Moudsley. M. D. P. 434.

তা'ই বলিয়াছি—"মনঃ বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি,' 'মানসশক্তির আমরা যতদূর পরিচয় পাইয়াছি'। মনের সর্ব্বার্থতা ও একাগ্রতা এই দ্বিবিধ ধর্ম্ম যাঁহাদের দৃষ্টিপথের পথিক হয় নাই, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, ও বিক্ষিপ্ত চিত্তের এই ত্রিবিধ অবস্থার অতিরিক্ত অবস্থা আছে, তাহা যাঁহারা বিদিত হন নাই, মনঃ যাঁহাদের বিশ্বাসে অবরকালীন (Late-appearing force) তাঁহারা এতদ্ব্যতীত আর কি বলিতে পারেন ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মুখ্য প্রাণশক্তিকে ক্রিয়াগত-ভেদানুসারে প্রাণ, সমান, অপান, ব্যান ও উদান, এই পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রাণশক্তি—অত্যল্প চিন্তাতেই উপলব্ধি হয়, বিসর্গ (ত্যাগ), আদান (গ্রহণ) ও বিক্ষেপ (সঞ্চালন) এই ত্রিবিধক্রিয়াত্মিকা বিসর্গাদি-ক্রিয়াত্মিকা (উপ, ১২৫ ও ১২৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য) প্রাণশক্তি যে ইচ্ছাশক্তির অধীন নহে, মন বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, মানসশক্তির আমরা যতদূর পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে প্রাণশক্তিকে আমরা যে মনের শাসনাধীন বলিব না, তাহা নিঃসন্দেহ। যখন দেখিতে পাইতেছি, আমি ইচ্ছা করি আর নাই করি, শ্বাসযন্ত্র স্বকার্য্য সাধন করে, পাকযন্ত্র পাককার্য্য নিষ্পাদনে অমনোযোগী হয় না, হৃদ্‌যন্ত্রের অবিরাম নর্ত্তন স্থগিত হয় না, যখন দেখিতে পাই, নিদ্রাভিভূত ব্যক্তিরও প্রাণশক্তি জাগ্রদবস্থার ন্যায় স্বকার্য্য-সাধনে অনলস, তখন প্রাণশক্তি যে মনের নিয়োগ অপেক্ষা করে না, মনঃ যে ইহার প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক নহে, সুতরাং ইহা মনের যে কর্ত্তৃত্বাধান নহে, তাহা অবিশ্বাস করিব কেন ?

শাস্ত্রের উপদেশ সকল কর্ম্মই সঙ্কল্পপূর্ব্বক।

"যৎপ্রজ্ঞানমুত চেতো ধৃতিশ্চ যজ্জ্যোতিরন্তরমৃতং প্রজাসু
যস্মান্ন ঋতে কিং চ ন কর্ম্ম ক্রিয়তে তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।"—
শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা ৩৪।২।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্মী (Smee) বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপপ্রদর্শনার্থ যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"The actions which are governed by the mind are called voluntary, and are determined by two distinct causes. The one emanating from the external world; the second originating in the mind itself."—

"The muscular action which is performed by the body is sometimes purely automatic, for when a sensor nerve is irritated certain definite muscular movements are determined, and really many of our muscular movements are of this character, and are not governed by mental action."—

The Mind of Man by A. Smee. F. R. S. P. 28-29.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ যাহা প্রজ্ঞান—নিখিল বহির্বিজ্ঞানের প্রকাশক, যাহা চেতঃ—সামান্য-বিশেষ-জ্ঞান-জনক, যাহা ধৃতি ধৈর্য্যের মূর্ত্তি—ধারণশক্তি, মনুষ্যহৃদয়ে যাহা অমৃতজ্যোতিঃ, যদ্ব্যতিরেকে কেহ কোন কর্ম করিতে পারে না, সর্ব্বপ্রকার কর্মের যাহা প্রবর্ত্তক এবং নিবর্ত্তক, আমার সেই মনঃ শান্তসঙ্কল্প হউক।

"মনসা সাধু পশ্যতি মানসা প্রজা অসৃজন্ত।"—

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

শুদ্ধচিত্ত—শিবসঙ্কল্প যোগী চিত্তকে একাগ্র করিয়া অতীত-অনাগত ব্যবহিতবিপ্রকৃষ্ট সর্ব্বপ্রকার বস্তু সম্যগ্‌রূপে সাক্ষাৎ করেন; অধিক কি, বিশ্বমিত্রাদি ঋষিগণ স্ব-সঙ্কল্পমাত্রে বহু প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১ ছান্দোগ্যশ্রুতি বুঝাইয়াছেন, সঙ্কল্পই মন প্রভৃতির আশ্রয়, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সঙ্কল্পমূলক, সঙ্কল্পে জগৎ সৃষ্ট হয়, সঙ্কল্পে জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, সঙ্কল্পে জগৎ প্রলীন হইয়া থাকে, শৈত্য ও তেজের বা অগ্নি ও সোমের সঙ্কল্পে জল বাষ্পাকার ধারণপূর্ব্বক উর্দ্ধে গমন এবং পুনর্ব্বার বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে আগমন করে, বৃষ্টির সঙ্কল্পে অন্ন উৎপন্ন হয়, অন্নের সঙ্কল্পে প্রাণের সঙ্কল্প, প্রাণের সঙ্কল্পে মন্ত্রের সঙ্কল্প, মন্ত্রের সঙ্কল্পে অগ্নিহোত্রাদি কর্মের সঙ্কল্প, অগ্নিহোত্রাদি কর্মের সঙ্কল্পে লোকের সঙ্কল্প এবং লোকের সঙ্কল্পে জগতের সঙ্কল্প হইয়া থাকে। অতএব সংকল্পের উপাসনা কর। যে ব্যক্তি সংকল্পকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিতে পারে, যে ব্যক্তি সঙ্কল্প-তত্ত্ব অবগত হইয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে পারে, সে কামচার হয়, তাহার কোন কামনা অতৃপ্ত থাকে না, কোন কর্ম্মই তাহার অসাধ্য নহে। ২

---

১ একাগ্রেণ 'মনসা' 'সাধু পশ্যতি' অতীতানাগতব্যবহিতাদিবস্তুজাতং যোগী সম্যক্ সাক্ষাৎকরোতি। 'মানসাঃ' একাগ্রমনোযুক্তা বিশ্বামিত্রাদয়ঃ ঋষয়ঃ স্বসঙ্কল্পমাত্রেণ বহ্বীঃ 'প্রজাঃ' 'অসৃজন্ত'।"— সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য।

২ "তানি হ বৈতানি সঙ্কল্পৈকায়নানি সঙ্কল্পাত্মকানি সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি সমক্লৃপতাং দ্যাবাপৃথিবী সমকল্পেতাং বায়ুশ্চাকাশশ্চ সমকল্পতামাপশ্চ তেজশ্চ তেষাং সংক্লৃপ্ত্যৈ বর্ষ সঙ্কল্পতে বর্ষস্য সংক্লৃপ্ত্যাম্ অন্নং সঙ্কংল্পতেঽন্নস্য সংক্লৃপ্ত্যৈ প্রাণাঃ সঙ্কংল্পন্তে প্রাণানাং সংক্লৃপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সঙ্কংল্পন্তে মন্ত্রাণাং সংক্লৃপ্ত্যৈ কর্ম্মাণি সংকল্পন্তে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

"সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ।
ব্রতনিয়মধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ॥"— ২।৩।

অর্থাৎ সঙ্কল্প সর্ব্বক্রিয়ার মূল। কাম সঙ্কল্পমূলক, যজ্ঞসকল সঙ্কল্পসম্ভব, ব্রতনিয়মস্বরূপ ধর্ম্মসমূহ সঙ্কল্পজ।১

যে সঙ্কল্পপ্রভাবে বিশ্বামিত্রাদি সঙ্কল্পতত্ত্বজ্ঞ, শ্রুতিপরায়ণ মহর্ষিগণ বহু প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যে সঙ্কল্পপ্রভাবে যোগী অণিমাদি-অষ্টৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া থাকেন, যে সঙ্কল্পপ্রভাবে মৃত জীবিত হয়, ব্যাধিত স্বাস্থ্যলাভ করে, বদ্ধ মুক্ত হয়, প্রাণ প্রাণারামকে পাইয়া কৃতকৃত্য হয়, সত্যস্বরূপিণী শ্রুতিদেবী যে সঙ্কল্পকে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণরূপে

কর্ম্মণাং সংক্লৃপ্ত্যৈ লোকঃ সঙ্কল্পতে লোকস্য সংক্লৃপ্ত্যৈ সর্ব্বং সঙ্কল্পতে স এব সঙ্কল্প সঙ্কল্পমুপাস্স্বেতি। স যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে সংক্লৃপ্তান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোঽব্যথমানানব্যথমানোঽভিসিধ্যতি যাবৎ সঙ্কল্পস্য গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে।"

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

১ "অথ কোঽয়ং সঙ্কল্পোনাম যঃ সর্ব্বক্রিয়ামূলম্। উচ্যতে। যচ্চৈতঃ সন্দর্শনং নাম যদনন্তরং প্রার্থনাধ্যবসায়ৌ ক্রমেণ ভবতঃ। এতে হি মানসা ব্যাপারাঃ সর্ব্বক্রিয়াপ্রবৃত্তিষু মূলতাং প্রতিপদ্যন্তে। নহি ভৌতিকব্যাপারাস্তমন্তরেণ সম্ভবন্তি।"— মেধাতিথি-ভাষ্য।

অর্থাৎ যাহা সর্ব্বকর্ম্মের মূল, সেই সঙ্কল্প কোন্ পদার্থ? মেধাতিথি এতদুত্তরে বলিয়াছেন—সন্দর্শন—পদার্থের স্বরূপ-নিরূপণ, প্রার্থনা ও অধ্যবসায় এই ত্রিবিধ মানসব্যাপার সর্ব্বপ্রকার বাহ্যক্রিয়াপ্রবৃত্তির মূল-বা-আদ্যাপর্ব আদ্যাবস্থা। ভৌতিক-ক্রিয়াও সন্দর্শনাদি মানসব্যাপার ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয় না, ভৌতিক ক্রিয়ারও সন্দর্শনাদি মানসব্যাপার আদ্যাবস্থা। সন্দর্শন-বা-পদার্থ-স্বরূপনিরূপণদ্বারা, এই পদার্থ এই অর্থক্রিয়া সাধন করিবে, ইহার এবম্প্রকার কার্য্যনিষ্পাদনের সামর্থ্য আছে, ইহা ঈদৃশশক্তিসম্পন্ন, এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। সন্দর্শনদ্বারা এইরূপ জ্ঞান হইলে, তদনন্তর প্রার্থনা, তৎপরে অধ্যবসায় হয়। এই পদার্থ দ্বারা এইরূপ কার্য্যসিদ্ধি হইবে, মেধাতিথি বলেন, এতাদৃশী বুদ্ধিই 'সঙ্কল্প' নামে অভিহিত হয়। মহাভাষ্য হইতে উদ্ধৃত "ইহ য এষ মনুষ্যঃ" ইত্যাদি বচন স্মরণ করিবেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

নির্দ্দেশ করিতেছেন, এ দুর্দ্দিনেও যে সঙ্কল্পের অমোঘবীর্য্যে চিকিৎসক-প্রত্যাখ্যাত কত অসাধ্যরোগাক্রান্তকে নিমেষমধ্যে নীরোগ হইতে দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ সেই সঙ্কল্পশক্তিকে নগণ্য পদার্থ বলিয়া বুঝাইতেছেন, প্রাণনক্রিয়োপরি তাহার কোন প্রভুত্ব নাই বলিতেছেন; যে মনকে শ্রুতি মানবহৃদয়ের অমৃতজ্যোতিঃ বলিয়াছেন, সর্ব্বকর্ম্মের প্রবর্ত্তক-নিবর্ত্তক বলিয়াছেন,—জড়দৃষ্টি পণ্ডিত মড্‌স্‌লী (Maudsley) তাহাকে অবরকালীন ও অস্থির বলিয়া হেয় করিতেছেন, স্বল্পবল বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ সঙ্কল্পশক্তিকে নগণ্য পদার্থ বলিয়া বুঝুন ক্ষতি নাই, তাঁহারা যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সঙ্কল্পশক্তিকে শাস্ত্রনিরূপিত, মহর্ষিগণ প্রমাণীকৃত মর্য্যাদা দিতে তাঁহারা যে প্রাকৃতিকপ্রেরণায় অক্ষম হইবেন, মানসশক্তির সম্যক্ ইয়ত্তাবধারণ করিতে যে স্বভাবের নিয়মে অসমর্থ হইবেন, তাহা বুঝিতে পারি; কিন্তু যাঁহারা ঋষিদিগের বংশধর হইয়া পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেই বাস করিতেছেন, তাঁহারা কেন শ্রুত্যুপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, সাক্ষাৎ-কৃতধর্ম্মা ঋষিদিগের বাক্য অবজ্ঞা করিয়া, অদূরদর্শী পাশ্চাত্য-পণ্ডিতদিগের মতে আস্থাবান্ হইতেছেন, তাহা বুঝিতে পারি না, কোন্ পাপে আর্য্যবংশধরদিগের এরূপ দুর্ম্মতি হইল, তাহা স্থির করিতে পারি না। দেশ-কালপাত্র-ভেদে চিকিৎসা ভিন্ন হইয়া থাকে, ঔষধ-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে হয়। বর্ত্তমান ভারতবর্ষ যে ভাবে ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে ফলমূলভোজী, পর্ণকুটীরবাসী, বাহ্যৈশ্বর্য্যবিহীন, স্বল্পভাষী, অকপট ঋষিদিগের ঔষধব্যবস্থা এস্থানে এক্ষণে সমাদৃত হইবে না, ঋষিদিগের অমোঘ ঔষধব্যবস্থার উপযোগিতা বর্ত্তমান দুর্গত ভারতবর্ষ বুঝিবে না, পরমকারুণিক ভগবান্, তা'ই বুঝি, পাশ্চাত্যদেশবাসী সুধীকুলের অন্তঃকরণে ধীরে-ধীরে সুমতি দিতেছেন, তা'ই বুঝি, থিওস-ফিষ্টদলের আবির্ভাব হইয়াছে। একজন পাশ্চাত্য থিওসফিষ্ট পণ্ডিত স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়াছেন, বাহ্যজগতে বা মনুষ্য-দেহযন্ত্রে বুদ্ধিপূর্ব্বক-অবুদ্ধিপূর্ব্বক যে সকল ক্রিয়া সংঘটিত হয়, আমরা উপলব্ধি করিতে পারি বা নাই পারি, তৎসমস্তই সঙ্কল্পমূলক। ভৌতিকজগতে ইচ্ছাশক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে অবুদ্ধিপূর্ব্বক ক্রিয়া করিয়া থাকে, অন্ধবৎ প্রকৃতির নিয়ম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পালন করে; আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ করে, যান্ত্রিক রাসায়নিক-ও-দৈহিক-ক্রিয়া বিনিয়মন করে, মানবীয় সঙ্কল্পের মুখাপেক্ষা না করিয়া এই সকল কর্ম্মের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিধান করে। মানব স্বয়ং ইচ্ছাশক্তির প্রব্যক্ত অবস্থা (Manifestation of will)। ১

কর্ম্মমাত্রেই সঙ্কল্পমূলক এই কথার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ যতদূর অবগত হইলাম, তাহাতে বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম যে সঙ্কল্পমূলক তাহা উপলব্ধি হইয়াছে। প্রেক্ষাপূর্ব্বকারী প্রথমে পদার্থ-সন্দর্শন—পদার্থের স্বরূপাবধারণ করেন, এই পদার্থ এইরূপ অর্থ-ক্রিয়া সাধন করিবে, ইহার এইরূপ কার্য্য-নিষ্পাদনের সামর্থ্য আছে, এতৎপদার্থ ঈদৃশশক্তিসম্পন্ন, তাহা নিশ্চয় করেন; সংদৃষ্ট—প্রমাণদ্বারা প্রমিত-বা-বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ যদি তাঁহার ঈপ্সিতরূপে নিশ্চিত হয়, তবে তিনি তাহা প্রার্থনা করেন, তদনন্তর প্রার্থিত পদার্থ কোন্ উপায়ে সমধিগত হইবে, তাহা স্থির করেন, তৎপরে কর্ম্মারম্ভ হইয়া থাকে। যে-কোনরূপ বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম হউক, তাহাই এই নিয়মে সংঘটিত হয়। এক্ষণে অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মও যে সঙ্কল্পমূলক, তাহা বুঝিতে পারিলে, কর্ম্মমাত্রেই সঙ্কল্পমূলক এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ইচ্ছা কোন্ পদার্থ?

বুদ্ধিপূর্ব্বক, অবুদ্ধিপূর্ব্বক দ্বিবিধ কর্ম্মই যে সঙ্কল্পমূলক, তাহা

---

১ "All voluntary and involuntary actions in nature and in the organism of man originate in the action of will. whether or not we are conscious of it,

Upon the physical plane the will *acts*, so to say, unconsciously carrying out blindly the laws of nature, causing attractions, repulsions, guiding the mehanical, chemical, and physiological functions of the body, without man's intelligence taking any part of the process, Man is himself *a manifestation of will,*"—

Occult Science in Medicine by F. Hartmann, M. D. P. ...

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, আমাদিগকে অগ্রে 'ইচ্ছাশক্তি' কোন পদার্থ তাহা চিন্তা করিতে হইবে।

"ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গমিতি।"—

ন্যায়দর্শন ১।১।১০।

ইচ্ছা, ন্যায়মতে, আত্মধর্ম্ম—আত্মার গুণ। গুণ-বা-ধর্ম্মদ্বারা দ্রব্য-বা-ধর্ম্মী লক্ষিত হয়, দ্রব্য-বা-ধর্ম্মীকে অবগত হওয়া যায়, ভগবান্ গোতম এইজন্য আত্মার স্বরূপ-নির্দ্দেশার্থ বলিয়াছেন, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন; সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান ইহারা আত্মধর্ম্ম—আত্মগুণ, সুতরাং ইহারা আত্মার লিঙ্গ। যাহা ইচ্ছাদ্বেষাদিগুণ-বিশিষ্ট, তাহা 'আত্মা'। পূজ্যপাদ প্রশস্তপাদাচার্য্য বলিয়াছেন, স্বার্থ বা পরার্থ অপ্রাপ্তপ্রার্থনার নাম 'ইচ্ছা'। কাম (মৈথুনেচ্ছা), অভিলাষ (অভ্যবহার-বা-ভোজনেচ্ছা), রাগ (পুনঃ পুনঃ বিষয়ানুরঞ্জনেচ্ছা(সঙ্কল্প (অনাসন্ন-ক্রিয়েচ্ছা), কারুণ্য (নিঃস্বার্থ-পরদুঃপ্রহাণেচ্ছা, বৈরাগ্য (দোষদর্শননিবন্ধন বিষয়-পরিত্যাগেচ্ছা), উপধা (পরবঞ্চনেচ্ছা), ভাব (অন্তর্নিগূঢ়েচ্ছা), ইত্যাদি ইহারা ইচ্ছারই প্রকারভেদ। ১

"সা চাত্মমনসোঃ সংযোগাতসুখাদ্যপেক্ষাৎ স্মৃত্যপেক্ষাদ্বোৎপদ্যতে, প্রযত্নস্মৃতিধর্ম্মাধর্ম্মহেতুঃ।—

পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ।

অর্থাৎ, প্রযত্ন ২ (প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি-ও-জীবনযোনি-যত্ন—কৃতি)-

---

১ "স্বার্থ পরার্থ বাপ্রাপ্তপ্রার্থনামিচ্ছা...... কামো অভিলাষো রাগঃ সঙ্কল্পঃ কারুণ্যং বৈরাগ্যমুপধা ভাব ইত্যেবমাদয় ইচ্ছাভেদাঃ। মৈথুনেচ্ছা কামঃ। অভ্যবহারেচ্ছাভিলাষঃ। পুনঃ পুনর্বিষয়ানুরঞ্জনেচ্ছা রাগঃ। অনাসন্নক্রিয়েচ্ছা সঙ্কল্পঃ। স্বার্থমনপেক্ষ্য পরদুঃখপ্রহাণেচ্ছা কারুণ্যম্। দোষদর্শনাদ্বিষয়পরিত্যাগেচ্ছা বৈরাগ্যম্। পরবঞ্চনেচ্ছা উপধা। অন্তর্নিগূঢ়েচ্ছা ভাবঃ। চিকীর্ষা জিহীর্ষেত্যাদি ক্রিয়াভেদাদিচ্ছাভেদা ভবন্তি।"

প্রশস্তপাদাচার্য্যকৃত পদার্থধর্মসংগ্রহ।

২ "প্রযত্নঃ সংরম্ভ উৎসাহ ইতি পর্য্যায়াঃ। স দ্বিবিধোজীবনপূর্ব্বক ইচ্ছা-দ্বেষপূর্ব্বকশ্চ। তত্র জীবনপূর্ব্বকঃ সুপ্তস্য প্রাণাপাণসন্তানপ্রেরকঃ প্রবোধকালে চান্তঃকরণস্যেন্দ্রিয়ান্তরপ্রাপ্তিহেতুঃ। অস্য জীবনপূর্ব্বকস্যাত্মমনসোঃ সংযোগাদ্ধর্ম-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্মৃতি-ও-ধর্ম্মাধর্ম্মহেতু 'ইচ্ছা' আত্মা-ও-মনের সংযোগ হইতে সুখাদি বা স্মৃতির অপেক্ষাবশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

"আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা ভবেৎকৃতিঃ।
কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ভবেৎক্রিয়া ॥"—

আত্মা হইতে ইচ্ছার উৎপত্তি হয়, ইচ্ছা হইতে কৃতি—প্রযত্নের উৎপত্তি হয়, কৃতি-বা-প্রযত্ন হইতে চেষ্টার এবং চেষ্টা হইতে ক্রিয়া—কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে, ফলবিষয়িণী-ও-তদুপায়বিষয়িণী-ভেদ ইচ্ছাকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। বিনা কারণে কোন কার্য্য উৎপন্ন হয় না, সুতরাং জিজ্ঞাস্য হইবে ইচ্ছার কারণ কি? পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ পঞ্চানন এতদুত্তরে বলিয়াছেন—ফলজ্ঞান ফলেচ্ছার কারণ। ফলেচ্ছা অন্যকারণের অপেক্ষা করে না, ফলজ্ঞান- বিশিষ্ট আত্মা হইতেই ইহা উৎপন্ন হয়।

ফলেচ্ছা সুতরাং স্বতঃ পুরুষার্থ।

পুরুষের অর্থ—প্রয়োজন—পুরুষার্থ। প্রয়োজন কাহাকে বলে, বুঝিবার সময়ে উপলব্ধি হইয়াছে, যৎকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া বা যদুদ্দেশ্যে লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে 'প্রয়োজন' বলে; প্রয়োজন মুখ্য-ও-

---

ধর্মাপেক্ষ্যাৎউৎপত্তিঃ ইতরস্তু (ইচ্ছা-দ্বেষপূর্ব্বকস্তু) হিতাহিত প্রাপ্তিপরিহার সমর্থস্য ব্যাপারস্য হেতুঃ। শরীরবিধায়কশ্চাত্মমনসোঃ সংযোগাদিচ্ছাপেক্ষাৎ দ্বেষাপেক্ষাৎ উৎপদ্যতে ইতি।"

পদার্থধর্মসংগ্রহ।

প্রযত্ন (Effort, Attempt) সংরম্ভ, উৎসাহ, ইহারা পর্য্যায়শব্দ—একার্থ-বোধক। ধর্মাধর্মাপেক্ষাবশতঃ আত্মা-ও-মনের সংযোগ হইতে জাত জীবনযোনি-ও-ইচ্ছা-দ্বেষপূর্ব্বক ভেদে প্রযত্ন দ্বিবিধ। ভাষাপরিচ্ছেদে প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি, প্রযত্নকে এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। জীবনযোনিপ্রযত্ন, সুপ্ত-বা-নিদ্রিতের প্রাণাপান-সন্তানপ্রেরক, প্রবোধকালে—জাগ্রদবস্থায় ইহাই অন্তঃকরণের ইন্দ্রিয়ান্তরপ্রাপ্তিহেতু। ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের যে অবিরাম আকুঞ্চন-প্রসারণ হইতেছে, জীবন-যোনি প্রযত্নই (Vital power) তাহার হেতু। ইচ্ছা-দ্বেষ-পূর্ব্বক-প্রযত্ন হিতপ্রাপ্তি-ও-অহিত-পরিহার-সমর্থ ব্যাপারের হেতু এবং শরীর বিধারক।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

গৌণ-ভেদে দ্বিবিধ, এবং সুখ ও দুঃখাভাবই মুখ্যপ্রয়োজন, সুখেপ্সা ও দুঃখজিহাসা ইতরেচ্ছাধীনেচ্ছা নহে; যে প্রয়োজন ইতরেচ্ছাধীনেচ্ছা নহে, বুঝিয়াছি, তাহাই মুখ্যপ্রয়োজন। মুখ্যপ্রয়োজন ও 'স্বতঃ পুরুষার্থ' এক পদার্থ।

ইষ্টসাধনতাজ্ঞান, অর্থাৎ যদ্দ্বারা ইষ্টসিদ্ধি হয়, তজ্‌জ্ঞান উপায়েচ্ছার কারণ। ১

শ্রুতি ইচ্ছাকে মনের বৃত্তিবিশেষ বলিয়াছেন।

"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎসর্ব্বং মন এব।"

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

কাম, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা (সংশয়), শ্রদ্ধা (অদৃষ্টার্থ কর্ম্ম ও দেবতাদিতে আস্তিক্য-বুদ্ধি), অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ধী, ভী; ইত্যাদি মনেরই ভিন্ন-ভিন্ন বৃত্তি। সাংখ্য-ও-বেদান্ত-মতেও ইচ্ছা মনোধর্ম্ম।

প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মন, ইহারা আত্মার কর্ম্মজ নাম।

"কৃত্স্নো হি স প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি। বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্বানো মনস্তান্যস্যৈতানি কর্ম্মনামান্যেব।"

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

কার্য্য স্বরূপতঃ কারণহইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, বিমল স্ফটিকে নানাবিধ পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, উহা যেপ্রকার নানারূপে রঞ্জিত দৃষ্ট হয়, অথচ সচ্চিদানন্দ-লক্ষণ পরমাত্মাও সেইরূপ মায়াদ্বারা বিবিধ-নাম রূপে পরিচ্ছিন্নহইয়া বিচিত্র বিশ্বরূপ ধারণ করেন। এক ব্যক্তি ক্রিয়া-ও-কর্ম্মভেদে যেরূপ ভিন্ন-ভিন্ন নামে অভিহিত হয়েন, মহৈশ্বর্য্য পরমাত্মাও সেইরূপ কর্ম্মভেদে বিবিধ-নামরূপে উক্ত হইয়া থাকেন। মায়ার মনোমুগ্ধকর-নৃত্য-বিমোহিত-চিত্তেই ভেদজ্ঞান আধিপত্য করে—

১ "ইচ্ছা হি ফলবিষয়িণী উপায় বিষয়িণী চ। ফলন্তু সুখং দুঃখাভাবশ্চ। তত্র ফলেচ্ছাং প্রতি ফলজ্ঞানং কারণম্। অতএব স্বতঃ পুরুষার্থঃ সম্ভবতি। যজ্‌জ্ঞানং সৎযবৃত্তিতয়েপ্যতে স স্বতঃ পুরুষার্থঃ ইতি তল্লক্ষণাৎ। ইতরেচ্ছানধীনেচ্ছাবিষয়ত্বং ফলিতোঽর্থঃ। উপয়েচ্ছাং প্রতীষ্ঠসাধনতাজ্ঞানং কারণম্।"

—সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মায়ামুগ্ধ-ব্যক্তিই কার্য্যকে কারণ হইতে স্বরূপতঃ পৃথক্ সামগ্রী ভাবিয়া থাকেন। ১

আত্মবিদের নয়নে জগৎ আত্মময়—আত্মবিদ্ আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থ দেখিতে পান না। আত্মাই বস্তুতঃ অখিল অভিধানের অভিধেয় পদার্থ, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য অভিধেয় নাই। ২ প্রাণ, বাক্, চক্ষুঃ শ্রোত্র, মনঃ ইত্যাদি সকলেই আত্মবাচী, আত্মাই সকলের বাচ্য। আত্মা যখন প্রাণনক্রিয়া সম্পাদন করেন, তখন তিনি 'প্রাণ' নামে, যখন বাক্যোচ্চারণ করেন, তখন তিনি 'বাগিন্দ্রিয়' নামে, যখন দর্শনাদি ঐন্দ্রিয়িক কার্য্য সম্পাদন করেন, তখন 'চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়' নামে, যখন মননকার্য্য নিষ্পাদন করেন, তখন 'মনঃ' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রাণ, বাক্ (বাক্ শব্দ দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ লক্ষিত হইয়াছে), চক্ষুঃ শ্রোত্র, মনঃ ইত্যাদি ইহারা আত্মার কর্ম্মজ নাম মাত্র। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—প্রাণ-ও-বাক এই শব্দদ্বয়দ্বারা ক্রিয়া শক্তি-বিকার এবং চক্ষুঃ-ও-শ্রোত্রদ্বারা বিজ্ঞান-শক্তি-বিকার লক্ষিত হইয়াছে। মনঃ, জ্ঞান-শক্তি-বিকাশের সাধারণ করণ ৩। অববোধার্থক 'মন' ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে 'অসুন্' প্রত্যয় করিয়া 'মনঃ' এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। মত হয়—জ্ঞাত হয়, বিষয় সকল যদ্দ্বারা—জ্ঞানবিকাশের যাহা সাধারণ করণ, তাহা মনঃ। ঐতরেয় আরণ্যকও বুঝাইয়াছেন, চক্ষুরাদি বাহ্যজ্ঞানেন্দ্রিয় ; বাকপাণ্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ; মনঃ, বুদ্ধি, প্রাণ ; মেধা, দৃষ্টি,

---

১ "মায়ৈবৈকা হি নৃত্যন্তী মোহবত্যখিলা ধিয়ঃ।
পুংসাং ভেদো বুদ্ধিভেদাদম্ব্বভেদাদ যথা রবেঃ।"

—সাংখ্যসার।

২ "সর্ব্বো বেদোঽন্যা চ সর্ব্বা বাক্, ন হ্যাত্মনোঽন্যদব্যতিরিক্তমভিধেয়মস্তি, স স্বশেষাদযদভিধানমভিদধ্যাৎ।"

নিরুক্তটীকা।

৩ "প্রাণন্নেব প্রাণো বদন্বাগিত্যাভ্যাং ক্রিয়াশক্ত্যুদ্ভবঃ প্রদর্শিতোভবতি পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রমিত্যাভ্যাং বিজ্ঞানশক্ত্যুদ্ভবঃ প্রদর্শ্যতে। মন্বানো মনো মনুত ইতি জ্ঞানশক্তিবিকাসানাং সাধারণং করণং মনঃ মনুতেঽনেনেতি পুরুষস্তু কর্ত্তা সন্মন্বানো মন ইত্যুচ্যতে।"

—শঙ্করভাষ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ধৃতি, মতি, মনীষা জূতি (জব, প্রাগুক্তার্য্য মনের অব্যগ্রতা, অথবা মনের রোগাদিজনিত দুঃখিত্ব। [সায়ণভাষ্য দ্রষ্টব্য]), স্মৃতি, সঙ্কল্প ইত্যাদি মনোবৃত্তিসমূহ ; ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবতা ; পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ; মনুষ্যাদি পিপীলিকান্ত নিখিল জীব ; এক কথায় স্থাবর-জঙ্গম ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল পদার্থই প্রজ্ঞানের—শুদ্ধচৈতন্যের—অখণ্ডৈকরস পরমাত্মার ভিন্ন-ভিন্ন নাম, তাঁহারই সোপাধিক বা পরিচ্ছিন্ন (Conditioned) অবস্থা। ১ অতএব বুঝিতে পারা গেল, ইচ্ছা আত্মধর্ম্ম এই নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত, 'ইচ্ছা' মনোধর্ম্ম এই সিদ্ধান্তের বস্তুতঃ বিরোধী নহে।

কর্ম্মের স্বরূপ নিরীক্ষণ করিতে যাইলে পরিবর্ত্তনের (change), একভাব হইতে ভাবান্তরপ্রাপ্তির স্বরূপ বুদ্ধিগোচর হয়, পরিবর্ত্তনই বস্তুতঃ কর্ম্মের স্বরূপ। পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি হয় না, কার্য্যমাত্রের কারণ আছে। কারণের লক্ষণ কি, জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, যাহা থাকিলে যাহা হয়, যাহা না থাকিলে যাহা হয় না, যাহা যাহার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা তাহার কারণ। ২ উপাদান-বা-সমবায়ী

---

১ "কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে কতরঃ স আত্মা যেন বা পশ্যতি যেন বা শৃণোতি যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি যেন বা বাচং ব্যাকরোতি যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি যদেতৎহৃদয়ং মনশ্চৈতত্ সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃকামোবশ ইতি সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজাণীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমঞ্চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরং সর্ব্বন্তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞা নেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।"

—ঐতরেয় আরণ্যক, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

২ "কারণং হি তদ্ভবতি, যস্মিন্ সতি যদ্ভবতি, যস্মিন্ অসতি যন্ন ভবতি।"

—ন্যায়বার্ত্তিক।

"অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা।
কারণত্বং ভবেৎ তস্য ত্রৈবিধ্যং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥"

—ভাষাপরিচ্ছেদ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও নিমিত্ত, অবগত হইয়াছি, কারণকে এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। উপাদান-বা-সমবায়িকারণের যে লক্ষণ প্রাপ্ত

পাশ্চাত্য পণ্ডিত জেবন্স্ বলিয়াছেন, যে পূর্ব্ববর্ত্তী ভাব-বা-ভাবসমূহ হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, যাহার-বা-যাহাদের নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিতা ব্যতিরেকে যে কার্য্য সংঘটিত হয় না, তৎকার্য্যের তাহা-বা-তাহারা কারণ।

The cause of an event is that antecedent or set of antecedents from which the event always follows.—"

Logic. P. 293.

পণ্ডিত বেন্ (Bain) বলিয়াছেন, ক্রম বা পৌর্ব্বাপর্য্যভাবই (Sequence or Succession) কার্য্য-কারণের রূপ। প্রথম বা পূর্ব্বভাব 'কারণ' (Cause), দ্বিতীয় বা অপরভাব 'কার্য্য' (Effect)।

"To appearance, cause and effect are a sequence or succession, the cause being first or the antecedent ; the effect second or the consequent.,'—

Logic, Part II. P. 37.

"কারণং তাবৎ দ্বিবিধম্ ; মুখ্যম্, অমুখ্যং চ। তত্র ঘটাদিকং প্রতি মৃদাদিকং (কপালাদিকম্) মুখ্যম্। মুখ্যভিন্নং ত্বমুখ্যং কারণম্ ; তচ্চ সহকারিকারণমুচ্যতে। মুখ্যমপি ন্যায়মতে ত্রিবিধম্। সমবায়ি, অসমবায়ি নিমিত্তং চেতি। তত্র ঘটাদিকং প্রতি কপালাদিকং সমবায়িকারণম্ ; কপালদ্বয়সংযোগাদি অসমবায়িকারণম্ ; দণ্ডাদয়ো নিমিত্তকারণানি ইতি। তত্র সমবায়িকারণাসমবায়িকারণে অসাধারণে এব কারণে ভবতঃ। নিমিত্ত কারণং তু সাধারণাসাধারণভেদেন দ্বিবিধমপ্যস্তি। তত্র সাধারণনিমিত্তকারণানি চাষ্টবিধানি। ঈশ্বরঃ, তজ্জ্ঞানেচ্ছাকৃতয়ঃ দিক্কালৌ, অদৃষ্টম্ (ধর্মাধর্মৌ), প্রাগভাবঃ শ্চেতি ॰ ॰ ॰ অসাধারণনিমিত্তকারণানি তু কার্য্যভেদেনানেকবিধানি ইতি। অমুখ্যং কারণং তু অসাধারণং নিমিত্তমেব অনেকধা চেতি।"—

ন্যায়কোশ।

অর্থাৎ, কারণ মুখ্য ও গৌণ ভেদে প্রধানতঃ দ্বিবিধ। ঘটাদি কার্য্যের মৃদাদি (কপালাদি) মুখ্য কারণ। যাহা মুখ্য-ভিন্ন কারণ, তাহা 'অমুখ্য' কারণ। সহকারিকারণ অমুখ্যকারণ। মুখ্যকারণ আবার, ন্যায়মতে, সমবায়ি-অসমবায়ি-ও-নিমিত্ত-ভেদে ত্রিবিধ। ঘটাদির কপালাদি সমবায়িকারণ, কপালদ্বয়-সংযোগ অসমবায়িকারণ এবং দণ্ডাদি নিমিত্তকারণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

হইয়াছি, তাহাতে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে,—কার্য্যের অনাগতাবস্থা, কার্য্যের অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম, কার্য্যশক্তিমত্ত্বই উপাদান-বা-সমবায়ি-কারণ। যে কার্য্যের উপাদান ও নিমিত্ত এই কারণদ্বয় একাধিকরণস্থিত (Co-existent) বলিয়া বোধ হয়, যে কার্য্যের উপাদান-কারণ নিমিত্ত-কারণ হইতে ভিন্নাধিকরণে-অবস্থান করিতেছে, বুঝিতে পারা যায় না, তৎকার্য্যকে সাধারণতঃ প্রাকৃতিক-বা-স্বভাবসিদ্ধ-কার্য্যরূপে পরিগণিত করা হইয়া থাকে। ঘটকার্য্যের কুম্ভকার ও দণ্ডচক্রাদি নিমিত্ত-কারণ, এবং মৃত্তিকা উপাদান-কারণ। ঘটকার্য্যের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা এবং ইহার নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকার ও দণ্ডচক্রাদি যে একাধিকরণে অবস্থান করে না, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। মৃত্তিকা যে স্বয়ং প্রেরিত হইয়া ঘটাকারে পরিণত-হইতে পারে না, সকরণ কুম্ভকার মৃত্তিকাকে যাবৎ ঘটাকারে পরিণত না করে, তাবৎ যে ইহা মৃত্তিকা-বস্থাতেই বিদ্যমান থাকে, তাহা স্বীকার্য্য, সন্দেহ নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, ঘট, পট ইত্যাদি—মানবকার্য্যের উপাদান-কারণ স্বতন্ত্র নহে, ঘট-পটাদি মানবকার্য্যের উপাদান-কারণ স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না, ইহাকে নিমিত্ত-কারণের মুখাপেক্ষা করিতেই হয়।

এরূপ কার্য্যও আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, যে কার্য্যের উপাদান-কারণকে ভিন্নাধিকরণস্থিত নিমিত্তকারণের মুখাপেক্ষা করিতে হয় না, যে কার্য্যের উপাদান-কারণ স্বয়ং প্রেরিত হইয়া, ভিন্নাধিকরণস্থিত নিমিত্তকারণের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য উৎপাদন করে,—কার্য-

---

অত্রায়ং নিয়মঃ সমবায়িকারণং দ্রব্যমেব ভবতি ইতি। অসমবায়িকারণং তু গুণঃ কর্ম্ম চ ভবতি; অসমবায়িকারণং গুণকর্ম্মাতিরিক্তং ন ভবতীত্যর্থঃ।”—

দ্রব্য সমবায়িকারণ এবং গুণ ও কর্ম অসমবায়িকারণ হইয়া থাকে। অসম-বায়িকারণ কদাচ গুণ-বা-কর্ম্মাতিরিক্ত হয় না। সমবায়ি-ও-অসমবায়িকারণ অসাধারণ কারণ। নিমিত্তকারণ সাধারণ-ও-অসাধারণ-ভেদে দ্বিবিধ। সাধারণ নিমিত্তকারণ ঈশ্বর, তজ্‌জ্ঞান, তদিচ্ছা, তৎকৃতি, দিক্‌, কাল, অদৃষ্ট (ধর্ম্মাধর্ম) ও প্রাগভাব, এই অষ্টবিধ। অসাধারণ নিমিত্তকারণ বহুবিধ। অসাধারণ নিমিত্ত-কারণই অমুখ্য কারণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রূপে অভিব্যক্ত হয়। পুষ্পের ফলরূপে পরিণতি-ব্যপারে, বীজের অঙ্কুরাকারপ্রাপ্তিতে, বাষ্পের মেঘাকার ধারণে, পুষ্পাদিকে ভিন্নাধিকরণস্থিত নিমিত্তকারণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না, ইহারা স্বতন্ত্রভাবেই ফলাদি কার্য্য উৎপাদন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপে গৃহীত উক্ত দ্বিবিধ কার্য্যের স্বরূপ-চিন্তা করিলে আপাত-দৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, কার্য্যমাত্রেরই উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ কারণ আছে, একথা সত্য নহে, অথবা যে সকল কার্য্যকে প্রাকৃতিক বা স্বভাবসিদ্ধরূপে গ্রহণ করা হয়, সেই সকল কার্য্যের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ পৃথক্ আধারে বিদ্যমান থাকে না, সেই সকল কার্য্যের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ একাধিকরণে অবস্থান করে।

ঘট-পটাদি মানবীয় কার্য্যের স্বরূপ দর্শন যদি না হইত, কার্য্যমাত্রের উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ কারণ আছে, এই সিদ্ধান্তকে আমরা তাহা হইলে অপসিদ্ধান্ত বলিতে পারিতাম, কিন্তু যখন দেখিতে পাইতেছি, মৃত্তিকা কুম্ভকারের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া ঘটাকারে পরিণতি হইতে পারে না, তখন নিমিত্ত-কারণের অস্তিত্ব কিরূপে প্রত্যাখান বা অস্বীকার করিতে পারি ?

"দৃষ্টাচ্চাদৃষ্টসিদ্ধিঃ।"—

শারীরক-ভাষ্য।

দৃষ্ট হইতে অদৃষ্টের সিদ্ধি হইয়া থাকে ; অতএব মানবীয় কার্য্যের উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ কারণ যখন দৃষ্ট হইতেছে, তখন প্রাকৃতিক-বা-স্বভাবসিদ্ধরূপে পরিগণিত কার্য্যেসমূহেরও উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ কারণ আছে, এবম্প্রকার অনুমান হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

উপাদানকারণ, নিমিত্তকারণ-সাপেক্ষ কেন ?

কার্য্যমাত্রেরই নিমিত্ত ও উপাদান এই দ্বিবিধ কারণ আছে, উপাদান-কারণ স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না, এবম্প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যুক্তি কি, তাহা অবগত হইলেই, সকল সংশয় অপনোদিত হইবে। অতএব দেখা যাউক, উপাদান-কারণ নিমিত্ত-কারণের মুখাপেক্ষা করে, উপাদান-কারণ পরতন্ত্র, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'বিনা প্রয়োজনে কেহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না', 'কর্ম্মমাত্রের উদ্দেশ্য (End) আছে,' যে কোন কর্ম্ম হউক তাহা সুখ ও সুখের হেতুভূত দ্রব্যের প্রাপ্তিকামনায় অথবা দুঃখ ও দুঃখের হেতুভূত দ্রব্যের ত্যাগেচ্ছায় অনুষ্ঠিত হয়,' এই সকল ব্যাকের প্রকৃত অর্থ কি, চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি, যাহারা কর্ম্মশীল, তাহারা সুখবিহীন, তাহারা বাধাযুক্ত, অর্থাৎ, তাহারাঅভাববিশিষ্ট—অপূর্ণ ; এবং ইহাও হৃদয়ঙ্গম হয় যে, সুখ ও সুখের হেতুভূত দ্রব্যের প্রাপ্তি-কামনায় এবং দুঃখ ও দুঃখের হেতুভূত দ্রব্যের ত্যাগেচ্ছায় যখন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, অভাব-মোচন—বাধা-পনোদন বা পূর্ণত্বপ্রাপ্তিই যখন কর্ম্মের প্রয়োজন, যে কোন কর্ম্মকর্ত্তা, যে কোন পদার্থকে যখন-ইষ্ট-রূপে গ্রহণ বা অনিষ্ট বলিয়া ত্যাগ করেন না, তখন কর্ম্মমাত্রেই জ্ঞানেচ্ছা-প্রযত্নপূর্ব্বক—সকল কর্ম্মই সকর্ত্তৃক। যে কোনরূপ পরিণাম হউক, চৈতন্যাধিষ্ঠিত ভেদসংসর্গবৃত্তিক-পরমাণু ত্রিগুণ-বা-মায়া তাহার কারণ, পূর্ব্বোক্ত এই কথা স্মরণ করিবেন।

চৈতন্যই কর্ত্তৃকারক।

কর্ম্মমাত্রেই জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নপুর্ব্বক—সকর্ত্তৃক, সকল কর্ম্মেরই উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ কারণ আছে, এবং উপাদানকারণ নিমিত্তাকারণের নিদেশবর্ত্তী, এই সকল ব্যাক্যের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিবার জন্য, আমরা কর্ত্তৃকারকের স্বরূপ চিন্তন আবশ্যক মনে করিলাম।

"প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ কারকাণাং চ ঈশ্বরঃ"
অপ্রযুক্তঃ প্রযুক্তো বা স কর্ত্তা নাম কারকম্।"

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ, কারকসমূহের মধ্যে যে কারক, অন্যান্য কারকের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ঈশ্বর, যে কারক স্বতন্ত্র—স্বাধীন, যে কারকের প্রণোদনব্যতীত অন্যান্য কারক কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না, তাহার নাম কর্ত্তৃকারক।১

১ কথং পুনর্জ্ঞায়তে কর্ত্তা প্রধানমিতি। যৎ সর্ব্বেষু সাধনেষু সংনিহিতেষু কর্ত্তা প্রবর্ত্তয়িতা ভবতি।"—

মহাভাষ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অচেতনের কর্ত্তৃত্ব নাই-।

অচেতন বা জড় (Inert) কাহাকে বলে, শাস্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিদিত হইয়াছি, যাহা পরবশ—পরাধীন, স্বেচ্ছানুসারে বা স্বাধীনভাবে

অর্থাৎ কর্ত্তা যে প্রধান—স্বতন্ত্র তাহা কিরূপে জানা যায়? কর্ত্তা করণাদি-সাধনসমূহের প্রবর্ত্তয়িতা, কর্ত্তার প্রবর্ত্তন ব্যতিরেকে উহারা কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, এইজন্য কর্ত্তা প্রধান—স্বতন্ত্র।

"কর্ত্তৃত্বং চেতরকারকাপ্রযোজ্যত্বে সতি সকলকারকপ্রযোক্তৃত্বলক্ষণং জ্ঞানচিকীর্ষাপ্রয়ত্নাধারত্বম্।"—

সর্বদর্শনসংগ্রহে অক্ষপাদদর্শন।

জ্ঞান (Knowledge of the proper means), চিকীর্ষা (Will or desire to act) এবং প্রযত্নের (Volition) যাহা আধার, যাহা অন্যান্য কারকের প্রযোক্তা—প্রবর্ত্তয়িতা (which sets in motion all other causes) অন্যান্য কারক যাহার নিদেশবর্ত্তী, তাহা কর্ত্তৃকারক।

"ন্যায়নয়ে কর্ত্তৃত্বং দ্বিবিধম্। মুখ্যং গৌণং চেতি। তত্রাদ্যং কৃতিমত্ত্বম্, দ্বিতীয়ম্ আশ্রয়ত্বপ্রতিযোগিত্বাদি।"—

ন্যায়কোশ।

অর্থাৎ ন্যায়মতে মুখ্য-ও-গৌণভেদে কর্ত্তৃত্ব দ্বিবিধ। কৃতিমত্ত্ব—জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নবত্ত্ব মুখ্যকর্ত্তৃত্ব, এবং ব্যাপারাশ্রয়ত্ব ('রথ গমন করিতেছে' এখানে ব্যাপারাশ্রয়ত্ব রথের কর্ত্তৃত্ব), প্রতিযোগিত্ব ('ঘট বিনষ্ট হইতেছে' এখানে ঘটের তদভাবপ্রতিযোগিত্বই কর্ত্তৃত্ব), ও কৃত্যবচ্ছেদকত্ব (কৃতি = প্রযত্ন, তদবচ্ছেদকত্ব তন্নিয়ামকত্ব) গৌণকর্ত্তৃত্ব। অচেতন-পদার্থের কর্ত্তৃত্ব গৌণকর্ত্তৃত্ব।

পূজ্যপাদ নাগেশভট্ট বলিয়াছেন (৩৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ফলানুকূলযত্ন-সহিত ব্যাপার ধাত্বর্থ। ক্রিয়ামাত্রেই যে (সাক্ষাৎভাবেই হউক, গৌণভাবেই হউক) জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্ন-বিশিষ্ট-কর্ত্তৃশক্তি প্রেরিত হইয়া প্রবৃত্ত হয়, এতদ্দ্বারা তাহা সূচিত হইয়াছে।

"বৈয়াকরণাস্তু অনভিহিতে কর্ত্তরি ইত্যনুশাসনাৎ অচেতনেঽপি কর্ত্তৃপদপ্রযোগাৎ ক্রিয়াশ্রয়ত্বমেব কর্ত্তৃত্বম্।"—

কারকবাদার্থ।

অর্থাৎ বৈয়াকরণেরা যখন অচেতন পদার্থকেও কর্ত্তৃরূপে প্রয়োগ করেন, তখন বুঝা যাইতেছে, ক্রিয়াশ্রয়ত্বই কর্ত্তৃত্ব, তাঁহাদের এইরূপ মত। আমরা যথাস্থানে এই বিষয় আলোচনা করিব, আপাততঃ পাঠকদিগকে ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের কর্ত্তৃ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাহা কোন কর্ম নিষ্পাদন করিতে পারে না, যাহা নিশ্চেষ্ট, যাহা ইষ্টা-নিষ্টানভিজ্ঞ, তাহা 'অচেতন' বা 'জড়' ।১ কর্তৃকারক-ও-জড়ের শাস্ত্রোক্ত

কারকসম্বন্ধীয় প্রাগুদ্ধৃত উপদেশসমূহ স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

"ক্রিয়ায়াঃ কৃতের্বা সমবায়িত্বম্ ।"—

তত্ত্বচিন্তামণি।

পূজ্যপাদ গঙ্গেশোপাধ্যায় এতদ্দ্বারা গৌণ-ও-মুখ্য এই দ্বিবিধ কর্তৃত্বলক্ষণের উপদেশ করিয়াছেন। ক্রিয়াসমবায়িত্ব—ক্রিয়াশ্রয়ত্ব বা কৃতিসমাবায়িত্বের নাম কর্তৃত্ব।

"ক্রিয়ানুকূলকৃতিমত্ত্বং কর্তৃত্বম্। যত্নার্থক-তৃজন্তকৃধাতুব্যুৎপন্নত্বাৎ। অতোঽন্যা-ত্রাচেতনাদৌ কর্তৃত্বং ভাক্তমিতি।"—

সারমঞ্জরী।

অর্থাৎ যত্নার্থক তৃজন্ত 'কৃ' ধাতু হইতে যখন কর্তৃপদ সিদ্ধ হইয়াছে, তখন অনুকূলকৃতিমত্ত্বই কর্তৃত্ব। অচেতনের কর্তৃত্ব ভাক্ত—গৌণ।

"অনুকূলকৃতিমদন্তঃকরণপ্রকৃতিত্বং কর্তৃত্বমিতি সাংখ্যা আহুঃ।"—

ন্যায়কোশ।

অর্থাৎ অনুকূলপ্রযত্নবিশিষ্ট অন্তঃকরণপ্রকৃতিত্ব = কর্তৃত্ব।

১ 'জল' ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া জড় পদটী সিদ্ধ হইয়াছে।

"জলতি—ঘনীভবতীতি জড়ঃ।"—

অর্থাৎ, যাহা জলিত হয়,—ঘনীভূত হয়,—একাধিকপদার্থের মিলনে যাহা উৎপন্ন হয়,—যাহা সংহত্যকারী—সহকারিসাপেক্ষব্যাপারক, তাহা 'জড়'।

"ইষ্টং বানিষ্টং বা সমদুঃখে বা ন চেহ যো মোহাৎ।
বিন্দতি পরবশগঃ স ভবেদিহ জড়সংজ্ঞকঃ পুরুষঃ ॥"

অমরকোষটীকা।

শাস্ত্রোপদেশ, চিন্ময় পুরুষ ব্যতীত সকল পদার্থই জড়'। পঞ্চদশীতে জড়ের নিম্নোদ্ধৃত লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে।

'অচিদাত্মঘটাদীনাং যৎ স্বরূপং জড়ং হি তত্।',

ইনার্ট (Inert) শব্দটী 'In' not, and 'aro', 'artis, art, এই শব্দদ্বয়ের যোগে, এবং আর্ট (Art) Gr. 'aro' to fit, এই ধাতু হইতে সম্ভূত হইয়াছে। সংস্কৃত "অর্হ যোগ্যত্বপূজয়োঃ।"—এই যোগ্যত্বার্থক 'অর্হ' ধাতুর সহিত গ্রীক 'aro' to fit, এই ধাতুর সাদৃশ্য চিন্তনীয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লক্ষণ স্মরণ করিলে, জড়পদার্থ যে কর্ত্তৃকারক হইতে পারে না, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। যাহা স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না, যাহা পরবশগ, তাহা কর্ত্তৃকারক হইবে কিরূপে? চৈতন্যই কর্ত্তৃকারক—চৈতন্যই স্বতন্ত্র।

চৈতন্যই স্বতন্ত্র—চৈন্যই কর্ত্তৃকারক, জড়ের কর্ত্তৃত্ব
বা স্বাতন্ত্র্য নাই, এ সম্বন্ধে আপত্তি।

দেখিতে পাই, অচেতন বা জড় দুগ্ধ পুরুষপ্রযত্ননিরপেক্ষ হইয়া দধিরূপে পরিণত হয়; দেখিতে পাই, জল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিম্নদেশাভিমুখে প্রধাবিত হয়, দেখিতে পাই, ঊর্দ্ধপ্রক্ষিপ্তলোষ্ট পুরুষপ্রযত্ননিরপেক্ষ হইয়া ভূমিতে প্রত্যাগমন করে; দেখিতে পাই, শীত ঋতু অতীত হইলেই বসন্ত আগমন করে, বসন্ত অতিবাহিত হইলেই গ্রীষ্ম আবির্ভূত হয়; দেখিতে পাই, কণ্টকের তীক্ষ্ণতা, ধাতু সকলের চিত্রতা, পাষাণের শ্লক্ষ্ণতা, পুরুষ প্রযত্ন অপেক্ষা না করিয়াই হইয়া থাকে; দেখিতে পাই, একটী কাচদণ্ড এক হস্তে ধারণপূর্ব্বক অপরহস্তধৃত একখানি পরিশুষ্ক পট্টবস্ত্রদ্বারা কাচদণ্ডটীকে ঘর্ষণ করিলে, কাচদণ্ডটী ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কাগজ, লাজ (খই) প্রভৃতি লঘু দ্রব্যজাতকে আকর্ষণ করে; দেখিতে পাই, অচেতন চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে অচেতন জল স্বত'ই বাষ্প-ও-মেঘরূপে পরিণত হয়, অতএব অচেতন-বা জড়ের কতৃত্ব নাই, অচেতন-বা জড়পদার্থ স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না, এই কথা স্বীকার করিব কেন? যাঁহারা জড়বাদী, চৈতন্যের স্বাতন্ত্র্য যাঁহারা অস্বীকার করেন, চৈতন্যই কর্ত্তৃকারক জড়ের মুখ্যকর্ত্তৃত্ব নাই, এতদ্বাক্যশ্রবণানন্তর তাঁহারা এইরূপ তর্ক উত্থাপন করেন। ১

---

১ পূজ্যপাদ ভগবান্ বেদব্যাস অচেতন প্রধান-বা-প্রকৃতির যে স্বাতন্ত্র্য নাই, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য, "প্রবৃত্তেশ্চ।"—শা. সূ. ২।২।২। "পয়োঽম্বুবচ্চেত্ তত্রাপি।"—ঐ ২।২।৩। "ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ।"—ঐ ২।২।৪। "অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ।"—ঐ ২।২।৫। "অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাত্।"—ঐ ২।২।৬। "পুরুষাশ্মবদিতি চেত্ তথাপি।"—ঐ ২।২।৭, ইত্যাদি সূত্র রচনা করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ ভগবান্ গোতমও আত্মার নিত্যত্ব, ভূতসকলের পারতন্ত্র্য, কোন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitization by eGangotri

আপ্তোপদেশ-প্রমাণ-দ্বারা এই আপত্তি-খণ্ডন।

"তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ"

বেদান্তদর্শন, ২।৩।১৩

কর্ম্মই অকস্মাৎ বা নির্নিমিত্ত হয় না, কর্ম্মমাত্রেই সঙ্কল্পপূর্ব্বক, এই সকল কথা বুঝাইবার নিমিত্ত স্বপ্রণীত 'ন্যায়দর্শনে' নিম্নোদ্ধৃত সূত্রসকল সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

"পূর্ব্বাভ্যস্তস্মৃত্যনুবন্ধাৎ জাতস্য হর্ষভয়শোকসম্প্রতিপত্তেঃ।"—ন্যায়দর্শন ৩।১।১৯। "পদ্মাদিষু প্রবোধসংমীলনবিকারবত্তদ্বিকারঃ।"—ঐ ৩।১।২০।" "নোষ্ণশীতবর্ষাকালনিমিত্তত্বাৎ পঞ্চাত্মকবিকারাণাম্।"—ঐ ৩।১।২১। "প্রেত্যাহারাভ্যাসকৃতাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ।"—ঐ ৩।১।২২। "অয়সোঽয়স্কান্তাভিগমনবত্তদুপসর্পণম্।"—ঐ ৩।১।২৩। "নান্যত্র প্রবৃত্ত্যভাবাত।"—ঐ ৩।১।২৪। "বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ"—ঐ ৩।১।২৫। "সগুণদ্রব্যোৎপত্তিবত্তদুৎপত্তিঃ"।—ঐ ৩।১।২৬। "ন সঙ্কল্পনিমিত্তত্বাদ্রাগাদীনাম্।"=ঐ ৩।১।২৭। "শরীরোৎপত্তিনিমিত্তবৎসংযোগোৎপত্তিনিমিত্তং কর্ম।"—ঐ ৩।২।৭০। "এতেনানিয়মঃ প্রত্যুক্তঃ।" —ঐ ৩।২।৭১।

তর্ককেশরী পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্য স্বীয় ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-নামক জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থে জগৎ যে নিমিত্তকারণ-নিরপেক্ষ নহে, ইহা যে আকস্মিক নহে, ইহা যে স্বভাবসিদ্ধ নহে, কর্ম্মমাত্রেই যে সকর্তৃক ইত্যাদি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিবাদাস্পদ বিষয়সমূহ অতিসুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। আমরা মূলে 'চৈতন্যই কর্তৃকারক' 'চৈতন্যই স্বতন্ত্র' এই সিদ্ধান্তের যে সকল আশঙ্কা উপন্যস্ত করিয়াছি, বলা বাহুল্য, উদ্ধৃত সূত্র সকলই তাহাদের প্রভব—উৎপত্তিস্থান।

যাঁহারা স্থূলদর্শী নাস্তিক, তাঁহারা স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মসমূহের দৃষ্টান্ত আশ্রয় করিয়াই ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত John Willam Draper বলিয়াছেন,—

"We assign optical reasons for the brightness or blackness of the cloud; we explain, on mechanical principles, its drifting before the wind; for its disappearance we account on the principles of Chemistry. It never occurs to us to invoke the interposition of the Almighty in the production and fashioning of this fugitive form. We explain all the facts connected with

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাবার্থ

আকাশাদি ভূত সকল স্বয়ংই স্ববিকার ভৌতিক পদার্থজাত সৃষ্টি করে, জগতে যতপ্রকার ভৌতিক পদার্থ আছে, বা আবির্ভূত হইতেছে, অনন্যাপেক্ষ আকাশাদিভূত সকলই (বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের Matter and Energy) কি তাহাদের একমাত্র কারণ, অথবা সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তত্তদ্ভূতাত্মাতে বিদ্যমান থাকিয়া যথাযোগ্য বিবিধপরিণাম সংঘটিত করেন? স্থূলদৃষ্টিতে ভূতসকল স্বয়ংই বিবিধ পরিণামে পরিণত হয়, এ প্রশ্নের ইহাই সদুত্তর বলিয়া মনে হয়। শ্রুতিতে আছে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।১ এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, ভূত সকল অনন্যাপেক্ষ হইয়া স্বতন্ত্রভাবে কার্য্যকরিতে পারে, উক্ত শ্রুত্যুপদেশের ইহাই তাৎপর্য্য। পূজ্যপাদ ভগবান্ বাদরায়ণ ভূত সকল স্বতন্ত্রভাবে স্ববিকার ভৌতিক পদার্থজাত সৃষ্টি করে, উক্ত শ্রুতিবচনের যে ইহা তাৎপর্য নহে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত উদ্ধৃত শারীরক সূত্রটী

---

it by physical laws, and perhaps should reverentially hesitate to call into operation the finger of God,"—

History of the confict between Religion and Science.
P. 242-243

অর্থাৎ মেঘের ঔজ্জ্বল্য-বা-কৃষ্ণিমার (শ্যামত্বের) কারণ আমরা দৃক্শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা নিরূপণ করি, ইহার বায়ুবেগে ইতস্ততঃ সঞ্চলন-ব্যাপার আমরা যান্ত্রিক ব্যাপারের নিয়মদ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারি; রাসায়নিক-ক্রিয়া-তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা, ইহার তিরোধান-ব্যাপার-রহস্যের আমরা উদ্ভেদ করিতে পারি। মেঘের উৎপত্তি ও সকল অস্থির-পরিণামের কারণ-দিদৃক্ষু হইয়া আমাদিগকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের মাধ্যস্থকে আমন্ত্রণ করিতে হয় না। প্রাকৃতিক-নিয়ম-তত্ত্বদ্বারাই আমরা এতৎসম্বন্ধীয় অখিল ব্যাপারের কারণ নির্ব্বাচন করিতে পারগ হই।

১ "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।"—

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রচনা করিয়াছেন। সূত্রটীর ভাবার্থ হইতেছে, পরমেশ্বর তত্তদ্ভূতাত্মাতে বিদ্যমান থাকিয়া যথাযোগ্য বিবিধ পরিণাম সংঘটিত করেন, ভূত সকল স্বতন্ত্রভাবে স্ববিকার উৎপাদন করে না, স্বতন্ত্রভাবে কোন কার্য্য উৎপাদন করিবার সমর্থ্য ইহাদের নাই। মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি শব্দ উচ্চারিত হইলে যেরূপ মনুষ্যাদি দেহাভিমানি-জীবকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, শ্রুতিতে আকাশাদি শব্দসমূহ সেইরূপ তত্তদ্ভূতাভিমানিদেবতার বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। আপ্তোপদেশকে যাঁহারা প্রধান ও অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া মান্য করেন, শ্রুতিপ্রমাণই তাঁহাদের সমীপে যথেষ্ট। ভগবান্ বাদরায়ণ এইজন্য বলিয়াছেন ;—"তল্লিঙ্গাৎ।" অর্থাৎ, যিনি পৃথিব্যাদিভূতসমূহে অবস্থান করেন, পৃথিব্যাদিভূতসমূহের যিনি অন্তর, পৃথিব্যাদিভূতসমূহ যাঁহাকে জানে না, পৃথিব্যাদিভূত সকল যাঁহার শরীর, যিনি ইহাদের অন্তর্যামী—ইহাদের অন্তরে থাকিয়া যিনি ইহাদিগকে যথাযোগ্য পরিণামে পরিণত করেন, এইরূপ যিনি প্রাণে, বাক্‌পাণ্যাদি কর্মেন্দ্রিয়ে, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে, মনে ও বিজ্ঞানে অবস্থান করেন; প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধির যিনি অন্তর ; প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি যাঁহাকে জানে না ; ইহারা যাঁহার শরীর ; যিনি ইহাদের অন্তর্যামী,—তিনিই সত্য, তিনিই পূর্ণ, তিনিই অমৃত।১

---

১ "যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃত ইত্যধিভূতমথাধ্যাত্মম্। যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ। যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচোঽন্তরো যং বাঙ্ ন বেদ যস্য বাক্ শরীরং যো বাচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ। যশ্চ চক্ষুষি তিষ্ঠংশ্চক্ষুষোঽন্তরো যং চক্ষুর্ন বেদ যস্য চক্ষুঃ শরীরং যশ্চক্ষুরন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ। যো মনসি তিষ্ঠন্ মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ। • • • যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ।"—

বৃহদারণ্যক উপনিষদ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আকাশাদি ভূত সকল যে স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না, ইত্যাদি শ্রুতিবচনসমূহ তাহার প্রমাণ।

আপ্তোপদেশকে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না, 'বেদ' যাঁহাদের সমীপে অসভ্যাবস্থার সরলহৃদয়োচ্ছাস-বা-গানরূপে গৃহীত হয়, শাস্ত্রকে যাঁহারা নগণ্য পদার্থ মনে করেন, ঋষিগণ যাঁহাদের দৃষ্টিতে অর্দ্ধসভ্য অল্পজ্ঞ কৃষক,—জড়ের স্বাতন্ত্র্য নাই, জড় কর্ত্তৃকারক নহে, চৈতন্যই কর্ত্তৃকারক, তাঁহাদিগকে একথা কিরূপে বুঝান যাইতে পারে? কোনরূপেই না।

যাঁহার যৎকর্ম্মসম্পাদনের শক্তি নাই, প্রকৃতির প্রেরণায় তৎকর্ম্ম-সম্পাদনের প্রবৃত্তি তাঁহার হয় না; যিনি যাহা প্রার্থনা করেন না, যাঁহার যে সামগ্রীর অভাব-বোধ নাই, অন্যের সমীপে প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইলেও তিনি তাহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে করেন। শাস্ত্রোপদেশ, যাঁহার যৎকর্মসম্পাদনের শক্তি নাই, তাঁহাকে তৎকর্ম-নিষ্পাদনার্থ নিযুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে 'যে ব্যক্তি যাহা প্রর্থনা করে না, তাহাকে তাহা অর্পণ করা উচিত নহে। মানব অকস্মাৎ আস্তিক বা অকস্মাৎ নাস্তিক হয় না, কোন কার্য্যই বস্তুতঃ আকস্মিক (Result of chance) নহে। যে যে কারণ সমবায়ে মানবের আস্তিক্যবুদ্ধি উদিত হয়, সেই সেই কারণ যে পাত্রে সমবেত হইবে, সেই পাত্র আস্তিক হইবে, এবং যে যে কারণসমবায়ে নাস্তিক্যবুদ্ধি জন্মে, যে পাত্রে সেই সেই কারণ সমবেত হইবে নিশ্চয়ই সে নাস্তিক হইবে, সহস্র চেষ্টাদ্বারা কেহ তাহাকে আস্তিক করিতে পারগ হইবেন না। দেবাসুর-সংগ্রামক্ষেত্র সংসারে চিরদিনই আস্তিক নাস্তিক থাকিবে। তর্ক-যুক্তি দ্বারা নাস্তিককে আস্তিক করিবার যত্ন শাস্ত্রানুমোদিত নহে, তাদৃশ যত্ন সর্ব্বত্র বিফল হইয়া থাকে। অধিকারি-বিচারপূর্ব্বক জ্ঞানোপদেশ করার রীতিই শাস্ত্রসম্মত, এই রীতিই বস্তুতঃ সর্ব্বত্র সুফল প্রসব করে। জিজ্ঞাস্য হইবে, তর্ক-যুক্তিদ্বারা আস্তিককে নাস্তিক বা নাস্তিককে আস্তিক করা যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তর্ক-যুক্তির উপযোগিতা কি? তর্ক-যুক্তি তাহা হইলে নিরর্থকরূপে পরিগণিত না হইবে কেন? তাহা হইলে আস্তিক নাস্তিক উভয়ই-স্ব-স্বমত সমর্থনার্থ তর্ক-যুক্তির অশ্রয় গ্রহণ করেন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কেন? যাঁহারা কর্য্য-কারণ-রহস্যবিদ্ তাঁহারা কখন অসৎকে সৎ করিবার জন্য তর্ক-যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন না, প্রেক্ষাবানের অসৎকে সৎ করিবার প্রবৃত্তি কদাচ হয় না। তমালবৃক্ষহইতে আম্রফলোৎপাদনের চেষ্টা যে নিষ্ফল হইবে, জ্ঞানবানের তাহা অবিদিত নহে, আম্রার্থী হইয়া ত'াই তিনি আম্রবৃক্ষেই জলসেকাদি পরিকর্ম করিয়া থাকেন, তমালবৃক্ষে করেন না। আম্রার্থী যে উদ্দেশ্যে আম্রবৃক্ষেই জলসেকাদি পরিকর্ম করিয়া থাকেন, যে উদ্দেশ্যে গো-ছাগাদি পশুহইতে ক্ষুদ্র আম্রবৃক্ষটীকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সদসদ্বিবেকশালী কর্য্য-কারণ-রহস্যবিদ্ ঠিক্ তদুদ্দেশ্যে তর্ক-যুক্তির শরণ গ্রহণ করেন। অতএব তর্ক-যুক্তি নিরর্থক নহে, ইহার উপযোগিতা আছে। ফলপ্রসবশক্তিবিশিষ্ট বৃক্ষে জলসেকাদি পরিকর্মের বা গো-ছাগাদি পশু হইতে তৎসংরক্ষণের যে উপযোগিতা, তর্ক-যুক্তিরও তাদৃশ উপযোগিতা আছে।

"নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।"

পাং দং কৈ, পা ৩ সূ।

অর্থাৎ, ক্ষেত্রিক বা কৃষকেরা যখন এক কেদার (ক্ষেত্র) হইতে কেদারান্তরে জল প্লাবিত করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহারা উপযুক্তযন্ত্রদ্বারা স্বভাবতঃ নিম্নদেশ-প্রবাহি-জলের কেবল ভৌম আবরণ ভেদ করিয়া দেয়; কেদার হইতে কেদারান্তরে জল—পিপ্লাবয়িষু—জলপ্লাবনেচ্ছু কৃষককে বরণভেদ ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্ম করিতে হয় না,—ভৌম আবরণ ভিন্ন হইলে জল স্বয়ংই কেদারান্তরে প্রবাহিত হয়। পূজ্যপাদ পতঞ্জলিদেব এই দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইলেন যে, ধর্মাদি নিমিত্তকারণের প্রয়োজকত্ব নাই. যাহাতে যে ধর্ম বা শক্তি স্বভাবতঃ থাকে না, নিমিত্তকারণ তাহাকে তদ্ধর্ম বা শক্তি প্রদান করিতে পারে না, নিমিত্তকারণ অব্যপদেশ্য-বা-সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান শক্তির প্রতিবন্ধাপনয়নপূর্ব্বক তাহাকে যথাযোগ্য কর্ম্মনিষ্পাদনে সমর্থ করে মাত্র।১ তর্ক-যুক্তির: উপযোগিতা কি, এতদ্দ্বারা তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা গেল।

---

১ পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার জড়ত্বকে (Inertia) বস্তুনিষ্ঠ স্থিরধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন নাই। জড়ত্ব (Inertia) শুদ্ধ ক্রিয়াশীলত্বের অভাব, হইা নিষেধদ্যোতী বা অভাবাত্মক পদার্থ। সাধারণের বিশ্বাস, জড়পদার্থ সকলকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চৈতন্যই মুখ্য কর্ত্তৃকারক, জড়ের স্বাতন্ত্র্য নাই, তর্ক-যুক্তিদ্বারা এতৎপ্রতিপাদন।

যাহা যুক্তিসঙ্গত, প্রেক্ষাবানের সমীপে তাহাই আদৃত হইয়া থাকে, সংখ্যাবান্ যুক্তিবিরুদ্ধবচন কদাচ গ্রাহ্য করেন না। আমাদের

ত্বরিত করিতে যাইলে, ইহারা সর্ব্বথা বাধা দেয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। সমুদায় বাহ্যপ্রতিবন্ধক অপনয়ন করিলেই একটী অতি সূক্ষ্ম শক্তি গতি প্রবর্ত্তন করে। ইনার্শিয়া যদি শক্তি-বিশেষ হইত, তাহা হইলে, জ্যোতিষিকদিগের গ্রাহিক-গতি-গণনা প্রামাদিকী হইত। *Visinertia* নামটী মিথ্যানাম—অচরিতার্থসংজ্ঞা (Misnomer)।

"But inertia is not a force : it is simply the negation of activity. It is not a positive attribute : it is a purely negative one. There is a very general belief that matter offers some absolute opposition to anything tending to displace it. This is not the fact Take away all extrinsic hinderance—all friction, all resisting medium and an infinitesimal force will produce motion. o o o Were inertia a force,—all the calculations of astronomers respecting planetary perturbations and the like, would be erroneous. The term *uis inertia* is a misnomer."—

The Principles of Psychology, Vol. 11. P. I55.

বেদ যে বিশ্ববিজ্ঞানপ্রসূতি; বেদসমুদ্রহইতে সমুদ্ভূত শাস্ত্র সকল যে পূর্ণরূপে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। পাশ্চাত্য চিন্তাশীল পণ্ডিতবর্গ অবিষণ্ণ অধ্যবসায় ও বহুবর্ষব্যাপিনী অবিরাম চেষ্টাদ্বারা যে সকল তথ্যের অসম্পূর্ণ সন্ধান পাইতেছেন, অগাধশাস্ত্রসমুদ্রে অবগাহন করিলে সেই সকল তথ্যের পূর্ণরূপ নয়নগোচর হয়, শাস্ত্রসমূহ যে পূর্ণরূপে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা, ইহা হইতে তাহার অধিকতর প্রমাণ কি হইতে পারে? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার জড়ত্বকে নিষেধ-দ্যোতী বা অভাবাত্মক বলিয়াছেন, ইহাকে বস্তুনিষ্ঠ স্থিরধর্মরূপে অঙ্গীকার করেন নাই। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব "নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ"—এই সূত্রদ্বারা বুঝাইয়াছেন—

চৈতন্যময়পুরুষনিয়ামিত প্রকাশশীলসত্ত্ব, ক্রিয়াশীলরজঃ ও স্থিতিশীলতমঃ অন্যোন্যাভিভব, অন্যোন্যাশ্রয়, অন্যোন্যজনন-ও-অন্যোন্যমিথুন-বৃত্তি ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি অপনীতপ্রতিবন্ধক হইলে স্বয়ং সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সংঘটিত করিতে পারে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitization by eGangotri

'আপ্তোপদেশ' বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিতম্মন্য উন্নতাভিমানিব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, এইজন্য তাঁহারা ইহার প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিতে অনিচ্ছুক। আমরা যাহাকে 'আপ্তোপদেশ' —সুতরাং অভ্রান্ত—বোধে পূজা করিয়া থাকি, যদি তাহা বস্তুত'ই যুক্তি-বিরুদ্ধ হয়, তবে দোষজ্ঞ পুরুষবৃন্দ তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন কেন? যে যুক্তির বিরোধী হওয়াতে, সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষিগণসেবিত, অনেকশঃ-পরীক্ষিত, অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত আপ্তবচনসমূহও ভ্রমপ্রমাদ-পরিকলিতজ্ঞানে অবধীরিত হইতেছে, আমরা অগ্রে সেই 'যুক্তির' স্বরূপ চিন্তা করিব।

যুক্তি (REASON) কাহাকে বলে?

'যুজির্ যোগে' (To join) এই যোগার্থক 'যুজ' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া 'যুক্তি' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। 'যুক্তি' শব্দটির ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ হইতেছে, 'যোগ' বা যদ্দ্বারা যুক্ত হয়—সঙ্কলনপ্রক্রিয়া। যুক্তি বা যোগ এই শব্দদ্বয়ের অর্থ চিন্তা করিতে যাইলেই আমাদের চিত্তমুকুরে একাধিক পদার্থের মূর্ত্তি পতিত হয়, কারণ একাধিক পদার্থ ব্যতিরেকে যোগক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না। এক কি? এবং দুই বা কোন্ পদার্থ? পূর্ব্বে অবগত হইয়াছি, একরূপ ক্রিয়ানুভূতি এক, এবং দুইপ্রকার ক্রিয়ানুভূতি দুই। এক যুক্ত এক (১ + ১) = দুই (২)। এক যুক্ত এক, এতদ্বাক্য পূর্ব্বাপর অনুভূতিদ্বয়ের সমাহারসূচক। পূর্বানুভূতি ও অপরানুভূতি বা পূর্বানুভূতি-যুক্ত-

---

চিন্তাশীল! একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন, ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের উদ্ধৃত সূত্রদ্বারা যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার ইনার্শিয়ার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া, তাহারই অতি পরিচ্ছিন্নরূপ দেখিয়াছেন কি না। প্রতিবন্ধক কারণ অপনীত হইলে, জড়বস্তু সকল স্বয়ং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে পারে, স্বীকার করিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি প্রতিবন্ধক কারণ অপনীত হইলে, উহারা স্বয়ং গতি স্থগিত করিতে পারে কি না, প্রতিবন্ধক কারণ অপসারণ করা উহাদের সাধ্যায়ত্ত কি না, এক কথায় জড়ের মুখ্যকর্তৃত্ব বা জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নবত্ত্ব আছে কি না? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার এসকল প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অপরানুভূতি এক ও আর এক, বা এক যুক্ত এক, এতদ্বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য। উৎপত্তিশীল জ্ঞান যে সম্বন্ধাত্মক (Relative) আমরা পূর্বে তাহা বিদিত হইয়াছি। 'অনুভূতি' শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ চিন্তা করিলেই প্রতীতি হয়, অনুভূতি পূর্বাপরীভূত-ভাবাত্মিকা। 'অনু' পূর্বক সত্তাবাচী 'ভূ' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া 'অনুভূতি' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। 'অনু' উপসর্গের অর্থ পশ্চাদ্ভাব। 'অনুভূতি' শব্দের সুতরাং, ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ হইল 'পশ্চাদ্ভূতি'। 'পশ্চাৎ' শব্দ অপর শব্দের উত্তর প্রথমা, পঞ্চমী-বা-সপ্তম্যর্থে 'আতি' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ১ পূর্ব, অপর ইত্যাদি, ইহারা আপেক্ষিকভাববোধক বা ভাববিকারবাচী (Relative terms)। পূর্বের জ্ঞান ব্যতিরেকে অপরের জ্ঞান হইতে পারে না। পূর্বে উক্ত হইয়াছে (উপ ৬০-৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), কোন পদার্থকেই আমরা কেবল তৎপদার্থদ্বারা জানিতে পারি না, প্রত্যেক পদার্থই তদ্ভিন্ন অথচ তাহার সহিত কোন-না-কোন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ পদার্থান্তরের তুলনায় পরিজ্ঞাত হয়। কোন বস্তুর স্বরূপজ্ঞানলাভ করিতে হইলে আমরা বিদিত তত্ত্ব বস্তন্তরের ধর্ম্ম বা গুণের সহিত তদ্বস্তুর ধর্ম্ম বা গুণের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য-বিচার করিয়া থাকি। ২ কোন পূর্বানুভূতি-দ্বারা কোন অপরানুভূতিকে মাপিত করিতে না পারিলে, ইহা উহার সমান বা অসমান, তাহা নির্দ্ধারিত না হইলে, বিজ্ঞান-বা-বিশিষ্ট জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। সম্বন্ধজ্ঞানই বস্তুতঃ বিশিষ্টজ্ঞানোৎপত্তির মূল কারণ। ৩ জগতের জ্ঞান মায়িক, একথার তাৎপর্য্য হইতেছে,

---

১। "পশ্চাৎ।"—

পা ৫।৩।৩২।

"পশ্চাদিত্যয়ং শব্দো নিপাত্যতেহপ্তাতেরর্থে। অপরস্য পশ্চভাব আতিশ্চ প্রত্যয়ঃ।"— কাশিকা।

২ পণ্ডিত বেন্ (Bain) এসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ৩৮০-৩৮১ পৃষ্ঠার অধঃটিপ্পনীতে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩ পণ্ডিত বেন্ (Bain) বলিয়াছেন ;—

"The first, the deepest, the most fundamental experience of

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizaqtion by eGangotri

জগতের জ্ঞান পরিমাণজ। যদ্দ্বারা পদার্থজাত মিত হয়—পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহাকে 'মায়া' বলে। অতএব জগতের জ্ঞান দ্বৈত, জগতের জ্ঞান সম্বন্ধাত্মক, জগতের জ্ঞান পরিমাণজ, জগতের জ্ঞান মায়িক, এসকল একার্থবোধক বাক্য।

যোগ (ADDITION) ও বিয়োগ (SUBTRACTION)
এই শব্দদ্বয়ের অর্থচিন্তা।

যোগার্থক 'যুজ' ধাতু হইতে 'যুক্তি' ও 'যোগ' এই শব্দদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। 'যোগ' শব্দটির সহিত আমাদের বহুদিনের পরিচয় আছে। যোগ কাহাকে বলে, পাটীগণিত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াই, তাহা আমরা অবগত হইয়াছি, অতএব 'যুক্তি' কথাটির সহিত পরিচয় হইবার অনেক পুর্বে 'যোগ' শব্দের সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

"অপ্রাপ্তয়োস্তু যা প্রাপ্তিঃ সৈব সংযোগ ঈরিতঃ।"—

ভাষা পরিচ্ছেদ।

অর্থাৎ, অপ্রাপ্ত—পরস্পর অসম্মিলিত দেশ-কাল-ব্যবহিত পদার্থ-দ্বয়ের যে প্রাপ্তি—যে মিলন—যে সন্নিকর্ষ, তাহাকে 'সংযোগ' বলে।১ একভাব হইতে ভাবান্তরে গমন বা পরিবর্ত্তনই (change) যে

---

the human mind is Relation, or Relativity ; this is implicated in the very nature of consciousness. The doubleness, the essential two-sidedness of every conscious experience is a fact that has no forerunner."—

Logic, Part II. P. 199.

১ পণ্ডিত বেন্ (Bain) যোগের (Addition) স্বরূপনির্দ্দেশার্থে এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন—

"When we bring two detached groups or successions from different places to the same place or into one continuous group or succession, we are said to *add* ; the implicated contrary is to *subtract*."—

Logic, Part II. P. 201.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জগতের স্বরূপ, কোন জাগতিক পদার্থ মুহূর্ত্ত কালও যে একভাবে (পরিবর্ত্তিত না হইয়া) অবস্থান করিতে পারে না, জগৎ গতির (Motion) মূর্ত্তি বলিলেই যে ইহার পূর্ব্বাপরীভূত-ভাবত্বের অঙ্গীকার করা হয়, ক্রিয়া-বা-গতিজ্ঞানে পূর্বাপরীভূতভাবের মূর্ত্তিই যে প্রতিজ্ঞাত হয়, ১ তাহা আমাদের পূর্বচিন্তিত বিষয়। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি ক্রিয়ার লক্ষণ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, গুণভূত (অপ্রধান —অনির্দ্দেশ্য) অবয়বসমূহ দ্বারাউপলক্ষিত, সঙ্কলনাত্মিকা বুদ্ধি-প্রকল্পিত,—একভাবে উপলব্ধ, ক্রমোৎপন্ন ব্যাপারসমূহের নাম 'ক্রিয়া'। অতএব মূর্ত্তক্রিয়া যে সংযোগমূলক, তাহা নিশ্চিত।

বিয়োগ যোগের বিপরীত, অর্থাৎ প্রাপ্ত বা সম্মিলিত পদার্থদ্বয়ের যে অপ্রাপ্তি—যে বিভাগ—যে বিপ্রকর্ষ, তাহার নাম 'বিয়োগ'।

রাশি, সংখ্যা ও মূর্ত্তক্রিয়া।

গণিতশাস্ত্রের উপদেশ, দুই বা ততোধিক সংখ্যা পরস্পর সংযুক্ত হইলে, তাহাদের যোগফলকে (The Result) রাশি, সমূহ (Sum) বলে, এবং যে প্রক্রিয়াদ্বারা ঐ যোগফল নির্ণীত হয়, তাহার নাম যোগ—সঙ্কলন (Addition)। ২

---

১ বিদেশীয় চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার গতি (Motion) কিরূপে উপলব্ধ হয়, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন,—

"Respecting Motion, we know that as through it only are changes in consciousness originally produced, through it only can relations of position among successive states of consciousness be disclosed ; and that, for the same reason, through it only can be disclosed the relations of position among co-existences. At the same time we know that whether Motion is or is not originally cognizable in any other way, it is from the beginning cognizable through the changes of consciousness it produces."—

Psychology, Vol. II. P. 219.

২ "When two or more quantities are united together the

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'রাশি' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থদ্বারা প্রতিপন্ন হয়, রাশিমাত্রেই দুই বা ততোঽধিক পদার্থের যোগফল। 'অশু ব্যাপ্তৌ' ব্যাপ্ত্যর্থক এই 'অশ' ধাতুর উত্তর 'ইন্' প্রত্যয় করিয়া 'রাশি' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। মেদিনীতে মেষবৃষাদি ও পুঞ্জ (সমুহ) 'রাশি' শব্দটির এই দ্বিবিধ অর্থ ধৃত হইয়াছে। ১ রাশি যখন দুই বা ততোধিক পদার্থের সমুহ—যোগফল, তখন কোন একটি রাশির স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইলে জ্ঞানার্জ্জনের রীত্যনুসারে তাহাকে তাহার ঘটকাবয়বসকলের (Components, Factors) সহিত সমীকৃত করিতে হয়। পঞ্চ (৫) কোন্ পদার্থ ? এই প্রশ্নের ১+১+১+১+১=৫, অর্থাৎ, পঞ্চ... পঞ্চ একের যোগফল, ইহাই উত্তর।

'সম' পূর্ব্বক 'খ্যা প্রকথনে' এই খ্যা ধাতুর উত্তর 'অঙ' ও স্ত্রীলিঙ্গে 'টাপ' প্রত্যয় করিয়া 'সংখ্যা' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। সংখ্যাত হয়—সম্যগ্‌রূপে কথিত ও জ্ঞাত হয় পদার্থ সকল যদ্দ্বারা, তাহার নাম 'সংখ্যা'—number। ২

---

result is called their *sum* and the process of finding the result is called *addition*."—

Algebra by K. P. Basu.

"Addition is the process of finding a number which is equal to the sum of two or more given numbers taken together.—"

Arithmetic by P. *Ghose.*

১। "অশিপণায্যোরুডায়লুকৌ চ।"—

উণা ৪।১৩২ ।

"রাশির্মেষাদিপুঞ্জয়োঃ।"—

মেদিনী।

২ 'Nemo,' to distribute, এই ধাতু হইতে 'Number' শব্দটী উৎপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত জেবন্স বলিয়াছেন, 'Number', অনেকত্ব বা নানাত্বের অপর-পর্যায়।

"Number is but another name for diversity."

Principles of Science. P. 156.

পণ্ডিত (Bain) বলিয়াছেন পরিমাণ (Quantity) বিষয় (Object) ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"গণনব্যবহারে তু হেতুঃ সংখ্যাঽভিধীয়তে।"—

ভাষা পরিচ্ছেদ।

গণনব্যবহার-হেতু এক, দুই ইত্যাদিকে নৈয়ায়িকেরা 'সংখ্যা' এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাহা দ্বারা এক, দুই বা ততোধিক বস্তু বুঝায়, তাহাকে 'সংখ্যা' বলে, গণিতশাস্ত্রে সংখ্যার এইরূপ লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। গণনা করিতে হইলে যাহাকে আদিরূপে গ্রহণ-পূর্বক গণনা আরম্ভ হয়, সেই আদি সংখ্যাকে—মৌলিক এক (Unit) বলা হয়। ভাষা পরিচ্ছেদে নিত্যানিত্যভেদে একত্বকে (Unit or Unity) দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। দ্বিত্বাদি পরার্দ্ধ সংখ্যা, অপেক্ষাবুদ্ধিজ—অপেক্ষিক-জ্ঞান (Knowledge of relations)-সম্ভূত।১

মূর্ত্তক্রিয়ার লক্ষণ আমাদের স্মরণ আছে, আমরা বুঝিয়াছি, ক্রমজাত, বহু-সূক্ষ্ম-ক্রিয়াভিসংশ্রিত, পূর্ব্বাপরীভূতভাবাত্মক ব্যাপারসমূহের নাম মূর্ত্তক্রিয়া। জগতের জ্ঞান যে ক্রিয়াজ্ঞান, এবং একপ্রকার ক্রিয়ানুভূতি 'এক' এবং দুইপ্রকার ক্রিয়ানুভূতি 'দুই,' পূর্ব্বোক্ত এই কথাগুলিও আমাদের স্মৃতিভ্রষ্ট হয় নাই। অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি,

---

বিষয়ী (Subject) এই উভয়েরই অনুষঙ্গী (Quantity adheres both to subject and object)। পরিমাণ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-সম্বন্ধ্যবচ্ছিন্ন পদার্থমাত্রেরই অনুষঙ্গী বটে, কিন্তু ইহা সর্ব্বত্র নির্ণেয় বা নিয়ত (Definite) নহে। নিয়তপরিমাণই এক, দ্বি, ত্রি, ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা নিশ্চিত হইয়া থাকে। পরিমাণের নিয়ত-রূপই সংখ্যা (Number)।

"The most definite form of quantity is Number or discrete quantity—One, two, three, &c.—

Logic, Part II. P. *200*.

১ "নিত্যেষু নিত্যমেকত্বমনিত্যেঽনিত্যমিষ্যতে।
দ্বিত্বাদয়ঃ পরার্দ্ধান্তা অপেক্ষাবুদ্ধিজা মতা॥"—

ভাষাপরিচ্ছেদ।

অর্থাৎ নিত্য পরমাণ্বাদিতে নিত্য একত্ব, এবং অনিত্য ঘটাদিতে অনিত্য একত্ব। দ্বিত্বাদি ব্যাসজ্যবৃত্তিসংখ্যা—অপেক্ষাবুদ্ধিজা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জাগতিকজ্ঞান রাশি-বা-সংখ্যাজ্ঞান, জাগতিকজ্ঞান যোগ-বিয়োগের জ্ঞান। পাশ্চাত্য পণ্ডিত পিথাগোরস্ (Pythagoras) বলিয়াছেন, জগৎ সংখ্যা-দ্বারা শাসিত—নিয়ামিত হইয়া থাকে। পণ্ডিত জেবন্স বলিয়াছেন, পিথাগোরাসের এই কথা অযৌক্তিক নহে। সর্ব্বপ্রকার বিচার-বা-চিন্তন-কার্য্যই সংখ্যানুষক্ত, এবং যে বিচার-বা-চিন্তন-কার্য্য যে মাত্রায় সংখ্যানুষক্ত, তাহা তন্মাত্রায় সংখ্যাত (সম্যক্‌খ্যাত) হইয়া থাকে। সংখ্যাবদ্বিচারদ্বারাই আমরা বিশ্বের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। সংস্কৃত অভিধানে 'বিচারণা' সংখ্যা-শব্দের অর্থান্তররূপেই ধৃত হইয়াছে। সংখ্যাবান্ পণ্ডিতের অপরপর্য্যায়। অতএব পিথাগোরাস্ বা পণ্ডিত জেবন্স যাহা বলিয়াছেন, শাস্ত্রচরণ-সেবক আর্য্যসন্তানের সমীপে তাহা নূতন কথা নহে। ১

১, ' Not without reason did Pythagoras represent the world as ruled by number. In almost all our acts of thought, number enters, and in proportion as we can define numerically we enjoy exact and useful knowledge of the Universe."—

The Principles of Science. P. 153.

"চর্চ্চা সংখ্যা বিচারণা।"—

অমরকোষ।

"ধীরো মনীষী জ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ সংখ্যাবান্ পণ্ডিতঃ।"—

অমরকোষ।

সমান ও অসমান, একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধি হয়, উৎপত্তিশীল বা-বিকারাত্মক জ্ঞানের এই দ্বিবিধ আত্মা। বিচারণা সমানাসমানবোধমূলক (The chief notion is Equality, with its opposite Inequality. *Bain's Logic, Part II.* P. 200.)। 'সহ মানেন বর্ত্ততে, সমানং মানমস্য, ইতি বা'। অর্থাৎ 'সমান' শব্দটী, মানের সহিত বর্ত্তমান, বা সমান হইয়াছে মান যাহার, এই অর্থের বাচক। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, 'আমি ইহা জানিলাম' এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে, আমি কোন পূর্ব্বজ্ঞাতভাবের সহিত তুলনা করিয়া, ইহা অমুকের সমান বা অসমান এবম্প্রকারে ইহার স্বরূপাবধারণ করিলাম; অতএব উৎপত্তিশীল-বা-বিকারাত্মক জ্ঞান যে সমানাসমানাত্মক—সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য-মূলক, তাহা নিঃসন্দেহ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গণিতশাস্ত্রপারদর্শী পূজ্যপাদ ভাস্করাচার্য্য 'যুক্তি' শব্দটার যে অর্থ ব্যবহার করিয়াছেন।

'যুক্তি' শব্দটার ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ হইতে হৃদয়ঙ্গম হইল, 'যুক্তি' যোগ বা—যদ্দারা যুক্ত হয়,—সঙ্কলন-প্রক্রিয়া এই অর্থের বোধক। উৎপত্তিশীল জ্ঞানের স্বরূপ যতদূর চিন্তা করা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, উৎপত্তিশীল জ্ঞানমাত্রেই যুক্তিমূলক। আমরা পূর্ব্বার্জ্জিতজ্ঞানের সহিত যোগ-বিয়োগ না করিয়া, পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানের সহিত তুলনা (সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার) না করিয়া, অপরকাল-সম্ভূত সংবেদানের তত্ত্বনিরূপণ

সাম্য-বৈষম্যই গণিতশাস্ত্রের সাধারণ অভিধেয় (The prevailing predicate in Mathematics)।

পণ্ডিত বেন্ (Baiu) বলিয়াছেন—

"We can both discriminate and classify, apart from Mathematics, but when we declare things equal or unequal, we are announcing propositions purely mathematical."—

Logic Part II. P. 200.

অর্থাৎ, পদার্থ সকল সকলের বিবেচন ও বর্গক্রমে বিন্যাস এই উভয়ই আমরা গণিতনিরপেক্ষ হইয়া করিতে পারি, কিন্তু যখন আমরা উহাদিগকে সমান-বা-অসমানরূপে নির্ব্বাচন করি, তখন আমরা বিশুদ্ধগণিতবিষয়ক প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করিয়া থাকি। পণ্ডিত বেনের (Bain) উদ্ধৃত বচনসমূহের মর্ম যাহাই হউক, আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব, উহারা অসন্দিগ্ধার্থক হয় নাই। বিবেচন (Discrimination) বা বর্গক্রমে বিন্যাস (Classification) কি সমানাসমান জ্ঞান-মূলক নহে? পণ্ডিত বেন্ (Bain) বলিয়াছেন—"There may be likeness in other properties, as sound, colour, pleasure, but except in quantity, there cannot be equality."—(*Logic*, Part *II*. *P*. *200*.) অর্থাৎ, শব্দ-রূপাদি অন্যান্যধর্মগত সাদৃশ্য (Likeness) থাকিলেও সংখ্যাগত সাদৃশ্য ব্যতিরেকে সমানতা (Equality) হইতে পারে না। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা গেল, পণ্ডিত বেন্ (Bain) Likeness ও Equality এই শব্দদ্বয়কে একার্থকরূপে গ্রহণ করেন নাই। সংখ্যাগত (Quantity) সাদৃশ্যই তাঁহার মতে *Equality*, এবং অন্যান্যধর্মগত সাদৃশ্য *Likeness*। আমরা মূলে এই বিষয়ের আলোচনা করিব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিতে পারগ হই না। যুক্তি-শব্দটীর যে অর্থ পাইলাম, শাস্ত্রে এই অর্থেই ইহার প্রয়োগ হয় কি না, এক্ষণে তাহা দেখিব। গণিতশাস্ত্র-পারদর্শী পূজ্যপাদ ভস্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"অয়ে বালে। লীলাবতি। মতিমতি। ব্রূহি সহিতান্
দ্বিপঞ্চদ্বাত্রিংশত্রিনবতিশতাষ্টাদশ দশ।
শতোপেতানেতানযুতবিযুতাংশ্চাপি বদ মে,
যদি ব্যক্তে যুক্তিব্যবকলনমার্গেহসি কুশলা॥"

লীলাবতী।

অর্থাৎ, অয়ে মতিমতি লীলাবতী। যদি তুমি ব্যক্ত সঙ্কলন-ব্যবকলন-মার্গ-কুশলা হইয়া থাক, তবে যুক্তি দ্বারা ২+৫+৩২+১৯৩+১৮+১০+১০০ এবং বিযুক্তি দ্বারা ১০০০০—৩৬০ কত হয়, তাহা বল দেখি। পূজ্যপাদ ভাস্করাচার্য্য যুক্তি শব্দটী এস্থলে যোগ-বা-সঙ্কলন-প্রক্রিয়া (Addition) বুঝাইতে ব্যবহার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

"অনুমানম্। তচ্চ সাধ্যসাধকলিঙ্গজ্ঞানম্।"—

ন্যায়কোশ।

'যুক্তি' শব্দটীর সাধ্য-সাধক-লিঙ্গজ্ঞান বা অনুমান (Inference, Reasoning) বুঝাইতে প্রয়োগ হইয়া থাকে।

অনুমান (Inference) কাহাকে বলে, তাহা আমরা পূর্ব্বে (৩৭৮ ও ৩৭৯ পৃষ্ঠা) অতি সংক্ষেপে চিন্তা করিয়াছি। আমরা বুঝিয়াছি, মিত-বা-প্রসিদ্ধ লিঙ্গ দ্বারা কোন অর্থের পশ্চান্মানের নাম 'অনুমান'। 'ব্যাপ্তি' ও 'পক্ষধর্ম্মতা,' অনুমানের এই দুইটী অঙ্গ। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গঙ্গেশোপাধ্যায় অনুমানের লক্ষণ-নির্দ্দেশার্থ বলিয়াছেন—

"তত্র ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানজন্যজ্ঞানমনুমিতিস্তৎকরণমনুমানম্।"—

তত্ত্বচিন্তামণি, অনু খণ্ড।

ব্যাপ্তি-ও-পক্ষধর্ম্মতা এই শব্দদ্বয়ের অর্থ।

পূজ্যপাদ গঙ্গেশোপাধ্যায় 'অনুমানের' যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, 'ব্যাপ্তি' ও 'পক্ষধর্ম্মতা' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ কি, অগ্রে তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাচকপদ ও পারিভাষিকপদ।

তর্কশাস্ত্রপারদর্শী সুতীক্ষবুদ্ধি পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গদাধর শিরোমণি স্বপ্রণীত শক্তিবাদনামক উপাদেয় গ্রন্থে সঙ্কেতরূপা-ও-লক্ষণারূপা (Convention এবং Indirect secondary application of a word) এই দ্বিবিধ অর্থবোধক পদবৃত্তি (The power or force of a word by which it expresses, indicates, or suggests a meaning,—Connotative power of a word) স্বীকার করিয়াছেন। সঙ্কেত ও লক্ষণা এই দ্বিবিধ বৃত্তিদ্বারা পদপ্রতিপাদ্য—পদবোধ্য অর্থের নাম 'পদার্থ'। 'এই পদ এইরূপ অর্থের বোধক হউক,' 'এই শব্দ হইতে এই অর্থ বোদ্ধব্য,'এবম্প্রকার ইচ্ছাই সঙ্কেতরূপা বৃত্তি। সঙ্কেত অধুনিক-ও-ঈশ্বরীয়-ভেদে দ্বিবিধ। শক্তিবাদে অধুনিক সঙ্কেতকে পরিভাষা এবং ঈশ্বরীয় সঙ্কেতকে শক্তি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আধুনিক সঙ্কেত-বা-পরিভাষা-বোধক—শাস্ত্রকারাদি-সংকেতিত 'পদ' 'পারিভাষিক' (Technical) এবং ঈশ্বর-সংকেত বা শক্তিবোধক 'পদ' 'বাচক'। গদাধর বলিয়াছেন, 'ধাত্বর্থ' ঈশ্বর-সংঙ্কেতিত। "ভূ সত্তায়াম্" "এধ বৃদ্ধৌ" "স্পর্ধ সংঘর্ষে"অর্থাৎ'ভূ' ধাতুর অর্থ 'সত্তা' 'এধ' ধাতুর অর্থ 'বৃদ্ধি,' 'স্পৃর্ধ' ধাতুর অর্থ 'সংঘর্ষ ধাতু সকলের এইরূপ অর্থ নির্বাচন মানববুদ্ধিকৃত নহে ইহা ঈশ্বর-সঙ্কেতিত।১ বাচক ও পরিভাষিক-ভেদে

---

১ "সঙ্কেতো লক্ষণা চার্থে পদবৃত্তিঃ। বৃত্ত্যা পদপ্রতিপাদ্য এব পদার্থ ইত্যভিধীয়তে। ইদম্পদ-মিমমর্থ বোধয়ত্বিতি অস্মাৎ শব্দাদয়মর্থো বোদ্ধব্য ইতি বা ইচ্ছা সঙ্কেতরূপা বৃত্তিঃ। তত্রাধুনিক-সঙ্কেতঃ পরিভাষা তয়া চার্থবোধকং পদং পারিভাষিকং যথা শাস্ত্রকারাদিসঙ্কেতিত-নদীবৃদ্ধ্যাদি-পদম্। ঈশ্বরসঙ্কেতঃ শক্তিঃ। • • • • • বাচ্যবাচকাদিপদে ঈশ্বরেচ্ছায়া বোধজনকত্বেন যা বিষয়তা সৈব ধাত্বর্থঃ।"—

শক্তিবাদ।

নৈয়ায়িক, মীমাংসক ও বৈয়াকরণদিগের মধ্যে শব্দার্থ-সম্বন্ধবিষয়ে মতভেদ আছে। নৈয়ায়িকগণ শব্দকে নিত্যপদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, সুতরাং বলা বাহুল্য, শব্দার্থ-সম্বন্ধও তাঁহাদের মতে অনিত্য। নৈয়ায়িকদিগের মতে শব্দার্থ-সম্বন্ধ সাঙ্কেতিক (Conventional)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শব্দার্থ সম্বন্ধ-বিষয়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাঙ্কেতিক পদ যখন দ্বিবিধ, তখন ইহা অনায়াস-বোধ্য হইতেছে যে, সাংকেতিক-পদবোধ্য অর্থও বাচ্য-ও-পারিভাষিক-ভেদে দ্বিবিধ।

যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জিজ্ঞাস্য হইবে, নৈয়ায়িকগণের শব্দার্থ-সম্বন্ধ-বিষয়ক সিদ্ধান্তও কি তদ্রূপ? আমরা এ প্রশ্নের, 'সর্ব্বাংশে তদ্রূপ নহে' এস্থলে এইমাত্র বলিয়া রাখিলাম।

"ন সাময়িকত্বাচ্ছব্দার্থসম্প্রত্যয়স্য।—"

ন্যায়দর্শন ২।২।৫৪।

অর্থাৎ, এই শব্দের এই অর্থজাত অভিধেয়, এবম্প্রকার অভিধানাভিধেয়-সম্বন্ধ সাময়িক—সাঙ্কেতিক (Stipulated, Conventional)।

"জাতিবিশেষে চানিয়মাৎ।"—

ন্যায়দর্শন ২।২।৫৫।

অর্থাৎ, শব্দার্থসম্বন্ধ সাময়িক, স্বাভাবিক নহে। শব্দার্থসম্বন্ধ যদি স্বাভাবিক বা নিত্য হইত, তাহা হইলে জাতিভেদে ভাষা-ভেদ হইত না; ঋষি, আর্য্য বা ম্লেচ্ছেরা, তাহা হইলে যথাকাম—যদৃচ্ছাক্রমে (Incidentally) শব্দ বিনিয়োগ করিতেন না। জাতিবিশেষে স্বাভাবিক যোগ্যতার ব্যাভিচার হয় না। তৈজস-প্রকাশের রূপপ্রত্যয়-হেতুত্ব কি জাতিবিশেষে অন্যথা হয়?

পূজ্যপাদ ভগবান জৈমিনির মতে শব্দার্থ-সম্বন্ধ নিত্য, কৃতক-বা-সাময়িক নহে।

"ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ।"—

মীমাংসাদর্শন।

শব্দ নিত্য এবং শব্দার্থসম্বন্ধও সাময়িক নহে, ভগবান্ জৈমিনি এতৎপ্রতিপাদনার্থ, পূর্ব্ব-মীমাংসা-দর্শনে যে সকল সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন, আমরা যথা-স্থানে সেই সকল সূত্র উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করিব। বৈয়াকরণদিগের মতে, শব্দ নিত্য-ও-কার্য্য-ভেদে দ্বিবিধ। বৈয়াকরণেরা যাহাকে নিত্য শব্দ বলিয়াছেন, তাহা বর্ণব্যতিরিক্ত স্ফোটাখ্য পদার্থ। মহাভাষ্য, বাক্যপদীয়, মঞ্জুষা, বৈয়াকরণভূষণসার ইত্যাদি গ্রন্থে, এবং পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকৃত 'শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎপ্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।"—এই শারীরক-সূত্রের ভাষ্যে স্ফোটবাদ-রহস্য বিস্তার-পূর্ব্বক বিবৃত হইয়াছে। মীমাংসকদিগের সহিত বৈয়াকরণদিগের শব্দার্থ-সম্বন্ধের নিত্যতা বিষয়ে-কোন বিরোধ না থাকিলেও স্ফোটবাদ-বিষয়ে বিরোধ আছে। আমরা পরে এই বিষয়ের সমালোচনা করিব।

আলঙ্কারিকেরা বাচক, লাক্ষণিক-ও-ব্যঞ্জক-ভেদে শব্দকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্যাপ্তি-শব্দটীর পারিভাষিক অর্থ।

বি উপসর্গ পূর্ব্বক 'আপ্‌,ল্‌, ব্যাপ্তৌ' (to pervade) ব্যাপ্ত্যর্থক এই 'আপ' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া 'ব্যাপ্তি' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে।

"ব্যাপ্তির্ব্যাপনলম্ভয়োঃ।"—

মেদিনী।

অর্থাৎ ব্যাপন (Pervading) ও লম্ভ (Attainment) ব্যাপ্তিশব্দটি এই অর্থদ্বয়ের বাচক। ব্যাপন ও লম্ভ ব্যাপ্তিপদের ইহারা বাচ্যার্থ, এক্ষণে ইহার পারিভাষিক অর্থ কি, দর্শনশাস্ত্রে ইহা কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা দেখিব।

ব্যাপ্তিশব্দের পারিভাষিক অর্থ নির্ব্বাচন করিতে যাইয়া নৈয়ায়িকেরা যে সকল তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, এস্থলে তদুল্লেখের কোন প্রয়োজন নাই, ঐ সকল তর্ক প্রয়োজনীয় হইলেও সুবোধ্য নহে, সুতরাং উহারা সাধারণের রুচিকর না হইবারই কথা। অতএব উপস্থিত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য 'ব্যাপ্তি' শব্দটির যাদৃশ পরিচয় অপেক্ষিত হইয়াছে, আমরা ইহার সহিত তাদৃশ পরিচয় করিয়াই আপাততঃ নিরস্ত হইব। তর্কশাস্ত্রে 'ব্যাপ্তি' শব্দের যে যে পারিভাষিক অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে।

"স্যাদ্বাচকো লাক্ষণিকঃ শব্দোঽত্র ব্যঞ্জকস্ত্রিধা।"—

কাব্যপ্রকাশ।

বাচকশব্দের বাচ্যার্থ, লাক্ষণিকশব্দের লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঞ্জকশব্দের ব্যাঙ্গার্থ।

"অর্থো বাচ্যশ্চ লক্ষ্যশ্চ ব্যঙ্গশ্চেতি ত্রিধা মতঃ।
বাচ্যোঽর্থোঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ।
ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যুস্তিস্রঃ শব্দস্য শক্তয়ঃ॥"—

সাহিত্যদর্পণ।

অভিধা (The literal power or sense of a word that conveys to the understanding the meaning which belongs to the word by common consent or convention—সঙ্কেত), লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা (Insinuation) আলঙ্কারিকদিগের মতে শব্দশক্তি এই ত্রিবিধ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অত্যল্প চিন্তাতেই উপলব্ধি হয়, 'সম্বন্ধবিশেষই' তৎসমুদায়ের লক্ষ্য।

জগতের জ্ঞান যে সম্বন্ধাত্মক (Relative), বহুবারই তাহা উক্ত হইয়াছে। 'জগৎ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ হইতে বিদিত হইয়াছি, যাহা গতিশীল, ক্রিয়া বা-পরিবর্ত্তন (change) যাহার নির্দ্দেশ্য রূপ, তাহা 'জগৎ'। ক্রিয়া কি ? অপিচ পরিবর্ত্তনই বা কোন্ পদার্থ ? পরিজ্ঞাত হইয়াছি পূর্বাপরীভূত ক্রমোৎপন্ন ব্যাপারসমূহের নাম 'ক্রিয়া' এবং বর্জ্জন বা ত্যাগপূর্ব্বক অবস্থানের, পূর্ব্বভাব হইতে অপরভাবে গমনের নাম 'পরিবর্ত্তন'। অতএব ক্রিয়া-বা-পরিবর্ত্তনের জ্ঞান পূর্বাপরীভূত-ভাবাত্মক, সন্দেহ নাই।

"পৌর্ব্বাপর্য্যং হি দেশকালকৃতম্।"—

নিরুক্তটিকা।

অর্থাৎ, পৌর্ব্বাপর্য্য দেশ-ও-কাল-কৃত, দৈশিক-ও-কালিক-ভেদে পৌর্ব্বাপর্য্য দ্বিবিধ। ১

বর্জ্জন-বা-ত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান, এক ভাব হইতে ভাবান্তরে সংক্রমণের নাম পরিবর্ত্তন, অতএব পরিবর্ত্তনের রূপ-চিন্তায় ক্রম-ও-যৌগপদ্য বা সমানাধিকরণ্য (Succession, Simultaniety or co-existence) এই সকল পদবোধ্য অর্থের রূপ প্রাকৃতিক নিয়মে অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হইবে। জ্ঞাননিধি পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন ;—

"দ্বাবভ্যুপায়ৌ শব্দানাং প্রয়োগে সমবস্থিতৌ।
ক্রমো বা যৌগপদ্যং বা যৌ লোকো নাতিবর্ত্তত।"—

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ, শব্দ সকলের প্রয়োগে ক্রম (Succession) ও যৌগপদ্য (Simultaniety) এই দুইটি উপায় বিদ্যমান আছে। ক্রম ও যৌগপদ্য অতিক্রমপূর্ব্বক কোনপ্রকার লৌকিক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। মূর্ত্তক্রিয়া সকল (The phenomena of nature) ক্রম-ও-যৌগপদ্য এই দুইটী ভাবে পরস্পর সম্বন্ধ। পাশ্চাত্য চিন্তাশীল পণ্ডিত মিল্

১ "পরত্বঞ্চাপরত্বঞ্চ দ্বিবিধং পরিকীর্ত্তিতম্।
দৈশিকং কালিকঞ্চাপি মূর্ত্ত এব তু দৈশিকম্ ॥"—

ভাষাপরিচ্ছেদ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলিয়াছেন ;—জাগতিক পদার্থসমূহ ক্রম-ও-যৌগপদ্য (Succession and Simultaniety) এই দ্বিবিধ সম্বন্ধে পরস্পর অন্বিত। প্রত্যেক জাগতিক পদার্থ সমানাধিকরণ এবং পুর্ব-ও-পরবর্ত্তী পদার্থান্তরের সহিত সম্বন্ধ। ১

ক্রম-ও-যৌগপদ্য এই শব্দদ্বয়ের অর্থ।

বুঝিয়াছি, জগৎ ক্রিয়া-বা-পরিবর্ত্তনের মূর্ত্তি। 'ক্রিয়া' কোন পদার্থ, পুজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরিকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইয়াছি, গুণভূত (অপ্রধান—অনির্দ্দেশ্য) অবয়বসমূহদ্বারা উপলক্ষিত, সঙ্কলনাত্মিকা-বুদ্ধি-প্রকল্পিত—একভাবে উপলব্ধ ব্যাপারসমূহের নাম 'ক্রিয়া। পরমকারুণিক পূজ্যপাদ মহর্ষি পতঞ্জলিদেব স্বপ্রণীত মহাভাষ্যে ক্রিয়ার স্বরূপ বর্ণন করিবার সময় বলিয়াছেন,—পরমাণু যেরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ নহে, পরমাণুর অস্তিত্ব যেরূপ অনুমানগম্য, প্রত্যক্ষগম্য নহে, অসংখ্য পরমাণু পরস্পর সমাকৃষ্ট, পিণ্ডীভূত-বা-সংহত হইয়া যাবৎ স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থায় সমুপস্থিত না হয়, তাবৎ যেমন ইহা প্রত্যক্ষগম্য হয় না, ক্রিয়াও সেইরূপ অপিণ্ডীভূতাবস্থায়, বহুক্রিয়াক্রম অতিক্রমপুর্বক স্থূলদশায় উপনীত হইবার পূর্বে প্রত্যক্ষগোচর হয় না। অমূর্ত্তক্রিয়া পরমাণুর ন্যায় প্রত্যক্ষের অবিষয়। অতএব আমরা যাহা উপলব্ধি করি, তাহা মূর্ত্ত-বা-সম্মূর্চ্ছিতাবয়ব, তাহা ক্রমোৎপন্ন পূর্বাপরীভূত ব্যাপারসমূহ। এক্ষণে জানিতে হইবে, 'ক্রম' কোন্ পদার্থ? ক্রিয়া যখন ক্রমোৎপন্ন ব্যাপারসমুহ, তখন ক্রিয়ার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, 'ক্রমের' স্বরূপ অগ্রে অবধার্য্য।

'ক্রমু পাদবিক্ষেপে' পাদবিক্ষেপ-বা-গত্যর্থক এই 'ক্রম' ধাতুর

---

১ "The phenomena of nature exist in two distinct relations to one another, that of simultaniety, and that of succession: Every phenomenon is related, in an uniform manner, to some phenomena that co-exist with it, and to some that have preceded or will follow it."

Logic, Vol I. P. 334,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উত্তর ভাব-বা-করণবাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'ক্রম' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। একভাব হইতে ভাবান্তরে বা একদেশ হইতে দেশান্তরে গমন করার নাম 'পাদবিক্ষেপ'।

"ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ।"—

পাং দং কৈ পা ১৩ সূ।

পূজ্যপাদ ভগবান পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, 'ক্রম' ক্ষণপ্রতিযোগী। ভগবান্ বেদব্যাস 'ক্ষণপ্রতিযোগী' এই বিশেষণ পদটির অর্থ করিয়াছেন,—

'ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা।

ক্ষণের—সূক্ষ্মতম কল্পিত কালাংশের আনন্তর্য্য—অব্যবহিতত্ব বা অন্তররাহিত্য (Absence of interval) হইয়াছে আত্মা—ধর্ম্ম যাহার, তাহা 'ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা'। একটি ক্ষণের পর অন্য এক ক্ষণ আসিতেছে, তৎপরে অন্য এক ক্ষণ, তৎপরে আবার অন্য এক ক্ষণ, এইরূপে অনন্তক্ষণপ্রবাহ চলিতেছে। ক্রমবান্ ব্যতীত ক্রম নিরূপিত হইতে পারে না, এবং একটি ক্ষণেরও ক্রম হইতে পারে না, অতএব 'ক্রম' ক্ষণপ্রতিযোগী—ক্ষণপ্রতিসম্বন্ধী—ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা, 'ক্রম' ক্ষণ-প্রচয়াশ্রয়। ক্রমের দ্বিতীয় বিশেষণ—

'পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ'—

অর্থাৎ, 'ক্রম' পরিণামের অপরান্ত—অবসান—চরমাবয়ব (End) —দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। ১ এক বৎসর ব্যাপিয়া আমি এক-

---

১ কালের (Time) লক্ষণ করিবার সময় বিদেশীয় পণ্ডিত সালী (Sully) যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকবৃন্দের সমীপে প্রার্থনা, উপর্য্যুক্ত শাস্ত্রীয় বচনসমূহের সহিত ইহার সাদৃশ্য বিচার করিবেন।

The perfect representation of time involves a combination of the two kinds of representation just described. Time is for us a succession of events having individually and collectively a certain duration. Just as we only clearly intuit a certain length of space, or distance, when this is marked off or defined by two tangible or visible objects : So the distinct representation

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

খানি বস্ত্র পরিধান করিতেছি, একবৎসর পরে, একদিন হঠাৎ হস্তস্পর্শমাত্রেই মদীয় পরিধেয় বসনের কিয়দংশ বিগলিত হইয়া গেল। আমি তখন বুঝিলাম, ইহা জীর্ণ হইয়াছে। একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধি হইবে, এই জীর্ণতা একদিনে হয় নাই, বস্ত্রখানি যে ক্ষণে বস্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছে, সেইক্ষণ হইতেই ইহার পাকক্রিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে। বস্ত্রখানির জীর্ণতা সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম ইত্যাদি অবস্থা অতিক্রমপূর্বক যখন স্থূলদশায় সমুপস্থিত হইল, আমি তখনই বুঝিলাম, ইহা জীর্ণ হইয়াছে। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা গেল, পরিণামমাত্রেই ক্রমোৎপন্ন-ব্যাপারসমূহ, পরিণামের অপরান্ত ও অবসান দ্বারা ক্রম-পৌর্বাপর্য্য অনুমিত হইয়া থাকে, এবং 'ক্রম'—ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা—পূর্বাপরীভাব। ১

'ক্রম' (Succession) কোন্ পদার্থ, শাস্ত্রকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা বুঝিলাম, তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে, ক্রিয়ামাত্রেই অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক, অন্যোন্যজননবৃত্তিক, অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক ও অন্যোন্যাশ্রয়বৃত্তিক সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পরিণাম, জাগতিক পদার্থ মুহূর্ত্তকালও একভাবে—পরিবর্ত্তিত না হইয়া অবস্থান করিতে পারে না, জগৎ নিত্যপ্রবৃত্তিস্বভাব ; আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি, এই ত্রিবিধ প্রাকৃতিক

---

of any duration involves that of two defining points, a beginning and an end. And the representation of a time series is incomplete without that of the time intervals between the successive members of the series."—

Outlines of Psychology, 6th Edition, P. 262.

১ "ন জাতু ক্রমঃ ক্রমবন্তমন্তরেণ শক্যো নিরূপয়িতুং ন চৈকস্যৈব ক্ষণস্য ক্রমঃ তস্মাৎ ক্ষণপ্রচয়াশ্রয়ঃ পরিশিষ্যতে তদিদমাহ ক্ষণানন্তর্য্য ইতি।"—

বাচস্পতিমিশ্রকৃতটীকা।

"ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা—ক্ষণানন্তর্য্যধর্ম্মকঃ আনন্তর্য্যং চাব্যবধানং ক্রমস্তু পূর্ব্বাপরীভাবঃ।"— যোগবার্ত্তিক।

"ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা পরিণামস্যাপরান্তেনাবসানেন গৃহ্যতে ক্রমঃ।—"

যোগসূত্রভাষ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরিণামের সামান্য নাম—সাধারণ সংজ্ঞা 'প্রবৃত্তি'; আবির্ভাবের পর তিরোভাব, তৎপরে স্থিতি (Pause), পরিস্পন্দনাত্মিকা ক্রিয়া বা গতি (Motion) মাত্রের ইহাই স্বরূপ ; ঘাত, প্রতিঘাত ও বিরাম সকল ক্রিয়াই এই নিয়মে সংঘটিত হয়। 'ক্রিয়া' এই শব্দদ্বারা আমরা যৎপদার্থকে লক্ষ্য করিয়া থাকি, তাহা আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি, এই ত্রিবিধ পরিণামের সমুহ-বা-সমাহারাত্মক, বুদ্ধিগ্রাহ্য পরিচ্ছেদ (Demarkation)

"ক্রমো হি ধর্ম্ম কালস্য ০ ০ ০।"—

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ, 'ক্রম' (Successsion) কালধর্ম্ম। 'ক্রম কালধর্ম্ম' এই কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত আমরা শ্রুতিনির্দিষ্ট কাল-লক্ষণটী একবার স্মরণ করিব। শ্রুতি বলিয়াছেন '—

"সূর্য্যোমরীচিমাদত্তে সর্বস্মাদ্ভুবনাদধি।
তস্যাঃ পাকবিশেষেণ স্মৃতং কালবিশেষণম্ ॥"

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

ভাবার্থ।

বীজ হইতে অঙ্কুর হইতেছে, অঙ্কুরহইতে কাণ্ড জন্মিতেছে, কাণ্ড পত্র পুষ্পাদি উৎপাদন করিতেছে, পুষ্প ফলরূপে পরিণত হইতেছে, ফল হইতে পুনর্বার বীজ উৎপন্ন হইতেছে, মানব যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেই দিকেই এইরূপ পরিণাম-প্রবাহের আবর্ত্ত সন্দর্শন করে। প্রত্যেক জাগতিক পদার্থই যে প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, কেন এরূপ হয় ? কেন জগৎ অবিরাম পরিবর্ত্তন-স্রোতে ভাসিয়া যায় ? শ্রুতিদেবীকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বুঝাইলেন, জগতের এই অবিরাম পরিবর্ত্তনের কারণ—'সূর্য্যরশ্মি' সূর্যের সন্তাপনী শক্তি (Heating effect of the sun's rays)। সূর্য্যদেব স্বীয় সন্তাপনী শক্তিদ্বারা জগৎকে নিরন্তর সন্তাপিত করিতেছেন, জগৎ যে নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সূর্য্যের এই পাকক্রিয়াই তাহার কারণ। তণ্ডুলাদি দ্রব্য সকল, অগ্নি সন্তাপে পক্ক হইয়া অন্নাদিরূপে পরিণত হয়, জল অগ্নিসন্তপ্ত হইলে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাষ্পাকার ধারণ করে। প্রত্যেক ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনই এইপ্রকার সূর্য্যমরীচি-বা-তাপকৃত পাকবিশেষ। যেখানে পরিবর্ত্তনের ছবি নয়নে পতিত হইবে, সেইখানেই সূর্য্যের সন্তাপনী শক্তিকে তাহার হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিতে হইবে।১ কোন দ্রব্যকে যখন উত্তাপিত করা হয়, তখন উত্তাপিত দ্রব্যে তাপের তারতম্যানুসারে দ্বিবিধ ক্রিয়া হইয়া থাকে। ১ম, উত্তাপিত বস্তুর অণুপুঞ্জের পরিস্পন্দন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২য়, উহার আণবিক বিশেষণ-ক্রিয়া সংঘটিত হয়—উত্তাপিত বস্তুর আণবিক আকর্ষণ শক্তি(Cohesion) শিথিল হয়, দ্রব্যের ধর্ম্ম, লক্ষণ-ও-অবস্থাগত পরিণাম হয়, ইহারই নাম 'পাকক্রিয়া'। শ্রুতি তা'ই বুঝাইয়াছেন, সূর্য্যমণ্ডল ভুবনস্থ ভূতজাতোপরি তাপ প্রদান করাতে যে পাকক্রিয়া হইতেছে, সেই পাকক্রিয়ার তারতম্যানুসারে ক্ষণমুহূর্ত্তাদি কলনাত্মক কালের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব কলনাত্মক কাল ও মূর্ত্তক্রিয়া এক পদার্থ। পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, ক্রিয়া ক্রমজাত, পূর্ব্বাপরীভূতাবয়ব সমূহাত্মিকা। ক্রম (Succession) ক্রিয়ার

---

১ সবিতা সূর্য্যের একটী নাম। সবিতা সূর্য্যের পর্য্যায় হইয়াছে কেন, যিনি তাহা অবগত আছেন, বেদভক্ত, বেদজীবন, আর্য্যদিগকে সূর্য্যের উপাসনা করিতে দেখিয়া, তিনি কখন বিস্মিত হইবেন না, অসভ্য বর্ব্বরজ্ঞানে উপেক্ষা করিবেন না। সূর্য্য হইতেই যে জগৎ প্রসূত হইয়াছে, বর্ত্তমানকালের অভ্যুদয়শীল বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"Since the sun is the first cause of life on our globe, since he is as we have proved, the origin of life, feeling and thought, since he is the determining cauce of the existence of everything possessing organization upon the earth, why may we not hold that the rays which the sun pours upon the earth and the other planets are nothing else than the emanations from these souls ? that they are emissions from the pure spirits dwelling in the central star, directed towards us, and the other planets, under the visible form of rays ?"—

The Day after Death, P. 105-106.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধর্ম্ম, কলনাত্মক কাল ও ক্রিয়া বুঝিলাম—সমানপদার্থ, অতএব সিদ্ধান্ত করিতে পারি 'ক্রম' কালধর্ম্ম, ক্রমের রূপ কলনাত্মক কাল-বা-ক্রিয়া-জ্ঞানের নিয়ত অনুষক্ত, কলনাত্মক কাল-বা-ক্রিয়ার রূপ চিন্তা করিতে যাইলেই ক্রমের কালকৃত পৌর্ব্বাপর্য্যের রূপ নয়নে পতিত হইয়া থাকে।

ক্রিয়াজ্ঞানে ক্রমের (Succession) রূপ ভিন্ন, একটু চিন্তা করিলে প্রতীতি হইবে, অপর একটি পদার্থের রূপ বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে। সে পদার্থটি কি ? সেটি যৌগপদ্য (Simultaniety)। যৌগপদ্যের রূপদর্শন না হইলে শুদ্ধ ক্রমের রূপদ্বারা কোনপ্রকার জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না।

যৌগপদ্য কোন্ পদার্থ ?

'যৌগপদ্য' শব্দটি 'যুগপৎ' শব্দের উত্তর 'ণ্য' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'যু মিশ্রণাদৌ' মিশ্রণার্থক এই 'যু' ধাতুর উত্তর 'গপতক্' অথবা 'যুগ' শব্দপূর্বক 'পয় গতৌ' গত্যর্থক এই 'পয়' ধাতুর উত্তর 'ডৎ' প্রত্যয় করিয়া, অথবা 'যুগ' শব্দপূর্বক 'পদ' ধাতুর-উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিয়া 'যুগপদ্' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে।

এককালে যুত বা মিলিত, এককালে দুইএর প্রাপ্তি, গতি বা জ্ঞান 'যুগপদ্' শব্দটির উদ্ধৃত ব্যুৎপত্তি হইতে এই অর্থ পরিগ্রহ হয়। ১

"যুগপদেকদা।"—

অমরকোষ।

অর্থাৎ, 'যুগপদ্' একদা—এককালে (Simultaneously, at the same time) এই অর্থের দ্যোতক।

পূজ্যপাদ গদাধর শিরোমণি বলিয়াছেন,—এককালবৃত্তিত্বের—অনেকের একক্ষণ-সম্বন্ধের নাম 'যৌগপদ্য'। ২

---

১ "যুবন্ত্যস্মিন্ কালে। যু মিশ্রণাদৌ গপতক্ প্রত্যয়ঃ। যুগং পয়তেঽস্মিন্। পয় গতৌ দৎ-প্রত্যয়ঃ। একস্মিন্ কালে।"

অমরকোষটীকা।

২ 'এককালবৃত্তিত্বম্'।

গং, সৎপ্রতিপক্ষ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"ইদমত্রেতি ভাবনামভাবনাং চ কল্প্যতে।"—

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ, ইহা এই স্থানে—এই আধারে আছে বা নাই, ভাবাভাব দ্বিবিধ পদার্থ চিন্তাতেই এইরূপ আধারশক্তির দিকে সকলের দৃষ্টি পতিত হয়। কোন বস্তুই যখন একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, আমরা যাহাকে 'বিনাশ' বলি, তাহা যখন স্থূলাবস্থা হইতে সূক্ষ্মাবস্থায় গমনের ভাব, তখন পরিবর্ত্তনাত্মক বস্তুজাত যে একটি স্থির বা অপরিবর্ত্তনীয় আধারে ধৃত হইয়া বিদ্যমান থাকে, তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। মৃত্যু বা বিনাশ বিকারের পরে বিনষ্ট পদার্থের আর অস্তিত্ব থাকে না যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, বর্ত্তমান কালই সৎ যাঁহাদের এইরূপ ধারণা তাঁহাদিগকেও পরিণামিবস্তুজাতের ধারক অপেক্ষাকৃত স্থির বা স্থিতিশীল কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। যে কালকে আমরা 'বর্ত্তমান' এই নাম দ্বারা লক্ষ্য করিয়া থাকি, তাহাও ক্রমোৎপন্ন পূর্ব্বাপরীভূতাবয়ব অসংখ্য ক্রিয়াসমূহ। 'বৃক্ষ হইতে পত্র পতিত হইতেছে'। আরব্ধক্রিয়ার পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত বর্তমানকালের সীমা, সুতরাং 'পতিত হইতেছে' ইহা একটি বর্তমান ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত, সন্দেহ নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, 'পতিত হইতেছে' এই ক্রিয়ার কোন্ অবস্থাকে 'বর্তমান' বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে? উপক্রমাদি অপবর্গান্ত ক্রিয়া বা বর্তমান নামে লক্ষ্য কালও অসংখ্য পূর্ব্বাপরীভূত সূক্ষ্মক্রিয়াক্রমসমষ্টি। যাহাকে বর্তমান বলিয়া ধরিতে যাই, সেই ত অতীতের গর্ভে প্রবেশ করে। বৃন্ত হইতে প্রচ্যুত পত্রের ভূমিতে সংলগ্ন হওয়া ব্যাপারে বর্তমান কাল বা বর্তমান ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয় কৈ? যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহা অতীত কাল বা অতীত ক্রিয়া। পত্রটি বৃক্ষ ও ভূমি এই উভয়ের মধ্যবর্তী পথ বা অবকাশের যতদূর অতিক্রম করিয়াছে, ততদূর পতিত-পথ, তৎসংযুক্ত কাল পতিত-কাল, এবং যে পথ বা অবকাশ অতিক্রম করিতে অবশিষ্ট আছে, তাহা পতিতব্য-পথ বা পতিতব্য অবকাশ, তৎসংযুক্ত কাল, পতিতব্য কাল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, বৃক্ষ ও ভূমি এতদুভয়ের মধ্যবর্তি-পথের পতিত ও পতিতব্য এই অংশদ্বয়ের অতিরিক্ত অংশ কোথা, যদংশ সংযুক্ত কাল-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বা ক্রিয়াকে বর্তমান নামে অভিহিত করা যাইবে ?

আবার ইহাও জ্ঞাতব্য বিষয়, বর্তমান না থাকিলেই বা অতীত ও অনাগত থাকিবে কিরূপে ? বর্তমানের জ্ঞান ব্যতিরেকে অতীতানাগতের জ্ঞান হওয়া কি সম্ভব ?

"তয়োরপ্যভাবো বর্ত্তমানাভাবে তদপেক্ষত্বাৎ।"—

ন্যায়দর্শন ১।২।৩৪।

ভগবান্ গোতম উদ্ধৃত সূত্রটীর দ্বারা বুঝাইয়াছেন, বর্ত্তমানের অভাবে অতীতানাগতেরও অভাব হইবে,বর্ত্তমানের অস্তিত্ব অসিদ্ধ হইলে অতীতানাগতের অস্তিত্ব অসাধ্য হইবে, কারণ অতীতানাগত বর্ত্তমানাপেক্ষ।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন মুনি উত্থিত সংশয়-নিরসনার্থ বলিয়াছেন—

"ক্রিয়াদ্রব্যয়োঃ সম্বন্ধং গৃহ্লাতি বর্ত্তমানঃ।"

বাৎস্যায়নভাষ্য।

অর্থাৎ, ক্রিয়া ও তদাশ্রয় দ্রব্য এই উভয়ের সম্বন্ধদ্বারা বর্ত্তমান লক্ষিত হইয়া থাকে। পত্র পতন-ক্রিয়ার আশ্রয়। পতন-ক্রিয়াশ্রয় পত্রটী যাবৎ পতন-ক্রিয়াশূন্য না হইবে, তাবৎ ইহা পতিত হইতেছে, এই বর্ত্তমান-ক্রিয়াপদানুষক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইবে। এতদ্বারা কি বুঝিলাম ? বুঝিলাম, স্থির আলম্বন বা আধারের জ্ঞান ব্যতীত ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের জ্ঞান হইতে পারে না, বুঝিলাম, নিয়তপরিবর্ত্তনশীল পদার্থজাতের একটী স্থির আধার আছে, ক্রিয়া-বা-পরিবর্ত্তন নিরাধার থাকিতে পারে না। বিদেশীয় চিন্তাশীল পণ্ডিত মার্টিনিউ (Martineau) বলিয়াছেন, উপলব্ধিমাত্রেই 'দ্বৈত'। একটি পদার্থ জানিতে যাইলে দুইটি পদার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সে দুইটি পদার্থ কি ? একটি পরিবর্ত্তন বা পূর্ব্বাপরীভূতাবয়বসমুহাত্মিকা ক্রিয়া (Change), অপরটি স্থিতিশীল আধার।১ পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও বলিয়াছেন, পরিবর্ত্তন

১ "In all such instances it is a direct consequence of the *duality* of intellectual apprehension, that in knowing one thing you must know two : that in so far as one is a change, the other is a permanent."—*The Study of Religion, Vol. I. P. 121.*

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(Change) সমূহের অন্তরে কোন অপরিবর্ত্তনীয় আধার আছে।১

সামানাধিকরণ্য শব্দটির অর্থ।

সমান+অধিকরণ = সমানাধিকরণ। সমানাধিকরণ+ণ্য = সামানাধিকরণ্য। সমানাধিকরণের ভাব 'সামানাধিকরণ্য'। অধিকরণ = আশ্রয়। অতএব, সমানাধি করণ শব্দটি 'সমান-বা-একাশ্রয়' এই অর্থের বাচক। 'সামানাধিকরণ্য' শব্দেরও তাহা হইলে, অর্থ হইতেছে, সমান-বা একাশ্রয়ের ভাব, সমান-বা-একাশ্রয়বৃত্তিত্ব।

অধিকরণ শব্দের অর্থ ইহার প্রকারভেদ।

"আধারোঽধিকরণম্।"—

পা ১।৪।৪৫।

অর্থাৎ, কর্তৃ-কর্ম্মদ্বারা তন্নিষ্ঠ ক্রিয়ার আধার = অধিকরণ। ২

"অধিকরণং ত্রিঃপ্রকারম্। ব্যপকমৌপশ্লেষিকং বৈষয়িকমিতি।"—

(সংহিতায়ম্। পা ৬।১।৭২, এই সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।)

অর্থাৎ, অধিকরণ ব্যাপক, ঔপশ্লেষিক ও বৈষয়িক ভেদে ত্রিবিধ। ৩

---

১ "So that among all the changes there is something permanent."—

Principles of Psychology, Vol, II. P. 481.

২ "আধ্রিয়ন্তেঽস্মিন্ ক্রিয়া ইত্যাধারঃ। কর্ত্তৃকর্মণোঃ ক্রিয়াশ্রয়ভূতয়োর্ধারণক্রিয়াং প্রতি য আধারস্তৎকারকমধিকরণসংজ্ঞং ভবতি।"

কাশিকা।

অর্থাৎ, আধৃত হয় ক্রিয়া যাহাতে তাহা আধার। ক্রিয়াশ্রয়ভূত কর্ত্তৃকর্মের ধারণক্রিয়ার প্রতি যাহা আধার, তৎকারকের নাম অধিকরণ।

"কর্ত্তৃকর্মান্তরদ্বারা ক্রিয়াশ্রয়ত্বে সতি তত্ক্রিয়োপকারকত্বম্ অধিকরণত্বমিতি নৈয়ায়িকাঃ। সারমঞ্জরী।

৩ "অধিকরণং ত্রিধা। ঔপশ্লেষিকং বৈষয়িকমভিব্যাপকঞ্চেতি।"

—মঞ্জুষা।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বোপদেব গোস্বামী সামীপ্য (সমীপ্যের ভাব), আশ্লেষ (একদেশসম্বন্ধ), বিষয় (প্রতিপাদ্যাদি) ও ব্যাপ্তি (সাকল্যসম্বন্ধ) আধারকে এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আপাতদৃষ্টিতে অধিকরণের ঔপশ্লেষিকাদি ত্রিবিধ ভেদ উপলব্ধ হয় বটে, কিন্তু অত্যল্প চিন্তাতেই বুঝিতে পারা যায়, উপশ্লেষ তিনেই আছে। পুজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন,উপকারের—সম্বন্ধের ভেদ-নিবন্ধন অধি-

---

"সামীপ্যাশ্লেষবিষয়ৈ র্ব্যাপ্ত্যাধারশ্চতুর্ব্বিধঃ।"

—মুগ্ধবোধ।

সুপদ্মব্যাকরণপ্রণেতা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাভদত্তের মতেও আধার, সামীপ্যক, বৈষয়িক, অভিব্যাপক ও ঔপশ্লেষিক এই চতুর্ব্বিধ।

"আশ্রয়োঽধিকরণসংজ্ঞ্যং স্যাৎ। স চ স্যামীপ্যকো বৈষয়িক অভিব্যাপক এব চ। ঔপশ্লেষিক ইত্যেবং স্যাদাধারশ্চতুর্ব্বিধঃ॥"

—সুপদ্মব্যাকরণ।

কলাপব্যাকরণের টীকাকার বলিয়াছেন, ঔপশ্লেষিক, অভিব্যাপক, বৈষয়িক-ও-সামীপিক-ভেদে আধার চতুর্ব্বিধ। টীকাকার মহাভাষ্যোপজীবী বাক্যপদীয় বা হরিকারিকার মত স্বীয় টীকাতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। পঞ্জীকার ও কবিরাজ, ইঁহারা মহাভাষ্য ও তদুপজীবী বাক্যপদীয়ের মতের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। পঞ্জী-কার বলিয়াছেন—"স আধারস্ত্রিবিধঃ ঔপশ্লেষিকোঽভিব্যাপকো বৈষয়িকশ্চেতি।"

"আধ্রিয়ন্তে ক্রিয়া যস্মিন্নিত্যাধার ইতি বৃত্তিঃ। আধ্রিয়ন্তে আতিষ্ঠন্তি ক্রিয়া যস্মিন্নিত্যর্থঃ।"—

কবিরাজ।

অর্থাৎ, আধৃত হয় ক্রিয়া যাহাতে, তাহা 'আধার,' আধার শব্দটীর এই বুৎ-পত্তিলভ্য অর্থ হইতে সাধারণজ্ঞানে আধারের যে রূপ পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তাহা ইহার মূর্ত্তধারকত্বের (Solid, material or physical support) রূপ কিন্তু আধার বা অধিকরণ শব্দটী কেবল এই অর্থেই ব্যবহৃত হয় না, আধারের এই স্থূলরূপই পূর্ণরূপ নহে। অধিকরণ বা আধারের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বৈয়াকরণশিরোমণি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"কর্ত্তৃকর্ম্মব্যবহিতামসাক্ষাৎ ধারয়ৎ ক্রিয়াম্।
উপকুর্ব্বৎ ক্রিয়াসিদ্ধৌ শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্।"—

অর্থাৎ যাহা পরম্পরাসম্বন্ধে (Indirectly) ক্রিয়ার ধারক—ক্রিয়ার আশ্রয়, কর্ত্তৃকর্মব্যবহিত ক্রিয়াকে অসাক্ষাৎভাবে ধারণপূর্ব্বক যাহা ক্রিয়াসিদ্ধির উপকার করে, তাহা 'অধিকরণ'। সাক্ষাৎ ক্রিয়াশ্রয়কর্ত্তৃ-বা-কর্মশক্তি,অধিকরণদ্বারা ধৃত না হইলে কোনরূপ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করণের ঔপশ্লেষিকাদি ত্রিবিধ ভেদের ব্যবহার হইয়াছে। 'তিলে তৈল আছে,' 'আকাশে পক্ষিগণ উড়িতেছে,' 'রাম কটে (তৃণাসন—মাতুর, A straw mat) আসীন আছেন,' এই বাক্যত্রয় যথাক্রমে ব্যাপকাধিকরণ, বৈষয়িকাধিকরণ-ও-ঔপশ্লেষিকাধিকরণের দৃষ্টান্ত। 'তিলে তৈল আছে,' এ স্থলে সমবায়ি-তিলে সমস্তাবয়বব্যাপ্তিকরণক উপশ্লেষ (সম্বন্ধ) 'আকাশে পক্ষিগণ উড়িতেছে' এস্থলে আকাশের তাত্ত্বিক-অবয়ব না থাকিলেও কল্পিত দেশাপেক্ষায় অন্যতর উপশ্লেষ, এবং 'কটে আসীন আছেন' এস্থলে সংযোগী আধারে কতিপয়াবয়বব্যাপ্তিকরণক উপশ্লেষ উক্ত হইয়াছে। 'তিলে তৈল আছে' এখানে তিলকৃত অবিনাশ 'উপকার', তিল বিনষ্ট হইলেই, তৈল বিনষ্ট হয়; 'পর্য্যঙ্কে বা খট্বাতে শয়ান আছে' এখানে শয়ান-বা-শয়নকারি-পুরুষের গুরুত্ব-প্রতিবন্ধে পর্য্যঙ্কের স্বতন্ত্রতা—মাধ্যাকর্ষণাভিভবকর্ত্তৃতা, 'উপকার'; 'আকাশে পক্ষিগণ উড়িতেছে' এখানে দিগ্বিশেষসম্বন্ধহেতু অপরিবর্ত্তন 'উপকার'। অতএব দেখা যাইতেছে, সংযোগি-সমবায়ি-পদার্থ সকলের উপকার-বা-সম্বন্ধ-ভেদবশত'ই ত্রিবিধ অধিকরণের ব্যবহার হইয়াছে। ১

---

১ "উপশ্লেষস্য চাভেদস্তিলাকাশকটাদিষু।
উপকারাস্তু ভিদ্যন্তে সংযোগিসমবায়িনাম্ ॥
অবিনাশো গুরুত্বস্য প্রতিবন্ধে স্বতন্ত্রতা।
দিগ্বিশেষাদবচ্ছেদ ইত্যাদ্যা ভেদহেতবঃ ॥"—

বাক্যপদীয়।

"উপকারঃ সম্বন্ধঃ তদ্ভেদাত্তু চিত্রেন ব্যবহারঃ। কটে আস্তে ইত্যাদৌ সংযোগিন্যাধারে কতিপয়াবয়বব্যাপ্ত্যৈব সম্বন্ধঃ। তিলেম্বিত্যাদৌ সমবায়িনি সমস্তাবয়বব্যাপ্ত্যা সঃ। খে শকুনয় ইত্যত্রাকাশস্য তাত্ত্বিকাবয়বাভাবেন কল্পিতদেশত্বাদ্বৈষয়িকং কল্পিতদেশাপেক্ষয়া চাত্রাপ্যুক্তান্যতর উপশ্লেষঃ। • • • উপকারানাহাবিনাশ ইত্যাদি। অবিনাশস্তিলকৃত উপকারস্তৈলস্য তিলবিনাশে হি তৈলং বিকীর্ণং নশ্যেৎ। পর্যঙ্কে শেত ইত্যাদৌ গুরুত্বস্য প্রতিবন্ধে পর্যঙ্কস্য স্বতন্ত্রতোপকারঃ। খে শকুনয় ইত্যাদৌ দিগ্বিশেষসম্বন্ধান্ খাপরিবর্ত্তনমুপকারঃ।"—

মঞ্জুষা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গদাধর শিরোমণি বলিয়াছেন,—

"আধারাধেয়ভাবশ্চ ন সংযোগাদিরূপসম্বন্ধাত্মকঃ। কুণ্ডাদি-সংযোগিনো বদরাদেরপি কুণ্ডাধারতাপ্রসঙ্গাৎ। অপি তু পদার্থান্তমেব।"
ব্যুৎপত্তিবাদ।

অর্থাৎ, আধারাধেয়ভাব (Relation of the support or recipient upon the thing received or supported) সংযোগাদিরূপ সম্বন্ধাত্মক নহে। আধারাধেয়-ভাবকে সংযোগাদিরূপ সম্বন্ধাত্মক বলিয়া স্বীকার করিলে আধেয়ের আধারত্বপ্রসঙ্গ হইতে পারে। 'কুণ্ডে (A bowl-shaped vessel) বদর আছে' এই বাক্যে 'কুণ্ড' আধার এবং 'বদর' আধেয়। আধারাধেয়ভাবকে যদি সংযোগাদিরূপ সম্বন্ধাত্মক বলা হয়, তাহা হইলে, আধেয় বদরকে কুণ্ডের, (সংযোগসম্বন্ধনিবন্ধন—কুণ্ড ও বদরের পরস্পর সংযোগসম্বন্ধ আছে এইজন্য), আধার বলিবার কোন আপত্তি হইতে পারে না। সংযোগাদিরূপ-সম্বন্ধই, যদি আধারাধেয়ভাববোধ্য অর্থ হয়, তাহা হইলে, সংযোগিপদার্থদ্বয়ের যে কোন-টিকে আধার-বা-আধেয়রূপে গ্রহণ করিবার বাধা হইতে পারে না। অতএব আধারাধেয়ভাব পদার্থান্তর।

সম্বন্ধতত্ত্ব।

'জগতের জ্ঞান সম্বন্ধাত্মক,' 'চিন্তনব্যাপার একের সহিত অপরের সম্বন্ধনির্ণয়াত্মক' (We think in relations), 'ব্যাপ্তি' শব্দটি সম্বন্ধবিশেষের বাচক, 'সম্বন্ধ' কথাটির আমরা এইরূপে বহুশঃ ব্যবহার করিয়াছি। 'যুক্তি' কাহাকে বলে, বুঝিতে গিয়া 'ব্যাপ্তি' কোন্ পদার্থ তদবধারণ আবশ্যক হইয়াছে, ব্যাপ্তির স্বরূপাবধারণ করিতে যাইয়া বুঝিয়াছি, 'ক্রম' (Succession) ও 'যৌগপদ্য' (Simultaniety) এই পদদ্বয়বোধ্য-অর্থের পরিচয় ব্যতিরেকে ব্যাপ্তির স্বরূপনির্ণয় হইবে না; 'ক্রম'-ও-'যৌগপদ্য' এই পদদ্বয়ের অর্থ চিন্তা করিয়া উপলব্ধি হইয়াছে, 'সামানাধিকরণ্য' কোন্ পদার্থ, তাহা অবগত না হইলে, ব্যাপ্তির স্বরূপ নিরূপিত হইবে না, ক্রম এবং যৌগ-পদ্যেরও প্রকৃত অর্থ পরিগ্রহ হইবে না। 'সামানাধিকরণ্য' শব্দটি, অবগত হইয়াছি, 'সমানাধিকরণ' শব্দের উত্তর 'ণ্য' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়াছে। সমান+অধিকরণ=সমানাধিকরণ ; সমানাধিকরণের ভাব =সামানাধিকরণ্য ; অতএব বলা বাহুল্য, সামানাধিকরণ্যের অর্থবোধ অধিকরণপদার্থ-বোধাধীন।

'যুক্তি' কাহাকে বলে চিন্তা করিতে যাইয়া যে কারণ-বশতঃ আমাদের চিন্তা-স্রোত ক্রমশঃ অধিকরণপদার্থপর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে, একটু ভাবিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে, তাহাও সম্বন্ধতত্ত্বমূলক। যে সম্বন্ধনামক পদার্থের এতাদৃশী প্রয়োজনবত্তা, আমরা এক্ষণে সেই সম্বন্ধপদার্থের স্বরূপ চিন্তা করিব।

'সম্' উপসর্গ পূর্ব্বক 'বন্ধ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'সম্বন্ধ' পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বন্ধ' ধাতুর অর্থ বন্ধন করা (বাঁধা, To bind or tie together, unite, join, connect), 'সম্বন্ধ' শব্দটির সুতরাং ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ হইল, বন্ধনের ভাব, সংসর্গ, সন্নিকর্ষ (Connection, union, relation)।

সম্বন্ধঃ কারকেভ্যোহন্যঃ ক্রিয়াকারকপূর্বকঃ।
অশ্রুতায়াং শ্রুতায়াং বা ক্রিয়ায়ামভিধীয়তে।"

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ সম্বন্ধ কর্তৃ-কর্মাদি-কারকহইতে ভিন্ন পদার্থ ইহা ক্রিয়া-কারকপূর্বক—ক্রিয়ামূলক। ক্রিয়া ব্যতিরেকে সম্বন্ধঃ উপপন্ন হয় না, ক্রিয়াই নিঃশ্রয়ণীর ন্যায় (সোপানবৎ, Like a ladder or stair-case) সিদ্ধস্বভাব দ্রব্যদ্বয়ের অথবা দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ করিয়া থাকে। ক্রিয়াকারকভাবসম্বন্ধ কারণ (Original), শেষসম্বন্ধ ফলভূত (Derivative)। ১ 'রাজপুরুষ' এই শব্দটির অর্থ চিন্তা করিলে, আমরা বুঝিতে পারি—রাজার সহিত লক্ষিত পুরুষের অবশ্য সম্বন্ধ আছে। এক্ষণে দেখা যাউক, রাজা-ও-লক্ষিত বা উদ্দিষ্ট পুরুষ এই উভয়কে কে সম্বন্ধ করিয়াছে এবং এই সম্বন্ধের স্বরূপই বা কি ? অত্যল্প চিন্তাতেই হৃদয়ঙ্গম হইবে, দান-প্রতিগ্রহাদি ক্রিয়াকারকত্ব পরস্পরকে সম্বন্ধসূত্রে

---

১ "সিদ্ধস্বভাবানাং দ্রব্যাণাং তাং (ক্রিয়াং) বিনা পরস্পরসম্বন্ধাভাবাৎ। ক্রিয়া হি নিঃশ্রয়ণীব সম্বন্ধং করোতি। ০ ০ ০ ক্রিয়াকারকভাবসম্বন্ধঃ কারণং শেষসম্বন্ধস্তু ফলভূতঃ।"— মঞ্জুষা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

বদ্ধ করিয়াছে এবং উপকার্য্যোপকারকভাবই এই সম্বন্ধের স্বরূপ। রাজা লক্ষিতপুরুষকে অন্নধনাদি দান করেন, লক্ষিতপুরুষের অভাব-মোচন করেন, পুরুষও যথাশক্তি, কায়-মনঃ-ও বাক্যদ্বারা রাজার প্রত্যুপকার করে, তা'ই রাজার সহিত উক্ত পুরুষের সম্বন্ধ হইয়াছে। ১

ক্রিয়া-বা-পরিবর্ত্তন (change) যে জগতের রূপ, ঈপ্সিতরূপে নিশ্চিতপদার্থের গ্রহণার্থ এবং অনীপ্সিতরূপে নির্ণীতপদার্থের ত্যাগের জন্যই যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, কোন জাগতিক পদার্থই যে পূর্ণ নহে, জগতের উপাদান কারণ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ও যে ইতরেতরাশ্রয়ী —পরস্পরসাহায্যসাপেক্ষ, আমরা বহুবারই এই সকল কথা বলিয়াছি। সম্বন্ধতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, বহুশঃ উক্ত ও বিজ্ঞজনসুপরিচিত এই কথাগুলি একবার স্মরণ করিতে হইবে।

রাসায়নিক পণ্ডিতগণের উপদেশ, যে বস্তুদ্বয় রাসায়নিক ধর্ম্ম-সম্বন্ধে পরস্পর যত বিষম, তদ্বস্তুদ্বয়ের অন্যোন্য-সংযুযুক্ষা তত প্রবল।২

---

১ "যথা রাজ্ঞঃ পুরুষ ইত্যত্ররাজপুরুষৌ কর্ত্তৃসংপ্রদানরূপাবভূতাং রাজা পুরুষায় দদাতীতি।"— মঞ্জূষা।

২ "Sir Humphrey Davy, in his admirable paper on Galvanism, endeavoured of show that substances having an affinity for each other are in different states of electricity ; the one plus and the other minus ; thnt the more intensely these two different states exist in two bodies, the stronger is their affinity for each other ; and that in order to decompose a compound, or to put an end to the union between its constituents, we have only to bring them into the same electrical state."—

A System of Chemistry of Inorganic Bodies by T. Thomson, M. D. P. 36

অর্থাৎ স্যার হম্‌ফ্রী ডেভী তাঁহার তাড়িতাকর্ষণসম্বন্ধীয়, প্রশংসনীয় প্রবন্ধে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, যে সকল বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে অন্যোন্য-সংযুযুক্ষা —ইতরেতর-সংসক্তি আছে, তাহারা বিভিন্নতাড়িতাত্মক, তাহাদের মধ্যে একটা ধনতাড়িতধর্মী, অন্যটী ঋণতাড়িতধর্মী। এই বিরুদ্ধ-তাড়িতধর্মবত্ত্ব যে পদার্থদ্বয়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রসায়নশাস্ত্র পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন, যদ্বস্তু যৎসম্বন্ধে ধনধর্ম্মী (Positive), তদ্বস্তু তাহার সহিত সংযুক্ত হয়, তদ্বস্তুর তাহার প্রতি রাগ বা আকর্ষণ (Attraction) হইয়া থাকে। ধনের প্রতি ধনের, ঋণের প্রতি ঋণের (Negative) আকর্ষণ না হইয়া বিরাগ (Repulsion) হয়। অক্‌সিজেন (Oxygen) ক্লোরিন্ (Chlorin), ব্রোমিন্ (Bromine), এবং আইওডিন (Iodine)—বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টি টম্‌শন্ বলিয়াছেন, রূঢ় পদার্থজাতের মধ্যে ইহারা সর্ব্বদাই ঋণধর্ম্মী এবং এই নিয়ত ঋণধর্মবত্বনিবন্ধন ইহাদের অন্যান্য রূঢ় পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবলা। পটাশিয়ম্ অতিমাত্র ধনধর্ম্মী (Strongly positive) এবং অক্‌সিজেন ভৃশ ঋণধর্ম্মী (Strongly negative), এইজন্য উভয়ের অন্যোন্য-সংযুযুক্ষা নিতান্ত বলবতী, পরস্পর-সংযুক্ত এই পদার্থদ্বয়কে পৃথক্ করা কষ্টসাধ্য।

একবস্তুও সম্বন্ধিভেদে ধন-ঋণ উভয়ধর্ম্মী হইয়া থাকে, গন্ধক অক্‌সিজেনের সম্বন্ধে ধন (Positive), কিন্তু হাইড্রোজেনের সম্বন্ধে ঋণ। এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, প্রত্যেক অণুতেই (Atom)

যে পরিমাণে অধিক, তৎপদার্থদ্বয়ের পরস্পর-সংযুযুক্ষা সেই পরিমাণে প্রবলা। একটী মিশ্র পদার্থকে পৃথক্কৃত বা তাহার ঘটকাবয়ব (constituents)-সমূহের সন্ধি ভঙ্গ করিবার সময়ে আমরা উহাদিগকে কেবল সমতাড়িতাবস্থায় আনয়ন করি, সমতারিতাবস্থায় আনয়ন করিলেই উহারা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া পড়ে।

পণ্ডিত এলিস্ (Ellis) বলিয়াছেন ;—

"It is now found to be a general rule, that the more unlike to each other in their chemical properties bodies are, the stronger is their tendency to unite with one another."—

Tha Chemistry of Creation. P. 38.

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ব্যাল্‌ফোর ষ্টুয়ার্ট (Balfour Stewart) তাঁহার 'Conversation of Energy' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন ;—

"At any rate, electricity and Chemical affinity are only manifested between bodies that are, in some respects, dissimilar." *P. 64.*

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধন ও ঋণ এই দ্বিবিধ তাড়িত বিদ্যমান আছে।১ (পণ্ডিত টম্‌শনের পরস্পর-বিরুদ্ধার্থক [Self-contradictory] বচনসমূহ লক্ষ্য করিবেন।)

এইজন্যই বলিতে হয়—'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্'। শ্রুতির উপদেশ জগৎ ভোক্তৃভোগ্যসম্বন্ধাত্মক, কোন জাগতিক বস্তুই সর্ব্বথা পূর্ণ বা পর্য্যাপ্ত (Absolute or perfect) নহে; সংসার অন্য-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া, ক্রিয়াশূন্য বা পরিবর্ত্তিত না হইয়া, স্বাধীনভাবে অবস্থান করিবার স্থান নহে। পথের ভিক্ষুক হইতে সম্রাট্ পর্য্যন্ত সকলেই এখানে পরমুখাপেক্ষী, পরসাহায্যসাপেক্ষ সকলেই ধন-ও-ঋণ এই উভয়াত্মক। পরমাণুও ভোক্তৃ এবং ভোগ্য এই দ্বিবিধ শক্তির সম্মূর্চ্ছিত ভাব। ঐতরেয় আরণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ে জাগতিক পদার্থসমূহের ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধ বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উক্ত আরণ্যক শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায় অধ্যয়নপূর্বক বিদিত হইয়াছি, পঞ্চভূতের মধ্যে জল ও পৃথিবী এই দুইটি ভোগ্য-ভূত—অন্ন এবং তেজঃ ও বায়ু ইহারা ভোক্তৃ-

---

১ "Oxygen, Chlorine, Bromine, and Iodine are always in a *negative* state, while the other simple bodies are positive. Hence the reason why these four bodies have a tendency to combine with all the others. Potassium is very strongly *positive*, while—Oxygen is equally strongly negative. Hence the strong affinity which exists between these two bodies, and the difficulty of decomposing them when they are united o o o Thus it appears that sulphur with respect to oxygen is *positive* but with respect to hydrogen *negative*. Its state then is neither essentially positive nor negative, since it changes according to the substance with which it combines. o o o o It is much more probable that both electricities exist in every atom; though in most cases one of the two fluids preponderates over the other,"—

A System of Chemistry of **Inorganic Bodies by**
T. Thomson. M. D. P. 36-39.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভূত—অন্নাদ। আকাশ আবপনস্থানীয়—ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধাত্মক নিখিলপদার্থের আধার। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ ম্যাটার (Matter) ও এনার্জি (Energy) এই শব্দদ্বয়দ্বারা সম্ভবতঃ ভূতচতুষ্টয়কেই লক্ষ্য করিয়াছেন ভোগ্য-ভূত বা পৃথিবী ও জল বিদেশীয় বিজ্ঞানের 'ম্যাটার' এবং ভোক্তৃ-ভূত বা তেজঃ ও বায়ু ইহারা 'এনার্জী'। ১

প্রত্যেক অণুতেই (Atom) ধন ও ঋণ এই দ্বিবিধ তাড়িত বিদ্যমান আছে' পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টি টম্‌শনের (T. Tomson) এবম্প্রকার অনুমানকেই আমরা সঙ্গত (Well-reasoned) মনে করি; পূর্বোদ্ধৃত শ্রুত্যুপদেশের সহিত ইহার কিয়দংশে সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়। যাহা একটি বস্তু সম্বন্ধে ধন (Positive), বস্ত্বন্তর সম্বন্ধে তাহা ঋণ (Negative) হওয়া সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। পূর্ণত্বপ্রাপ্তিই যখন ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য, সংসারের কোন বস্তুই যখন সর্ব্বথা পূর্ণ নহে, অতএব কোন জাগতিক পদার্থই যখন ত্যাগ-গ্রহণাত্মক-কর্ম্মশূন্য নহে, তখন ধনের সহিত ঋণের সম্বন্ধ হওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম, তখন ধন যে তৎসম্বন্ধে ঋণকে বা ঋণ যে তৎসম্বন্ধে ধনকে আকর্ষণ করিবে, পরস্পর সম্বন্ধ হইবে তাহা অনায়াস-বোধ্য। পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ঐতরেয় উপনিষদের ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

"ন হ্যুপকারপ্রত্যুপকারমন্তরেণ লোকে কস্যচিৎ কেনচিৎ সম্বন্ধ উপপদ্যতে।"—২

অর্থাৎ, সংসারে উপকার প্রত্যুপকার ব্যতীত কাহারও সহিত কাহারও অন্য কোনরূপ সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না, সম্বন্ধমাত্রেই উপকার প্রত্যুপকারমূলক। এই উপকার প্রত্যুপকারমূলক সম্বন্ধকেই ব্যাকরণ

---

১ "ভবত্যন্নাদমাপশ্চ পৃথিবী চান্নমেতন্ময়ানি হ্যন্নানি ভবন্তি জ্যোতিশ্চ বায়ুশ্চান্নাদমেতাভ্যাং হীদং সর্ব্বমন্নমত্যাবপনমাকাশ আকাশে হীদং সর্ব্বং সমীপ্যত আবপনং হ বৈ সমানানাং ভবতি য এবং বেদ।"—

ঐতরেয় আরণ্যক।

২ "সা ভাবয়িত্রী ভাবয়িতব্যা ভবতি তং স্ত্রী গর্ভং বিভর্ত্তি।"—

এই শ্রুতির ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্ব-স্বামিভাব-সম্বন্ধ বলিয়াছেন, এবং অবয়বাবয়বী, আধারাধেয়, প্রতিযোগ্যনুযোগী-ও-বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাদি অন্যান্য সম্বন্ধ যে ইহারই অবান্তর ভেদ, ব্যাকরণ স্পষ্টরূপে তাহা বুঝাইয়াছেন।১ ক্রিয়া-জ্ঞানই জগতের জ্ঞান, ক্রিয়া ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধাত্মক; অতএব সিদ্ধান্ত হইল, জগতের জ্ঞান ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধমূলক। পূজ্যপাদ ভর্তৃহরি এই কথা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন,—

"একস্য সর্ব্ববীজস্য যস্য চেয়মনেকধা।
ভোক্তৃভোক্তব্যরূপেণ ভোগরূপেণ চ স্থিতিঃ।"

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ সর্ববীজ—সর্বকারণ—সর্বশক্তিময় ব্রহ্মের মায়াপরিচ্ছিন্ন শক্তির ভোক্তৃ-ভোগ্য-ও-ভোগরূপে অনেকধা—বহুরূপিণী স্থিতিই কালশক্তি। বুঝিয়াছি, খণ্ড-কাল ও ক্রিয়া এক পদার্থ। অতএব বলিতে পারি, সর্ববীজ—সর্বশক্তিময় ব্রহ্মের মায়াপরিচ্ছিন্ন—শক্তির ভোক্তৃ-ভোগ্য ও ভোগরূপে অনেকধা স্থিতিই ক্রিয়া বা জগৎ। ভাষা পরিচ্ছেদে যাহা জন্যপদার্থ সকলের জনক, যাহা জগতের আশ্রয়, পরত্বাপরত্ব-বুদ্ধির যাহা হেতু—পৌর্ব্বাপর্যবুদ্ধির যাহা কারণ, তাহা 'কাল,' কালের এইরূপ লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। 'কাল-ও-ক্রিয়া এক পদার্থ' এই কথা স্বীকার করিলে বলিতে পারি, ক্রিয়াই জন্য-পদার্থ সকলের জনক, ক্রিয়াই জগতের আশ্রয়, ক্রিয়াই পরত্বাপরত্ব-বা-পৌর্বা-পর্য্যবুদ্ধির হেতু। বৈয়াকরণেরা যেজন্য সম্বন্ধকে ক্রিয়া-কারকপূর্বক বলিয়াছেন, তাহা উপলব্ধি হইল। অমূর্ত্তা ক্রিয়া—শক্তি, কর্তৃ-করণাদি-কারকদ্বারা পরিচ্ছিন্না ও কারকশরীরে শরীরিণী না হইলে তাহা বুদ্ধিগোচর হয় না, কর্তৃকরণাদি কারকদ্বারা পরিচ্ছিন্না ও কারক-শরীরে শরীরিণী বা মূর্ত্ত ক্রিয়াই 'জগৎ,' পূর্বোক্ত এই কথাটি এই স্থানে স্মরণ করিতে হইবে।

---

১ "অতএব স্বস্বামিভাবেঽবয়বাবয়বিভাব আধারাধেয়ভাবঃ প্রতিযোগ্যনু-যোগিভাবঃ বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ সম্বন্ধ ইত্যাদির্ব্যবহারঃ।"—

মঞ্জুষা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্বন্ধের প্রকারভেদ।

উপক্রমণিকার প্রথমাংশে 'সম্বন্ধ কাহাকে বলে ও ইহার প্রকারভেদ' শীর্ষক প্রস্তাবে আমরা বুঝিয়াছি, বিভিন্ন বস্তুদ্বয়ের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব-প্রযোজক সন্নিকর্ষের নাম 'সম্বন্ধ'। সম্বন্ধ সাক্ষাৎ-ও-পরম্পরা-ভেদে প্রধানতঃ দ্বিবিধ। সাক্ষাৎসম্বন্ধ, সমবায়, সংযোগ, স্বরূপ ইত্যাদি বহুবিধ। অবয়বের সহিত অবয়বীর, জাতির সহিত ব্যক্তির, দ্রব্যের সহিত গুণের যে সম্বন্ধ, তাহা সমবায়-সম্বন্ধ।

"দ্বিবিধো হি লোকে সম্বন্ধঃ। সংযোগঃ সমবায়শ্চ। তত্র সংযোগো নাম যুতসিদ্ধয়োঃ সম্বন্ধঃ যথা ঘটরজ্জু্সম্বন্ধঃ। সমবায়ঃ পুনরযুত-সিদ্ধানামেব।"—

অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি।

অর্থাৎ, সংযোগ ও সমবায় এই দ্বিবিধ সম্বন্ধ লোকে পরিচিত আছে। ঘটের সহিত রজ্জুর, দণ্ডের সহিত পুরুষের যে সম্বন্ধ—যে সম্বন্ধের উৎপত্তি-বিনাশ মানবের গোচর হইয়া থাকে, যুতসিদ্ধ-সম্বন্ধ যাহার অপর নাম, তাহা সংযোগ-সম্বন্ধ। সমবায়-সম্বন্ধ, ন্যায়-বৈশেষিক-মতে, নিত্য সম্বন্ধ। সমবায়সম্বন্ধকে 'অযুত-সিদ্ধ সম্বন্ধ' নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন—

"ইহেদমিতি যতঃ কার্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ।"—

বৈশেষিকদর্শন ৭।২।২৬।

অর্থাৎ যে সম্বন্ধ হইতে কার্য-কারণের ইহা (এই কার্য্য, এই আধেয়), ইহাতে—এই কারণে—এই আধারে বিদ্যমান আছে, এবম্প্রকার উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা 'সমবায়'। ১ 'ভূতলে ঘট নাই,' 'বায়ুতে

---

১ "ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্মণোঃ।
তেষু জাতেশ্চ, সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।"—

ভাষাপরিচ্ছেদ।

"যুতসিদ্ধয়োঃ সংযোগ ইবাযুতসিদ্ধয়োঃ সমবায়ঃ আবশ্যকঃ।"—

তর্ককৌমুদী।

অর্থাৎ যুতসিদ্ধ বস্তুদ্বয়ের যেরূপ 'সংযোগ' আবশ্যক, অযুতসিদ্ধ বস্তুদ্বয়ের সেইরূপ 'সমবায়' আবশ্যক।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রূপ নাই' ইত্যাদি স্থলে ভূতলের সহিত ঘাটভাবের বায়ুর সহিত রূপা ভাবের যে সম্বন্ধ' তাহার নাম 'স্বরূপসম্বন্ধ'। ১ সংযোগ, সমবায় ও স্বরূপ ইহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধের প্রকারভেদ। অতঃপর পরম্পরা-সম্বন্ধ কাহাকে বলে, তাহা দেখিব।

"অযুতসিদ্ধানামাধার্য্যাধারভূতানাং যঃ সম্বন্ধঃ ইহ প্রত্যয়হেতুঃ, স সমবায়ঃ।"
—পদার্থ-ধর্মসংগ্রহ।

মিশ্রণার্থক 'যু' ধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া 'যুত' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। যুত—মিশ্রণ—সংযোগদ্বারা সিদ্ধ=যুতসিদ্ধ। যাহা তদ্বিপরীত, যাহা মিশ্রণ-বা-সংযোগদ্বারা সিদ্ধ নহে, যে সম্বন্ধ নিত্য, তাহা অযুত্তসিদ্ধসম্বন্ধ। 'সমবায়' অযুত-সিদ্ধসম্বন্ধ। সংযোগসম্বন্ধ সংযোগি-পদার্থদ্বয়ের অন্যতর-বা-উভয়কর্মজ, সংযোগ-সম্বন্ধ সম্বন্ধীর অন্যতরের বা উভয়ের কর্ম—চেষ্টা হইতে সংঘটিত হইয়া থাকে। অযুতসিদ্ধ-বা-সমবায়ি-সম্বন্ধ তাদৃশ কর্মজ নহে, ইহা নিত্যসম্বন্ধ।

অস্য চায়মর্থঃ যুতসিদ্ধিরুভয়োরপি সম্বন্ধিনোঃ পরস্পরপরিহারেণ পৃথগাশ্রয়াশ্রয়িত্বং সা যয়োর্নাস্তি তাবযুতসিদ্ধৌ তয়োঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ যথা তন্তুপটয়োঃ।"—
চিৎসুখাচার্য্যবিরচিত তত্ত্বপ্রদীপিকা।

ভট্ট, বেদান্তী, সাংখ্য, ইহাঁরা সমবায়-সম্বন্ধকে পদার্থান্তর বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

"সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ।"—
শারীরকসূত্র ২।২।১৩।

এই সূত্র ও ইহার ভাষ্যের অর্থ স্মরণ করিবেন। আমরা পরে এই বিষয়ের আলোচনা করিব।

১ "স্বরূপ=স্বসামান্য—স্বাত্মক পদার্থ (One's own form or shape, Natural state or condition, the natural character or form)।

"সম্বন্ধান্তরেণ বিশিষ্টপ্রতীতিজননায়োগ্যত্বম্।"—
তত্ত্বচিন্তামণি, প্রত্যক্ষখণ্ড।

অর্থাৎ, সম্বন্ধান্তর-ব্যতিরেকে বিশিষ্টপ্রতীতিজনকত্বের নাম স্বরূপসম্বন্ধত্ব। 'ভূতলে ঘট নাই' (ভূতলে ঘটো নাস্তি) এখানে ঘটাভাবের সহিত ভূতলের যে সম্বন্ধ, তাহা স্বরূপসম্বন্ধ। ("স্বরূপসম্বন্ধত্বং চ সম্বন্ধান্তরমন্তরেণ বিশিষ্টপ্রতীতি-জনকত্বম্")। "স দ্বিবিধঃ,—কেবলস্বরূপঃ বিশেষণতা চেতি।"—
ন্যায়কোশ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে সম্বন্ধ সম্বন্ধান্তরঘটিত—যে সম্বন্ধের নির্ম্মাণে সম্বন্ধান্তরের অপেক্ষা থাকে, তাহা পরম্পরা-সম্বন্ধ। পরম্পরা-সম্বন্ধ সমবায়-সম্বন্ধঘটিত ও সংযোগ-সম্বন্ধঘটিত এই দ্বিবিধ হইতে পারে। তন্তু হইতে পট উৎপন্ন হয়, তন্তু পটের সমবায়িকারণ। যাহা ক্রিয়া ও গুণের আশ্রয়, যাহা সমবায়িকারণ, 'তাহা দ্রব্য'। তন্তু দ্রব্যপদার্থ। তন্তুতে রূপ আছে, তন্তু তন্তুরূপের সমবায়ী। তন্তু-সমবেত পটেও, সুতরাং (স্বসমবায়ি-সমবেতরূপ-সামানাধিকরণ্যনামক পরম্পরা-সম্বন্ধ-দ্বারা) তন্তুর রূপ আছে। যে সম্বন্ধদ্বারা তন্তুসমবেত পট, তন্তু-রূপবান্ হইয়াছে, তাহা সমবায়-ঘটিত-পরম্পরা সম্বন্ধ। 'দণ্ড-কমণ্ডলুধারি-পুরুষ গৃহে বিদ্যমান আছেন' বলিলে, পুরুষের সহিত সংযোগাখ্য-সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ দণ্ডকমণ্ডলুর ও গৃহের সহিত যে সম্বন্ধ আছে বোধ হয়, তাহা সংযোগঘটিত পরম্পরা-সম্বন্ধ। সমবায়াদি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধের ন্যায় দৈশিক-বা-কালিক ব্যবধান—দৈশিক-বা-কালিক বিপ্রকর্ষ, পরম্পরা-সম্বন্ধের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। দৈশিক-বা-কালিক ব্যবধানে ব্যবহিত পদার্থদ্বয় পরস্পর পরম্পরা সম্বন্ধ-সম্বদ্ধ হইতে পারে।

বৃত্তিনিয়ামক ও বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ।

অর্থাৎ, স্বরূপ-সম্বন্ধ কেবল-স্বরূপ-ও-বিশেষণতা-ভেদে দ্বিবিধ। আদ্য (কেবল-স্বরূপ-সম্বন্ধ) ভাবাভাবের অন্যতর-প্রতিযোগিক। দ্বিতীয় (বিশেষণতা) দৈশিক বিশেষণতা, দিক্‌কৃতবিশেষণতা ও কালিকবিশেষণতা এই ত্রিবিধ। দৈশিক-বিশেষণতা অভাবমাত্রপ্রতিযোগিক। ভূতলাদির সহিত ঘটাভাবাদির সম্বন্ধ। দৈশিক বিশেষণতা। দিক্‌কৃত-ও-কালিক-বিশেষণতা দিক্কালানুযোগিক এবং জন্যমাত্র-প্রতিযোগিক। অনুযোগী, অনুযোগিক এবং প্রতিযোগী, প্রতিযোগিক এই পদ-চতুষ্টয়ের অর্থপরিগ্রহ হইলেই উদ্ধৃত-বাক্য সকলের তাৎপর্য্যনিরূপণ হইবে।

"তাত্রাদ্যো ভাবাভাবান্যতরপ্রতিযোগিকঃ। যথা আধেয়ত্ব-প্রতিযোগিত্বাদীনাং সম্বন্ধঃ। দ্বিতীয়স্ত্রিবিধঃ,—দৈশিকবিশেষণতা, দিক্‌কৃতবিশেষণতা, কালিকবিশেষণতা চেতি। তত্রাদ্যশ্চাভাবমাত্রপ্রতিযোগিকঃ, যথা ভূতলাদিনা ঘটাভাবাদীনাং সম্বন্ধঃ। দ্বিতীয়তৃতীয়ৌ তু দিক্কালানুযোগিকৌ জন্যমাত্রপ্রতিযোগিকৌ চ।"—

ন্যায়কোশ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৃত্তিনিয়ামক ও বৃত্ত্যনিয়ামক, সম্বন্ধকে পুনরপি এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। বৃত্তির নিয়ামক—অবচ্ছেদক (Limiting, Restricting)—বৃত্তি-নিয়ামক। যাহা তদ্বিপরীত, যে সম্বন্ধ বৃত্তির নিয়ামক নহে, তাহা বৃত্ত্যনিয়ামক।

'বৃত্তি' শব্দটীর অর্থ।

'বৃতু বর্ত্তনে' বর্ত্তনার্থক এই 'বৃৎ' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া 'বৃত্তি' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'বৃত্তি' শব্দটী শাস্ত্রে বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'বৃত্তি' শব্দ শাস্ত্রে যতপ্রকার অর্থেই ব্যবহৃত হউক, অত্যল্প চিন্তাতেই প্রতীতি হয়, তৎসমুদায় ইহার ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থেরই বিস্তার। পূজ্যপাদ্য নাগেশভট্ট শাব্দবোধ-প্রয়োজক তত্তদর্থনিরূপিত শব্দ-ধর্ম্মকে, ১ এবং পূজ্যপাদ গঙ্গেশোপাধ্যায় শাব্দবোধ-হেতু পদার্থোপস্থিত্যনুকূল পদ-পদার্থ-সম্বন্ধকে বৃত্তি বলিয়াছেন। ২ 'বৃত্তি' সন্নিকর্ষ, জ্ঞান, আধেয়ত্ব ইত্যাদি অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

যে সম্বন্ধে সম্বন্ধি-বস্তুদ্বয়ের একে অপরের বৃত্তিতা—আধারাধেয়-বা-আশ্রয়াশ্রয়িভাব প্রতীত হয়, তাহা 'বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধ'।

সম্বন্ধশ্চাবিশিষ্টব্যাবৃত্তবিশিষ্টধীনিয়ামকঃ।"—

তত্ত্বচিন্তামণি প্র, খ, সমবায়বাদ।

অর্থাৎ অবশিষ্ট-(Unconditioned)-ব্যাবৃত্ত—অবশিষ্ট ভিন্ন (Different from) বিশিষ্টধী-নিয়ামক—আধারত্বাধেয়ত্বের অন্যতরাবচ্ছেদক সম্বন্ধের নাম 'বৃত্তিনিয়ামক'। 'ঘটবদ্ভূতল'—এস্থলে ঘট ও ভূতলের সংযোগ বৃত্তিনিয়ামক, এসংযোগে ঘট ও ভূতলের আধারাধেয়ভাব উপলব্ধ হইতেছে, এ সম্বন্ধে ঘট আধেয়—আশ্রয়ী, এবং ভূতল আধার—আশ্রয়।

যে সম্বন্ধে পূর্বোক্তরূপ আধারাধেয়ভাব উপলব্ধ হয় না, তাহা 'বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ'। মন্ত্রীর সহিত রাজার সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু

---

১ "শাব্দবোধপ্রযোজকতত্তদর্থনিরূপিতঃ শব্দধর্মঃ।"—

মঞ্জুষা।

২ "শাব্দবোধহেতুপদার্থোপস্থিত্যনুকূলঃ পদপদার্থয়োঃ সম্বন্ধঃ।"

তত্ত্বচিন্তামণি, শব্দখণ্ড।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এ সম্বন্ধ বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধ নহে। বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধে আধারে সপ্তমী বিভক্তি হইয়া থাকে। বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধে তাহা হয় না।

পরম্পরা-সম্বন্ধ প্রায়শঃ বৃত্ত্যনিয়ামক। ১ সম্বন্ধ, বলা বাহুল্য, উভয়নিষ্ঠ (Of dual character)। 'সম্বন্ধ' যদিও উভয়নিষ্ঠ, তথাপি উভয়সম্বন্ধীর ধর্ম্ম সমান নহে। সম্বন্ধিপদার্থদ্বয়ের মধ্যে একটি কোন-না-কোন সম্বন্ধে অন্যটিতে অবস্থান করে। 'পাত্রে জল আছে,' 'গৃহে ঘট আছে,' এবম্প্রকার ব্যবহার যে যুক্তিসঙ্গত, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু 'জলে পাত্র আছে,' ঘটে 'গৃহে আছে,' এইরূপ প্রয়োগ নিশ্চয়ই সাধারণের অনুভব-বিরুদ্ধ। পাত্র ও জলের সম্বন্ধে পাত্র অনুযোগী, জল প্রতিযোগী। আধার অনুযোগী, আধেয় প্রতিযোগী। যে সম্বন্ধের যাহা প্রতিযোগী, তৎসম্বন্ধে তাহা অবস্থান করে, এবং যে সম্বন্ধের যাহা 'অনুযোগী,' তৎসম্বন্ধে প্রতিযোগী তাহাতে অবস্থান করে।

যাহা যাহাতে বিদ্যমান থাকে, তাহা তাহার আধেয়—আশ্রিত, তাহা তদ্বৃত্তি, এবং যাহাতে যাহা বিদ্যমান থাকে, তাহা তাহার অধিকরণ, আধার, বা আশ্রয়। 'গৃহে ঘট আছে,' 'কুণ্ডে বদর আছে,' অতএব গৃহ-ও-কুণ্ড যথাক্রমে ঘট-ও-বদরের অধিকরণ, আধার বা আশ্রয়, এবং ঘট-ও-বদর যথাক্রমে গৃহ-ও-কুণ্ডের আধেয়—আশ্রিত। বৃত্তিতা ও অধিকরণতা পরস্পর নিয়ত-সাপেক্ষ(Invariably Co

---

১ "বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধাশ্চ সংযোগ-সমবায়-স্বরূপ-কালিক-দৈশিক-বিশেষণ-তাদয়ঃ। এতদ্ব্যতিরিক্তাস্তু বৃত্ত্যনিয়ামকা বোধ্যাঃ।"—

ন্যায়কোশ।

পূজ্যপাদ নাগেশভট্ট বলিয়াছেন, স্বস্বামিভাব-সম্বন্ধই মূল-সম্বন্ধ; অবয়বাবয়বি-সম্বন্ধ, আধারাধেয়-সম্বন্ধ, প্রতিযোগ্যনুযোগি-সম্বন্ধ, বিশেষণ-বিশেষ্যভাব ইত্যাদি স্ব-স্বামিভাব-সম্বন্ধেরই অবান্তরভেদ। কথাটী যে নৈয়ায়িক-মত-বিরুদ্ধ, তাহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আর এক কথা, সম্বন্ধকে সর্ব্বত্র ক্রিয়া-কারকপূর্ব্বক বলা যাইবে কিরূপে? যদি বৈয়াকরণদিগের উক্ত মতের প্রামাণ্য অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে, সমবায়সম্বন্ধের নিত্যত্ব অস্বীকার করিতে হয়। আমরা এ সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি, পরে নিবেদন করিব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

rrelative)। বৃত্তিতা-ব্যতিরেকে অধিকরণতা বা অধিকরণতা-ভিন্ন বৃত্তিতা সিদ্ধ হয় না। বৃত্তিতা ও অধিকরণতা এই উভয়ের মধ্যে সুতরাং নিরূপ্য-নিরূপক-ভাব আছে। বৃত্তিতা-দ্বারা অধিকরণতা নিরূপিত—বিশিষ্টরূপে অবধারিত (Marked ascertained) হয়, এবং অধিকরণতা দ্বারা বৃত্তিতা নিরূপিত হয়। আধেয় না থাকিলে আধারের আধারত্ব, এবং কোন আধার বা অধিকরণে বিদ্যমান না থাকিলেও—কোন আধার বা অধিকরণে ধৃত না হইলেও আধেয়ের আধেয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন (এই হরিকারিকা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে), ইহা এ স্থানে বা এই আধারে আছে বা নাই, ভাবাভাব দ্বিবিধ-পদার্থ চিন্তাতেই এইরূপ আধার-শক্তির দিকে সকলের দৃষ্টি পতিত হয়।

"অন্তর্বহিশ্চ কার্য্যদ্রব্যস্য কারণান্তরবচনাদকার্য্যে তদভাবঃ।"—

ন্যায়দর্শন ৪।২।২০।

অর্থাৎ, যাহা কার্য্য বা বিকার পদার্থ—যাহা উৎপত্তি-বিনাশ-শীল, যাহা পরিচ্ছিন্ন (Conditioned), তাহার অন্তঃ ও বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা, তাহা তৎকারণ-বা-ব্যাপক-দ্বারা ব্যাপ্ত, তাহা আদ্যন্তবিশিষ্ট। যাহা অকার্য্য—যাহা কাহার বিকার নহে, যাহার উৎপত্তি-বিনাশ নাই, তাহার একাবস্থা, একভাব, তাহা অন্তঃ ও বহিঃ এই দ্বিবিধ-অবস্থা-বিশিষ্ট নহে। মহাভাষ্যপ্রদীপকর্ত্তা মহামহোপাধ্যায় কৈয়ট বলিয়াছেন,—

সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধ্যর্থং ব্যাপকং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ।"—

কৈয়ট।

অর্থাৎ, কার্য-বা-ব্যাপ্যের সিদ্ধি কারণ-বা-ব্যাপকদ্বারা হইয়া থাকে, সুতরাং, কোন কার্য্যের স্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে, তাহার ব্যাপক বা কারণকে ধরিতে হয়, কার্য্যসিদ্ধি কারণ-জ্ঞানাধীন। কথা হইল, যাহার উৎপত্তি-ও-বিনাশ আছে, যে ভাব বিকারাত্মক, তাহা কার্য্য, এবং যাহা কার্য, তাহা আদ্যন্তবিশিষ্ট, তাহা পূর্ব্বাপরীভূত, তাহা কারণ গর্ভধৃত, তাহা সম্বন্ধাত্মক (Relative)। কার্য্যমাত্রের কারণ বা পূর্ব্বভাব আছে, কার্য্যমাত্রেই অন্তঃ ও বহিঃ এই অবস্থাদ্বয়বিশিষ্ট, এইরূপ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাক্য-বোধ্য অর্থের সহিত, বুঝিতে পারা গেল, 'জগতের জ্ঞান সম্বন্ধাত্মক' এতদ্বাক্যার্থের কোন পার্থক্য নাই। 'ধর্ম্ম' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি হইতে অবগত হইয়াছি, যাহা অবস্থান করে, তাহা 'ধর্ম'। যাহা অবস্থান করে, যদি তাহা অকার্য্য, অপরিচ্ছিন্ন বা অবৃত্তি পদার্থ না হয়, যদি তাহা কার্য্য, বিকার বা পরিচ্ছিন্ন পদার্থ হয়, তবে তাহা নিশ্চয়ই কোন আধারের আধেয়, কোন ব্যাপকের ব্যাপ্য, কোন কারণের কার্য্য, কোন পূর্ব্বভাবের অপর ভাব। যাহা যে আধার-বা-অধিকরণে বিদ্যমান থাকে, তাহাকে তাহার 'ধর্ম' বলে, অর্থাৎ, 'ধর্ম' শব্দটী আধেয়ার্থ বুঝাইতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১ জাতি-ও-উপাধিভেদে 'ধর্ম' প্রধানতঃ দ্বিবিধ। ২ ভগবান্ গোতম বলিয়াছেন—

"সমানপ্রসবাত্মিকা জাতিঃ।"—

ন্যায়দর্শন ২।২।৭১

যে ধর্মবশতঃ পরস্পর বিভিন্নরূপ দ্রব্যসমূহও একশ্রেণ্যন্তর্ভাবিত হইয়া থাকে, যে ধর্ম সমানাকার-বুদ্ধিজননযোগ্য, তাহা 'জাতি'। জাতি-ভিন্ন ধর্ম 'উপাধি'। উপাধি আবার সখণ্ড-ও-অখণ্ড ভেদে দ্বিবিধ।

খণ্ডের (অংশ) সহিত যাহা বিদ্যমান, যাহা অংশতঃ বিভাজ্য

---

১ "আধেয়ঃ। যথা—দ্রব্যং গুণবদিত্যাদৌ গুণো ধর্মঃ। বৃত্তিমত্ত্বমত্রত্য-ধর্মস্য লক্ষণম্। যত্র কুত্রচিদ্বর্ত্তেতে যঃ, তত্ত্বমিত্যর্থঃ।"—

ন্যায়কোশ।

অর্থাৎ, যাহা কোন আধারে বিদ্যমান থাকে, তাহা তাহার 'ধর্ম'। দ্রব্য গুণ-বৎ—গুণ-বিশিষ্ট, গুণ দ্রব্যাশ্রিত, অতএব 'গুণ' দ্রব্যের 'ধর্ম'।

২ "ধর্ম্মমাত্রম্ (সামান্যম্)। স চ ধর্মঃ ক্বচিজ্জাত্যাদিঃ, ক্বচিত্তদ্ভিন্নোঽপি ভবতি। যথা; পদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্বমিত্যাদৌ পদার্থবিভাজকোপাধয়স্তা-বৎ, দ্রব্যত্ব-গুণত্ব-কর্মত্ব-সামান্যত্ব-বিশেষত্ব সমবায়ত্ব-অভাবত্বরূপাঃ সন্তি, তত্র দ্রব্যত্বাদয়ো জাতিরূপাঃ, সামান্যত্বাদয়স্তু তদ্ভিন্নাঃ। জাতিভিন্নো ধর্মোঽপি দ্বিবিধঃ। সখণ্ডোপাধিঃ অখণ্ডোপাধিশ্চেতি।

ন্যায়কোশ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

(That can be differentiated), তাহা 'সখণ্ডোপাধি' ধর্ম্ম। 'অখণ্ডোপাধি'-ধর্ম্মের অংশ বিশেষ নাই, ইহা অংশতঃ বিভাজ্য নহে। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি ও কাব্যপ্রকাশকার মম্মট ভট্ট জাতিকে 'অখণ্ডোপাধি' বলিয়াছেন।

মম্মট ভট্ট উপাধিকে 'বস্তুধর্ম' ও বক্তৃযদৃচ্ছাসন্নিবেশিত' এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বস্তুধর্ম্মও 'সিদ্ধ'-ও-'সাধ্য'-ভেদে দ্বিবিধ। সিদ্ধনামক বস্তুধর্ম্মও আবার 'প্রাণপ্রদ' ও 'বিশেষাধানহেতু' এই দুই-ভাগে বিভক্ত। প্রাণপ্রদাখ্য সিদ্ধবস্তুধর্ম্মকেই কাব্যপ্রকাশকার 'জাতি' বলিয়াছেন। ১ বিশেষাধানহেতু সিদ্ধবস্তুধর্ম তাঁহার মতে গুণ পদার্থ। পূর্ব্বাপরীভূতাবয়ব ক্রিয়াই 'সাধ্যবস্তুধর্ম'। ২

---

১ নৈয়ায়িকেরা বলেন, অখণ্ডোপাধির ন্যায় 'জাতির'ও অংশ বিভাগ নাই বটে, কিন্তু জাতির সমবায়সম্বন্ধদ্বারা সত্ত্ব নিয়ত, অখণ্ডোপাধির তাহা নহে, অখণ্ডোপাধির স্বরূপসম্বন্ধদ্বারা সত্ত্ব নিয়ত। পূজ্যপাদ জগদীশ ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন —"তত্র দ্রব্যত্ব-গুণত্ব-কর্মত্বানি জাতয়ঃ সামান্যত্বাদীনি উপাধয়ঃ। ॰ ॰ ॰ আকাশত্ব-কালত্ব-দিক্ত্বানি উপাধয়ঃ অন্যানি জাতয়ঃ।"—

তর্কামৃত।

২ "উপাধিশ্চ দ্বিবিধঃ। বস্তুধর্মো বক্তৃযদৃচ্ছয়া সন্নিবেশিতশ্চ। বস্তুধর্মোঽপি দ্বিবিধঃ। সিদ্ধঃ সাধ্যশ্চ। সিদ্ধোঽপি দ্বিবিধঃ। পদার্থস্য প্রাণপ্রদো বিশেষাধানহেতুশ্চ। তত্রাদ্যো জাতিঃ। উক্তং হি বাক্যপদীয়ে ন হি গৌঃ স্বরূপেণ গৌঃ নাপ্যগৌঃ গোত্বাভিসম্বন্ধাত্তু গৌঃ ইতি। দ্বিতীয়ো গুণঃ শুক্লাদিনা হি লব্ধসত্তাকং বস্তু বিশিষ্যতে। সাধ্যঃ পূর্ব্বাপরীভূতাবয়বঃ ক্রিয়ারূপ।"—

কাব্যপ্রকাশ।

মহাভাষ্যকার পূজ্যপাদ ভগবান পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন,—

"চতুষ্টয়ী শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ। জাতিশব্দাঃ গুণশব্দাঃ ক্রিয়াশব্দাঃ যদৃচ্ছা-শব্দাশ্চতুর্থাঃ।"—

অর্থাৎ, শব্দসমূহের প্রবৃত্তি—অর্থবোধনশক্তি, প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদনিবন্ধন, জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও বক্তার স্বেচ্ছাসন্নিবেশিত এই চতুষ্টয়বৃত্তি হইয়াছে। পূজ্যপাদ মম্মটভট্ট স্বীয় গ্রন্থে মহাভাষ্য হইতে 'চতুষ্টয়ী শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ' এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

ভাব (POSITIVE) ও অভাব (NEGATIVE)

"পদার্থো দ্বিবিধঃ। ভাবঃ অভাবশ্চেতি।"—

কিরণাবলী।

তর্ককেশরী পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন, ভাব-অভাবভেদে পদার্থ প্রধানতঃ দ্বিবিধ। ভাব-পদার্থ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, এই ষড়্‌বিধ, এবং অভাব-পদার্থ, প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব এই চতুর্ব্বিধ, অথবা সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব-ভেদে দ্বিবিধ। পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ পঞ্চানন সংসর্গাভাব (Relative non-existence) ও অন্যোন্যাভাব (Mutual non-existence or negation) অভাবকে এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

সংসর্গাভাব (Relative non-existence) প্রাগভাব (বিনাশ্যভাব—Antecedent non-existence), প্রধ্বংসাভাব (জন্যাভাব—Emergent non-existence), অত্যন্তাভাব (নিত্যসংসর্গাভাব—ত্রৈকালিকসংসর্গাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব—Absolute-non-existence) এই ত্রিবিধ। ১ অন্যোন্যাভাব (Reciprocal non-existence) ও ভেদ (Difference) সমান পদার্থ। পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ পঞ্চানন অন্যোন্যাভাবের নিম্নলিখিত লক্ষণ করিয়াছেন ;—

"তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাবত্বম্।"—

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

তাদাত্ম্য ২ =তৎস্বরূপতা—তদ্বৃত্তিধর্ম্মবিশেষ— অভেদ — ঐক্য (Sameness of nature, Identity), তাদাত্ম্য-নামক সম্বন্ধ =তাদাত্ম্যসম্বন্ধ। তাদাত্ম্যসম্বন্ধকে অভেদসম্বন্ধ বলে। ঘটত্ব ঘটের তাদাত্ম্য গোত্ব গোএর তাদাত্ম্য। তাদাত্ম্যসম্বন্ধ-দ্বারা তৎসম্বন্ধের প্রতিযোগী ও অনুযোগীর অভেদ—ঐক্য প্রতীত হইয়া থাকে।

---

১ "অভাবস্ত দ্বিধা সংসর্গান্যোন্যাভাবভেদতঃ।
প্রাগভাবস্তথা ধ্বংসোঽপ্যত্যন্তাভাব এব চ॥
এবং ত্রৈবিধ্যমাপন্নঃ সংসর্গাভাব ইষ্যতে॥"—

ভাষাপরিচ্ছেদ।

২ "স আত্মা স্বরূপং যস্য তস্য ভাবঃ ষ্যঞ্।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

'নীল ঘট' এ স্থানে নীলের সহিত ঘটের তাদাত্ম্যসম্বন্ধ আছে; কারণ নীল ও ঘট এই উভয়ের ঐক্য—অভেদ (Unity—Sameness)) প্রতীত হইতেছে। এই তাদাত্ম্যসম্বন্ধ-দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়—নিরূপিত (Marked, ascertained or conditioned) হয়, প্রতিযোগিতা—বিরোধিত্ব—প্রতিকূলসম্বন্ধবত্ত্ব (Counterpart—Counter-entity) যাহার—যে অভাবের, তাহা তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক-বা-'অন্যোন্যাভাব'। ঘট পট হইতে ভিন্ন; পট ঘট নহে, গো অশ্ব হইতে ভিন্ন, অশ্ব গো নহে, ইত্যাদিস্থলে যে অভাব প্রতীয়মান হয়, তাহা 'অন্যোন্যাভাব' (Reciprocal non-existence or difference)।

"সংসর্গে'ণ সম্বন্ধেন (তাদাত্ম্যাতিরিক্তেন) অবচ্ছিন্নত্রপ্রতিযোগিতাকোঽভাবঃ ইতি মধ্যমপদলোপী সমাসঃ শাকপার্থিববৎ জ্ঞাতব্যঃ।"—

ন্যায়কোশ।

অর্থাৎ সংসর্গ সম্বন্ধ (তাদাত্ম্যাতিরিক্ত সংযোগাদিসম্বন্ধ—(Connection)-দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়—নিরূপিত হয় প্রতিযোগিতা যে অভাবের, তাহা 'সংসর্গাভাব'। 'সংসর্গাভাব' শাকপার্থিবের ন্যায় (শাকপ্রিয় পার্থিব = শাকপার্থিব) মধ্যমপদলোপী সমাস। গৃহে ঘট নাই,' 'বায়ুতে রূপ নাই', এই দুইটী অত্যন্তাভাবের দৃষ্টান্ত। 'অন্তকে'—অবধিকে অতিক্রমপূর্ব্বক যাহা বিদ্যমান, তাহা 'অত্যন্ত'। অত্যন্তাভাব সুতরাং নিত্য অভাব। ১

"বিনাশ্যভাবত্বং প্রাগভাবত্বম্। জন্যাভাবত্বং ধ্বংসত্বম্।"—

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

উৎপত্তির পূর্ব্বে সমবায়িকারণে কার্য্যের যে সংসর্গাভাব, প্রতীয়মান হয়, তাহা 'প্রাগভাব'।

"ইহ কপালে ঘটো ভবিষ্যতি ইতি প্রতীতিসাক্ষিকোঽভাবঃ।"—

তর্ককৌমুদী।

---

১ অন্তোঽবধিমতিক্রান্তো নিত্যোঽভাব ইতি ব্যুৎপত্তিঃ।

"যদ্বস্তু যত্র ন কদাপি ভবিষ্যতি ন চ কদাচিদ্ভূতং তস্য বস্তুনস্তত্রাত্যন্তাভাবো মন্তব্যঃ।"—
বৈ. উপ.।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'এই কপালে ঘট হইবে,' 'এই সূত্রে বস্ত্র হইবে,' 'এই স্বর্ণে অলঙ্কার হইবে,' ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিলে, আমাদের ঘট-কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কপালে ঘটের, বস্ত্রোৎপত্তির পূর্ব্বে সূত্রে বস্ত্রের, অলঙ্কারোৎপত্তির পূর্ব্বে স্বর্ণে অলঙ্কারের যাদৃশ অভাবের (non-existence) প্রতীতি হয়, তাহা 'প্রাগভাব'। প্রাগভাবের উৎপত্তি নাই বটে, আদি বা পূর্ব্ব নাই সত্য, কিন্তু বিনাশ (Though without any-beginning, is not ever-lasting) যাবৎ কপালে ঘট না হয়, যাবৎ সূত্রে বস্ত্র না হয়, তাবৎ কপালে ঘটের বা সূত্রে বস্ত্রের প্রাগভাব থাকে,—কিন্তু ঘট বা বস্ত্র উৎপন্ন হইলেই উহা আর থাকে না, বিনষ্ট হইয়া যায়। পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ পঞ্চানন এইজন্য ইহাকে বিনাশ্যভাব বলিয়াছেন। পূজ্যপাদ অন্নভট্ট ইহাকে অনাদি ও সান্ত বলিয়াছেন। ১

"উৎপত্ত্যনন্তরং সমবায়িকারণে কার্য্যস্য সংসর্গাভাবঃ।"

তত্ত্বকৌমুদী।

অর্থাৎ, উৎপত্ত্যনন্তর সমবায়িকারণে কার্য্যের যে সংসর্গাভাব তাহা প্রধ্বংসাভাব। 'ঘট বিনষ্ট হইবে', 'বস্ত্র ধ্বস্ত বা বিনষ্ট হইতেছে,' 'আমার পক্ষীটী বহুকাল বিনষ্ট হইয়াছে,' এবম্প্রকার বাগ্ব্যবহার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, ধ্বংসের উৎপত্তি—আদি (Beginning) আছে। তর্কসংগ্রহকার বলিয়াছেন যে পদার্থের আদি আছে, কিন্তু অন্ত নাই (Which though having a beginning, is ever-lasting) তাহা 'প্রধ্বংসাভাব'। পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ পঞ্চানন ইহাকে 'জন্যাভাব' বলিয়াছেন। ২

---

১ "অনাদিঃ সান্তঃ প্রাগভাবঃ।"— তর্কসংগ্রহ।

১ বৈয়াকরণেরা কারণে শক্তিরূপে—সূক্ষ্মভাবে অবস্থানকে 'প্রাগভাব' বলিয়াছেন। সাঙ্খ্যমতেও ভাবের অনাগত অবস্থাই প্রাগভাব। পূজ্যপাদ বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন,—

"অয়মেব সৎকার্য্যবাদিনামসৎকার্য্যবাদিভ্যো বিশেষো যৎ তৈরুচ্যমানৌ প্রাগভাবধ্বংসৌ সৎকার্য্যবাদিভিঃ কার্য্যস্যানাগতাতীতাবস্থে ভাবরূপে প্রোচ্যেতে।"

সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আদি-ও-অন্ত এই শব্দদ্বয়ের অর্থ।

'প্রাগভাব'-ও-'প্রধ্বংসাভাব' এই পদার্থদ্বয়ের অর্থ সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, জ্ঞান-পিপাসু মানবের অদ্বিতীয় বন্ধু, জ্ঞানসিন্ধু, পরমকারুণিক, ভগবান্ পতঞ্জলিদেব আদি-ও-অন্ত এই শব্দদ্বয়ের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক মনে হইল। বিদিত হইলাম, যে অভাব অনাদি কিন্তু সান্ত, তাহা 'প্রাগভাব' এবং যে অভাব সাদি কিন্তু অনন্ত, তাহা 'প্রধ্বংসাভাব', অতএব প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাবের স্বরূপজ্ঞান যে আদি ও অন্ত এই শব্দদ্বয়-বোধ্য-অর্থ-জ্ঞানাধীন, তাহা নিঃসন্দেহ। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন;—

"সত্যন্যস্মিন্ যস্মাৎ পূর্ব্বং নাস্তি পরমস্তি স আদিরিত্যুচ্যতে। সত্যন্যস্মিন্ যস্মাৎ পরং নাস্তি পূর্ব্বমস্তি সোঽন্ত ইত্যুচ্যতে।"—

মহাভাষ্য।

অর্থাৎ পৌর্ব্বাপর্য্যাত্মক-ভাবসমূহের মধ্যে যে ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবান্তর লক্ষিত হয় না, যাহার আর পূর্ব্ব নাই, তাহাকে 'আদি' এবং যে ভাবের পরবর্ত্তী ভাবান্তর উপলব্ধ হয় না—যাহার আর পর নাই, তাহাকে 'অন্ত' বলা হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ পতঞ্জলিদেব 'আদি' ও 'অন্ত' এই শব্দদ্বয়ের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে বলিতে পারি, প্রাগভাব-ও-আদি, এবং প্রধ্বংসাভাব-ও-অন্ত সমানার্থক।

প্রতিযোগী, অনুযোগী, প্রতিযোগিতা, অনুযোগিতা, অবচ্ছেদ, অবচ্ছেদক, অবচ্ছিন্ন ও অবচ্ছেদকত্ব এই পারিভাষিক পদসমূহের অর্থচিন্তা।

প্রতিযোগী, অনুযোগী, প্রতিযোগিতা, অনুযোগিতা ইত্যাদি পারিভাষিক পদসমূহের দর্শনশাস্ত্রে (বিশষতঃ নব্যন্যায়ে) বহুলপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়। প্রতিযোগ্যাদি পারিভাষিক শব্দসমূহই ন্যায়শাস্ত্রের উপাদান

অর্থাৎ আস্তিক অসৎকার্য্যবাদীরা কার্য্যের যে অবস্থাদ্বয়কে 'প্রাগভাব' ও 'প্রধ্বংসাভাব' বলিয়াছেন, সৎকার্য্যবাদীরা সেই অবস্থাদ্বয়কেই যথাক্রমে ভাবরূপ অনাগত ও অতীত অবস্থা বলিয়াছেন। সৎকার্য্যবাদীদিগের মতের সহিত অসৎকার্য্যবাদীদিগের কেবল এই অংশে পার্থক্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলিলে চলে, উহাদের অর্থ যথাযথভাবে পরিগৃহীত হইলেই নব্যন্যায়-শাস্ত্রে প্রবেশাধিকার জন্মে। নব্য-ন্যায়শাস্ত্র-গহনের প্রবেশ-পথে উহারাই ভীমদর্শন দ্বারপালের ন্যায় প্রবেশার্থীর গতিরোধ করে, উহাদিগকে প্রসন্ন করিতে পারিলেই নাতিক্লেশে নব্য-ন্যায়-গহনে বিচরণ করিতে পারা যায়।

তাৎপর্য্যগ্রহণের সামর্থ্যসত্ত্বেও দেখিয়াছি, অনেকে ভাষার দুরবগাহতানিবন্ধন অধীয়মানগ্রন্থের প্রকৃতমর্ম্মোপলব্ধি করিতে অক্ষম হয়েন। নব্যন্যায়শাস্ত্রের প্রমেয়-গহনতা হইতে ভাষার গাম্ভীর্য্য (দুরবগাহত্ব) অধিকতর, এই বিশ্বাসে বর্ত্তমান সময়ে কেহ কেহ নব্য-ন্যায়শাস্ত্রে বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন। ইহাঁদের ধারণা, নবীন নৈয়ায়িক মহাশয়েরা ইচ্ছাপূর্ব্বক ন্যায়শাস্ত্রকে জটিল করিয়াছেন, দুর্ভেদ্য ভাষা-প্রাকার((A fence, a wall)-দ্বারা ইহাকে সাধারণের দুরধিগম্য করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস অন্যরূপ নব্য-ন্যায়শাস্ত্রের প্রমেয় গাম্ভীর্য্য হইতে ভাষার গাম্ভীর্য্য অধিকতর,—আমরা তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। প্রাচীন-ন্যায়শাস্ত্রের সহিত তুলনা করিয়া যাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের মনে করা উচিত নব্য-ন্যায়শাস্ত্র বিশুদ্ধ প্রমাণশাস্ত্র (Logic), প্রমাণ-পদার্থ-নির্ব্বাচনই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। পূজ্যপাদ গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রত্যক্ষ', 'অনুমান', 'উপমান' ও 'শব্দ', ভগবান্ গোতমোক্ত এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণ-তত্ত্বেরই বিস্তারপূর্বক উপদেশ করিয়াছেন ; তৎকৃত 'তত্ত্বচিন্তামণি' প্রত্যক্ষখণ্ড. অনুমান-খণ্ড, উপমান-খণ্ড ও শব্দ-খণ্ড, এই চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র, বিশুদ্ধ প্রমাণশাস্ত্র নহে, ইহাতে জড়বিজ্ঞানের (Physical Science) উপদেশ আছে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের (Metaphysics—Psychology and Ontology) উপদেশ আছে, প্রমাণতত্ত্বও ইহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে। নব্যন্যায়ে ঐ সকল বিষয়ের যথাপ্রয়োজন কিছু কিছু উপদেশ আছে সত্য, কিন্তু উহারা ইহার মুখ্য অভিধেয় নহে, প্রমাণতত্ত্বই নব্যন্যায়ের মুখ্য অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য বিষয়।

ন্যায়শাস্ত্রই হউক অথবা অন্য কোন বিজ্ঞান-শাস্ত্রই হউক, 'পারি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাষিকশব্দ' (Technical terms) যে সকল শাস্ত্রের জন্যই নিতান্ত আবশ্যক, উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দ ব্যতিরেকে যে কোন বিষয়ের যথাযথ উপদেশ দেওয়া সম্ভব নহে, বিদ্বজ্জনমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। নব্য নৈয়ায়িকেরা ন্যায়শাস্ত্রের উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দসমূহের ব্যবহার করিয়া যে মহোপকার করিয়াছেন, জ্ঞান-পিপাসু মনুষ্যসমাজ তাঁহাদের সমীপে তজ্জন্য চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবেন, সন্দেহ নাই। যে সকল ভাব প্রকাশ করিতে বহু বাক্য ব্যয় করিতে হয়, নব্য নৈয়ায়িকগণ অত্যল্প কথায় পর্য্যাপ্তরূপে সেই সকল ভাব প্রকাশের অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িকগণ কি এইজন্য আমাদের ধন্যবাদার্হ নহেন? প্রতিযোগ্যাদি শব্দের অর্থপরিগ্রহ হইলে, পাঠক নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন, নব্য নৈয়ায়িকগণ, ন্যায়শাস্ত্রকে ইচ্ছাপূর্ব্বক জটিল বা দুর্বোধ্য করেন নাই, দুর্ভেদ্য ভাষা-প্রাকারদ্বারা ইহাকে সাধারণের দুরধিগম্য করেন নাই, অল্পায়াসে ন্যায়-শাস্ত্র-গহনে বিচরণ করিবার অভিনব পথ নির্ম্মাণ করিয়া, তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রে প্রবেশার্থীর পরমোপকারই করিয়াছেন।

'যুজ' ধাতুর উত্তর 'ঘিনুণ্' প্রত্যয় করিলে 'যোগী' এই পদটী সিদ্ধ হয়। 'প্রতিযোগী', 'অনুযোগী', এই শব্দদ্বয়ে যে 'যুজ' ধাতুর প্রয়োগ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা 'যুজির্ যোগে' এই সংযোগার্থক 'যুজ' ধাতু বুঝিতে হইবে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, 'প্রতি'-ও-'অনু' এই উপসর্গদ্বয়ের সহিত সংযুক্ত হওয়াতেই 'যোগী' শব্দ যথাক্রমে পরস্পর বিরুদ্ধার্থক 'প্রতিযোগী'-ও অনুযোগী' এই পদদ্বয়ের রূপ ধারণ করিয়াছে। অতএব 'প্রতি' ও 'অনু' এই উপসর্গ দুইটির অর্থ জানিলেই 'প্রতিযোগী' ও 'অনুযোগী' এই শব্দদ্বয়ের অর্থপরিগ্রহ হইবে।

প্রতি—প্রতিনিধি, আভিমুখ্য, ইত্থম্ভূতকথন, সাদৃশ্য, সমীপ, বিরোধ ইত্যাদি বহু অর্থের দ্যোতক। অনুরও পশ্চাৎ, সদৃশ, সমীপ, সহ প্রভৃতি অনেক অর্থ আছে। উপসর্গের অর্থ-ভেদ-নিবন্ধনই 'প্রতি-যোগী'-ও-অনুযোগী' এই পদদ্বয়ের বিবিধ অর্থ হইয়াছে। বিরোধ-বা-প্রতিকূলার্থক প্রতি+যোগী, প্রতিকূলসম্বন্ধবান্—প্রতিপক্ষ, বিরোধী, অন্বয়ী (A counter-prat being or forming a counter-
Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

part of anything ; opposing, related or corresponding to) এই সকল অর্থের বাচক। সাদৃশ্যার্থক প্রতি+যোগী, সমযোগী (Who what co-operates with) এই অর্থের বোধক হইয়া থাকে। 'অনুযোগী' শব্দও 'অনু' উপসর্গের অর্থভেদ-বশতঃ অনেকার্থে প্রযুক্ত হয়। পশ্চাদর্থদ্যোতক 'অনু+যোগী,, সম্বন্ধের আধার (Situated in or on) এবং সমীপ-বা-সহার্থক 'অনু+যোগী' যাহা সংযুক্ত, সংশ্লিষ্ট বা মিলিত হয় (What combines or unites) এই অর্থের বাচক। 'প্রতিযোগী'-ও-'অনুযোগী' এই শব্দদ্বয়ের উত্তর 'তল্' প্রত্যয় করিয়া যথাক্রমে প্রতিযোগিতা-ও-'অনুযোগিতা' এই দুইটি পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

"তস্য ভাবস্ত্বতলৌ।"—

পা ৫।১।১১৯।

অর্থাৎ, তাহার 'ভাব' এই অর্থে শব্দের উত্তর 'ত্ব' ও 'তল্' প্রত্যয় হইয়া থাকে। ঘটের ভাব ঘটত্ব বা ঘটতা, পটের ভাব পটত্ব বা পটতা, প্রতিযোগীর ভাব 'প্রতিযোগিত্ব' বা 'প্রতিযোগিতা', অনুযোগীর ভাব 'অনুযোগিত্ব' বা 'অনুযোগিতা', অবচ্ছেদকের ভাব 'অবচ্ছেদকত্ব' বা অবচ্ছেদকতা'।

ভাব কোন্ পদার্থ ?

'তাহার ভাব' এই অর্থে শব্দের উত্তর 'ত্ব' ও 'তল্' প্রত্যয় হইয়া থাকে, শুনিলাম, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, 'ভাব' শব্দের অর্থ কি ? বৃত্তিকার বলিয়াছেন,—

"শব্দস্য প্রবৃত্তিনিমিত্তং ভাবশব্দেনোচ্যতে।"—

কাশিকা।

শব্দপ্রবৃত্তির—শব্দের অর্থবোধন-শক্তির 'নিমিত্ত' 'প্রযোজক' (Reason for the use of any term in a particular signification) ='শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্ত'। কাশিকাকার বলিয়াছেন, সূত্রস্থ ভাবশব্দদ্বারা শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্তই—'পদশক্যতাবচ্ছেদকই' লক্ষিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বুঝাইয়াছেন—সম্বন্ধিভেদনিবন্ধন ভিদ্যমানা—কল্পিতভেদা (Differentiated by the various subjects in which it

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

resides) গো-অশ্ব-মনুষ্যাদিনিষ্ঠা পরসত্তা বা পরসামান্যই (Summum genus) জাতি' পদার্থ। গোত্ব, অশ্বত্ব, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি অপরসামান্য (Species) পরমার্থতঃ পরসত্তা, পরসামান্য বা জাতি হইতে ভিন্ন নহে। গোসত্তাই 'গোত্ব', অশ্বসত্তাই 'অশ্বত্ব' (গোত্ব, অশ্বত্ব &c. are not really new subjects, but each is 'existence' as residing in the subject 'cow' and 'horse')। নিখিল শব্দই স্বরূপতঃ পরসত্তার বাচক। যে কোন শব্দ হউক, তাহা যে ব্রহ্মবাচী, কোন একটি সাধু শব্দের অর্থ চিন্তা করিতে করিতে অপ্রিতহত-গতিতে ক্রমশঃ অন্তরে প্রবিষ্ট হইলে, শেষে যে প্রাণারাম—নিখিল-পদার্থের প্রাণপদ আত্মার দর্শন হইয়া থাকে, তাহা নিঃসন্দেহ। নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিবচন-সমূহের তাৎপর্য্য চিন্তনীয়।

"তস্য বাক্‌তন্তির্নামানি দামানি তদস্যেদং বাচা তন্ত্যা নামভির্দামভিঃ সর্ব্বং সিতং সর্ব্বং হোদং নামনীং সর্ব্বং বাচাভিবদতি বহন্তি হ বা এনন্তন্তিসম্বন্ধা য এবং বেদ।"—

ঐতরেয় আরণ্যক।

ভাবার্থ।

বহুবলীবর্দ্দ-স্বামী এক স্থানে উপবিষ্ট হইয়া সকল বলীবর্দ্দের (বলদ, A bull, an ox) চারণ-ও-রক্ষণার্থ যেরূপ একটী মূলরজ্জু, শঙ্কুদ্বয়ে বন্ধনপূর্ব্বক প্রসারিত করিয়া দেয়, প্রত্যেক বলীবর্দ্দকে মূল-রজ্জু-সংযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ পাশদ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে স্থাবর জঙ্গমাত্মক যত ভাববিকার আছে, সকলেই সেইরূপ শব্দসামান্য-রূপ প্রসারিত দীর্ঘরজ্জু-দ্বারা মূলতঃ বদ্ধ; যজ্ঞদত্ত, দেবদত্ত বা অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ ইত্যাদি বিশেষ-বিশেষ নাম সকল মূলরজ্জু-সম্বন্ধ পৃথগ্‌বন্ধনহেতু শাখারজ্জুস্থানীয়। শাখারজ্জু ধরিয়া আকর্ষণ করিলে যেরূপ মূলরজ্জুও আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ কোন একটী নাম বা শব্দ যথা-বিধি উচ্চারিত ও সম্যগ্‌জ্ঞাত হইলে, পরিশেষে শব্দসামান্য বা পর-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, বুঝিতে পারা যায়, সাধুশব্দমাত্রেই স্বরূপতঃ ব্রহ্মবাচী, সকল ভাববিকারই, শব্দ, ব্রহ্ম বা আত্মা হইতে আবির্ভূত। শব্দ কাহাকে বলে, তাহা হৃদয়ঙ্গম না হইলে, এই শাস্ত্রীয় উপদেশ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সমূহের গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে না।

পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি উদ্ধৃত শ্রুত্যুপদেশই শব্দান্তরদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, সম্বন্ধিভেদনিবন্ধন ভিদ্যমানা পর-সত্তাই 'জাতি' এবং নিখিলশব্দই পরসত্তা-বা-জাত্যাশ্রিত, শব্দমাত্রেই বাচ্যরূপে পরসত্তা বা জাতিতে ব্যবস্থিত। সত্তাই প্রাতিপদিকার্থ, সত্তাই ধাত্বর্থ (Existence is the meaning of the stem and of the root)। 'ত্ব', 'তল্' প্রভৃতি ভাবপ্রত্যয়যুক্তপদসমূহ পরাপরসত্তা-বাচী, সত্তাই ইহাদিগদ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। ১

'তস্য ভাবস্ত্বতলৌ' এই সূত্রের বার্ত্তিকে পূজ্যপাদ ভগবান্ কাত্যায়ন বলিয়াছেন ;—

"যস্য গুণস্য ভাবাদ্ দ্রব্যে শব্দনিবেশস্তদভিধানে ত্বতলৌ। যদ্বা সর্ব্বে ভাবাঃ স্বেন ভাবেন ভবন্তি স তেষাং ভাবস্তদভিধানে।"

—বার্তিক।

উদ্ধৃত বার্ত্তিকের ভাবার্থ।

পূজ্যপাদ মহর্ষি কাত্যায়ন 'ত্ব' ও 'তল্' এই প্রত্যয়দ্বয় কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, দেখা যাইতেছে, দুইটী পক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে অবগত হইয়াছি, 'জাতি' 'গুণ' ও 'ক্রিয়া' শব্দসমূহের প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তি—অর্থবোধন-শক্তি, যে-কোন শব্দ হউক, তাহা হয়, জাতিবাচক, না হয় গুণবাচক, না হয় ক্রিয়াবাচক। ইহাও পূর্ববিদিত কথা যে সিদ্ধ-ও-সাধ্য-ভেদে বস্তুধর্ম দ্বিবিধ। সিদ্ধবস্তুধর্মও আবার 'প্রাণপ্রদ' ও বিশে-ষাধানহেতু' এই দুই ভাগে বিভক্ত। 'প্রাণপ্রদ সিদ্ধবস্তুধর্ম' 'জাতি', "বিশেষাধানহেতু-সিদ্ধবস্তুধর্ম' 'গুণ' এবং পূর্বাপরীভূতাবয়ব-ক্রিয়া' "সাধ্যবস্তুধর্ম্ম'। 'প্রাণপ্রদসিদ্ধবস্তুধর্ম্ম', 'জাতি' বা 'পরাপরসামান্য',

---

১ সম্বন্ধিভেদাৎ সত্তৈব ভিদ্যমানা গবাদিষু।
জাতিরিত্যুচ্যতে তস্যাং সর্ব্বে শব্দা ব্যবস্থিতাঃ॥
তাং প্রাতিপদিকার্থঞ্চ ধাত্বর্থঞ্চ প্রচক্ষতে।
সা নিত্যা সা মহানাত্মা তমাহুস্তত্বলাদয়ঃ।"

বাক্যপদীয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

বিশেষাধানহেতুসিদ্ধবস্তুধর্ম্ম-বা-গুণের 'সাধ্যবস্তুধর্ম্ম' বা ক্রিয়ার আশ্রয় —ইহাদের ধারক—ইহাদের প্রাণ। বিমল স্ফটিক যখন নীল-পীতাদি দ্রব্যের সহিত পৃথক্ পৃথগ্ভাবে সংযুক্ত হয়, তখন যেমন উহা, স্বরূপতঃ বিমল-বা-বর্ণশূন্য হইলেও তত্তদ্বর্ণবিশিষ্ট বোধ হইয়া থাকে, এক সামান্য সত্তাও সেইরূপ সম্বন্ধিভেদ-নিবন্ধন ভিদ্যমানা হইয়া বহুরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, সামান্যভাব পরিচ্ছিন্ন (Conditioned) হইয়াই বিশেষ-বিশেষ রূপ ধারণ করে। ১ যাহা কার্য্য বা বিকার পদার্থ, তাহার অন্তঃ ও বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা, তাহা কারণগর্ভধৃত, ব্যাপ্যের ব্যাপক আছে', এই সকল কথার তাৎপর্য্য হইতেছে, ভাববিকার মাত্রেই পরিচ্ছিন্ন-সত্তাক এবং পরিচ্ছিন্ন-বা-বিশিষ্ট-সত্তার নিশ্চয়ই ব্যাপক বা সামান্য-সত্তা আছে। পূজ্যপাদ ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন,

গৌরশ্বঃ পুরুষো হস্তীতি ভবতীতি ভাবস্যাস্তে শেতে ব্রজতি তিষ্ঠতীতি।"

নিরুক্ত।

অর্থাৎ গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী ইত্যাদি, ইহারা এক সামান্য-সত্ত্বের বিশিষ্ট-বিশিষ্ট অবস্থার বাচক, এবং 'আস্তে', 'শেতে' ইত্যাদি আখ্যাত পদসমূহ এক ভাবেরই (সত্তাবাচী 'ভূ' ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ এই 'ভাব' শব্দ, বিদ্যমান আছে, সৎ এই অর্থের বাচক) বিশিষ্ট বিশিষ্ট অবস্থার বোধক। 'ভূ সত্তায়াং' সত্তাবাচী এই 'ভূ' ধাতুই অন্যান্য ধাতুর মূল, অন্যান্য ধাত্বর্থ ভূ-ধাতুরই বিশিষ্ট-বিশিষ্ট রূপ। সামান্যবৃত্তি ও বিশেষবৃত্তি শব্দ এই দ্বিবিধবৃত্তিদ্বারা প্রবর্তিত হইয়া থাকে। ২ ভগবান্ যাস্ক এতদ্দ্বারা 'জাতি' বা পরসামান্যই যে মূল পদার্থ, সকল শব্দই যে স্বরূপতঃ পরসত্তার বোধক, ভাব বা সত্তাই (Existence) যে প্রাতিপদিকার্থ এবং ভাব বা সত্তাই

---

১ স্ফটিকং বিমলং দ্রব্যং যথা যুক্তং পৃথক্ পৃথক্।
নীললোহিতপীতাদ্যৈস্তদ্বর্ণমুপলভ্যত ইতি।"

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে ধাত্বর্থ, ১ ভাববিকারসমূহ যে সামান্য ও বিশেষ এই অবস্থাদ্বয়-বিশিষ্ট, এই সকল বিষয়েরই উপদেশ করিয়াছেন।

জাতিশব্দার্থবাদ ও ব্যক্তিশব্দার্থবাদ।

শব্দের অভিধেয়তা (Meaning)-সম্বন্ধে প্রধানতঃ দ্বিবিধ মত প্রচলিত আছে, এক পক্ষ জাতিশব্দার্থবাদী, অপর পক্ষ ব্যক্তিশব্দার্থ-বাদী। পূজ্যপাদ মহর্ষি বাজপ্যায়নের মতে 'গো' 'অশ্ব' ইত্যাদি শব্দসমূহ, ভিন্নদ্রব্যসমবেত জাতিরইবাচক (All words mean a genus)। জাতিজ্ঞান হইলেই, তৎসম্বন্ধবশতঃ দ্রব্যজ্ঞান হইয়া থাকে। শুক্লাদি-শব্দও গুণসমবেত জাতিরই বাচক (Words like 'white' & c. denote a genus which similarly resides in qualities) দ্রব্যসম্বন্ধি-সম্বন্ধ হইতে সংজ্ঞাশব্দের প্রত্যয় হইয়া থাকে—অর্থাৎ, জাতিসম্বন্ধ হইতে আমাদের গুণজ্ঞান হয়, এবং গুণসম্বন্ধ হইতে সংজ্ঞা-শব্দ সকলের Individual substance) জ্ঞান হইয়া থাকে (Through the connection with genus we apprehend the quality, and through the connection with the quality we apprehend the individual substance)। ক্রিয়াশব্দসমূহদ্বারাও 'জাতি' লক্ষিত হইয়া থাকে।

দ্রব্যপদার্থবাচী পূজ্যপাদ মহর্ষি ব্যাড়ির মতে ব্যক্তিই (Individual things) শব্দের অভিধেয়। ভগবান্ পাণিনিদেবের উভয় মতই সম্মত। ২

---

২ সামান্যবৃত্ত্যা বিশেষবৃত্ত্যা চোভয়থা শব্দঃ প্রবর্ত্তত ইত্যুভয়মুপদর্শিতম্। 'ভবতীতি' ভাবস্য। সামান্যেনোপদেশঃ। অত্র হি সর্ব্বেষাং সত্তাবাচিনামধ্যয়নে প্রাপ্তে ভবতিরেবৈক উদাহরণার্থঃ পরিগৃহীতঃ। বিষ্যভানত্বমেবানুভবন্তঃ সর্ব্বে ভবতি শব্দবাচ্যা অন্যাভির্বিশেষক্রিয়াভিরভিসম্বন্ধ্যতে। তস্মাদভবতীতি সর্ব্বক্রিয়া-প্রসববীজভূতমস্তিত্বমাত্রমেব নিরূপপদেন ভবতিশব্দেনোচ্যত ইত্যুপপন্নং ভবতি।"

নিরুক্তটীকা।

১ ভাববচন ও ক্রিয়াবচন ধাত্বর্থ সম্বন্ধে এই দ্বিবিধ মত আছে। কেহ বলিয়াছেন সত্তাই (Existence) ধাত্বর্থ, কাহারও মতে ক্রিয়া (Action) ধাত্বর্থ। একটু চিন্তা করিলে প্রতীতি হয়, ধাতুকে 'ক্রিয়াবচন' বলিলেও ইহার সত্তার্থ অনুপপন্ন হয় না। ক্রিয়ার জাতিত্ব অঙ্গীকার করিলেই,—ইহার সত্তা-বাচিত্ত অঙ্গীকার করিতে হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

"কা পুনরাকৃতিঃ, কা ব্যক্তিঃ? ইতি। দ্রব্যগুণকর্ম্মণাং সামান্য-মাত্রমাকৃতিঃ অসাধারণবিশেষা ব্যক্তিঃ।"—

শবরস্বামিকৃত মীমাংসাদর্শনভাষ্য।

'আকৃতি' শব্দার্থ না, 'ব্যক্তি' শব্দার্থ তন্মীমাংসার্থ প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীমৎশবরস্বামী অগ্রে 'আকৃতি' ও 'ব্যক্তি' এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দ্রব্য গুণ, ও কর্ম্ম ইহাদের সামান্যমাত্র—সামান্য-ভূত 'আকৃতি' এবং অসাধারণ-বিশেষ 'ব্যক্তি' পদার্থ। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন,—

"যত্তর্হি তদ্ভিন্নেষ্বভিন্নং ছিন্নেষ্বছিন্নং সামান্যভূতঃ সঁশব্দঃ। নেত্যাহ আকৃতির্নাম সা।"

মহাভাষ্য।

অর্থাৎ, দ্রব্যাদি ছিন্ন হইলেও যাহা আচ্ছন্ন থাকে, ভিন্ন হইলেও যাহা অভিন্ন থাকে, সেই সামান্যভূতই আকৃতি'। 'আকৃতি' শব্দটী জাতি বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে; বুঝিতে হইবে।

"আকৃতিরিতি জাতিরিত্যর্থঃ। আক্রিয়তে ব্যবচ্ছিদ্যতে ব্যাশ্রয়োঽনয়েতি ব্যুৎপত্তেঃ।"—

মহাভাষ্যবিবরণ।

পূজ্যপাদ ভগবান্ জৈমিনির মতে 'আকৃতি' (জাতি) শব্দার্থ।

"আকৃতিস্তু ক্রিয়ার্থত্বাৎ।"—

মীমাংসাদর্শন ১।৩।৩৩

---

২ জাতি শব্দার্থবাচিনো বাজপ্যায়নস্য মতে গবাদয়ঃ শব্দাঃ ভিন্নদ্রব্যসমবেত-জাতিমভিদধতি। তস্যামবগাহ্যমানায়াং তৎসম্বন্ধাৎ দ্রব্যমবগম্যতে। শুক্লাদয়ঃ শব্দা গুণসমবেতাং জাতিমাচক্ষতে গুণে তৎসম্বন্ধাৎ। প্রত্যয়ঃ দ্রব্যসম্বন্ধিসম্বন্ধাৎ সংজ্ঞাশব্দানামুৎপত্তিপ্রভৃত্যাবিনাশাৎ শৈশবকৌমারযৌবনাদ্যবস্থাদিভেদেঽপি স এবায়মিত্যভিপ্রত্যয়বলাৎ সিদ্ধা দেবদত্তাদিজাতিরভ্যুপগন্তব্যা ক্রিয়াস্বপি জাতিরালক্ষ্যতে সৈব পঠতীত্যাদাবনুবৃত্তপ্রত্যয়স্য প্রাদুর্ভাবাৎ। দ্রব্যপদার্থবা-দিব্যাড়িনয়ে শব্দস্য ব্যক্তিরেবাভিধেয়তয়া প্রতিভাসতে। জাতিস্তূপলক্ষণতয়েতি নানন্ত্যাদিদোষাবকাশঃ। পাণিন্যাচার্য্যস্যোভয়ং সম্মতম্।

—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে পাণিনিদর্শন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ আকৃতির—সামান্যভূতের ক্রিয়ার্থত্ব—ক্রিয়াপ্রবৃত্তিনিমিত্তত্ব প্রযুক্ত—সাদৃশ্য-প্রতিযোগিতানিবন্ধন আকৃতিরই কার্য্যান্বয় পরিদৃষ্ট হয়, এইজন্য 'আকৃতিই' শব্দার্থ। ১ ভগবান্ গোতম বলিয়াছেন—

"জাত্যাকৃতিব্যক্তয়স্তু পদার্থঃ।

ন্যায়দর্শন ২।২।৬৮।

অর্থাৎ ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি, এই তিনই পদার্থ, পদাভিধেয়। ঘটত্বাত্মক জাতি ও কম্বুগ্রীবাদি-রূপ-আকৃতি-বিশিষ্ট-ব্যক্তি-বিশেষ 'ঘট পদার্থ'। ২

---

১ আকৃতিঃ শব্দার্থঃ। কুতঃ? ক্রিয়ার্থত্বাৎ শ্যেনাচিতং চিন্বীত ইতি বচনমাকৃতৌ সম্ভবতি, যত্যাকৃত্যর্থঃ শ্যেনশব্দঃ। ব্যক্তিবচনে তু ন চয়নেন শ্যেন-ব্যক্তিরুৎপাদয়িতুং শক্যতে ইতি অশক্যার্থবচনাৎ অনর্থকঃ। তস্মাৎ আকৃতি-বচনঃ।"—

মীমাংসাদর্শনভাষ্য।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎশবরস্বামি-কৃত মীমাংসাদর্শনের আকৃতি শক্যাধিকরণের ভাষ্য অধ্যয়ণ করিলে, আকৃতি-বা-জাতি পদার্থবাদ-ও-ব্যক্তিপদার্থবাদ-সম্বন্ধে যতপ্রকার মত আছে তাহা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। পূজ্যপাদ শবরস্বামী একস্থানে বলিয়াছেন—আকৃতির্হি ব্যক্ত্যা নিত্যসম্বন্ধা, সম্বন্ধিন্যাঞ্চ তস্যামবগতায়াং সম্বন্ধ্যন্তরমবগম্যতে।'—অর্থাৎ আকৃতি ব্যক্তির সহিত নিত্যসম্বন্ধ, আকৃতি ও ব্যক্তি এই পদার্থদ্বয় যখন নিত্যসম্বন্ধ, তখন উহাদের একটী অবগত হইলে অপরটীও অবগত হয়। ভগবান গোতমও বলিয়াছেন, ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি ইহারা যখন অবিনাভাব-সম্বন্ধে সম্বন্ধ, তখন 'গো' এই শব্দ উচ্চারিত হইলে, জিজ্ঞাস্য হইবে, ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি, ইহাদের অন্যতমকে 'গো' এই পদবোধ্য অর্থরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, কি ব্যক্ত্যাদি তিনটীই গো পদার্থ?

"তদর্থে ব্যক্ত্যাকৃতিজাতিসন্নিধাবুপচারাৎ সংশয়ঃ।"—

ন্যায়দর্শন ২।২।৬১।

"অবিনাভাবেন বর্তমানাসু ব্যক্ত্যাকৃতিষু জাতিষু গৌরিতি প্রযুজ্যতে তত্র ন জ্ঞায়তে কিমন্যতমঃ পদার্থঃ উত সর্ব্ব ইতি।"—

বাৎস্যায়নভাষ্য।

২ ব্যাকরণ ও মীমাংসাদর্শনে 'আকৃতি' ও 'জাতি' একার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্ত, পদাভিধেয়ত্ব-বা-পদার্থ (পদবোধ্য অর্থ) সম্বন্ধীয় এইরূপ মতভেদ-নিবন্ধন 'তস্য ভাবস্ত্বতলৌ' এই সূত্রস্থ 'ভাব' শব্দের অর্থ নির্ব্বাচন এবং 'ত্ব' ও 'তল' এই প্রত্যয়দ্বয়যুক্ত 'প্রকৃতি' কিরূপ অর্থের বাচক হইবে, তদবধারণ করিতে যাইয়া, আচার্য্য ও টিকাকার-

---

কিন্তু ভগবান্ গোতম 'আকৃতি' ও 'জাতি' এই পদার্থদ্বয়কে সমানার্থকরূপে গ্রহণ করেন নাই। ভগবান্ গোতম বলিয়াছেন, যদ্দ্বারা জাতি ও জাতিলিঙ্গ প্রখ্যাত হয়, তাহা 'আকৃতি'।

"আকৃতির্জ্জাতিলিঙ্গাখ্যা।"—

ন্যায়দর্শন ২।২।৭০।

ভগবান্ গোতমকৃত জাতিলক্ষণ ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

"সমানপ্রসবাত্মিকা জাতিঃ।"—

ঐ ২।২।৭১।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জগদীশ তর্কালঙ্কার বলিয়াছেন—সূত্রস্থ 'আকৃতি' পদটী সংস্থানপর—সংস্থানবাচী নহে, আকৃত হয়—ব্যবচ্ছিন্ন হয় স্বাশ্রয় যদ্দ্বারা, অর্থাৎ যাহা আকার-নিরূপণার্থক, তাহা 'আকৃতি'। 'আঙ্' পূর্ব্বক 'কৃ' ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ 'আকৃতি' শব্দ জাতি ও ব্যক্তির সমবায়াত্মক সংসর্গপর।

"সৌত্রমাকৃতিপরং ন সংস্থানপরং পরন্তু করণব্যুৎপত্ত্যাকারনিরূপকার্থবৎ জাতি-ব্যক্ত্যোঃ সংসর্গ পরমেব।"—

শব্দশক্তিপ্রকাশিকা।

বৈশেষিক দর্শনের উপস্কারকর্ত্তা শ্রীযুক্ত শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন,—সময়ঃ শক্তিরেব ব্যক্ত্যাকৃতিজাতয়ঃ পদার্থা ইতি বৃদ্ধাঃ গবাদিপদানামিয়ং গতিঃ, গুণ-কর্ম্মাদিবাচকপদানান্তু জাতিব্যক্ত্যো এবার্থ ইতি ময়ূখে বিপঞ্চিতম্।"—

ভগবান্ কণাদ 'সাময়িকশব্দাদর্থপ্রত্যয়ঃ।'—বৈ, দং, ৭।২।২০, এই সূত্র দ্বারা বুঝাইয়াছেন, 'এই শব্দের এই অর্থ বোদ্ধব্য' এবম্প্রকার ঈশ্বর-সঙ্কেতের নাম 'সময়'; ভগবান্ যে শব্দকে যদর্থে সঙ্কেতিত করিয়াছেন, তচ্ছব্দ তদর্থের প্রতি-পাদক, অতএব শব্দার্থ-প্রত্যয় সাময়িক, সময়াধীন। বৃদ্ধজনেরা এই সময়কে 'শক্তি' বলিয়াছেন। ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি, এই তিনটিই বৃদ্ধজনসম্মত পদার্থ। শঙ্কর মিশ্রের উদ্ধৃত বচনাভিপ্রায়, গো প্রভৃতি পদের ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি, এই ত্রিবিধ অর্থ বটে, কিন্তু গুণকর্ম্মাদিবাচক পদসমূহের জাতি ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দিগকে একাধিক পক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। পূজ্যপাদ ভট্টোজিদীক্ষিত স্বপ্রণীত শব্দকৌস্তুভ নামক উপাদেয় গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"প্রাগুক্তরীত্যা মতভেদসত্ত্বাজ্জাতিবিশেষঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তম্। ব্যক্তিবিশেষোপহিতাসত্ত্বৈব বা। শব্দস্বরূপং বা।"—

শব্দকৌস্তুভ।

অর্থাৎ, প্রাগুক্তরীত্যনুসারে মতভেদ থাকাতে, 'ত্ব' ও 'তল্' প্রত্যয়ার্থ-সম্বন্ধে জাতিবিশেষ 'প্রবৃত্তিনিমিত্ত' (পদশক্যতাবচ্ছেদক), অথবা ব্যক্তিবিশেষোপহিতসত্তা 'প্রবৃত্তিনিমিত্ত,' অথবা শব্দস্বরূপই 'প্রবৃত্তিনিমিত্ত,' এই ত্রিবিধ পক্ষ হইয়াছে।

পূজ্যপাদ মহর্ষি কাত্যায়ন, 'তস্য ভাবস্ত্বতলৌ' এই পাণিনীয় সূত্রের বার্ত্তিকে 'ত্ব' ও 'তল্' এই প্রত্যয়দ্বয় কোন অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, পূজাপাদ ভগবান্ পাণিনিদেবের 'তস্য ভাবঃ'—'তাহার ভাব' এতদ্বচনের অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, পূর্ব্বে অবগত হইয়াছি, পক্ষদ্বয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। মহর্ষি কাত্যায়ন উদ্ধৃত সূত্রের বার্ত্তিকে যে দুইটি পক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন. একটু চিন্তা করিলে উপলব্ধি হইবে, তাহার প্রথমটি 'অর্থপর,' দ্বিতীয়টি 'শব্দস্বরূপপর'। পূজ্যপাদ ভট্টোজিদীক্ষিত বলিয়াছেন,—

"প্রকৃতিজন্যবোধে প্রকারো ভাবঃ।"—

সিদ্ধান্তকৌমুদী।

ব্যক্তি এই দুইটা পদার্থ। 'ন সামযিকত্বাচ্ছব্দার্থসম্প্রত্যয়স্য' এই ন্যায়সূত্রের সহিত 'সাময়িকশব্দাদর্থপ্রত্যয়ঃ' এই বৈশেষিক সূত্রের সাদৃশ্য চিন্তনীয়। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গদাধর শিরোমণি স্বপ্রণীত 'শক্তিবাদ' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, জাত্যাকৃতি-ব্যক্তয়স্তু পদার্থঃ' এই ন্যায়সূত্রে মহর্ষি গোতম বহুবচন উদ্দেশ্যের ('জাত্যাকৃতি-ব্যক্তয়ঃ') যখন একবচন বিধেয় ('পদার্থঃ') পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন জাতি আকৃতি ও ব্যক্তি, এই তিনটাই যে পদার্থ, বুঝা যাইতেছে, মহর্ষি গোতমের ইহাই অনুমত।

"জাত্যাকৃতিবিশিষ্টায়াং ব্যক্তৌ শক্তেরৈক্যং, জাত্যাকৃতিব্যক্তয়স্তু পদার্থঃ ইতি ন্যায়সূত্রে বহুবচনমপেক্ষ্য পদার্থ ইত্যেকবচনাস্তং নির্দিষ্টবতী মহর্ষেরনুমতম্।"—

শক্তিবাদ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রত্যয়বিধানাবধিভূত (যাহার উত্তর প্রত্যয় বিহিত হয়), অর্থাব-বোধহেতু শব্দবিশেষের নাম 'প্রকৃতি'। প্রকৃতি 'নাম' (প্রাতিপদিক)-ও-ধাতুভেদে দ্বিবিধ। ঘট, পট, গো ইত্যাদি, ইহারা নাম বা প্রাতিপদিক, এবং ভূ, গম্ ইত্যাদি, ইহারা ধাতু। ১

"কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ।"—

পা ১।২।৪৬।

অর্থাৎ কৃদন্ত (কর্ত্তা, হর্ত্তা ইত্যাদি), তদ্ধিতান্ত (ঔপগব, কাপটব ইত্যাদি) ও সমাস (রাজপুরুষ, ব্রাহ্মণকম্বল ইত্যাদি) ইহাদেরও প্রাতিপদিক সংজ্ঞা হইয়া থাকে। অতএব কৃদন্ত, তদ্ধিতান্ত এবং সমাসও 'প্রকৃতি'।

"সামান্যস্য ভেদকো বিশেষঃ প্রকারঃ।"—

মনোরমা ও কাশিকা।

অর্থাৎ সামান্যের যাহা ভেদক বিশেষ (Differentia) যাহা প্রকৃত্যর্থ-বিশেষণ (which is always an Attributive, applicable to a genus) তাহার 'প্রকার'। 'দণ্ডবান্ পুরুষ' এই বাক্য-জন্য বোধে 'দণ্ড' 'প্রকার' —বিশেষণ। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"ভাসমানবৈশিষ্ট্যপ্রতিযোগিত্বম্ প্রকারত্বম্। যথা অয়ং ঘটঃ' —ইত্যত্র অয়ং বিশেষ্যঃ ঘটত্বং প্রকারঃ।"—

তর্কামৃত।

নির্ব্বিকল্পক-ও-সবিকল্পক-ভেদে দ্বিবিধ জ্ঞানের কথা আমরা পূর্ব্বে (উপ, ২০৭-২০৮ পৃঃ) উল্লেখ করিয়াছি, আমরা বুঝিয়াছি, বিশেষ্য-বিশেষণ-সম্বন্ধ-রহিত-জ্ঞান 'নির্ব্বিকল্পক,' এবং বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবাবগাহি-জ্ঞান 'সবিকল্পক'। ২

---

১ "নিরুক্তা প্রকৃতির্দ্বেধা নামধাতুপ্রভেদতঃ।
যৎপ্রাতিপদিকং প্রোক্তং তন্নাম্নো নাতিরিচ্যতে।"—
শব্দশক্তিপ্রকাশিকা।

অর্থাৎ নাম-ও-ধাতুভেদে 'প্রকৃতি' দ্বিধা। প্রাতিপদিক, 'নাম' হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে।

২ "তচ্চ প্রত্যক্ষং দ্বিবিধং নির্বিকল্পকং সবিকল্পকঞ্চেতি। তত্র নামজাত্যাদি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"তত্র নির্ব্বিকল্পকং বিশেষ্যপ্রকারাদিরহিতং বস্তুস্বরূপ-মাত্রজ্ঞানং, সবিকল্পকং সপ্রকারকম্।"— তর্কামৃত

অর্থাৎ বিশেষ্যপ্রকারাদিরহিত-বস্তুর স্বরূপমাত্রজ্ঞান 'নির্ব্বিকল্পক'। নাই বিকল্প-বিশেষ্য-বিশেষণ-সম্বন্ধ যাহার—যে জ্ঞানে বিশেষ্য-বিশেষণ-সম্বন্ধ প্রতিভাত হয় না, যাহা জাত্যাদি-যোজনা-রহিত, বৈশিষ্ট্যানবগাহী—যাহা নিষ্প্রকারক, তাহা নির্বিকল্পক ; এবং যে জ্ঞান সপ্রকারক—যে জ্ঞানে বিশে-ষ্যবিশেষণভাব উপলব্ধ হয়, যাহা বিকল্পের সহিত বিদ্যমান, তাহা 'সবিকল্পক'। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইবামাত্র প্রথমে কোন কিছু আছে, ইত্যাকার অবিকল্পিত, বৈশিষ্ট্যানবগাহী, নিষ্প্রকারক (Indefinitc) জ্ঞান হইয়া থাকে। এই জ্ঞানে উপলভ্যমান পদার্থ 'ইহা এই' এতদ্রূপ বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবদ্বারা বিবেচিত হয় না, এ জ্ঞান প্রত্যুপস্থিত বস্তুর অস্তিত্বমাত্র নির্দ্ধারণ করে। পদার্থ-সম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞান—সবিকল্পক অনুভূতি, সঙ্কল্পাখ্য-মানস-শক্তিদ্বারা অর্জিত হইয়া থাকে। মনের ধৃতিশক্তি আছে, অনুভূত বিষয়ের উপরাগ চিত্তপটে সংলগ্ন হইয়া থাকে ; মন বিবেক-শক্তি-বিশিষ্ট,—ইহা একরূপ অনুভূতিকে অন্যরূপ অনুভূতি হইতে পৃথক করিতে পারে, পদার্থসমূহের সাধর্ম্ম-বিচারশক্তিতে মন শক্তিমান, তা'ই আমরা সবিকল্পক-বা-সপ্রকারক জ্ঞানে জ্ঞানী। 'অয়ং ঘটঃ' 'ইহা হয় ঘট' এই বাক্যজন্যবোধের স্বরূপ চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, 'অয়ং' বা 'ইহা' এইশব্দ বোধ্য অর্থ 'বিশেষ্য' এবং 'ঘটত্ব' 'প্রকার' বা বিশেষণ। 'ঘটত্ব' 'অয়ং' বা 'ইহা' এই পদবোধ্য অর্থকে বিশিষ্ট করিতেছে, পরিচ্ছিন্ন (Mark out) করিতেছে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গঙ্গেশোপাধ্যায় বলিয়াছেন,—

"প্রাথমিকং গৌরিতি প্রত্যক্ষং জ্ঞানং জন্যবিশেষণ-জ্ঞানজন্যং জন্য বিশিষ্টজ্ঞানত্বাত্‌, অনুমিতিবৎ।"— তত্ত্বচিন্তামণি, প্রত্যক্ষখণ্ড

যোজনা রহিতং বৈশিষ্ট্যানবগাহি নিষ্প্রকারকম্ নির্ব্বিকল্পকম্। ° ° ° সবিকল্পকঞ্চ বিশিষ্ট-জ্ঞানং যথা গৌরবমিতি।"—

তত্ত্বচিন্তামণি, প্রত্যক্ষখণ্ড।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ, ইহা গো, গো-সম্বন্ধীয় এই সবিকল্পক প্রত্যক্ষ-জ্ঞান জন্য-বিশেষণ-জ্ঞানজন্য জ্ঞান, অনুমিতির ন্যায় ইহা জন্য (পূর্ব্বোৎপন্ন) বিশেষণ-জ্ঞানের তুলনায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন পদার্থকেই আমরা কেবল তদ্দ্বারা জানিতে পারি না, প্রত্যেক পদার্থই, পূর্ব্ব-জ্ঞাত তৎসম্বদ্ধ পদার্থান্তরের তুলনায় পরিজ্ঞাত হয়, বহুশঃ উক্ত এই কথটী স্মরণ করিবেন। প্রকার-বা-বিশেষণ-জ্ঞান-ব্যতিরেকে সবিকল্পক-বা-বিশেষ্য-বিশেষণ-সম্বন্ধাত্মক-জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গঙ্গেশোপাধ্যায়ের উদ্ধৃত বচন সকলের ইহাই তাৎপর্য।

গোত্বের জ্ঞান যাঁহার নাই, 'গো' প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার কদাচ 'ইহা গো' গো সম্বন্ধীয় এইরূপ সবিকল্পক জ্ঞান হয় না। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে, প্রকার বা বিশেষণের জ্ঞান সবিকল্পক জ্ঞানে অবশ্য প্রয়োজনীয়।১ "প্রকৃতি' কাহাকে বলে তাহা অবগত হইলাম,

---

১ চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার কতকটা এইরূপ কথা বলিয়াছেন। 'ইহা হয় একটী জন্তু', 'ইহা হয় একটী বৃত্ত', 'ইহা হয় রোহিত বর্ণ', যিনি এইরূপ সবিকল্পক-জ্ঞান-প্রকাশক প্রবচনের প্রয়োগ করেন, 'জন্তু' (Animal) বৃত্ত' (circle), ও 'রোহিত বর্ণ' নিশ্চয়ই ইহারা তাঁহার তাঁহার পূর্ব্বানুভূত বিষয়। 'ইহা হয় একটী জন্তু', 'ইহা হয় একটী বৃত্ত', 'ইহা হয় রোহিত বর্ণ', এই প্রবচনত্রয়ের প্রয়োগ-ব্যাপার, পূর্ব্বপ্রত্যক্ষীভূত, স্মৃতিপথিস্থিত বিষয়ের সহিত তদনুরূপ নূতন প্রত্যক্ষের একীকরণ বা বর্গক্রমে বিন্যাসমূলক।

"To say—'This is an animal', or this is a circle', or this is the colour red', necessarily implies that animals, circles and colours have been previously Presented to consciousness. And the assertion that this is an animal, a circle, or a colour is a grouping of the new object perceived with similar Objects remembered."—

Principles of Psychology, Vol. 11. P. 114.

জিজ্ঞাস্য হইবে, তাহা হইলে 'অনুমিতি' ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষের পার্থক্য কি? (How then, does knowing a relation by Reason differ from knowing it by Perception?) পণ্ডিত স্পেন্সার এতদুত্তরে বলিয়াছেন—ব্যবহিতত্বাব্যবহিতত্বই উহাদের ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্ম।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'প্রকার শব্দের অর্থও সংক্ষেপে চিন্তা করা হইল, এক্ষণে 'প্রকৃতিজন্য-বোধে প্রকারই ভাব' পূজ্যপাদ ভট্টোজিদীক্ষিতের এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা দেখিব।

"ভু সত্তায়াং সত্তাবাচী এই 'ভূ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'ভাব' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। বাচ্য-ভেদ-নিবন্ধন 'ভাব' শব্দটী বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

"ভবন্তি অর্থবোধায় প্রবর্ত্তন্তে অনেনেতি ভাব ইতি।"—
শব্দেন্দুশেখর।

করণবাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ 'ভাব' শব্দ, যদ্দ্বারা শব্দ সকল স্ব-স্ব অর্থের বোধক হয়, শব্দার্থবোধের যাহা করণ, যাহা শব্দপ্রবৃত্তি-নিমিত্ত, তাহা 'ভাব', ভাব-শব্দটী এই অর্থের বাচক হইয়া থাকে। 'গোত্ব' শব্দের 'গো' প্রকৃতি এবং 'ত্ব' প্রত্যয়। ভট্টোজিদীক্ষিত বলিয়াছেন, 'গো' এই প্রকৃতিজন্যজ্ঞানে যাহা প্রকার—যাহা বিশেষণ, তাহা 'ভাব'। পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, প্রকার বা বিশেষণের জ্ঞান ব্যতিরেকে সবিকল্পক-বা-বিশেষ্য-বিশেষণসম্বন্ধাত্মক জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না, বিশেষণতাজ্ঞানই সবিকল্পকজ্ঞানোৎপত্তির সাধকতম—করণ ; 'ভূ' ধাতুর উত্তর—করণ বাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ 'ভাব' শব্দটী, বিদিত হইলাম, যদ্দ্বারা শব্দ সকল স্ব-স্ব অর্থের বোধক হয়, যাহা শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্ত, এই অর্থের বোধক ; অতএব ইহা সুখবোধ্য হইল, যে প্রকৃতিজন্যবোধ প্রকারই—বিশেষণই 'ভাব' পদার্থ। শব্দের উত্তর, এই 'ভাব' পদার্থ বুঝাইবার নিমিত্ত 'ত্ব' ও 'তল্' প্রত্যয় হইয়া

"It differs by its *indirectness*. A cognition is distinguishable as of one or the other kind according as the relation it embodies is disclosed to the mind *directly or indirectly*. If its terms are so presented that the relation between them is immediately cognized—if their co existence, or succession, or juxta-position, is knowable through the senses ; we have a perception. If their co-existence, or sequence, juxta-position, is not knowable through the senses—if the relation between them is mediately cognized : we have a ratiocinative act."—
Principles of Psychology, Vol. II. P. 115.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

থাকে। গো-এর ভাব—গো এই প্রকৃতি-জন্যবোধের 'প্রকার'—বিশেষণ, শক্তি বা ধর্ম্মই 'গোত্ব'।

মহর্ষি কাত্যায়ন বলিয়াছেন—বিশেষণতারূপে ভাসমান যদ্‌গুণের বিদ্যমানতা-নিবন্ধন দ্রব্যে—সত্ত্বে—বিশেষ্যে শব্দ-নিবেশ—শব্দপ্রবৃত্তি হয়, তদ্‌গুণাভিধানার্থ 'ত্ব' ও 'তল্‌' প্রত্যয় হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ ভট্টোজিদীক্ষিত নিম্নোদ্ধৃত কারিকাদ্বারা উক্ত বার্ত্তিকেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।১

"প্রয়োগোপাধিমাশ্রিত্য প্রকৃত্যর্থে প্রকারতাম্।"
ধর্ম্মমাত্রং বাচ্যমিতি যদ্বা শব্দপরা অমী॥
জায়েন্তে তজ্জন্যবোধপ্রকারে ভাবসংজ্ঞিতে।"
বৈয়াকরণভূষণসারধৃত কারিকা।

---

১ যস্য গুণস্য ভাবাদ্রব্যে শব্দনিবেশস্তদভিধানে 'ত্বতলৌ' এই বার্ত্তিকের পূজনীয় কৌণ্ডভট্ট যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

যস্য গুণস্য-বিশেষণতয়া ভাসমানস্য ভাবাৎ—আশ্রয়ত্বাৎ দ্রব্যে—বিশেষ্যে শব্দ-নিবেশঃ—শব্দপ্রবৃত্তিঃ, তস্মিন্ বাচ্যে ত্বতলাবিত্যর্থঃ।"

বৈয়াকরণভূষণসার।

উক্ত বার্ত্তিকের, পূজ্যপাদ কৈয়টকৃত ব্যাখ্যা—"যস্য গুণস্যেতি। গুণশব্দেন যাবান্ কশ্চিৎ পরাশ্রয়ো ভেদকো জাত্যাদিরর্থঃ স সর্ব্ব ইহ গৃহ্যতে ০ ০ ০ ভাবাদ্বিদ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ। দ্রব্যশব্দেন বিশেষ্যভূতসত্ত্বভাবাপন্নোঽর্থ উচ্যতে। তস্মিন্ দ্রব্যে শব্দনিবেশঃ শব্দস্য প্রবৃত্তিঃ।"—

কৈয়ট।

অর্থাৎ মহর্ষি কাত্যায়ন 'যস্য গুণস্য' এই স্থানে যে 'গুণ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা পরাশ্রয়ভেদক, জাত্যাদিধর্ম্মের এবং তৎপ্রযুক্ত দ্রব্য' শব্দ, বিশেষ্যভূত সত্ত্বভাবাপন্ন অর্থের বাচক।

"তত্র যে রূপাদয়ঃ শব্দা গুণমাত্রবৃত্তয়ঃ তেভ্যো গুণসমবায়িনি সামান্যে ভাবপ্রত্যয়ঃ। রূপত্বমিতি। যে তু শুক্লাদয়ো গুণগুণিবৃত্তয়ো গুণগুণিনোরভেদোপচারান্মতুব্‌লোপাদ্বা তেভ্যো গুণবৃত্তিভ্যোগুণসমবায়িনি সামান্যে ভাবপ্রত্যয়ঃ। গুণবৃত্তিভ্যস্তু গুণে। অনুমহদ্দীর্ঘাদয়ো নিত্যং পরিমাণিনি বর্ত্তন্তে ন তু পরিমাণমাত্রে। তেন তেভ্যঃ পরিমাণে গুণে ভাবপ্রত্যয়ঃ যত্বং নত্বমিতি ভিন্নবর্ণব্যক্তিসমবেতে সামান্যবিশেষে প্রত্যয়ঃ। দ্রব্যবাচিভ্যস্তু গবাদিভ্যো জাতৌ প্রত্যয়ঃ।"

কৈয়ট।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

প্রয়োগোপাধি — শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্ত—শব্দশক্তি। প্রয়োগোপাধিকে আশ্রয়-পূর্ব্বক প্রকৃত্যর্থে প্রকারতা (বিশেষণতা)-রূপে ভাসমান ধর্ম্মই ভাবপদার্থ। এই ভাবই 'ত্ব' ও 'তল্' প্রত্যয়ের অর্থ। আমরা পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, জাতি, গুণ ও ক্রিয়া এই তিনটি প্রধান শব্দপ্রবৃত্তি—শব্দশক্তি, অতএব ইহা সুখবোধ্য হইতেছে, জাতিবাচক শব্দের 'জাতি', গুণবাচক শব্দের 'গুণ', এবং ক্রিয়াবাচক শব্দের 'ক্রিয়া', শব্দ-প্রবৃত্তি-নিমিত্ত—প্রয়োগোপাধি। রূপাদি শব্দ গুণমাত্রবৃত্তি, সুতরাং রূপাদি গুণমাত্রবৃত্তি শব্দসমূহের উত্তর গুণ-সমবায়িসামান্য বা জাতিতে, শুক্ল, মহৎ, অণু, হ্রস্ব, ইত্যাদি শব্দের উত্তর গুণে এবং পাচকাদি ক্রিয়াবাচক শব্দসমূহের উত্তর ক্রিয়াতে ভাবপ্রত্যয় হইয়া থাকে।১

কৃত্তদ্ধিত-সমাস-ও-প্রাতিপদিক, ইহাদের উত্তরও ভাবপ্রত্যয় হইয়া থাকে, সুতরাং জিজ্ঞাস্য হইবে, কৃত্তদ্ধিত-সমাসের উত্তর কোন্ অর্থে ভাবপ্রত্যয় হয়? পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি, কৈয়ট, ভট্টোজিদীক্ষিত এতদুত্তরে বলিয়াছেন, কৃত্তদ্ধিত-সমাসের উত্তর সম্বন্ধে ভাবপ্রত্যয় হইয়া থাকে, সম্বন্ধই ইহাদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত। 'রাজপুরুষত্ব' স্ব-স্বামিভাব-সম্বন্ধের, 'পাচকত্ব' ক্রিয়া-কারক-সম্বন্ধের, 'ঔপগবত্ব' অপত্যাপত্যবৎসম্বন্ধের বোধক।২

পূজ্যপাদ মহর্ষি কাত্যায়নের 'ভাব' পদার্থের প্রথম পক্ষীয় ব্যাখ্যার

---

১ সমাসকৃত্তদ্ধিতাস্তু যদ্যপি কেবলং সম্বন্ধং নাভিদধতি তথাপি সম্বন্ধিনি বর্তমানাঃ সম্বন্ধং প্রবৃত্তিনিমিত্তমপেক্ষন্ত ইতি তেভ্যঃ সম্বন্ধে ভাবপ্রত্যয়ঃ। তথা চ রাজপুরুষত্বমিতি স্ব স্বামিভাব প্রতীয়তে। পাচকত্বমিতি ক্রিয়াকারক সম্বন্ধঃ। ঔপগবত্বমিতি অপত্যাপত্যবৎ সম্বন্ধঃ।" কৈয়ট।

এবং স্থিতে কৃত্তদ্ধিতসমাসেষু একার্থীভাবাভ্যুপগমাৎ তদুত্তরত্বতলাদিভিরপি উক্তরীত্যৈবার্থবোধনির্ব্বাহে তত্র নাপূর্ব্বং শক্ত্যন্তরং কল্প্যং কিন্তু তত্র প্রকৃতিপ্রত্যয়য়োঃ পূর্ব্বোক্তয়পদার্থয়োশ্চ সংসর্গোঽপি প্রায়েন প্রকারতয়া প্রবিশতি। • • • • এতদভিপ্রেত্য হরিকারিকায়ামুক্তম্। কৃত্তদ্ধিতসমাসেভ্যঃ সম্বন্ধাভিধানং ভাবপ্রত্যয়েনেতি।" মনোরমা।

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাৎপর্য্য কি তাহা যথাপ্রয়োজন চিন্তিত হইল ; এক্ষণে' "যদ্বা সর্ব্বে ভাবাঃ স্বেন ভাবেন ভবন্তি স তেষা ভাবঃ", উক্ত মহর্ষিকৃত ভাবপদার্থের এই দ্বিতীয়পক্ষীয় ব্যাখ্যার অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

অবগত হইয়াছি, 'ভূ' ধাতুর উত্তর করণ-বাচ্য 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়াও 'ভাব' পদটি সিদ্ধ হইতে পারে। 'ভূ' ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ 'ভাব' শব্দ যাহা সৎ, যাহা বিদ্যমান, এই অর্থের বাচক।

নিখিল ভাবই—সত্তমাত্রেই স্বীয়ভাবে বিদ্যমান থাকে। এক একটি শব্দ এক- একরূপ ভাবের প্রকাশক। যে শব্দ উচ্চারিত হইলে, যে ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তচ্ছব্দই তদ্ভাবের স্বরূপ। শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের নিত্য-সম্বন্ধ।

"নিত্যাঃ শব্দার্থসম্বন্ধাঃ সমাম্নাতা মহর্ষিভিঃ।
সূত্রাণাং সানুতন্ত্রাণাং ভাষ্যাণাঞ্চ প্রণেতৃভিঃ॥"

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ সূত্রকার মহর্ষি পাণিনি, অনুতন্ত্র-(বার্ত্তিক)-কার মহর্ষি কাত্যায়ন (বররুচি) ও ভাষ্যকার মহর্ষি পতঞ্জলি, ইহাঁরা শব্দার্থসম্বন্ধকে নিত্য—অকৃতক বলিয়াছেন।

যে শব্দ যেরূপ ভাবের বাচক, ত্ব-তলাদি ভাবপ্রত্যয়যুক্ত হইয়া তচ্ছব্দ তদ্ভাবেরই প্রকাশক হইয়া থাকে। 'গো' শব্দ যদ্ভাবের বাচক, 'গো+ত্ব'='গোত্ব' শব্দদ্বারা তদ্ভাবই অভিব্যক্ত হয়।

"সতি প্রত্যয়হেতুত্বে সম্বন্ধ উপপদ্যতে।
শব্দস্যার্থৈর্যতোহতস্তৎসম্বন্ধোহস্তীতি গম্যতে॥"—

বাক্যপদীয়।

শব্দতত্ত্বজ্ঞকোবিদকুলের উপদেশ শব্দশ্রবণান্তর শ্রোতার আত্মাতে প্রথমে তদ্বোধ্য অর্থের সমুপস্থিতি—স্মৃতি হয়, তৎপরে যোগ্যতাদিবশতঃ বিশিষ্টান্বয়বোধের উদয় হইয়া থাকে। 'স্মৃতি' অনুভূত পদার্থের উদ্বোধক—সহকৃত-সংস্কার হইতে উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-
Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্বারা অনুভূতবিষয়সমূহ, সংস্কার-বা-ভাবনা-(Idea)-রূপে আমাদের চিত্তে বিদ্যমান থাকে, উদ্বোধককারণ (Exciting cause) উপস্থিত হইলে, উহারা স্মৃতিপথে উদিত হয়। শব্দশ্রবণান্তর শ্রোতার আত্মাতে তদ্বোধ্য অর্থের যে সমুপস্থিতি বা স্মৃতি হইয়া থাকে, শব্দশ্রবণই তাহার উদ্বোধককারণ, তদ্ব্যতীত অন্য উদ্বোধককারণের উপলব্ধি হয় না। পূজ্যপাদ ভর্তৃহরি এইজন্য বলিয়াছেন, 'শব্দ' যখন প্রত্যয়হেতু, এবং শব্দই যখন স্মৃতির উদ্বোধক কারণ, তখন শব্দের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা নিঃসন্দেহ। শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত, তদ্বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই; এক্ষণে জ্ঞাতব্য হইতেছে, শব্দার্থ সম্বন্ধের স্বরূপ কি?

"স চ সম্বন্ধো বৃত্তিরূপঃ। বৃত্তিশ্চ দ্বিবিধা শক্তির্লক্ষণা চ। তত্র শক্তির্ণাম ইতরেতরাধ্যাসমূলে অভেদে সতি তদ্বোধহেতুত্বমিতি মঞ্জুষায়ামুক্তম্।"

শব্দার্থরত্ন।

অর্থাৎ, শব্দের সহিত অর্থের বৃত্তিরূপ সম্বন্ধ। 'বৃত্তি' শক্তি-ও-লক্ষণা-ভেদে দ্বিবিধা। পরস্পর অভেদসম্বন্ধে সম্বন্ধ পদপদার্থের ইতরেতরাধ্যাসমূলক সঙ্কেতই—অর্থবোধহেতুত্বই 'শক্তি'। পূজ্যপাদ ভগবান্ বেদব্যাস—'শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্' এই পাতঞ্জল-সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন —'যে শব্দ সেই অর্থ', 'যে অর্থ সেই শব্দ', পদপদার্থের একপ্রকার ইতরেতরাধ্যাসরূপ স্মৃত্যাত্মক সঙ্কেতই 'শক্তি'। ২ নৈয়ায়িকদিগের

---

১ "যদ্বা সর্ব্বে ভাবাঃ স্বেন ভাবেন ভবন্তি স তেষাং ভাবস্তদভিধানে কিমেভিস্ত্রিভির্ভাবগ্রহণৈঃ ক্রিয়তে। একেন শব্দঃ প্রতিনির্দ্দিশ্যতে দ্বাভ্যামর্থঃ।"

মহাভাষ্য।

অর্থাৎ ভাবশব্দটির ত্রিবিধপ্রয়োগদ্বারা ত্রিবিধ অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। একরূপ প্রয়োগদ্বারা "ভাব' শব্দের স্বরূপ বোধকরূপে গৃহীত হইয়াছে; অপর দ্বিবিধপ্রয়োগ অর্থপর।

২ অর্থ প্রতীত্যনুকূলপদপদার্থসম্বন্ধো ব্যাপারঃ শক্তিরিতি কাব্যপ্রকাশে। অর্থপ্রতিপাদনানুকূলসম্বন্ধবিশেষঃ শক্তিরিতিঃ নৈয়ায়িকাঃ। ••• সা চ অস্মাচ্ছব্দাদয়মর্থো বোদ্ধব্য ইতি ঈশ্বরেচ্ছাবিষয়ত্বম্। আধুনিকসঙ্কেতে তু আধুনিক-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মতে (পূর্বে উক্ত হইয়াছে) অর্থপ্রতিপাদানাকূল সম্বন্ধবিশেষই 'শক্তি' এবং ইহা, এই শব্দ এই অর্থের বোধক হউক,' এবম্প্রকার ঈশ্বরেচ্ছা-বিষয়ক সঙ্কেত। ১

শব্দ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা মনোগত-ভাবের, সূক্ষ্মবাগাত্মাতে অবস্থিত আন্তরজ্ঞানের প্রব্যক্ত অবস্থা।২ মনে গত—মনকে প্রাপ্ত—মনঃ দ্বারা মনিত-বা-প্রতিপন্ন=মনোগত। মনোগত এমন ভাব=মনোগতভাব। যে ভাব বা সত্তার প্রতিকৃতি—ছবি (Copy or image) মানস-পটে অনুবিদ্ধ হইয়াছে, তাহা 'মনোগতভাব'। যে ভাব বা সত্তার প্রতিকৃতি চিত্তপটে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, বুঝিলাম তাহা মনোগতভাব'; এক্ষণে জ্ঞাতব্য হইতেছে, তৎপদার্থের স্বরূপ কি ?

কার্য্যাত্ম-ও-কারণাত্ম-ভেদে দ্বিবিধভাবের কথা আমরা পূর্বে অবগত হইয়াছি। যে ভাব মনোগত হয়—যে ভাবের ছবি চিত্তমুকুরে প্রতি-বিম্বিত হয়, তাহা যে কার্য্যাত্ম-ভাব, তাহা যে পরিচ্ছিন্ন-ভাব, তাহা যে

সঙ্কেত এব শক্তিরথবা তত্রাপীশ্বরেচ্ছা বর্ত্ততে। সর্ব্বত্রৈব ঈশ্বরেচ্ছাবিশেষ এব শক্তিরিতিনিষ্কর্ষঃ।

সারমঞ্জরী।

১ সঙ্কেতস্তু পদপদার্থয়োরিতরেতরাধ্যাসরূপঃ স্মৃত্যাত্মকো যোঽয়ং শব্দঃ সোঽয়মর্থো যোঽর্থঃ স শব্দ ইত্যেবমিতরেতরাধ্যাসরূপসঙ্কেতো ভবতি।"

যোগসূত্রভাষ্য।

২ "অথেদমান্তরং জ্ঞানং সূক্ষ্মব্যাগাত্মনা স্থিতম্।
ব্যক্তয়ে স্বস্য রূপস্য শব্দত্বেন নিবর্ত্ততে।।"

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ, সূক্ষ্মাবাগাত্মাতে অবস্থিত আন্তরজ্ঞান, স্বীয়রূপের অভিব্যক্ত্যর্থ শব্দ-রূপে—বৈখরী, অবস্থায় নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

৩ স চ উভয়াত্মা ভাবঃ। কার্য্যাত্মা কারণাত্মা চ। তয়োর্থঃ কার্য্যাত্মা তমধিকৃত্যোক্তম্ ক্রিয়ানির্বর্ত্ত্যোঽর্থঃ স ভাবঃ, ক্রিয়ৈব বা ভাবঃ।

নিরুক্তটীকা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জন্মাস্থিত্যাদি ভাববিকার, তাহা যে ক্রিয়া-নির্বর্ত্ত্য অর্থ, ১ সে ভাব যে পূর্ব্বাপরীভূত (Relative), সে ভাব যে দ্বৈত, তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই।

"তদ্বিকারা এব হি দ্রব্যগুণকর্ম্মভাবেনাবস্থিতাঃ সন্তো নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতৈরভিধীয়ন্তে।"— নিরুক্তটীকা।

নিরুক্তটীকাকার পূজ্যপাদ ভগবান্ দুর্গাচার্য্য বুঝাইয়াছেন, ভাববিকার-বা-কার্য্যাত্মভাবই দ্রব্য (Substance), গুণ (Attributes) ও কর্ম্ম-(Action) ভাবে অবস্থান করে ; দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম ইহারা ভাববিকার-বা-কার্য্যাত্মভাবেরই ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থা। শাস্ত্র শব্দকে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।১ যে কোন শব্দ উচ্চারিত হউক, তাহা হয় নাম, না হয় আখ্যাত, না হয় উপসর্গ, না হয় নিপাত। শব্দ মনোগতভাবের প্রকাশক। মনোগতভাব কার্য্যাত্মভাব, অতএব শব্দ কার্য্যাত্মভাবের প্রকাশক, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম ইহারা কার্য্যাত্মভাব বা ভাববিকারের ভিন্ন-ভিন্ন রূপ। শব্দও সুতরাং দ্রব্যাদি ভাববিকারের প্রকাশক, শব্দদ্বারা দ্রব্যাদি ভাববিকারই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে. যে কোন শব্দ হউক, তাহা দ্রব্যাদি কোন-না কোন ভাববিকারের বাচক।

নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, পদ-বা-শব্দজাত যে এই চারিভাগে বিভক্ত, তাহা শুনিলাম, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, নামাখ্যাতাদি শব্দবিভাগের অন্যোন্যসম্বন্ধ কি? ইহারা ইতরেতরাকাঙ্ক্ষী, কি অন্য নিরপেক্ষ হইয়া স্বতন্ত্রভাবে মনোগতভাবপ্রকাশে সমর্থ? অপিচ

---

১ "চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা হে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য। ত্রিধা বদ্ধো বৃষভোরোরবীতি মহো দেবা মর্ত্ত্যা আবিবেশ।

ঋগ্বেদসংহিতা ৩।৮।১০

"চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাশ্চ।"

মহভাষ্য।

"চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতো চোপসর্গনিপাতাশ্চ।"

নিরুক্ত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

জিজ্ঞাস্য হইতেছে, নামাখ্যাতের ব্যবহার নিয়ম ও উপসর্গ-নিপাতের প্রয়োগরীতি কি একরূপ?

নিরুক্তটীকাকার ভগবান্ যাস্কের 'চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতাশ্চ' এই বাক্য-বিন্যাস-কৌশল হইতেই প্রাগুক্ত প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। ভগবান্ যাস্ক নামখ্যাতাদি পদচতুষ্টয়ের নামনির্দ্দেশকালে, নামখ্যাতকে প্রথমে ও নামের সহিত আখ্যাত-শব্দের সমাস করিয়া এবং উপসর্গ-নিপাতকে পরে অভিহিত করিয়াছেন। পূজ্যপাদ দুর্গাচার্য্য এইরূপ পদপ্রয়োগ-কৌশলের তাৎপর্য্য বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, নাম-ও-আখ্যাত ইহারা ইতরেতরাকাঙ্ক্ষী—পরস্পর-পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা করে। শুদ্ধ 'নাম'-বা-কেবল 'আখ্যাত' পদদ্বারা শব্দোচ্চারণের উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হয় না, বাগ্‌ব্যবহারে নাম-নিরপেক্ষ আখ্যাতের বা আখ্যাতনিরপেক্ষ নামের প্রয়োগ হয় না। 'যজ্ঞদত্ত' একটী নাম পদ, কিন্তু যাবৎ 'পাক করিতেছে', 'পড়িতেছে', ইত্যাদি কোন আখ্যাতপদদ্বারা ইহার আকাঙ্ক্ষা বিনিবৃত্ত না হয়, তাবৎ ইহাদ্বারা কোন ব্যাবহারিক অর্থপ্রতিপত্তি হয় না। আখ্যাত-পদসম্বন্ধেও এই নিয়ম; আখ্যাত পদও সাকাঙ্ক্ষ—নাম-পদাকাঙ্ক্ষী। নামাখ্যাতের ইতরেতরাকাঙ্ক্ষিত্বপ্রতিপাদনার্থই ভগবান্ যাস্ক এইপদ-দ্বয়কে সমাস করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। ১ নাম পদকে আখ্যাত পদের সহিত সমাস করিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝাগেল, এক্ষণে জানিতে হইবে, উপসর্গ-নিপাতের নামগ্রহণ পশ্চাৎ এবং নামাখ্যাতের অভিধান পূর্ব্বে করা হইয়াছে কেন? পূজ্যপাদ দুর্গাচার্য্য বলিয়াছেন, নামাখ্যাতের প্রাধান্য ও উপসর্গনিপাতের অপ্রাধান্য বিজ্ঞাপনার্থ নামাখ্যাতকে প্রথমে এবং উপসর্গ-নিপাতকে পশ্চাৎ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। নামাখ্যাতের প্রাধান্য ও উপসর্গ-নিপাতের অপ্রাধান্য

১ নামাখ্যাতে ইতীতরেতরাকাঙ্ক্ষিত্বমুভয়োর্ণামাখ্যাতয়োঃ সমাসেনাভিধানম্। কথমিতরেতরাকাঙ্ক্ষিত্বমিতি? যজ্ঞদত্ত ইতি হি নামশব্দস্তাবদেব সাকাঙ্ক্ষো ভবতি, যাবৎ পচতি পঠতি ইত্যাদ্যাখ্যাতশব্দেন নিরাকাঙ্ক্ষীক্রিয়ত ইতি, তথা পচতীত্যাখ্যাতশব্দস্তাবদেব সাকাঙ্ক্ষো ভবতি, যাবন্ন যজ্ঞদত্তশব্দঃ।"

নিরুক্তটীকা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে ?

নামাখ্যাত, উপসর্গ-নিপাত-নিরপেক্ষ হইয়া, উপসর্গ-নিপাতের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া, স্ব-স্ব অর্থ প্রকাশে সমর্থ, কিন্তু নামাখ্যাত-নিরপেক্ষ উপসর্গ-নিপাতের প্রয়োগ হয় না। এতদ্দ্বারাই নামাখ্যাতের প্রাধান্য এবং উপসর্গ-নিপাতের অপ্রাধান্য—গুণীভূতত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। ১

নাম-ও-আখ্যাত-লক্ষণ।

"নমন্ত্যাখ্যাতশব্দে গুণভাবেন নমন্তি বা স্বমর্থমাখ্যাতশব্দবাচ্যে গুণভাবেনেতি নামানি।"—

নিরুক্তটীকা।

নাম শব্দটি, 'ণম প্রহ্বত্বে শব্দে চ' প্রহ্বত্ব (নত হওয়ার ভাব—Stooping, bending down)-বা-শব্দবাচী 'নম' ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। আখ্যাত শব্দে যাহা গুণ-ভাবে—অপ্রধানরূপে নত হয়, অথবা যাহা আখ্যাতশব্দবাচ্য অর্থে গুণ-ভাবে স্বীয় অর্থ প্রকাশ করে, তাহা 'নাম'।

"যথৈব হ্যাখ্যাতে বিদ্যমানমপি দ্রব্যমবিবক্ষিতমেবমিহাপি বিদ্যমানাপি ক্রিয়া অবিবক্ষিতা।"—

নিরুক্তটীকা।

অর্থাৎ আখ্যাতে (আখ্যাতপদবাচ্য অর্থে) 'দ্রব্য' বিদ্যমান থাকিলেও তাহা যেরূপ বিবক্ষিত হয় না, সেইরূপ নামে (নামপদবাচ্য অর্থে) বিদ্যমানা ক্রিয়াও অবিবক্ষিতা হইয়া থাকে। 'দ্রব্য' ক্রিয়াশূন্য নহে, দ্রব্যে ক্রিয়া বিদ্যমান আছে (অবশ্য জাগতিক দ্রব্যে) এবং ক্রিয়াও দ্রব্যবিরহিত নহে।

নামে ক্রিয়া বিদ্যমান আছে, তাহা শুনিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, 'নামে ক্রিয়া বিদ্যমান আছে,' এতদ্বাক্যের তাৎপর্য কি ?

---

১ অত্র নামাখ্যাতয়োঃ পূর্ব্বমভিধানং প্রাধান্যাৎ, অপ্রাধান্যাদুপসর্গনিপাতানাং পশ্চাৎ। উভে অপি নামাখ্যাতে নিপাতোপসর্গনিরপেক্ষে অপি সতী সমর্থং ব্রুতঃ, ন তুপসর্গনিপাতানাং নামাখ্যাতনিরপেক্ষাণামর্থোঽস্তি।"

নিরুক্তটীকা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

কোন একটি 'নামকে' বিশ্লেষ করিলে আমরা প্রকৃতি ও প্রত্যয় এই দুইটি অংশ (Component parts) প্রাপ্ত হই। 'প্রকৃতি' (পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি) প্রাতিপাদিক (নাম)-ও-ধাতুভেদে দ্বিবিধ। প্রত্যয় বিভক্তি, ধাত্বংশ, তদ্ধিত ও কৃৎ, এই চতুর্ব্বিধ।১ 'রাম' একটি নাম পদ। 'রাম' পদটিকে 'রম' ধাতু ও 'ঘঞ' প্রত্যয় এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 'ধাতু' ক্রিয়াবচন ; অতএব নামশব্দে যে ক্রিয়া বিদ্যমান আছে, তাহা সপ্রমাণ হইল। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তাহা হইলে নাম-ও-আখ্যাত ইহারা ভিন্ন পদার্থরূপে বিবেচিত হয় কেন ?

সিদ্ধধাত্বর্থ ও সাধ্যধাত্বর্থ।

"সিদ্ধসাধ্যস্বভাবাভ্যাং ধাত্বর্থো দ্বিবিধঃ।"—

জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর।

সিদ্ধস্বভাব-ও-সাধ্যস্বভাবভেদে ধাত্বর্থকে শাস্ত্রে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

---

১ "যাদৃশার্থে প্রকৃত্যন্তো নিপাতান্যশ্চ বৃত্তিমান্।
স তাদৃশার্থে শব্দঃ স্যাত্ প্রত্যয়োঽসৌ চতুর্ব্বিধঃ॥"—

শব্দশক্তিপ্রকাশিকা।

"সর্ব্বেষামেব প্রত্যয়ানাং প্রকৃতিং নিমিত্তীকৃত্যোৎপত্তিবিধানাৎ প্রত্যয়ানাঞ্চাত্র প্রত্যয়সম্বন্ধপেনৈব নিবেশঃ।"

শব্দার্থরত্ন।

'প্রতি' উপসর্গপূর্ব্বক 'ইণ' ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া 'প্রত্যয়' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে।

"সীয়মর্থং প্রত্যায়য়তীতি।"—

মহাভাষ্য।

অর্থাৎ প্রকৃতিকে নিমিত করিয়া—অবধি করিয়া বিধীয়মান স্বার্থবোধক শব্দবিশেষের নাম 'প্রত্যয়'।

"তাবেব সুপ্তিঙৌ যৌ ততঃ পরৌ সৈব প্রকৃতিরাস্তোতি।"—

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব সু, ঔ, জস ও তিপ্, তস্, ঝি ইত্যাদিকেই প্রত্যয় বলিয়াছেন। অবয়ব শক্তি স্বীকার করিলে, কৃতদ্ধিতসনাদিভেদে নানাবিধ প্রত্যয়ত্ব সিদ্ধ হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"তত্র পাকঃ পক্তিঃ পচনমিত্যেতৈঃ শব্দৈর্ব্যবহ্রিয়মাণো লিঙ্গকারক-সংখ্যাযোগ্যো ধাত্বর্থসিদ্ধস্বভাবঃ। করোতীত্যনেন ব্যবহ্রিয়মাণো লিঙ্গাদ্যপেতঃ সাধ্যস্বভাবঃ।"—

জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর।

অর্থাৎ পাক, পক্তি, পচন ইত্যাদি শব্দদ্বারা ব্যবহ্রিয়মাণ লিঙ্গ (পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও নপুংসকলিঙ্গ)-কারক-ও-সংখ্যাযোগ্য ধাত্বর্থ, সিদ্ধস্বভাব এবং 'করোতি'—'করিতেছে এই শব্দদ্বারা ব্যবহ্রিয়মাণ, লিঙ্গাদিবিহীন ধাত্বর্থ, সাধ্যস্বভাব।

"তত্র সিদ্ধস্বভাবদ্যোতনায় যথা 'ঘঞ্'-প্রত্যয়াদয়ো বিহিতাঃ, তথা সাধ্যস্বভাবদ্যোতনায়াখ্যাতপ্রত্যয়বিধিঃ।"—

জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর।

সিদ্ধস্বভাবধাত্বর্থদ্যোনার্থ 'ঘঞ্' প্রভৃতি প্রত্যয় করিয়া এবং সাধ্যস্বভাবদ্যোতনার্থ আখ্যাত প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে। ১

'রাম' পদটি 'রম' ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া ('হলশ্চ' পা ৩।৩।১২১) সিদ্ধ হইয়াছে।

"রমন্তেঽস্মিন যোগিনঃ।"—

অমরকোষটীকা ও সিদ্ধান্তকৌমুদী।

অর্থাৎ যোগিগণ যাহাতে—যে নিত্যানন্দ পরমাত্মাতে রমণ করেন, তিনি 'রাম'।

কাব্যপ্রকাশকার শ্রীযুক্ত মম্মটভট্ট বলিয়াছেন, (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) সিদ্ধ-ও-সাধ্য-ভেদে বস্তুধর্ম্ম দ্বিবিধ। প্রাণপ্রদসিদ্ধবস্তুধর্ম্ম 'জাতি,' বিশেষাধানহেতু সিদ্ধবস্তুধর্ম্ম গুণপদার্থ। পূর্বাপরীভূতাবয়ব 'ক্রিয়াই' সাধ্যবস্তুধর্ম্ম। পূজ্যপাদ মাধবাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত পূজ্যপাদ মম্মটভট্টোক্ত এই উপদেশের সাদৃশ্য চিন্তনীয়।

আখ্যাত-শব্দটির নিরুক্তি।

'নাম' শব্দটির ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ কি, তাহা বিদিত হইলাম,

---

১ পূজ্যপাদ ভর্তৃহরিও এই কথা বলিয়াছেন, যথা—

"সাধ্যত্বেন ক্রিয়াতত্র ধাতুরূপ নিরবন্ধনা।
সিদ্ধভাবস্তু যস্তস্যাঃ স ঘঞাদিনিবন্ধনঃ॥"—

বাক্যপদীয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

এক্ষণে 'আখ্যাত' শব্দটির ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ কি, তাহা দেখিতে হইবে।

আঙ্‌+খ্যা+ক্ত=আখ্যাত।

আখ্যাত হয়—কথিত হয়, গুণভাবে বিদ্যমানা, অনেক-কারক-প্রবিভক্তা, প্রধান দ্রব্য-প্রকাশোন্মুখীভূতা, স্ফুরমাণা 'ক্রিয়া' যৎকর্ত্তৃক, তাহা 'আখ্যাত'।

পূজ্যপাদ মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন,—

"শব্দেনোচ্চারিতেনেহ যেন দ্রব্যে প্রতীয়তে।
তদক্ষরবিধৌ যুক্তং নামেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ॥"—

বৃহদ্দেবতা।

অর্থাৎ, যে শব্দ উচ্চারিত হইলে দ্রব্য পদার্থের প্রতীতি হয়, সুধীগণ তাহাকে 'নাম' এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন—

"ভাবপ্রধানমাখ্যাতং সত্ত্বপ্রধানানি নামানি।"—নিরুক্ত।

ভাব হইয়াছে প্রধান যাহাতে, তাহা 'ভাবপ্রধান'। সত্ত্ব হইয়াছে প্রধান যাহাতে, তাহা 'সত্ত্বপ্রধান'। 'আখ্যাত' ভাবপ্রধান, 'নাম' সত্ত্বপ্রধান।

ভাব কি এবং সত্ত্বই বা কোন পদার্থ?

"নাম-পদ-বাচ্যার্থাশ্রয়-ক্রিয়াব্যঙ্গ্যো ভাবঃ।"—

নিরুক্তটীকা।

অর্থাৎ, নামপদবাচ্য-অর্থাশ্রিত (দ্রব্য-সমবেত) পূর্ব্বাপরীভূত ক্রিয়াই 'ভাব' পদার্থ। মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন, ক্রমজাত, বহুসূক্ষ্ম-ক্রিয়াভিসংশ্রিত—ক্রমোৎপন্নবহু-ক্রিয়াভিনির্ব্বৃত্তিবশতঃ সিদ্ধ, পূর্ব্বাপরীভূতভাবাত্মক, একভাবে উপলভ্যমান, পদার্থই 'আখ্যাত'। ১

পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি ক্রিয়ার যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহার সহিত মহর্ষিশৌনককৃত আখ্যাতলক্ষণের কোন পার্থক্য নাই। আখ্যাতলক্ষণ

১ "ক্রিয়াসু বহ্বীষ্বভিসংশ্রিতো যঃ পূর্ব্বাপরীভূত ইহৈক এব।
ক্রিয়াভিনির্বৃত্তিবশেন সিদ্ধঃ আখ্যাতশব্দেন তমর্থমাহুঃ॥"—

বৃহদ্দেবতা ৮

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেখিলাম, এক্ষণে দেখা যাউক, সত্ত্বপ্রধানানি নামানি এই বাক্যে ভগবান্ যাস্ক 'সত্ত্ব' শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। নিরুক্ত-টীকাকার বলিয়াছেন—সত্তা, দ্রব্য, সংখ্যা ও লিঙ্গ, নাম শব্দটি এই সকল অর্থের বাচক ঘটে, কিন্তু তন্মধ্যে দ্রব্যার্থই নামের প্রধান অর্থ। 'নাম' দ্রব্য ও গুণ পদার্থের এবং 'আখ্যাত' ক্রিয়াপদার্থের বাচক।

পূজ্যপাদ ভগবান্ জৈমিনি বলিয়াছেন—

"যেষামুৎপত্তৌ স্বে প্রয়োগে রূপোপলব্ধিস্তানি নামানি • • •।"—

মীমাংসাদর্শন ২।১।৩।

"যেষাং তুৎপত্তাবর্থে স্বে প্রয়োগো ন বিদ্যতে তান্যাখ্যাতানি।"—

মীমাংসাদর্শন ২।১।৪।

অর্থাৎ যে সকল শব্দ উচ্চারিত হইলে স্বপ্রয়োগকালে রূপের কোন প্রকার সত্ত্বের উপলব্ধি হয়, যাহা (যে সত্ত্ব বা রূপ) সকৃদুৎপন্ন হইয়া কালান্তরে বিদ্যমান থাকে, ক্রিয়ার ন্যায় উৎপন্নমাত্র বিনষ্ট হয় না, সেই সকল শব্দকে 'নাম' এই আখ্যায় আখ্যাত করা হইয়া থাকে। মীমাংসা-দর্শনের ভাষ্যকার শ্রীমৎশবরস্বামী বলিয়াছেন, নামপদ, দ্রব্য ও গুণের (Substance and attribute) বাচক। যে সকল শব্দ উচ্চারিত হইলে প্রয়োগকালে কোনরূপ সত্ত্বভূত অর্থের প্রতীতি হয় না, তাহা 'আখ্যাত' শব্দ। 'ভাব' বা সাধ্যস্বভাব ক্রিয়া-সমানার্থক।

"ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্।"—

বৈশেষিকদর্শন।

অর্থাৎ যাহা ক্রিয়া (পরিস্পন্দ—Vibratory motion) ও গুণ (রূপাদি)-বিশিষ্ট, যাহা সমবায়িকারণ (Intimate cause), তাহা 'দ্রব্য'। উপস্কারকর্ত্তা শ্রীযুক্ত শঙ্করমিশ্র বলিয়াছেন—ক্রিয়া-বা-কর্ম্ম দ্বারা 'দ্রব্য', দ্রব্যরূপে এবং গুণবত্ত্বনিবন্ধন সমানাসমানজাতীয় পদার্থ হইতে ব্যবৃত্তরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে।১

---

১ "ক্রিয়য়া-কর্মণা দ্রব্যমিদমিতি লক্ষ্যতে, গুণবত্ত্বেন চ সমানাসমানজাতীয়েভ্যো ব্যাবৃত্তং দ্রব্যং লক্ষ্যতে।"—

বৈশেষিকদর্শনোপস্কার।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

'দ্রব্য' যখন ক্রিয়া ও গুণের আশ্রয়, দ্রব্য যখন ক্রিয়া-গুণ-রহিত হইয়া অবস্থান করে না, অন্ততঃ জগতে তাদৃশ দ্রব্যের অস্তিত্ব যখন উপলব্ধি হয় না, তখন বলা বাহুল্য, কোন দ্রব্যের স্বরূপোপলব্ধি করিতে যাইলে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ক্রিয়া-গুণের রূপ নয়নগোচর হইবেই, তখন কোনরূপ উপলব্ধি-বা-আন্তর-জ্ঞানের অভিব্যক্তিতে পরস্পর-সাকাঙ্ক্ষ, নামাখ্যাত বা দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়াবাচক শব্দের ব্যবহার করিতে হইবেই। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—সাধ্য ও সাধন ইহারা পরস্পর নিয়ত; যাদৃশ রূপাভিব্যক্তিতে যাদৃশ সাধনের প্রয়োজন, যে ভাবসিদ্ধ্যর্থ যেরূপ পূর্ব্বপরীভূতাবয়ব পরিস্পন্দনের (Vibratory motion) মেলন—সংঘাত-পিণ্ডীভাব (Aggregation) আবশ্যক, তাহা স্থির আছে। আকাঙ্ক্ষাবশতঃ ইতরপদার্থের সন্নিধান হইলেই, যথানিয়মে তাহার অভিব্যক্তি বা প্রকাশ হইয়া থাকে।১

নাম ও আখ্যাত ইতরেতরাকাঙ্ক্ষী কেন ?

বিশ্বরঙ্গভূমির অভিনয় সন্দর্শনপূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, ইহাতে অবিরাম যথানিয়মে জন্মাদি-ষড়্ ভাববিকারাত্মক পটের উৎক্ষেপাবক্ষেপ হইতেছে, জগতিক পদার্থজাত অবিশ্রাম জন্মাদিভাববিকারে বিক্রিয়মাণ হইতেছে। বিবিধবর্ণের পুষ্পরচিত মালা, কোন কাচ বা স্ফটিকের সম্মুখে নিরন্তর বিঘূর্ণিত করিলে, উহা যেরূপ অনুক্ষণ সম্মুখে বিঘূর্ণ্যমান মালার আকারে আকারিত হয়,—মালার রূপ ধারণ করে, বিশুদ্ধ সত্ত্বও সেইরূপ রাগ দ্বেষাত্মক (Attractive and repulsive) রজঃও তমঃ এই শক্তিদ্বয় কর্ত্তৃক পরিণংনম্যমান, দ্বার-দ্বারিভাবে-সম্বদ্ধ—পরস্পরশৃঙ্খলিত জন্মাদি-ষড়্-ভাব-বিকারমালার সান্নিধ্যবশতঃ অবিশ্রাম তদাকারে আকারিত হইতেছেন, বিশুদ্ধ-সত্ত্বোপরি অবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক রজঃ ও তমঃ এই গুণ-বা-শক্তিদ্বয়-কৃত জন্মাদি ভাববিকারতরঙ্গই 'জগৎ'; অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে পুনর্ব্বার

---

২ "নিয়তং সাধনে সাধ্যং ক্রিয়া নিয়তসাধনা।
স সন্নিধানমাত্রেণ নিয়মঃ সন্ প্রকাশতে ॥"—
বাক্যপদীয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অব্যক্তাবস্থায়, জাগতিক পদার্থ-জাত অনবরত এই দ্বিবিধ অবস্থায় যাতায়াত করে। কোন জাগতিক বস্তুর নামগ্রহণকালে, এইজন্য তন্নামের সহিত 'আছে', 'হইবে', 'হইয়াছিল' ; বা 'নাই', 'হইবে না', 'হয় নাই ইত্যাদি ভাবাভাব-বোধক ক্রিয়াপদের কোন একটিকে সংযুক্ত করিতে হয়। জগৎ ক্রিয়াময়, একভাব হইতে ভাবান্তরে সংক্রমণই জগতের স্বরূপ, সুতরাং কেবলপদপ্রয়োগের স্থল ইহা নহে। যে স্থানে অপরিবর্ত্তনীয় বা কেবল ভাবের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ হয় না, ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনই যে দেশের নির্দ্দেশ্য স্বরূপ, তৎস্থানে ক্রিয়া-পদ-নিরপেক্ষ নামের ব্যবহার হইবে কিরূপে ? জগতে থাকিয়া, জাগতিকভাবপূর্ণ চিত্ত লইয়া, ক্রিয়াশূন্য-দ্রব্য বা দ্রব্যশূন্য ক্রিয়ার স্বরূপ চিন্তা করা যায় না। জগতের কোন বস্তুই সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ নহে। যাবৎ অপ-বর্গ না হয়—যাবৎ ঈপ্সিততমের সমাগম না হয়, তাবৎ কেহই সর্ব্বতো-ভাবে সিদ্ধপদবাচ্য হইতে পারে না। উপক্রমহইতে অপবর্গপর্য্যন্ত গতির ইয়ত্তা—পরিণামের মর্য্যাদা। অতএব যাঁহার অপবর্গ বা মুক্তিলাভ হইয়াছে, তিনিই গতি বা পরিবর্ত্তনের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন, ষড়্ ভাববিকার-পারাবার তিনিই উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সেই মহাত্মাই সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ, তিনিই সাধ্যধর্ম্মবর্জ্জিত—পরিবর্ত্তন-বা-ক্রিয়া-বিরহিত। উপক্রম-ও-অপবর্গের মধ্যবর্ত্তি-পদার্থ-জাত, সিদ্ধ ও সাধ্য এই উভয়ধর্ম্মবিশিষ্ট। সিদ্ধধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক সাধ্যধর্ম্ম গ্রহণ, কিংবা সাধ্যধর্ম্ম বর্জ্জনপূর্ব্বক সিদ্ধধর্ম্মে অবস্থান, পরিণাম-সাগরে ভাসমান, অকৃতকৃত্য জাগতিক পদার্থের অসাধ্য ব্যপার। আমরা যাহা উপলব্ধি করি, তাহা জাগতিক পদার্থ এবং এতদুপলব্ধিই বাক্য-দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। জাগতিক পদার্থের সাধ্যধর্ম্ম দেখিয়া, আমরা তাহার অস্তিত্ব বুদ্ধির বিষয়ীভূত, এবং তদীয় বিশেষাধান সিদ্ধ-ধর্ম্ম বা গুণ (Attribute) দেখিয়া, তাহাকে পূর্ব্বজ্ঞাতপদার্থের সমান-বা-অসমানরূপে লক্ষ্য করিয়া থাকি ; সুতরাং উপলব্ধির অভিব্যক্তি, কেবলপদদ্বারা হইতে পারে না।

যে জন্য অনুভূতির অভিব্যক্তিতে ইতরেতরাকাঙ্ক্ষপদসমূহের ব্যবহার করিতে হয়, নামযুক্ত আখ্যাতের প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হৃদয়ঙ্গম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizaqtion by eGangotri

হইল, নামাখ্যাত ইতরেতরাকাঙ্খী কেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম।

দ্রব্য (Substance) ও গুণ (Attribute) এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপচিন্তা।

নিরুক্তটীকাকার পূজ্যপাদ দুর্গাচার্য্যের চরণপ্রসাদে বিদিত হইলাম, কার্য্যাত্মভাব-বা ভাববিকাসমূহ, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মভাবে অবস্থিত হইয়া নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই চতুর্ব্বিধ শব্দ-বা-পদদ্বারা অভিব্যক্ত হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমৎশবরস্বামী বলিয়াছেন, 'নাম' দ্রব্য-ও-গুণের এবং আখ্যাত ক্রিয়ার বাচক।

'প্রতিযোগিতা', অনুযোগিতা', অবচ্ছেদকত্ব', ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দসমুহের অর্থপরিগ্রহ করিতে যাইয়া, বিদিত হইয়াছি, 'প্রতিযোগী ও অনুযোগী' এই শব্দদ্বয়ের উত্তর 'তল্' প্রত্যয় করিয়া যথাক্রমে 'প্রতিযোগিতা' ও অনুযোগিতা', এবং অবচ্ছেদক শব্দের উত্তর 'ত্ব' প্রত্যয় করিয়া 'অবচ্ছেদকত্ব' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। পুজ্যপাদ ভগবান্ পাণিনিদেব বলিয়াছেন, 'তাহার ভাব' এই অর্থে শব্দের উত্তর 'ত্ব' ও 'তল্' প্রত্যয় হইয়া থাকে (তস্য ভাবস্বতলৌ)। 'তাহার ভাব' এই অর্থে শব্দের উত্তর 'ত্ব' ও 'তল্' প্রত্যয় হয়,' ভগবান্ পাণিনিদেব এই স্থানে ভাবশব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অবগত না হইলে, 'প্রতিযোগিতা' 'অনুযোগিতা' ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দসমূহের যথাযথরূপে অর্থপরিগ্রহ হইবে না, এইনিমিত্ত আমরা পুজ্যপাদ বার্ত্তিককার মহর্ষি কাত্যায়ন, ভাষ্যকার মহর্ষি পতঞ্জলি, বৃত্তিকার পণ্ডিতবর বামন-জয়াদিত্য, ভট্টোজিদীক্ষিত, নাগেশভট্ট প্রভৃতিকে 'তস্য ভাবস্তুতলৌ' এই সুত্রে ভগবান্ পাণিনিদেব ,ভাব' শব্দটি কোন্ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। উক্ত সুত্রে 'ভাব' শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়া বিদিত হইয়াছি, আচার্য্য ও টিকাকারেরা 'ভাব'-শব্দটির, পদার্থ-সম্বন্ধীয় মতভেদ-নিবন্ধন, প্রধানতঃ দ্বিবিধ অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূজ্যপাদ বৃত্তিকার বলিয়াছেন—শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত—শব্দার্থবোধনশক্তি—পদশক্যতাবচ্ছেদকই 'ভাব' শব্দের অর্থ। যদ্‌দ্বারা কোনরূপ ক্রিয়ার নিষ্পত্তি হয়,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহাকে 'শক্তি' বলে। শক্তি-ব্যতীত কর্মনিষ্পত্তি হইতে পারে না। বিনা কারণে কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য যাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, 'শক্তি-ব্যতীত কর্ম্ম-নিষ্পত্তি হইতে পারে না' তাঁহার সমীপে এই কথা সুখবোধ্য। কার্য্যের কারণ ও শক্তি ভিন্ন পদার্থ নহে। শব্দ প্রত্যয়-হেতু, শব্দদ্বারা মনোভাব প্রকটিত হয়, পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বুঝাইয়াছেন, শব্দানুগম ব্যতিরেকে কোনরূপ জ্ঞানের উদয় হয় না, শব্দ ব্যতিরেকে চিন্তন-কার্য্য সম্পন্ন হয় না, নিখিল জ্ঞানই শব্দানুবিদ্ধ—শব্দাশ্রিত ; ১ অতএব শব্দের যে শক্তি আছে, শব্দের সহিত অর্থের যে বাচ্য-বাচক-ভাব সম্বন্ধ আছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। পদবোধ্য অর্থের নাম 'পদার্থ'। নিখিল অর্থই পদবোধ্য—শব্দজ্ঞেয়, এই জন্য পদার্থের 'পদার্থ' এই আখ্যা হইয়াছে। পদ-বা-শব্দ-বোধ্য অর্থের স্বরূপ-সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলিয়াছেন, জাতিই (Genus) পদার্থ ; কাহারও মতে 'ব্যক্তিই' (Individual things) পদার্থ ; কেহ বা পদার্থ বলিতে জাতি, আকৃতি ও ব্যক্তি এই তিনটীকেই গ্রহণ করিয়াছেন। মহর্ষি বাজপ্যায়ন জাতিশব্দার্থবাদী ; মহর্ষি ব্যাড়ি ব্যক্তিশব্দার্থবাদী, ভগবান্ পাণিনিদেব উভয় বাদকেই আদর করিয়াছেন। এইত গেল বৈয়াকরণদিগের কথা, দার্শনিকদিগের মধ্যেও পদার্থ-সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। পূজ্যপাদ ভগবান্ জৈমিনি আকৃতি (জাতি)-পদার্থবাদকেই সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, পূজ্যপাদ মহর্ষি গোতমের মতে জাতি, আকৃতি ও ব্যক্তি, এই তিনই পদার্থ।

জাতিপদার্থবাদ ও ব্যক্তিপদার্থবাদ, এই দ্বিবিধ পদার্থবাদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম না হইলে, পূজ্যপাদ মহর্ষি কাত্যায়নকৃত ভাবশব্দটির পূর্ব্বোদ্ধৃত দ্বিবিধ অর্থের মর্ম্মোপলব্ধি হওয়া সম্ভব নহে। মহর্ষি কাত্যায়ন যেজন্য ভাব শব্দটির দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা

---

১ "ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে।
অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্ব্বং শব্দেন ভাসতে ॥"—
বাক্যপদীয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitization by eGangotri

জানিতে হইলে, জাতিপদার্থবাদ-ও-ব্যক্তিপদার্থবাদের রহস্যোদ্ভেদ অবশ্য কর্তব্য। জাতিপদার্থবাদ-ও-ব্যক্তিপদার্থবাদের রহস্য উদ্ভিন্ন হইলে, মহর্ষি কাত্যায়ন 'তস্য ভাবস্ত্বতলৌ' এই সূত্রে ব্যবহৃত 'ভাব' শব্দটির ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, যে কারণবশতঃ পক্ষদ্বয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তদবগতি-ব্যতীত অন্যান্য বহু অবশ্য-জ্ঞাতব্য দার্শনিক তথ্যেরও প্রকৃত রূপ নয়নগোচর হইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যেও শব্দার্থ-সম্বন্ধে প্রাগুক্তরূপ মতভেদ বিদ্যমান আছে। বিষয় বা বাহ্য-গ্রাহ্য (An actual something which exists objectively) জাতিবাচক শব্দদ্বারা গৃহীত হয়, কি ব্যক্তিবাচক শব্দদ্বারা নিরূপিত হয়, শব্দদ্বারা যে সকল অর্থের অস্তিত্ব সূচিত হয়, তাহারা বস্তুতঃ সৎ, কি বৈকল্পিক, নাম বস্তুর স্বরূপপ্রকাশক, অথবা ইহা শুদ্ধ মনোগত-ভাবের অভিব্যঞ্জক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এই সকল প্রশ্নের সমাধানার্থ বিস্তর বাদানুবাদ করিয়াছেন।১ একটু চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হয়, আস্তিক—

---

১ By the phrase *rebus vel vocibus*, he was understood to signify that things and words were mutually convertible, to discourse of one was to discourse of the other. But is this so ? Does the word Genus, or the word Species, represent an actual something which exists objectively, or is it merely a name which design ates a certain collection of individual things ? Centuries had passed without any one perceiving more than a grammatical or logical importance in the alternative."—

History of Philosophy by G. H. Lewes, P. 25.

"Are names more properly said to be the names of things or of our ideas of things ?"—

Mill's Logic, Vol. I. P. 23.

"Roscellinus, whose name has descended to us as the first advocate and martyr of Nominalism, but of whose opinions we have only the reports of adversaries *may* have held the extreme

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাস্তিক দার্শনিকদিগের মধ্যে যতপ্রকার মতভেদ আছে, দ্বৈতবাদ ও একত্ব-বা-অদ্বৈতবাদ এই দুইটিকে তন্মধ্যে প্রধানরূপে গণনা করা যাইতে পারে।

---

opinion, which is attributed to him, namely, that Universals were only names ; he certainly denied their objective existence, denied that there existed a thing 'colour', apart from coloured things, a thing, 'animal', apart from animals, and denied that there was any real existence which was not an individual ,'—

History of Philosophy by G. H. Lewes, P. 25-26.

"যথা সৌম্যৈকেন মৃত্পিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেবং সত্যম্।"—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

কার্য্য বা বিকার, কারণ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ভোক্তৃ-ভোগ্য-লক্ষণ-বিভাগ, সত্য বলিয়া বোধ হইলেও পরমার্থতঃ সত্য নহে। বিকার নামধেয়মাত্র, কারণব্যতিরিক্ত কার্য্য-বা-বিকারের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। মৃত্তিকা কারণ ; ঘট, শরাব, ইত্যাদি ইহার কার্য্য-বা-বিকার। ঘট শরাবাদি মৃদ্বিকার হইতে যদি মৃত্তিকাকে পৃথক্ করা যায়, তাহা হইলে, ঘট-শরাবাদির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 'ঘট', 'শরাব' ইত্যাদি নামেই পর্য্যবসিত হয়, ঘট-শরাবাদির বাস্তব অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, মৃত্তিকাই বস্তুতঃ সত্য (Real), মৃত্তিকা ব্যতীত মৃদ্বিকার ঘট-শরাবাদির বাস্তব অস্তিত্ব নাই। কারণব্যতীত কার্য্যের অস্তিত্ব নাম-মাত্র (Nominal)।

"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।"—বেদান্তসূত্র ২।১।১৪।

এই শ্রুত্যুপদেশের সহিত রোসেলিনসের (Roscellinus) উদ্ধৃত মতের সাদৃশ্য বিচার করিলে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? শ্রুতি বলিয়াছেন, বিকার-বা-কার্য্যের কারণ ব্যতিরিক্ত বাস্তব অস্তিত্ব নাই, মৃত্তিকা ব্যতিরিক্ত মৃদ্বিকার ঘট-শরাবাদির অস্তিত্ব নামমাত্র। এতদ্দ্বারা বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় নাই।

"নাভাব উপলব্ধেঃ।"—

বেদান্তসূত্র ২।২।২৮।

আমরা যথাস্থানে উদ্ধৃত বেদান্তসূত্রের বিস্তারপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিব। আপাততঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

১। "তত্ত্বার্থবাদরূপাণি নিশ্চিত্য স্ববিকল্পজাঃ।
একত্বিনাং দ্বৈতিনাং চ প্রবাদা বহুধা মতাঃ॥"

বাক্যপদীয়।

এইমাত্র বলিয়া রাখিতেছি যে, বিজ্ঞান-(Idea)-ব্যতিরিক্ত বাহ্য অর্থ বস্তুতঃ সৎ নহে, সূত্রটীর দ্বারা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের এই মত খণ্ডিত হইয়াছে। 'বাহ্য অর্থ নাই' এ কথা যুক্তিবিরুদ্ধ। প্রত্যেক প্রত্যয়েই যখন বাহ্য অর্থের উপলব্ধি হইতেছে, ভিন্ন-ভিন্ন বাহ্য অর্থদ্বারা যখন ভিন্ন-ভিন্নরূপ ক্রিয়া হইতেছে, ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ হইলে যখন আমাদের অন্তঃকরণে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় এবং ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ-ব্যতিরেকে যখন বাহ্যার্থের উপলব্ধি হয় না, এককথায় বাহ্যপদার্থের যখন ক্রিয়াকারিত্ব প্রত্যক্ষতঃ সপ্রমাণ হইতেছে, তখন বাহ্যপদার্থ নাই, এইমত সত্য নহে। বৌদ্ধদিগের বিজ্ঞানবাদ, 'অদ্বৈতবাদ' হইলেও, বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সহিত ইহার অনেক প্রভেদ আছে।

শাস্ত্রোক্ত জাতিপদার্থবাদের কতকটা আভাস রোসেলিনসের (Roscellinus) উদ্ধৃত বচনে দেখিতে পাইলাম। এই জাতিপদার্থবাদহইতেই যে বিকল্পবাদের (Nominalism) উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল। এক্ষণে ব্যক্তিপদার্থ-বাদের রূপ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যেভাবে নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক। এবেলার্ড (Abelard) বলিয়াছেন—

"Every individual, he says, o o o is composed of matter and form, *i. e*, Socrates from the matter of Man, and the form of Socratity : so Plato is of the same matter, namely, that of a man, but of different form, namely, that of Platonity ; and so of all other individual men."—

History of Philosophy by Lewes, Vol. II. *P. 28.*

"জাত্যাকৃতিব্যক্তয়স্তু পদার্থঃ—এই ন্যায়সূত্রের অর্থ স্মরণ করিবেন।

Nominalism, as the conscious and distinct stand-point of the opponents of Realism, first appeared in the second half of the eleventh century, when a portion of the Scholastics ascribed to Aristotle the doctrine that logic has to do only with the right use of words, and that genera and species are only (subjective) collections of the various individuals designated by

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরির উপদেশ, জগতে যতপ্রকার বিদ্যা আছে, যত-প্রকার মতভেদ আছে, বিশ্বজ্ঞান প্রসূতি শ্রুতি-বা-বেদই তৎসমুদায়ের মূল ; বেদ হইতেই সম্যগজ্ঞানহেতু ও পুরুষসংস্কারহেতু বিদ্যা-ও-মত-

---

the same name and disputed the interpretation which gave to universals a real existence.',—

A History of Phi osophy by Ueberweg, Vol, I. P *371.*

Logicians have classed Predications under five heads ; 1st when the *Genus* is predicated, of any subject : 2ndly, when the *Species* is predicated , 3rdly, when the *Specific Difference* is predicated ; 4thly, when a *Property* is predicated ; 5thly, when an *Accident* is predicated. o o o The five Predicables, in Latin, the language in which they are commonly expressed, or named *Genus, Species, Differentia, Proprium, Accidens.*"—

Analysis of the Phenomena *of the Human mInd by J. Mill,*

Vol. I. P. *163-165,*

পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব জাতি, গুণ, ও ক্রিয়া, প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ শব্দপ্রবৃত্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্র ক্রিয়াকে উদ্দেশ্য (Subject) ও বিধেয়ের সংযোজক (Copula) বলিয়াছেন। সাধ্য-নির্দ্দেশাত্মক-বাক্যের (Predication) উদ্দেশ্য ও বিধেয় এই দুইটী প্রধান বিভাগ। 'Differentia', 'Proprium', 'Accidens' ইহারা গুণপ্রবৃত্তির অন্তর্ভূ'ত। পণ্ডিত মিল্ ইহা-দিগকে 'Attributive' বলিয়াছেন। 'With respect to these classes of Attributives (*Differentia, Proprium, Accidens*) this is necessary to be observed, and remembered ; that they differ from one another, only by the accident of their application."—

Analysis of the Phenomena *of the Human mina by J. Mill,*

P. *167.*

অতএব শাস্ত্রোক্ত অভিধেয়-বিভাগের (Predicables) সহিত পাশ্চাত্য-ন্যায়-নির্ব্বাচিত অভিধেয়-বিভাগের বাস্তব বিরোধ নাই। [illegible]

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ভেদের উৎপত্তি হইয়াছে।১ বেদের অর্থবাদরূপ বাক্য সকলহইতেই পরস্পরবিরুদ্ধ একত্ববাদী-ও-দ্বৈতিগণের স্ববিকল্পজ বহুমতের আবির্ভাব হইয়াছে।২ যে কোন বিদ্যা হউক, তাহা যে বেদপ্রসূত, যে কোন-রূপ মতভেদ থাকুক, তাহা যে বেদের অর্থবাদ হইতে আবির্ভূত, আমরা যথাস্থানে তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব। পাশ্চাত্য পণ্ডিত জেবন্স (Jevons) ও হ্যাম্প্‌সন্ (Hampson) বলিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাই (All the sciences) একস্থানে সম্মিলিত হইয়াছে, সকল সত্যই ভিন্ন-রূপে প্রযুক্ত এক সত্যেরই ভিন্ন-ভিন্ন আকৃতি, আপাতদৃষ্টিতে উহারা পরস্পর-বিসংবাদী বলিয়া উপলব্ধ হইলেও বস্তুতঃ বিসংবাদী নহে। সকল তথ্যই এক কেন্দ্র হইতে নানাদিকে প্রধাবিত রেখা সকলের ন্যায় সন্দেহে একস্থানে মিলিত হইয়াছে।৩

---

১ "বিধাতুস্তস্য লোকানামঙ্গোপাঙ্গনিবন্ধনাঃ।
বিদ্যাভেদাঃ প্রতায়ন্তে জ্ঞানসংস্কারহেতবঃ ॥"—

বাকপদীয়।

২ পণ্ডিত বেন্ (Bain) মনুষ্যপদার্থের আরম্ভণ বা মূলকারণ (the ultimate component elements) নিরূপণার্থ ভিন্ন-ভিন্ন দার্শনিক মত সংগ্রহপূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে, মনুষ্যের আরম্ভণসম্বন্ধে যত প্রকার দার্শনিক মত আছে, তাহা-দিগকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একপক্ষ এককারণবাদী অন্যপক্ষ দ্বৈতী। এককারণবাদীর মধ্যে আবার কেবল চৈতন্যবাদ ও কেবল জড়-বাদ এই দুইটী বিভাগ আছে। পণ্ডিত বেন্ (Bain) Materialism ও ফিক্‌টের Pantheistic Idealismকে একত্ববাদের অন্তর্ভূত করিয়াছেন। প্লেটো (Plato) আরিষ্টটল্ (Aristotle), আগষ্টিন্ (Augustine), স্কুলমেন্ (Schoolmen), ডেকার্ট (Descartes) ইত্যাদি ইহাঁরা দ্বৈতবাদী। ইহাঁরা Material (জড়) ও Immaterial (অজড়), এই দ্বিবিধ পদার্থের কারণত্ব স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিত বেনের (Bain) 'Mind and Body' নামক গ্রন্থের ১৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩ "For my own part, I believe that all the science meet somewhere."—

Principles of Science, P. 154.

"All truths are but different aspects of different applications of one and the same truth, and although they may

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেদই সেই কেন্দ্রস্থান। 'একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং' অর্থাৎ এক জানিলেই সকল জানা হয়, বেদই এই অমূল্য উপদেশের প্রসূতি। যাঁহারা নাস্তিক, নিজবুদ্ধিই যাঁহাদের প্রমাণ, তাঁহাদের মতভেদ স্ব-স্ব বুদ্ধি-দোষজ। বেদচরণাশ্রিত আস্তিকদিগের মতভেদ অবরকালীন বা স্বল্পবুদ্ধিদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত। ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধদিগের সিদ্ধান্ত সকল পদার্থই অস্থির, সকল পদার্থই ক্ষণিক(Momentarv), ক্ষণিক-বাদী বৌদ্ধগণ কার্য্যের স্থির অনুযায়িকারণ (Among all the changes there is something permanent) স্বীকার করেন না। পূজ্যপাদ ভগবান্ বেদব্যাস ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই মতের দোষ-প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন—

"নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ।"

বে, সূ, ২২।২৩।

অর্থাৎ অসৎ হইতে কোন কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা সর্বজন-প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ কথা। অভাব কাহারও উৎপত্তিহেতু হইতে পারে না। কার্য্যমাত্রের উপাদানকারণ নিয়ত বা স্থির আছে, সকল বস্তুই স্ব-স্বভাবে বিদ্যমান থাকে, সকল বস্তুই স্ব-স্বভাবে উপলব্ধ হইয়া থাকে; শরাবকে কেহ তন্তুবিকার মনে করে না; মৃদ্বিকারকে সকলে মৃদন্বিত-ভাব বলিয়াই বুঝিয়া থাকে। অতএব, কার্য্যের স্থির অনুযায়িকারণ আছে, সন্দেহ নাই। পূজ্যপাদ মহর্ষি কাত্যায়ন 'ভাব' শব্দটির দ্বিতীয়-পক্ষীয় ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, তাহার 'ভাব' বুঝাইতে 'ত্ব' ও 'তল' প্রত্যয় হইয়া থাকে, এস্থলে 'ভাব' শব্দটি প্রত্যেক 'ভাব' স্ব-স্বভাবে অবস্থান করে, এই বাক্য ব্যবহৃত 'ভাব' পদের সমানার্থক। বুঝিতে পারা গেল, ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধদিগের অভাবপদার্থবাদ জাগরূক

---

appear opposed, they are not really so; and resemble lines which run in various directions, but lovingly meet in one centre."—

The Romance of Mathematics by P. Hampson, M. A.

P. 17-18.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

আছে বলিয়াই মহর্ষি কাত্যায়নকে দ্বিতীয়পক্ষীয় ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে।

শব্দ ও তদ্বোধ্য অর্থের অভেদসম্বন্ধ; যে শব্দ, সেই অর্থ; যে অর্থ, সেই শব্দ; শব্দার্থ ইতরেতরাধ্যাসমূলক ১ (Things and Words are mutually convertible, to discourse of one is to discourse of the other) বুঝিতে পারা গেল, 'ভাব' শব্দটির মহর্ষি কাত্যায়ন কৃত দ্বিতীয়পক্ষীয় ব্যাখ্যার ইহাই তাৎপর্য। 'ভাব' শব্দটি এস্থানে শব্দস্বরূপপর। জাতিপদার্থবাদ-ও-ব্যক্তিপদার্থের স্বরূপ সুন্দররূপে উপলব্ধি হইবে, এই বিশ্বাসে আমরা অতঃপর এই স্থানে 'দ্রব্য' (Substance ও গুণের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, সংসারে একত্ববাদ-দ্বৈতবাদাদি জ্ঞান-সংস্কার-

---

"অভাবাচ্চ ভাবোৎপত্তাবভাবান্বিতমেব সর্ব্বং কার্য্যং স্যাৎ, নৈব দৃশ্যতে, সর্ব্বস্য বস্তুনঃ স্বেন স্বেন রূপেণ ভাবাত্মনৈবোপলভ্যমানত্বাৎ। ন চ মৃদন্বিতাঃ শরাবাদয়ো ভাবাস্তন্বাদিবিকারাঃ কেনচিদভ্যুপগম্যন্তে। মৃদ্বিকারানেব তু মৃদন্বিতান্ ভাবান্ লোকঃ প্রত্যেতি।"—

শারীরকভাষ্য।

১ "নামেদং রূপত্বেন চ বৃত্তরূপং রূপং চেদং নামভাবেন তস্যে।
একে তদেকমবিভক্তং বিভেজুঃ প্রাগেবান্যে ভেদরূপং বদন্তি॥" ইতি—

বাক্যপদীয় টীকাধৃত শ্রুতি।

অর্থাৎ, নাম রূপত্বদ্বারা বৃত্তরূপ—আকৃতিবিশিষ্ট হয় এবং রূপ—আকৃতি নামভাবে অবস্থান করে। রূপ্যতে ইতি রূপং'। অর্থাৎ, যাহা রূপিত হয়—অভিব্যক্ত হয়, তাহা রূপ—আকৃতি। নাম ও রূপ বা শব্দ ও তদ্বোধ্য অর্থ পরস্পর নিত্যসম্বন্ধ। নাম ও রূপ-বা-শব্দ ও অর্থসম্বন্ধে দ্বিবিধ মত আছে। একমতে শব্দ ও অর্থ প্রথমে—সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিভক্ত-বা-অব্যাকৃতাবস্থায় বিদ্যমান ছিল, সমুদ্রধ্বনিবৎ একাত্মিকা ছিল, তখন ইহার প্রকৃতি, প্রত্যয় ইত্যাদি বিভাগ ছিল না। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর দেবগণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া এই অবিভক্ত শব্দকে প্রকৃত্যাদিরূপে বিভক্ত করিয়াছেন। অবিভক্তশব্দতত্ত্ব বিভক্ত হইয়া গো, অশ্ব, মনুষ্য, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ইত্যাদি ভিন্ন-ভিন্ন জাগতিক পদার্থরূপে অবস্থান করে। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের 'বাগ্ বৈ' (১।৪।৭) ইত্যাদি মন্ত্রার্থ স্মরণ করিবেন (৪৪৪-৪৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অন্যমতে শব্দ ও অর্থের ভেদরূপ স্বীকৃত হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হেতু, পুরুষবুদ্ধি-বিকল্পজ বহু বাদ বিদ্যমান আছে। পদার্থতত্ত্ব পারমার্থিক ও ব্যবহারিক এই দ্বিবিধ দৃষ্টি দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। পারমার্থিক দৃষ্টিদ্বারা পরিদৃষ্ট পদার্থতত্ত্ব এক, অদ্বিতীয় (একমেবাদ্বিতীয়ম্); ব্যবহারিক-দৃষ্টি-প্রতিবিম্বিত পদার্থতত্ত্ব কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধাত্মক, অন্তর্বহির্ভাবে স্থিত। অতএব যে কোন পদার্থ হউক, পরমার্থিক-ব্যবহারিক-দৃষ্টিভেদ-নিবন্ধন চিরদিনই ভিন্নরূপে পরিদৃষ্ট হইবে। বিসংবাদ (Contradiction) বৈষম্যময় সংসারের ধর্ম্ম, সুতরাং সংসারে মতভেদ থাকাই প্রাকৃতিক নিয়ম।

দ্রব্য ও গুণ এই পদার্থদ্বয়ের লক্ষণসম্বন্ধে আপাত প্রতীয়মান মতভেদ আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও উক্ত পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া পরস্পরবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

দ্রব্য শব্দটির ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ

গত্যর্থক 'দ্রু' ধাতুর উত্তর 'ডু' প্রত্যয় করিলে 'দ্রু' এই পদটি নিষ্পন্ন হয়, এই 'দ্রু' শব্দের উত্তর 'ইবার্থে' 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া 'দ্রব্য' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে।

"দ্রব্যং চ ভব্যে।"

পা ৫।৩।১০৪।

অর্থাৎ ভব্য অভিধেয় হইলে—অভিপ্রেত অর্থের পাত্রভূতত্ব, যোগ্যত্ব বা সারবত্ত্ব বুঝাইতে 'দ্রু' শব্দের উত্তর 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া, নিপাতনে 'দ্রব্য' শব্দটী সিদ্ধ হইয়া থাকে। 'দ্রব্যোঽয়ং রাজপুত্রঃ' এ স্থলে 'দ্রব্য' শব্দটি অভিপ্রেত রাজপুত্রের ভব্যত্ব—পাত্রভূতত্ব (Fitness) বুঝাইতেছে।

"দ্রব্যং ভব্যে গুণাশ্রয়ে।"—

অমরকোষ।

পূজ্যপাদ অমরসিংহ ভব্য—যোগ্যত্ব—সারবত্ব এবং গুণাশ্রয়, 'দ্রব্য' শব্দটির এই দ্বিবিধ অর্থের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মেদিনীতে পিত্তল বিত্ত, বৈশেষিক-দর্শনোক্ত-ক্ষিত্যাদি নবপদার্থ, বিলেপন, ভেষজ, ভব্য ও দ্রুবিকার, 'দ্রব্য' শব্দের এই সকল অর্থ ধৃত হইয়াছে। বলাবাহুল্য, দ্রব্য শব্দটির ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থই, অন্যান্য অর্থের প্রসবিতা, অন্যান্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

অর্থ ইহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থেরই রূপান্তর। মহাভাষ্যকার পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন—

"অন্বর্থং স্বল্পপি নির্ব্বচনং গুণসংদ্রাবী দ্রব্যমিতি।"—

মহাভাষ্য।

অর্থাৎ গুণসংদ্রাবের নাম্ 'দ্রব্য' দ্রব্যের এবম্প্রকার নির্ব্বচনই অন্বর্থ হইয়াছে, দ্রব্য শব্দের ইহাই যথাযথ নির্ব্বচন। 'গুণসংদ্রাবো দ্রব্যমিতি এই মহাভাষ্যবচনের মহানুভব কৈয়ট যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"গুণসংদ্রাব ইতি। সংদ্রূয়তে, সংগম্যতে, আশ্রীয়তে ইতি সংদ্রাবঃ। গুণানামাশ্রয়ো দ্রব্যমিত্যর্থঃ।"—

কৈয়ট।

অর্থাৎ, সংদ্রুত হয়, সঙ্গত হয়, যাহা বা যাহাতে তাহা 'সংদ্রাব'। গুণের সংদ্রাব=গুণসংদ্রাব। 'দ্রব্য' গুণসংদ্রাব—গুণ সকলের আশ্রয়।

"ক্রিয়াগুণবৎসমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্।"—

বৈশেষিকদর্শন ১।১।১৫

ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন, যাহা ক্রিয়া-ও-গুণবিশিষ্ট, যাহা সমবায়িকারণ, তাহা 'দ্রব্য'।

গুণ লক্ষণ

"সত্ত্বে নিবেশিতেঽপৈতি পৃথগ্ জাতিষু দৃশ্যতে।
আধেয়শ্চাক্রিয়াজশ্চ সোঽসত্ত্বপ্রকৃতির্গুণঃ॥"—

মহাভাষ্যধৃতকারিকা।

সত্ত্বকে (দ্রব্য) যাহা আশ্রয় করিয়া থাকে, সত্ত্ব হইতে যাহা অপগতও হয়, পৃথগ্-জাতিতে যাহা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, যাহা আধেয় —উৎপাদ্য ও অক্রিয়াজ—অনুৎপাদ্য এবং যাহা অসত্ত্বপ্রকৃতি— অদ্রব্যস্বভাব, তাহা 'গুণ'।১

"দ্রব্যাশ্রয্যাগুণবান্ সংযোগবিভাগে ষ্বকারণমনপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণম্॥"

বৈশেষিকদর্শন

কৈয়ট বলিয়াছেন, গুণ, সত্ত্ব-বা-দ্রব্য হইতে অবগত ও ভিন্নজাতীয় পদার্থে পরিদৃষ্ট হয়, এতল্লক্ষণদ্বারা জাতির গুণত্ব নিবারিত হইয়াছে। জাতি ও দ্রব্যাশ্রিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ যাহা দ্রব্যাশ্রয়ী—দ্রব্যকে অশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা 'গুণ'। যাহা দ্রব্যকে অশ্রয় করে, এইমাত্র বলিলে, দ্রব্য ও কর্ম্ম, ইহারাও

বটে, কিন্তু ইহা কদাচ দ্রব্যকে ত্যাগ করে না, ভিন্ন-জাতীয় পদার্থেও ইহা পরিদৃষ্ট হয় না। ক্রিয়াও দ্রব্যাশ্রিত, এবং কখন কখন দ্রব্য হইতে নিবৃত্তিও হয়, দ্রব্য কখন নিষ্ক্রিয় কখন সক্রিয় হইয়া থাকে, এবং ভিন্নজাতীয় দ্রব্যকেও ইহা আশ্রয় করে, অতএব গুণও ক্রিয়া-বা-কর্মের ইতর-ব্যাবর্ত্তক লক্ষণ বলা আবশ্যক। ক্রিয়া হইতে গুণকে পৃথগ্‌রূপে অবধারণ করিতে পারা যাইবে, এইজন্য আধেয়—উৎপাদ্য (ঘটাদির পাকজ-রূপাদি) ও অক্রিয়াজ—অনুৎপাদ্য—নিত্য, গুণকে এই বিশেষণদ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। 'গুণ' নিত্যানিত্যভেদে দ্বিবিধ, ক্রিয়া সর্বত্রই—আধেয়—উৎপাদ্য—সুতরাং অনিত্য। গুণের যে সকল লক্ষণ বলা হইল, তদ্দ্বারা 'দ্রব্য' পদার্থও লক্ষ্য হইতে পারে, কারণ অবয়বিদ্রব্য অবয়বদ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, অসমবায়িকারণ সংযোগনিবৃত্তিতে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া উহা স্বাশ্রয় হইতে অপগমনও করে, পৃথগ্‌জাতিতেও উহা পরিদৃষ্ট হয়, নিত্যানিত্য-ভেদে দ্রব্যও দ্বিবিধ (নিরবয়ব আত্মা ও পরমাণু ইহারা নিত্যদ্রব্য)। তবে গুণ কিনিমিত্ত দ্রব্য হইতে পৃথক ? গুণ অসত্ত্বপ্রকৃতি—অদ্রব্যস্বভাব। দ্রব্য গুণবান্, গুণ গুণবান্ নহে। ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন—'অদ্রব্যবত্ত্বেন দ্রব্যম্' (২।১।১০), ন দ্রব্য = অদ্রব্য, অর্থাৎ যাহা ক্রিয়া-ও-গুণবিশিষ্ট নহে, যাহা সমবায়িকারণ নহে, তাহা 'অদ্রব্য', গুণ 'অদ্রব্য,' কারণ গুণ গুণবান্ নহে। যাহা অদ্রব্যবান্—যাহা ক্রিয়া-ও-গুণ-বিশিষ্ট, তাহা 'দ্রব্য'।

"সত্ত্ব ইতি। দ্রব্যমাশ্রয়তে ততএব চ দ্রব্যান্নিবর্ত্ততে ভিন্নজাতীয়েষু দৃশ্যতে যঃ স গুণঃ। এতেন জাতের্গুণত্বং নিবারিতম্। সা হি দ্রব্যে নিবিশমানা দ্রব্যং ন কদাচিজ্জহাতি। ন চ ভিন্নজাতীয়ানি দ্রব্যাণ্যভিনিবিশতে। যদ্যপি গবাশ্চাদিষু প্রাণিত্বমস্তি তথাপি প্রাণিত্বেন তেষামেকজাতীয়ত্বমেব। ক্রিয়ায়াস্তু পূর্বোক্ত-লক্ষণযোগাদগণত্বং প্রাপ্নোতি। সাপি হি দ্রব্যে নিবিশতে কদাচিৎ দ্রব্যান্নিবর্ত্ততে নিষ্ক্রিয়ং হি দ্রব্যং কদাচিৎ ভবতি কদাচিৎ সক্রিয়ম্। ভিন্নজাতীয়ানি চ দ্রব্যাণ্যা-শ্রয়তীত্যাহ। আধেয় ইতি। উৎপাদ্যো যথা ঘটাদেঃ পাকজো রূপাদিঃ। অক্রিয়া-জোঽনুৎপাদ্যো যথা কাশাদের্মহত্ত্বাদি। ক্রিয়া-তূৎপাদ্যৈব ন নিত্যেতি তস্যা দ্বৈবিধ্যাভাবাৎ গুণত্বাভাবঃ। এবং তু দ্রব্যস্যাপি গুণত্বং প্রাপ্নোতি। অবয়বিদ্রব্যমবয়বদ্রব্যেষু নিবিশতেঽসমবায়িকারণসংযোগনিবৃত্তৌ চ বিনাশাত্ততো-ঽপৈতি। ভিন্নজাতীয়েষু চ হস্তপাদাদিষু দৃশ্যতে। দ্বিবিধং তন্নিত্যানিত্যভেদেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

গুণপদার্থান্তর্ভূত হইতে পারে, কারণ দ্রব্যও দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং কর্ম্মও দ্রব্যাশ্রয়ী। দ্রব্য ও কর্ম্ম যাহাতে গুণলক্ষণান্তর্গত না হয়, গুণলক্ষণ যাহাতে দ্রব্য ও কর্ম্মে অতি-ব্যাপ্ত হইতে না পারে, এইজন্য যাহা 'অগুণবান্' ও 'সংযোগ-বিভাগ-নিরপেক্ষ হইয়া কারণ হইতে পারে না,' গুণের এই দুইটী ইতর-ব্যাবর্ত্তক লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে।

যদাশ্রিতাঃ কর্ম্মগুণাঃ কারণং সমবায়ি যৎ।
তদ্দ্রব্যং সমবায়ী তু নিশ্চেষ্টং কারণং গুণঃ॥"

চরকসংহিতা।

পূজ্যপাদ ভগবান্ পুনর্ব্বসু বলিয়াছেন—কর্ম্ম ও গুণ যাহার আশ্রিত, যাহা সমবায়িকারণ, তাহা 'দ্রব্য' এবং যাহা সমবায়ী—সামবায়াধেয়, যাহা নিশ্চেষ্ট—চেষ্টাব্যতিরিক্ত ও যাহা অসমবায়িকারণ, তাহা 'গুণ'।১

নিরবয়বস্য দ্রব্যস্যাত্মপরমাণাদের্নিত্যত্বাদিত্যাহ। অসত্ত্বপ্রকৃতিরিতি। অদ্রব্যস্বভাব ইত্যর্থঃ।"

কৈয়ট।

১ ভগবান্ পুনর্ব্বসু গুণের তিনটী বিশেষণ প্রদান করিয়াছেন। ১ম সমবায়ী, ২য় নিশ্চেষ্ট, ৩য় কারণ। চক্রপাণি উক্ত বিশেষণত্রয়ের স্বরূপ ও সার্থকতা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন—

"সমবায়ীতি সমবায়াধেয়ঃ। তেন ব্যাপকদ্রব্যেভ্যো নিষ্ক্রিয়েভ্যঃ আকাশাদিভ্যোঃ গুণব্যাবৃত্তিঃ। ন হ্যাকাশাদয়ঃ সমবায়াধেয়াঃ।"—

চক্রপাণিটীকা।

'সম্' পূর্ব্বক 'অব' পূর্ব্বক 'অয়' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'সমবায়' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। সমবায়শব্দটী সমূহ—(Aggregate, collection) এই অর্থের বাচক। সমবায়+ইন্=সমবায়ী। চক্রপাণি বলিয়াছেন, যাহা সমবায়াধেয়—সমবায়োৎপাদ্য, তাহা সমবায়ী। গুণ সমবায়ী, অর্থাৎ গুণ সমবায়োৎপাদ্য নিষ্ক্রিয়, ব্যাপক, আকাশাদি সমবায়াধেয় নহে। যাহা স্বসমবেতকার্য্য উৎপাদন করে, তাহা সমবায়িকারণ। দ্রব্য স্বসমবেতকার্য্য উৎপাদন করে, এই নিমিত্ত দ্রব্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্রব্য ও গুণ এই পদার্থদ্বয়ের যেরূপ লক্ষণ প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে উপলব্ধি হইল, 'দ্রব্য' আশ্রয়, 'গুণ' আশ্রয়ী ; 'দ্রব্য' সমবায়িকারণ, 'গুণ' সমবায়াধেয়। অতএব বুঝিতে পারা গেল, 'দ্রব্য ও গুণ' ইহারা ভিন্ন পদার্থ।

দ্রব্য-ও-গুণের স্বরূপনির্দ্দেশার্থ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব
যেরূপ তর্ক ও মীমাংসা করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, একত্ববাদ ও দ্বৈতবাদ প্রধানতঃ এই দ্বিবিধ বাদ জাগরূক থাকাতে প্রত্যেক পদার্থই ভেদাভেদ এই দ্বিবিধদৃষ্টিদ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা অভেদবাদী, তাঁহারা ভিন্নরূপে উপলভ্যমান নিখিল পদার্থকেই একভাবে—অভিন্নরূপে দেখিয়া থাকেন; ভেদজ্ঞান তাঁহাদের মতে মিথ্যাজ্ঞান—অবিদ্যাপ্রসূতজ্ঞান।

ভেদবাদীদিগের সিদ্ধান্ত এতদ্বিপরীত। বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মাধ্ব, প্রাভাকর ইত্যাদি, ইহাঁরা ভেদবাদী। ভট্ট ভাস্করানুযায়ী ত্রিদণ্ডী ও জৈন, ইহাঁরা কার্য্য-কারণের ভেদাভেদবাদী। ভেদবাদিগণের মধ্যেও ভেদপদার্থসম্বন্ধে মতভেদ আছে। আমরা যথাস্থানে এসকল বিষয়ের আলোচনা করিব। এক্ষণে ভগবান্ পতঞ্জলিদেব দ্রব্য ও গুণের স্বরূপ-নিরূপণার্থ কিরূপ তর্ক ও মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক।

প্র। দ্রব্য কি, এবং কাহারাই বা গুণ পদার্থ?

উ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ, ইহারা গুণপদবাচ্য-অর্থ এবং শব্দাদি গুণভিন্ন-পদার্থ 'দ্রব্য'।

প্র। রূপাদিব্যতিরিক্ত দ্রব্যনামধেয় পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব

সমবায়িকারণ। গুণ ও স্বসমবেত কার্য্যের জনক নহে, সুতরাং ইহারা সমবায়িকারণ নহে।

"দ্রব্যমেব হি দ্রব্যগুণকর্মণাং সমবায়িকারণম্। সমবায়িকারণশ্চ তৎ যতস্বসমবেতং কার্য্যং জনয়তি। গুণকর্মণী তু ন স্বসমবেতং কার্য্যে কুরুতঃ। অতো ন তে সমবায়িকারণে।"—

চক্রপাণিটীকা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি হয় কৈ ? রূপাদি-গুণসন্নিবেশ পদার্থকেই, আমরা দ্রব্য বলিয়া বুঝিয়া থাকি। ঘটাদি দ্রব্যপদার্থকে বহুধা বিভক্ত করিলেও রূপাদিব্যতিরিক্ত পদার্থান্তরের পৃথক সত্তা অনুভূত হয় না, এইজন্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি, দ্রব্য, রূপাদি গুণপদবাচ্যঅর্থ হইতে বস্তুতই কি পৃথক ?

উ। প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি না হইলেও অনুমান-প্রমাণদ্বারা দ্রব্য ও গুণের ভিন্নতা উপলব্ধ হইয়া থাকে। গুণ হইতে দ্রব্যের ভিন্নত্ব অনুমানগম্য।

প্র। কিরূপ অনুমান-বা-যুক্তিদ্বারা উক্ত পদার্থদ্বয়ের ভিন্নতা উপলব্ধ হইয়া থাকে ?

উ। রূপাদি গুণ, লৌহ ও কার্পাস, এই উভয়দ্রব্যেই বিদ্যমান আছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু যদি আমরা তুল্যপরিণাহ (of equal extension) লৌহ ও কার্পাস তোলনযন্ত্রে স্থাপন করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, তুলাগ্র অন্যথাভাবাপন্ন হয়, লৌহের গুরুত্ব ও কার্পাসের লঘুত্ববশতঃ তুলাদণ্ডের একাগ্র অবনমিত ও অপরাগ্র উন্নমিত হয়। যে কারণবশতঃ তুলাগ্রের এই অবনামোন্নামলক্ষণভেদ হইয়া থাকে, নিশ্চয়ই তাহা রূপাদিগুণাত্মক নহে। তুলাগ্রের এইরূপ আরোহাবরোহলক্ষণবিশেষের যাহা কারণ, তাহা 'দ্রব্য'। গুরুত্বের সমবায়িকারণই রূপাদিগুণব্যতিরিক্ত 'দ্রব্য' নামক পদার্থ।

প্র। গুরুত্বই তুলাগ্রের অবনামহেতু। গুরুত্ব ত গুণপদার্থ, ভগবান্ কণাদও গুরুত্বকে গুণপদার্থশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, রূপাদি-গুণব্যতীত গুরুত্বাদি গুণই কি দ্রব্যপদার্থ ? যদি তাহা'ই হয়, তবে দ্রব্য ও গুণের পৃথক্‌ত্ব সিদ্ধ হইল কৈ ? দ্রব্যও তাহা হইলে গুণান্তরই হইতেছে।

উ। গুরুত্বের কারণ কি ? তুল্যপরিণাহ লৌহ ও কার্পাস তুল্যপরিমাণ হয় না কিজন্য ? যে যাহার বিকার, যাহা হইতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, যাহার যাহা ব্যাপ্য বা পরিচ্ছিন্নভাব, তাহার সহিত তাহার আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, এবং যাহার সহিত যাহার আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, তাহার প্রতি তাহার আকর্ষণ হইয়া থাকে। আন্তর্য্য-বা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আন্তরিক সম্বন্ধের মাত্রানুসারে আকর্ষণশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি হয়। কার্য্য বা বিকারপদার্থমাত্রেই পরমকারণ অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মহইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, অতএব প্রত্যেক বস্তুর সহিত প্রত্যেকের আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, সকলেই সকলকে ন্যূনাধিকরূপে আকর্ষণ করিয়া থাকে। আকর্ষণই গুরুত্বের কারণ। আমরা যাহা উপলব্ধি করি, বুঝিয়াছি, তাহা মূর্ত্তক্রিয়ার উপলব্ধি, তাহা কর্ম্মের (Work) অনুভূতি। বিরুদ্ধশক্তির বাধা (Resistance) অতিক্রমকরাই কর্মের রূপ। যখন আমরা কোন দ্রব্যকে উত্তোলন করি, তখন আমাদের পেশীয়বল আকর্ষণশক্তির বাধাকে অতিক্রম করে। পেশীয় বল যে মাত্রায় বাধিত হয়, উন্নমিতদ্রব্যের গুরুত্ব তম্মাত্রায় উপলব্ধ হইয়া থাকে।১

আকর্ষণই যে গুরুত্বের কারণ, তাহা বুঝিতে পারা গেল, এক্ষণে জানিতে হইবে, তুল্যপরিণাহ লৌহ ও কার্পাস তুল্যপরিমাণ হয় না, ইহার হেতু কি? ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বুঝাইয়াছেন, যে কারণবশতঃ তুল্যপরিণাহ লৌহ ও কার্পাস সমপরিমাণ নহে, তাহা 'দ্রব্য'। যাহাতে যেপরিমান 'দ্রব্য' থাকে, তাহা সেই পরিমাণে গুরু হয়।২ গুরুত্ব বিরুদ্ধশক্তিদ্বয়ের গুণফল (Product), ইহা দ্রব্যাশ্রিত, এইনিমিত্ত

ভগবান্ কণাদ ইহাকে গুণপদার্থশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কোন বস্তু, দেখিতে পাওয়া যায়,—স্পর্শমাত্রেই ছিন্ন হইয়া যায়, কোন বস্তু লম্বমান হইয়াও ছিন্ন হয় না, যে কারণবশতঃ এইরূপ হইয়া থাকে তাহা রূপাদিব্যতিরিক্ত পদার্থ।

কোন বস্তুকে একটী প্রহার বা আঘাতেই বিভক্ত করা যায়, কোন

---

১ "When a body is moved against force of any kind, work is said to be done against the force. For example, when a mass is lifted vertically, work is done against the force of gravity.,'—

Elementary Dynamics.

২ "Now the attractive power of bodies is in proportion to the amount of matter they contain."

Astronomy by J. N. Lockyer.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitization by eGangotri

বস্তু একাধিক প্রহার বা আঘাতেও বিভক্ত হয় না, যে কারণবশতঃ এইরূপ হইয়া থাকে, তাহা রূপাদিব্যতিরিক্ত পদার্থ।১

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব যাহা বলিলেন, তাহা হইতে রূপাদিব্যতিরিক্ত গুণ সকলের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইল বটে, কিন্তু সামান্য বিশেষ সর্ব্বপ্রকার গুণের আশ্রয় 'দ্রব্য' নামক স্বতন্ত্র পদার্থ আছে, এতদ্দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইল কৈ? রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব স্নেহসংস্কার ও অদৃষ্ট (ধর্মাধর্ম), ২ এই

---

১ "কিং পুনর্দ্রব্যং কে পুনর্গুণাঃ। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা গুণাস্ততোঽন্যদ্দ্রব্যম্। কিং পুনরন্যচ্ছব্দাদিভ্যো দ্রব্যমাহোস্বিদনন্যৎ। গুণস্যায়ং ভাবাদ্দ্রব্যে শব্দনিবেশং কুর্ব্বন্ খ্যাপয়ত্যন্যচ্ছব্দাদিভ্যো দ্রব্যমিতি। অনন্যচ্ছব্দাদিভ্যো দ্রব্যম্। ন হ্যন্যদুপলভ্যতে। পশোঃ খল্বপি বিশসিতস্য পর্ণশতে ন্যস্তস্য নান্যচ্ছব্দাদিভ্য উপলভ্যতে। অন্যচ্ছব্দাদিভ্যো দ্রব্যম্। তত্ত্বনুমানগম্যম্। কোঽসাবনুমানঃ? ইহ সমানে বর্ম্মণি পরিণাহে চ অন্যত্তুলাগ্রং ভবতি লোহস্য অন্যৎ কার্পাসানাং যৎকৃতো বিশেষস্তদ্দ্রব্যম্। তথা কশ্চিৎ স্পৃশন্নেব চ্ছিনত্তি। কশ্চিৎ লভ্যমানোঽপি ন চ্ছিনত্তি। যৎকৃতো বিশেষস্তদ্দ্রব্যম্। তথা কশ্চিদেকেনৈব প্রহারেণ ব্যপবর্গং করোতি কশ্চিৎ দ্বাভ্যামপি ন করোতি। যৎকৃতো বিশেষস্তদ্দ্রব্যম্।"

মহাভাষ্য।

২ "রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংযোগবিভাগৌ বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ।"

বৈশেষিকদর্শন।

ভগবান্ কণাদ গুরুত্বাদি গুণপদার্থসমূহের নাম এই সূত্রে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেন নাই বলিয়া, উহারা তৎকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, কেহ যেন এরূপ না বুঝেন। উপস্কারপ্রণেতা শ্রীযুক্ত শঙ্করমিশ্র এবং মুক্তাবলীকার শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ পঞ্চানন বলিয়াছেন, গুরুত্বাদি প্রসিদ্ধ গুণ বলিয়া, ভগবান্ কণাদ ইহাদের পৃথগুপন্যাস করেন নাই। গুরুত্বাদিকে তিনি যে গুণপদার্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার গুণপদার্থনির্বাচক উক্ত সূত্রটী হইতে বুঝিতে পারা যায়।

"ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ।"—

প্রযত্ন পদটীর সহিত 'চ' এই নিপাতের সংযোগ করাতে গুরুত্বাদি গুণপদার্থ সমুচ্চিত হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সমস্ত গুণ বিয়োগ করিলে, দ্রব্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে কি? যদি থাকে, তবে তাহার স্বরূপ কি?

"চকারেণ গুরুত্বদ্রব্যত্বস্নেহসংস্কারধর্ম্মাধর্ম্মশব্দান্ সমুচ্চিনোতি, তে হি প্রসিদ্ধগুণভাবা এবেতি কণ্ঠতো নোক্তা।"—

পূজ্যপাদ প্রশস্তপাদাচার্য্য, মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত, সামান্য, বিশেষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অতীন্দ্রিয়, বাহ্য, একৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অন্তঃকরণগ্রাহ্য, কারণগুণপূর্ব্বক, অকারণগুণপূর্ব্বক, সমানজাত্যারম্ভক, অসামানজাত্যারম্ভক, সমানাসমানজাত্যারম্ভক, স্বাশ্রয়সমবেতারম্ভক, পরত্রারম্ভক, উভয়ত্রারম্ভক, ক্রিয়াহেতু, প্রদেশবৃত্তিক, আশ্রয়ব্যাপী, যাবদ্দ্রব্যভাবী, অযাবদ্দ্রব্যভাবী, বুদ্ধ্যপেক্ষ, গুণপদার্থকে ইত্যাদি নানাবিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম্ম এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্নেহ, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব, ভাবনা ও শব্দ, প্রশস্তপাদাচার্য্য বলিয়াছেন, ইহারা 'বিশেষগুণ'—দ্রব্যবিশেষব্যবস্থাপক 'অসাধারণ গুণ'। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, নৈমিত্তিক দ্রবত্ব, গুরুত্ব ও বেগ ইহারা সামান্যগুণ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ ও বেগ ইহারা 'মূর্ত্ত' এবং বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনা, ও শব্দ ইহারা 'অমূর্ত্ত' গুণ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, ইহারা বাহ্য একৈকেন্দ্রিয়-গ্রাহ্যগুণ, অর্থাৎ, শব্দ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, স্পর্শ ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, রূপ নয়নেন্দ্রিয়গ্রাহ্য রস রসনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব অপরত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ ও বেগ, ইহারা নয়ন ও ত্বক্ এই দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্য —ইহারা চাক্ষুষ ও স্পার্শন। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন, ইহারা অন্তঃকরণগ্রাহ্য। গুরুত্ব, ধর্ম, অধর্ম, ও ভাবনা অতীন্দ্রিয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরিমাণৈকত্ব, একপৃথক্ত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ ও বেগ, ইহারা কারণগুণপূর্ব্বক। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম, ভাবনা ও শব্দ, ইহারা অকারণগুণপূর্ব্বক।

পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানশাস্ত্রে জড়পদার্থের সাধারণ ও অসাধারণ বা বিশেষ, এই দ্বিবিধ ধর্ম উল্লিখিত হইয়াছে। স্থানব্যাপকত্ব বা বিস্তৃতি (Extension), স্থানাবরোধকত্ব (Impenetrability), বিভাজ্যতা (Divisibility), সান্তরতা (Porosity), আকুঞ্চনীয়তা (Compressibility), স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity), জড়ত্ব (Inertia) ও গুরুত্ব (Gravity), এইগুলি জড়পদার্থের সাধারণ ধর্ম, এবং মূর্ত্তত্ব (Solidity), দ্রবত্ব (Fluidity), সহত্ব (Tenacity), তান্তবতা (Malleability), বর্ণ (Colour) ইত্যাদি, ইহারা বিশেষ ধর্ম। বিস্তৃতি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"অথবা যস্য গুণান্তরেষ্বপি প্রাদুর্ভবতস্বু তত্ত্বং ন বিহন্যতে তদ্-দ্রব্যম্। আমলকাদীনাং ফলানাং রক্তাদয়ঃ পীতাদয়শ্চ গুণাঃ প্রাদুর্ভবন্তি। আমলকং বদরমিত্যেব ভবন্তি।"—

মহাভাষ্য।

ও স্থানব্যাপকত্ব জড়পদার্থের আদ্য সাধারণধর্ম। সকল জড়বস্তুই, অধিক কি পরমাণুও, বিস্তৃতিবিশিষ্ট।

"The first general property of bodies with which we are concerned is their *extension* or *magnitude*; that is, the extent of space they occupy. All bodies, even the smallest atoms, have a certain extension."—

Ganot's Natural Philosophy, P. 5.

পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত হ্যামিলটন্ (Hamilton) গুণপদার্থকে (Qualities) প্রাইমারী (Primary), সেকেণ্ডো-প্রাইমারী (Secundo-Primary) ও সেকেণ্ডারী (Secondary), এই তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও গুণকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তবে তিনি, পণ্ডিত হ্যামিলটন্ কর্ত্তৃক 'প্রাইমারী' 'সেকণ্ডো-প্রাইমারী' ও 'সেকেণ্ডরী,' গুণবিভাজক এই নামত্রয়ের পরিবর্ত্তে ষ্ট্যাটিক্যাল্ (Statical), ষ্ট্যাটিকো-ডিনামিক্যাল্ (Statico-dynamical) ও ডিনামিক্যাল্ (Dynamical), এই তিন নাম ব্যবহার করিয়াছেন। পণ্ডিত হ্যামিণ্টন্ বলিয়াছেন—

"The Primary Qualities dependent on the apprehension and notion of body as space-filling, and therefore as ultimately incompressible, are the essential elements or conditions of our conception of body. These are (1) Extension, (2) Divisibility, (3) Size, (4) Density or Rarity, (5) Figure, (6) Absolute incompressibility, (7) Mobility, (8) Situation. All such are deducible from the space-filling. The Secundo-primary qualities, dependent on the apprehension of the fact and mode or degree of resistance, are contingent or accidental. They may be dispensed with and yet the conception of body remain. And the Secondary qualities—the sensations—are merely cons-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অথবা গুণান্তরের প্রাদুর্ভাব হইলেও যে কারণনিবন্ধন তত্ত্ব—একাকার-বুদ্ধি বিহত হয় না—নষ্ট হয় না, তাহা 'দ্রব্য'। আমলকাদি দ্রব্য-বুদ্ধি আমলকাদি দ্রব্যোপলব্ধি যদি কেবল রূপাদিগুণালম্বনা হইত; রূপাদি গুণই যদি আমলকাদি দ্রব্যের একমাত্র উপলব্ধি-হেতু হইত; আমলকাদির পূর্ব্বরূপাদি বিনষ্ট হইয়া অপূর্ব্বরূপাদির প্রাদুর্ভাব হইলে, 'ইহা সেই আমলক' এবম্প্রকার প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয় (Recognition) হইত না। পাকজ রূপাদির প্রাদুর্ভাবনিবন্ধন ভিন্নাকারবুদ্ধি উৎপন্ন হইলেও 'তাহা আছে,' যে কারণবশতঃ এইরূপ প্রত্যয় বিলুপ্ত হয় না, তাহা রূপাদি-গুণাশ্রয় 'দ্রব্য' পদার্থ। কেহ কেহ বলেন, পাকজরূপাদির

---

ciousness in the organism of effects ultimately learned to be caused by obscure properties in the extra-organic objects."—

Hamilton by John Veitch L. L. D, P. *143-144*.

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার্ বলিয়াছেন—

"The divisions (Dynamical, Statico Dynamical and Statical Attributes) thus designated, answer to those which Sir William Hamilton classes as Secondary, Secundo-Primary, and Primary. While coinciding in the general distinctions drawn in his dissertation, I do so on other grounds than those assigned, and adopt another nomenclature for several reasons. One is that the names Primary, Secundo-Primary and Secondary, implying, as they in some degree do, a serial genesis in time, do not, as it seems to me, correspond with the true order of that genesis, subjectively considered ; while objectively considered. we cannot assign priority to any. Another is that these terms, as used by Sir William Hamilton, have direct reference to the Kantian doctrine of Space and Time, from which I dissent. And a third is that the terms above proposed are descriptive of the real distinctions among these three orders of attributes."—

Principles of Psychology, Vol. II. P. 136.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রাদুর্ভাব হইলে পূর্ব্বদ্রব্য বিনষ্ট হইয়া অপূর্ব্বদ্রব্যের আরম্ভ হয়। দ্রব্য ভিন্ন হইলেও জাতির একত্বনিমিত্ত, জাতি প্রত্যভিজ্ঞাশ্রয়পূর্ব্বক 'ইহা তাহা' এইরূপ প্রত্যয় হইয়া থাকে। 'দ্রব্য' জাতির আধার। জাতি-ব্যতিরেকে প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না, দ্রব্যব্যতিরেকেও (জাতি দ্রব্যাশ্রিত এইজন্য) জাতির উপলব্ধি হয় না, অতএব দ্রব্য-নামক স্বতন্ত্র পদার্থে সদ্ভাব সপ্রমাণ হইতেছে। ১

"যদি তর্হি ষষ্ঠীসমর্থাত গুণে প্রত্যয়া উতপদ্যন্তে।"—

মহাভাষ্য।

'দ্রব্য' শব্দটির ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ হইতে বিদিত হইয়াছি, যাহা 'গুণ সংদ্রাব'—গুণের আশ্রয়, তাহা 'দ্রব্য'। দ্রব্যকে গুণাশ্রয় বলিয়া বুঝিলে 'দ্রব্য' ও 'গুণ' এই পদার্থদ্বয়ের ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম সুখবোধ্য হইয়া থাকে। ষষ্ঠীসামর্থ বা ষষ্ঠীব্যপদেশ দ্বারা গুণকে দ্রব্য হইতে পৃথগ্‌রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। গন্ধ, রূপ, রস, শব্দ ইত্যাদি গুণবাচক শব্দগুলি উচ্চারিত হইলে, কাহার রূপ, কাহার রস, কাহার শব্দ, অর্থাৎ, রূপরসাদি কাহার আশ্রিত, ইত্থম্ভূত প্রশ্ন আমাদের মনে উদিত হয়, কিন্তু কাহার পৃথিবী, কাহার জল, কাহার আকাশ, কেহ এবম্প্রকার প্রশ্ন করেন না। এতদ্দ্বারা দ্রব্য হইতে গুণের পার্থক্য বা বৈধর্ম্ম্য বুঝিতে পারা যাইতেছে। ২

---

১ যদি রূপাদ্যালম্বনৈবামলকাদিবুদ্ধিঃ স্যাত্তদা পূর্ব্বরূপাদিবিনাশাদপূর্ব্বরূপাদি-প্রাদুর্ভাবাচ্চ তদেবেদমামলকমিতি প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয়ো নোৎপদ্যেত। অস্তি চ ভিন্নাকারবুদ্ধ্যাৎপত্তিস্তস্মাদস্তি রূপাশ্রয়ো "দ্রব্যম্"। এতচ্চ পাকজরূপাদ্যুৎ-পত্তৌ যে দ্রব্যবিনাশং নেচ্ছন্তি। তন্মতে ন দ্রব্যং প্রত্যভিজ্ঞাশ্রয়েণোক্তম্। যে তু পাকজরূপাদ্যুৎপত্তৌ পূর্ব্বদ্রব্যবিনাশমপূর্ব্বদ্রব্যারম্ভং চাভ্যুপ-গচ্ছন্তি তন্মতে ন দ্রব্য-ভেদেঽপি জাতেরেকত্বাজ্জাতিপ্রত্যভিজ্ঞাশ্রয়েণোক্তম্। জাতেশ্চাধারো দ্রব্যং ততো জাতিমন্তরেণ প্রত্যভিজ্ঞায়া অভাবাদ্ দ্রব্যমন্তরেণ জাত্যুপলম্ভাভাবাদ্দ্রব্যস্য সদ্ভাবনিশ্চয়ঃ।"

কৈয়ট।

২ বিদেশীয় স্কুল লজিশিয়ান্‌দিগের (School Logicians) মধ্যে দ্রব্য ও গুণের বৈধর্ম্ম্য লক্ষ্য করিবার জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। পণ্ডিত মিলের নিম্নোদ্ধৃত বচন সকল পাঠ করিয়া দেখুন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব দ্রব্য ও গুণের বৈধর্ম্ম্য-প্রদর্শনার্থ যে সকল কথা বলিয়াছেন, আমরা পরে তাহাদের তাৎপর্য্যাবধারণের চেষ্টা করিব, এক্ষণে অন্যান্য দর্শনে দ্রব্য ও গুণের স্বরূপ যেরূপে নির্ণীত হইয়াছে, তাহা দেখিব।

"অযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমূহো দ্রব্যমিতি পতঞ্জলিঃ।"—

যোগসূত্রভাষ্য।

দ্রব্য যখন কদাপি গুণব্যতিরিক্ত হইয়া অবস্থান করে না, তখন ইহাকে গুণভিন্ন পদার্থরূপে অঙ্গীকার করিলেও দ্রব্য ও গুণ এই পদার্থ-দ্বয়ের অভেদ-সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হইবে। স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয়, লোকে এই ত্রিবিধ ভেদের পরিচিতি আছে। এক বৃক্ষের শাখা-স্কন্ধ-পত্রাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিক যে ভেদোপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা 'স্বগত ভেদ'; বৃক্ষান্তর-প্রতিযোগিক বা দুইটি বৃক্ষের মধ্যে যে ভেদ বিদ্যমান আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা 'সজাতীয় ভেদ' এবং পাষাণাদি প্রতিযোগিকভেদ—বৃক্ষ ও পাষাণ

"An attribute, say the school logicians, must be the attribute *of* something; colour, for example, must be the colour *of* something; goodness must be the goodness *of* something: and if this something should cease to exist, or should cease to be connected with the attribute, the existence of the attribute would be at an end. A substance, on the contrary, is self-existent; in speaking about it, we need not put *of* after its name. A stone is not the stone *of* anything; the moon is not the moon *of* anything, but simply the moon."—

Mill's Logic, Vol. I. P. 60.

"ভেদ এব ষষ্ঠী শ্রুতেঃ।"—

অর্থাৎ ষষ্ঠী বিভক্তি ভেদখ্যাপনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমার দেহ বলিলে, দেহ ও আমি যে এক নহি, তাহা প্রতিপন্ন হয়। অতএব ভেদখ্যাপনই ষষ্ঠী-সামর্থ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই উভয়ের মধ্যে যে ভেদজ্ঞানের অনুভব হয়, তাহা 'বিজাতীয় ভেদ'। ১

পতঞ্জলিদেব দ্রব্যের স্বরূপ-নির্ণয়ার্থ বলিয়াছেন, অযুতসিদ্ধাবয়ব-ভেদানুগত সমূহই, 'দ্রব্য'। 'অব' পূর্ব্বক মিশ্রণার্থক 'যু' ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া 'অবয়ব' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা অবযুত—মিশ্রিত বা সমবেত হয়, যাহা সমবায়ী—সমবায়াধেয়, তাহা 'অবয়ব'। অমরকোষে অঙ্গ, প্রতীক, অবয়ব ও অপঘন এই শব্দচতুষ্টয় সমানার্থরূপে ধৃত হইয়াছে। 'সমূহ' শব্দটি 'সম্' পূর্ব্বক 'উহ' (উহ বিতর্কে) ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। সমূহ, ব্যূহ, সংঘাত, সমুদায়, সমুদয়, সমবায়, সংহতি (Assemblage, Aggregate in general) ইহারা একার্থবোধক।

"স পুনর্দ্বিবিধো যুতসিদ্ধাবয়বোঽযুতসিদ্ধাবয়বশ্চ। যুতসিদ্ধাবয়বঃ সমূহো বনং সঙ্ঘ ইতি। অযুতসিদ্ধাবয়বঃ সংঘাতঃ শরীরং বৃক্ষঃ পরমাণুরিতি।"—

পা, যোগসূত্রভাষ্য।

অর্থাৎ যুতসিদ্ধাবয়ব-ও-অযুতসিদ্ধাবয়ব-ভেদে সমূহ পুনরপি দ্বিবিধ। যে সমূহের অবয়ব সকল সান্তরাল, যে সমূহের অবয়ব সকল যুত-বা-লৌকিক সংযোগ দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহা 'যুতসিদ্ধাবয়বসমূহ' এবং যাহা তদ্বিপরীত, যে সমূহের অবয়ব সকল যুত-বা-লৌকিক সংযোগদ্বারা সিদ্ধ হয় না, যে সমূহের অবয়ব সকল সান্তরাল নহে, —যাহার অবয়ব সকলের মধ্যবর্ত্তী অবকাশ (Intermolecular

১ "লোকে বৃক্ষাদিপদার্থেষু স্বগতঃ স্বজাতীয়ো বিজাতীয়শ্চেতি ত্রিবিধো ভেদোঽস্তি। যথা শাখাস্কন্ধপত্রাদীনাং পরস্পরপ্রতিযোগিকো বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ। বৃক্ষান্তরপ্রতিযোগিকঃ সজাতীয়ঃ। পাষাণাদিপ্রতিযোগিকো বিজাতীয়ঃ।"

ঐতরেয় আরণ্যকের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

"প্রত্যক্ষগ্রাহ্যঃ তত্ত্বান্তরমেব ইতি বৈশেষিকাস্তার্কিকাশ্চ, পদার্থধর্ম্মত্বেন তত্তৎস্বরূপেণ চ দ্বিবিধো ভেদ ইতি সাংখ্যাঃ পাতঞ্জলাশ্চ, ইদমেব মতং ভেদবাদিত্বেন-প্রসিদ্ধৈর্মাধ্বৈরপি অঙ্গীক্রিয়তে।"

অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

space) স্থূলদৃষ্টিতে উপলব্ধ হয় না, তাহা অযুতসিদ্ধাবয়বসমূহ। বন, যূথ ইত্যাদি ইহারা যুতসিদ্ধাবয়বসমূহের, এবং শরীর, বৃক্ষ, পরমাণু ১ ইহারা অযুতসিদ্ধাবয়বসমূহের দৃষ্টান্ত। অযুতসিদ্ধাবয়বসমূহের অবয়বগতভেদ 'স্বগতভেদ'। দ্রব্য ও গুণ এই পদার্থদ্বয়ের মধ্যে যে ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাও স্বগতভেদজ্ঞান। শাখা, স্কন্ধ, পত্র ইত্যাদি বৃক্ষাবয়বসমূহই 'বৃক্ষপদার্থ,' শাখা-স্কন্ধাদি বৃক্ষাবয়বসমূহব্যতিরিক্ত, শাখা-স্কন্ধাদি বৃক্ষাবয়বসমূহের আশ্রয়-বা-অবয়বীর পৃথক অস্তিত্ব

অর্থাৎ, ন্যায়-বৈশেষিক মতে, 'ভেদ' প্রত্যক্ষগ্রাহ্যতত্ত্বান্তর, অন্যোন্যাভাবই ভেদশব্দের ন্যায়-বৈশেষিক-সম্মত প্রকৃত ' অর্থ। সাংখ্য-পাতঞ্জল-মতে 'ভেদ' পদার্থধর্মত্ব-ও-তৎস্বরূপাত্মক এই দ্বিবিধ। ভেদবাদী মাধ্বও এই সাংখ্য-পাতঞ্জল-সম্মত দ্বিবিধ ভেদ অঙ্গীকার করিয়াছেন।

১ "অয়ং চ পরমাণুর্বৈশেষিকৈস্ত্রসরেণশব্দেনোচ্যতে।"—

যোগবার্ত্তিক।

অর্থাৎ পাতঞ্জলোক্ত 'পরমাণু' বৈশেষিক শাস্ত্রে ত্রসরেণু (Ternary compound) শব্দে অভিহিত হইয়াছে।

"Substances containing only two atoms he (Dalton) called binary compounds ; those composed of three atoms, ternary compounds , of four, quaternary, and so on."—

Lectures on Chemistry by H. M. Noad.

"মূর্ত্তিঃ কাঠিন্যং পৃথিবীত্বমিতি যাবৎ। মূর্ত্ত্যা সজাতীয়ানাং শব্দাদিতন্মাত্রাণাম্ একপরিণামঃ পৃথিবী পরমাণুঃ স্থূলপৃথিব্যাঃ পরমসূক্ষ্মাবস্থেত্যর্থঃ।"—

যোগবার্ত্তিক।

পতঞ্জলিদেবের মতে সামান্য বিশেষসমূহ 'দ্রব্য'। বিজ্ঞানভিক্ষু উদ্ধৃত বচনসমূহ-দ্বারা এই পাতঞ্জলমতের গূঢ় অভিপ্রায় বুঝাইয়াছেন। মূর্ত্তি—কাঠিন্য পৃথিবীর স্বরূপ, পৃথিবীর পৃথিবীত্ব, পৃথিবীর সামান্য। মূর্ত্তির সহিত সজাতীয় শব্দাদিতন্মাত্রের যে এক পরিণাম, তাহা পৃথিবী-পরমাণু—স্থূল পৃথিবীর পরম সূক্ষ্মাবস্থা। জলাদি ভূতচতুষ্টয়সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। স্নেহের সহিত গন্ধব্যতীত চতুস্তন্মাত্রের যে এক পরিণাম, তাহা জল পরমাণু। পাঠক! আর্য্যেরা পঞ্চভূতকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা স্মরণ করুন এবং কাহারা সূক্ষ্মদর্শী তাহাও স্থির করুন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপলব্ধি হয় না। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, অযুতসিদ্ধাবয়ব-ভেদানুগতসমূহ—সংঘাত 'দ্রব্য'। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব, স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয়, অর্থবত্ত্ব, ভূত সকলের এই পঞ্চবিধ অবস্থা নির্ব্বাচন করিয়াছেন।১

ভাষ্যকার ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন—

"তত্র পার্থিবাদ্যাঃ শব্দাদয়ো বিশেষাঃ সহকারাদিভির্ধর্ম্মৈঃ স্থূলশব্দেন পরিভাষিতা এতদ্ভূতানাং প্রথমং রূপম্।"—

যোগসূত্রভাষ্য।

অর্থাৎ সামান্য-বিশেষসমূহ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের শব্দাদি বিশেষ-ধর্ম সকল, আকারাদি সহকারধর্মের সহিত স্থূলশব্দদ্বারা পরিভাষিত হইয়া থাকে। ভুত সকলের স্থূলরূপই প্রথমরূপ। আকার (অবয়ব সংস্থান—Shape—Form), গৌরব (গুরুত্ব—Gravity), রৌক্ষ (Roughness) ইত্যাদি ইহারা পার্থিব-সহকারধর্ম। স্নেহ, সৌক্ষ্ম, শৈত্য ইত্যাদি ইহারা জলীয়-সহকারধর্ম। উর্দ্ধভাক্ত্ব, পাচকত্ব, দগ্ধৃত্ব ইত্যাদি ইহারা তৈজস-সহকারধর্ম। তির্য্যগ্‌যান (Transverse motion), নোদন (Impulse), বল (Power or Vis Acceleration) ইত্যাদি ইহারা বায়বীয়-সহকারধর্ম। সর্বতোগতি—বিভুত্ব, অব্যূহ ইত্যাদি ইহারা আকাশীয়-সহকারধর্ম। ভূত-সকলের দ্বিতীয় রূপ।—মূর্ত্তি পৃথিবীর; স্নেহ জলের; উষ্ণতা তেজের; প্রণামিত্ব বায়ুর এবং সর্ব্বতোগতিত্ব আকাশের স্বরূপ বা দ্বিতীয়রূপ। ভূত সকলের তৃতীয়রূপ।—পঞ্চতন্মাত্রই, পঞ্চভুতের সুক্ষ্মাবস্থা বা তৃতীয়-রূপ। ভূত সকলের চতুর্থরূপ।—প্রখ্যা, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল সত্ত্বাদি-গুণত্রয়ই ভূত সকলের অন্বয়াখ্য চতুর্থরূপ। ভূত সকলের পঞ্চমরূপ।—অর্থবত্ত্ব— ভোগাপবর্গার্থতা।২ কোন পদার্থ অনর্থক বা

---

১ স্থূলস্বরূপসূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদ্ভূতজয়ঃ।"—

পাং, দং, বিভুতিপাদ, ৪৩ সূত্র।

২ পার্থিবাস্তাবদ্ধর্ম্মাঃ—"আকারো গৌরবং রৌক্ষং বরণং স্থৈর্য্যমেব চ। বৃত্তিভেদঃ ক্ষমা কার্ষ্ণং কাঠিন্যং সর্ব্বভোগ্যতা॥" অপাং ধর্ম্মাঃ—"স্নেহঃ সৌক্ষ্মং প্রভা শৌক্ল্যং মার্দ্দবং গৌরবঞ্চ যৎ। শৈত্যং রক্ষা পবিত্রত্বং সন্ধানং চোদকা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিষ্প্রয়োজন নহে। পূর্বে বুঝিয়াছি, পদ বা শব্দবোধ্য অর্থের নাম পদার্থ; অতএব পদার্থ যে অনর্থক বা নিষ্প্রয়োজন নহে, তাহা সুখবোধ্য। ভোগ ও মোক্ষপ্রদান শক্তিই নিখিল অর্থ—প্রয়োজন। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন—

"প্রকাশক্রিয়াশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্।"—

পাং দং, সাধনপাদ।

অর্থাৎ ভূতেন্দ্রিয়াত্মক (স্থূল-সূক্ষ্মরূপ ভূত ও স্থূল-সূক্ষ্মরূপ ইন্দ্রিয়ের কারণ), ভোগাপবর্গ-(ভোগ-ও-মুক্তি)-প্রয়োজন, প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজঃ, এবং স্থিতিশীল তমঃ, ১ এই গুণত্রয় প্রধানতঃ দৃশ্য-পদার্থ (Objective reality)।

"বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি।"—

পাং দং সা, পা, ১৯ সূত্র।

পতঞ্জলিদেব পূর্বসূত্রদ্বারা দৃশ্য পদার্থের সামান্য পরিচয় দিয়াছেন, স্থূল-সূক্ষ্ম-রূপ ভূত-ও-ইন্দ্রিয়াত্মক সত্ত্বাদি গুণত্রয় দৃশ্য, দৃশ্যের এতাবৎ পরিচয় সমীচীন বলিয়া বোধ হইবে না, এতদ্দ্বারা গুণত্রয়েরই দৃশ্যত্ব স্পষ্টরূপে সিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু তদ্বিকার-বা-কার্য্যের দৃশ্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে না, মহদাদি ত্রিগুণবিকার বা ত্রিগুণকার্য্যও যে দৃশ্য, এতদ্দ্বারা তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। পতঞ্জলিদেব তা'ই বিশেষাবিশেষ-লিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি' এই সূত্রের উপদেশ করিয়াছেন। সূত্রটির ভাবার্থ হইতেছে, বংশের যেরূপ পর্ব (Division) দৃষ্ট হয়, বংশ-

---

গুণাঃ॥" তৈজসা ধর্ম্মাঃ—"উর্দ্ধভাক্ পাচকং দগ্ধৃ, পাবকং লঘু ভাস্বরম্। প্রধ্বংস্যোজস্বি বৈ তেজঃ পূর্ব্বাভ্যাং ভিন্নলক্ষণম্॥" বায়বীয়া ধর্ম্মাঃ—"তির্য্যগমনং পবিত্রত্বমাক্ষেপো নোদনং বলম্। চলমচ্ছয়তা রৌক্ষ্যং বায়োধর্ম্মাঃ পৃথগ্বিধাঃ॥ আকাশীয়া ধর্ম্মাঃ—"সর্ব্বতোগতিরব্যূহো বিষ্টম্ভশ্চেতি চ ত্রয়ঃ। আকাশধর্ম্মা ব্যাখ্যাতা পূর্ব্বধর্ম্মবিলক্ষণা ইতি॥"

১ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই শব্দত্রয়ের পূজ্যপাদ বিজ্ঞানভিক্ষু নিম্নলিখিত রূপ অর্থ করিয়াছেন—

"প্রকাশো বুদ্ধ্যাদিবৃত্তিরূপালোকো ভৌতিকালোকশ্চ। ক্রিয়া যত্নশ্চলনং চ। স্থিতিপ্রকাশক্রিয়াভ্যাং যথোক্তাভ্যাং শূন্যত্বং তয়োঃ প্রতিবন্ধঃ ইতি যাবৎ।"—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পর্বগুলি যেরূপ বংশ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, ত্রিগুণাত্মক বংশের সেই-রূপ বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গ-মাত্র ও অলিঙ্গ, বীজাঙ্কুরবৎ, ত্রিগুণ হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন এই চারিটী পর্ব বা অবস্থা আছে। ত্রিগুণাত্মক বংশ পর্বচতুষ্টয়াত্মক। পঞ্চভূত (আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী) ও একাদশ ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক সত্ত্বগুণপ্রধান এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ও বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, রজোগুণ-প্রধান এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং উভয়াত্মক—উভয়গুণপ্রধান মনঃ মিলিত একাদশ) এই ষোড়শসংখ্যক পদার্থ, ত্রিগুণের বিশেষাখ্য পরিণাম—বিশেষপর্ব। পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) ও অস্মিতা ১ এই ছয়টি ত্রিগুণের অবিশেষ পরিণাম—অবিশেষ পর্ব। সত্তামাত্রাত্মক প্রকৃতির আদ্যবিকার মহত্তত্ব লিঙ্গমাত্র পর্ব্ব, ২ এবং সাম্যাবস্থানামক অব্যক্তই অলিঙ্গ পর্ব—অলিঙ্গ পরিণাম।

অর্থাৎ প্রকাশ = বুদ্ধ্যাদিবৃত্তিরূপ ও ভৌতিক আলোক (phychical and material light), ক্রিয়া = যত্ন ও চলন (mental and bodily motion), স্থিতি = যথোক্ত প্রকাশ ও ক্রিয়াশূন্যত্ব, প্রকাশ ও ক্রিয়ার প্রতিবন্ধ (Resistance)।

১ অস্মিতালক্ষণস্য অভিমানধর্ম্মকস্য—শ্রবণস্পর্শনদর্শনাদিরূপবিশেষরহিতস্যা-হংকারস্যেতি শেষঃ।”

অর্থাৎ, শ্রবণ-স্পর্শন-দর্শনাদি-রূপবিশেষরহিত, অভিমানধর্মক, অহঙ্কারের (Egotism) নাম 'অস্মিতা'।

২ "শব্দাদয়ঃ পঞ্চাবিশেষাঃ ষষ্ঠশ্চাবিশেষাস্মিতামাত্র ইতি। এতে সত্তামাত্র-স্যাত্মনো মহতো ষড়বিশেষপরিণামাঃ যত্তৎ পরমবিশেষেভ্যো লিঙ্গমাত্রং মহত্তত্ত্বম্।”—

যোগসূত্রভাষ্য।

অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চতন্মাত্র এবং অস্মিতা, এই ছয়টী সত্তামাত্রাত্মক মহতের অবিশেষপর্ব্ব—অবিশেষপরিণাম। যাহা অবিশেষের পূর্ব্বোৎপন্ন, যাহা বংশোদ্ভিৎপর্ব্বের ন্যায় সংসার-বৃক্ষের অঙ্কুর বা আদ্যপর্ব্ব (First stage of Evolution), সংসার-বৃক্ষের যাহা সত্তা-বা-অস্তিতামাত্র পরিণাম, তাহা মহাদাখ্য লিঙ্গমাত্র পর্ব্ব। এই মহত্তত্বই অহঙ্কারাদি অখিল বিকারের আধার। অহঙ্কার, মহতত্ত্বেরই বৃদ্ধিপরিণাম—বৃদ্ধিভাববিকার।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারো-ঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতিগণঃ।"—

সাং দং ১।৬১।

অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের ১ সাম্যাবস্থার (অন্যূন-গু-অনতিরিক্তা।

"তস্মিন্নেত্রে সত্তামাত্রে মহত্যাত্মন্যবস্থায় বিবৃদ্ধিকাষ্ঠামনুভবন্তি প্রসংমৃজ্য-মানাশ্চ তস্মিন্নেব সত্ত্যামাত্রে মহাত্যাত্মন্যবস্থায়।"—

যোগসূত্রভাষ্য।

অর্থাৎ, অবিশেষ-ও-বিশেষ পদার্থসমূহ সত্তামাত্রাত্মক মহত্তত্ত্বে অনাগতাবস্থায় —সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকিয়া উত্তরোত্তর বংশপর্বের ন্যায় স্থাবর-জঙ্গমাত্মকরূপ বিবৃদ্ধি-কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১ "সত্ত্বাদীনি দ্রব্যাণি ন বৈশেষিকা গুণাঃ সংযোগবিভাগবত্ত্বাৎ। লঘুত্ব-চলত্ব গুরুত্বাদিধর্ম্মকত্বাদি ধর্ম্মকত্বাচ্চ। তেষত্র শাস্ত্রে শ্রুত্যাদৌ চ গুণশব্দপুরুষোপ-করণত্বাৎ, পুরুষপশুবন্ধকত্রিগুণাত্মকমহদাদিরজ্জুনির্মাতৃত্বাচ্চ প্রযুজ্যতে।"—

সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

ভাবার্থ।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ইহারা 'গুণ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে, সুতরাং সংশয় হইতে পারে, ভগবান্ কণাদ যে অর্থে গুণ শব্দটীর ব্যবহার করিয়াছেন, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ও কি তদর্থেই ব্যবহৃত হয়,—ইহারা কি অগুণবান্? ইহারা কি অসম-বায়িকারণ? পূজ্যপাদ বিজ্ঞানভিক্ষু এতাদৃশ সংশয়-নিরসনার্থ বলিয়াছেন সত্ত্বাদি গুণত্রয় বৈশেষিক-দর্শনোক্ত গুণপদার্থ (Attribute) নহে, ইহারা দ্রব্য পদার্থ। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের, সংযোগ-বিভাগবত্ত্ব এবং লঘুত্ব-চলত্ব-ও-গুরুত্বাদি-ধর্ম্মবিশিষ্টত্ব-নিবন্ধন দ্রব্যত্বই সিদ্ধ হইতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইবে, তাহা হইলে সাংখ্যাদিশাস্ত্র ও শ্রুতি কোন্ উদ্দেশ্যে ইহাদিগকে 'গুণ' নামে অভিহিত করিয়াছেন? বিজ্ঞানভিক্ষু এতদুত্তরে বলিয়াছেন, পুরুষের উপকরণ—(ভোক্তৃ আত্মার ভোগসাধন) বলিয়া, অথবা পুরুষরূপ-পশু-বন্ধক ত্রিগুণাত্মক মহদাদি রজ্জু-নির্মাতৃত্বনিবন্ধন, সত্ত্বাদি দ্রব্য পদার্থের 'গুণ' সংজ্ঞা হইয়াছে। গুণ শব্দটীর অভিধানে, রজ্জু-ও-উপকরণার্থও ধৃত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন—গুণশব্দোঽয়ং বহ্বর্থঃ। অন্যেব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বস্থা, অকার্য্যাবস্থা—Equilbrium) নাম 'প্রকৃতি'। প্রকৃতি হইতে 'মহৎ', মহৎ হইতে 'অহঙ্কার', অহঙ্কার হইতে 'পঞ্চতন্মাত্র' ও 'একাদশ ইন্দ্রিয়' (মনঃ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়) এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে 'আকাশাদি পঞ্চভূতের' অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। প্রকৃত্যাদি স্থূলভূতান্ত চতুর্ব্বিংশতি, এবং চৈতন্যময় পুরুষ, এই পঞ্চবিংশতিগণ, ভগবান কপিলের পদার্থ। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব নিত্য ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার মতে, ভগবান্ কপিল-নির্ব্বাচিত পঞ্চ-বিংশতিগণ ও 'ঈশ্বর' এই ষড়্ বিংশতিগণ 'পদার্থ'।

ইত্যেবং পঞ্চবিংশতির্গণপদার্থব্যূহ এতদতিরিক্তঃ পদার্থো নাস্তী-ত্যর্থঃ।০ ০ ০ অয়ং চ পঞ্চবিংশতিকো গণো দ্রব্যরূপ এব। ধর্ম্ম ধর্ম্মাভেদাৎ তু গুণকর্ম্মসামান্যাদীনামত্রৈবান্তর্ভাবঃ।"

সংখ্যপ্রবচনভাষ্য

অর্থাৎ, প্রকৃত্যাদি পঞ্চবিংশতিগণ দ্রব্যপদার্থ। ধর্ম ও ধর্মী স্বরূপতঃ

সমেষ্যবয়বেষু বর্ত্ততে। তদ্যথা, গুণবাণয়ং ব্রাহ্মণ ইত্যুচ্যতে, যঃ সম্যগাচারং করোতি। অস্তি সংস্কারে বর্ত্ততে, তদ্যথা সংস্কৃতমন্নং গুণবদিত্যুচ্যতে। অথবা সর্ব্বত্রৈবায়ং গুণশব্দঃ সমেষু অবয়বেষু বর্ত্ততে। তদ্যথা দ্বিগুণমধ্যয়নং ত্রিগুণ-মধ্যয়নমিত্যুচ্যতে।"—

'তস্য ভাবস্বতলৌ' এই সূত্রের ভাষ্য দ্রস্টব্য।

ভাবার্থ।

গুণ শব্দটী বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'সম অবয়ব' এই অর্থে ইহার প্রয়োগ হয়, যথা 'দ্বিগুণরজ্জু,' অর্থাৎ দুই সমান অবয়বের মিলিত রজ্জু। 'গুণ' শব্দটী দ্রব্যপদার্থক হইতে পারে, যথা—এই দেশ গুণবান্। গুণ আছে যাহাতে, তাহা গুণবান্। যে দেশ গো-শস্যাদি-সমন্বিত, তাহা গুণবান্ দেশ। অতএব এখানে গো-শস্যাদিদ্রব্যের বোধকরূপে 'গুণ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অপ্রধানার্থে 'গুণ' শব্দ প্রযুক্ত হয়, যথা—যেখানে যে ব্যক্তি অপ্রধান, সেখানে সেই ব্যক্তি "আমি এস্থলে গুণভূত—অপ্রধান" এইরূপ বলিয়া থাকে। আচারার্থে 'গুণ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা,—এই ব্রাহ্মণটী গুণবান, অর্থাৎ ইনি সদাচারবান্। সংস্কারার্থে 'গুণ' শব্দ ব্যবহৃত হয়, যথা—গুণবৎ অন্ন' অর্থাৎ সংস্কৃত অন্ন। অথবা সর্ব্বত্রই 'গুণ' শব্দটীর সমাবয়ববাচিত্ব গ্রহণ করিলেই, ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিভিন্ন নহে, অতএব ভাগবান্ কণাদপ্রোক্ত গুণাদি পদার্থ ইহাদের অন্তর্ভূত। বলা বাহুল্য ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের উপদেশও ঠিক এই-রূপ, তিনিও সামান্যবিশেষাত্মা প্রকৃত্যাদি দ্রব্য পদার্থই অঙ্গীকার করিয়াছেন, ভগবান্ কণাদোক্ত চতুর্ব্বিংশতি গুণপদার্থ তাঁহারও মতে দ্রব্য-ভিন্ন পদার্থ নহে।১

সাংখ্য-ও-পাতঞ্জলমতে, বিদিত হইলাম, বৈশেষিক-দর্শনোক্ত গুণ-কর্ম্মাদি পদার্থ দ্রব্য-পদার্থের অন্তর্ভূত, ভগবান্ কপিল ও পতঞ্জলি দ্রব্যভিন্ন পদার্থান্তর স্বীকার করেন নাই। পূর্বে বিদিত হইয়াছি, ক্রিয়া-বা কর্ম্মদ্বারা আমরা দ্রব্যকে দ্রব্যরূপে এবং গুণবত্ত্বনিবন্ধন সমানাসমানজাতীয় পদার্থ হইতে ইহাকে ব্যাবৃত্তরূপে লক্ষ্য করিয়া থাকি; জাগতিক পদার্থের সাধ্যধর্ম দেখিয়া, আমরা তাহার অস্তিত্ব বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিতে, এবং তদীয় বিশেষাধানহেতু সিদ্ধধর্ম বা 'গুণ' (Attributes) দেখিয়া তাহাকে পূর্বজ্ঞাত-পদার্থের সমান-বা-অসমান রূপে নির্বাচন করিতে সমর্থ হই। অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, গুণ-ও-ক্রিয়াকে যদি দ্রব্যাভিন্ন পদার্থরূপে অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে

---

১ "তে চ চতুর্ব্বিংশতিগুণাঃ সমবায়নিরাকরণেন দ্রব্যাভিন্না এবেতি সাংখ্যা বেদন্তিনশ্চ মন্যন্তে।"

ন্যায়কোশ।

অর্থাৎ সাংখ্য ও বেদান্তীরা সমবায় পদার্থ অঙ্গীকার করেন নাই, এইনিমিত্ত বৈশেষিকদর্শনোক্ত রূপাদি চতুর্ব্বিংশতি 'গুণ' তাঁহাদের মতে দ্রব্যাভিন্ন পদার্থ, সাংখ্যা-বেদান্ত-মতে রূপাদি গুণপদার্থ দ্রব্য হইতে ভিন্ন নহে।

'গুণ' শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতে আমরা অবগত হইয়াছি, যাহা গুণিত হয়– আমন্ত্রিত অভ্যস্ত বা পুনঃ পুনঃ ব্যাবর্ত্তিত হয়, তাহা 'গুণ'। 'গুণ আমন্ত্রণে' আমন্ত্রণার্থক এই 'গুণ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'গুণ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। মেদিনীতে মৌর্ব্বী, অপ্রধান, রূপাদি, সূদ, ইন্দ্রিয়, ত্যাগ-শৌর্য্যাদি, সত্ত্বাদি, সন্ধিপ্রভৃতি, আবৃত্ত, রজ্জু, শুক্লাদি বুদ্ধি এই সকল অর্থ ধৃত হইয়াছে।

"মৌর্ব্যামপ্রধানে রূপাদৌ সূদ ইন্দ্রিয়ে। ত্যাগশৌর্য্যাদিসত্ত্বাদিসংধ্যাত্ত্বাবৃত্তিরজ্জুষু শুক্লাদাবপি বুদ্ধ্যাঞ্চ।"

মেদিনী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একজাতীয় দ্রব্যকে কোন্ উপায়ে অন্যজাতীয় দ্রব্য হইতে ব্যাবৃত্তরূপে লক্ষ্য করা যাইবে? তাহা হইলে কিরূপে পদার্থের উপলব্ধি হইবে? বিষয়-ও-বিষয়ী (Object and Subject) এতদুভয়ের সংযোগ না হইলে, কোনক্রমেই বস্তুগ্রহ হইতে পারে না, বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ব্যতীত কোনরূপ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় না। আত্মা, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বিষয়, বাহ্যজ্ঞান-নিষ্পত্তিতে এই সকল পদার্থের সন্নিকর্ষ—পরস্পরসম্বন্ধ অবশ্য-প্রয়োজনীয়। যে কোনরূপ বাহ্যোপলব্ধি হউক, তাহা যে আত্মে-ন্দ্রিয়াদি পদার্থচতুষ্টয়ের সন্নিকর্ষ হইতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা নিঃসন্দেহ।১

---

১ বিষয়োপলব্ধিতে আত্মা, মনঃ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়, এই পদার্থচতুষ্টয়ের পরস্পর সম্বন্ধ যে অবশ্য প্রয়োজনীয়, শাস্ত্র হইতে নিম্নে তাহার দুই একটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইল।

"নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধি প্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা।"

বেদান্তদর্শন ২।৩।৩৩।

"তচ্চাত্মন উপাধিভূতমন্তঃকরণং মনো বুদ্ধির্বিজ্ঞানং চিত্তমিতি চানেকধা তত্র তত্রাভিলপ্যতে। কচ্চিত্ত বৃত্তিবিভাগেন সংশয়াদিবৃত্তিকং মন ইত্যুচ্যতে নিশ্চয়া-দিবৃত্তিকং বুদ্ধিরিতি। তচ্চৈবম্ভূতমন্তঃ করণমবশ্যমস্তীত্যভ্যুপগন্তব্যম। অন্যথা হ্যনভ্যুপগম্যমানে তস্মিন্নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ আত্মেন্দ্রিয়বিষয়ানামুপল-ব্ধিসাধনানাং সন্নিধানে সতিনিত্যমেবোপলব্ধিঃ প্রসজ্যেত। যস্যাবধানানবধানাভ্যা-মুপলব্ধ্যনুপলব্ধৌ ভবতস্তন্মনঃ।"

শারীরকভাষ্য।

ভাবার্থ

আত্মা, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ার্থ—রূপরসাদি বিষয়, ইহারা সর্ব্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত তেজস্তত্ত্বের সন্নিকর্ষ প্রতিক্ষণই হইতেছে, শোত্রেন্দ্রি-য়ের সহিত শব্দাশ্রয় আকাশের নিত্যসম্বন্ধ রহিয়াছে, ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত বায়ুর সম্বন্ধ কখন বিচ্ছিন্ন হয় না, গন্ধবহ নিরন্তরই ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে গন্ধ উপহার দিতেছে, তথাপি সকল ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়া যুগপৎ উপলব্ধ হয় না। আত্মা ইন্দ্রিয় ও বিষয়, ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানোৎপত্তির যদি ইহারাই কারণ হইত, তাহা হইলে, সর্ব্বপ্রকার ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের যুগপৎ উদয় হইত। কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন স্বীকার করিতে হইবে, ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞানোৎপত্তির এতদ্ব্যতীত অন্য করণ আছে। যে করণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"যৎ সম্বদ্ধং সৎ তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎপ্রত্যক্ষম্"

সাং দং ১।৮৯।

অবধানবশতঃ বিষয়োপলব্ধি ও যদনবধানে বিষয়ানুপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহার নাম 'মনঃ'। যুগপদ্বিষয়ানুপলব্ধি ভিন্ন মনের অস্তিত্ব অনুমান করিবার অন্য কারণও আছে। স্মৃতি, অনুমান, আগম, সংশয়, প্রতিভা প্রভৃতি মনোবৃত্তি, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত নহে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ নিবৃত্তক্রিয় হইলেও—উপলব্ধ-গন্ধাদি বিষয়ের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেও—আমরা অনুভূত বিষয় সকল স্মরণ করিতে পারি, অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ স্মৃতির নিমিত্ত নহে।

"স্মৃত্যাদয়ঃ করণান্তরনিমিত্তা ভবিতুর্মহন্তীতি।"

বাৎস্যায়নভাষ্য।

অর্থাৎ, স্মৃত্যাদি যে করণান্তরনিমিত্ত, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। স্মৃত্যাদির যাহা করণ, তাহা মনঃ।

"আত্মেন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষে জ্ঞানস্যভাবোহভাবশ্চ মনসো লিঙ্গম্।"—

বৈশেষিকদর্শন ৩।২।১।

উদ্ধৃত বেদান্তসূত্রের সহিত এই কণাদসূত্রের অর্থগত কোন পার্থক্য নাই।

"যুগপজ্জ্ঞানানুতপত্তির্মনসো লিঙ্গম্।"

ন্যায়দর্শন ১।১।১৬।

যদ্দ্বারা যাহা লক্ষিত হয়—অনুমিত হয়, যাহা যাহার ইতরপদার্থ-ব্যবচ্ছেদহেতু তাহাকে তাহার 'লিঙ্গ' বলে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণই যে জ্ঞানোৎপত্তির করণ নহে, জ্ঞানোৎপত্তি-ক্রিয়াসিদ্ধির যে নিমিত্তান্তর আছে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ভগবান্ উদ্ধৃত সূত্রটী দ্বারা মনের লক্ষণ – ইতরব্যবচ্ছেদকধর্ম প্রদর্শন করিয়াছেন। সূত্রটীর ভাবার্থ হইতেছে—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল যুগপৎ ক্রিয়া করিয়া থাকে, কিন্তু একটু চিন্তা করিলে প্রতীতি হয়, ইন্দ্রিয়জ্ঞান যুগপৎ ক্রিয়া করিলেও সকল ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজ ক্রিয়ার উপলব্ধি যুগপৎ হয় না, আমরা ঠিক এক সময়ে একাধিক ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়ার উপলব্ধি করিতে পারি না। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ ব্যতীত ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজনিত ক্রিয়োপলব্ধির ইন্দ্রিয়সংযোগী সহকারী নিমিত্তান্তর আছে। মন'ই তন্নিমিত্তান্তর। মনের অসন্নিধিতে ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞানের অনুপলব্ধি এবং সন্নিধিতে ইহার উপলব্ধি হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত Julius Bernsteinএর নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি স্মরণ করিবেন।

"The sensory organs are, therefore, only instruments of the

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtión by eGangotri

কাচ, স্ফটিক প্রভৃতি স্বচ্ছবস্তুসমূহ যখন যে বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হয়, তখন তাহার আকৃতি গ্রহণ করে— তদাকারে আকারিত হইয়া থাকে। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল কাচ-স্ফটিকাদির ন্যায় স্বচ্ছ— প্রসাদগুণবিশিষ্ট

---

mind, which has its seat in the brain, and by means of nerves makes use of these instruments to obtain information of external objects. The forces which operate in the outer world—namely, light, heat, sound, motion, and chemical affinity—producc in the sensory organs an irritation of the sensory nerves connected with them and these convey the irritation which is there received throughout their entire length to the brain."—

The Five Senses of Man, P. 2.

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় দৃক্ ও দৃশ্য এই পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধ-ব্যতিরেকে জ্ঞান নিষ্পত্তি হইতে পারে না,—অথবা কেবল জ্ঞান-নিষ্পত্তি কেন, কোন ক্রিয়াই কর্ত্তা, কর্ম,ও করণ, এই কারকত্রয় ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। জ্ঞান ক্রিয়ার 'আত্মা' কর্ত্তা (Subject) মনঃ ও ইন্দ্রিয় করণ (Instrnment), এবং অর্থ বা বিষয় 'কর্ম' (Object)। পূজ্যপাদ ভগবান্ বেদব্যস্ 'ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মনেগ্রহীতৃগ্রহণ-গ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতাসমপত্তিঃ' এই যোগসূত্রের ভাষ্যে 'গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু' এই পদত্রয়ের ব্যাখ্যা করিবার সময় 'পুরুষেন্দ্রিয়বিষয়েষু' এই পদত্রয়ের প্রয়োগ করিয়াছেন। এতদ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, কর্ত্তা, কর্ম, ও করণ এই কারকত্রয় ব্যতিরেকে যে জ্ঞান-কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, আত্মা, অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহেন্দ্রিয় এই দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়, এবং অর্থ বা বিষয় বাহ্যজ্ঞাননিষ্পত্তির যে ইহারাই কারণ, ভগবান্ পতঞ্জলিদেব তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যান্সেল্ বলিয়াছেন—

"In order to be conscious of all, I must be conscious of something ; consciousness thus presents itself as the product of two factors, I and something."—

The Philosophy of the conditioned, P. 45.

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও এই কথাই বলিয়াছেন,—

"Knowledge implies something known and something which

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(Transparent), এই নিমিত্ত ইহারও যখন যে বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হয়, তখন তদাকারে আকারিত হয়, সম্বন্ধ-বস্তুর আকার গ্রহণ করে। ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষ হইলে, সম্বন্ধবস্তুর আকার-ধারী যে বিজ্ঞানের উদয় হয়, তাহার নাম 'প্রত্যক্ষ' (Perception)। অতএব বুঝিতে পারা গেল, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগব্যতীত যে কোনরূপ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় না, ভগবান্ কপিলেরও তাহা'ই মত। আত্মাদি (আত্মা, ইন্দ্রিয়, মনঃ ওবিষয়) পদার্থচতুষ্টয়ের পরস্পর সম্বন্ধ, জ্ঞানোৎপত্তির সাধারণ কারণ, যে কোনরূপ বাহ্যজ্ঞান হউক, তদুৎ-পত্তিতে আত্মা, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বিষয় এই পদার্থচতুষ্টয়ের পরস্পর সংযোগ আবশ্যক।

"আত্মা মনসা সংযুজ্যতে মন ইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়মর্থে'নেতি।"

বাৎস্যায়নভাষ্য ১।১।৪।

অর্থাৎ লৌকিক প্রত্যক্ষে, আত্মা মনের সহিত, মনঃ ইন্দ্রিয়ের সহিত এবং ইন্দ্রিয় অর্থের সহিত সংযুক্ত হয়। আত্মা, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বিষয়, বিষয়োপলব্ধির ইহারা যে সাধারণ কারণ, আত্মাদি পদার্থচতুষ্টয়ের সন্নিকর্ষব্যতীত যে লৌকিক প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় না, তাহা বুঝিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যাঁহারা বিশেষাধানহেতু-সিদ্ধবস্তুধর্ম্ম বা গুণকে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া অঙ্গীকার করেন না, সাধ্যবস্তুধর্ম্ম বা ক্রিয়াও যাঁহাদের মতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, দ্রব্যই যাঁহাদের একমাত্র পদার্থ, তাঁহারা প্রত্যক্ষ বিশেষের—বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের কি হেতু প্রদর্শন করেন? সমান কারণ, সমান কার্যই প্রসব করে। আত্মা, মনঃ, ইন্দ্রিয় ও অর্থ, লৌকিক

---

knows ; whence it follows that a theory of knowledge is a theory of the relation between the two,'—

The Principles of Psychology. Vol. II. P. 307.

বিদেশীয় পণ্ডিতগণ বিষয় ও বিষয়ী (Object and Subject) এই পদার্থদ্বয়ের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু শাস্ত্রে বিষয়ী পদার্থের স্বরূপ যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কোন পাশ্চাত্যদর্শন পাঠ করিয়া আমরা বিষয়ীর তাদৃশ রূপ দেখিতে পাই নাই। অনেক পাশ্চাত্যদার্শনিক মস্তিষ্কমনের অতিরিক্ত বিষয়ী পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রত্যক্ষের যখন ইহারা সাধারণ কারণ তখন বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ হইবার হেতু কি ?বিশিষ্ট প্রত্যক্ষই আমাদের সুপরিচিত। ঘট যে দ্রব্য, পটকে আমরা তদ্‌দ্রব্য বলিয়া বুঝি না ; পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আমাদের বুদ্ধিতে একদ্রব্যরূপে প্রতিভাত হয় না ; নীলপীতাদি বর্ণের মধুরকষায়াদি রসের যড়্‌জগান্ধারাদি স্বরের, শীতোষ্ণাদি স্পর্শের পার্থক্য-বোধ— অন্যোন্য-ভেদজ্ঞান আমাদের হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি ? আর এক কথা, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা উপলব্ধি হইয়াছে, নিরন্তর-পরিণামি-জগতে কোন বস্তু মুহূর্ত্তকালও স্বীয় আত্মাতে একভাবে—পরিণাম-বিরহিত হইয়া অবস্থান করিতে পারে না (নহীহ কশ্চিদপি স্বস্মিন্নাত্মনি-মুহূর্ত্তমপ্যবতিষ্ঠতে। মহাভাষ্য), প্রত্যেক জাগতিক বস্তুই অনুক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সুতরাং ইহাও জ্ঞাতব্য, নিয়ত-পরিণামি সংসারে স্থিতি-বা-স্থিরত্বের জ্ঞান হয় কিরূপে ?

বৈশেষিকদর্শনপাঠে অবগত হইয়াছি, পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনঃ এই নয়টি দ্রব্যপদার্থ ; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, লঘুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম ও শব্দ ইহারা গুণপদার্থ ; এবং উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন ইহারা কর্ম্মপদার্থ।১

---

১ "পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং কালো দিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি।"

বৈশেষিকদর্শন ।১।৫।

রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংযোগবিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ।"

ঐ ১।১।৬।

ভগবান্ কণাদ দ্রব্য-ও-গুণপদার্থকে নিত্য ও অনিত্য এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

"পৃথিব্যাদিরূপরসগন্ধস্পর্শা দ্রব্যানিত্যত্বাদনিত্যাশ্চ।"—

ঐ ৭।১।২।

অর্থাৎ, পৃথিব্যাদি দ্রব্যের রূপাদি স্পর্শান্ত (রূপ, রস, গন্ধ, ও স্পর্শ) গুণসমূহ তদাশ্রয় দ্রব্যের অনিত্যত্ব-বশতঃ অনিত্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবান্ গোতম বলিয়াছেন—

"ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্।"

ন্যায়দর্শন ১।১।৪।

"এতেন নিত্যেষু নিত্যত্বমুক্তম।"

ঐ ৭।১।৩।

দ্রব্যের অনিত্যত্বনিবন্ধ যখন তদাশ্রয়িগুণের অনিত্যত্ব প্রতিপন্ন হইল, তখন ইহা সুখবোধ্য হইতেছে, যে নিত্যদ্রব্যাশ্রয়ী—নিত্যদ্রব্যনিষ্ঠ গুণসমূহ নিত্য।

"অপ্‌সু তেজসি বায়ৌ চ নিত্যা দ্রব্যনিত্যত্বাৎ।"

ঐ ৭।১।৪।

অর্থাৎ, নিত্যজলে—আপ্য বা জলীয় পরমাণুতে, নিত্যতেজে—তৈজস-পরমাণুতে, নিত্যবায়ুতে, আশ্রয়দ্রব্যের নিত্যত্ব-নিবন্ধন রূপাদি গুণ নিত্য। পৃথিব্যাদিভূতচতুষ্টয়ের বৈশেষিকমতে নিত্যানিত্যভেদে দ্বিবিধ অবস্থা। পরমাণুরূপে নিত্য, কার্যরূপে অনিত্য। পূজ্যপাদ প্রশস্তপাদাচার্য্য বলিয়াছেন,—সা তু দ্বিবিধা নিত্যানিত্যা চ। পরমাণুলক্ষণা-নিত্যা কার্য্যলক্ষণাত্বনিত্যা।' অর্থাৎ, পৃথিবী নিত্যানিত্যভেদে দ্বিবিধ। পরমাণুরূপে নিত্য, কার্য্যরূপে অনিত্য। 'তাস্তু পূর্ব্ববদ্দ্বিবিধাঃ নিত্যানিত্যভাবাৎ' অর্থাৎ জলভূতও পূর্ব্ববৎ (পৃথিবীভূতের ন্যায়) দ্বিবিধ। তদপি দ্বিবিধমণুকার্য্যভাবাৎ।' অর্থাৎ, 'তেজ' ও অণু-ও-কার্য্যভেদে দ্বিবিধ। স চায়ং দ্বিবিধোহণুকার্য্যভাবাৎ। অণু-ও-কার্য্যভেদে 'বায়ু' ও দ্বিবিধ। অণুভাবে নিত্য কার্য্যভাবে অনিত্য।

"রূপরসগন্ধস্পর্শবতী পৃথিবী।"—

বৈশেষিকদর্শন ২।১।১।

অর্থাৎ পৃথিবী রূপ-রস গন্ধ ও-স্পর্শবতী; রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ, পৃথিবী-দ্রব্যে এই বিশেষ গুণচতুষ্টয়ের উপলব্ধি হইয়া থাকে। পৃথিবী রূপাদি-গুণচতুষ্টয়বতী বটে কিন্তু, রূপাদি-গুণচতুষ্টয়ের মধ্যে 'গন্ধ' ইহার নিজগুণ। রূপরসস্পর্শবত্য আপো দ্রবাঃ স্নিগ্ধাঃ' (বৈ. দং, ২।১।২) অর্থাৎ, জল রূপ, রস, স্পর্শ এবং সাংসিদ্ধিকদ্রবত্ব ও স্নেহ এই সকল গুণবিশিষ্ট। রস, এবং দ্রবত্ব ও স্নেহ ইহার নিজগুণ। তেজো রূপস্পর্শবৎ।' অর্থাৎ 'তেজঃ' রূপ ও স্পর্শ এই গুণদ্বয়-বিশিষ্ট। তন্মধ্য 'রূপ' ইহার নিজগুণ। স্পর্শবান্ বায়ুঃ।' 'বায়ু' স্পর্শবান্—স্পর্শ ই বায়ুর নিজগুণ। ভগবান্ গোতম বলিয়াছেন—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রত্যক্ষজনক সম্বন্ধকে সন্নিকর্ষ বলে। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন—বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধজনিত জ্ঞানের নাম 'প্রত্যক্ষ'। ভগবান্ গোতম, দেখা যাইতেছে, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকার্ষোৎপন্নজ্ঞানের অব্যপদেশ্য, অব্যভিচারী ও ব্যবসায়াত্মক এই তিনটি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। অব্যপদেশ্য ও ব্যবসায়াত্মক এই দুইটি বিশেষণদ্বারা যথাক্রমে নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক—প্রকারতাবিশিষ্ট এই দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ এবং 'অব্যভিচারী' শব্দদ্বারা ভ্রমভিন্ন প্রত্যক্ষ লক্ষিত হইয়াছে ১ সবিকল্পক-ও-নির্ব্বিকল্পক-ভেদে

গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দানং স্পর্শপর্য্যন্তাঃ পৃথিব্যাঃ অপ্তেজোবায়ুনাং পূর্ব্বং পূর্ব্বমপোহ্যাকাশস্যোত্তর।"

ন্যায়দর্শন ৩।১।৬৪।

অর্থাৎ, গন্ধ, রস, রূপ স্পর্শ ও শব্দ, এই পঞ্চগুণের মধ্যে গন্ধাদি স্পর্শপর্য্যন্ত এই চারিটি পৃথিবীর, গন্ধ বর্জ্জনপূর্বক অপর তিনটি জলের, গন্ধ ও রস বর্জ্জনপূর্বক অপর দুইটি তেজের এবং গন্ধ, রস; ও রূপ বর্জ্জনপূর্বক কেবল স্পর্শ বায়ুর, শব্দ আকাশের গুণ।

"উৎক্ষেপণমবক্ষেণমাকুঞ্চনং প্রসারণং গমনমিতিকর্ম্মাণি।"

বৈশেষিকদর্শন ১।১।৭।

১ "ভ্রমবারকমব্যভিচারীতি ভ্রমভিন্নমিত্যর্থঃ, ইদঞ্চাংশিক্ ভ্রমস্যালক্ষ্যত্বেন লক্ষ্যত্বে তু তদ্বতি তৎপ্রকারকত্বং নির্বিকল্পকস্য লক্ষ্যত্বে তদভাববতি তদপ্রকারকত্বমর্থঃ তস্য বিভাগঃ। অব্যপদেশ্যং ব্যচসায়াত্মকমিতি নির্বিকল্পকং চেতি দ্বিবিধং প্রত্যক্ষমিত্যর্থঃ।"

ন্যায়বৃত্তি।

প্রমা বা যথার্থজ্ঞান এবং অপ্রমা বা অযথার্থজ্ঞান, জ্ঞানকে শাস্ত্রে এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে জ্ঞান ব্যভিচারী, তাহা অপ্রমা। জবাকুসুমাদি রোহিত-বর্ণ-বস্তু-সন্নিধানবশতঃ স্ফটিকাদিতে যে রক্ততার প্রতীতি হইয়া থাকে, শুভ্রস্ফটিককে যে আমরা রক্তবর্ণ বলিয়া অবধারণ করি, তাহা ভ্রমজ্ঞান, এজ্ঞানের ব্যভিচার বা অন্যথাভাব হয়। জবাকুসুমাদি উপরঞ্জক বস্তু অপনীত হইলেই, স্ফটিকের রক্ততা-প্রতীতি ভ্রান্তি বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, যদি কোন কালে বা কোন দেশে তাহার তদ্রূপ নিশ্চয়ের ব্যভিচার না হয়, তবে তাহা 'সত্য'। ভগবান্ গোতম 'অব্যভিচারী' এই বিশেষণটি দ্বারা ভ্রমভিন্ন প্রত্যক্ষকে লক্ষ্য করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্বিবিধ প্রত্যক্ষের সহিত আমাদের, পূর্ণরূপে না হইলেও, পূর্ব্ব-পরিচিতি আছে। আমরা বিদিত হইয়াছি ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইবামাত্র প্রথমে কোন কিছু আছে, ইত্যাকার অবিকল্পিত, বৈশিষ্ট্যা-নবগাহী, নিষ্প্রকারক, বস্তুস্বরূপমাত্রজ্ঞান হইয়া থাকে।

"পকারো হি নাম ইদমিত্থমিতি প্রতীয়মানে বস্তুনোত্থমিতি প্রতীয়-মানোহংশঃ।"—

শ্রীভাষ্য।

অর্থাৎ 'ইহা এইপ্রকার' এইরূপে প্রতীয়মান বস্তুর 'এইপ্রকার' এই প্রতীয়মান অংশের নাম 'প্রকার'। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-বশতঃ প্রথম যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তজ্‌জ্ঞানে ইহা অগ্নি, উহা জল, এটি বিষ, ওটি অমৃত ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যাবগাহি-জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না; বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞান সঙ্কল্পশক্তিদ্বারা উপার্জ্জিত হইয়া থাকে।[১] যে প্রত্যক্ষ প্রকারতাবিশিষ্ট, যে প্রত্যক্ষে 'ইহা এইপ্রকার' এইরূপ সপ্রকারক জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা 'ব্যবসায়াত্মক' বা 'সবিকল্পক'। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গঙ্গেশোপাধ্যায় স্বপ্রণীত 'তত্ত্বচিন্তামণি' নামক উপাদেয় গ্রন্থে বুঝাইয়াছেন, বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষবিশেষই প্রত্যক্ষ-বিশেষের হেতু।

"প্রত্যক্ষবিশেষে সন্নিকর্ষবিশেষো হেতুরনুগত এব।"

তত্ত্বচিন্তামণি প্র. খ।

১। সংযোগ (Conjunction, ২। সংযুক্তসমবায় (Intimate union with that which is in conjunction), ৩। সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় (Intimate union with what is intimately united with that which is in conjunction), ৪। সমবায় (Intimate union), ৫। সমবেত-সমবায় (Intimate union

---

১ সঙ্কল্পকং মন ইতি, সঙ্কল্পেন রূপেণ মনো লক্ষ্যতে আলোচিতমিন্দ্রিয়েণ বস্ত্বিদমিতি সম্মুগ্ধমিদমেবং নৈবমিতি সম্যক্ কল্পয়তি। বিশেষণবিশেষ্যভাবেন বিবেচয়তীতি যাবৎ।

তত্ত্বকৌমুদী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

with that which is intimately united), এবং ৬। বিশেষণতা The connection which arises from the relation between that which qualifies and the thing qualified), ন্যায়-বৈশেষিক-মতে, সন্নিকর্ষ (The relative proximity of a sense and its object which is the cause of perception), এই ষড়্‌বিধ। ১

পূজ্যপাদ গঙ্গেশোপাধ্যায় বুঝাইয়াছেন, সংযোগাখ্য-সন্নিকর্ষদ্বারা 'দ্রব্যের' (Substance) চক্ষুরাদি-সংযুক্তসমবায়-সন্নিকর্ষদ্বারা 'রূপ ২ ও 'কর্ম্ম পদার্থের' (শব্দভিন্ন গুণের, উৎক্ষেপণাদি কর্ম্মের এবং গুণ-ও-দ্রব্যবৃত্তি জাতির); সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়-সন্নিকর্ষদ্বারা 'গুণকর্ম্মবৃত্তি-জাতির; সমবায়-সন্নিকর্ষদ্বারা 'শব্দের'; সমবেত-সমবায়-সন্নিকর্ষদ্বারা

---

১ "ষোঢ়া সন্নিকর্ষঃ প্রত্যক্ষবিশেষে কারণম।"

তত্ত্বচিন্তামণি।

"সংযোগেন দ্রব্যগ্রহঃ সংযুক্তসমবায়েন রূপকর্মণোর্গ্রহণম্। সংযুক্তসমবেত সমবায়েন রূপত্বাদেঃ, সমবায়েন শব্দস্য, সমবেতসমবায়েন শব্দত্বাদেঃ, বিশেষণতয়া শব্দাভাবস্য, ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধ বিশেষণতয়া সমবায় ঘটাভাবাদেযোগ্যসন্নিকর্ষাদেব গ্রহো ন সন্নিকর্ষমাত্রাৎ।" তত্ত্বচিন্তামণি প্র খ, সন্নিকর্ষবাদ।

বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধ ব্যাপারঃ সোঽপি ষড়্‌বিধঃ।
দ্রব্যগ্রহস্তু সংযোগাৎ সংযুক্তসমবায়তঃ॥
দ্রব্যেষু সমবেতানাং তথা তৎসমবায়তঃ।
তত্রাপি সমবেতনাং শব্দতঃ সমবায়তঃ।
তদ্বৃত্তীনাং সমবেতসমবায়েন তু গ্রহঃ।
বিশেষণতয়া তদ্বদভাবানাং গ্রহো ভবেৎ॥"

ভাষাপরিচ্ছেদ।

২ রূপ কর্মপদং সামান্যতো দ্রব্যসমবেতপরং, তেন সংখ্যাদেঃ দ্রব্যবৃত্তিজাতেশ্চ পরিগ্রহঃ।"

সন্নিকর্ষবাদরহস্য।

রূপ-ও কর্ম এই পদদ্বয় সামান্যতঃ দ্রব্য সমবেত পর—সামান্যতঃ দ্রব্যাশ্রয়ি পদার্থবাচী। অতএব, এতদ্দ্বারা সংখ্যাদি গুণ এবং দ্রব্যবৃত্তিজাতিও গৃহীত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

শব্দবৃত্তিজাতির এবং বিশেষণতা-দ্বারা অভাব-ও-সমবায়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ১

"গুণকর্ম্মসু সন্নিকৃষ্টেষু জ্ঞাননিষপত্তেদ্রব্যং কারণম্।"—

বৈশেষিকদর্শন ৮।১।৪।

ভগবান্ কণাদ, আত্মা, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও অর্থ (বিষয়—Object) ইহাদের পরস্পর সন্নিকর্ষ হইতে জ্ঞান-নিষ্পত্তি হইয়া থাকে,২ এই বাক্যদ্বারা জ্ঞাননিষ্পত্তির সাধারণবিধি বর্ণনপূর্ব্বক, 'গুণকর্ম্মসু' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা জ্ঞাননিষ্পত্তির বিশেষবিধি উপদেশ করিয়াছেন। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষব্যতীত যে বাহ্যজ্ঞাননিষ্পত্তি হইতে পারে না,

---

১ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য বলিয়াছেন—"সংযোগেন দ্রব্যগ্রহঃ সংযুক্ত সমবায়েন শব্দান্যগুণকর্মদ্রব্যবৃত্তিজাতীনাং প্রত্যক্ষং সংযুক্ত সমবেত সমবায়েন শব্দমাত্রবৃত্তিজাতীতরগুণবৃত্তিকর্মবৃত্তিজাতীনাং প্রত্যক্ষং,সমবায়েন শব্দস্য সমবেত সমবায়েন শব্দবৃত্তিজাতীনাং বিশেষণতয়া অভাবস্য সমবায়স্য চ প্রত্যক্ষম্।" তর্কামৃত।

২ ইন্দ্রিয়ার্থপ্রসিদ্ধিরিন্দ্রিয়ার্থেভ্যোঽর্থান্তরস্য হেতুঃ।"

বৈশেষিকদর্শন ৩।১।২।

"আত্মেন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষাদ্যন্নিষ্পদ্যতে তদন্যৎ।"

বৈশেষিকদর্শন ৩।১।১৮।

তাহা বিজ্ঞানবাদী (Absolute idealist) ভিন্ন অন্য সকলেই স্বীকার করেন, সন্দেহ নাই।

রূপ-রসাদি গুণ-ও-উৎক্ষেপণাবক্ষেপণাদি কর্ম্মের প্রত্যক্ষ আমাদের হইয়া থাকে, গুণ-বা-কর্মের যদি প্রত্যক্ষ না হইত, গুণ-ও-কর্ম এই পদদ্বয়বোধ্য অর্থদ্বয় যদি আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক বা বৈকল্পিক পদার্থ হইত, তাহা হইলে মনুষ্য জ্ঞানশূন্য জড়পদার্থ হইতে পৃথগ্ জাতীয় পদার্থরূপে বিবেচিত হইত না, তাহা হইলে নীলপীতাদি বর্ণের, মধুর-কষায়াদি রসের, ষড়্জগান্ধারাদি স্বরের, শীতোষ্ণাদি স্পর্শের, একত্বদ্বিত্বাদি সংখ্যার, অণু-মহদাদি পরিমাণের জ্ঞান আমাদের থাকিত না, উৎক্ষেপণাবক্ষেপণ-বা-স্থাবর-জঙ্গমের ব্যাবৃত্তিবোধ—ইতরেতর-ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হইত। অতএব গুণ-ও-কর্মের প্রত্যক্ষ হয়, সন্দেহ নাই। গুণ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও-কর্মের যখন প্রত্যক্ষ হয়, ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ না হইলে, যখন প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় না, তখন স্বীকার করিতে হইবে, গুণ-ও-কর্ম্মের সহিত সন্নিকর্ষ হইয়া থাকে। ভগবান্ কণাদ উদ্ধৃত সূত্রটি দ্বারা বুঝাইয়াছেন, রূপাদি গুণ-ও-উৎক্ষেপণাদি কর্মের যে জ্ঞান হইয়া থাকে, 'দ্রব্য' তাহার কারণ, গুণ-ও-কর্মের সন্নিকর্ষ দ্রব্যাধীন, সংযুক্ত-সমবায়-সন্নিকর্ষ দ্বারা উক্ত পদার্থদ্বয় গৃহীত হইয়া থাকে।[১]

যাহা ক্রিয়া-ও-গুণবৎ, যাহা সমবায়িকারণ (Intimate cause), পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, তাহা 'দ্রব্য'। ভগবান্ কণাদ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই পদার্থত্রয়ের যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে বলিতে পারি, গুণ ও কর্ম কদাচ দ্রব্যবিরহিত হইয়া অবস্থান করে না। সাধ্যধর্ম বা ক্রিয়া এবং বিশেষাধানহেতু-সিদ্ধধর্ম বা গুণ, প্রাণপ্রদ সিদ্ধধর্মকে আশ্রয়পূর্ব্বক বিদ্যমান থাকে। জগতে এরূপ দ্রব্য নাই, যাহা গুণ-বা-ক্রিয়াবিরহিত এবং এরূপ গুণ বা কর্মও নাই—থাকিতে পারে না, যাহা দ্রব্যের অনাশ্রিত। দ্রব্য প্রত্যক্ষ করিলে, সুতরাং তদাশ্রয়ী গুণ এবং কর্মেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ-ব্যপারে প্রথমে ইন্দ্রিয় দ্রব্যে সংযুক্ত হয়—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের সহিত দ্রব্যের সংযোগসম্বন্ধ হয়। গুণ, কর্ম ও দ্রব্যবৃত্তিজাতি (দ্রব্যনিষ্ঠ সামান্য), দ্রব্যে সমবায়-সম্বন্ধে সম্বন্ধ আছে, সুতরাং, দ্রব্যের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-সন্নিকর্ষ-হইবার পর, সংযুক্ত-সমবায়-সন্নিকর্ষদ্বারা গুণ-কর্ম-ও-দ্রব্যবৃত্তিজাতির গ্রহণ হইয়া থাকে। চক্ষুর সহিত সংযোগ-সন্নিকর্ষদ্বারা ঘটের এবং সংযুক্ত-সমবায়-সন্নিকর্ষদ্বারা ঘটসমবেত রূপের গ্রহণ হয়—(When a jar is perceived by the eye, there is [between the sense and the object] the proximity of conjunction. In the perception of the colour of the jar, there is the proximity of intimate

১ গুণেষু রূপাদিষু কর্ম্মসু চোৎক্ষেপনাদিষু যজ্জ্ঞানং নিষ্পদ্যতে তত্র দ্রব্যং কারণং যোগদ্রব্যনিষ্ঠমেব তদুভয়ং গৃহ্যত ইতি দ্রব্যযোগ্যতৈব তত্র তন্ত্রম্ সন্নিকর্ষশ্চ তেষাং দ্রব্যঘটিত এব ; সংযুক্তসমবায়েন তেষাং গ্রহণাৎ।

উপস্কার।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

union with that which is in conjunction, because the colour is intimately united with the jar, which is in conjunction with the sense of vision)। গুণ এবং ক্রিয়াতে যে জাতি (Generic property) আছে, সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়-সন্নিকর্ষদ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ১ শব্দ প্রত্যক্ষ-সমবায়-সন্নিকর্ষদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। শব্দ আকাশের গুণ—আকাশ সমবায় (Quality of আকাশ), শ্রোত্রেন্দ্রিয় আকাশস্বরূপ (The organ of hearing consists of আকাশ, which resides in the cavity of the ear)। আকাশ, দ্রব্য বা গুণী, এবং শব্দ গুণ। দ্রব্য বা গুণীর সহিত গুণের সমবায়-সম্বন্ধ (There is intimate union between a quality and that of which it is the quality)। আকাশস্বরূপ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সহিতও সুতরাং শব্দের সমবায়-সম্বন্ধ। অতএব শব্দের প্রত্যক্ষ, সমবায়সন্নিকর্ষদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ২

শব্দত্বের—শব্দবৃত্তিজাতির প্রত্যক্ষ, সমবেত-সমবায়-সন্নিকর্ষদ্বারা সিদ্ধ হয় (In the perception of the nature of sound [in a given sound of which we are cognizant] the proximity is that of intimate union with what is intimately

১ "রূপত্বসামান্যপ্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবেতসমবায়সন্নিকর্ষঃ চক্ষুঃসংযুক্তঘটে রূপং সমবেতং, তত্র রূপত্বস্য সমবায়াৎ।"—

তর্কসংগ্রহ।

২ "শ্রোত্রেণ শব্দসাক্ষাৎকারে সমবায়ঃ সন্নিকর্ষঃ কর্ণবিবরবৃত্ত্যাকাশস্য শ্রোত্রত্বাৎ শব্দস্যাকাশগুণত্বাৎ গুণ-গুণিনোশ্চ সমবায়াৎ।"—

তর্কসংগ্রহ।

"দিশঃ শ্রোত্রাৎ" ১৪শ পুরুষসূক্ত দ্রষ্টব্য।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন—"অস্য—প্রজাপতেঃ শ্রোত্রাদ্দিশ উৎপন্না ইতি।" অর্থাৎ পুরুষ বা প্রজাপতির শ্রোত্র হইতে—শ্রবণেন্দ্রিয়-শক্তি হইতে দিক্ (Space) উৎপন্ন হইয়াছে। এতদ্দ্বারা শ্রোত্রেন্দ্রিয় ও দিক্-বা-আকাশের সজাতীয়ত্ব সূচিত হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

united, because the nature of sound is inherent in sound which is intimately united with the organ of hearing)

বিশেষণতা (বিশেষণ-বিশেষ্যভাব—Relation between a distinctive quality and that which is so distinguished —সন্নিকর্ষদ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

"ঘটাভাববদ্ভূতলমিত্যত্র চক্ষুঃসংযুক্তে ভূতলে ঘটাভাবস্য বিশেষণত্বাৎ।"—

তর্কসংগ্রহ।

'ঘটাভাববৎ-(ঘটাভাববিশিষ্ট)-ভূতল,' এস্থলে ভূতলে যে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হইতেছে, তৎপ্রত্যক্ষের স্বরূপ চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, ঘটাভাব, চক্ষুঃসংযুক্ত ভূতলকে ঘটবিশিষ্ট ভূতল হইতে বিশেষিত করিতেছে (The non-existence of a jar distinguishes the ground which is in conjunction with the organ of vision), তা'ই আমরা ঘটাভাববদ্ভূতলকে তদ্রূপে প্রত্যক্ষ করিতেছি। অতএব বিশেষণতাই—বিশেষণ-বিশেষ্যভাবই, অভাবপ্রত্যক্ষজনক সন্নিকর্ষ—অভাব প্রত্যক্ষজনক সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধবিশেষণতাদ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

ন্যায়-মতে 'সমবায়' প্রত্যক্ষপ্রমাণসাধ্য। পূজ্যপাদ গঙ্গেশোপাধ্যায় বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়সম্বন্ধবিশেষণতাদ্বারা সমবায়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বৈশেষিক মতে ইহা অনুমেয়—অনুমানসাধ্য, প্রত্যক্ষসাধ্য নহে।

ন্যায়-বৈশেষিকোপদিষ্ট উক্ত ষড়্বিধ সন্নিকর্ষের তত্ত্বচিন্তা।

যাহা উৎপত্তি-বিনাশশীল, তাহা কার্য্য। যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, যে জ্ঞানের বিনাশ হইয়া থাকে, তাহা 'কার্য্য', সন্দেহ নাই। ন্যায়-বৈশেষিকমতে, সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত, কার্য্যমাত্রেই এই ত্রিবিধ কারণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। 'আত্মা' জ্ঞানের 'সমবায়িকারণ';

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

আত্মমনঃসংযোগ 'অসমবায়িকরণ,' বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ 'নিমিত্তকারণ'। 'ভাব' ও 'অভাব', ন্যায়-বৈশেষিকদর্শন পদার্থকে এই দুই প্রধানভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। 'ভাবপদার্থ' দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, ও সমবায় এই ষড়্‌বিধ। 'অভাব' অন্যোন্যাভাব-ও-সংসর্গাভাব-(প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব, ও অত্যন্তাভাব)-ভেদে দ্বিবিধ। যদ্দ্বারা কোন কিছু কৃত বা সিদ্ধ হয়, যাহা সাধকতম, তাহাকে করণ বলে। প্রমা-বা-সত্য-জ্ঞানের যাহা করণ, তাহার নাম 'প্রমাণ'। ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আপ্তোপদেশ এই চারিটী এবং বৈশেষিক মতে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি জ্ঞানকরণ—প্রমাণ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের

---

১ বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ন্যায়-ও-সাংখ্যদর্শনে 'প্রত্যক্ষের' যে লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা অবগত হইয়াছি, এক্ষণে অন্যান্য দর্শনকে প্রত্যক্ষের লক্ষণ কি, জিজ্ঞাসা করিয়া, যাহা বুঝিয়াছি এই স্থলে তাহার একটু আভাস দিব। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'পার্সেপশন' (Perception) শব্দদ্বারা যে পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, প্রত্যক্ষের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে কি না, পরে তাহা চিন্তিত হইবে।

মীমাংসাদর্শনে প্রত্যক্ষ লক্ষণ—সৎসংপ্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম তৎ প্রত্যক্ষম্ . . .।'

অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সম্বন্ধ হইল, যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা 'প্রত্যক্ষ' ('সতি ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধে যা পুরুষস্য বুদ্ধির্জায়তে, তৎ প্রত্যক্ষম্'—শবরস্বামিকৃত ভাষ্য)।

"ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়া চিত্তস্য বাহ্যবস্তূপরাগাৎ তদ্বিষয়া সামান্যবিশেষাত্মনোঽর্থস্য বিশেষাবধারণং প্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষম্।"—

পাতঞ্জলভাষ্য।

ভাবার্থ।

"মূষাসিক্তং যথা তাম্রং তন্নিভং জায়তে তথা।
রূপাদীন্ ব্যাপ্নুবচ্চিত্তং তন্নিভং দৃশ্যতে ধ্রুবম্॥"—

পঞ্চদশী।

অর্থাৎ অগ্নি সংযোগে দ্রবীভূত তাম্রাদি ধাতু মূষাসিক্ত (ছাঁচের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সন্নিকর্ষ হইতে যে জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ১ বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষের করণ।

হইলে, যেরূপ তদাকার ধারণ করে—মুষার আকারে আকারিত হয়, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যবস্তুর সহিত সংযুক্ত চিত্তও তদ্রূপ সংযুক্ত বস্তুর আকারে পরিণত হয়। অথবা—

"ব্যঞ্জকো বা যথালোকো ব্যঙ্গস্যাকারতামিয়াৎ।
সর্ব্বার্থব্যঞ্জকত্বাদ্ধীরর্থাকারা প্রদৃশ্যতে॥

সাধারণ বস্তুর প্রকাশকারী সূর্য্যাদির আলোক যখন যে বস্তুকে প্রকাশ করে, তখন যেরূপ তদ্বস্তুর আকার বিশিস্ট হয়, নতুবা বস্তুর প্রকাশ হয় না, তদ্রূপ সর্ব্ব-বস্তু প্রকাশক অন্তঃকরণ যখন যে বস্তুকে অধিকার করে, তখন তদাকারে পরিণত হয়, তদ্ভিন্ন তদ্বস্তুর জ্ঞান হয় না।

"All that we apprehend of the external world is brought to our consciousness by means of certain changes which are produced in our organs of sense by external impressions and transmitted to the brain by the nerves."—

Popular Lectures on Scientific Subjects, 1st Series by Helmholtz, P. 203.

পূজ্যপাদ ভগবান্ বেদব্যাস-কৃত, উদ্ধৃত প্রত্যক্ষ লক্ষণের তাৎপর্য্য হইতেছে, ইন্দ্রিয়প্রণালী দ্বারা চিত্তে বাহ্যবস্তুর উপরাগ (Impression) পতিত হইলে, চিত্তে সামান্য বিশেষাত্মা অর্থ-বা বিষয়ের যে বিশেষাবধারণা—বিশেষনির্দ্ধারণা 'বৃত্তি' হয়, তাহার নাম 'প্রত্যক্ষ'। ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-দ্বারা চিত্তের বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে, চিত্ত যে সম্বন্ধ বস্তুর আকারে পরিণত হয়, চিত্তের তাদৃশ পরিণামকে আমরা জ্ঞান (consciousness) বলি। শাস্ত্র ইহাকে 'বৃত্তি' এই নামেও অভিহিত করিয়াছেন। ('স এব পরিণামে বৃত্তিরিত্যুচ্যতে'—বেদান্ত পরিভাষা।)

'প্রত্যক্ষপ্রমায়াঃ করণং প্রত্যক্ষপ্রমাণম্। প্রত্যক্ষপ্রমা চাত্র চৈতন্যমেব যত্সা-ক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম ইতি শ্রুতেঃ। ... চৈতন্যস্যানাদিত্বেঽপি তদভিব্যঞ্জকান্তঃ-করণবৃত্তিরিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিনা জায়তে ইতি বৃত্তিবিশিষ্টং চৈতন্যমাদিমদিত্যুচ্যতে। ... তথা হি ত্রিবিধং চৈতন্যং বিষয়চৈতন্যং, প্রমাণচৈতন্যং, প্রমাতৃচৈতন্যম্। যথা তড়াগোদকং ছিদ্রান্নির্গত্য কুল্যাত্মনা কেদারান্ প্রবিশ্য তদ্বদেব চতুষ্কোণা-দ্যাকারং ভবতি তথা তৈজসমন্তঃকরণমপি চক্ষুরাদিদ্বারা ঘটাদিবিষয়দেশং গত্বা ঘটাদিবিষয়াকারেণ পরিণমতে।"—

বেদান্তপরিভাষা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ

(৪র্থ খণ্ড)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ
বা
সাধকোপহার।

উপক্রমণিকা বা উপোদ্‌ঘাত প্রকরণ
চতুর্থ খণ্ড
(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিষয় ও ইন্দ্রিয় এই উভয়ের সংযোগ না হইলে, কোনক্রমেই বস্তু-গ্রহ হইতে পারে না তাহা সত্য, কিন্তু বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের

অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রমার যাহা করণ, তাহা 'প্রত্যক্ষপ্রমাণ'। চৈতন্য বা জ্ঞানই 'প্রত্যক্ষপ্রমা'। চৈতন্য ত অনাদি; যাহা অনাদি তাহা অকার্য্য। কার্য্যেরই কর্তৃকরণাদি কারকের সহিত সম্বন্ধ, কিন্তু অকার্য্যের কর্তৃকরণাদি কারকের সহিত কি সম্বন্ধ? অনাদি চৈতন্যের আবার করণ কি হইবে? অতএব 'প্রত্যক্ষপ্রমার' যাহা করণ, তাহা 'প্রমাণ',—এতদবাক্যের অভিপ্রায় কি? বেদান্ত-পরিভাষা ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, চৈতন্য অনাদি হইলেও, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদি দ্বারা তদভি-ব্যঞ্জক অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিষয়চৈতন্য, প্রমাণচৈতন্য ও প্রমাতৃ-চৈতন্য-ভেদে চৈতন্য ত্রিবিধ। ঘটাদিবিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য = বিষয়চৈতন্য: অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য = প্রমাণচৈতন্য এবং অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য = প্রমাতৃ-চৈতন্য। জলাশয় হইতে ছিদ্রদ্বারা নির্গত, কুল্যারূপে প্রবাহিত জল কোন ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, ইহা যে প্রকার ক্ষেত্রের চতুষ্কোণাদি আকার ধারণ করে, ক্ষেত্রাকারে পরিণত হয়, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে তৈজস অন্তঃকরণও সেইরূপ ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ে নিপতিত হইয়া, উপরক্তবিষয়ের আকারে পরিণত হয়। অন্তঃ-করণের এইরূপ পরিণাম বা বৃত্তিকেই আমরা জ্ঞান বলিয়া থাকি। ইহারই নাম 'প্রত্যক্ষ'।

"প্রত্যক্ষং তু খলু তৎ যৎ স্বয়মিন্দ্রিয়ৈর্মনসা চোপলভ্যতে।"—

চরক সংহিতা।

'আত্মপ্রত্যক্ষ'-ও-'ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ'-ভেদে (Internal and sensuous perception) চরক সংহিতা প্রত্যক্ষকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বেদান্ত-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরিভাষা প্রত্যক্ষের সবিকল্পক নির্ব্বিকল্প, জ্ঞেয়গত—জ্ঞপ্তিগত, ইন্দ্রিয়জন্য, ইন্দ্রিয়াজন্য ইত্যাদি বিভাগ করিয়াছেন।

"ইন্দ্রিয়জন্যং তদজন্যশ্চেতি।"—

বেদান্ত পরিভাষা।

"সর্ব্বাণি চেন্দ্রিয়াণি স্ব স্ববিষয়সংযুক্তান্যেব প্রত্যক্ষজ্ঞানং জনয়ন্তি। তত্র ঘ্রাণ রসন ত্বগিন্দ্রিয়াণী স্ব স্ব স্থানস্থিতান্যেব গন্ধরসস্পর্শোপলম্ভান্ জনয়ন্তি। চক্ষুঃশ্রোত্রে তু স্বত এব বিষয়দেশং গত্বা স্ব স্ববিষয়ং গৃহ্নীতঃ।"—

বেদান্ত পরিভাষা।

অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ই স্ব-স্ব বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপাদন করে, বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ না হইলে, ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় না। বিষয় একদেশে, ইন্দ্রিয় অন্যদেশে, এরূপ স্থলে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইবে কিরূপে ? বিপ্রকৃষ্ট বস্তুদ্বয়ের সংযোগ প্রধানতঃ দ্বিবিধ উপায়ে হইতে পারে। সংযোগিবস্তুদ্বয়ের একতর যদি অন্যতরের সমীপে, অথবা যদি উভয়ই, পরস্পর সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত অন্যোন্যাভিমুখে গমন করে, তাহা হইলে উভয়ের সংযোগ বা মিলন হইয়া থাকে। অতএব পরস্পর-ভিন্নদেশস্থিত বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ-ব্যাপার, স্বীকার করিতে হইবে, বিষয় ও ইন্দ্রিয় এতদুভয়ের অন্যতরকর্ম্মজ বা উভয়কর্ম্মজ। বেদান্তপরিভাষা-প্রণেতা, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বুঝাইয়াছেন—ঘ্রাণ, রস-ও-ত্বগিন্দ্রিয় স্ব-স্ব স্থানে অবস্থিত থাকিয়া, এবং চক্ষুঃ ও শ্রোত্র বিষয়দেশে গমনপূর্ব্বক, স্ব-স্ব বিষয় গ্রহণ করে।

ন্যায় বৈশেষিক-ও-সাংখ্য-পাতঞ্জল এসম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, পাঠকদিগকে আমরা পরে তাহা জানাইব।

বিজ্ঞানবাদীরা (Idealists) বলেন, মনই বস্তুতঃ সৎ (Mind is the only real existence), বাহ্যপদার্থ বস্তুতঃ সৎ নহে।

"নান্যোঽনুভাব্যো বুদ্ধ্যাস্তি তস্যা নানুভবোঽপরঃ।
গ্রাহ্যগ্রাহকবৈধুর্য্যাৎ স্বয়ং সৈব প্রকাশতে॥"—

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন।

অর্থাৎ, বুদ্ধি দ্বারা অন্য অনুভাব্য পদার্থ নাই, বুদ্ধিরও অন্য অনুভব হয় না। গ্রাহ্য (Percept) ও গ্রাহক (Percipient) এতদুভয়ের মধ্যে সুতরাং বাস্তব পার্থক্য নাই। অতএব বুদ্ধি স্বয়ংই (অনন্যসহায়া হইয়া) স্বাত্মরূপ প্রকাশ করে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য। ভগবান্ কণাদের চরণপ্রসাদে অবগত

(There being no distinction between percept and percipient, intellect shines forth of itself alone):

"গ্রাহ্যগ্রাহকয়োরভেদশ্চানুমাতব্যঃ। যদ্বেদ্যতে যেন বেদনেন তত্ততো ন ভিদ্যতে। যথা জ্ঞানেনাত্মা। বেদ্যন্তে চৈতশ্চ নীলাদয়ঃ। . . . যশ্চায়ং গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তীনাং পৃথগবভাসঃ স একস্মিংশ্চন্দ্রমসি দ্বিত্বাবভাস ইব ভ্রমঃ। অত্রাপ্যনাদিরবিচ্ছিন্নপ্রবাহভেদবাসনৈব নিমিত্তম্।"—

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন।

অর্থাৎ, গ্রাহ্য ও গ্রাহক স্বরূপতঃ অভিন্ন পদার্থ। যে বেদন-(cognition)-দ্বারা যাহা জ্ঞাত হয়, তাহা হইতে তাহা পৃথক্ নহে। জ্ঞান—জ্ঞানময় আত্মা হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। নীলপীতাদি ক্ষণিক বাহ্যবস্তু সকলও এইক্রমে যে বেদন-দ্বারা বিদিত হয়, তাহা হইতে ভিন্ন পদার্থ হইতে পারে না। জিজ্ঞাস্য হইবে. গ্রাহ্য ও গ্রাহক এতদুভয়ের মধ্যে যদি বাস্তবভেদ না থাকে, তাহা হইলে, ইহাদের পৃথগবভাস হয় কেন? বিজ্ঞানবাদী এতদুত্তরে বলিয়াছেন, গ্রাহ্য-গ্রাহকের পৃথগ-বভাস, এক চন্দ্রে দ্বিত্বাবভাসের ন্যায় ভ্রম-বিজৃম্ভণ (Illusion)। অবিচ্ছিন্নপ্রবাহ, অনাদি, ভেদ-বাসনা—ভেদসংস্কারই এইরূপ ভ্রমজ্ঞানের কারণ।

"নচৈবং—ব্রহ্মণো বিজ্ঞানাত্মকস্য নীলাদ্যাত্মকত্বান্নীলাদ্যাকারং বিজ্ঞানম্। ইতরথা অদ্বৈতাসিদ্ধেঃ ইত্যেবং বেদান্তমতপ্রবেশঃ ইতি বাচ্যম্। ন ব্রহ্মবাদিনো নীলাদ্যাকারাং বিত্তিমাত্রমভ্যুপগচ্ছন্তি কিন্তু বক্ষ্যমাণানির্ব্বচনীয়নীলাদিবিষয়াম্। ত্বয়ং তু বিজ্ঞানস্যান্তরং নীলাদিরূপমাচক্ষহে ইতি বিশেষাৎ।"—

অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি।

তাহা হইলে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের সহিত ব্রহ্মবাদী বৈদান্তিকদিগের একমত হইতেছে, কেহ যেন এরূপ ভ্রমে পতিত না হয়েন। উভয়ের মধ্যে মতভেদ আছে। ব্রহ্মবাদীরা বিজ্ঞানবাদি-বৌদ্ধদিগের ন্যায় কেবল জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাহারা সবিষয় জ্ঞান অঙ্গীকার করেন, বাহ্যার্থের অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করেন না। উভয়ের মধ্যে এই বিশেষ আছে। পূজ্যপাদ বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলিয়াছেন, স্বপ্ন-ধ্যানাদিতে আন্তরজ্ঞান বাহ্য ঘটাদি আকারে পরিণত হয়, এই অংশে বৌদ্ধদিগের সহিত আমাদের ঐকমত্য থাকিলেও, বৌদ্ধমতের সহিত আমাদের সর্ব্বাংশে সাম্য নাই। আমরা বাহ্যার্থ স্বীকার করি।

"স্বপ্নধ্যানাদৌ ঘটাদ্যাকারতয়া চিত্তবৃত্তেরনুভূয়মানত্বাৎ বাহ্যোঽপি জ্ঞানাকারঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়াছি, অন্যতরকর্ম্মজ, উভয়কর্ম্মজ, ও সংযোগজ-ভেদে 'সংযোগ'

সিধ্যতি। অত্রাংশে বৌদ্ধানামস্মাকং চৈকবাক্যত্বেঽপি ন সাম্যম্। অস্মাভির্বাহ্যার্থস্যাপি স্বীকারাদিতি।"—

যোগসূত্র-বার্ত্তিক।

মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক-ও-বৈভাষিকভেদে বৌদ্ধমত প্রধানতঃ চতুর্বিধঃ। মাধ্যমিকেরা সর্বশূন্যত্ববাদী (Nihilists), যোগাচারেরা বাহ্যশূন্যত্ববাদী —ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী (Subjective Idealists), সৌত্রান্তিকেরা বাহ্যার্থানুমেয়ত্ববাদী (Representationists); ইহাদের মতে পুষ্টিদ্বারা যেরূপ ভোজনের, ভাষাদ্বারা যেরূপ দেশের কিংবা সংভ্রমদ্বারা যেরূপ স্নেহের অনুমান হয়, তদ্রূপ জ্ঞানাকারদ্বারা জ্ঞেয় অনুমিত হইয়া থাকে, বাহ্যার্থ অনুমানসাধ্য। বৈভাষিকেরা বাহ্যার্থ-প্রত্যক্ষত্ববাদী (Presentationists), ইহাঁদের মতে গ্রাহ্য-ও-অধ্যবসেয়ভেদে দ্বিবিধ বাহ্যার্থ। প্রাত্যক্ষিক বস্তুই ইহাদের মতে সত্য, আনুমানিক অসত্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদেরও (Idealism) এইরূপ রূপভেদ দৃষ্ট হয়। বার্কেলে (Berkeley), ফিক্‌টে (Fichte), শেলিং (Schelling), হিগেল (Hegel) ও কাণ্ট (Kant), নিবিষ্টচিত্তে ইহাঁদের মত অধ্যয়ন করিলেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদের উৎপত্তি-স্থিতি-বিপরিণামাদি বিকারের স্বরূপোপলব্ধি হইয়া থাকে। পণ্ডিত বার্কেলে বলিয়াছেন—

"The ideas imprinted on the senses by the Author of nature are called *real things*;—and those excited in the Imagination being less regular, vivid and constant are more properly termed *Ideas* or *images of things*, which they copy and represent. The ideas of Sense are *allowed* to have more reality in them, that is, to be more strong, orderly, and coherent, than the creatures of the mind; but this is no argument that they exist without the mind"—

Selections from Berkeley by Fraser, P. 49.

"Berkeley was the founder of a doctrine of universal immaterialism (Idealism or Phenomenalism). He not only (after the example of Augustine and Locke himself) regarded the supposition that a material world really exists as not strictly demonstrable, but as false."—

History of Philosophy by Ueberweg, Vol. II. P. 88.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ত্রিবিধ। ১ অতএব জানিতে হইবে, বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ অন্য-

Berkeley বলিয়াছেন—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা উপলব্ধ হয়, যদি তাহাকে বাহ্যার্থ (Matter) বল, তবে, আমি তাদৃশ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গম্য গুণসমূহের অতিরিক্ত, গুণাশ্রয়ী অজ্ঞেয় দ্রব্য-বা-সত্ত্বের অস্তিত্ব আমি স্বীকার করি না।

"If by matter you understand that which is seen, felt, tasted and touched, then I say matter exists : I am as firm a believer in its existence as any one can be, and herein I agree with the vulgar. If on the contrary, you understand by matter that occult Substratism which is not seen, not tasted and not touched—that of which the senses, do not, cannot inform you —then I say I believe not in the existence of matter, and herein I differ from the philosophers and agree with the vulgar."—

History of Philosophy by Lewes, Vol. II. P. *283-284*.

ফিক্‌টের বিজ্ঞানবাদ 'Subjective' (বিষয়ি-বিজ্ঞানবাদ)। শেলিং-এর (Schelling) বিজ্ঞানবাদ 'Objective' (বিষয়-বিজ্ঞানবাদ)। হিগেলের বিজ্ঞানবাদ 'Absolute Idealism'।

"Fichte's Subjective idealism formed the point of departure from Schelling's prevailingly objective idealism, and the latter served a similar purpose for Hegel's absolute idealism. Others (among whom Schleirmacher may be numbered) sought to effect the harmonious union of the idealistic and realistic elements in a doctrine of Ideal-Realism."—

History of Philosophy by Ueberweg, Vol. II. P. *136*.

যথাস্থানে বিজ্ঞানবাদের বিস্তারপূর্ব্বক সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল; যতদূর চিন্তা করা হইল, তাহাতে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে পরস্পরবিরুদ্ধ মত সকলের অবিশ্রাম অন্যোন্যাভিভব চেষ্টানিবন্ধন সকল পদার্থেরই প্রকৃত অর্থপরিগ্রহ দুরূহ হইয়াছে।

"প্রত্যক্ষং লৌকিকালৌকিকভেদেন দ্বিবিধম্। তত্র লৌকিকপ্রত্যক্ষে ষোঢ়া সন্নিকর্ষা বর্ণিতাঃ।"—

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তরকর্মজ, কি উভয়কর্মজ, কি সংযোগজ। যে সংযোগে সংযোগি-বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটী নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন (Passive) এবং অপরটী সক্রিয় (Active), যে সংযোগে একটী বস্তু প্রসর্পিত হইয়া, নিষ্ক্রিয় বস্ত্বন্তরের সহিত সংযুক্ত হয়, তাদৃশ সংযোগ 'অন্যতরকর্মজ'। স্থির মহীধরের সহিত সক্রিয় পক্ষীর সংযোগ, অন্যতরকর্ম্মজ সংযোগের দৃষ্টান্ত। যে সংযোগ, সংযোগি-বস্তুদ্বয়ের উভয়ের ক্রিয়াজন্য, যে সংযোগে সংযোগিবস্তুদ্বয়ের উভয়ই সক্রিয়, তৎসংযোগ উভয়কর্মজ। অন্যোন্যবিজিগীষু মল্লদ্বয়ের, অথবা পরস্পর-সংযুযুক্ষু লৌহ-চুম্বকের যে সংযোগ, তাহা উভয়কর্মজ সংযোগের দৃষ্টান্ত। সংযোগ হইতে যে সংযোগ সিদ্ধ হয়, তাহা সংযোগজ-সংযোগ। অঙ্গুলি-তরু-সংযোগ হইতে হস্ত-তরু-সংযোগ, সংযোগজ-সংযোগ। চিন্তাশীল পাশ্চাত্য পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, অন্যতরকর্মজ-ও-উভয়কর্মজ এই দ্বিবিধ সংযোগ-ভেদানুসারে, গুণকে (Attributes) তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যেরূপ গুণের প্রত্যক্ষে বিষয় সক্রিয় (Active), বিষয়ী নিষ্ক্রিয় (Passive), যেরূপ গুণের প্রত্যক্ষে বিষয়ের ক্রিয়াশীলত্ববশতঃ ইন্দ্রিয়ার্থ-সংযোগ হইয়া থাকে, তাহা গৌণ (Secondary) গুণ। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের

অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ লৌকিক-ও-অলৌকিক-ভেদে দ্বিবিধ। লৌকিক প্রত্যক্ষের ষড়্‌বিধ সন্নিকর্ষের কথা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

১ "অন্যতরকর্ম্মজ উভয়কর্ম্মজঃ সংযোগশ্চ সংযোগঃ।"—

বৈশেষিকদর্শন ৭।২।৯।

"অপ্রাপ্তযোস্তু যা প্রাপ্তিঃ সৈব সংযোগ ঈরিতঃ।
কীর্ত্তিতস্ত্রিবিধস্ত্বেষ আদ্যোঽন্যতরকর্মজঃ॥
তথোভয়ক্রিয়াজন্যো ভবেৎ সংযোগজোঽপরঃ।
আদিমঃ শ্যেনশৈলাদিসংযোগঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
মেষয়োঃ সন্নিপাতো যঃ স দ্বিতীয় উদাহৃতঃ।
কপালতরুসংযোগাৎ সংযোগস্তরুকুড্যয়োঃ॥
তৃতীয়ঃ স্যাৎ।"—

ভাষাপরিচ্ছেদ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitized by eGangotri

মতানুসারে তাহা ডিনামিক্যাল্ (Dynamical)। পণ্ডিত হার্ব্বাট স্পেন্সার, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ এই গুণত্রয়কে ডিনামিক্যাল (Dynamical) গুণের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঘাত-প্রতীঘাতজনিত শব্দ, উৎপত্তিস্থান হইতে, বীচিতরঙ্গন্যায়ে প্রবাহিত হইয়া আমাদের শ্রোত্রেন্দ্রিয়কে স্পর্শ করে, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়। বস্তু সকল যখন সন্তপ্ত হয়, তখন তাহারা তাপ বিকীরণ করে; সন্তপ্তদ্রব্য-বিকীর্ণ 'তাপ' আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়; গন্ধও গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্য হইতে আগমনপূর্ব্বক আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়; অতএব দেখা যাইতেছে, শব্দ-স্পর্শাদিগুণের প্রত্যক্ষে—গ্রাহ্যাত্মক বিষয়ই (Object) ক্রিয়াশীল (Active), বিষয়ের ক্রিয়াশীলত্বনিবন্ধনই শব্দস্পর্শাদির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। পণ্ডিত হার্ব্বাট স্পেন্সার এইজন্য শব্দ-স্পর্শাদির সংযোগকে অন্যতরকর্ম্মজ এবং শব্দ-স্পর্শাদিকে ডিনামিক্যাল্ (Dynamical) 'গুণ' বলিয়াছেন। যে গুণের প্রত্যক্ষ, বিষয় ও বিষয়ী (Object ও Subject) এই উভয়ের ক্রিয়া-দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, যে গুণের প্রত্যক্ষে বিষয় ও বিষয়ী এই উভয়ই সক্রিয়, যে গুণের প্রত্যক্ষে বিষয়ী (Subject) মুষ্টিগ্রাহ (Grasping), তাড়ন (Thrusting), আকর্ষণ (Pulling) বা অন্য কোনপ্রকার যান্ত্রিক ক্রিয়া দ্বারা সাক্ষাৎভাবে বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, যে গুণের প্রত্যক্ষে বিষয় ও প্রতিক্রিয়া-দ্বারা বিষয়ীকে সমবেগে প্রতীঘাত করে, তাদৃশ গুণসংযোগ, 'উভয়কর্ম্মজ' (Secundo-primary), তাহা (পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে) ষ্ট্যাটিকো-ডিনামিক্যাল (Statico-dynamical)। যাদৃশ গুণের প্রত্যক্ষে বিষয়ীই কেবল ক্রিয়াশীল (Active), যাদৃশগুণপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা গৃহীত হয়, যদি তাহা বিষয়ের কোনরূপ ক্রিয়া-বা-প্রতিক্রিয়া-ধর্ম্মক না হয়, যাদৃশ গুণ প্রত্যক্ষে বিষয়ের সংস্থান-আকৃতি-বা-স্থিতি-দ্যোতক ক্রিয়া-বা-প্রতিক্রিয়া বিষয়ীর কোন কিছু নিরূপণের সহায়তা-মাত্র করে, তাদৃশ 'গুণ' সাধারণতঃ প্রাইমারী (Primary) নামে পরিচিত। পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, আমি তাহাকে ষ্ট্যাটিক্যাল্ (Statical) নামে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অভিহিত করিয়াছি। ১

যে ত্রিবিধ গুণের কথা বলা হইল, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, তাহারা প্রায়শঃ একীভূত (সংপিণ্ডিত)-ভাবে উপলব্ধ হইয়া থাকে। অবকাশাত্মক ধর্ম বা গুণ (Space-attributes) শুদ্ধসংস্থান—প্রতিষ্টম্ভ (Resistance) বা অন্যপ্রকার শক্তিধর্ম্ম (other force-attributes) দ্বারা জ্ঞেয়। স্পর্শ-বেদ্য (Tangible)-গুণ সাধারণতঃ আকৃতি সংস্থান-ও-স্থিতি-সহযোগে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, এবং অস্পার্শন (Non-tangible)-গুণ সকল (যথা বর্ণ— colour), সংঘাতবৎ দ্রব্যপৃষ্ঠ-সংলগ্ন হইয়া অবস্থান করে, সুতরাং উহাদিগকে দ্বিমাত্রবিস্তৃতি হইতে

১ "The relation established between object and subject in the act of perception, is threefold. It assumes three distinct aspects, according as there is some kind of activity on the part of the object, on the part of the subject or on the part of both. If while the subject is passive, the object is working an effect upon it—as by radiating heat, giving off odour, or propagating sound: there results in the subject a perception of what is usually termed a secondary property of body, but what may be better termed a 'dynamical property. If the subject is directly acting upon the object by grasping, thrusting, pulling, or any other mechanical process, while the object is reacting, as it must, to an equivalent extent; the subject perceives those variously modified kinds of resistance which have been classed as the secundo-primary properties, but which I prefer to class as statico 'dynamical. And if the subject alone is active—if that which occupies consciousness is not any action or reaction of the object, but something discerned *through* its actions or re-actions—as size, form, or position; then the property perceived is of the kind commonly known as primary, but here named statical."—

Principles of Psychology, Vol. II. P. 136-137.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পৃথগ্ রূপে (Apart from extension of two dimensions) অনুভব করিতে পারা যায় না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত Helmholtz বলিয়াছেন, বর্ণব্যূহ (System of colours) ত্রিমাত্রার সমাহার, কারণ পণ্ডিত টমাস্ ইয়ং (Thomas Young) ও ক্লার্ক ম্যাক্স্ওয়েল্ (Clerk Maxwell) গবেষণা-দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, প্রত্যেকবর্ণই নির্দ্দিষ্টমাত্রায় গৃহীত তিনটি মূলবর্ণের মিশ্রণ।১

একটি দ্রব্য হস্তে ধারণপূর্বক নিরীক্ষণ করিলে, ডিনামিক্যাল্ বা সেকেণ্ডারী (Dynamical or Secondary), ষ্ট্যাটিকো-ডিনামিক্যাল্ বা সেকেণ্ডো-প্রাইমারী (Statico-dynamical or Secundo-primary) এবং ষ্টাটিক্যাল্ বা প্রাইমারী (Statical or primary) এই ত্রিবিধগুণ পরিপাটিই যুগপৎ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয়। দ্রব্যটি হস্তে ধারণ করিবামাত্র কোন কিছু প্রতিষ্টম্ভ করিতেছে—বাধা দিতেছে, এইরূপ অনুভব হয়; উহা বন্ধুর (বিষম—Rough), কি মসৃণ (সম—smooth), স্থিতিস্থাপক কি অস্থিতিস্থাপক, তাহা বুঝিতে পারা যায়; উহা যে দৃশ্য-ও-স্পৃশ্য এই দ্বিবিধবিস্তৃতিবিশিষ্ট, উহা যে আকার-ও-সংস্থানবান্, তাহা উপলব্ধি হয়; উহার অঙ্গ হইতে কিয়ৎপরিমাণ আলোক প্রতিক্ষিপ্ত হইতেছে প্রত্যক্ষ হয়, এবং অপর পরীক্ষা করিলে, উহা যে গন্ধ ও স্বাদবিশেষযুক্ত, তাহাও বুদ্ধিগোচর হয়।২

---

১ "The system of colours is an aggregate of three dimensions, inasmuch as each colour, according to the investigations of Thomas Young and of Clerk Maxwell, may be represented as a mixture of three primary colours taken in definite quantities"—

Popular Lectures on Scientific Subjects, 2nd Series, P. 46.

২ "The three classes of attributes thus brifiey defined, which will hereafter be successively considered at length, are usually presented to consciousness together. The space-attributes are knowable only through the medium of resistance and the other force-attributes. Tangible properties are generally perceived in connexion with form, size and position. And

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, বুঝিতে পারা গেল, আকৃতি, সংস্থান-বা-স্থিত্যাত্মক, গ্রাহক-বা-বিষয়িকর্ম্মানুভাব্য গুণকে ষ্টাটিক্যাল্ (Statical), প্রতিষ্টম্ভ-বা-সংস্থ্যানধর্ম্মক, গ্রাহক ও গ্রাহ্য এতদুভয়কর্ম্মানুভাব্য গুণকে ষ্টাটিকো-ডিনামিক্যাল্ (Statico-dynamical) এবং প্রবৃত্ত্যাত্মক, গ্রাহ্যকর্ম্মানুভাব্য শব্দাদিগুণসমূহকে 'ডিনামিক্যাল্' (Dynamical) এই অভিধানে অভিহিত করিয়াছেন। ১ পণ্ডিত

---

of the non-tangible ones, colour is mostly associated with the surfaces of solids, and cannot be conceived apart from extension of two dimensions. An object held in the hands and regarded by the eyes, presents to consciousness all three orders of attributes at once. It is known as something resisting, rough or smooth, elastic or unelastic; as something having both visible and tangible extension, form and size; as something whose parts reflect certain amounts and qualities of light; and on further examination, as something specifically scented and flavoured."—

Principles of Psychology, Vol. II. P. 137.

১ পণ্ডিত হ্যামিলটন্ (Hamilton) বলিয়াছেন, প্রাইমারী (Primary) মৌল বা আদ্য (পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে ষ্ট্যাটিকাল্—Statical) গুণসমূহদ্বারা বাহ্যদ্রব্য (Body) দ্রব্যরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, দ্রব্যের দ্রব্যত্বই 'প্রাইমারী'—মৌলগুণ। অন্যান্যগুণদ্বারা দ্রব্যের ইত্থম্ভূতত্ব (Suchness) নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। ("The primary qualities are attributes of body as body, whereas the others are of this and that body, properly *qualities, suchness.*) সেকেণ্ডো-প্রাইমারী গুণসমূহ পৃথগ্ভূত বা উপেক্ষিত হইলেও বাহ্যদ্রব্যের ভাবনা অব্যাহত থাকে।

"The secundo-primary qualities, dependent on the apprehension of the fact and mode or degree of resistance are contingent or accidental. They may be dispensed with, and yet the conceptions of body remain."—

Hamilton by J Veitch. L.L.D, P. 143-144.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizaqtion by eGangotri

হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে শব্দাদি উপসর্জ্জন বা গৌণ (Secondary) গুণসমূহ আপাতিক—নৈমিত্তিক (Contingent—incidental), ইহারা দ্রব্য-নিষ্ঠ স্থিরগুণ নহে।

প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত লক্ (Locke) 'গুণকে' (Qualities) প্রাইমারী (Primary), অরিজিন্যাল (Original) or এসেন্সিয়াল (Essential) এবং সেকেণ্ডারী (Secondary), এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। "These qualities and powers, he finds, are of two sorts. A few inseparable from our complex idea of material substance, are referred by us to the material substances themselves,—the existence of which he assumes. These are practically identical in our perceptions or ideas with what they are in the real substance—whatever 'reality' may here mean for this idea, as rlready remarked, he does not analyse. On the other hand, most, and those the most interesting, of the qualities and powers which enter into our complex ideas of sensible things may, he finds, be changed without loss of material substance. They are not (as ideas or intelligible phenomena) attributed to the material substance itself, but are found on consideration to be subjective or individual sensations of persons who are conscious of them. o o o Locke calls the former class primary. original or essential qualities of matter . the others, in their boundless variety, its secondary, derived or relative qualities. The primary, which involve mathematical relations, and are therefore quantities rather than qualities, are, he, reports, inseparable from matter, as matter, and they are in nature as they appear in our perceptions, being at once ideas and qualities.

Locke by A. C. Campbell Fraser, P. 19 -200.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শব্দাদি প্রবৃত্ত্যাত্মক (DYNAMICAL) গুণসমূহকে পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার আপাতিক গুণ (CONTINGENT) বলিয়াছেন কেন?

শব্দ ঘাত-প্রতীঘাতজনিত, শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বায়ুপ্রবাহিত ক্রিয়া-বা-বীচিতরঙ্গ (Wave motion)। জল রাশিতে লোষ্ট নিক্ষেপ করিলে, যে তরঙ্গ উপস্থিত হয়, নোদন-বা-অভিঘাতপ্রাপ্ত সর্বতো-গামি বায়ুতে তদ্রূপ তরঙ্গ জন্মিয়া থাকে, এই তরঙ্গ বা ঊর্ম্মি, উত্তরোত্তর বায়বীয় অণুরাশিতে সংক্রামিত হইতে হইতে, যখন যে বায়বীয় অণুস্তরের সহিত শ্রোতার শ্রোত্রেন্দ্রিয় সংলগ্ন আছে, তথায় সমুপস্থিত হয়, তখন তাহা শ্রোত্রেন্দ্রিয়কে আঘাত করে। শ্রবণেন্দ্রিয় আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া কম্পনবিশিষ্ট হয়, বায়ুরাশিতে যে প্রকার তরঙ্গ হইয়াছিল, আঘাতপ্রাপ্ত শ্রাবণস্নায়ুসমূহেও (Auditory nerves সেইপ্রকার তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া থাকে। শ্রবণস্নায়ুসমূহ দিয়া প্রবহমান ঐ তরঙ্গ যখন মস্তিষ্ক বা মনের স্থানে উপনীত ও মন দ্বারা গৃহীত হয়, তখনই আমাদের শব্দজ্ঞান হইয়া থাকে। ১ অতএব শব্দ যে

---

১ "The most familiar ones are obviously manifestations of certain forms of force of sound, we know that it becomes sensible to us through vibrations of the *membrana tympani*, and that these vibrations are caused by waves in the air. We know too that the body whence these proceed must be thrown into a vibratory state by some mechanical force; that it thereupon propagates undulations through surrounding matter; and that in this purely dynamical action consists the production of sound."—

Principles of Psychology, Vol. II. P. 138.

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টিন্ড্যাল্ বলিয়াছেন,—

From the earliest ages the questions, 'What is light?' and 'What is heat?' have occurred to minds of men, but these questions never would have been answered had they not been

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আপাতিক ধর্ম্ম, ইহাযে দ্রব্য-নিষ্ঠ স্থির গুণ নহে, ইহা যে উৎপাদ্য—ক্রিয়াজ (May be generated mechanically), তাহা সুখবোধ্য হইল। তাপও (Heat) এইরূপ উৎপাদ্য পদার্থ। যে হস্ত এক্ষণে শীতস্পর্শ বলিয়া বোধ হইতেছে, সংঘর্ষণদ্বারা তাহা উষ্ণস্পর্শ হইতে পারে। সম্পীরণ (Compression) বা-ঘর্ষণ Friction) দ্বারা তাপোৎপাদন করিতে পারা যায় এবং তাপ স্বয়ং ও যান্ত্রিক-বল প্রসবে সমর্থ। বর্ণও(colour) বস্তু-নিষ্ঠ স্থির গুণ নহে, ইহাও উৎপাদ্য—আধেয়।

আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতবৃন্দের সিদ্ধান্ত, বস্তু সকল স্বয়ং বর্ণহীন (The objects are themselves devoid of colour), যখন ইহারা শুভ্রালোকে স্থাপিত হয়, তখন ইহারা এক বা ততোঽধিক বর্ণের কিরণ পরিশোষণ ও অবশিষ্ট বর্ণের কিরণ প্রতিক্ষেপণ করিয়া থাকে। যে বর্ণের কিরণ যে বস্তুকর্ত্তৃক প্রতিক্ষিপ্ত হয়, উহা তদ্বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়। যে বস্তু লোহিতবর্ণালোককে প্রতিক্ষেপণ ও অন্যান্য বর্ণালোক পরিশোষণ করে, তাহা পীতবর্ণাভ বলিয়া বোধ হয়। হরিৎ-বর্ণবিশিষ্ট বস্তুসমূহ (Green objects) লোহিতবর্ণালোক পরিশোষণ এবং পীত ও নীল বর্ণালোক প্রতিক্ষেপণ করে। পরিশোষিত কিরণকে প্রতিক্ষিপ্ত কিরণের অনুপূরক (Complementary) বলা হয়। শুভ্রালোক বিশ্লিষ্ট হইলে অন্যান্য বর্ণের বিকাশ হইয়া থাকে, সুতরাং কোন বস্তুর প্রতিক্ষিপ্ত-বা-প্রতিফলিত কিরণে তাহার পরিশোষিত-বা-অনুপূরক কিরণ সংযোগ করিলে যে শুভ্রালোকই উদ্ভূত হইবে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। ১

---

preceded by the question, 'What is sound?' o o o Sound we know to be due to vibratory motion. A vibrating tuning fork, for example, moulds the air around it into undulations or waves, which speed away on all sides with a certain measured velocity, impinge upon the drum of the ear, shake the auditory nerve, and awake in the brain the sensation of sound.'

Fragments of Science, Vol I. P. 74-75.

১ রাসায়নিক পণ্ডিত মিলার (Miller) বলিয়াছেন ;—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'অবজেক্ট্‌স (Objects)—বস্তু সকল স্বয়ং বর্ণহীন' একবাক্যে ব্যবহৃত 'অবজেক্ট্‌স' শব্দটি কোন্‌ পদার্থের বাচক? 'বস্তু' বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, 'অবজেক্ট্‌' শব্দটি যে সেই ব্যাপকার্থে এস্থলে ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা নিশ্চিত; যাহা বাস করে—অবস্থান করে, তাহা 'বস্তু'। ১ 'অবজেক্ট্‌ (object) কথাটি এস্থানে যাহা বাস করে—অবস্থান করে, নিশ্চয়ই এই ব্যাপক অর্থের বাচক নহে। যতদূর বুঝিতে পারা যাইতেছে, তাহাতে বলিতে পারি, অব্‌জেক্‌ট' শব্দটি এস্থলে তামস-বা-তমোগুণ প্রধান বস্তুজাতের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। পৃথিবী তমোগুণবহুলা, পৃথিবীর তুলনায় অল্পতর তামস হইলেও জলও তমোগুণপ্রধান, সন্দেহ নাই। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ, বোধ হয়, 'অবজেক্‌ট্‌' (object) বলিতে (তাঁহাদের নিজ বচন হইতে স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন না হইলেও) পার্থিব পদার্থজাতকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টেট্‌ (Tait) তাঁহার 'Lectures on some Recent Advances in Physical Science' নামক গ্রন্থে বুঝাইয়াছেন, যখন আমরা বলি, 'দ্রব্যের—ম্যাটারের (Matter) বাহ্যবিষয়ক—বাহ্যবিষয়াশ্রিত (objective) অস্তিত্ব আছে' (Matter has objecective existence), তখন আমরা উহার একমাত্র অস্তিত্বপ্রমাণ,

---

The objects are themselves devoid of colour. but when placed in white light they absorb the rays of one or more colours, and reflect the rest : the object, therefore. appears to be of the colour that would be produced by the ray or mixture of rays which it reflects ; green objects, for example, absorb the red rays and reflect the yellow and blue. The rays thus absorbed are said to be complementary to those that are reflected ; a complementary colour being always that tint which when added to the primary colour upon the eye would constitute white light."—

Miller's Chemical Physics, P. 157.

১ 'বস' ধাতুর উত্তর 'তুন' প্রত্যয় করিয়া 'বস্তু' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও মাস্তিষ্ক-ক্রিয়া নিরপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া থাকি। তাপ (Heat), আলোক (Light), শব্দ (Sound), তাড়িৎ প্রবাহ (Electric currents) ইত্যাদি, ইহারা দ্রব্যাকার (Forms of matter) না হইলেও, যখন 'শক্ত্যাত্মক,' তখন ইহাদিগকে 'দ্রব্যবৎ' সৎপদার্থ রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ১

---

১ "When we say that matter has objective existence, we mean that it is something which exists altogether independently of the senses and brain-processes by which alone we are informed of its presence, o o o Heat, therefore, as well as Light, Sound, Electric currents &c., though not forms of matter must be looked upon as being as real as matter, simply because they have been found to be forms of energy."—

P. 346-347.

বিজ্ঞানবাদীদিগের 'বাহ্যার্থ বস্তুতঃ সৎ নহে' এই হুঙ্কারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সকলেই সন্ত্রস্ত। পণ্ডিত টেট্‌কে, বিজ্ঞানবাদিগণের 'বাহ্যার্থ নাই', 'সকলই বিজ্ঞান (Ideas)' এই ভয়সূচক-ঘণ্টানাদ-শ্রবণে উদ্বিগ্ন হইয়াই, উদ্ধৃত তর্কবর্মদ্বারা স্বমত আচ্ছাদন করিতে হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতদ্দ্বারা তিনি নিরাপদ্ হইতে পারেন নাই, বিজ্ঞানবাদিগণের সুতীক্ষ্ণ যুক্তিশর তাঁহার তর্ক-বর্ম ভেদ্ করিয়াছে, বৈজ্ঞানিক-শূর টেট্‌কে পরিশেষে প্রতিজ্ঞাহানিযুক্ত হইতে হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হক্সলী (Huxley) বলিয়াছেন—

"The arguments used by Descartes and Berkeley to shew that our certain knowledge does not extend beyond our states of consciousness, appear to me as irrefragable now as they did when I first became acquainted with them half-a-century ago. All the materialistic writers I know of who have tried to bite that file have simply broken their teeth."—

Fortnightly Review. December, 1886.

প্রকাশশীলসত্ত্ব, ক্রিয়াশীলরজঃ ও স্থিতিশীলতমঃ ভূতেন্দ্রিয়াত্মক (পৃথিব্যাদি স্থূল-সূক্ষ্ম-ভূত-ভাবে ও শ্রোত্রাদি-স্থূল-সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়-ভাবে পরিণামী) ও ভোগাপবর্গার্থক এই গুণত্রয় দৃশ্য (object)। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব 'দৃশ্য'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাংখ্য-পাতঞ্জল রজোগুণপ্রধান দ্রব্য বলিতে যৎপদার্থকে উদ্দেশ করিয়াছেন, শ্রুতি (ঐতরেয় আরণ্যক দ্রষ্টব্য) ভোক্তৃভূত' এই শব্দদ্বারা যৎপদার্থকে ইঙ্গিত করিয়াছেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের তাহাই এনার্জী (Energy), তাহাই হীট্, লাইট্ ইত্যাদি শব্দবোধ্য অর্থ। যাহাই হউক, 'অবজেক্‌ট্‌স্ স্বয়ং বর্ণহীন' এতদ্বাক্যে ব্যবহৃত 'অব্‌জেক্‌ট্‌স্' শব্দদ্বারা যে স্থূল পার্থিব ও জলীয় পদার্থ অভিপ্রেত হইয়াছে, আমাদের তাহাই বিশ্বাস।

"তেজো রূপস্পর্শবৎ।"

বৈশেষিকদর্শন ২।১।৩।

অর্থাৎ, 'তেজঃ', রূপ-ও-স্পর্শ এই দ্বিবিধগুণবিশিষ্ট দ্রব্য। তেজের প্রথমোক্ত গুণই বিবিধবর্ণযোনি—তেজ হইতেই বিবিধবর্ণের বিকাশ হইয়া থাকে। 'রূপ' যখন তেজেরই বিশেষ গুণ, তেজব্যতীত অন্য-দ্রব্যে যখন রূপ বিদ্যমান নাই, তখন বলিতে পারি শাস্ত্রদৃষ্টিতে, বস্তু সকল স্বয়ং বর্ণহীন, এতদ্বাক্য অনর্থক—নিষ্প্রয়োজন। আমরা যাহা উপলব্ধি করি, শাস্ত্রের উপদেশ, তাহা স্থূলপঞ্চভূত, এবং স্থূলপঞ্চভূত শব্দস্পর্শাদি-পঞ্চতন্মাত্রের পঞ্চীকৃত অবস্থা। ১

(object) পদার্থের এইরূপ সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনঃ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, ইহারাও তন্মতে দৃশ্য পদার্থ। অতএব বুঝিতে পারা গেল, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ-নির্দ্ধারিত দৃশ্য-পদার্থ-সীমা, শাস্ত্রনিরূপিত দৃশ্যপদার্থের সীমা হইতে অনেক সঙ্কীর্ণ।

১ "তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি।"—

সাং দং ১।৬১।

অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। তদ্—মাত্র বা তদ্—মাত্রা = 'তন্মাত্র'। মা' ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'ত্রন্' প্রত্যয় করিয়া 'মাত্র'-পদ, এবং 'মাত্র' শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'টাপ' প্রত্যয় করিয়া 'মাত্রা'-শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। 'মাত্রা' শব্দের অর্থ হইতেছে, 'সাকল্য', 'অবধারণ' ও 'অবিচ্ছেদ'। তাহাই—তদধিক বা তন্ন্যূন নহে, অথবা তাহাই হইয়াছে মাত্রা যাহাতে, তাহা, 'তন্মাত্র'। 'তদেব তন্মাত্রম্। 'ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চ'—পা ২।১।৭২, এই সূত্রানুসারে 'তন্মাত্র' এই সমস্ত শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে অথবা 'সা মাত্রা যস্মিন্'। 'তন্মাত্র' ও বৈশেষিক দর্শনপ্রসিদ্ধ 'পরমাণু' (Atom)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

রূপ-বা-বর্ণ (Colour) যদি তেজেরই ধর্মবিশেষ হয়, এবং আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা যদি পঞ্চসূক্ষ্মভূতের পঞ্চীকৃত অবস্থা হয়, তাহা হইলে, স্বীকার করিতে হইবে, ভৌতিক পদার্থ-(অন্ততঃ পার্থিব, জলীয় ও তৈজস)-সমূহ বস্তুতঃ রূপ-বা-বর্ণবিহীন নহে।

পাশ্চাত্য প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের (Physicists) মুখে শুনিয়াছি, বর্ণ (Colour) আলোকের পরিণাম। শাস্ত্রের সহিত, বিদিত হইয়াছি, এই মতের বিরোধ নাই ; রূপ বা বর্ণ যে তেজের ধর্ম, শাস্ত্রও তাহাই বুঝাইয়াছেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের উপদেশ, বস্তুসকল স্বয়ং বর্ণবিহীন, যে বস্তু যেরূপ বর্ণের আলোক-কিরণ প্রতিক্ষেপ করে, তদ্বস্তু তদ্বর্ণবিশিষ্ট বোধ হয়, এবং বিভিন্ন উর্ম্মি-পরিণাহ-বা-বীচি-দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট আলোকতরঙ্গ (Light, which consists of undulation of different wave-lengths) বিভিন্ন বর্ণের উৎপাদক হইয়া থাকে।১

সমান পদার্থ। তন্মাত্র সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। তন্মাত্র হইতে উৎপন্ন ক্ষিত্যাদি পঞ্চস্থূলভূতই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

"তন্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।
এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ।"—
সাংখ্যকারিকা।

ইতিপূর্বে, বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ, এই চতুর্ব্বিধ গুণপর্বের কথা উক্ত হইয়াছে। আমরা বুঝিয়াছি, আকাশাদি পঞ্চ স্থূলভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোড়শ পদার্থ গুণাত্মকবংশের বিশেষপর্ব—বিশেষ অবস্থা, এবং পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ-তন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র) ও অস্মিতা এই ষট্ পদার্থ—অবিশেষপর্ব্ব। পূজ্যপাদ ঈশ্বরকৃষ্ণও উদ্ধৃত কারিকাটী দ্বারা বুঝাইয়াছেন, তন্মাত্রসকল অবিশেষপর্ব। উক্ত অবিশেষ পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূতের বিকাশ হইয়াছে। আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে 'আকাশ' অপেক্ষাকৃত সত্ত্বগুণ-প্রধান বলিয়া শান্ত—লঘু, সূক্ষ্ম ও প্রসন্ন—প্রসাদগুণবিশিষ্ট ; 'বায়ু' ও 'তেজঃ' অপেক্ষাকৃত রজোগুণপ্রধান বলিয়া ঘোর—দুঃখোৎপাদক, অস্থির—ক্রিয়াশীল, এবং 'অপ্' ও 'ক্ষিতি' তমোগুণবহুল বলিয়া মূঢ় (Inert), ভারযুক্ত, অপ্রসন্ন।

১ "In general, then, light, which consists of undulation of different wave-lengths, produces different impressions upon our

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শাস্ত্র বলেন, বস্তু সকল একেবারে বর্ণহীন নহে। যাহাতে 'তেজঃ' আছে, ব্যক্ত-বা-উদ্ভূতভাবেই হউক, অথবা অব্যক্ত-বা-অনুদ্ভূতভাবেই হউক, তাহাতে 'রূপ' আছে। শাস্ত্রের সহিত পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের এই

---

eye, namely,—those of different colours."—

Popular Lectures on Scientific Subjects by Helmholtz, 1st Series, P. 212.

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গ্লেজ্‌ব্রুক্ (Glazebrook) বলিয়াছেন—

"Thus, our experiments verify the anticipations of theory, and teach us that corresponding to variations in wave-lengths, we have variations in the sensations of colour which the light produces in our eye. Light of a definite wave-length produces a definite colour. The shorter waves produce the sensation of blue or violet, the longer waves that of red. The other colours of the spectrum, intermediate between the red and violet, correspond to waves of intermediate lengths."—

Physical Optics. P. 110.

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত রবার্ট রট্‌লেজ্ (Robert Routledge) তাঁহার 'Discoveries and Inventions of the Nineteenth Century' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"The undulatory theory gives also an easy explanation of colours ; they being, according to the theory, only the effects, as already stated, of the different rates of vibrations of the ether. If the other particles perform 514,000.000,000,000 oscillations in a second, we receive the impression we call red colour ; if they execute 750,000,000,000,000 vibrations, the impression produced in our organ of sight is different—*we* call it violet ; and so on. Thus science teaches us that visual impressions so different as red, green. blue, violet and other distinct colours, are in reality, all due to movements of one and the same—something ; and that the different sensations of

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্থলে বিরোধ বা বিসংবাদ লক্ষিত হইতেছে। এ বিরোধ সন্ধেয় (To be reconciled) কি না? এ বিসংবাদের সম্মেলন হইতে পারে কি না, জানিতে হইলে, আমাদিগকে অগ্রে জানিতে হইবে, 'আলোক' কোন্ পদার্থ।

আলোক কোন্ পদার্থ?

আলোক (Light)-সম্বন্ধে পাশ্চত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে দ্বিবিধ মত প্রচলিত আছে। এক পক্ষ বলেন, সূর্য্য, চন্দ্র, স্থিরনক্ষত্র (Fixed stars), প্রদীপ প্রভৃতি ভাস্বর পদার্থ হইতে কর্ম্মোৎপত্তি নিয়মে বিরলাবয়ব তৈজস অণুসকল বিকীর্ণ হইয়া, যখন আমাদের নয়নেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হয়,—চাক্ষুষ স্নায়ুকে স্পর্শ করে, তখন আমাদের আলোকানুভূতি হইয়া থাকে। আলোক স্বয়ংই দ্রব্য (Matter)। অন্য- মতে শব্দের ন্যায় বীচিতরঙ্গন্যায়ে আলোকের উৎপত্তি হইয়া

---

colour we experience, arise merely from different rates of recurrence in these movements."—

P. 299.

অর্থাৎ, আলোকের বীচিতরঙ্গ-ন্যায়ে উৎপত্তিবাদ (The undulatory theory), বর্ণতত্ত্বের রহস্যোদ্ভেদ সুখসাধ্য করিয়াছে। এইমতে বর্ণসকল ইথার (Ether)-নামক কল্পিত পদার্থের স্পন্দনক্রম-তারতম্য-জাত, নয়নেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভিন্ন-ভিন্ন অনুভূতি। স্পন্দনের ক্রম-ভেদে বিভিন্ন বর্ণের অনুভব হইয়া থাকে। ইথারীয় অণুরাশিতে এক সেকেণ্ডে যদি ৫১৪,০০০,০০০,০০০,০০০, এতসংখ্যক ধব—কম্পন (Oscillation) হয়, তাহা হইলে, আমাদের রোহিতবর্ণের (Red) অনুভূতি হয়, এবং যদি ৭৫০,০০০,০০০,০০০,০০০, এত সংখ্যক কম্পন হয়, তাহা হইলে, পাটলবর্ণের (নীল+লোহিত, violet) অনুভব হইয়া থাকে। অন্যান্য বর্ণসমূহও এইরূপ ইথারীয়-ধব-ভেদ-নিবন্ধন ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। অতএব এক পদার্থেরই গতিভেদ-নিবন্ধন যে ভিন্ন ভিন্ন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এতদ্দ্বারা তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল।

এ কথা শাস্ত্রজ্ঞের অপরিচিত নহে। তবে শাস্ত্র এ বিষয় যেরূপ সুন্দরভাবে —অসন্দিগ্ধ-ও-ব্যাপকরূপে বুঝাইয়াছেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তদ্রূপ সুন্দরভাবে—সেইপ্রকার অসন্দিগ্ধ-ও-ব্যাপকরূপে বুঝাইতে পারেন নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

থাকে। পুষ্করিণীতে লোষ্ট নিক্ষেপ করিলে, লোষ্ট হইতে অভিঘাত-প্রাপ্ত জলরাশিতে যেরূপ তরঙ্গ উপস্থিত হয়, ইথার (Ether)-নামক পদার্থোৎপন্ন তাদৃশ তরঙ্গবিশেষই 'আলোক' (Light)। শেষোক্ত মতে 'আলোক' তৈজস অণু নহে, ইহা একপ্রকার গতি (wave-motion)। আলোকসম্বন্ধীয় প্রথমোক্ত মত Corpuscular বা Emissive theory এবং শেষোক্ত মত 'Undulatory theory' নামে খ্যাত হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত মতের প্রতি ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অধিকতর আস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।[১] আলোক-সম্বন্ধে যেরূপ দ্বিবিধ মত প্রচলিত আছে, তাপ (Heat) কোন্ পদার্থ, পাশ্চত্য-বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, তাপ-সম্বন্ধেও সেইরূপ দ্বিবিধ মত প্রসিদ্ধ আছে।

পণ্ডিত গ্যানো (Ganot) বলিয়াছেন, এক প্রকার সূক্ষ্ম, লঘু, তরল (Subtle imponderable fluid) পদার্থ প্রত্যেক জড় বস্তুর অণুসমূহকে বেষ্টনপূর্ব্বক বিদ্যমান আছে, ইহা এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে সঞ্চরণ করিতে পারে, বস্তুর আণবিক আকর্ষণ-বা-সংহতিকে ইহা শিথিল করে, অর্থাৎ, ইহা ভেদবৃত্তিক (Repulsive)। এই পদার্থের বস্তুমধ্যে প্রবেশ ও তাহা হইতে নিষ্ক্রমণ, যথাক্রমে, তাপ-ও শৈত্যানুভূতির কারণ। তাপোদ্ভূতি-সম্বন্ধীয় এইটি প্রথম মত। জড় বস্তুর পরমাণুসমূহের বিকম্পনে তাপ উৎপন্ন হয়, আণবিক তরঙ্গই

---

১ "Light was regarded by what was termed the corpuscular theory, as being in itself matter or a specific fluid emanating from luminous bodies, and producing the effects of sensation by impinging on the retina. This theory gave way to the undulatory one, which is generally adopted in the present day, and which regards light as resulting from the undulation of specific fluid to which the name of the ether has been given which hypothetic fluid is supposed to pervade the universe, and to permeate the pores of all bodies."—

Correlation of Physical Forces by W.R. Grove, P. 129

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাপোদ্ভুতির হেতু। যে বস্তুর আণবিক বিকম্পন অতিমাত্র বেগবিশিষ্ট, তদ্বস্তুই অত্যুষ্ণ। এইটি তাপসম্বন্ধীয় দ্বিতীয় মত। এ মতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, 'তাপ' দ্রব্য পদার্থ নহে, ইহা দ্রব্যর অবস্থাবিশেষ (A condition of matter) তাপ-সম্বন্ধীয় এই দ্বিতীয় মতেরও—এই উর্ম্মিন্যায়ে উৎপত্তিবাদেরও (Undulatory theory) প্রকারভেদ আছে।

ঘনিষ্ঠ (The densest) বা অত্যন্ত স্বচ্ছ কঠিন পদার্থ, তরল ও সূক্ষ্মতম বায়বীয় পদার্থ (The most attenuated gases), এবং নক্ষত্রমণ্ডলকে বেষ্টনপূর্ব্বক যাহা বিদ্যমান আছে, যাহা অন্দোলায়িত-গতিকে অত্যন্ত বেগের সহিত সঞ্চালন করিতে পারে, স্থিতিস্থাপক-ধর্ম্মবিশিষ্ট 'ইথার' নামক তৎপদার্থের দ্রুত, আন্দোলায়িতগতি বা-প্রকম্পন হইতে তাপের উদ্ভুতি হইয়া থাকে। তাপের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় এই মতই আধুনিক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সুধীবর্গকর্তৃক সমাদৃত হইতেছে।[১]

---

১ "Of the various theories as to the cause of heat, two only need be mentioned : these are the *theory of emission*, and the *theory of undulation*. On the first view, heat is caused by a subtle imponderable fluid, which surrounds the molecules of bodies and which can pass from one body to another. These *heat atmospheres* which thus surrounds the molecules, exert a repelling influence on each other, in consequence of which heat acts in opposition to the force of cohesion. The entrance of this substance into our bodies produces the sensation of warmth ; its egress, the sensation of cold. On the second hypothesis the heat of a body is caused by an osciliating or vibratory motion of its material particles, and the hottest bodies are those in which the vibrations have the greatest velocity and the greatest amplitude. Hence, on this view, heat is not a *substance*, but a *condition of matter*, and a condition which can be transferred from one body to another. It is also assumed that there is an imponderable elastic ether which pervades all

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পণ্ডিত টম্‌সন্ (Thomson) বলিয়াছেন, ইংরাজী ভাষাতে 'তাপ' (Heat) শব্দটী দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা কখন ইন্দ্রিয়-দ্বারোৎপন্ন অনুভূতিবিশেষের এবং কখন ইতস্ততঃ বিদ্যমান পদার্থসমূহের তাপানুভবোদ্দীপক অবস্থা-বিশেষের বাচকরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে আমরা তাপ (Heat) অনুভব করিতেছি, ইহা প্রথমোক্ত অর্থে এবং অগ্নিতে তাপ আছে, ইহা শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত 'তাপ' শব্দের প্রয়োগস্থল বুঝিতে হইবে। ১

শুদ্ধ ইথার (ETHER) হইতে আলোকাদি ভৌতিক শক্তিসমূহের উৎপত্তি-সম্বন্ধে মতভেদ।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গ্রোভ্ (Grove) বলিয়াছেন, ভৌতিক-পদার্থ-পরিবেষ্টিত 'ইথার' নামক পদার্থ হইতে আলোকের উদ্ভূতি হয়, এতদপেক্ষায় আলোক ভৌতিক পদার্থেরই আণবিক তরঙ্গ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, আমার মতে এইরূপ সিদ্ধান্ত অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

---

bodies, the densest, or the most transparent solids or liquids, the most attenuated gases as well as the stellar spaces, and which is capable of transmitting a vibratory motion with great velocity. A rapid vibratory motion of this ether produces heat, just as sound is produced by a vibratory motion of atmospheric air, and the transference of heat from one body to another is effected by the intervention of this ether."—

Natural Philosophy by Ganot, P. 203-204.

১ "The word *heat* in the English language is used to express two different things. It sometimes signifies a *sensation* excited in our organs and sometimes a certain *state* of bodies around us, in consequence of which they excite in us that sensation. The word is used in the first sense when we say that we feel *heat*, and in the second when we say that there is *heat in the fire*."—

T. Thomson's Heat and Electricity, P. 3.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

প্রসিদ্ধ গণিতবিদ্ ইউলার Euler)ও এই মতের পক্ষপাতী। ১

পণ্ডিত গ্রোভের এবম্প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যুক্তি।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাপ, তড়িৎ, আলোক প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ (Correlation of physical forces) পণ্ডিত গ্রোভই পাশ্চাত্য দেশে প্রথম আবিষ্কার করেন। পণ্ডিত গ্রোভ্ বলিয়াছেন, পৃথক্-পৃথগ্‌রূপে অবভাসমান প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের অন্যোন্যসম্বন্ধদর্শনই ইহারা যে এক মূল পদার্থের ভিন্ন-ভিন্ন-রূপ পরিণাম, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আমার বলবতী যুক্তি (Cogent argument)। যে এক পদার্থকে, তাপ, তড়িৎ, প্রভৃতির মূল কারণ-রূপে লক্ষ্য করা হইতেছে, তাহা কি 'ইথার' (Ether)? যে ইথারের কম্পনবিশেষ হইতে আলোকের উদ্ভূতি হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইতেছে, তাপাদি পদার্থও কি তাহারই কম্পনবিশেষ হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে? পণ্ডিত গ্রোভ্ বলেন, ইথারের কম্পন-বিশেষ হইতে আলোকের উদ্ভূতি হয়, এ সিদ্ধান্তাপেক্ষায়, তাপ, তড়িৎ ও অয়স্কর্ষণ (Magnetism) ইহারাও ইথারের তরঙ্গবিশেষ হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এতাদৃশ সিদ্ধান্ত অধিকতর আপত্তিপূর্ণ,— এরূপ সিদ্ধান্তের অবাধিত উপপত্তি প্রদর্শন করা যায় না। ২

---

১ "In a lecture delivered in January 1842, when I first publicly advanced the views advocated in this Essay, I stated that it appeared to me more consistent with known facts to regard light as resulting from a vibration or motion of the molecules of matter itself, rather than from a specific ether pervading it . just as sound is propagated by the vibrations of wood or as waves are by water."—

Correlation of Physical Forces, P. *129*.

২ "The fact itself of the correlation of the different modes of force is to my mind a very cogent argument in favour of their being affections of the same matter ; and though electricity, magnetism and heat might he viewed as produced by undulatlons of the same ether as that by means of which light is

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাড়িতাত্মক (Electric) ও অতড়িতাত্মক-বা-তাড়িতেতর (Non-electric) এই দ্বিবিধ পদার্থে'র কথা, পাঠক অবগত আছেন, সন্দেহ নাই। তাড়িতাত্মক বস্তুসমূহ তাড়িতপ্রবাহরোধক (Non-conductors) এবং তাড়িতেতর দ্রব্যজাত তাড়িতের পরিচালক (Conductors)। পণ্ডিত গ্রোভ বলেন, ইথারই যদি তড়িতের প্রসূতি হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইবে, ইথার তাড়িতপরিচালক, কি তাড়িতপ্রবাহরোধক ? যদি ইহা তাড়িতপ্রবাহরোধক হয়, তবে ইথারীয় সিদ্ধান্ত (Ethereal hypothesis) অসিদ্ধ হইতেছে, আর যদি ইহা তড়িতপরিচালক হয়, তবে যে সকল বস্তু অধিকতর সান্তর বা যাহারা ইথারের সমধিক অনুপ্রবেশার্হ, তাহারাই উত্তম তাড়িতপরিচালক হওয়া উচিত, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না। ১ ডাক্তার ইয়ং (Dr. Young) প্রথমে শুদ্ধ ইথারীয় সিদ্ধান্তেরই পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইয়ং (Young) অবশেষে স্বীকার করিয়াছিলেন, ইথারীয় অবকাশ এবং ভৌতিক অণু এই উভয়ই তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি ভৌতিকশক্তি-বিকাশের কারণ। ডাক্তার ইয়ং বলিয়াছেন,—তৈল দ্বারা আলেখন-পত্রের (Tracing paper) যে কার্য্য সিদ্ধ

---

supposed to be produced, yet this hypothesis offers greater difficulties with regard to the other affections than with regard to light."—

Correlation of Physical Forces, P. *130-131.*

১ "Assuming ether to pervade the pores of all bodies, is the ether a conductor or non-conductor ? If the latter—that is, if the ether be incapable of transmitting the electrical wave the ethereal hypothesis of electricity necessarily falls ; but if the motion of the ether constitute what we call conduction of electricity, then the more porous bodies, or those most permeable by the ether, should be the best conductors. But this is not the case."—

Correlation of Physical Forces, P. 105.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হয়, ইথার নামক পদার্থ দ্বারা (ইহা স্থিতি-স্থাপক এবং নিখিল জড়-বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে, এই নিমিত্ত) আণবিক তরঙ্গপ্রবাহের তৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ১

শব্দ-ও-আলোক এই পদার্থদ্বয়ের অনেকশঃ সাদৃশ্য (Analogies) দেখিতে পাওয়া যায়। বিরুদ্ধশক্তিদ্বারা বাধিত না হইলে, উভয়ই সরলরেখায় প্রবাহিত হয়; উভয়ই সমান নিয়মে প্রতিফলিত হয়; শব্দ ও আলোকের আপাত-ও-প্রতিফলিত কোণ (The angles of incidence and reflexion) সমান; উভয়ই অবরোধের প্রাবল্যে পর্য্যায়ক্রমে অপেত-ও-বর্দ্ধিত (Nullified and Doubled) হইয়া থাকে; এক অবকাশ হইতে অবকাশান্তরে গমনের সময় অবকাশের ঘনত্বানুসারে উভয়ই বক্রীভূত—পরাবৃত্ত (Refracted) হয়। জিজ্ঞাস্য হইবে, শব্দ ও আলোক উভয়ই যদি আন্দোলায়িত গতি হয়, উভয়ই যদি শক্তিবিশেষ হয়, তাহা হইলে, উভয়ের মধ্যে এত বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয় কেন? অপিচ জিজ্ঞাস্য হইবে, ইথারকে শব্দোৎপত্তির কারণ বলা হয় না কেন? এবং শব্দও ইথারের কম্পনবিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়, এ কথা স্বীকার না করিলেই বা এক মূল পদার্থ হইতে নিখিল প্রাকৃতিক শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে, এই সিদ্ধান্ত সার্বভৌমরূপে উপপন্ন হইবে কিরূপে? ২ পণ্ডিত গ্রোভ্ (Grove) ইথারের প্রকম্পন

---

১ "Dr. Young ultimately came to the conclusion that it was simplest to consider the etheral medium, together with the material atoms of the substance, as constituting together a compound medium denser than pure ether, but not more elastic, Ether (says Dr. Young) might thus be viewed as performing the functions which oil does with tracing paper, giving continuity to the particles of gross matter, and in the interplanetary spaces forming itself the medium which transmits the undulations."—

Correlation of Physical Forces, P. 137.

২ "The analogies in the progression of sound and light

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইতে আলোকের উৎপত্তিবাদের অনুপপত্তি-প্রদর্শনার্থ স্বীয় 'Correlation of Physical Forces' নামক গ্রন্থে এইরূপ অনেক তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। নিম্নে তদুত্থাপিত অন্য একটী আপত্তি সন্নিবেশিত হইল। অধিকাংশ সান্তর বা সচ্ছিদ্র বস্তু, দেখিতে পাওয়া যায়, অস্বচ্ছ (Opaque)। কর্ক্ (Cork—কূপীছিদ্রপিধান—ছিপী), চার্‌কোল্ (Charcoal—অঙ্গার, দগ্ধকাষ্ঠ), পামিস্ ষ্টোন্ (Pumice stone—সান্তর লঘু পাষাণবিশেষ), শুষ্ক ও আর্দ্র কাষ্ঠ (Dried and moist wood) ইত্যাদি। অতএব যে সকল বস্তু অত্যন্ত সচ্ছিদ্র ও লঘু, তাহারাই যে অতিমাত্র কিরণাভেদ্য (Opaque), কর্ক্ প্রভৃতি দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত বস্তুসমূহদ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। 'আলোক'

---

are very numerous : each proceed in straight lines, until interrupted : each is reflected in the same manner, the angles of incidence and reflextion being equal : each is alternately nullfied and doubled in intensity by interference ; each is capable of refraction when passing from media of different density."—

Ibid P. 132

"How does the wave theory account for this, the rectilinear propagation of light ? Why does not the light bend round corners as a sound does ? A beam of light coming through a hole in the shutter in a darkened room casts a bright spot of light on the opposite wall and leaves the rest almost as dark as before, while a sound made outside is heard almost equally well at all points in the room. If the two—the light and the sound—are both forms of energy, transmitted by wave motion, how is it that there is this great difference ? Huyghens, the real founder of the undualatory theory, failed to explain this. and it was Newton's great objection. It was this difficulty which led him to espouse so warmly the cause of the emission theory."—

Physical Optics by R.T. Glaze-brook, M.A.F.R.S., P. 15.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্থূল-বস্তু-ব্যাপক (Pervading gross matter) ইথার নামক পদার্থের আন্দোলায়িত-গতি, যাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী তাঁহারা বস্তুর অণু-বা-পরমাণু (Molecules or atoms of matter) সমূহের পরস্পর পরবিপ্রকর্ষ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে বস্তুর অণু সকল পরস্পর অত্যন্ত দূরবর্ত্তী। প্রাচীন পণ্ডিত ডিমোক্রিটস্ (Democritus), অপিচ বহু আধুনিক দার্শনিক সুধীবর্গ, ম্যাটারকে (Matter) তারকিতগগনের (Starry firmament) সহিত তুলিত করিয়া থাকেন। যদিও প্রত্যেক পরমাণু (দ্রব্যের কল্পিত অভেদ্য, সূক্ষ্ম অংশ [Monad]) পরস্পর অত্যন্ত বিপ্রকৃষ্ট, তথাপি উহারা সমূঢ়াবস্থাতে অভিন্ন বা একভাবে উপলব্ধ এবং আণবিক আকর্ষণশক্তিদ্বারা স্ব-স্বস্থানে, পরস্পর নিদিষ্টাধ্বাবচ্ছেদে ধৃত হইয়া অবস্থান করে। ম্যাটার যদি ভিন্ন-ভিন্ন অণুসমূহের সংযোগে নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে আমাদের যেরূপ জ্ঞান, বলিতে পারি, যে সকল দ্রব্যের ঘটকাবয়ব অণুপুঞ্জ পরস্পর পরবিপ্রকৃষ্ট তাহারাই পরম লঘু, এবং যে সকল দ্রব্যের বিপ্রকৃষ্ট অণুসমূহ-কর্ত্তৃক, দ্রব্যাবগাহী ইথারের আন্দোলায়িত প্রবাহ যত অল্পমাত্রায় সংঘর্ষিত বা অবরোধিত হইবে, সেই সকল দ্রব্য তত অধিকমাত্রায় স্বচ্ছ বা কিরণভেদ্য (Transparent) হইবে। কিন্তু তাহা কি হয়? ১

"An objection that immediately occurs to the mind in reference to the etherial hypothesis of light, is, that the most porous bodies are opaque; Cork, Charcoal, pumice stone dried and moist wood, &c., all very porous and very light, are all opaque. This objection is not so superficial as it might seem at first sight. The theory which assumes that light is an undulation of an etherial medium pervading gross matter, assumes the distances between the molecules or atoms of matter to be very great. Matter has been likened by Democritus, and by many modern philosophers, to the starry firmament, in which, though the individual monads are at immense

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাপ (Heat) দ্বারা যে সকল প্রাকৃতিক ঘটনা সংঘটিত হয়, শক্তিবাদ-দৃষ্টিদ্বারা পরীক্ষা করিলে (Viewed according to the dynamic theory), হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, শুদ্ধ সূক্ষ্ম ইথার নামক পদার্থের পরিস্পন্দনকে তাহাদের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিলে, সমীচীন কারণোপপত্তি হয় না। ইথারীয় সিদ্ধান্ত পর্য্যাপ্তরূপে উহাদের কার্য্যা-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে না, ইহাকে প্রসিদ্ধ ভৌতিক পদার্থজাতের আণবিক ক্রিয়ানুষঙ্গের মুখাপেক্ষা করিতেই হয়। যাঁহারা তাপের শক্তি-বা-গতিবাদ সমর্থন করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই প্রসিদ্ধ ভৌতিক পদার্থের আন্দোলন হইতে যে স্পন্দন প্রসারণ হইয়া থাকে, তাহা স্বীকার করেন। তাপ ও আলোক এই পদার্থদ্বয়ের কার্য্যগত সমানতা (Analogies) যখন এত গাঢ়, তখন আমি বুঝিতে পারি না, সঙ্গত বলিয়া স্বীকৃত একের কারণবাদ, অন্যে—তৎসজাতীয় পদার্থান্তরে প্রযোজ্য বা সঙ্গত না হইবে কেন।

তাপের সঞ্চারণ (Transmission), প্রতিফলন (Reflection), প্রতিভঙ্গ (Refraction) ও ধ্রুবাভিসরণ (Polarization), প্রসিদ্ধ ভৌতিক পদার্থের বিকাররূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তাপ-সমান-ধর্ম্মা আলোকসম্বন্ধীয় প্রাগুক্ত সঞ্চরণাদি ব্যাপারসমূহ ভৌতিক পদার্থের বিকার নহে, ইহারা ইথার নামক সূক্ষ্ম কল্পিত পদার্থের পরি-ণাম। জিজ্ঞাসা করি, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার যুক্তি কি? তাপ-

---

distances from each other, yet they have in the aggregate a character of unity, and are firmly held by attraction in their respective positions and at definite distances. Now, if matter be built up of separate molecules, then, as far as our knowledge extends, the lightest bodies would be those in which the mole-cules are at the greatest distances, and those in which any un-dulation of a pervading medium would be the least interfered with by the separated particles,—such bodies should conse-quently be the most transparent."—

Correlation of Physical Forces, P. 133-134.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিকারের ন্যায় আলোক-পরিণামেরও প্রসিদ্ধ ভৌতিক পদার্থকে কারণ-রূপে নির্দ্দেশ করিবার আপত্তি কি ? ১

পাশ্চাত্য রাসায়নিক পণ্ডিত কুক্ (Cooke) তাঁহার 'The New chemistry' নামক গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, আলোকের আন্দোলায়িত-গতিবাদকে যাঁহারা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত-তত্ত্ব (Established Principle of Science) বলিয়া মনে করেন, আমি তাঁহাদিগের সহিত একমত হইতে পারি না। ইহা যে অত্যন্ত মূল্যবান্ সিদ্ধান্ত তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, ইহা যে অনেক অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব এবং পশ্চাৎ-পরীক্ষালব্ধ-প্রকাশ দৃশ্যের স্বরূপ অগ্রে নিরূপণ করিতে সমর্থ

---

১ "The phenomena presented by heat, viewed according to the dynamic theory, cannot be explained by the motion of an imponderable ether, but involve the molecular actions of ordinary ponderable matter. The doctrine of propagation by undulations of ordinary matter is very generally admitted by those who support the dynamical theory of heat ; but the analogies of the phenomena presented by heat and light are so close. that I cannot see how a theory applied to the one agent should not be applicable to the other. When heat is transmitted, reflected, refracted or polarised, can we view that as an affection of ordinary matter, and when the same effects take place with light, view the phenomena as produced by an imponderable ether, and by that alone ?"—

Correlation of Physical Forces, P. 133.

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গ্যানো (Ganot) বলিয়াছেন,—

"The reflection of sound or rather of sound waves follows the same laws as the reflection of heat and of light, which we shall afterwards have to explain."—

The Natural Philosophy, P. 166.

অর্থাৎ শব্দাখ্যা আন্দোলায়িতগতির প্রতিফলন-নিয়ম এবং তাপ-ও-আলোকের প্রতিফলন-নিয়ম সমান।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়াছে, তাহা সুবিদিত-তথ্য। এ সকলই সত্য বটে, কিন্তু পক্ষান্তরে ইহাও বক্তব্য যে, আলোকের আন্দোলায়িত-গতিবাদের উৎপত্তি ইথারনামক পদার্থ-নিষ্ঠ গুণসংঘাতের অপেক্ষা করে। আলোকের আন্দোলায়িত-গতিবাদের ইহা যথাযথরূপে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে,— আন্দোলায়িত-গতিবাদ এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, এইরূপ বিশ্বাস করা আমার পক্ষে দুরূহ হইয়াছে।

শব্দ ও আলোক উভয়ই আন্দোলায়িত-গতি (Wave-motion)। আন্দোলন-বা-প্রকম্পনের উৎপত্তিকারণ উভয়ের সমান। শব্দ যেরূপ বেগের সহিত সঞ্চরণ করে, আলোকাখ্য আন্দোলায়িত-গতির বেগ তদপেক্ষায় অনেক অধিক। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতবর্গ গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, শব্দ বায়ুরাশির মধ্যদিয়া প্রতি সেকেণ্ডে ১,১০০ ফিট বা $\frac{১}{৫}$ মাইল, এবং আলোকাখ্য আন্দোলায়িত-গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৯২,০০০ মাইল গমন করে। অতএব, দেখা যাইতেছে, আলোক, শব্দ হইতে অতিমাত্র শীঘ্রগামী। ১ শব্দ-গতির বেগও সঞ্চারণ-মার্গভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে। বায়ু-রাশির মধ্যদিয়া শব্দ যে বেগে সঞ্চালিত হয়, তরল পদার্থের মধ্যদিয়া ইহা তদপেক্ষায় অধিকতর বেগে সঞ্চালিত হইতে পারে, এবং কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়া গমন করিবার সময়ে ইহার বেগ আরো বর্দ্ধিত হয়। ২ পণ্ডিত কুক্ (cooke)

---

১ শব্দ-ও-আলোকের বেগসম্বন্ধে (Velocity of Sound and Light) পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ আছে, যথাস্থানে তাহা উল্লিখিত হইবে।

২ "That sound travels more rapidly in solids than in air is easily shown. If a person holds his ear against one end of a tolerably long iron bar, while another person gives a hard blow at the other end, two distinct sounds are heard, the first transmitted by the metal, and the other transmitted by the air. The velocity of sound in iron is 16,800 feet in a second : in copper, 11,600 ; in oak, 10,900 ; and in pine, 15,220 feet."—

Natural Philosophy by Ganot, P. 165-166.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আন্দোলায়িত-গতিসমূহের এইরূপ ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম নিরীক্ষণপূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন, শুদ্ধ ইথারীয় প্রকম্পনই আলোকের কারণ নহে।১

শাস্ত্র এ সম্বন্ধে কি উপদেশ দিয়াছেন?

তাপ, আলোক ইত্যাদি ভৌতিক পদার্থ সম্বন্ধে, বুঝিলাম, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গে'র মধ্যে 'শক্তিবাদ' (Dynamical theory) ও 'পরমাণু-

---

অর্থাৎ, শব্দ বায়ুরাশির মধ্যদিয়া যে বেগে সঞ্চরণ করে, কঠিন বস্তুর মধ্যদিয়া যে তদপেক্ষায় দ্রুততর বেগে গমন করিয়া থাকে, তাহা অনায়াসে প্রতিপাদন করা যায়। যদি কোন ব্যক্তি একটী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ লৌহদণ্ডের এক প্রান্তে কর্ণ সংযোগ করিয়া থাকে, এবং অপর এক ব্যক্তি উহার অপর প্রান্তে কঠিন অভিঘাত করে, তাহা হইলে দুইটী ভিন্ন শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। উক্ত পৃথগ্বিধ শব্দের প্রথমটী লৌহপ্রেরিত, দ্বিতীয়টী বায়ুসঞ্চালিত। লৌহমধ্যদিয়া প্রবহমান শব্দ, প্রতি সেকেণ্ডে ১৬,৮০০ ফিট্ গমন করে। পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, বায়ুরাশির মধ্যদিয়া প্রবহমান শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১,১০০ ফিট্ (মতান্তরে ১,১২০ বা ১,১.৮ ফিট্; পণ্ডিত গ্যানো বলিয়াছেন, শব্দ বায়ুরাশির মধ্য দিয়া প্রতি সেকেণ্ডে ১,১২০ ফিট্ গমন করে—As sound travels at 1,120 feet in a second) বিচরণ করিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, বায়ু হইতে কঠিন দ্রব্যের মধ্যদিয়া শব্দগতি দ্রুততর বেগে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

১ "Indeed, I cannot agree with those who regard the wave-theory of light as an established principle of science. That is a theory of the very highest value I freely admit, and that it has been able to predict the phases of unknown phenomena, which experiment has subsequently brought to light, is a well-known fact. All this is true; but then, on the other side, the theory requires a combination of qualities in the ether of space, which I find it difficult to believe are actually realized. For instance, the rapidity with which wave-motion is transmitted depends, other things being equal, on the elasticity of the medium."—

The New Chemistry, P. 14.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাদ' (corpuscular theory১) এই দ্বিবিধবাদ প্রচলিত আছে। তাপাদি পদার্থ-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে উক্ত দ্বিবিধ মত প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু বিদেশীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতিক্রম পর্য্যালোচনা করিলে, পাশ্চাত্য দেশের উন্নতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে, উপলব্ধি হয়, শক্তিবাদটী আধুনিক। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত নিউটনের সময়েও এ মতের প্রভাব ছিল না। 'শক্তিবাদ' ও 'পরমাণুবাদ' এই দ্বিবিধ বাদের কথা কি শাস্ত্রে আছে? শাস্ত্রপাঠপূর্ব্বক পাশ্চাত্য-দেশপ্রসিদ্ধ এই দ্বিবিধ মতের কি কোন আভাস পাওয়া যায়? এতদুত্তরে আমরা বলিব, শাস্ত্রে এই দ্বিবিধ মতের কথাই আছে; অপিচ ইহাও বলিব, শাস্ত্র এই দ্বিবিধ মতের যে রীতিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অসন্দিগ্ধ, তাহা অত্যন্ত সারগর্ভ, তাহা বিশ্বতোমুখ, তাহা অনবদ্য। কি শাস্ত্র-সম্পর্কবিহীন পাশ্চাত্য-বিদ্যার্থী' পাশ্চাত্য-বিদ্যা-

১ Corpuscular শব্দটী 'Corpuscle' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'Corpuscle'—ক্ষুদ্রাবয়ব অণুর—Little bodyর—Minute particle or physical atomএর বাচক। 'Corpuscular theory'কে আমরা এইজন্য 'পরমাণুবাদ বলিয়াছি। ইহার অন্য নাম ইমিশন্ থিওরী (Emission theory)। পণ্ডিত গ্লেজব্রুক্ (Glaze-brook) কর্পস্কিউলার বা ইমিশন্ থিওরীর স্বরূপবর্ণনার্থ বলিয়াছেন—A luminous body may be considered as a source of energy emitting in all directions a number of material particles which travel through space with a definite velocity, and carry with them their kinetic energy; endowed also, it may be, with potential energy from the forces which they exert on each other and on other forms of matter. We must further suppose that when these particles come in contact with the retina they give rise to the sensation of vision. This is the basis of the emission theory, which was elaborated at length by Newton, and by means of which he was enabled to explain the phenomena of the rectilinear transmission, reflextion, and refraction of light."—

Physical Optics, P. 4-5

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পক্ষপাতী, কি পাশ্চাত্য-ভাষানভিজ্ঞ শাস্ত্রব্যবসায়ী স্বদেশীয়পাণ্ডিত্যাভিমানী, আমাদের এই কথা শুনিয়া, ইহাঁদের কেহই সন্তুষ্ট হইবেন না, এইরূপ মত প্রকাশ করাতে, উভয় পক্ষ হইতেই আমাদিগকে তিরস্কার সহ্য করিতে হইবে, উভয় পক্ষেরই হাস্যাস্পদ হইতে হইবে, কিন্তু যাহাই হউক, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা বলিব।

আমরা এক্ষণে সুদূরবর্ত্তী, ভিন্নপ্রকৃতি, ভিন্নভাষী, অভ্যুদয়শীল ইংলণ্ডের শাসনাধীন, শৌর্য্য-বীর্য্যাদি-গুণ-ভূষিত, প্রবলপ্রতাপান্বিত, বিদ্যাবিবর্দ্ধননিরত, পরমভাগ্যবান্ সুসভ্য ইংরাজ এক্ষণে ভারতবর্ষের রাজা। রাজ-ভাষা, রাজ-নীতি, রাজ-মুখাপেক্ষিপ্রজার অবশ্যজ্ঞাতব্য। ইহজগতে যিনি আমাদের ত্রাতা, সংহর্ত্তা, পরমেশ্বর যোগ্য-বোধে যাঁহাকে নিগ্রহানুগ্রহসামর্থ্য দান করিয়াছেন, যাঁহার হস্তে আমাদের শাসনভার অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার ভাষা শিক্ষা না করিলে, তাঁহার রীতি-নীতি না জানিলে চলিবে কেন? ভগবান্ আত্রেয় বলিয়াছেন, যাঁহাদের মনঃ, বুদ্ধি, পৌরুষ, পরাক্রম, অনুপহত—অবিকলীকৃত (Unimpaired), যাঁহারা ইহলোক ও পরলোক এই দ্বিবিধলোকের সমভাবে হিতকামনা করেন, তাঁহাদের 'প্রাণৈষণা', 'ধনৈষণা' ও 'পরলোকৈষণা', এই ত্রিবিধ 'এষণা' (Seeking Desire) হইয়া থাকে।

প্রাণ সুস্থ থাকিলে, শরীর-মনঃ সবল ও নীরোগ হইলে, তবে অন্যান্য কার্য্য-নিষ্পাদনের সামর্থ্য হইয়া থাকে, প্রাণত্যাগ হইলেই সর্ব্বত্যাগ হয়, অতএব প্রাগুক্ত এষণাত্রয়ের মধ্যে 'প্রাণৈষণাই' সর্ব্বাগ্রে পর্য্যেষ্টব্য, প্রাণানুপালন সর্বাগ্রে কর্ত্তব্য। স্বস্থের স্বস্থবৃত্তি—স্বাস্থ্যরক্ষণ (Preservation of health) এবং আতুর বা ব্যাধিতের বিকার প্রশমনে অপ্রমাদ—অবধান (care, attention), রোগ-বিমোচনে মনোযোগ, প্রাণৈষণা বলিতে এই দ্বিবিধ প্রাণানুপালন-চেষ্টা বুঝিতে হইবে। প্রাণৈষণার পর ধনৈষণা পর্য্যেষ্টব্য (To be sought for)। কৃষিকর্ম্ম, পশুপালন, বাণিজ্য, রাজসেবা, অথবা অন্য কোন কর্ম্ম, যাহা সাধুবিগর্হিত নহে, যদ্দ্বারা সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, তৎকর্ম্মদ্বারা ধনার্জ্জনেচ্ছা দ্বিতীয় 'এষণা'। প্রাণৈষণা ও ধনৈষণার পর-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হিতাহিত-বিবেক-ক্ষম, লোকালোকদর্শী, ভাগ্যবানের পরলোকৈষণা—পরলোকের হিত-কামনা, হইয়া থাকে। পরলোকের অস্তিত্বে সকলের বিশ্বাস নাই। যাঁহারা প্রত্যক্ষবাদী, শ্রুতি-বচনানুসারে বলিতেছি,[১] যাঁহারা বালক—অবিবেকী, যাঁহারা প্রমাদী, সংসার-বদ্ধ-দৃষ্টি—জাগতিক-ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তচিত্ত, যাঁহারা বিত্ত-মোহমূঢ়,তাঁহারা পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের সমীপে 'পরলোকৈষণা' পর্য্যেষ্টব্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। না হউক, 'প্রাণৈষণা' ও 'ধনৈষণা' এই দুইটি এষণা যে সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহা নিঃসন্দেহ।[২] বিনা প্রয়োজনে কেহ কোনকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, প্রয়োজন-বোধই কর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ। রাজভক্তিবশতঃ না

---

১ "ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বাল-প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে॥"—
কঠোপনিষৎ।

অর্থাৎ যে সকল মনুষ্য, বালক—অবিবেকী, যাহারা প্রমাদী—পুত্রপশ্বাদি প্রয়োজনাসক্তচিত্ত, যাহারা বিত্তমোহমুগ্ধ, তাহারা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ ইহলোকই সত্য, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই, পরলোক কবিকল্পনা মাত্র, এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া জীবন যাপন করে। এই দুর্ভাগ্য মনুষ্যবৃন্দ চিরকাল অসার সংসার মায়ায় আবদ্ধ থাকে, পুনঃ পুনঃ আমার (নচিকেতার প্রতি যমের উপদেশ) করাল শাসনের বশবর্ত্তী হয়, অবিরাম ভবসাগরে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হয়, পুনঃ পুনঃ অশেষ যাতনা ভোগ করে।

২ ইহ খলু পুরুষেণানুপহতসত্ত্ববুদ্ধিপৌরুষপরাক্রমেণ হিতমিহ চামুষ্মিংশ্চ লোকে সমনুপশ্যতা তিস্র এষণাঃ পর্য্যেষ্টব্যা ভবন্তি। তদ্যথা। প্রাণৈষণা ধনৈষণা পরলোকৈষণেতি। আসান্তু স্বল্বেষণানাং প্রাণৈষণাং তাবৎ পূর্ব্বতরমাপদ্যেত্। কস্মাৎ প্রাণত্যাগে হি সর্ব্বত্যাগঃ। তস্যানুপালনং স্বস্থস্য স্বস্থবৃত্তিরাতুরস্য বিকারপ্রশমনেহপ্রমাদস্তদুভয়মেতদুক্তং বক্ষ্যতে। • • • প্রাণেভ্যোহনন্তরং ধনমেবপর্য্যেষ্টব্যং ভবতি। • • • কৃষিপাশুপাল্যবাণিজ্যরাজোপসেবাদীনি। যানি চান্যান্যপি সতামবিগর্হিতানি কর্ম্মাণি বৃত্তিপুষ্টিকরাণি বিদ্যাত্ তান্যারভেত কর্ত্তুম্। • • • অথ তৃতীয়াং পরলোকৈষণামাপদ্যেৎ।"

চরকসংহিতা, সূত্রস্থান।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হউক, মানবোচিত জ্ঞানপিপাসা-শান্ত্যর্থ না হউক (বলা বাহুল্য, জ্ঞানের জন্য বিদ্যাভ্যাস করেন, এদেশে এই দুর্দ্দিনে এরূপ লোক অত্যল্প), বৃত্তির জন্য—দগ্ধ উদরের জ্বালা-নিবারণার্থ আমাদিগকে রাজ-ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। 'প্রাণৈষণা' ও 'ধনৈষণা' এই দুইটীই যখন সাধারণ মানবের 'এষণা', বিদ্যার জন্য বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন-বোধ' যখন আমাদের অন্তর্হিত হইয়াছে, তখন শাস্ত্রাধ্যয়নকে আমরা যে অকিঞ্চিৎকর কার্য্য মনে করিব, তাহাতে সন্দেহ কি? যাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন, যাঁহারা রাজভাষাভিজ্ঞ নহেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া যাঁহারা রাজার নিকট হইতে কোন উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাঁহাদের জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হয় না (অন্ততঃ অনেকেরই এইরূপ বিশ্বাস, নতুবা শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও স্ব স্ব বংশধরদিগকে শাস্ত্রাধ্যয়ন না করাইয়া, ইংরাজী-বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবেন কেন?)। শুদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ, যথাসম্ভব স্বধর্ম্ম-পালনরত, সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের এদেশে বালক, যুবা, বৃদ্ধ, বণিতা, কাহারই সমীপে যে বিশেষ আদর নাই, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। এণ্ট্রান্স পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকও এক্ষণে শাস্ত্রপারদর্শী, শিখাসূত্রধারী, প্রবীণ ব্রাহ্মণকে অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া উপেক্ষা করিতে কুণ্ঠিত বা ভীত হয় না।

শাস্ত্রাধ্যয়নদ্বারা বর্ত্তমান সময়ে লোকের ঐহিক এষণা চরিতার্থ হয় না, সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না, যশঃ মানও পাওয়া যায় না, সুতরাং শাস্ত্রাধ্যয়নরতি যে এক্ষণে মন্দীভূত হইবে, তাহা অসম্ভব নহে। যদি আমাদের রাজার বিদ্যানুরাগ, তাদৃশ প্রবল না হইত, তাহা হইলে, বোধ হয়, এদেশে এতদিনে সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা একেবারে বিরত হইত। শাস্ত্রচর্চ্চা যথাযথভাবে নিষ্পন্ন হয় না, উপযুক্ত আচার্য্য বিরল হইয়াছেন, অধিকাংশ শাস্ত্রও বিলুপ্ত বা বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ভারতবর্ষ উন্নতি-সোপানের কোন্ পংক্তিতে আরূঢ় হইয়াছিল, এক্ষণে নিশ্চয়পূর্ব্বক তাহা বলা, শাস্ত্রে কি আছে, কি নাই, নিঃসন্দিগ্ধরূপে তন্নির্ণয় করা, দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবৃন্দের রচিত গ্রন্থ অধ্যয়নপূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে, সকৌতুহলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বা অবধীরণোদ্দেশ্যে, যাঁহারা 'শাস্ত্রে কি এসকল কথা আছে ?' এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন, আমরা তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, শাস্ত্র বলিতে তাঁহারা কি বুঝিয়া থাকেন ? শাস্ত্রের সীমা তাঁহারা কিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ? বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ে যে কতিপয় শাস্ত্রের পঠন পাঠন প্রচলিত আছে, তৎসমুদায় শাস্ত্রবারিধির বিন্দুপরিমাণও নহে। শাস্ত্রপাঠ করিয়া বিদিত হইয়াছি, পাঠকেরও সম্ভবতঃ ইহা অশ্রুতপূর্ব কথা নহে, যে বেদই অন্যান্য শাস্ত্রের উৎপত্তিস্থান, নিখিল বিদ্যাই বেদপাদসম্ভূত। দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ সেই বেদেরই চরণসেবা করে না। সঙ্কিপ্ত লৌকিক ব্যাকরণ, সাহিত্য, নব্য ন্যায়, দুই একটী দর্শন, স্মৃতিশাস্ত্র (বিশেষতঃ নব্য), পুরাণেতিহাসের কিয়দংশ, ফলিত জ্যোতিষের ভগ্নাংশ, তন্ত্রশাস্ত্রের কিয়দংশ, আয়ুর্বেবদের কিয়দংশ, বঙ্গদেশে প্রধানতঃ এই সকল শাস্ত্রের পঠন-পাঠন হইয়া থাকে। কাশীধাম বা দক্ষিণদেশে বেদের কিছু কিছু চর্চ্চা আছে সত্য, কিন্তু শাস্ত্র যে রীত্যনুসারে বেদাধ্যয়ন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তত্তৎস্থানেও ইদানীং তদ্রীত্যনুসারে বেদাধ্যয়ন হয় না, সুতরাং কি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলস্থ বেদাধ্যায়ী, কি দক্ষিণদেশবাসী বেদপাঠী, কেহই বেদপাঠের প্রকৃতফললাভে ক্ষমবান্ হয়েন না।

বেদের স্থূলরূপও বিলুপ্তপ্রায়।

'বেদের স্থূলরূপও বিলুপ্তপ্রায়' এতচ্ছ্রবণে পাঠকের নিশ্চয়ই জিজ্ঞাস্য হইবে, বেদের আবারস্থূল-সূক্ষ্মরূপ' কি ? অতএব বেদের 'স্থূলস্বরূপ' বলিতে আমরা কি লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা অগ্রে জানাইতেছি। উপক্রমণিকার ১৬৫ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে। চন্দ্র-তারকবৎ প্রবাহরূপে নিত্য বাক্‌সমাম্নায়ই 'বেদ বা ব্রহ্ম'। বিশ্বজগৎ শব্দ-ব্রহ্মেরই পরিণাম, অনাদিনিধন শব্দ-ব্রহ্মই জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

"চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহাত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ॥"—
ঋগ্বেদসংহিতা ২।৩।২২।

অর্থাৎ পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, শব্দের এই চতুর্বিবধ অবস্থা —চতুর্বিবধ পর্ব্বা তুরীয়-বা-বৈখরী বাক্‌ই মনুষ্যলোকে পরিচিত ; শব্দের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অপর অবস্থাত্রয় গুহা-নিহিত, ইহারা সাধারণ মনুষ্যবৃন্দের অজ্ঞেয়, ইহারা যোগনেত্র-দ্রষ্টব্য। বৈখরী বাক্ই, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-নিখিলবিশ্বরূপ, ইহাই বিরাট্[১] (The whole kosmos in its objective form)। শব্দ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহাতে বৈখরী বাক্ই 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিখিল বিশ্বরূপ'—'ইহাই বিরাট্,' এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্যোপলব্ধি সুখসাধ্য হইবে না। শব্দ ঘাত-প্রতীঘাত জনিত, বায়ুকর্তৃক আনীত, শ্রোত্রেন্দ্রিয়গৃহীত মন-দ্বারা উপলব্ধ আন্দোলায়িত-গতি-বা-তরঙ্গবিশেষ, বিজ্ঞানে (Science) শব্দের স্বরূপ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং, বৈখরী শব্দই বিশ্বরূপ—বিরাট্ (The whole kosmos in its objective form), তাহা বুঝিব কিরূপে?

'বৈখরী বাক্ই বিশ্বরূপ' এই শাস্ত্রীয় উপদেশ শ্রবণানন্তর যাঁহারা এইরূপ প্রশ্ন করিবেন, আমরা তাঁহাদিগকে প্রত্যুত্তরে বলিতে চাই, আপনারা বিজ্ঞান (Science) পাঠ করিয়া, দর্শনের উপদেশ শ্রবণ করিয়া, স্বীয় যুক্তি-বিচারের আশ্রয় লইয়া, বিশ্বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের স্বরূপ যেরূপে নিরূপণ করিয়াছেন, আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক অগ্রে তাহা বুঝাইয়া দিন, পরে আমরা বৈখরী বাক্ই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিখিলবিশ্বরূপ' এই অমূল্যশাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব, ইহা যে বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ অজ্ঞোচিত কথা নহে, তৎপ্রতিপাদনার্থ যত্ন করিব। বৈজ্ঞানিক হউন, দার্শনিক হউন (পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিক-দার্শনিককেই লক্ষ্য করিয়াছি), এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া, পরমাণু (Atom), শক্তি (Force), গতি (Motion), আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ (Attraction and repulsion), স্থূলাকাশ (*Ether*), ভূত, ভৌতিকশক্তি (Matter,

---

১ "তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।"—

পুরুষ সূক্ত।

অর্থাৎ সর্ববেদান্তবেদ্য পুরুষ বা পরমাত্মা স্বকীয় মায়াদ্বারা বিরাড্দেহ—ব্রহ্মাণ্ডরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহাতে প্রবেশপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী দেবতাত্মা জীব হইয়াছেন। 'বিবিধানি রাজন্তে বস্তূন্যত্রেতি বিরাট্।'—(সায়ণভাষ্য)। বিপূর্ব্বক 'রাজ্' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিয়া 'বিরাট্' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। বিবিধ বস্তু যাহাতে বিরাজ করে, তাহা বিরাট।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Energy), তাপ (Heat), তড়িৎ (Electricity), আলোক (Light), বিকিরণ (Radiation), পরিশোষণ (Absorption), প্রতিফলন, প্রতিভঙ্গ (Reflection, Refraction), ধ্রুবাভিসারণ (Polarization), অব্যপদেশ্য বা সঞ্চয়ি-ধর্ম, উদিত বা ক্রিয়মাণ ধর্ম (Potential and kinetic energy), নপুংসকত্ব ১ শক্তিসংরক্ষা (Conserva-

১ 'Conservation of Energy' এই সংজ্ঞার অনুবাদ করিবার সময়ে 'নপুংসকত্ব' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি। নপুংসকত্বের এইরূপ প্রয়োগ বঙ্গভাষায় নূতন বলিতে হইবে। আমরা যে প্রমাণানুসারে 'Conservation of Energy' এই সংজ্ঞার অনুবাদ করিতে যাইয়া, নপুংসকত্ব শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, পাঠককে তাহা জানাইতেছি। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও নপুংসকলিঙ্গ এই লিঙ্গত্রয়ের স্বরূপ—নির্দ্দেশাবসরে বলিয়াছেন,—

"যাবদনেন বর্দ্ধিতব্যমপায়েন বা যুজ্যতে। তচ্চোভয়ং সর্ব্বত্র'। ॰ ॰ ॰ ॰ সংস্ত্যানবিবক্ষায়াং স্ত্রী। প্রসবস্থিবিক্ষায়াং পুমান্। উভয়বিবক্ষায়াং নপুংসকম্।"

—মহাভাষ্য।

পূজ্যপাদ কৈয়ট ইহার টীকা করিবার সময় বলিয়াছেন—"আবির্ভাবতিরোভাবান্তরালাবস্থা স্থিতিরুচ্যতে সা চ নপুংসকত্বেন ব্যবস্থাপ্যতে।"—

মহাভাষ্যপ্রদীপ।

অর্থাৎ আবির্ভাব-তিরোভাবের অন্তরালাবস্থাকে 'স্থিতি' বলে, এই স্থিতিই 'নপুংসকত্ব'। শক্তির বস্তুতঃ ক্ষয়-বৃদ্ধি হয় না, 'Conservation of Energy' এই শব্দ. বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই অর্থ বিজ্ঞাপনের জন্যই ব্যবহার করিয়া থাকেন। পণ্ডিত Helmholtz বলিয়াছেন—

"The law in question asserts, that the quantity of force which can be brought into action in the whole of nature is unchangeable and neither be increased nor diminished."—

Popular Lectures in Scientific Subjects, Vol. I. P. 280.

বিশ্বের নপুংসকত্বই—স্থিতি বা শক্তির রক্ষা। পূজ্যপাদ ভর্তৃহরির উপদেশে 'প্রবৃত্তি' মাত্রেই 'আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি' এই ত্রিবিধাত্মিকা। আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি, প্রবৃত্তি শব্দ এই ত্রিবিধ ভাববিকারের সামান্য সংজ্ঞা। এতদ্দ্বারা শক্তির যে বস্তুতঃ হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, তাহাই সূচিত হইয়াছে। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব এইজন্য বলিয়াছেন—

"প্রবৃত্তিঃ খল্বপি নিত্যা।"—

মহাভাষ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

tion of Energy), মন Mind), মনোবৃত্তি (Consciousness), দুর্ভেদ্যরহস্য (Mystery), পুনঃ পুনঃ ইত্যাদি কতিপয় শব্দ উচ্চারণ করিবেন মাত্র। শাস্ত্রসর্বদর্শী, শাস্ত্রস্বল্প-ও-সার-ভাষী; তাই তিনি বলিয়াছেন, স্থূল সূক্ষ্ম সর্বপ্রকার পদার্থ, চৈতন্যাধিষ্ঠিত ভেদ-সংসর্গ-বৃত্তিক শক্তি, মায়া বা পরমাণুর পরিণাম, শব্দব্রহ্মের বিবর্ত্ত। শব্দ পরমাণু, শব্দ ত্রিগুণ' শব্দ শক্তি, শব্দ শক্তিমান্, শব্দ জড়, শব্দ চৈতন্য, শব্দ নিত্য, শব্দ কার্য। অতএব প্রব্যক্ত শক্তিই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বরূপ, এতদ্বাক্যের সহিত বৈখরী-বা-প্রব্যক্ত বাক্ই 'জগৎ' ইহার কোন পার্থক্য নাই।১

---

১ "শব্দস্য পরিনামোঽয়মিত্যাম্নায়বিদো বিদুঃ।
ছন্দোভ্য এব প্রথমমেতদ্বিশ্বং ব্যবর্ত্তত॥"

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ মৃদ্ধর্ম্মসমন্বয়-নিবন্ধন যেরূপ ঘটকে মৃদ্বিবর্ত্ত বলা হয়, সেইরূপ সম্ভৃত-ভোগ্য-ভোক্তৃ-শক্তি-শব্দমাত্র-সমন্বয়বশতঃ বিশ্বকে শব্দ-বিবর্ত্ত বলা হইয়া থাকে। বাগেবার্থং পশ্যতি বাগব্রবীতি, বাগেচার্থং সন্নিহিতং সন্তনীতি। বাচৈব বিশ্বং বহুরূপং নিবদ্ধং তদেতদেকং প্রবিভজ্যোপভুঙ্‌ক্তে॥ শব্দ হইতে বিশ্বজগৎ বিবর্ত্তিত হইয়াছে, একথা যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত, জগদ্বিখ্যাতা বিদুষীকুলললামভূতা পূতচিত্তা, ইউরোপীয়ললনা ম্যাডাম্ H. P. Blavatsky ও Annie Besant তাহা স্বীকার করিয়াছেন, এবং কেবল স্বীকার নহে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিদ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন, ইহা অমূল্য উপদেশ। সৃষ্টিরহস্য উদ্ভেদ করিতে যাইয়া, বিশ্বরূপের স্বরূপ নির্ণয়ার্থ প্রবৃত্ত হইয়া স্থূলদর্শী বিজ্ঞান প্রকারান্তরে এই অমূল্য তথ্যেরই বিকৃত প্রতিধ্বনি করিয়াছে।

Annie Besant বলিয়াছেন—"And here indeed may we bring together ancient and modern thought ; Sabda Brahman is the force that builds the kosmos, but it is also the force by which a yogi brings about all the powers within himself ; and so, as I say, taking our Western Science, we can now bring. in support of this form-building power of sound, a number of what are called facts which to some persons are more convincing than

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেদের স্থূলরূপ বলিতে আমরা বেদের বৈখরী অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াছি। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, জগৎ-কারণ 'ব্রহ্ম' স্বীয় মায়াদ্বারা

---

those deeper realities of which the fact is only the phenomenal expression. These facts which modern science has gathered with respect to sound, are valuable to us, not as teaching us — they ought not to have anything to teach us — but as enabling us to convince others who have not understood the value of the scriptures, though the scriptures give the essence of which science only gives the outer manifestation."—

The Building of the Kosmos, P. 17-18.

Blavatsky বলিয়াছেন—"The explanation I am going to give you will appear thoroughly mystical, but if mystical, it has a tremendous significance when properly understood. Our old writers said (কথাটী আমাদের কর্ণে ভাল লাগে না), that *Vach* is of four kinds. Every kind of *Vaikhari Vach* exists in its *Madhyami*, further in its *Pasyanti*, and ultimately in its *Para* form. The reason why this Pranava (প্রণব) is called *Vach* is this, that the four principles of the great kosmos correspond to those four forms of *Vach*. Now the whole manifested solar system exists in its Sukshma form in the light or energy of the logos, because its energy is caught up and transferred to Kosmic matter. o o o The whole kosmos in its objective form is *Vaikhari Vach*, the light of the Logos is the *Madhyama form*, and the Logos itself the *Pasyanti* form, and Parabrahma the *Para* form or aspect of that *Vach*."—

The Secret Doctrine, Vol. I. P. 138.

বৈখরী শব্দের স্বরূপ—'যস্যাঃ শ্রোত্রবিষয়ত্বেন প্রতিনিয়তং শ্রুতিরূপং সা বৈখরী শ্লিষ্ট-ব্যক্ত-বর্ণ-সমুচ্চারণ প্রসিদ্ধ সাধুভাবা ভ্রষ্টসংস্কারা চ দুন্দভিবেণুবীনাদি-শব্দরূপা চেত্যপরিমিতভেদা।'

বাক্যপদীয়-টীকা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

যতসংখ্যায়—যাবৎপরিমাণে, যতরূপে বিভক্ত হইয়া, বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন, পদ-বা-শব্দের সংখ্যাও ঠিক তত। এক একটি বৈখরী বাক্‌ই, এক একটি ব্যক্ত শব্দই, এক একটি ভাববিকার। ভাববিকার, অনন্ত, শব্দ-বা-বেদও সুতরাং, অনন্ত। ইন্দ্র মহর্ষি ভরদ্বাজকে, আমি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিব' মহর্ষি ভরদ্বাজের এইরূপ সঙ্কল্প সিদ্ধ হওয়া হে সম্ভব নহে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত অবিজ্ঞাত—অদৃষ্টপূর্ব তিনটি পর্ব্বত সৃষ্টি, ও প্রত্যেক পর্বত হইতে এক এক মুষ্টি পাংশু গ্রহণপূর্বক মহর্ষি ভরদ্বাজকে বলিয়াছিলেন,—

"বেদা বা এতে অনন্তা বৈ বেদাঃ।"

তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ৩।১০।১১।

অর্থাৎ, ভরদ্বাজ! ইহারা তিনটি বেদ; ভরদ্বাজ! বেদ অনন্ত, সমগ্র বেদ পাঠ করিব, এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। এ সকল শ্রুতিবচন হইলেও, এক্ষণে ইহাদের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা হইবে না। না হউক, বেদের স্থূলরূপ ১ বিলুপ্তপ্রায়, অন্যরূপেও তাহা সপ্রমাণ হয়। 'বেদ

অর্থাৎ, বৈখারী শব্দ শ্রুতিবিষয় বলিয়া—ইন্দ্রিয়গ্যাহ্য স্থূলরূপ বলিয়া প্রতিক্ষণ ইন্দ্রিয়দ্বারে সমুপস্থিত হয়। ইহা শ্লিষ্ট—পরস্পর আলিঙ্গিত, ব্যক্ত-বর্ণরূপা, অপ্রাপ্ত-সাধুভাষা—ভ্রষ্টসংস্কারা এবং ইহা দুন্দুভিবেণুবীণাদি-শব্দরূপা, অপরিমিত ভেদা।

মধ্যমার স্বরূপ—"মধ্যমা ত্বন্তঃ সন্নিবেশিনী পরিগৃহীতক্রমেব বুদ্ধিমাত্রোপাদানা সূক্ষ্মা, প্রানবৃত্ত্যনুগাতা প্রতিসংহৃতক্রমা সত্যপ্যভেদে সমাবিষ্টক্রমশক্তিঃ।"

অর্থাৎ, মধ্যমা বাক্ অন্তঃসন্নিবেশিনী, পরিগৃহীতক্রমা, বুদ্ধিমাত্রোপাদানা, সূক্ষ্মা, প্রাণবৃত্ত্যানুগতা, প্রতিসংহৃতক্রমা এবং স্বরূপতঃ অভিন্ন হইয়াও সমাবিষ্ট-ক্রম-শক্তি।

পশ্যন্তীর স্বরূপ—"পশ্যন্তী তু সা চলাচলপ্রতিবদ্ধসমাধানা, সন্নিবিষ্টজ্ঞেয়াকারা, প্রতিলীনাকারা নিরাকারা চ, পরিচ্ছিন্নার্থ প্রত্যবভাসা, সংসৃষ্টার্থপ্রত্যবভাসা চ পশান্তসর্ব্বার্থ প্রত্যবভাসা চেত্যপরিমিতভেদা

যথাস্থানে এ সকল কথা বিস্তারপূর্ব্বক ব্যাখ্যাত হইবে।

১ মধ্যাকর্ষণ (Gravitation) আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বেও, মধ্যকর্ষণ নামক পদার্থের অস্তিত্ব মানবের জ্ঞানগোচর হইবার অগ্রেও, ইহার অস্তিত্ব ছিল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনন্ত,' 'বেদ ও ব্রহ্ম একপদার্থ,' এ কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ না হইতে পারে, কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা বেদের যে রূপ দেখিতে পাই, তাহা যে ইহার পূর্ণরূপ নহে, বেদ যে ইহা হইতে অনেক বৃহৎ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। শুক্লযজুর্ব্বেদের যে অংশ আমরা দেখিতে পাই, মহর্ষি কাত্যায়ন বলিয়াছেন, তাহা বাজসনেয়ক-সংজ্ঞ-ভেদের মাধ্যন্দিনীয়াখ্য-শাখা-মাধ্যন্দিনীয়-সংজ্ঞক অবান্তরভেদ। যজুর্বেদ প্রধানতঃ ষড়শীতিভেদাত্মক। বাজসনেয়ক তন্মধ্যে একতম। বাজসনেয়কসংজ্ঞ ভেদেরও পঞ্চদশ শাখা বা অবান্তর ভেদ আছে। মাধ্যন্দিনীয় শাখা তাহাদের মধ্যে একটি। শুক্ল যজুর্বেদের কেবল এই শাখাটি আমরা এক্ষণে দেখিতে পাই। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, একশত অধ্বর্য্যুশাখা, সহস্রবর্ত্মা সামবেদ, একবিংশতিধা ঋগ্বেদ, নবধা আথর্ব্বণ বেদ। চরণ্যব্যূহ-পাঠেও বিদিত হওয়া যায় যে, যজুর্বেদের ষড়শীতি ভেদ আছে। অতএব বেদের স্থূলরূপও যে বিলুপ্ত-

---

"অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্ম্মনাম।"—

পাং দং কৈবল্যপাদ ১২ সূ।

অর্থাৎ, যাহাকে আমরা অতীত ও অনাগত বলি, তাহা স্বরূপতঃ সৎ, বস্তুর স্বরূপ নিত্য বিদ্যমান। যাহা সৎ, তাহার কখন একেবারে অভাব হয় না, এবং যাহা অত্যন্ত অসৎ, কোন কালেই তাহার উৎপত্তি হয় না। ঘটনামক বস্তুর ঘটাকার ধর্ম, অতীতপথে প্রবিষ্ট হইলে, 'ঘট নাই,' ভবিষ্যৎপথে থাকিলে, 'ঘট হইবে বা হইতেছে,' এবং বর্ত্তমানপথে থাকিলে, 'ঘট আছে,' এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, ধর্ম্মের বা অবস্থার পরিবর্তন-বিশেষই উৎপত্তি, পরিবর্ত্তন বিশেষই স্থিতি, এবং পরিবর্ত্তন বিশেষই লয় বা বিনাশ। ভাবপদার্থমাত্রেই ব্যক্ত সূক্ষ্ম ও গুণাত্মক, অর্থাৎ ভাবপদার্থমাত্রেই সূক্ষ্ম-বা-অব্যক্তাবস্থা হইতে স্থূল-বা-ব্যক্তাবস্থায় ও ব্যক্ত-বা-স্থূলাবস্থা হইতে পুনরপি সূক্ষ্ম-বা-অব্যক্তাবস্থায় গমনাগমন করে, এবং সকল পদার্থই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণপরিণাম, এই ত্রিগুণস্বভাব। বেদের স্থূলরূপ অন্তর্হিত হইলেও, ইহার সূক্ষ্মরূপ—সুক্ষ্মাবস্থা কখন বিনষ্ট হইবে না। বেদের স্থূলরূপ, মানবের অদৃশ্য হইলেও, ইহা বস্তুতঃ প্রধ্বস্ত হয় না। 'বেদের স্থূলরূপ' বলিবার ইহাও অন্ত উদ্দেশ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রায়, তাহাতে সন্দেহ কি ? ১

"তত্র বেদানামুপবেদা ভবন্তি। ঋগ্বেদস্যায়ুর্বেদ উপবেদো যজুর্বেদস্য ধনুর্বেদ উপবেদঃ সামবেদস্য গান্ধর্ববেদ উপবেদোহথর্ববেদস্য শস্ত্রশাস্ত্রাণি ভবন্তি।"

চরণব্যূহ।

অর্থাৎ প্রত্যেক বেদের এক একটি উপবেদ (Knowledge subordinate to the Vedas) আছে। আয়ুর্বেদ (Medicine) ঋগ্বেদের (সুশ্রুতসংহিতা মতে আয়ুর্বেদ অথর্ববেদের উপাঙ্গ ২), ধনুর্বেদ (Military Science) যজুর্বেদের, গান্ধর্ববেদ (Music) সামবেদের, এবং শস্ত্র-শাস্ত্র—যন্ত্রশিল্পবিদ্যা (Mechanics) অথর্ববেদের উপবেদ।

উপবেদও বিলুপ্তপ্রায়।

"ইহ খল্বায়ুর্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্যানুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ

---

১ "মাধ্যন্দিনীয়ে বাজসনেয়কে যজুর্ব্বেদাম্নায়ে।"

শুক্লযজুঃসর্ব্বানুক্রমসূত্র।

যাজ্ঞিকবর, পূজ্যপাদ অনন্তদেব ইহার ভাষ্য করিবার সময় বলিয়াছেন—

"তত্র যজুর্ব্বেদস্য ষড়শীতিভেদাত্মকত্বান্ন জ্ঞায়তে কস্মিন্ যজুর্ব্বেদাম্নায় ইত্যতস্তং বিশেষয়তি। বাজসনেয়কে ইতি। বাজসনেয়কে যজুর্ব্বেদাম্নায়স্যাপি পঞ্চদশ-ভেদাত্মকত্বান্ন জ্ঞায়তে কস্মিন্ বাজসনেয়কে পুনরপি তং বিশেষয়তি মাধ্যন্দিনীয় ইতি বাজসনেয়াবান্তরভেদে মাধ্যন্দিনীয়সংজ্ঞে যজুর্ব্বেদাম্নায়ে ইত্যর্থঃ।"

"যজুর্ব্বেদস্য ষড়শীতিভেদা ভবন্তি।"

চরণব্যূহ।

"একশতমধ্বর্য্যুশাখাঃ সহস্রবর্ত্মা সামবেদঃ একবিংশতিধা বাহ্বৃচ্যং নবধাথর্ব্বণো বেদঃ।"

মহাভাষ্য।

২ চরণব্যূহতে, আয়ুর্বেদ ঋগ্বেদের উপবেদ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে, কিন্তু সুশ্রুতসংহিতা ইহাকে অথর্ববেদের উপাঙ্গ বলিতেছেন কেন?

বিশ্বামিত্রতনয় পূজ্যপাদ মহর্ষি সুশ্রুত, ভগবান্ ধন্বন্তরির শিষ্য। ভগবান্ ধন্বন্তরি শল্যতন্ত্রেরই (surgery) প্রধানতঃ উপদেষ্টা। শল্যতন্ত্র, অথর্ববেদের উপাঙ্গ হওয়াই সম্ভব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্লোকশতসহস্রমধ্যায়সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভূঃ। ততোহল্পায়ুষ্ট্বমল্পমেধস্ত্বঞ্চাবলোক্য নরাণাং ভূয়োহষ্টধা প্রণীতবান্।"[1]

সুশ্রুতসংহিতা।

আয়ুর্ব্বেদ একটি উপবেদ। সুশ্রুতসংহিতা-পাঠে অবগত হওয়া যায়, স্বয়ম্ভূ, প্রজাসৃষ্টি করিবার পূর্ব্বেই সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত, লক্ষ-শ্লোকাত্মক আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে মানবগণকে অল্পায়ু ও অল্পমেধাবী নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাদের অধ্যয়ন-সৌকর্য্যার্থে তিনি উহাকে শল্যতন্ত্র, শালাক্যতন্ত্র, কায়চিকিৎসা, ভূত-

১ বঙ্গদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ৺ রামদাস সেন তাঁহার 'ঐতিহাসিক' রহস্য নামক গ্রন্থে 'বেদ অপৌরুষেয়, এই কুসংস্কার অপনোদনার্থ, এবম্প্রকার অজ্ঞোচিত ভ্রম-নিরসনের জন্য বলিয়াছেন—"ইহাতেও যদি কুসংস্কার অপগত ও ভ্রমবিনাশ না হয়, তবে অতিপ্রাচীন বিজ্ঞানবেত্তা এক মনিকে এস্থলে উপনীত করিতেছি, তিনিই তোমাদিগের বেদের পৌরুষেয়ত্বঘটিত সংশয় দূর করিবেন, তিনিই আমাদের কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। তিনি কে? মহামুনি সুশ্রুত। যথা,—

"ঋষিবচনাচ্চ। ঋষিবচনং হি বেদঃ।"—

সুশ্রুতমুনি স্পষ্টাক্ষরে ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন যে, 'ঋষিবচনং বেদঃ' বেদ ঋষিবাক্য, সুতরাং, তাহা মান্য করিতে হইবেক, যদি মুনিরাই বলিতে পারিতেন যে 'বেদ ঋষিবাক্য', তখন আর আমরা বলিব না কেন?"

'বেদ ও বেদ্য'-শীর্ষক প্রস্তাবে এ সকল কথার সমালোচনা করা হইবে। দুঃখিতহৃদয়ে এই স্থলে এইমাত্র বলিতেছি, রাগ দ্বেষবশগ হৃদয় সর্ব্বথা সত্যকথা বলিতে পারে না। প্রবন্ধলেখক সুশ্রুতসংহিতার প্রথম পৃষ্ঠাও কি অধ্যয়ন করেন নাই? বিজ্ঞানবেত্তা সুশ্রুত মুনি এইরূপ কথা বলিয়াছেন কি না, তাহা আমরা অধুনা নিশ্চয়পূর্ব্বক বলিতে পারিতেছি না। যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে বলিতে পারি, সুশ্রুতমুনি ৺রামদাস বাবু কর্ত্তৃক গৃহীত অর্থে উক্ত বচন ব্যবহার করেন নাই। আর এক কথা, বেদকে 'ঋষিবচন' বলিলেও ইহার ঋষি প্রণীতত্ত্ব প্রতিপন্ন হয় না। ঋষি শব্দের অর্থ চিন্তনীয়। মহর্ষি কাত্যায়ন বলিয়াছেন,—

"দ্রষ্টার ঋষয়ঃ স্মর্ত্তারঃ পরমেষ্ঠ্যাদয়ঃ।"—

শুক্লযজুঃসর্ব্বানুক্রমসূত্র।

অর্থাৎ, ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা, ব্রহ্মাদি মন্ত্রস্মর্ত্তা। ইহাদের কেহই মন্ত্রকর্ত্তা নহেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়ণতন্ত্র এবং বাজীকরণতন্ত্র, এই অষ্টভাগে বিভক্ত করিয়া প্রণয়ন করেন। স্বয়ম্ভূ প্রণীত 'আয়ুর্ব্বেদ' এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

অধিক কি, আয়ুর্ব্বেদসংজ্ঞক গ্রন্থের অস্তিত্বেও এদেশের লোকের সন্দেহ জন্মিয়াছে। একজন আয়ুর্বেদবৃত্তি শিক্ষিতব্যক্তি, কোন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা মাসিক পত্রে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, আয়ুর্বেদনামক গ্রন্থ বস্তুতঃ বিদ্যমান ছিল, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। একজন আয়ুর্বেদ বৃত্তি, কৃতবিদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ব্যক্তির এইরূপ কথা শুনিয়া আয়ুর্ব্বেদ-নামধেয় গ্রন্থের অস্তিত্বে অন্যের সন্দেহ জন্মিবে, তাহা অসম্ভব নহে। ইঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আয়ুর্বেদের অস্তিত্বে আমাদের সন্দেহ জন্মায় নাই, কারণ এতদ্দেশীয় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের কথার যে কোন সার আছে, আমরা তাহা বিশ্বাস করি না; এতদ্দেশীয় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী-দিগের বিন্দুমাত্র স্বাধীনচিন্তাশীলতা নাই, ইঁহারা ইয়ুরোপীয় প্রত্ন-তত্ত্বানুসন্ধায়ীগণের ধ্বনির প্রতিধ্বনি করেন মাত্র; ইঁহারা যাঁহাদের ধ্বনির প্রতিধ্বনি করেন, আমরা তাঁহাদিগকেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না। উক্ত প্রবন্ধ পাঠপূর্ব্বক, আয়ুর্বেদের অস্তিত্বে সন্দেহ না জন্মিলেও এইরূপ যুক্তিহীন অসার প্রবন্ধের অপকারিতা চিন্তা করিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া-ছিলাম। ভগবৎকৃপায় চিকিৎসাশাস্ত্রপারদর্শী, ন্যায়বান্, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত J. F. Royle M. D. মহোদয়-বিরচিত গভীর-গবেষণা-পরিপূর্ণ 'Antiquity of Hindu Medicine' নামক অমূল্য গ্রন্থখানি হস্তগত হওয়াতে সকল ক্ষোভ বিনিবৃত্ত হইয়াছে। পণ্ডিত Royle বলিয়াছেন ;—

"Sir W. Jones, in referring to this work, says, that the 'Ayurveda' supposed to be the work of a celestial physician, is almost entirely lost:" "but I have myself met with curious fragments of that primeval work."

Antiquity of Hindu *Medicine,* P. *150-151*

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ, স্যার উইলিয়ম্ জোন্স উক্ত গ্রন্থকে লক্ষ্যপূর্বক বলিয়াছেন, দিব্য-চিকিৎসক-বিরচিত 'আয়ুর্বেদ' নামক গ্রন্থ প্রায় সমুদায় বিনষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু উক্ত মুল আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থের কৌতূহলোদ্দীপক কিয়দংশ আমার নয়নপথের বিষয় হইয়াছিল।

স্বয়ম্ভূপ্রণীত আয়ুর্বেদের কথা দূরে থাকুক, অপেক্ষাকৃত আধুনিক অসংখ্যেয় আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থের নাম শাস্ত্রে দেখিতে পাই, কিন্তু তাহাদের স্বপদর্শন ভাগ্যে ঘটে নাই। ডাক্তার 'Wise' তাঁহার 'History of Medicine' নামক গ্রন্থে সুশ্রুতের সতীর্থ ঔপধেনব ও ঔরভ্র-প্রণীত শল্যতন্ত্র-(System af Surgery)-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের নাম করিয়াছেন। ডাক্তার 'Wise' বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত উক্ত গ্রন্থদ্বয় দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অদ্যাপি উহারা আমাদের নয়নগোচর হয় নাই।১ শুনিয়াছি যোগসূত্র-প্রণেতা ভগবান্ পতঞ্জলি-দেবকৃত চিকিৎসা-গ্রন্থ আছে; নাগেশভট্ট প্রণীত মঞ্জুষা-নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, চরকসংহিতা ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের প্রণীত। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ লিখিবার সময়ে আমরা এই সকল বিষয়ের যথাশক্তি আলোচনা করিব। মহর্ষি ভৃগু ধনুর্বেদের, ভরতমুনি গান্ধর্ববেদের, এবং বৃহস্পতি অর্থশাস্ত্রের উপদেষ্টা। ধনুর্ব্বেদ দেখি নাই, ভরতমুনি বিরচিত গান্ধর্ব্ববেদও দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। সংস্কৃতভাষায় লিখিত কতিপয় সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহাদের পঠন পাঠন হয় না। অতএব উপবেদও বিলুপ্তপ্রায়।

বেদের অঙ্গোপাঙ্গ।

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ এই ছয়টী বেদের

---

১ "The following is a list of the principal medical works which are now found in Hindoostan and were compiled after the great works of Charaka and Susruta. They are arranged in the probable order in which they were prepared :—Aupadhenava and Aurabhra wrote systems cf Surgery."—

History of medicine, Vol. 1. by T. A. Wise, M. D., P. 55.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অঙ্গ এবং ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, মীমাংসা ও ন্যায়, ইহারা উপাঙ্গ। ১ বেদের অঙ্গ-ও-উপাঙ্গের অনেক লোপ হইয়াছে। বেদাঙ্গের মধ্যে জ্যোতিষ-শাস্ত্রকেই আমরা এস্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপে গ্রহণ করিলাম। জ্যোতিষ ফলিত-ও-গণিত-ভেদে দ্বিবিধ।

"জ্যোতিষং গণিতশাস্ত্রমিতি সুভূতিঃ।"—

উণাদিবৃত্তি।

অর্থাৎ 'সুভূতি' জ্যোতিষকে গণিতশাস্ত্র (Mathematics) বলিয়াছেন। ২ ঋষি প্রণীত জ্যোতিষশাস্ত্র বিলুপ্তপ্রায়। গণিতশাস্ত্র-সম্বন্ধে ভাস্করাচার্য্যবিরচিত লীলাবতী, বীজগণিত প্রভৃতি গ্রন্থই এক্ষণে আমাদের প্রধান আলম্বন হইয়াছে। অনেকের ধারণা, ভারতবর্ষে

---

১ বিষ্ণুপুরাণে চতুর্দ্দশ ও অষ্টাদশ বিদ্যা নিম্নলিখিতরূপে সংখ্যাত হইয়াছে—

অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ॥

এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে, বৃহস্পতি প্রণীত অর্থশাস্ত্রকে (politics) বিষ্ণুপুরাণ অথর্ববেদের উপবেদ বলিয়াছেন।

২ "দ্যুতেরিসিন্নাদেশ্চ জঃ।"—

উণাদিসূত্র।

অর্থাৎ, 'দ্যুত দীপ্তৌ' দীপ্ত্যর্থক এই 'দ্যুত' ধাতুর উত্তর 'ইসিন্' প্রত্যয় ও আদিতে জকারাদেশ হইয়া, 'জ্যোতিঃ' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। "জ্যোতিরধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থ ইত্যধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে—পা, ৪।৩।৮৭ ইত্যণ্" উণাদিসূত্র। অর্থাৎ, 'জ্যোতিষে অধিকারপূর্বক যে গ্রন্থ কৃত হইয়াছে,' এই অর্থে 'জ্যোতিঃ'-শব্দের উত্তর 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া 'জ্যোতিষ' এই পদের নিষ্পত্তি হইয়াছে।

"ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্॥"

পাণিনীয় শিক্ষা।

অর্থাৎ, 'ছন্দঃ' বেদের পাদদ্বয়, 'কল্প' হস্তদ্বয়, 'জ্যোতিষ' বেদের চক্ষুঃ, 'নিরুক্ত' শ্রোত্র, 'শিক্ষা' ঘ্রাণ, এবং 'ব্যাকরণ' ইহার মুখস্বরূপ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ, স্যার উইলিয়ম্ জোন্স উক্ত গ্রন্থকে লক্ষ্যপূর্বক বলিয়াছেন, দিব্য-চিকিৎসক-বিরচিত 'আয়ুর্বেদ' নামক গ্রন্থ প্রায় সমুদায় বিনষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু উক্ত মুল আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থের কৌতূহলোদ্দীপক কিয়দংশ আমার নয়নপথের বিষয় হইয়াছিল।

স্বয়ম্ভূপ্রণীত আয়ুর্বেদের কথা দূরে থাকুক, অপেক্ষাকৃত আধুনিক অসংখ্যেয় আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থের নাম শাস্ত্রে দেখিতে পাই, কিন্তু তাহাদের রূপদর্শন ভাগ্যে ঘটে নাই। ডাক্তার 'Wise' তাঁহার 'History of Medicine' নামক গ্রন্থে সুশ্রুতের সতীর্থ ঔপধেনব ও ঔরভ্র-প্রণীত শল্যতন্ত্র-(System af Surgery)-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের নাম করিয়াছেন। ডাক্তার 'Wise' বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত উক্ত গ্রন্থদ্বয় দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অদ্যাপি উহারা আমাদের নয়নগোচর হয় নাই।১ শুনিয়াছি যোগসূত্র-প্রণেতা ভগবান্ পতঞ্জলি-দেবকৃত চিকিৎসা-গ্রন্থ আছে ; নাগেশভট্ট প্রণীত মঞ্জুষা-নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, চরকসংহিতা ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের প্রণীত। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ লিখিবার সময়ে আমরা এই সকল বিষয়ের যথাশক্তি আলোচনা করিব। মহর্ষি ভৃগু ধনুর্বেদের, ভরতমুনি গান্ধর্ববেদের, এবং বৃহস্পতি অর্থশাস্ত্রের উপদেষ্টা। ধনুর্বেদ দেখি নাই, ভরতমুনি বিরচিত গান্ধর্ববেদও দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। সংস্কৃতভাষায় লিখিত কতিপয় সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহাদের পঠন পাঠন হয় না। অতএব উপবেদও বিলুপ্তপ্রায়।

বেদের অঙ্গোপাঙ্গ।

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ এই ছয়টী বেদের

---

১ "The following is a list of the principal medical works which are now found in Hindoostan and were compiled after the great works of Charaka and Susruta. They are arranged in the probable order in which they were prepared :—Aupadhenava and Aurabhra wrote systems of Surgery."—

History of medicine, Vol. 1. by T. A. Wise, M. D., P. 55.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অঙ্গ এবং ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, মীমাংসা ও ন্যায়, ইহারা উপাঙ্গ। ১ বেদের অঙ্গ-ও-উপাঙ্গের অনেক লোপ হইয়াছে। বেদাঙ্গের মধ্যে জ্যোতিষ-শাস্ত্রকেই আমরা এস্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপে গ্রহণ করিলাম। জ্যোতিষ ফলিত-ও-গণিত-ভেদে দ্বিবিধ।

"জ্যোতিষং গণিতশাস্ত্রমিতি সুভূতিঃ।"—

উণাদিবৃত্তি।

অর্থাৎ 'সুভূতি' জ্যোতিষকে গণিতশাস্ত্র (Mathematics) বলিয়াছেন। ২ ঋষি প্রণীত জ্যোতিষশাস্ত্র বিলুপ্তপ্রায়। গণিতশাস্ত্র-সম্বন্ধে ভাস্করাচার্য্যবিরচিত লীলাবতী, বীজগণিত প্রভৃতি গ্রন্থই এক্ষণে আমাদের প্রধান আলম্বন হইয়াছে। অনেকের ধারণা, ভারতবর্ষে

---

১ বিষ্ণুপুরাণে চতুর্দ্দশ ও অষ্টাদশ বিদ্যা নিম্নলিখিতরূপে সংখ্যাত হইয়াছে—

অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ শ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্ত বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ॥

এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে, বৃহস্পতি প্রণীত অর্থশাস্ত্রকে (politics) বিষ্ণুপুরাণ অথর্ববেদের উপবেদ বলিয়াছেন।

২ "দ্যুতেরিসিন্নাদেশ্চ জঃ।"—

উণাদিসূত্র।

অর্থাৎ, 'দ্যুত দীপ্তৌ' দীপ্ত্যর্থক এই 'দ্যুত' ধাতুর উত্তর 'ইসিন্' প্রত্যয় ও আদিতে জকারাদেশ হইয়া, 'জ্যোতিঃ' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। "জ্যোতিরধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থ ইত্যধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে—পা, ৪।৩।৮৭ ইত্যণ্" উণাদিসূত্র। অর্থাৎ, 'জ্যোতিষে অধিকারপূর্বক যে গ্রন্থ কৃত হইয়াছে,' এই অর্থে 'জ্যোতিঃ'-শব্দের উত্তর 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া 'জ্যোতিষ' এই পদের নিষ্পত্তি হইয়াছে।

"ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্॥"

পাণিনীয় শিক্ষা।

অর্থাৎ, 'ছন্দঃ' বেদের পাদদ্বয়, 'কল্প' হস্তদ্বয়, 'জ্যোতিষ' বেদের চক্ষুঃ, 'নিরুক্ত' শ্রোত্র, 'শিক্ষা' ঘ্রাণ, এবং 'ব্যাকরণ' ইহার মুখস্বরূপ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধীয় চর্চ্চার ভাস্করাচার্য্যই আদিগুরু, তৎপূর্বে এ দেশে গণিতশাস্ত্রসম্বন্ধীয় কোন্ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী ও বীজগণিত, সুকুমারমতি বালকগণের জন্য রচিত হইয়াছিল। ভাস্করাচার্য্য স্বয়ং বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মাহ্বয়শ্রীধরপদ্মনাভবীজাণি যস্মাদতিবিস্তৃতানি।
আদায় তত্‌সারমকারি নুনং সদ্যুক্তিযুক্তং লঘুশিষ্যতুষ্টৈ্য॥"—

বীজগণিত।

ব্রহ্ম, শ্রীধর, পদ্মনাভ প্রভৃতি প্রণীত বীজগণিত অত্যন্ত বিস্তৃত, উহারা অল্পবয়স্ক, কোমলমতি শিষ্যদিগের সুখবোধ্য নহে, আমি তাই সুকুমারমতি বালকদিগের জন্য সারসংগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থ প্রণয়ণ করিলাম। ভাস্করাচার্য্যের কথায় যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, ভাস্করাচার্য্য প্রণীত লীলাবতী, বীজগণিত অত্রত্য গণিতশাস্ত্রসম্বন্ধীয় উন্নতির ইয়ত্তাবধারণের মানদণ্ড নহে। ভাস্করাচার্য্য যে সকল গনিতগ্রন্থকে অতি বিস্তৃত বলিয়াছেন, তাহাদের একখানিও এক্ষণে সুলভ নহে। ১ তা'ই বলিতেছি, বেদের অঙ্গো-

১ শ্রীধরাচার্য্যাদি প্রণীত বিস্তৃত বীজগণিত বিলুপ্ত হইলেও, তাহাদের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা দুসাধ্যঃ নহে। ভাস্করাচার্য্য স্বপ্রণীত লঘু বীজগণিতে শ্রীধর, পদ্মনাভ প্রভৃতির সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। অব্যক্তবর্গাদি সমীকরণাধ্যায়ে (Method of solving a Quadratic) ভাস্করাচার্য্য নিম্নোদ্ধৃত শ্রীধর সূত্র স্বীয় বীজগণিতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, যথা—"চতুরাহতবর্গসমৈঃ রূপৈঃ পক্ষদ্বয়ং গুণয়েৎ। অব্যক্তবর্গরূপৈর্যুক্তৌ পক্ষৌ ততো মূলম্॥"—ঢাকা কলেজের গণিতশাস্ত্র শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ বসু এম. এ. স্বপ্রণীত 'Algebra made Easy' নামক গ্রন্থে শ্রীধরাচার্য্যকৃত উক্ত সূত্রের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা,—Reduce the equation to the form $px^2 + qx = r$; multiply both sides of this by 4p (i e. by four times the co-eff·cient of x^2) and then add q^2 to both sides ; we thus get $4p^2x^2 + 4pqx + q^2 = 4pr + q^2$ the left hand side of which is evidently a complete square being equal to $(2px + q)^2$."—

Vol. 11. P: 112.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

পাঙ্গও বিকলীভূত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Physical Science), ও রসায়নশাস্ত্র

১। পাটিগণিত (Arithmetic), ২। বীজগণিত (Algebra), ৩। রেখা গণিত (Geometry), এবং ৪। ত্রিকোণমিতি (Trigonometry), একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হয়, এই চতুর্ব্বিধ গণিত প্রকরণে ব্যুৎপত্তি হইলেই সর্ব্বপ্রকার গণিত প্রকরণে অধিকার জন্মে। ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন, গণিত ব্যক্ত-ও-অব্যক্তভেদে প্রধানতঃ দ্বিবিধ। কথাটীর গর্ভে অত্যন্ত সার আছে। দার্শনিক ভিন্ন একথার সারবত্তা অন্যদ্বারা যথাযথভাবে উপলব্ধ হওয়া সম্ভব নহে। পাটি-গণিত ও বীজগণিত স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র বা পরস্পর বিভিন্ন গণিত প্রকরণদ্বয় নহে। আমরা পরে দেখাইব, সর্বপ্রকার গণিত প্রকরণই এক প্রকরণের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার মাত্র। ভাস্করাচার্য্য স্পষ্টাক্ষরে উচৈঃস্বরে বলিয়াছেন, যাহারা অমলমতি, তাঁহাদের জন্য ত্রৈরাশিকই (Rule of three) যথেষ্ট, ত্রৈরাশিকতত্ত্ববোধ হইলেই তাঁহারা সর্বপ্রকার গণিতপ্রক্রিয়া সাধন করিতে সমর্থ হয়েন। যাঁহার ত্রৈরাশিকে ব্যুৎপত্তি হইয়াছে, এবং যাঁহার বুদ্ধি বিমল, তাঁহার কি অজ্ঞাত থাকিতে পারে? মন্দ বুদ্ধিদিগের নিমিত্তই শাস্ত্রবিস্তার আবশ্যক।

"উল্লসদমলমতীনাং ত্রৈরাশিকমাত্রমেব পাঠী বুদ্ধিরেব বীজম্।"
অস্তি ত্রৈরাশিকং পাঠী বীজং চ বিমলা মতিঃ।
কিমজ্ঞাতং সুবুদ্ধীনামতোমন্দার্থমুচ্যতে॥"

—গোলাধ্যায়।

ভাস্করাচার্য্যের যে স্বচ্ছমস্তিষ্ক হইতে এই কথা বহির্গত হইয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে জানি না পৃথিবীতে তাদৃশ স্বচ্ছমস্তিষ্কবিশিষ্ট পুরুষ বিদ্যমান আছেন কি না। 'হা ভারতবর্ষ। তোমার কি অধোগতি হইয়াছে!' তোমার গর্ভপ্রসূত, তোমার গর্ভধৃত, তোমারই স্নেহে লালিতপালিত, তোমার সন্তানগণ দুর্গত দেখিয়া তোমাকে এক্ষণে অবজ্ঞা করিতেছে, অসভ্য বর্ব্বর বলিতেছে। সূর্য্য অস্তমিত হয়, তাই'ত চন্দ্রমা। তোমার প্রকাশ হইয়া থাকে, তাই'ত তোমার কমনীয়রূপ লোকে কমনীয় বলিয়া বুঝিতে পারে। সুদীর্ঘ রজনীতেই যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে শিশুর দুর্ভাগ্য ক্ষুদ্রজীবন দিনমণির সমুজ্জল-বদন নিরীক্ষণ করে নাই,—দিনমণিকে সে আদর করিতে পারিবে কেন? চন্দ্র যে দিনমণির প্রকাশে প্রকাশমান, তাহা সে বুঝিবে কেন? দুর্ভাগ্য বর্ত্তমান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

(chemistry)-সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাপ, তড়িৎ, আলোক প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের কোন-রূপতত্ত্বানুসন্ধান এদেশে হইয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিতম্মন্য ভারতবর্ষীয়দিগকে তাহা বিশ্বাস করান দুঃসাধ্য হইয়াছে। বিশেষ বিচার না করিয়া ঝটিতি কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বিজ্ঞোচিত নহে। স্যার্ উইলিয়ম্ জোন্স (Sir

---

ভারতের এক্ষণে সুদীর্ঘ রজনী। ভারতরবি বহুদিন অস্তমিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান ভারতসন্তান, ভারতের দশদিগ্বিভাসক দিনমণির ভাস্বরমুখ দেখেন নাই, মেঘাবৃত পাশ্চাত্য সুধাকরের ক্ষীণালোকই ভারতগগনকে আলোকিত করে, বর্ত্তমান ভারতসন্তান তাহাই জানেন। ইদানীন্তন ভারতকুপুত্রগণ এইজন্য ভারতবর্ষকে অবজ্ঞা করেন, ভারতগগনোদিত সমন্তাৎ প্রদ্যোতমান সুদূরবর্তী ঋষি-নক্ষত্রদিগকে উপহাস করেন, তাঁহাদের অস্তিত্বে সন্দিহান হয়েন। দেশের অবনতির কথা আর কত বলিব? কূপমণ্ডূক ভারতসন্তান বলিতেছেন, জ্যামিতি ভারতবর্ষীয় সম্পত্তি নহে, ইহা গ্রীকদিগের সম্পত্তি (Geometry is pre-eminently a Greek science। পণ্ডিত সদানন্দ মিশ্র কর্তৃক হিন্দীভাষায় অনুদিত ইউক্লিডের [রেখা-গণিতের] মুখবন্ধ [Preface] দ্রষ্টব্য)। পাশ্চাত্য পণ্ডিত 'Royle' বলিতেছেন, না, তাহা নহে, জ্যামিতি (Geometry) ভারতেরই সামগ্রী, প্রাচীন গ্রীক্ যখন জ্যামিতির কোন সন্ধান জানিত না, ভারতবর্ষে তখন জ্যামিতির যে পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রিকোণমিতিও ভারতবর্ষের সম্পত্তি। পণ্ডিত Royleএর উক্তি—

"Among these, that which discovers the area of a triangle when its three sides are known, is remarkable, as it does not appear to have been known to the ancient Greeks"—

Antiquity of Hindoo Medicine, P. 163

Algebra, Geometry ও Trigonometry (বীজগণিত, রেখাগণিত ও ত্রিকোণমিতি) এই ত্রিবিধ গণিত প্রকরণের জ্ঞান থাকিলেই যে 'Calculus', 'Statics', 'Dynamics', 'Optics', 'Hydrostatics' সুখবোধ্য হয়, যাঁহারা পাশ্চাত্য গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং যাঁহারা চিন্তাশীল তাঁহাদিগকে তাহা বুঝাইতে হইবে না। যোগ-ও-জ্যোতিষ (ফলিত) যে সূক্ষ্ম গণিতশাস্ত্র, তাহা পরে প্রতিপাদন করা হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

Willam Jones) ও ডাক্তার রয়েল (Dr. Royle) বলিয়াছেন—চিকিৎসা ও রসায়নশাস্ত্রের এদেশে স্মরণাতিক্রান্ত-বা-অস্মার্ত্ত কাল হইতে অনুশীলন হইতেছে। ১ ছান্দোগ্যোপনিষৎ পাঠে অবগত হইয়াছি, ভারতবর্ষে ভূতবিদ্যা, (ভূততন্ত্র, Physical Science), রাশিবিদ্যা (গণিত, Mathematics), দৈব-বিদ্যা (উৎ-পাতজ্ঞান, Meterology, অন্তরীক্ষ-বিদ্যা, বায়ু-নভো-বিদ্যা), বাকো-বাক্য (তর্কশাস্ত্র, Logic), একায়ন (নীতিশাস্ত্র, (Polity), ক্ষত্র বিদ্যা (ধনুর্ব্বেদ, Military Science), নক্ষত্রবিদ্যা ও-জ্যোতিষ (Astronomy and Astrology), দেবজনবিদ্যা (গন্ধ-যুক্তি-নৃত্য-গীত-বাদ্য-শিল্পাদি-বিজ্ঞান—Treatises on Arts and Manu-factures), 'বেদ', ব্যাকরণ বা রসায়ন শাস্ত্র (Chemistry) ইত্যাদি বিদ্যার চর্চ্চা অনাদিকাল হইতে হইতেছে। পূজ্যপাদ মহর্ষি নারদ এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ২

শিল্পশাস্ত্রের ভারতবর্ষে কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্যার উইলিয়ম্ জোন্সের নিম্নোদ্ধৃত বচনসমূহ হইতে তাহা কিয়ৎ-পরিমাণে অবগত হওয়া যায়। স্যার উইলিয়ম্ জোন্স বলিয়াছেন, ইয়ুরোপীয়েরা গণনা করিয়াছেন, সার্দ্ধদ্বিশতাধিক (২৫০) শিল্প বিদ্যার আবিষ্কার হইলে, মানব, প্রকৃতি হইতে সুখময় জীবনের উচিতসাধন

১ "Physics appears in these regions to have been cultivated from time immemorial, as well as Chemistry, on which we may hope to find useful disquisitions in Sanscrit, since the old Hindoos unqestionably applied themselves to that enchanting study."—

Jones, Disc. X.

২ "স হোবাচর্গ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদনাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ভগবোঽধ্যেমি।"

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও ভূষণস্বরূপ বিবিধ বস্তু নির্ম্মাণ করিতে পারগ হয়। ভারতবর্ষীয় শিল্পবিদ্যা, যদিও চতুঃষষ্টি সংখ্যাতে লঘুকৃত হইয়াছে, তথাপি আবুলফ্যাজল (Abul Fazal) কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে যে, হিন্দুরা তিনশত শিল্প ও বিজ্ঞান শাস্ত্র গণনা করিতেন। হিন্দুদিগের শিল্প ও বিজ্ঞানশাস্ত্র এক্ষণে অপেক্ষাকৃত অল্পীভূত হইলেও, আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি, প্রাচীন হিন্দুরা, আমরা যে সকল শিল্পের ব্যবহার করি, তাঁহারা অন্ততঃ সেই সকল শিল্পের ব্যবহার করিতেন। বিশপ্ হিবার্ (Bishop Heber) ও অবিকল এইরূপ কথা বলিয়াছেন।১

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ রাও বি., এ., তাঁহার 'The Astrological Self-Instructor' নামক গ্রন্থে একটী অতি প্রয়োজনীয়, অত্যন্ত আশাপ্রদ, স্বদেশহিতৈষী, মাতৃ-পিতৃভক্ত, স্বীয়-পরকীয়-হিতার্থী, ঐহিক-পারত্রিক কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, অবিকৃত ভারত সন্তানদিগের পরমকমনীয় সংবাদ দিয়াছেন। এই দুর্দ্দিনে, এরূপ সংবাদ-দাতাকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

---

১ "The other useful arts have long been numerous among the Hindoos is evident, for Sir Wm. Jones says 'that Europeans enumerate more than two hundred and fifty mechanical arts by which the productions of nature may be variously prepared for the convenience and ornament of life : and though the Silpi-sastra (or Sanscrit Collection of Treatises on Art and Manufactures ', reduces them to sixty-four, yet Abul Fazal had been assured that the Hindoos reckoned three hundred arts and Sciences : now their sciences being comparatively few, we may conclude that they anciently practised at least as many useful arts as ourselves (Jones, 10th Disc).' With respect to their skill in many of these arts, we may adduce the unexceptional evidence of the late excellent, widely and universally esteemed Bishop Heber."—

Antiquity of Hindoo Medicine, P. 180.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবান্ তাঁহার জীবন দীর্ঘ করুন, তাঁহার মহদুদ্দেশ্য-সিদ্ধিপথ নিষ্কণ্টক করুন।

শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ রাও তদীয় 'The Astrological Self-Instructor' গ্রন্থের উপক্রমণিকাতে ফলিত-জ্যোতিষ যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত, তৎপ্রতিপাদনার্থ একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধের এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, ঋষিরা আলোক (Light), তাপ (Heat), অয়স্কর্ষণ (Magnetism), ও তড়িৎ (Electricity) সম্বন্ধীয় তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে বিদিত ছিলেন, এরূপ অনুমান নিশ্চয়ই অসঙ্গত নহে। 'এরূপ অনুমান নিশ্চয়ই অসঙ্গত নহে' আমার বিশ্বাস, এতদ্বারা আমি এরূপ কোন অযুক্তিকমত প্রকাশ করিতেছি না, যাহা বিহিত-শাস্ত্রানুসন্ধান-ব্যতিরেকে শাস্ত্রকে অসার-বোধে উপেক্ষক, নবীন বৈজ্ঞানিক যুবকবৃন্দের তর্কমুষ্টি-প্রহারে একেবারে বিনিপাতিত্ব হইতে পারে।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ রাও বলিয়াছেন, পুরা ঋষিগণ, দৃগ্‌গোচর প্রাকৃতিক পরিণামসমূহের সম্যগ্‌রূপে তথ্যানুসন্ধানার্থ সমবেত হইয়াছিলেন। ঋষিপরিষদের এইরূপ মিলনের কথা আমরা শাস্ত্রমুখেও শুনিয়াছি। সর্ব্বভূত-দয়ালু ঋষিদিগের হিমালয় পর্বতের শোভমান পার্শ্বদেশে সমবেত হওয়ার সংবাদ চরকসংহিতাতে আছে।১ মহর্ষি মাতঙ্গ প্রাগুক্ত ঋষি-সভার সভাপতি এবং সৌভরি তাঁহার

১ বিঘ্নভূতা যদা রোগাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ শরীরিণাম্।
তপোপবাসাধ্যয়নব্রহ্মচর্য্যব্রতায়ুষাম্॥
তদা ভূতেপ্যনুক্রোশং পুরস্কৃত্য মহর্ষয়ঃ।
সমেতাঃ পুণ্যকর্মাণঃ পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে।

চরকসংহিতা।

অর্থাৎ পুণ্যকর্মা মহর্ষিগণ যখন দেখিলেন, তপস্যা, উপবাস, অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত ও আয়ুর বিঘ্নভূত দেহীদিগের নানাবিধ রোগ প্রাদুর্ভূত হইতেছে, তখন তাঁহারা সর্ব্বভূতের প্রতি দয়াপরতন্ত্র হইয়া, হিমালয় পর্ব্বতের শোভমান পার্শ্বদেশে সমবেত হইয়াছিলেন, কোন্ উপায়ে জীবের স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ও ব্যাধিবিমোচন হইতে পারে, তন্নিরূপণার্থ মহর্ষিপরিষদ্ মিলিত হইয়াছিল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সহকারী হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই সময়ে লোকে অনায়াসে স্মরণ বা অবধারণ করিতে পারিবে, এইজন্য প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান-বিষয়ক, স্বল্পাক্ষর, সারবৎ লক্ষাধিক সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ রাও বলিতেছেন, এই গ্রন্থের অল্পাংশ আমার এক বন্ধুর নিকট আছে, যদি সুবিধা হয়, স্বদেশের উপকারার্থ আমি উহা প্রকাশ করিব। ঐ গ্রন্থের যে অংশ তিনি দেখিয়াছেন, তাহাতে সৌদামিনী (Electricity and Magnetism)-তত্ত্ববিষয়ক সূত্র সকল সন্নিবেশিত আছে; সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহের, পৃথিবী ও ইহার আকরজ বস্তুজাতের, উদ্ভিদ ও পার্থিব জীবের সংবিধান-বা-নির্ম্মাণ-তত্ত্বের উপদেশ উহাতে আছে। উহার একটি অধ্যায়ে মানবীয়-রদন-সামুদ্রিক (Physiognomy) উপদিষ্ট হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের তড়িদ্বিষয়ক অধ্যায়টী অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে; উহা যখন অনূদিত হইবে, তখন পাশ্চাত্য কোবিদ-বৃন্দ বুঝিতে পারিবেন যে, ঋষিগণ কেবল অত্যাশ্চর্য্য কল্পনা-শক্তিবিশিষ্ট, সুক্ষ্মবিচারশীল দার্শনিক ছিলেন না; যে প্রকৃতির তাঁহারা শাসনাধীন, তৎপ্রকৃতির তত্ত্ব এবং নিয়ম-সম্বন্ধীয় সমীচীন জ্ঞানও তাঁহাদের ছিল। উক্ত গ্রন্থের এই অংশ 'ভৌতিকাত্তিভৌতিকশাস্ত্রম্' (অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থবিজ্ঞান—A treatise on the elementary principles of physics) এই নামে অভিহিত হইয়াছে। আর্য্যদিগের 'বেদম্' ১ (রসায়ন-

১ "বেদং পিত্র্যো রাশিদৈবো"—

ছান্দোগ্যপনিষৎ।

শ্রুতি এস্থানে 'বেদ শব্দটী কোন্ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন? ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন বেদং 'ব্যাকরণ মিত্যর্থঃ,' অর্থাৎ 'বেদম্' ব্যাকরণ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। জ্ঞাননিধি পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যেজন্য 'বেদম্' শব্দটীর এস্থানে 'ব্যাকরণ' এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, স্বয়ংই তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। যদ্দ্বারা পদার্থতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাকে 'বেদ' বলে।

"ব্যাকরণেন হি পদাদিবিভাগশ ঋগ্বে দাদয়ো জ্ঞায়ন্তে।"—

শঙ্করভাষ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শাস্ত্র, Treatise on Chemistry) ছিল। বেদাখ্য আর্য্যরসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, আর্য্যেরা রসায়ন-

---

অর্থাৎ ব্যাকরণদ্বারা পদাদি বিভাগপূর্ব্বক ঋগ্বেদাদি পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, ব্যাকরণই পদার্থতত্ত্বোপলব্ধির করণ। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, তা'ই বেদ শব্দটির 'ব্যাকরণ' এই অর্থ গৃহীত হইল।

বেদ বা ব্যাকরণই ব্যাপক সূক্ষ্মরসায়নশাস্ত্র (Chemistry)।

আমরা বলিলাম, 'বেদ' বা 'ব্যাকরণ' ব্যাপক বা সূক্ষ্ম রসায়নশাস্ত্র (Chemistry), ব্যাকরণ বলিতে এক্ষণে সাধারণতঃ যাহা বুঝা হয়, তাহাতে বেদ বা ব্যাকরণই ব্যাপক-বা-সূক্ষ্ম রসায়ন শাস্ত্র,' পাঠকগণ এ কথা উন্মত্তের প্রলাপ-বোধে অগ্রাহ্য করিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈয়াকরণ ঋষি ও আচার্য্যেরা ব্যাকরণকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, যে ভাগ্যবান ব্যাকরণকে তদ্দৃষ্টিতে দেখিতে পারিয়াছেন, 'শব্দ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে' এই শাস্ত্রোপদেশের প্রকৃত মর্ম কি, তাহা যাঁহার সম্যগুপলব্ধি হইয়াছে, বেদ বা ব্যাকরণই যে ব্যাপক ও সূক্ষ্ম রসায়নশাস্ত্র,' তিনি এ কথা উন্মত্তের প্রলাপ বোধে অগ্রাহ্য করিবেন না, তাঁহার সমীপে ইহা মূল্যবান কথা বলিয়াই বিবেচিত হইবে। রসায়ন শাস্ত্র বাস্তবিকী পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, বিকার বা কার্য্য পদার্থমাত্রেই কোন-না-কোন মূল পদার্থ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। কতিপয় অনন্যসংসক্ত মূলপদার্থ আছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় মিশ্র বা যৌগিক পদার্থ, উহাদের সম্মিলনে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

"Chemistry shows by actual experiment that all matter is made up of the elements which have been already isolated."—

Popular Scientific Lectures, Vol 1. .by Helmholtz, P *328*

মূল-বা-অবিমিশ্র পদার্থ সমূহের পরস্পর সংযোগ-বিভাগই—সংশ্লেষ-বিশ্লেষই রসায়নশাস্ত্রের প্রতিপাদ্যবিষয়, মূলভূতের সংযোগবিভাগের সহিত রসায়ন-শাস্ত্রের (Chemistry) প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক-সম্বন্ধ।

"Chemistry deals with the union and the separation of elements ; it regards all the substances of nature, as either simple or compound ; the manner of union or composition special to the science."—

Bain's Logic, Part 11. P. 242-243.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিজ্ঞানের বিশিষ্টতম উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে, পার্থিব-দিব্য সর্ব্বপ্রকার পদার্থের অন্তর্বহিঃ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিয়াও, মাতঙ্গপ্রমুখ উক্ত ঋষিসমিতি, যখন বিশ্বের পরম কারণ আবিষ্কার করিতে পারগ হয় নাই, তখন উহা যোগাভ্যাস আশ্রয় করিয়াছিল। ১

রাসায়নিক পণ্ডিত কুক্ (Cooke) বলিয়াছেন—

"In most works on chemistry this subject is defined as the science which treats of the composition of bodies, and it is made the chief object to present the scheme of the chemical elements, and to show that, by combining these elements the innumerable products of nature and the arts may be prepared."—

The New Chemistry.

বর্ণ-সমাম্নায় ও পদ সমাম্নায়ই ব্যাকরণের বিষয়। ব্যাকরণের সন্ধি, সমাস, কারক, তদ্ধিত, তিঙন্ত, কৃদন্ত ইত্যাদি প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের তত্ত্ব-চিন্তা করিলে, বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে, রসায়ন শাস্ত্রের ন্যায় ব্যাকরণেরও মূলপদার্থ বা প্রকৃতি হইতে প্রত্যয় সংযোগে বিবিধ পদের উৎপত্তিই, বর্ণ-ও-পদগত বিবিধ পরিণামই (change) প্রতিপাদ্য বিষয়। যিনি পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরির উপদেশানুসারে শব্দকে ভেদসংসর্গবৃত্তিক অণুর সমানার্থক বলিয়া বুঝিয়াছেন, ব্যাকরণ-ও-রসায়ণশাস্ত্রের সম্বন্ধ তিনি অনায়াসেই বুঝিবেন, বেদ বা ব্যাকরণ যে সূক্ষ্ম রসায়নশাস্ত্র, তিনি তাহা স্বীকার করিবেন। অন্যান্য কথা পরে বলিব।

১ "There is nothing improbable in supposing them to be acquainted with the laws of light, heat, magnetism, and electricity and when I saw 'nothing improbable,' I do not think I have put forth any wild theory which requires to be knocked down at once by the modern scientific young men, who treat so lightly our ancient sciences, without the least effort on their part to go into their details. A congress of the Rishis seems to have been held, with the object of thoroughly investigating the physical phenomena and at its head stood Maharshi

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যোগ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, ইহা জড় বিজ্ঞানের সূক্ষ্মাবস্থা—জড়-বিজ্ঞানের ব্যাপক ও বিশুদ্ধভাব। পণ্ডিত আগষ্ট কোম্‌ৎ যোগকে মনস্তত্ত্বানুসন্ধাননিরতব্যক্তিগণের গর্বিত চিত্তভ্রম বা দুষ্টাভিসন্ধিসিদ্ধির

Mathanga with soubhari for his assistant. They framed more than a hundred thousand Sutras or short verses, containing a good deal of meaning but concisely written, for the sake of remembering the same with little or no effort. A small portion of this work is with one of my friends and should circumstances allow me I shall try to publish their contents shortly for the benefit of our countrymen. In the portion of work I have seen, the sutras refer to Soudamini or electricity and magnetism. It also gives us the composition of the Sun, of the several planets, the composition of the Earth, Its minerals, its plants and its animals, with a chapter devoted to the physiognomy of man. The chapter on electricity is beautifully written and when translated, will reveal to the western mind, that the hair-spliting speculative philosophers of the East had also a good knowledge of the elements and the laws which controlled them.

This part goes under the name of 'Bhoutikati-Bhouthika Sastram' and means a treatise on the elementary principles of physics. They had also Vadum a treatise on Chemistry and their works show us ample signs of splendid progress in this department. The committee that sat to inquire, says the book, into the final course of the Universe was unable to trace its existence in the terrestrial or celestial phenomena and betook itself to the Yoga practice, wherein they seemed to have excelled all other nations of the Earth.'

The Astrological Self Instructor by Surya Narain Row,

B. A., P. 47-48.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবগুণ্ঠন (Veil) বলিলেও, উহা বস্তুতঃ তাহা নহে। ১ যোগিগণ যোগ-সাধন-বিকাশিত-শক্তিদ্বারা অতীত, অনাগত, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট, ব্যক্ত, অব্যক্ত, সকল পদার্থই সর্বদা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, দেশ ও কাল যোগির সর্বদর্শী নয়নের গতিকে বাধা দিতে সমর্থ নহে, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন যোগী, সকল ইন্দ্রিয় দ্বারাই সর্ব্ব বিষয় গ্রহণ করিতে ক্ষমবান, ২ শরীর হইতে বহুদূরে বিদ্যমান পদার্থসমূহও জিতেন্দ্রিয় যোগির বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে; অধিক কি, প্রকৃতিও তাঁহার বশীভূতা হয়েন।

কি জড়বিজ্ঞান, কি অধ্যাত্মবিজ্ঞান, প্রকৃতি-বেদই সর্বপ্রকার বিজ্ঞানের প্রভব-বা-উৎপত্তিস্থান, প্রকৃতি বেদই সর্বপ্রকার জ্ঞানের প্রকাশক। যে প্রকৃতি-বেদ অধ্যয়নপূর্বক বহির্মুখবৃত্তি মানব জড়-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিতেছেন, সেই প্রকৃতি-বেদ পাঠ করিয়াই অন্তর্মুখবৃত্তি যোগী অধ্যাত্মবিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রকৃতি-

---

১ পণ্ডিত কোম্‌তের উক্তি,—

"The metaphysical utopias, in which a life of pure contemplation is held out as the highest ideal, attractive as they are to modern men of Science, are really nothing but illusions or veils for dishonest schemes."—

System of Postive Polity, *Vol. 1. P. 13.*

২ শ্রুতি বলিয়াছেন—

"ঘ্রাণতঃ শব্দং শৃণ্বন্তি পৃষ্ঠতী রূপাণি পশ্যন্তি।"—

মঞ্জুষাধৃতশ্রুতি।

অর্থাৎ যোগীরা ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দশ্রবণ এবং পৃষ্ঠদ্বারা রূপ সন্দর্শন করিয়া থাকেন। কথাটি অনেকের সমীপে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে। যাঁহারা কোম্‌তের শিষ্য তাঁহারা ত একথা শুনিয়া বিরক্ত ও ভীত হইবেন। সুখের বিষয় বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ যোগবিভূতিতে ধীরে ধীরে আস্থা-বান হইতেছেন, তা'ই আশা, কোন না কোন দিন লোকে আবার যোগসাধনের প্রয়োজন উপলব্ধি করিবেন, ইহা যে বস্তুতঃ উন্মত্তের প্রলাপ বা দুরভিসন্ধিসিদ্ধির আচ্ছাদন নহে, কোন-না-কোনদিন সভ্যজগতে তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেদের উপদেশশ্রবণব্যতীত মানব কিছুতেই জ্ঞানী হইতে পারে না, প্রকৃতির অনুসরণ করা ভিন্ন মানব কোন নূতন পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারে না। মানব যাহা কিছু আবিষ্কার করে, অনভিজ্ঞতা-বা-অদূরদর্শিতা-বশতঃ তাহা আমাদের সমীপে নূতন বলিয়া বোধ হইলেও, বস্তুতঃ নূতন নহে, সকল মানব কৃতিই প্রকৃতির অনুকৃতি। সূক্ষ্মদর্শী অন্তর্মুখবৃত্তি যোগীর উপদেশ যে স্থূলদর্শি বহির্মুখবৃত্তির নিকটে অপ্রাকৃতিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অসম্পূর্ণ প্রকৃতি-বেদাধ্যয়নই তাহার একমাত্র কারণ।

দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা জড়বিজ্ঞান-ও-অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ঐক্য প্রদর্শন।

প্রত্যেক ক্রিয়ার সকল স্থলেই সমান ও প্রতিকুলাভিমুখ প্রতিক্রিয়া আছে। যে বলে কোন একটি বস্তু অপর একটি বস্তুকে আঘাত করে, ঠিক সেই বলে উহা আঘাত প্রাপ্ত বস্তুকর্তৃক প্রতিহত হয়, ঘাত-প্রতীঘাত বস্তুতঃ সর্বত্রই সমান ও প্রতিকুলাভিমুখে কার্য্যকারী ১. সর্ব্বজনমান্য বিদেশীয় চিন্তাশীল পণ্ডিত নিউটনের এইটি গতিসম্বন্ধীয় তৃতীয় নিয়ম।

নিয়মটির গণিত-সম্মত উপপত্তি।

গতি বলিতে নিউটন কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিতেন, জিজ্ঞাসাপূর্বক অবগত হইয়াছি, বেগ (Velocity) ও সামগ্রীর (Mass) গুণফল—সংবেগ বা মূর্ত্তক্রিয়াকে (Momentum)ই নিউটন গতি (Motion) এই শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। একটি দ্রব্য যখন অন্য একটি দ্রব্যকে আঘাত করে, তখন উভয় দ্রব্যেই সমান ও প্রতিকুলাভিমুখ 'সংবেগ' (Momentum) হইয়া থাকে। পণ্ডিত নিউটনের তৃতীয় নিয়মটির ইহাই নির্গলিতার্থ। সংবেগ (Momentum)—বেগ × সামগ্রী (Momentum = product of mass into velocity)

১ "Reaction is always equal and opposite, to action that is to say, the actions of two bodies upon each other are always equal and in opposite directions"—

Matter and Motion by J. Clerk Maxwell, P. 46.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহা স্মরণপূর্ব্বক নিউটনের গতি সম্বন্ধীয় তৃতীয় নিয়মটির উপপত্তি সন্দর্শন করিবার চেষ্টা করা যাউক। মনে করুন, একটি অস্থিতিস্থাপক-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট (Inelastic) চলিষ্ণু সংহনন (Body), যাহার সামগ্রী (Mass) পরিমাণ দশ (১০), ও বেগ (Velocity) পরিমাণ বিংশতি (২০), অপর একটি তদ্ধর্মবিশিষ্ট সংহননকে, যাহার সামগ্রী ও বেগ পঞ্চদশ (১৫), আঘাত করিল। উভয় সংহননই সমদিকে প্রধাবমান। এক্ষণে দেখা যাউক, উক্ত সংহননদ্বয়ের পরস্পর মিলিত হইবার পর সংবেগ (Momentum) সম্বন্ধীয় কিরূপ পরিবর্ত্তন হইবে। সম্মিলিত হইবার পূর্ব্বে প্রথমোক্ত সংহননটির সংবেগ ২০০ (১০×২০=২০০) ও শেষোক্ত সংহননটির সংবেগ ২২৫ (১৫×১৫=২২৫) ছিল। সংহননদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত হইবার পর, সম্মিলিত সামগ্রী (United mass) যে ১৭ পরিমিত বেগের সহিত চলিতে থাকিবে, গণিত-শাস্ত্রজ্ঞের তাহা সুবিদিত বিষয়।[১] ১০×১৭=১৭০, এবং ১৫×১৭=২৫৫। পরস্পর সংযুক্ত হইবার পর সংহনন-দ্বয়ের সংবেগ দেখা যাইতেছে, যথাক্রমে ১৭০ ও ২৫৫ হইয়াছে। ২০০−১৭০=৩০ এবং ২৫৫−২২৫=৩০। অতএব বুঝিতে পারা গেল, সংহনন-দ্বয়ের সংবেগ সমপরিমাণে অপেত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

পণ্ডিত নিউটন স্থূলদৃষ্টিতে প্রকৃতির যে যে নিয়ম সন্দর্শন করিয়াছিলেন, জগতের উপকারার্থ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে, যে বলে কোন একটি বস্তু, অপর একটি বস্তুকে আঘাত করে, ঠিক সেই বলে আঘাতপ্রাপ্ত বস্তুকর্তৃক উহা প্রতিহত হয়,' ইহা একটি প্রাকৃতিক ঘটনা (Natural Pheno-

---

১ ১০সা+১৫=২৫সা, $\frac{\text{১০} \times \text{২০}}{\text{২৫}}$ =৮, এবং $\frac{\text{১৫} \times \text{১৫}}{\text{২৫}}$ =৯ ; ৮+৯= ১৭বে

(১০×২০;)+(১৫×১৫)=৪২৫। ২৫ সা (মিলিত হইবার পর), ১৭ বেগ,

∴ সংবেগ=২৫×১৭ বা ৪২৫।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

mena)। কার্য্যমাত্রের কারণানুসন্ধান করাই বিজ্ঞানের কার্য্য। পণ্ডিত নিউটন্, যাহা হয়, তাহা বলিয়াছেন, কিন্তু যাহা হয়, তাহা কেন হয়, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন কি? ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে, এরূপ নিয়ম কেন হইল, তাহা যিনি তত্ত্বতঃ বুঝিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন, 'ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে' ইহা সার্ব্বভৌম প্রাকৃতিক নিয়ম, বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়, এই নিয়মাধীন। পূজ্যপাদ ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—অগ্নি ও সোম ইহারা উভয়ই উভয়কে পর্য্যায়ক্রমে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে, একবার অগ্নির জয়, সোমের পরাজয়, অন্যবার সোমের জয়, অগ্নির পরাজয় হইয়া থাকে।১ ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের উক্ত উপদেশ, ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে, এই নিয়মেরই ব্যাখ্যা।

"স সধ্রীচীঃ বিষুচীর্বসান আবরোবর্ত্তি ভুবনেষ্বন্তঃ।"—

ঋগ্বেদসংহিতা।

এতদ্বারা বেদ, ক্রিয়ামাত্রের প্রতিক্রিয়া আছে, এই কথাই ব্যাপকরূপে বুঝাইয়াছেন। পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও নপুংসকলিঙ্গ, ভাববিকারসমূহকে যথাযোগ্য এই লিঙ্গত্রয়ে বিভক্ত করিয়া, বৈয়াকরণেরা নিউটনের গতিসম্বন্ধীয় তৃতীয় নিয়মটির বিস্তীর্ণ রূপ প্রদর্শন করিয়াছেন।

---

১ "অগ্নোষোমৌ মিথঃ কার্যকারণে চ ব্যবস্থিতে।
পর্যায়েণ সমং চেতৌ প্রজীয়েতে পরস্পরম্॥"—

যোগবাশিষ্ঠ।

বিদেশীয় চিন্তাশীল পণ্ডিত Emerson এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"Polarity, or action and reaction, we meet in every part of nature; in darkness and light; in heat and cold: in the ebb and flow of waters; in male and female; in the inspiration and expiration of plants and animals; in the equation of quantity and quality; in the fluids of the animal body; in the systole and diastole of the heart o o o"—

Essays, First and Second Series' 'Compensation,' P. 22.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একখণ্ড প্রস্তরকে সবলে গৃহকুট্টিমোপরি নিক্ষেপ করিলে, যে নিয়মে উহা উল্লম্ফিত হয়, সেই নিয়মবশত'ই জগৎ সদসদাত্মক, সেই নিয়মবশত'ই ইহা ভোক্তৃ-ভোগ্যের সম্বন্ধাত্মক। আমরা সকামভাবে বা রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল কর্ম্ম করি, তাহাদের সংস্কার আমাদের চিত্তপটে লগ্ন হইয়া থাকে। সকলকেই স্ব-স্ব কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিতে হয়; যাবৎ আত্মজ্ঞানের বিকাশ না হয়, যাবৎ হৃদয় নিষ্কাম না হয়, তাবৎ সকলকেই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদ প্রাকৃতিক, মানবকৃতি নহে, ইত্যাদি শাস্ত্রীয় উপদেশসমুহ, ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে, এবং প্রত্যেক ক্রিয়াই স্ব-স্ব প্রতিক্রিয়ার সমান ও প্রতিমুখে কার্য্যকারিণী, এই নিয়মভূমিক। সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের সম্মুখীন বাহু-বা-কর্ণের উপরি অঙ্কিত সমচতুর্ভুজ (Sqare) যে অপর বাহুদ্বয়ের উপরি অঙ্কিত সমচতুর্ভুজের সমান; সমকোণী ত্রিভুজের ভুজ, কোটি, কর্ণ এই তিনের মধ্যে দুইটীর পরিমাণ অবগত হইলে, আমরা যে অজ্ঞাত তৃতীয় ভুজের পরিমাণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হই, একটু নিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, পণ্ডিত নিউটনের গতিসম্বন্ধীয় তৃতীয় নিয়মটির তাহা ব্যাখ্যান্তর (As part of the interpretation of Newton's third law of motion)।

যাঁহারা জড়বিজ্ঞান-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, যাঁহারা আলোক, তাপ, শব্দ ইত্যাদিকে আন্দোলায়িত-গতি (Wave-motion) বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহারা যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে, অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে, শব্দাখ্য আন্দোলায়িত-গতি, আলোকাখ্য আন্দোলায়িত-গতি, তাপাখ্য আন্দোলায়িত-গতি এবং তড়িৎপ্রবাহ যে নিয়মাধীন, চিত্তপ্রবাহ—মানসগতি (Waves of thought) অবিকল তন্নিয়মাধীন। শব্দ, তাপ, আলোক ইত্যাদি, ইহারা যে নিয়মে উৎপন্ন, প্রবাহিত, প্রতিফলিত ও বক্রীভুত হয়, চিত্তপ্রবাহ-বা-মানসগতিও তন্নিয়মেই উৎপন্ন, প্রবাহিত, প্রতিফলিত ও বক্রীভূত হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন—

"প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্।"—পাং দং বি. পা. ১৯ সূ.।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ, প্রত্যয়ের (বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন, রাগাদিমতী স্বকীয়-চিত্তবৃত্তির) সাক্ষাৎকার হইলে, কিরূপ মনোবৃত্তি হইলে, মুখের কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইলে, সঙ্কল্পমাত্রে পরচিত্তজ্ঞান হইয়া থাকে। পরমুখের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া, তাহার চিত্ত কিপ্রকার, অনুমান দ্বারা তাহা গ্রহণ করিবে, তদনন্তর তাহাতে সংযম করিবে। এইরূপ করিলে তাহার চিত্ত কিরূপ, তাহা জানা যাইবে।

"ন চ সাবলম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ।"—

সংস্কার-সাক্ষাৎকার হইলে, পরচিত্তজ্ঞান হয় বটে, তাহার চিত্ত সরাগ কি বিরাগ তাহা বুঝিতে পারা যায় সত্য, পরন্তু তাহার আলম্বন —তৎকালে সে কি ভাবিতেছে, তাহা জানা যায় না, কারণ সে বিষয় যোগীর তাৎকালিক সংযমের বিষয় নহে, যোগী তখন তাহার সংস্কারের প্রতিই সংযম করিয়াছিলেন, অন্য কোন বিষয়ে সংযম করেন নাই। সে কি ভাবিতেছে, তাহা জানিতে হইলে, পৃথক্ প্রণিধান বা সংযম করিতে হয়। কোন ব্যক্তি কি ভাবিতেছে, তাহা জানিতে হইলে (To Read one's thought), প্রথমে তাহার চিত্তমাত্র গ্রহণ করিবে, অনুমান দ্বারা চিত্তের সাধারণ অবস্থা অবগত হইবে, পশ্চাৎ তাহাতে মনঃসংযম করিবে। এইরূপ করিলে তাহার চিত্ত যখন প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হইবে, তখন তাহার আলম্বন জানিবার নিমিত্ত—সে তৎকালে কি ভাবিতেছে, তাহা অবগত হইবার জন্য 'কি ভাবিতেছে?' এইরূপ প্রশ্ন উত্থানপূর্ব্বক সংযম প্রয়োগ করিবে। এবম্প্রকার সংযমপ্রয়োগ করিলে, তাহার চিত্তের আলম্বন প্রত্যক্ষীভুত হইবে, সে যাহা ভাবিতেছে, তাহা জানিতে পারিবে।

যাঁহারা নিতান্ত স্থূলদর্শী, ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের উক্ত উপদেশ শ্রবণানন্তর তাঁহারা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ বলিয়া উহাকে অবজ্ঞা করিবেন; কিন্তু আন্দোলায়িত-গতি-তত্ত্বের ব্যাপকরূপ যাঁহার নয়নগোচর হইয়াছে, তিনি বলিবেন, ভগবান্ পতঞ্জলিদেব এতদ্দ্বারা আন্দোলায়িত-গতিরই সূক্ষ্মাবস্থা বর্ণন করিয়াছেন।১

একজন চিন্তাশীল পণ্ডিত এসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্ ।"—

পাং দং বি. পা. ।

উদর ও উরঃ—হৃৎপিণ্ডর এই উভয়ের মধ্যে অধোমুখ, অষ্টদল একটী পদ্ম আছে, ইহাকে হৃৎপদ্ম বলে। এই অধোমুখ হৃৎপদ্মকে রেচক প্রাণায়ামদ্বারা উর্দ্ধমুখ করিয়া, তাহাতে চিত্ত ধারণ করিলে, এক-প্রকার জ্যোতিঃ বা আলোক অনুভূত হয়। এই জ্যোতিঃ বা আলোক, নিস্তরঙ্গ-মহোদধিকল্প—নিষ্কল্লোল সমুদ্রের ন্যায় প্রশান্ত, ইহা অত্যন্ত নির্ম্মল,—সুশুভ্র। এই জ্যোতিঃ মনোগোচর হইলে; কোন শোক থাকে না, তা'ই ইহা 'বিশোকা' নামে খ্যাত। উক্ত জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তিকে, —অন্তঃকরণের সার-স্বরূপ উক্ত সাত্ত্বিক প্রকাশ বা আলোককে, যদি সূক্ষ্ম, ব্যবহিত (আবৃত) ও বিপ্রকৃষ্ট (দূরবর্ত্তী)-পদার্থে বিনিয়োগ করা যায়—বিন্যস্ত করা যায়, তাহা হইলে উহারা যথাযথরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। হৃদয়ে জ্যোতিষ্মতী-প্রবৃত্তি বা আলোককে প্রোদ্দীপিত করিলে, অন্তঃকরণমধ্যে এরূপ এক অসাধারণ প্রকাশশক্তি জন্মে যে, তদ্দ্বারা সূক্ষ্ম—পরমাণু প্রভৃতি ক্ষুদ্রতম,ব্যবহিত—ভূমধ্যস্থ—পর্বতান্ত-বর্ত্তী অথবা অন্য কোন ব্যবধানযুক্ত, ও বিপ্রকৃষ্ট—দূরবর্ত্তী পদার্থসমূহ বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য না লইয়া অনুবীক্ষণ (Microscope), দূরবীক্ষণের (Telescope) আশ্রয়গ্রহণ না করিয়া, যোগী প্রাগুক্ত-জ্যোতিষ্মতী-প্রবৃত্তিন্যাসদ্বারা সকল পদার্থ

"Sound and heat likewise have much the same form of equation. Now, I maintain that the waves of thought are governed by the same laws, and can be determined by an equation of the same form. o o o We find the ratio of brain to brain—the relative strength which one bears to another ; and then by an application of our formula we can actually determine the wave of thought, and read the minds of our fellow-creatures."—

The Romance of Mathematics by P. *Hampson, M.A.,*

P. 18-19.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জানিতে পারেন। স্থূলদর্শী, জড়বিজ্ঞানবিদ্ একথা শুনিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না, ভগবান্ পতঞ্জলিদেবকে নিশ্চয়ই বিকৃত-মস্তিষ্কজ্ঞানে উপেক্ষা করিবেন। বিজ্ঞানকূপমণ্ডূক! তুমি যাহাকে বিজ্ঞান বল, তোমার স্বল্পপ্রসারণী মলিন দৃক্‌শক্তি, বিজ্ঞানের যেরূপ সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা'ই বিজ্ঞান নহে; বিজ্ঞান কূপ নহে, ইহা সমুদ্র। বৃদ্ধ পতঞ্জলিদেবের কথা অগ্রাহ্য করিতে পার, তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া উপেক্ষা করিতে পার, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে, যে সকল ভাগ্যবান্ পাশ্চাত্য লণ্ডনে অবস্থানপূর্ব্বক প্যারিসের সংবাদ বলিয়া দিতেছেন, ১ তাঁহাদিগকে কি বলিবে? ক্ল্যারোভয়েন্ট-(Clairvoyant)-দিগকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিবে, কি আপনাদিগকে স্থূলদর্শী বলিবে? স্বীয় বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমানকে ঘৃণা করিবে? ভগবান্ পতঞ্জলিদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা তোমার বিজ্ঞানে না থাকিলেও, বস্তুতঃ বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ নহে। বিজ্ঞানের মর্য্যাদা বর্দ্ধিত কর, কূপ ত্যাগ করিয়া বহির্দ্দেশে আগমন কর, তাহা হইলে হৃদয়ঙ্গম হইবে, ঋষিরা কিরূপ বিজ্ঞানবিদ্ ছিলেন, তাহা হইলে, বুঝিতে পারিবে, তাঁহারা সত্যবাদী, কি মিথ্যাপ্রলাপী।

মনুষ্য (অবশ্য যাঁহারা 'মনুষ্য'-নামের যথার্থ অভিধেয়) ইন্দ্রিয়পথি-পতিত, অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব ঘটনাপুঞ্জের কারণানুসন্ধান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, মানব পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা যাহা কিছু অনুভব করেন, স্বভাবসিদ্ধ বুভুৎসাবৃত্তির প্রেরণাবশতঃ তাহারই স্বরূপ-নির্ণয়ার্থ নিতান্ত কৌতূহলী হয়েন। 'যোগী যোগজপ্রজ্ঞাবলে সুদূরবর্ত্তি-দেশঘটিত ঘটনা জানিতে পারেন, অণুবীক্ষণের সাহায্য না লইয়া, অণুবীক্ষণের অদৃশ্য সূক্ষ্মবস্তুজাত দেখিতে পান, ব্যবহিত বস্তু

১ পাশ্চাত্য পণ্ডিত A. P. Sinnett তাঁহার 'The Rationale of Mesmerism' নামক গ্রন্থের 'Clairvoyance' শীর্ষক পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন—

"What are we to infer as probably taking place when a sensitive—sitting entranced in London becomes cognizant of some transaction going on in Paris?"—

P. 134.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বুদ্ধির বিষয়ীভুত করিতে সমর্থ হয়েন,' জ্ঞাননিধি পূজ্যপাদ পতঞ্জলিদেবের ইত্যাদি অমূল্যোপদেশসমূহকে গর্ব্বিত বিজ্ঞানকূপমণ্ডুকবৃন্দ এতদিন শিশুর নিদ্রাসমকর্ষক, বৃদ্ধ পিতামহীর অসার গল্প বলিয়াই উপেক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আর তাহা করিলে চলিতেছে না। সকলেরই না হউক, কোন কোন চিন্তাশীল, ভাগ্যবান্ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মস্তিষ্ক যে এক্ষণে বিঘূর্ণিত হইয়াছে, ক্ল্যারোভয়েন্টদিগের কার্য্য দেখিয়া কেহ কেহ যে হতবুদ্ধি হইয়াছেন, 'এ কি?' বলিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

প্রয়োজনই আবিষ্কারের প্রসূতি (Necessity is the mother of invention)। প্রকৃতিবেদ বালক, যুবা, বৃদ্ধ, বণিতা, আর্য্য, ম্লেচ্ছ, জৈন, বৌদ্ধ, আস্তিক, নাস্তিক, সকলের সম্মুখেই স্বীয়রূপ প্রকটিকৃত করিতেছেন, সকলকেই সমভাবে শিক্ষাপ্রদান করিতেছেন, কিন্তু সকলেই কি তাঁহার রূপ যথাযথভাবে দেখিতে পাইতেছে? সকলেই কি তাঁহার উপদেশ যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছে? বৃক্ষ হইতে আতাফলের (Apple) পতনব্যাপার কেবল নিউটন অবলোকন করেন নাই, এ ব্যাপার মহামতি নিউটনের সম্মুখেই প্রথম সংঘটিত হয় নাই, নিউটনের পূর্ব্বে অসংখ্য মানব নয়নে এ দৃশ্য পতিত হইয়াছে, কিন্তু নিউটনই সর্ব্বজনোপেক্ষিত এই সামান্য প্রাকৃতিক ঘটনাকে তত আদরপূর্ব্বক পরীক্ষা করিলেন কিজন্য? নিউটনের প্রয়োজন ছিল, এইজন্য। প্রয়োজন ছিল, তা'ই নিউটন এই সামান্য প্রাকৃতিকঘটনারও তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, এবং তিনি এই নিমিত্ত স্ব-দেশে মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) আবিষ্কার করিতে পারগ হইয়াছিলেন। ক্ল্যারোভয়েন্স-(Clairvoyance) দ্বারা সুদূরবর্ত্তি ঘটনা জানিতে পারা যায়, যাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই কি, 'কিরূপে ইহা হয়,' তাহা অবগত হওয়ার প্রয়োজন বুঝিয়াছেন? বুভুৎসা বা জিজ্ঞাসা মনুষ্যের ধর্ম্ম, মনুষ্যের প্রয়োজন, অতএব যিনি যথার্থ মনুষ্য, ক্ল্যারোভয়েন্টদিগের কার্য্য দেখিয়া তিনিই উহার কারণ-জিজ্ঞাসু হইবেন, তাঁহারই চিত্ত, 'কেন এইরূপ হয়' তাহা জানিবার জন্য কৌতূহলী হইবে। ক্ল্যারোভয়েন্টদিগের কার্য্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেখিয়া, কোন কোন চিন্তাশীল পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহার কারণ স্থির করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিতেছেন, বৈজ্ঞানিক যুক্তিদ্বারা এই প্রাকৃতিক রহস্যের উদ্ভেদ করিবার যত্ন করিতেছেন। আমরা এস্থলে পণ্ডিত Sinnet'ও 'John Bovee Dods' এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদ্বয় 'Clairvoyance'এর যেরূপ কারণ অনুমান করিয়াছেন, পাঠকদিগকে তাহা জানাইতেছি। পণ্ডিত Sinnet প্রধানতঃ দ্বিবিধ কারণ অনুমান করিয়াছেন। পণ্ডিত সিনেটের আদ্য অনুমান তাপ, আলোক প্রভৃতি আন্দোলায়িত-গতি-(Wave-motion)-সাদৃশ্য-প্রতিপত্তি মূলক। তেজোময় বস্তু সকল, যেরূপ ইথারে প্রবৃত্তি বা আন্দোলন প্রেরণ করে, এবং ইথার যেরূপ সেই প্রবৃত্তি বা আন্দোলন বহনপূর্ব্বক আমাদের ত্বক্-বা-নয়নেন্দ্রিয়দ্বারে উপনীত করে, সেইরূপ যে কোন দেশে যে কোন ব্যাপার (Transaction) সংঘটিত হউক, তাহা সর্ব্বদিগ্ব্যাপক কোন মার্গ-বা-আবপনকে তরঙ্গায়িত করে, এবং তাপাদির ন্যায় উক্ত তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া, সূক্ষ্মতর ঐন্দ্রিয়িক শক্তিতে প্রতিফলিত হয়, উহাতে ব্যাপারানুরূপ ভাবনাখ্য সংস্কার সংক্রামিত করে। পণ্ডিত সিনেটের দ্বিতীয় অনুমান—সূক্ষ্মবেদীর (Sensitive) শরীর হইতে কোন সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক রশ্মি (Psychic aura) বহির্গত হইয়া, বিষয়-দেশে গমনপূর্ব্বক বিষয় গ্রহণ করে। যে পদার্থ সূক্ষ্মবেদীর শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়, তাহা সাত্ত্বিকাহঙ্কারাধিষ্ঠিত আধ্যাত্মিকরশ্মির অংশবিশেষ। অথবা সাত্ত্বিক অহঙ্কার (True ego) স্বীয় ভৌতিক-মন্দির পরিত্যাগ না করিয়াই, স্বস্থানে স্থিত হইয়াই, সর্ব্বব্যাপক তৈজস অবকাশ (Luminiferous ether) বা তাহা হইতে সূক্ষ্মতর কোন মার্গ দ্বারা, বিষয়-প্রদেশে তাড়িৎশক্তি-প্রবাহ সঞ্চালিত করে। ১

১ "It must be one of two things. Either the transaction throws off emanations or vibrations of some kind or another into some medium pervading all space, just as the luminous bodies throw off vibrations into the ether, and where these strike the perceptions or finer senses of persons no matter at

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

- John Bovee Dod's বলিয়াছেন,—'ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত

what distance, they give rise to corresponding impressions, just as the rays emanating from a star affect the vision of those endowed with vision, no matter at what stupendous distances. And there is no essential and inherent absurdity in such a hypothesis, any more than in the actual facts having to do with the transmission of light. o o o The other alternative hypothesis in regard to our simple case of clairvoyance as between London and Paris would be that something material in the highest sense of the word—not physical as belonging to the orders of matter perceptible to the five senses—but something material. appertaining probably to the psychic nature of the sensitive, is projected under the operation of a current of thought or influence from the mesmerist or from the sensitive, assuming that to be awakened in some way by suggestion to him, from the place in which he is seated to the distant scene he is required to observe. Now that something which is projected may be either some portion of the psychic aura in which for the time being the real ego or spiritual consciousness of the person concerned may be seated, just as it is seated in the body during the activity of the body; or it is theoretically conceivable that the true ego, without quitting the physical organism altogether, may project in the direction to be observed some current of magnetic influence setting up a channel—if that expression will help to pass the idea from my mind to my reader—through the all-pervading medium whatever it is, the luminiferous ether, or something finer still, which is the suitable medium in nature for the vibrations which convey impressions to the psychic organism."—

The rationale of Mesmerism P. 134-136.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়াছে, মন'ই দর্শন করে, মন'ই শ্রবণ করে, মন'ই স্বাদ ও গন্ধ গ্রহণ করে, মন'ই স্পর্শানুভব করিয়া থাকে। আমরা ইহাও পূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছি, তড়িত (Electricity)ই একমাত্র বস্তু, যাহার সহিত মনের সংসর্গ হয়, অতএব ইহা অনায়াসবোধ্য হইতেছে যে, এই তড়িন্নামক তরল পদার্থকর্তৃকই মনে সংবেদন (Sensation) সঞ্চারিত (Transmitted) হয়, আমরা এতদ্দ্বারাই দর্শনশ্রবণাদি করিয়া থাকি। দর্শনশক্তি যখন মনে অধিষ্ঠিত, তখন ইহাও স্পষ্টিভূত হইতেছে যে, আমরা কখন চক্ষুর বহিঃস্থিত কোন পদার্থকে দর্শন করি না। আমরা যাহা দেখি, তাহা বস্তুর স্বরূপ নহে, তাহা বস্তুর প্রতিবিম্ব, এবং পুর্ব্বোক্ত তড়িৎ পদার্থই এই প্রতিবিম্বের নেতা বা বাহক, ইহাই প্রতিবিম্বোদ্‌গ্রাহী।১ তড়িচ্ছক্তি-কর্তৃক চাক্ষুষ-স্নায়ু-(Optic nerve)-দ্বারা মনের সমীপে আনীত বস্তুপ্রতিবিম্ব মস্তিষ্ক বা মনের স্থানে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তড়িৎ সর্ব্বগতি, ইহা নিখিল বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ। বায়ু, করোটি—শিরোহস্থি (Cranium) মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, বায়ু, ভিত্তি (Wall) ভেদ করিতে পারে না, ধাতব দ্রব্যের অভ্যন্তরেও গমন করিতে পারে না, কিন্তু তড়িৎ উহাদের মধ্য দিয়া গমন করিতে পারে। আমাদের স্নায়ু-বিধানকে (Our nervous system) তনূপা বা স্নায়ুবর্চ্চোদা শক্তি (Nervo-vital-fluid) দ্বারা ২ যদি এরূপে পরিপূর্ণ করা যায়, যে আমাদের মস্তিষ্ক (Brain)

---

১ বেদ অগ্নিকে দেবতাদিগের দূত বা হব্যবাহ বলিয়াছেন কেন, তাহা চিন্তা করিবেন।

"অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্।"

ঋগ্বেদসংহিতা ১।১২।১২, সামবেদসংহিতা ছন্দঃ আর্চ্চিক ১।১।৩।

তড়িৎ, সৌদামিনী বা বিদ্যুৎ শাস্ত্রমতে অগ্নিরই রূপান্তর। তর্কশাস্ত্র ভৌম, দিব্য, ঔদর্য্য ও আকরজ, বিষয়সংজ্ঞক তেজকে এই চতুর্ধা বিভক্ত করিয়াছেন যথা,—"বিষয়সংজ্ঞকং চতুর্ব্বিধম্।—ভৌমং দিব্যমুদর্য্য মাকরজং চ। . . . দিব্যমনিন্ধনং সৌরবিদ্যুদাদি।" প্রশস্তপাদাচার্য্যকৃত পদার্থধর্মসংগ্রহ। সৌরতেজঃ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি, ইহারা দিব্যতেজঃ।

২ "তনূপা অগ্নেহসি তন্বং মে পাহি। আয়ুর্দা অগ্নেহস্যায়ুর্মে দেহি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধনধর্ম্মী (Positive)—(শাস্ত্রীয় ভাষায় চিত্তের নিরোধপরিণাম-প্রাদুর্ভূত) এবং বাহ্য তড়িতের সহিত সর্ব্বতোভাবে সমীকৃত অবস্থায় আনীত হইতে পারে, তাহা হইলে, ইহার দূরশ্রবণাদি শক্তি বিকাশ-প্রাপ্ত হয়, এইরূপ অবস্থায় আমরা ক্ল্যারোভয়েন্ট (Clairvoyant) হইতে পারি। স্নায়ুবিধান তনূপা-বা-স্নায়ুবর্চ্চোদাশক্তিদ্বারা পরিপূর্ণ (Charged and even surcharged) হওয়াতে করোটি-ছিদ্রদ্বারা উক্ত পদার্থের (স্নায়ুবর্চোদার) অধিকাংশ স্নায়ুঃবিধানের কেন্দ্রস্থানীয় মন হইতে সরলরেখাক্রমে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়, এবং স্নায়ুবিধানকে অত্যন্ত স্বচ্ছ (Transparent) করে। সমন্তাৎ বিকীর্য্যমাণ উক্ত আন্তর তড়িৎ, নিখিলদ্রব্যাভ্যন্তরপ্রবেশিনী, স্বচ্ছ, বাহ্য তড়িতের সহিত সমাযুত হইয়া বিশ্বের প্রতিচ্ছায়া (The image of the whole universe) চিত্ত-মুকুরে প্রতিক্ষেপ বা প্রতিফলিত করে, কৃতসংযম বা সমাহিত যোগী, এইজন্য ইন্দ্রিয়-সাহায্য-ব্যতিরেকে স্থূল, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট সকল বস্তুপ্রত্যক্ষ করিতে ক্ষমবান্ হয়েন। যে সকল দ্রব্য সাধারণ দৃষ্টিতে কিরণাভেদ্য—অস্বচ্ছ (Opaque), নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তিযোগীর সমীপে তাহারা স্বচ্ছ হয়। ১

বর্চোদা অগ্নেহসি বর্চো মে দেহি। অগ্নে যন্মে তন্বা উনং তন্মে আপৃণ।"

শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা, ৩অং ১৭কং।

অর্থাৎ, হে অগ্নি! তুমি স্বভাবতঃ তনুপা—শরীররক্ষক, অতএব আমার তনুকে তুমি রক্ষা কর। অগ্নি। তুমি আয়ুর্দা—আয়ুর্দাতা, তুমি আমাকে আয়ুঃ প্রদান কর, যাহাতে আমার অপমৃত্যু না হয়, যাহাতে আমি অকালে কালকবলে কবলিত না হই, তাহা কর। অগ্নি! তুমি বর্চোদা, বর্চের—সাত্ত্বিক তেজের প্রদাতা, তুমি আমাকে বর্চঃ দান কর। অগ্নি! আমার দেহের যে অঙ্গ অপূর্ণ আছে, তাহা তুমি পূর্ণ কর।

আমরা যে 'Nervovital fluid'কে তনুপা বা স্নায়ুবর্চ্চোদা বলিয়াছি, ইহাই তাহার কারণ।

১ "It is evident that SEEING, HEARING, FEELING, TASTING and SMELLING, belong exclusively to the mind. And as we have already clearly proved that electricity

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতবৃন্দ যে অত্যুচ্চ চিন্তাশীল, বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয়েরা যদি মনুষ্য হয়েন, তবে তাঁহারা যে দেবতা, তাহা

---

is the only substance that can come in contact with mind, so it is through the agency of this fluid that sensations are transmitted to the mind. Hence it is through the medium of electricity that we see, hear, feel, taste and smell. The power of sight being in the mind, it is evident that we never saw anything out of our eyes. o o o By the agency of electricity, it is conveyed through the optic nerve to the mind where it is seen. Hence, we never saw a piece of matter, but only its shadow, the same as when you look into a mirror, it is not yourself, but your image that you see. Electricity is that substance that passes through all other substances, Air cannot pass through your cranium, nor through these walls, nor metallic substances, o o o Now if our nervous system could be charged with the nervo-vital fluid, so as to render the brain positive, and thus bring it into an exact equilibrium or balance with external electricity, then we should be clairvoyant, Because the nervous system being duly charged, and even surcharged, the great quantity of this fluid passing in right lines from the mind as a common centre, and in every direction through the pores of the skull, renders it transparent. Uniting with external electricity which passes through these walls and all substances, which are also transparent, the image of the whole universe, as it were, in this transparent form, is thrown upon the mind and is there seen, and seen, too, independent of the retina. On this principle the whole of those objects which are opaque to natural vision, are rendered transparent to the clairvoyant."—

Philosophy of Mesmerism by John Bovee Dods, P. 50-52

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিঃসন্দেহ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিদেশীয় পণ্ডিতবৃন্দের চিন্তা স্থূল জড় জগতের বহির্দ্দেশে গমন করিতে পারে না। জড় জগৎই যদি ইহাঁদের চিন্তা-ক্ষেত্র না হইত, তাহা হইলে, ইহাঁরা জগতের সম্পূর্ণ হিত সাধন করিতে পারিতেন, এবং আপনারাও কৃত-কৃত্য হইতেন। পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, আধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞানের সূক্ষ্মাবস্থা—ব্যাপকরূপ। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যদি এই-রূপে ক্রমশঃ জড়বিজ্ঞানের উন্নতি করিতে পারেন, তাহা হইলে, আশা করিতে পারা যায়, কোন-না-কোন দিন তাঁহারা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের চরণ দেখিতে পাইবেন। অনন্যচিত্ত হইয়া, বিপুল পরিশ্রম-ও-ঐকান্তিক-ভক্তিসহকারে বিদেশীয় পণ্ডিতগণ যে জড়বিজ্ঞানের সেবা করিতেছেন, মানবোচিত বিবিদিষানল নির্ব্বাপিত করিবার একমাত্র শান্তিবারি-জ্ঞানে, অভাবমোচনের একমাত্র সাধন-বোধে, যাহার উপাসনা করি-তেছেন, তাহা 'জড়'—তাহা পরাধীন, স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কার্য্য নিষ্পাদনের শক্তি তাহার নাই, ঈপ্সিততম-সমাগমের তাহা উপযুক্ত সাধন নহে, যখন তাঁহাদের ইহা হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখন'ই তাঁহারা আধ্যাত্মবিজ্ঞান-বারিধিতে অবগাহন করিবেন, ঋষিদিগের ন্যায় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানকেই তখন ভক্তি-নম্র-হৃদয়ে পূজা করিবেন, সেই দিন অমূল্যশাস্ত্রোপদেশ তাঁহাদের অসেচনক পদার্থ বলিয়া বোধ হইবে। বোধ হয় সে দিনও নিকটবর্ত্তী। নিকটবর্ত্তী না হইলে থিওসফিষ্টদলের প্রাদুর্ভাব হইবে কেন? স্থূল জড়বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যুক্তিবিরুদ্ধ বা অসম্ভব বলিয়া উপেক্ষিত শাস্ত্রীয় সূক্ষ্ম-তত্ত্বোপদেশসমূহ তাঁহাদের হৃদয়গ্রাহী হইবে কেন? উহাদের বিজ্ঞানসঙ্গতত্ব দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহারা এরূপ যত্নশীল হইবেন কেন? জগদ্‌গুরু ঋষিদিগের উপদেশানুরূপ কার্য্য করিলে, স্থির কল্যাণ সাধিত হইবে, কোন কোন পাশ্চাত্য ভাগ্যবান্ পণ্ডিতের এবম্প্রকার বিশ্বাস হইবে কেন?

অলৌকিক প্রত্যক্ষের কারণ-প্রদর্শনার্থ পাশ্চাত্য পণ্ডিত 'Sinnet' ও 'John' Bovee Dods' যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণতঃ না হইলেও, অনেকাংশে শাস্ত্রোপদেশের সংবাদী। শ্রুতিও বলিয়াছেন, মন দূরঙ্গম—অতীত অনাগত বর্ত্তমান-ব্যবহিতবিপ্রকৃষ্ট সকল পদার্থের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গ্রাহক, মনঃ জ্যোতিঃসকলের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রামের এক অদ্বিতীয় জ্যোতিঃ, জাগ্রৎকালে মনঃ স্বীয় সর্ব্বার্থতাধর্ম্মবশতঃ দূরে গমন করে। ১

অলৌকিক প্রত্যক্ষের স্বরূপ কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, প্রথমে লৌকিক প্রত্যক্ষ্যের স্বরূপ সুন্দররূপে বুঝিতে হইবে। স্থূলকে অবলম্বন করিয়াই, সূক্ষ্মের সমীপবর্ত্তী হইতে হয়, বাহ্যভাবকে উপেক্ষা করিয়া, বাহ্যভাবের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কেহ কখন আন্তরভাবের দর্শন লাভ করিতে পারগ হয়েন না। বাহ্য-করণ অন্তঃকরণের ব্যক্তাবস্থা—অন্তঃকরণের স্থূলভাব। রাজকর্মচারিগণ, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, উপলব্ধি হইবে, রাজারই ভিন্ন-ভিন্ন শক্তি, এক মুখ্যরাজশক্তিরই ভিন্ন-ভিন্ন উপাধি। ২ চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণও

---

১ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।
দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥

শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা ৩৪।১।

ভাবার্থ।

মন'ই সর্ব্বপ্রকার সুকৃতি ও দুষ্কৃতির উৎপত্তিস্থান। শিবসঙ্কল্প মন'ই নিখিল-কল্যাণকারণ এবং অশিবসঙ্কল্প বা পাপপ্রবণ মন'ই কুৎসদ্গতির হেতু। যাঁহারা আত্মকল্যাণপ্রার্থী, মনঃ যাহাতে শিবসঙ্কল্প হয়,—ধর্ম্মপ্রবণ বা শুদ্ধ হয়, তজ্জন্য তাঁহাদের সদা সচেষ্ট হওয়া উচিত। চিরশান্তিলিপ্সু-বা-উন্নিনীষুব্যক্তির নিরন্তর এই প্রার্থনা হউক যে, যে মনঃ জাগ্রৎকালে স্বীয় সর্ব্বার্থতা-ধর্ম্মবশতঃ দূরে গমন করে—নানাবিষয়ে বিচরণ করে, যে মনঃ দৈব—আত্মগ্রাহক, নিদ্রাকালে যাহা বিষয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া থাকে, যাহা দূরঙ্গম, যাহা জ্যোতিঃ সকলের জ্যোতিঃ—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশক, অর্থাৎ যাহাই মুখ্যেন্দ্রিয়; আমার সেই মনঃ শিবসঙ্কল্প হউক।

২ "শক্তিভেদেঽপি ভেদসিদ্ধৌ নৈকত্বম্।"— সাং দং ২।১৭।

"ভবত্তুপাধিভেদঃ শক্তিভেদস্ত্ববশ্যং বক্তব্যঃ, স চ সত্য ইতি নানাত্বমপি সত্যম্।"— সাঙ্খ্যসূত্রবৃত্তি।

"একস্যৈব মুখ্যেন্দ্রিয়স্য মনসোহন্যে দশ শক্তিভেদা ইত্যাহ।"—

সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এইরূপ মনেরই ভিন্ন-ভিন্ন শক্তি. মুখ্যেন্দ্রিয় মনেরই ভিন্ন-ভিন্ন উপাধি। মনের শক্তি কিরূপ, তাহা না জানিলে, অলৌকিক প্রত্যক্ষের স্বরূপ-জ্ঞানলাভ হওয়া অসম্ভব। ঐন্দ্রিয়িক বা বাহ্যপ্রত্যক্ষের স্বরূপ জানিতে হইলে, ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যকারিতা পরিদর্শন যেরূপ প্রয়োজনীয়, অলৌকিক প্রত্যক্ষের তত্ত্ব জানিতে হইলে, সেইরূপ মনের শক্তি কত, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক।

মনের শক্তি কিরূপ শ্রুতিদেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা অবগত হইয়াছি, নিশ্চয়ই তাহা সাধারণের পরিজ্ঞাত নহে, মনের শক্তি যে এতাদৃশী প্রবলা, যোগি-ভিন্ন নিশ্চয়ই তাহা অন্যে বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। শ্রুতিদেবীর অথবা শ্রুতি-চরণ-সেবক সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষিগণের চরণসেবা না করিলে, কোন পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। মনের শক্তি কত, তাহা জানা নাই, তা'ই অলৌকিক প্রত্যক্ষে বিশ্বাস নাই, তা'ই যোগবিভূতি উপহাসের সামগ্রী হইয়াছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিত-কেশরী আগষ্ট্ কোমত তা'ই অসঙ্কুচিত-হৃদয়ে যোগীদিগকে ভণ্ড বলিতে পারিয়াছেন। মনের শক্তি কত, বেদ-চরণসেবক আর্য্যগণ তাহা অবগত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা যোগাভ্যাসবিকাশিত মানস-শক্তিদ্বারা স্থূলদৃষ্টি জড়বিজ্ঞানপরিচিত প্রাকৃতিকনিয়মের উপরি আধিপত্য করিয়াছেন, যাহা শুনিলে সাধারণের বিশ্বাস হইবে না, অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে, তাহা করিয়া গিয়াছেন। শুদ্ধচিত্ত—শিব-সঙ্কল্পযোগী চিত্তকে একাগ্র করিয়া,—সংযম ১ দ্বারা যে অতীত-অনাগত ব্যবহিত সর্ব্বপ্রকার বস্তু সম্যগ্ রূপে সাক্ষাৎ করিতে পারেন, অধিক কি, বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ শুদ্ধ সঙ্কল্পশক্তিপ্রভাবে যে বহুপ্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতি—

"মনসা সাধু পশ্যতি মানসা ঋষয়ঃ প্রজা অসৃজন্ত।"—

---

১ 'সংযম' শব্দটী একবস্তুবিষয়ক ধারণা, ধ্যান, সমাধির তান্ত্রিকী পরিভাষা। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন—

"ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।"—

পাং দং বি. পা., ৪ সূ.।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এতদ্বারা তাহাই বলিয়াছেন। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ যোগের দুই একটি নিম্নশ্রেণীর বিভূতি দেখিয়া, ইহার প্রতি আস্থাবান্ হইতেছেন বটে, কিন্তু ভগবান্ পতঞ্জলিদেব যে মহদুদ্দেশ্য লক্ষ্য

অর্থাৎ, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই যোগাঙ্গত্রয়ের—এই ত্রিবিধ সাধনের তান্ত্রিকী পরিভাষার নাম 'সংযম' (Concentration of mind, a term applied to the last three stages of yoga)। যেস্থলে ভগবান্ পতঞ্জলিদেব 'সংযম' এই শব্দটী প্রয়োগ করিবেন, তৎস্থলে, বুঝিতে হইবে, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এইতিনটিকেই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধির লক্ষণ।

"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।"—

পাং দং বি. পা., ১সূ।

পতঞ্জলিদেব ১। যম, ২। নিয়ম, ৩। আসন; ৪। প্রাণায়াম, ৫। প্রত্যাহার, ৬। ধারণা, ৭। ধ্যান, ৮। সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের উপদেশ করিয়াছেন। উক্ত অষ্টাঙ্গের মধ্যে যমাদি পঞ্চ বহিরঙ্গসাধন, এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটী অন্তরঙ্গসাধন। চিত্তকে দেশবিশেষে (নাভিচক্র, নাসিকাগ্র, হৃৎপদ্ম প্রভৃতি আধ্যাত্মিক প্রদেশে অথবা শাস্ত্রনির্দিষ্ট কোন ভগবন্মূর্ত্তিতে, কোন ভূতে বা ভৌতিক পদার্থে) বন্ধন করিয়া রাখার নাম 'ধারণা'। প্রাণায়ামেন পবনং প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ম্। বশীকৃত্য ততঃ কুর্য্যাচ্চিত্তস্থানং শুভাশ্রয়ে। এষা বৈ ধারণা জ্ঞেয়া যচ্চিত্তং তত্র ধার্য্যতে।"—'ধারণা' সুখসাধ্যসাধন নহে। ধারণা-নামক যোগাঙ্গ আয়ত্ত করিতে হইলে, শাস্ত্রোপদেশানুসারে রাগদ্বেষবিনির্ম্মুক্ত হইয়া, মৈত্র্যাদিভাবনা দ্বারা (পরের সুখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপ দেখিলে, যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদ্রিতা ও উপেক্ষা করার নাম মৈত্র্যাদিভাবনা) প্রথমে চিত্তকে প্রসন্ন—নির্ম্মল করিতে হইবে, যম-নিয়মাদি বহিরঙ্গসাধনে সিদ্ধ হইতে হইবে। এইরূপ করিলে, তবে ধারণার অধিকার জন্মিবে। ধারণা সিদ্ধ হইলে, ধ্যান ও সমাধি অনায়াসেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ধারণার গাঢ়াবস্থাই ধ্যান এবং ধ্যানের গাঢ়াবস্থাই সমাধি। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।" "তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।"—অর্থাৎ, যে দেশে—যে বিষয়ে চিত্ত ধৃত হইবে, যে, পদার্থকে ধ্যেয়রূপে গ্রহণপূর্ব্বক চিত্তবন্ধন করিবে, তদ্দেশ-বা-তদ্বিষয় ত্যাগ করিয়া চিত্ত যদি দেশ-বা-বিষয়ান্তরে গমন না করে, ধ্যেয় বিষয়েই যদি প্রত্যয়ের—চিত্তবৃত্তির একতানতা হয়, ধ্যেয় বিষয়ের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়া এই অমূল্যশাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছেন, তদুদ্দেশ্য আমাদের বিশ্বাস এপর্যন্ত কোন যোগাসক্তি-বিশিষ্ট পশ্চাত্যপুরুষের লক্ষ্যীভূত হয় নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ।"—

অর্থাৎ, যোগের প্রাগুক্ত বিভূতিসকল বুত্থানসময়ে সিদ্ধিরূপে গণ্য বটে, কিন্তু উহারা সমাধিকালে উপসর্গ—মুক্তিপ্রদ সমাধির বিঘ্ন—অন্তরায়—মুক্তিপ্রদ সমাধির নাশক। মুখে ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের উক্ত উপদেশ-ধ্বনির প্রতিধ্বনি করেন, পাঠক এরূপ তুই একটি পাশ্চাত্য-পুরুষের নাম নির্দ্দেশ করিতে পারেন, তাহা আমরা জানি, কিন্তু কার্য্যতঃ উক্ত উপদেশ পালন, করেন, স্বীয় জীবনকে উক্ত উপদেশের অনুবর্ত্তী করিয়াছেন, আমরা এরূপ প্যাশ্চাত্য মহাত্মার নাম শ্রবণ করি নাই (অবশ্য আমাদের শ্রবণ অতি সঙ্কীর্ণ)। ১

আধ্যাত্মবিজ্ঞান যে জড়বিজ্ঞানের বাপক রূপ, পাঠককে তাহা স্মরণ করিয়া দিবার জন্য, জড়বিজ্ঞানের চরমোন্নতি করিতে না পারিলে যে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের চরণ স্পর্শ করিবার অধিকার জন্মে না, অধ্যাত্মবিজ্ঞান-বিদ্বেষী, যথাযথভাবে জড়বিজ্ঞানানুশীলনবিমুখ 'বিজ্ঞান' 'বিজ্ঞান'

জ্ঞান যদি অনন্তরিত-বা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে প্রবাহিত হয়, তবে তাহাকে ধ্যান বলা হইবে। এই ধ্যানই যখন শুদ্ধ ধ্যেয় বস্তুকেই উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত করিবে, আমি ধ্যান করিতেছি, ধ্যেয়স্বভাবাবেশবশতঃ ইত্যাদিরূপ ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত করিয়া দিবে, তখন তাহা 'সমাধি'-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে। পরে এই সকল অবশ্যজ্ঞাতব্য প্রয়োজনীয় কথার যথাসাধ্য বিস্তারপূর্ব্বক বিবরণ করা হইবে। এইস্থলে এইমাত্র বলিয়া রাখিতেছি, যদি কোন চিন্তাশীল, শিবসঙ্কল্প, বুদ্ধিমান্, ধীরপুরুষ মনোযোগ-সহকারে পাতঞ্জল-যোগসূত্র পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে, পাতঞ্জল-যোগসূত্র জগতের অমূল্য রত্ন, জড়বিজ্ঞান ইহার অঙ্কশায়ী অবোধ শিশু-সন্তান।

১ তথাপি আমরা যোগাসক্তিবিশিষ্ট পাশ্চাত্য পুরুষদিগকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি। যোগাভ্যাসদ্বারা ঐন্দ্রিয়িকশক্তিকে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ করিতে পারিলে, জগতের অশেষ উপকারসাধনের যোগ্যতা জন্মে। যোগাভ্যাসরত পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণকে দৃষ্টান্তস্বরূপে গ্রহণ করিলেই, একথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইত্যাকার শূন্যচীৎকারকারী স্বদেশীয় ভ্রাতৃবর্গকে তাহা জানাইবার নিমিত্ত আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। যাঁহারা অধ্যাত্মবিজ্ঞান-পারাবার পার হইয়াছেন, তাঁহারা জড়বিজ্ঞানকূপে অবগাহন করিতে অসমর্থ ছিলেন কি না, পাঠক ইহা চিন্তা করিবেন, ইহাই আমাদের বস্তুতঃ মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমরা যাহা বুঝিয়াছি, প্রাকৃতিক শক্তির ইয়ত্তা যেরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছি, তাহাই পর্য্যাপ্ত, প্রকৃতির তদতিরিক্ত শক্তি নাই, তদ্ব্যতীত অবস্থা নাই, এই অজ্ঞোচিত বিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে; অদ্যাপি আমরা বুঝিতে পারি নাই, আমাদের পরিচ্ছিন্ন নেত্রের বিষয়ীভূত হয় নাই, এইরূপ প্রাকৃতিক নিয়ম, প্রকৃতির এইরূপ অবস্থা আছে, বা থাকিতে পারে, এবম্প্রকার বিশ্বাস হৃদয়ে নিহিত করিয়া প্রাকৃতিক রহস্য উদ্ভেদ করিবার চেষ্টা করিলে, বিদেশীয় চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ অচিরে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, যে, যোগিবর পতঞ্জলিদেব দুরধিগম্য হইলেও, তাঁহাদের পুরোবর্ত্তী; অধ্যাত্মবিজ্ঞান বস্তুত'ই জড়বিজ্ঞানের অসঙ্কীর্ণ-বা-প্রশস্তরূপ। যে প্রাকৃতিক নিয়মে দূরস্থিত জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ হইতে আলোক-কিরণ বা আলোকাখ্য আন্দোলায়িত-গতি প্রবাহিত হইয়া, আমাদের নয়নেন্দ্রিয়কে আঘাত করে, যে প্রাকৃতিক নিয়মে সকল বস্তুই চুম্বকলৌহের ন্যায় সকল বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, সেই প্রাকৃতিক নিয়মেই যোগী দূরস্থিত বস্তু সন্দর্শন করিতে পারেন, চক্ষুরাদি বাহ্যকরণের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া, সূক্ষ্ম ও ব্যবহিত বস্তু মনোগোচর করিতে সমর্থ হয়েন, অন্যের চিত্ত করস্থিত আমলকফলবৎ সন্দর্শন করিতে পারগ হয়েন। এক্ষণে দেখা যাউক, অস্বচ্ছবস্তুকর্তৃক ব্যবহিত-বস্তুও যোগীর বুদ্ধিগোচর হয়, জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে একথা কতদূর বুঝিতে পারা যায়। কথাটির বৈজ্ঞানিক উপপত্তি করিতে হইলে, অগ্রে দেখিতে হইবে—

অস্বচ্ছ বা কিরণাভেদ্য বস্তুকর্তৃক সমাবৃত দ্রব্যজাতকে
নয়নেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করা যায় না কেন?

জ্যোতির্ম্ময় (Luminous) স্বচ্ছ বা প্রসাদ-গুণ-বিশিষ্ট (Transparent, or Translucent) এবং অস্বচ্ছ বা মলীমস

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(Opaque), বস্তুমাত্রেই, একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, এই ত্রিবিধ শ্রেণীর কোন না কোন শ্রেণীর অন্তর্ভূর্ত। যে সকল বস্তু নিজ-প্রভায় প্রভাশীল—নিষ্প্রভবস্তুজাতকে যাহারা প্রকাশ করে, তাহারা জ্যোতির্ম্ময়। যে সমস্ত বস্তুর মধ্য দিয়া আলোক-কিরণ অবাধে সঞ্চালিত হইতে পারে, তাহারা স্বচ্ছ, এবং যাহারা তদ্বিপরীতধর্ম্মাক্রান্ত —যাহাদের মধ্যে আলোক-কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না, তাহারা অস্বচ্ছ—কিরণাভেদ্য ১ যে সকল বস্তুর অভ্যন্তর দিয়া আলোক-কিরণ অবাধে সঞ্চালিত হইতে পারে, তাহারা স্বচ্ছ পদার্থ বটে, কিন্তু স্থূল-দৃষ্টিতে সম্পূর্ণতঃ তদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু পতিত হয় না। কাচ, জল, বিশুদ্ধ বায়ু প্রভৃতি 'স্বচ্ছ' শব্দে লক্ষ্য পদার্থও তন্মধ্যদিয়া সঞ্চরণশীল আলোক-কিরণের কিয়দংশ গ্রাস করে। অপিচ জগতে এরূপ পদার্থও নাই যাহা সম্পূর্ণতঃ অস্বচ্ছ (There are none which are quite opaque)। স্থূলাবস্থায় যাহা যাদৃশ অস্বচ্ছ বলিয়া প্রতীত হয়, সূক্ষ্মাবস্থায় আনীত হইলে, তাহার তাদৃশ অস্বচ্ছতা থাকে না। ২

---

১ "The term transparent or diaphanous is applied to all bodies which at all transmit light ; while translucency is usually restricted to the case of bodies through which objects cannot be distinctly seen."—

Ganots Natural Philosophy, P. 321.

পণ্ডিত গ্যানো, Transparent ও Translucent স্বচ্ছপদার্থকে এই দুই-ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে সকল বস্তু দ্বারা অন্য বস্তু স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা 'Transparent' (স্বচ্ছ), এবং যাহাদের মধ্যদিয়া অন্যবস্তু স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহারা 'Tarnslucent' (ঈষৎস্বচ্ছ)।

২ Of all bodies which transmit light, none can be said to be perfectly diaphanous ; all extinguish, or absorb, a portion of the light which impinges on them. The most transparent, such as air, water, glass, gradually extinguish the light which penetrates them ; and, if their thickness be considerable, they may weaken it so much that no impression is produced on the

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বস্তুর স্বচ্ছত্বাস্বচ্ছত্বের কারণ

জগতে দেখিতে পাইতেছি বটে, কোন বস্তু স্বচ্ছ, কোন বস্তু অস্বচ্ছ, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, এরূপ হইবার কারণ কি? বিজ্ঞানকে এইকথা জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলিয়াছেন, যে সকল বস্তু আলোক-প্রতিষ্টম্ভক-রাসায়নিক-ধর্মবিশিষ্ট, তাহারা অস্বচ্ছ, এবং যাহারা তদ্বিপরীত ধর্মযুক্ত, তাহারা 'স্বচ্ছ'। নৈয়ায়িক। আপনি বিজ্ঞানের এরূপ উত্তরকে কি বলিবেন? যে সকল বস্তুর অভ্যন্তর দিয়া আলোক সঞ্চরন করিতে পারে না, বুঝিয়াছি তাহারা অস্বচ্ছ (Opaque) বস্তু, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইয়াছে, কোন বস্তুর মধ্য দিয়া আলোক সঞ্চরণ করিতে পারে, এবং কাহারও মধ্য দিয়া আলোক সঞ্চরণ করিতে পারে না, এরূপ নিয়ম কেন হইল? অস্বচ্ছতা (Opacity)-ও-স্বচ্ছতার (Transparency) হেতু কি? বিজ্ঞান এতদুত্তরে বলিবেন, যাহার মধ্য দিয়া আলোক সঞ্চরণ করিতে পারে না, যাহা আলোক গতি-রোধক-রাসায়নিক ধর্মবিশিষ্ট, তাহা অস্বচ্ছ এবং যাহা তদ্বিপরীত, যাহা আলোককে তন্মধ্যদিয়া সঞ্চরণ করিতে দেয়, তাহা 'স্বচ্ছ'। তবেই বলিতে হইল, বিজ্ঞান আমাদের প্রশ্নই শব্দান্তর দ্বারা পুনরুচ্চারণ করিলেন। ইহাতে প্রশ্নের পুনরুক্তি—পুনর্বচন (Repetition,—twofoid interpretation of the same question)। এই প্রদর্শিত হেতুত সাধ্যসম হেত্বাভাস, ইহাত 'Petitio Principii.'[১]

eye. o o o Just as there are no perfectly transparent substances, so, too, there are none which are quite opaque; at any rate when the thickness is very small."—

Ganot's Natural Philosophy, P. 321-322.

১" হেতুলক্ষণাভাবাদহেতবো হেতুসামান্যাদ্ধেতুবদাভাসমানাস্ত ইমে।"—

বাৎস্যায়ণভাষ্য।

অর্থাৎ, যাহা হেতুলক্ষণবিহীন, সুতরাং, যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে 'অহেতু,' হেতু সামান্যবশতঃ যাহা আপাত-দৃষ্টিতে হেতু বলিয়া বোধ হয়, সেই আভাসমান বা দুষ্টহেতুকে 'হেত্বাভাস' (Fallacy) বলে। পূজ্যপাদ ভগবান্ গোতম সব্যভিচার বিরুদ্ধ, প্রকরণসম, সাধ্যসম, ও কালাতীত এই পঞ্চ হেত্বাভাস নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অথবা কেবল ইহাই কেন, তত্ত্বজিজ্ঞাসু (অবশ্য প্রকৃততত্ত্বজিজ্ঞাসু) যে কোন পদার্থের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিবার জন্য জড় বিজ্ঞানের শরণ গ্রহণ করুন, দেখিতে পাইবেন, জড়বিজ্ঞান তাঁহার কোন পদার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসাই পূর্ণরূপে বিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ নহেন। শ্রুতির উপ-

---

"সব্যভিচারবিরুদ্ধপ্রকরণসমসাধ্যসমাতীতকালা হেত্বাভাসাঃ।"—

ন্যায়দর্শন ১।২।৪৫।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গঙ্গেশোপাধ্যায় বলিয়াছেন ;—

"তে চ সব্যভিচার বিরুদ্ধ-সত্প্রতিপক্ষাসিদ্ধবাধিতাঃ পঞ্চ।"—

তত্ত্বচিন্তামণি, অনুমানখণ্ড।

অর্থাৎ, সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষিত, অসিদ্ধ ও বাধিত, হেত্বাভাস এই পঞ্চবিধ। বলা বাহুল্য, ভগবান গোতমের প্রাগুক্ত পঞ্চ হেত্বাভাসের ইহারা পর্য্যায়ান্তর। অসিদ্ধ ও সাধ্যসম সমানার্থক।

সাধ্যাবিশিষ্ট-সাধ্যত্বাৎ সাধ্যসমঃ।"—

ন্যায়সূত্র।

যাহা—সাধ্যের সাধনার্থ প্রদর্শিত যে হেতু, সাধ্য—সাধনীয় (To be proved) হইতে বিশিষ্ঠ ভিন্ন নহে,—যৎসাধ্যের সাধনার্থ যে হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, যদি তদ্ধেতুই সাধ্য হয়,—সাধনীয় হয়, তাহা যদি সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে, প্রদর্শিত হেতুকে হেতু না বলিয়া সাধ্যসম-বা-অসিদ্ধাখ্য হেত্বাভাস বলিতে হইবে। অন্যান্য হেত্বাভাসের কথা যথাস্থানে বলা হইবে। পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রের 'Fallacy'-কে পাঁচভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। পণ্ডিত মিল্ বলিয়াছেন—

"We have thus five distinguishable classes of fallacy, which may be expressed in the following synoptic table :"—(1) Fallacies a priori, (2) Fallacies of observation, (3) Fallacies of generalization, (4) Fallacies of Ratiocination, 5) Fallacies of confusion. Petitio Principii. Fallacies of confusion-এর অন্তর্গত। পণ্ডিত বেন্ (Bain) বলিয়াছেন ;—The second division is 'Petitio Principii' otherwise called 'arguing in a circle.' Aristotle এই Fallacy কে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। "When one begs the very thing that ought to be demonstrated" 'Petitio Principii'র এইটী প্রথম বিভাগ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেশ 'তত্ত্ব' একাধিক নহে, ১ যিনি সেই এককেই অনেক বলিয়া

১ "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ সসুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা ২।৩।২৩।

কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে করিতে, যাঁহারা পরম কারণকে দেখিতে পাইয়াছেন, যাঁহাদের পরমাত্মদর্শন হইয়াছে, তাঁহাদের রাগ-দ্বেষাদি-দোষবিহীন, অপেতমলমেঘ হৃদয় গগনে এক পরমাত্মা ভিন্ন অন্য পদার্থের স্বতন্ত্রসত্তা প্রতিভাত হয় না, তাঁহারা দেখিতে পান্ এক ব্রহ্মই মায়াদ্বারা বহুরূপধারণপূর্ব্বক জগদাকারে বিরাজ করিতেছেন।

"রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরিস্বাম্।"

ঋগ্বেদসংহিতা ৩।৩।২০

ব্রহ্মই একমাত্র সৎ—একমাত্র তত্ত্ব। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি (পার্থিব), দিব্য (সৌর ও বৈদ্যুতাগ্নি) ইত্যাদি ইহাঁরা এক পরমাত্মারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। অথর্ব্ববেদ বলিয়াছেন—

"যদেজতি পততি যচ্চ তিষ্ঠতি প্রাণদপ্রাণন্নিমিষচ্চ যদ্ভবৎ।
তদ্দাধার পৃথিবীং বিশ্বরূপং তৎ সম্ভূয় ভবত্যেকমেব॥"—

অর্থাৎ, যাহা কম্পিত হয়—যাহা গতিশীল, যাহা পতিত হয়, যাহা অবস্থান করে—যাহা স্থিতিশীল, যাহা সপ্রাণ, যাহা অপ্রাণ, যাহা স্পন্দনশীল, এককথায় যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই এক ব্রহ্মের মায়াপরিচ্ছিন্ন ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম স্বীয় শক্তিব্যাপাশ্রয়নিবন্ধন বহুধা ভিন্ন হইয়া, জগদাকার ধারণ করেন, এবং সমষ্টিভাবে তিনি এক অনন্ত সচ্চিদানন্দ। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ 'One principle' বলিতে নিশ্চয়ই শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সচ্চিদানন্দময় পরমপুরুষকে লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

'তত্ত্ব' শব্দটির ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ কি শিক্ষা দেয়?

'তনু বিস্তারে' বিস্তারার্থক এই 'তন্' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিয়া 'তৎ' এই পদটি সিদ্ধ হয়। 'তৎ' এর ভাব = তত্ত্ব।

"তত্ত্বং পরাত্মনি। বাদ্যভেদে স্বরূপে চ।"—

হৈম।

অর্থাৎ, 'তত্ত্ব' শব্দ পরমাত্মা, বাদ্যভেদ ও স্বরূপ এই সকল অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইদংপদবাচ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বরূপতঃ 'ব্রহ্ম', তিনিই 'তৎ।' তৎ-বা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বুঝিয়াছেন, দুর্ভেদ্য মায়াবরণ ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া যিনি সেই একেকে, অসৎ বা অজ্ঞেয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিতে হইলে, একেকে জানিতে হইলে, যেরূপ সাধনা করিতে হয়, যিনি তাহা অবগত নহেন, তাঁহাদ্বারা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা চরিতার্থ হওয়া সম্ভব নহে। জড়বিজ্ঞান বলিয়া থাকেন, কেন হয়? (Why) এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত নহি, কিরূপে হয়? (How) ইহার'ই উত্তর দিবার জন্য আমার জন্ম। আমরা বলি, তা'ইত তোমার নাম 'জড়বিজ্ঞান'। যে কোন শাস্ত্র হউক, সকলেই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-নির্ণায়ক, বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-তত্ত্ব-প্রতিপাদক। যাহা পরিদৃষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়-দ্বারে যাহা পতিত হয়,

---

ব্রহ্মের ভাব 'তত্ত্ব'। 'তদ্' বা 'তৎ' সর্ব্বনাম শব্দ। সর্ব্বনাম কাহাকে বলে।

সর্ব্বং চ ব্রহ্ম, তস্য নাম সর্ব্বনাম।"—

সর্ব্বশব্দটী ব্রহ্মবাচী। সর্ব্বের—ব্রহ্মের নাম, সর্ব্বনাম'।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

অর্থাৎ, প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-প্রমেয়-বস্তুজাত স্বরূপতঃ 'ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু নাই। 'স্বরূপ' শব্দটীর অর্থ হইতেছে 'নিজরূপ'—'স্বভাব' 'অবিকৃতা-বস্থা। সকল বস্তুই যখন ব্রহ্ম তখন ব্রহ্মই যে সকলের 'স্বরূপ'—'স্বভাব' অবিকৃতা-বস্থা, তাহাতে সন্দেহ কি? অতএব কোন পদার্থের স্বরূপচিন্তা ও ব্রহ্মচিন্তা এক-কথা। কথা সম্পূর্ণ সত্য, যে কোন বস্তুই হউক, তাহার স্বরূপাবস্থা যে 'ব্রহ্ম' তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে ইহার মধ্যে আরও কিছু বক্তব্য আছে। বস্তুমাত্রেরই স্বরূপাবস্থা পরমাত্মা হইলেও, সকলেই তাহা বুঝিতে পারে না। কোন এক বস্তুর স্বরূপাবস্থা ধরিতে যাইয়া—কোন এক কার্য্যের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, স্ব-স্ব-শক্তি-বা-প্রয়োজনানুসারে অনেকেই দ্বিতীয়, তৃতীয়, কিংবা চতুর্থাদি ক্রমসূক্ষ্ম অবস্থা-বা-পর্ব্বনিবহের মধ্যে কোন একটী অবস্থা-বা-পর্ব্বকে পরীক্ষ্যমাণ বস্তুর স্বরূপাবস্থা বা দৃশ্যমান কার্য্যের পরম কারণ মনে করিয়া সন্তুষ্ট হয়েন। 'স্বরূপ' শব্দের, এইজন্য প্রকৃত অর্থ সংসার জানে না। অথবা কেবল 'স্বরূপ' শব্দই বা কেন, কোন শব্দেরই স্বরূপ বা প্রকৃতরূপ সাংসারিক বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় না। এক্ষণে তত্ত্বজিজ্ঞাসা যে জড়বিজ্ঞানদ্বারা বিনিবৃত্ত হইতে পারে না, তাহা সুখবোধ্য হইল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহা কি, তাহা কিরূপে, কোন নিয়মে বা কি নিমিত্ত উৎপন্ন, স্থিত ও বিলীন হয়, এবং যাহা পরিদৃষ্ট হয় না, স্থূলদর্শী ইন্দ্রিয়গ্রামের যাহা অবিষয়, তাহাই বা কিংস্বরূপ শাস্ত্রের এই সকল বিষয়ই প্রতিপাদ্য। শাস্ত্রমাত্রেই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-নির্ণায়ক বটে, কিন্তু কার্য্যমাত্রের পরমকারণনির্দ্দেশ সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। চিন্তাশীল প্রাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত হার্ব্বাট স্পেন্সার ফিলজফীর (Philosophy) লক্ষণ ও লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিবার সময় বলিয়াছেন, পরসামান্য-বা-পরজাতি-জ্ঞান (Knowledge of the highest degree of generality) ফিলজফীর লক্ষ্য পদার্থ। জগতের অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় গমনের পদ্ধতি-নির্দ্ধারণই ফিলজফীর কর্ত্তব্য।১ বিজ্ঞানের লক্ষণ ও প্রতিপাদ্য বিষয় কি, বিদেশীয় পণ্ডিতবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইয়াছি, অপরসামান্য-বা-অপরজাতিজ্ঞান—অংশতঃ, সমন্বিতজ্ঞান, ভিন্ন-ভিন্ন-ভাবে উপলভ্যমান পদার্থজাতের জাতিনির্ব্বাচন, বৈষম্যভাবের মধ্যে সাম্যভাবেরআবিষ্করণ (Generalisation) বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য—বিজ্ঞানের কার্য্য। অতএব বলিতে পারি, বিজ্ঞান দর্শনের (Philosophy) সঙ্কীর্ণরূপ। পণ্ডিত 'Bain' বর্ত্তমান কালের জন্য (For the purpose of the present day) বিজ্ঞানকে প্রধানতঃ সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা,—১। (Logic, ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র, ২। ম্যাথামেটিক্স্ (Mathematics, গণিত), ৩। মেকানিক্স্ বা মেকানিক্যাল্ ফিজিক্স্ (Mechanics or Mechanical Physics, যন্ত্রবিজ্ঞান), ৪। মোলিকিউলার ফিজিক্স্ (Molecular Physics, ভূতবিদ্যা—ভৌতিক বিজ্ঞান), ৫। কেমিষ্ট্রী (Chemistry, বেদ বা রসায়নশাস্ত্র) ৬। বাইওলজী (Biology, প্রাণবিদ্যা—জীবনতত্ত্ব) ও ৭।

---

১ "May it not be inferred that philosophy has to formulate this passage from the imperceptible into the perceptible, and again from the perceptible into the imperceptible."—

First Princles, P. 280

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাইকোলজী (Psychology, মনস্তত্ত্ব)। ১

শ্রুতি বিদ্যাকে প্রধানতঃ পরা ও অপরা এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা,—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ।"— মুণ্ডকোপনিষৎ।

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, ইহারা 'অপরা বিদ্যা.' এবং যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর পরব্রহ্মকে জানা যায়, অক্ষর পরব্রহ্মকে লাভ করা যায়, তাহা 'পরা বিদ্যা'। ২ একটু চিন্তা করিলে উপলব্ধি হইবে, বিদ্যাকে পরা

For the purpose of the present day the sciences may be calssified as follws :– I. Logic, II.Mathematics, III. Mechanics or Mechanical Physics, IV. Molecular Physics, V. Chemistry, VI. Biology, VII. Psychology. বিজ্ঞানের উক্ত সপ্তবিভাগের আবার অবান্তরবিভাগ আছে। ফিজিওলজী (Physiology), এনাটমী (Anatomy), জুলজী (Zoology), বটানি (Botany), ইত্যাদি ইহারা পণ্ডিত Bain এর মতে Biologyর অন্তর্গত।

২ শ্রুতি ষড়ঙ্গ বেদকে 'অপরা বিদ্যা' বলিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"—

গীতা ২।৪৫।

অর্থৎ হে অর্জ্জুন! বেদ সকল ত্রৈগুণ্যবিষয় (যাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়সম্বন্ধীয়, তাহা ত্রৈগুণ্য। ত্রৈগুণ্য হইয়াছে—ত্রিগুণময় সংসার বা পুণ্য-পাপ-ব্যামিশ্র কর্ম হইয়াছে বিষয় যাহার, তাহা ত্রৈগুণ্যবিষয়)। তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য—নিষ্কাম হও। নিষ্কাম না হইলে, মুক্তিলাভ হয় না। অতএব যদি তোমার মুমুক্ষুত্ব হইয়া থাকে, তবে তোমাকে নিষ্কাম হইতে হইবে, ত্রিগুণাতীত উপনিষদ্‌বেদ্য পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে। উদ্ধৃত শ্রুতি ও গীতা পাঠ করিয়া বর্ত্তমান সময়ের স্বয়ংসিদ্ধ স্বদেশীয়-বিদেশীয় শাস্ত্রব্যখাতারা বেদের প্রতি তীব্রকটাক্ষ করিতেছেন, শাস্ত্রবিরুদ্ধ অদ্ভুত অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিতেছেন। 'নিষ্কাম', 'ব্রহ্মজ্ঞান' ইত্যাদি শব্দের অর্থ আজকাল যত সুগম বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, পূর্ব্বে ইহাদের অর্থ সেরূপ সুগম বলিয়া বিবেচিত হইত না। ইংরাজীভাষার কি এক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও অপরা এই দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করাই সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। ব্রহ্মের পর ও অপর এই দ্বিবিধ অবস্থা। শ্রুতি বুঝাইয়াছেন, অতীত,

---

অপূর্ব শক্তি আছে, যিনি ইহা শিক্ষা করেন, তাঁহার কিছুই দুর্ব্বোধ্য থাকে না। দুরবগাহ বিষয় সকলের (অবশ্য শাস্ত্র-ও-ধর্ম-সম্বন্ধীয়) তিনি ঝটিতি মীমাংসা করিতে পারেন। ইংরাজীভাষা শিক্ষা করিলেই আচার্যদিগের মতখণ্ডনের ক্ষমতা প্রাদুর্ভূত হয়, স্বাধীনচিন্তাশীলতা বিকাশপ্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, যাঁহারা আচার্যদিগের কথা শিরোধার্য্য করেন, তাঁহাদিগকে বলিতেছি, শ্রুতি যে উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদকে 'অপরা বিদ্যা' বলিয়াছেন, ভগবান্ যেজন্য বেদকে 'ত্রৈগুণ্যবিষয়' বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ের আকস্মিক শাস্ত্রব্যাখ্যাতারা তাহা লক্ষ্য করেন নাই, বুঝিতে পারেন নাই, বা গ্রাহ্য করেন নাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, পাঠকদিগকে তাহা জানাইতেছি। ভগবান্ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—'পরা-বিদ্যাদ্বারা উপনিষদ্বেদ্য, অক্ষরবিষয়বিজ্ঞান,—পরব্রহ্মবিষয়কজ্ঞান প্রধানতঃ বিবক্ষিত হইয়াছে। উপনিষদ্বেদ্য, অক্ষরবিজ্ঞান বৈখরীবাগধিগম্য নহে—শব্দরাশিজ্ঞেয় নহে—ব্রহ্মজ্ঞান শব্দরাশিদ্বারা লাভ করা যায় না। বহুশব্দজ্ঞ হইলেও ব্রহ্মবিদ্ সদ্‌গুরুর কৃপা না হইলে, বৈরাগ্যানলকর্ত্তৃক হৃদয়ের কামনাগ্রন্থি ভস্মীভূত না হইলে, নিষ্কাম বা বিগতস্পৃহ না হইলে, ব্রহ্মবিদ্যা আবির্ভূতা হয়েন না। 'বেদ'—কথাটি সাধারণতঃ শব্দরাশি বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। শ্রুতি এইনিমিত্ত বেদ বা বেদ্যবিষয়বিজ্ঞানহইতে উপনিষদ্বেদ্য অক্ষরবিষয়বিজ্ঞানকে পৃথক করিয়াছেন, নচেৎ উপনিষৎ ঋগাদি-বেদবাহ্য পদার্থ নহে'। তিলে যেরূপ তৈল থাকে, বেদের মধ্যে সেইরূপ বেদান্ত বা উপনিষৎ সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন।

"তিলেষু তৈলবৎ বেদে বেদান্তঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।"—

মুক্তিকোপনিষৎ।

ছান্দোগ্যোপনিষদের নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন। 'বেদ' কথাটির বহু অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত স্থলে সকাম-কর্মকাণ্ডার্থে ইহার ব্যবহার করিয়াছেন।

"যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি।" —

গীতা ৮।১১।

এস্থানে উপনিষৎ বুঝাইতে বেদশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

"উপনিষদ্বেদ্যাক্ষরবিষয়ং হি বিজ্ঞানমিহ পরা বিদ্যেতি প্রাধান্যেন বিবক্ষিতং নোপনিষচ্ছব্দরাশিঃ 'বেদশব্দেন তু সর্ব্বত্র শব্দরাশির্বিবক্ষিত শব্দরাশ্যধিগমেহপি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনাগত ও বর্তমান, এই কালত্রয়াত্মক নিখিল জগৎ পুরুষের —পরম-কারণ-পরব্রহ্মের মহিমা—স্বীয়-শক্তি-বিশেষ। ত্রিকালময় জগতের স্বরূপই কি তাহা হইলে ব্রহ্মের বাস্তব স্বরূপ? অনিত্য জগৎই কি তিনি? না, জগৎ তাঁহার বাস্তব স্বরূপ নহে। পরম-পুরুষ পরমাত্মা, ইহা হইতে—তাঁহার এই জগদ্রূপ মহিমা-বা শক্তি হইতে জ্যায়ান্—অতিশয় বৃহৎ। বিশ্বভূত—কাল-ত্রয়বর্ত্তি-প্রাণি-জাত পরম পুরুষের চতুর্থাংশমাত্র। ইহাঁর অবশিষ্ট পাদত্রয়, অমৃত —বিনাশরহিত, ইহা সদাতন, ইহা দ্যোতনাত্মক স্বপ্রকাশ-স্বরূপে ব্যবস্থিত আছে। পরমপুরুষ পরমাত্মার এই এক পাদ মায়াদ্বারা পুনঃ পুনঃ অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে পুনরপি অব্যক্তা-ব্যস্থায় গমনাগমন করিয়া থাকে। সৃষ্টিকালে পর-মেশ্বর মায়াদ্বারা দেবতির্য্যগাদি বিবিধরূপে ব্যাপ্ত হয়েন, সাশন (ভোজ-নাদি ব্যবহারোপেত চেতনপ্রাণিজাত) এবং অনশন- অচেতন (গিরি, নদী, সাগর প্রভৃতি), স্বয়ং এই উভয়রূপে বিবিধ হইয়া, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন।১ তা'ই বলিতেছি, বিদ্যাকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত

যত্রান্তরমন্তরেণ গুর্বভিগমনাদিলক্ষণং বৈরাগ্যং চ নাক্ষরাধিগমঃ সম্ভবতীতি পৃথক্ক-রণং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ পরা বিদ্যেতি কথনং চেতি।"—

মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্য।

বেদ ত্রিগুণময় সংসারের উপদেষ্টা, বেদ- ত্রৈগুণ্যবিষয়, আবার বেদই ত্রিগুণা-তীত ব্রহ্মের স্বরূপপ্রদর্শক, বেদই নিস্ত্রৈগুণ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ হইতেই সপ্রমাণ হইল, তিনি উপনিষৎ বুঝাইতেও 'বেদ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

বেদে কাণ্ডত্রয়ং প্রোক্তং কর্মোপাসনবোধনম্।
সাধনং কাণ্ডযুগ্মোক্তং তৃতীয়ে সাধ্যমীরিতম্॥"—

যন্ত্রমহোদধি।

অর্থাৎ, কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড বেদে এই কাণ্ডত্রয়ের উপদেশ আছে। কর্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড 'সাধন' (Means) এবং জ্ঞান কাণ্ড সাধ্য (End)। কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা শুদ্ধচিত্ত না হইলে, মুক্তি প্রদজ্ঞান বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্ম করিবার শক্তি নাই, উপাসনায় অধিকার নাই, এই-জন্যই বেদকে 'ত্রৈগুণ্যবিষয়' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবার এত প্রয়াস

১ ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করাই যুক্তিসঙ্গত। পূর্ব্বে অবগত হইয়াছি, যে ভাবে সৃষ্টিস্থিতি-লয়াত্মক, যে ভাব বর্তমান, অতীত ও অনাগত এই অবস্থাত্রয়বিশিষ্ট, তাহা 'কার্যাত্মভাব'। এই কার্য্যাত্মভাবই 'অপরব্রহ্ম'। যে বিদ্যাদ্বারা এই কার্য্যাত্মভাবের তত্ত্বনির্ণয় হয়, অপরব্রহ্মের স্বরূপাবধারণ হয়, তাহা 'অপরা বিদ্যা,' এবং যে বিদ্যা পরব্রহ্মের স্বরূপনির্ণায়ক, তাহা 'পরা বিদ্যা'।

"যস্য যদ্ব্যাপকং তস্য তদ্ব্রহ্মাতো ধরাদিকম্।"

সাংখ্যসার॥

ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে অবগত হইয়াছি, যাহা বৃহৎ—ব্যাপক, তাহা 'ব্রহ্ম'। বিজ্ঞানভিক্ষু, উদ্ধৃতবচন দ্বারা বুঝাইয়াছেন, যে যাহার ব্যাপক, সেই তাহার ব্রহ্ম। কারণ, কার্য্যের ব্যাপক—কার্য্য কারণের গর্ভে বাস করে, অতএব কারণ কার্য্যের ব্রহ্ম। অখণ্ডৈকরস চিন্ময় পর-পুরুষ হইতে বৃহত্তর বা ব্যাপকতর পদার্থ নাই, এইনিমিত্ত তিনি পর-ব্রহ্ম,' নিখিল কার্য্যের পরমকারণ এতদ্দ্বারা ইহা সুখবোধ্য হইল যে. যে কোন কার্য্য হউক, যাবৎ তাহার পরমকারণের সাক্ষাৎকার না হইবে, তাবৎ তৎসম্বন্ধীয় তত্ত্বজিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হইবে না অতএব জড়বিজ্ঞানের কথাত দূরের, প্রাণবিদ্যাও তত্ত্বজিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত করণ নহে। একমাত্র উপনিষদ্বেদ্য, অক্ষরবিষয়বিজ্ঞান-বা-পরাবিদ্যাদ্বারাই তত্ত্বজিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। শ্রুতিনির্বাচিত অপরা বিদ্যার অধস্তন সোপানপংক্তিই পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের বিচরণভূমি। ঐতরেয় আরণ্যক পাঠপূর্ব্বক অবগত হইয়াছি, উক্ত শ্রুতি, উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধবিদ্যাধিকারী নিরাচন করিয়াছেন। যাঁহারা সর্ব-সংসার-বিরক্ত—ব্রহ্মার পদপর্যন্ত যাঁহারা তৃণীকৃত করিয়াছেন, অর্থাৎ, যাঁহারা প্রকৃতবৈরাগ্যবান্ একাগ্রচিত্ত, সদ্যোমুক্তিকাম, তাঁহারা উত্তমবিদ্যা-ধিকারী। শ্রুতি ইহাঁদেরই জন্য 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, অর্থাৎ, আত্মাই একমাত্র পদার্থ, তদ্ভিন্ন পদার্থান্তর নাই, ইত্যাদিপ্রকারে 'ব্রহ্মবিদ্যার' উপদেশ করিয়াছেন। যাঁহারা হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্তি-দ্বারা ক্রমমুক্তিকাম, তাঁহারা মাধ্যমবিদ্যাধিকারী। শ্রুতি ইহাঁদের জন্য প্রাণ-বিদ্যার (প্রাণবিদ্যা, পাশ্চাত্যবিজ্ঞানশ্রেণ্যন্তর্ভূত 'Biology' হইতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভিন্নপদার্থ) উপদেশ করিয়াছেন। যাঁহারা সদ্যোমুক্তি বা ক্রমমুক্তি এই দ্বিবিধ মুক্তির কাহাকেও প্রার্থনা করেন না, যাঁহারা জাগতিক ভোগৈশ্বর্য্যসাধন, প্রজাপশ্বাদি কামনা করেন, জাগতিক উন্নতিই যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহারা অধমবিদ্যাধিকারী। ইহাঁদের জন্য শ্রুতিতে সংহিতোপাসন উপদিষ্ট হইয়াছে। ১ জীবজাতি (Animal kingdom), উদ্ভিজ্জাতি (Vegetable kingdom), ও খনিজজাতি (Mineral kingdom), স্থূলেন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই তিনজাতীয় কার্য্যাত্মভাব বা ভাববিকারের তত্ত্বানুসন্ধানই পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। ২ স্থূল ইন্দ্রিয়, প্রাগুক্ত তিনজাতীয় পদার্থের অতিরিক্ত পদার্থ দেখিতে পায় না, সুতরাং ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞানপ্রসূত জড়বিজ্ঞান এতদ্ব্যতীত পদার্থান্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, অথবা যদি স্বীকার করে, অজ্ঞেয় বলিয়া, তাহাদের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় না। যাঁহারা মুক্তির প্রার্থী নহেন, এই জগৎই যাঁহাদের জীবনের কেন্দ্রস্থান, তাঁহাদের সূক্ষ্মপদার্থতত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন হয় না। চিন্তাশীল পাশ্চাত্য পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, অনির্দ্দেশ্য—অজ্ঞেয় (The Unknowable) ও নির্দ্দেশ্য—জ্ঞেয় (The knowable) তৎকৃত First Principle গ্রন্থের প্রতিবাদ্য বিষয় সকলকে এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। গিলিজন্ ও

---

৫ "ত্রিবিধো বিদ্যাধিকারী, উত্তমো মধ্যমোঽধমশ্চ। সর্ব্বস্মাৎ সংসারাদ্বিরক্ত একাগ্রচিত্তঃ সদ্যোমুক্তিকাম উত্তমঃ। তং প্রত্যাত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীদিত্যাদিনা ব্রহ্মবিদ্যোক্তা।হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্তিদ্বারা ক্রমমুক্তিকামো মধ্যমঃ। তং প্রত্যুক্থমুক্থমিত্যাদিনা প্রাণবিদ্যোপাস্তিরুক্তা। যস্তু দ্বিবিধাং মুক্তিমকাময়মানঃ প্রজাপশ্বাদিমাত্রকামোঽধমঃ। তং প্রতি সংহিতোপাসনং তৃতীয়ারণ্যকেঽভিধীয়তে।"—

ঐতরেয়ারণ্যকভাষ্য।

১ All substances so far as we have an opportunity of examining them, belong to one or other of the three kingdoms of nature distinguished by the names of the *mineral*, *vegetable* and *animal* kingdoms."—

Chemistry of organic bodies—Vegetables,

by T. Thomson. M. D.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিজ্ঞান (Religion and Science); রিলিজন্-সম্বন্ধীয় চরম উপলব্ধি (Ultimate Religious ideas); বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় চরম উপলব্ধি Ultimate Scientific ideas); সর্ব্বপ্রকার উপলব্ধির অন্যোন্যাপেক্ষত্ব (The relativity of all knowledge); সমাধান বা সম্মেলন (The reconciliation), ইহার অজ্ঞেয়—অনির্দ্দেশ্য। পণ্ডিত স্পেন্সার যে সকল বিষয়কে নির্দ্দেশ্য-বা-জ্ঞেয় (Knowable) বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, তাহারা ভূত ও ভৌতিক পদার্থজাতের জড়বিজ্ঞাননির্দ্দেশ্য ভিন্ন-ভিন্ন পরিচ্ছিন্ন রূপ। জ্ঞেয়-ও-অজ্ঞেয় বা নির্দ্দেশ্য-ও-অনির্দ্দেশ্য শাস্ত্রও পদার্থসমূহকে এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন, যাহারা, স্থূল-সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গোচর, ব্যাকৃতবস্তু, তাহা 'জ্ঞেয়'—তাহারা নির্দ্দেশ্য, এবং যিনি সর্ব্বকার্য্য-ধর্ম্মাতীত, যাঁহাকে কোন বিশেষণ দ্বারা বিশেষ করা যায় না, যিনি পরম-কারণ, যিনি জ্ঞাতা বা জ্ঞানস্বরূপ, তিনি অজ্ঞেয়।১ প্রশ্ন হইবে, যিনি অজ্ঞেয়, তাঁহাকে জানিবার জন্য চেষ্টা করা হয় কেন? শ্রুতি তাহা হইলে 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদি উপদেশ দিয়াছেন কেন?

জানা বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, আত্মাকে সেভাবে জানা যায় না। 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ?' (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ), যিনি বিজ্ঞাতা, তাঁহাকে কিরূপে জানা যাইবে? যিনি চৈতন্য-স্বরূপ, যিনি সর্বাবভাসক, যাঁহার প্রকাশে নিখিল পদার্থ প্রকাশিত হয়, তিনি আবার অন্যের প্রকাশ্য হইবেন কিরূপে? কোন বিষয়কে বুদ্ধিদ্বারা খণ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ন করার নাম জানা, আত্মা অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, সুতরাং, তিনি পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির বিষয়ীভূত বা খণ্ডিত

১ "স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে নহি শীর্য্যতেঽসঙ্গো, নহি সজ্জতে অসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি।"—

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্য করিবার সময় বলিয়াছেন,—

"যদ্ধি করণগোচরং ব্যাকৃতং বস্তু তদ্গ্রহণ গোচরমিদন্তু তদ্বিপরীতমাত্মতত্ত্বম্।"—
Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইতে পারেন না। যাহা বুদ্ধিরবিষয়ীভূত হয়, তাহা আত্মার স্বরূপ নহে, তাহা আত্মার মায়া-পরিচ্ছিন্ন ভাব। তবে আত্মদর্শন কিরূপে হয়?

"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাঙ্গতিম্॥
যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।"—

কঠোপনিষৎ ও বৃহদারণ্যক।

অর্থাৎ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বাহ্যবিষয়হইতে বিনিবৃত্ত বা প্রত্যাহৃত হইয়া যখন মনের সহিত অবস্থান করে, অধ্যবসায়লক্ষণাবুদ্ধিও যখন স্বব্যাপারশূন্যা হয়, তখন তাদৃশী অবস্থাকে পরমাগতি বলা হইয়া থাকে। যে কালে হৃদয়াশ্রিত নিখিলকামনা প্রলীন হয়, আত্মাই একমাত্র কমনীয়, পদার্থ, তিনিই ঈপ্সিততম, এই জ্ঞান-সূর্য্যের প্রখর করে ঐহিক-পারত্রিক সর্বপ্রকার বিষয়-কামনা যখন সমূলে নির্মূল হয়, মরণ-ধর্মী মানব তৎকালে অমরত্ব লাভ করে, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নাম 'আত্মদর্শন'।

"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চ নৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥"—

কঠোপনিষৎ

সর্বব্যাপী, পরমাত্মা সর্বত্র অগোচরভাবে বিদ্যমান আছেন, প্রত্যগাত্মার রূপ দর্শনবিষয়ক নহে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা কেহ প্রকৃত আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না। আত্মা স্বপ্রকাশস্বরূপ। চিত্তবৃত্তি একেবারে নিরুদ্ধ হইলে, কামনা-মেঘ বৈরাগ্য-প্রভঞ্জনদ্বারা একেবারে বিদ্রাবিত হইলে, বিমল-হৃদয়-গগনে আত্মা স্বয়ং প্রকটিত হয়েন।

"তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাব্যয়ৌ॥"—

কঠোপনিষৎ।

অর্থাৎ, বাহ্য-ও-অন্তঃকরণ এই দ্বিবিধ কারণ-বা-ইন্দ্রিয়ের স্থির—অচল ধারণার নাম 'যোগ'। কথা হইল, যোগ-ব্যতিরেকে আত্মদর্শন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হয় না, যোগ-ব্যতিরেকে কোন কার্য্যের পরম কারণকে দেখিতে পাওয়া যায় না, যোগ-ব্যতিরেকে তত্ত্বজিজ্ঞাসা একেবারে বিনিবৃত্ত হয় না, এবং বুঝিলাম,—

"'স যোহ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।"—

মুণ্ডকোপনিষৎ ।

কোন পদার্থকে জানিতে হইলে, তন্ময় হইতে হয়, তদ্ভাবে ভাবিত হইতে হয় (To *know* in reality means *to be*), ১. অতএব যিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন, যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় হইয়াছেন, সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া যিনি ব্রহ্ম হইয়াছেন, তিনিই 'ব্রহ্মবিদ্', তিনিই প্রকৃততত্ত্বদর্শী। আত্মার

---

৫ পাশ্চাত্য পণ্ডিত Henry Drummond বলিয়াছেন,—

"Uninterrupted correspondence with a perfect Environment is Eternal Life according to Science o o o Life Eternal is to know God. To know God is to 'correspond' with God. To correspond with God is to correspond with Perfect Environment. And the organism which attains to this in the nature of things must live for ever. Here is 'eternal' existence and eternal knowledge."—

Natural Law in the Spiritual World, P, 215.

"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ।"

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ।

এই শ্রুতিবচন স্মরণ করিবেন ।

"অবিষ্ণুঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং ন পূজাফলভাগভবেৎ ।
বিষ্ণুর্ভূত্বার্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং মহাবিষ্ণুরিতি স্মৃতঃ ॥"—

যোগবাশিষ্ট ।

অর্থাৎ, ভগবানের উপাসনা করিতে হইলে, ভগদ্ভাবে আপনাকে ভাবিত করিতে হয়। বিষ্ণু না হইয়া—বিশ্বজনীনপ্রেমদ্বারা সর্ব্বভূতাত্মদৃষ্টি না হইয়া, বিষ্ণুর পূজা করিলে, বিষ্ণুপূজা সার্থক হয় না। বিষ্ণু হইয়া, বিষ্ণুর পূজা করিলে, উপাসক মহাবিষ্ণুরূপে পরিণত হয়েন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বরূপাবস্থানই আত্মদর্শন (তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্। পাং দং)।

'যোগ-ব্যতিরেকে আত্মদর্শন হয় না', 'যোগ-ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না', 'যোগই তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র সাধন', যোগ-তত্ত্বানভিজ্ঞ বিষয়াসক্ত পাশ্চাত্য-বা-পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ভারতবর্ষীয়দিগের সমীপে একথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে না। ধারণা-ধ্যান-সমাধিদ্বারা (Contemplation) বস্তুতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সূক্ষ্ম-পদার্থদর্শনশক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয়, সাধারণে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন কেন? কোন্ উপায়ে বস্তুতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়? বিজ্ঞান (Science) কিরূপে বস্তুতত্ত্ব বিচার করেন? পণ্ডিত টেট্ বলিয়াছেন, —প্রাকৃতিক পরিণাম সকলের কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-নির্ণয়, এবং নির্ণীত কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধকে গাণিতিক প্রমাণে প্রমাপিত করা, অর্থাৎ, কোন একটি কার্য্য কোন্ কোন্ উপাদান-কারণ-সমবায়ে সমুৎপন্ন হইয়াছে, ও যে যে উপাদান-কারণ-সমবায়ে উহা সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের মাত্রিক সম্বন্ধ কিরূপ, তন্নির্দ্ধারণ, বিজ্ঞানের কার্য্য। শাস্ত্রের উপদেশ, কার্য্য-বা-বিকার পদার্থমাত্রেই উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ কারণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব কোন একটী কার্য্যের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, তাহার উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ কারণের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হয়। কার্য্যের কারণানুসন্ধানই তত্ত্বজিজ্ঞাসুর একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সকল কার্য্যই এক মূল কারণ হইতে সম্ভূত হইয়াছে। যে মূল কারণ হইতে সকল কার্য্য প্রসূত হইয়াছে, শাস্ত্রে তিনি 'ব্রহ্ম', 'আত্মা', ইত্যাদি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই 'ব্রহ্ম' বা আত্মাই দ্রষ্টব্য, ব্রহ্ম বা আত্মার দর্শন হইলেই দর্শন-পিপাসা বা দিদৃক্ষা একেবারে উপশমিত হইয়া যায়, জ্ঞান-পিপাসা বা জিজ্ঞাসা সম্পূর্ণরূপে বিনিবৃত্ত হইয়া যায়। যদ্দ্বারা আত্মদর্শন-কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, শাস্ত্র বলিয়াছেন, তাহার নাম 'দর্শন'।

কার্য্যের কারণানুসন্ধান যেরূপে করিতে হয়।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।"—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi বৃহদারণ্যক।

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ 'আত্মাই' দ্রষ্টব্য—আত্মাই সর্ব্বপ্রকার দিদৃক্ষার কেন্দ্রস্থান। আত্মদর্শন কিরূপে হইবে? আত্মদর্শনার্থির কর্ত্তব্য কি? কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে আত্মদিদৃক্ষা চরিতার্থ হয়?

উত্তর। আচার্য্য-ও-শাস্ত্র হইতে পূর্ব্বে আত্মোপদেশ শ্রবণ, তদনন্তর মনন,—তর্ক দ্বারা শ্রুতবিষয়ের তত্ত্বাবধারণ এবং তৎপরে নিদিধ্যাসন—ধ্যান, আত্মদর্শনের এই তিনটি সাধন। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আত্মদর্শনার্থীর এই ত্রিবিধ সাধনেরই আশ্রয় গ্রহণ অবশ্য-কর্ত্তব্য। আচার্য্য-ও-আগম-হইতে শ্রুতবিষয়, যখন মনন-ও-ধ্যানদ্বারা যথাযথভাবে উপলব্ধ হইবে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই ত্রিবিধ ক্রিয়ার ফল যখন 'এক' হইবে, তখন'ই একত্ববিষয় 'ব্রহ্মদর্শন' সিদ্ধ হইবে। ব্রহ্মদর্শনের এতদ্ব্যতীত অন্য সাধন নাই। ১

জ্ঞানোৎপত্তি-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—দর্শন (Observation) ও পরীক্ষা (Experiment) দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিবার ইহাই একমাত্র পদ্ধতি। উপদেশটীর তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে, 'দর্শন' ও 'পরীক্ষা' (Observation and Experiment) এই শব্দদ্বয়ের তত্ত্বচিন্তা আবশ্যক। অতএব দেখা যাউক, দর্শন (Observation) ও পরীক্ষার (Experiment) অর্থ ও পরস্পর পার্থক্য কি?

পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ জেবন্স্ (Jevons) বলিয়াছেন, আমাদের চতুষ্পার্শে নৈসর্গিক নিয়মে যে সমুদায় ঘটনা সংঘটিত হয়, যখন আমরা তৎ-সমুদায়, কেবল মনোযোগপূর্ব্বক ঈক্ষণ ও স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তখন আমাদের তাদৃশী চেষ্টা 'দর্শন' নামে, এবং যখন আমরা আমাদের পেশীয় বলের ব্যবধানদ্বারা প্রাকৃতিক প্রবর্ত্তন পরিবর্ত্তিত, এই প্রকারে কৃত্রিম সংঘাত উৎপাদন ও অপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত করিতে পারি, তখন

---

১ "শ্রবণমননিদিধ্যাসনসাধনৈর্নির্বর্ত্তিতৈঃ যদৈকত্বমেতান্যুপগতানি তদা সম্যগ্ দর্শনং ব্রহ্মৈকত্ববিষয়ং প্রসীদতি নান্যথা।"—

শঙ্করভাষ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমাদের তাদৃশকার্য্য 'পরীক্ষা, শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। ১ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হার্শেল্ বলিয়াছেন, দর্শন ও পরীক্ষা সর্ব্বথা পৃথক্ সামগ্রী নহে। উভয়ই ঐন্দ্রিয়িক কার্য্য, উভয় কার্য্যই ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? শুদ্ধদর্শন, নিশ্চেষ্ট —নিষ্ক্রিয়—অপ্রবর্ত্তক (Passive observation), শুদ্ধদর্শনে আলোচিত বস্তুর বিশেষ-বিশেষ ধর্ম্ম সম্যগ্‌রূপে কল্পিত হয় না, পরীক্ষা (Active observation)-দ্বারা আলোচিত বস্তুর বিশেষ-বিশেষ ধর্ম্ম বিবেচিত হইয়া থাকে। দর্শন (Observation)+ভাব, অবস্থা-বা-ধর্ম্মপরিবর্ত্তন=পরীক্ষা (Experimeut) ২। পণ্ডিত মিল্ বলিয়াছেন, —অধিকদেশবৃত্তি-বা-অত্যন্তবিস্তৃতদর্শনই পরীক্ষা। ৩ পূজ্যপাদ

---

১ 'It is usual to say that the two sources of experience are Observation and Experiment. When we merely note and record the phenomena which occur around us in the ordinary course of nature we are said to observe. When we change the course of nature by the intervention of our muscular powers, and thus produce unusual combinations and conditions of phenomenon, we are said to experiment."—

Principles of Science.

২ We might properly call these two modes of experience passive and active observation. In both cases we must certainly employ our senses to observe, and an experiment differs from a mere observation in the fact that we more or less influence the Character of the events which we observe. Experiment is thus observation plus alteration of conditions."—

Preliminary Discourse on the study of Natural Philosophy, P. 77.

৩ The first and most obvious distinction between Observation and Experiment is, that the latter is an immense extension of the former."— *Mill's Logic, Vol. I.*

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাৎস্যায়ন মুনি, ন্যায়শাস্ত্রের প্রবৃত্তি নির্দ্দেশ করিবার সময়ে বলিয়াছেন, পদার্থমাত্রের অভিধান বা উদ্দেশ; উদ্দিষ্ট পদার্থের অতত্ত্ব-ব্যবচ্ছেদক-ধর্ম্ম বা-লক্ষণ-নির্দ্দেশ এবং লক্ষিত পদার্থের লক্ষণ ঠিক উপপন্ন হইয়াছে কিনা, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-দ্বারা তদবধারণ বা পরীক্ষা (Experiment), ন্যায়শাস্ত্রের এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তি। ১ পাশ্চাত্য পণ্ডিতবৃন্দ জ্ঞানোৎপত্তির যে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, অত্যল্প চিন্তাতেই উপলব্ধি হইবে, প্রাগুক্ত শাস্ত্রীয় উপদেশের সহিত তাহার বাস্তব পার্থক্য নাই, স্থূল-সূক্ষ্ম-ভেদ ব্যতীত অন্য প্রভেদ নাই। পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের, পূর্ব্বে বহুবার উক্ত হইয়াছে, স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, জাগতিক ভোগসাধন বস্তুজাতই প্রতিপাদ্যবিষয়, স্থূল ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থের তত্ত্বনির্ণয় জড়বিজ্ঞানের বিষয় নহে, সুতরাং সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইলে, যে সকল সাধন অত্যাবশ্যক, পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের তদুপরি দৃষ্টি না থাকিবারই কথা। পাশ্চাত্যবিজ্ঞানও বস্তুতঃ জড়-যোগসাধন হইতেই প্রসূত হইয়াছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও জড়ে চিত্তসংযমের—জড়ে ধারণা-ধ্যান-সমাধির ফল।

চিন্তিতের প্রতিচিন্তন

কোন রথ্যা বা প্রশস্তগ্রামমধ্যমার্গে যখন আমরা ভ্রমণ করি, তখন বহুবিধ বস্তু, নানারূপ ব্যক্তি আমাদের নয়নপথে পতিত হয়, পণ্য-বীথিকাতে যখন প্রবেশ করি, তখন মনোজ্ঞ, অমনোজ্ঞ, কত সামগ্রীই আমাদিগকে আকর্ষণ করে, প্রকৃতিদেবী স্বায় ক্ষণভঙ্গুরত্বের, স্বীয় চঞ্চল জীবনের পরিচয় দিয়া, আমাদিগকে সাবধান করিবার উদ্দেশ্যেই হউক, অথবা মোহিত করিবার জন্যই হউক, প্রতিমুহূর্ত্তেই নব-নব-সজ্জায় সজ্জীভূতা হইতেছেন, কিন্তু, নয়ন-পথি-পতিত সকল বস্তু বা ব্যক্তিকেই

পরীক্ষা-শব্দটীর ব্যুৎপত্তি হইতে যে অর্থ পাওয়া যায়, জেবন্স্, হার্শেল্, মিল্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ, অব্সার্ভেশন্ ও এক্স্পেরিমেন্টের পার্থক্যনির্দ্দেশ করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা তদপেক্ষায় অধিক নহে।

১ "ত্রিবিধা চাস্য শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিঃ, উদ্দেশো লক্ষণং পরীক্ষা চেতি। তত্র নামধেয়েন পদার্থমাত্রস্যাভিধানমুদ্দেশঃ, তত্রোদ্দিষ্টস্যাতত্ত্বব্যবচ্ছেদকো ধর্ম্মোলক্ষণম্। লক্ষিতস্য যথা লক্ষণমুপপদ্যতে ন বেতি প্রমাণৈরবধারণং পরীক্ষা।"

—বাৎস্যায়নভাষ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমরা আদরপূর্ব্বক দেখি না, পণ্যবীথিকাস্থিত সকল সামগ্রীই, যথা-শক্তি চেষ্টা করিলেও, আমাদিগকে সমভাবে আকৃষ্ট করিতে পারে না, প্রকৃতির সকল সজ্জাই আমরা সাদরে নিরীক্ষণ করি না। যিনি যাঁহার পরিচিত, যাঁহার সহিত যাঁহার সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে, যাঁহাকে যিনি ঈপ্সিততমরূপে স্থির করিয়াছেন, যাহা যাঁহার মনোজ্ঞ, তাঁহাকেই তিনি যত্নপূর্ব্বক সন্দর্শন করেন, তাঁহারই তত্ত্ব জানিবার তাঁহার ইচ্ছা হয়, তাহার আকর্ষণে তিনি আকৃষ্ট হয়েন।

সম্বন্ধ নির্ণীত না হইলে, প্রয়োজন না থাকিলে, কেহ কাহাকে দেখে না, কাহারও কথায় কর্ণপাত করে না, কাহাকেও গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয় না। শাস্ত্র তা'ই বলিয়াছেন (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), যে কোন শাস্ত্র বা যে কোন কর্ম্ম হউক; যাবৎ তাহার প্রয়োজন উক্ত না হয়, তাবৎ তৎশাস্ত্র কেহ গ্রহণ করেন না, তাবৎ তৎকর্ম্মে কেহ প্রবৃত্ত হয়েন না। সিদ্ধার্থ-ও-সিদ্ধ সম্বন্ধকে শ্রবণ করিতেই শ্রোতার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রয়োজন-বিশিষ্ট পদার্থই কর্ম্মভূমি সংসারে আগমন করে, সকল প্রাণীই, নিখিল কর্ম্মই, সকল বিদ্যাই, প্রয়োজন বিশিষ্ট সংসার সম্বন্ধাত্মক, সম্বন্ধজ্ঞানই সাংসারিক জ্ঞান, সম্বন্ধবোধ না থাকিলে, পিতা স্বীয় পুত্রকে স্নেহ করিতেন না, মাতা স্বসুখ নিরভিলাষ হইয়া তনয়ের সুখ-সংবর্দ্ধনার্থ সদা সচেষ্ট হইতেন না, সহোদর সহোদরকে সহোদর বলিয়া বুঝিতেন না, স্ত্রী স্বামীকে স্বামী বলিয়া পূজা করিতেন না, ভক্ত ভগবান্‌কে পাইবার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতেন না। কি চেতন, কি অচেতন, সম্বন্ধবোধই সকল পদার্থকে পরস্পর সম্মিলিত হইবার জন্য প্রেরণ করে। চুম্বক যে লৌহকে আকর্ষণ করে, গন্ধক যে পারদের সহিত সংযুক্ত হয়, সম্বন্ধ-বোধই তাহার একমাত্র কারণ। জগতে নানা গ্রন্থ আছে, বিদ্যার বিবিধ ভেদ আছে, কিন্তু সকলেই সকল গ্রন্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক পাঠ করেন না, সকল বিদ্যাই সকলের সমপ্রীতি-প্রদা হয় না। বক্তার সহিত শ্রোতার বা উপদেষ্টার সহিত উপদেশ্যের যথানিয়মে বক্তৃ-শ্রোতৃ-বা-উপদেষ্টৃ-উপদেশ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে বক্তা বা উপদেষ্টার মূল্যবান্ উপদেশও অরণ্যরুদিতের ন্যায় নিষ্ফল হয়, শ্রোতা বা উপদেশ্যের কোনরূপ উপকার সাধন করিতে পারগ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হয় না। 'গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রণীয়মান গ্রন্থের প্রয়োজন এবং ইহার সাভিধেয়ক সম্বন্ধ অবশ্য বক্তব্য,' শাস্ত্রকর্ত্তারা যে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন, ইহাই তাহার কারণ। বক্তা যে উদ্দেশ্যে যে কথা বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে না পারিলে, বক্তৃ-বচনসমূহের পূর্বাপরসম্বন্ধ স্থির করিতে না পারিলে, বক্তার বাক্যসমূহ শ্রোতার কর্ণে অস্ফুটধ্বনিবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ও রিলিজনের প্রয়োজনাভিধেয়-সম্বন্ধ-নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আমরা এপর্যন্ত ক্রমশঃ যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ স্থির করিতে না পারিলে উহারা অসম্বন্ধ প্রলাপরূপে পরিগণিত হইবে। অতএব আমরা যে উদ্দেশ্যে যে যে বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি, সেই সেই অবতারিত বিষয়সমূহের পরস্পর সম্বন্ধ কি, তাহার একটু আভাস দিয়া, পশ্চাৎ বক্তব্যবিষয়ের অনুসরণ করিব।

ধর্ম ও রিলিজন চিত্রাঙ্কনে, ধর্ম ও রিলিজনের প্রয়োজনাভিধেয়-সম্বন্ধ-নির্ণয় যে অগ্রে কর্ত্তব্য, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। ধর্ম্ম ও রিলিজনের প্রয়োজনাভিধেয়-সম্বন্ধ-নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা প্রথমে 'প্রয়োজন' কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। 'প্রয়োজন' কাহাকে বলে, শাস্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিয়াছি, যে পদার্থকে অভিলাষ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, যৎকর্তৃক প্রবৃত্ত হইয়া কেহ কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহা 'প্রয়োজন'। সংসার বা জগৎ কর্মক্ষেত্র; এস্থানে কোন ব্যক্তি বা বস্তু ক্ষণকালও কর্মশূন্য হইয়া অবস্থান করিতে পারে না ('নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।'—গীতা ৩।৫)। বিনা প্রয়োজনে কেহ কর্মে প্রবৃত্ত হয় না, সংসারের সকল ব্যক্তি বা বস্তুই কর্মশীল, অতএব বলা বাহুল্য, নিখিল জাগতিক পদার্থই প্রয়োজনবিশিষ্ট—সকলেই প্রয়োজনব্যাপ্ত। যদুদ্দেশ্যে বা যৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়া, কেহ কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহা কিংস্বরূপ, প্রয়োজন-লক্ষণ বিদিত হইবার পর এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হইয়া থাকে। যদুদ্দেশ্যে বা যৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়া, কেহ কর্মে প্রবৃত্ত হয়, শাস্ত্র ও যুক্তির শরণ গ্রহণপূর্বক অবগত হইয়াছি, তাহা 'সুখপ্রাপ্তি'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও 'দুঃখহানি'। প্রয়োজন মুখ্য-ও-গৌণভেদে দ্বিবিধ। বেদান্তপরিভাষাতে উক্ত হইয়াছে, সুখ ও দুঃখাভাব এই দুইটি মুখ্য প্রয়োজন এবং সুখসাধন ও দুঃখাভাবসাধন গৌণ প্রয়োজন। ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার বলিয়াছেন, যে প্রয়োজন অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছা-বিষয়ক নহে, যে প্রয়োজনের প্রয়োজনান্তর নাই, যাহা স্বমাত্র-বিষয়ক-জ্ঞানজন্য ইচ্ছা-বিষয়, তাহা 'মুখ্যপ্রয়োজন,' অপিচ যাহা অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছা-বিষয়, তাহা 'গৌণ প্রয়োজন'। 'মুখ্য' ও 'গৌণ' এই শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ হইতেই মুখ্য প্রয়োজন ও গৌণ প্রয়োজনের স্বরূপ সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। 'মুখ' শব্দের উত্তর 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া ('শাখাদিভ্যো যৎ'— পা, ৫।৩।১০৩) 'মুখ্য' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 'মুখমিব মুখ্যঃ'। অর্থাৎ মুখের ন্যায়—মুখবৎ = 'মুখ্য' 'মুখ' শব্দ, উপায়, প্রারম্ভ, শ্রেষ্ঠ, নিঃসরণ ও আস্য এই সকল অর্থের বাচক। ১ 'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ' —পুরুষসুক্ত। শ্রুতি 'মুখ' শব্দটি এস্থলে প্রধানাঙ্গ বুঝাইতে ব্যবহার করিয়াছেন।

'মুখ্য প্রয়োজন,' মুখ্যশব্দ এস্থানে প্রধান-বা-শ্রেষ্ঠার্থবাচী। 'গুণ' শব্দের উত্তর 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া ('তত আগতঃ'—পা, ৪।৩।৭৪) 'গৌণ' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। গুণ হইতে যাহা আগত, গুণকে অধিকার করিয়া যাহা প্রবৃত্ত, যাহা গুণ পরিণাম, তাহা 'গৌণ'—অপ্রধান (Opp. মুখ্য বা প্রধান, Subordinate, secondary, unessential)।

পাশ্চাত্য চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বিজ্ঞান (Science) ও দর্শনের (Philosophy) লক্ষণ করিবার সময়ে বলিয়াছেন, বিজ্ঞান অংশতঃ সমন্বিত জ্ঞান (Science is partially unified knowledge) এবং দর্শন সম্পূর্ণতঃ সমন্বিতজ্ঞান (Philosophy is completely unified knowledge), অর্থাৎ, বিজ্ঞান অপরসমন্বিত এবং দর্শন পরসমন্বিত জ্ঞান। কর্ত্তা, আমি ইহা এইরূপ

১ "মুখমুপায়ে প্রারম্ভে শ্রেষ্ঠে নিঃসরনাস্যয়োঃ।"—হৈম।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিব, মনে মনে প্রথমে এবম্প্রকার চিন্তা বা মনন করেন, চিকীর্ষিত-বস্তুর স্বরূপ কল্পনার তুলিকাদ্বারা মানসপটে অগ্রে অঙ্কিত করেন, তদনন্তর স্থূলরূপে তাহা প্রকটিত করিয়া থাকেন। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম-মাত্রেই এইরূপে অনুষ্ঠিত হয়। চিত্রকরগণ, কোন চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, চিত্রখানি যেভাবে চিত্রিত করিবেন, অগ্রে মনে মনে তাহা ভাবিয়া স্থির করেন, পশ্চাৎ উপযুক্ত উপকরণদ্বারা মানসপট-চিত্রিত চিত্র বহির্দেশে প্রতিফলিত করিয়া থাকেন। পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার ফিলজফীর চিত্র যেরূপে চিত্রিত হইলে ইহার প্রকৃতরূপ প্রকটিত হইতে পারে, মনে মনে তাহা স্থির করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ পর্যন্ত সে মনঃকল্পিত চিত্র বহির্দেশে স্ফুটিত হয় নাই। একজন চিত্র-কর্মানভিজ্ঞ ব্যক্তি মনে মনে কল্পনা-তুলিকাদ্বারা সুন্দর-সুন্দর ছবি অঙ্কিত করিতে পারেন, কিন্তু বহির্দেশে অবিকলভাবে তাহাদিগকে প্রতিফলিত করিতে সমর্থ হয়েন না। মানসপটাঙ্কিত-চিত্রকে বহির্দেশে প্রতিফলিত করিবার উপযুক্ত উপকরণ ও শক্তি না থাকিলে কিরূপে তাহা করিতে পারা যাইবে? ফিলজফীর যে চিত্র চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার কল্পনা তুলিকাদ্বারা চিত্রপটে চিত্রিত করিয়াছেন, বহির্দ্দেশে তচ্চিত্র প্রতিফলিত বা তাদৃশ কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার উপযুক্ত উপকরণ বেদোপদিষ্ট যোগসাধন। কার্য্যের পরম কারণকে দেখিতে হইলে অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়, বহির্মুখ কখন অন্তরের যথাযথ সংবাদ দিতে পারেন না। এস্থলে একথাও বলিয়া রাখিতেছি যে, সম্পূর্ণতঃ সমন্বিত-জ্ঞান বলিতে উক্ত পণ্ডিত যাহাকে উদ্দেশ করিয়াছেন, তাহা শ্রুত্যুপদিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানের সমান পদার্থ নহে, উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে। কল্পনাদ্বারা প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-প্রমিত-জ্ঞান অতিশয়িত, অধিকীকৃত বা স্ফারীভূত (Magnified) হয়, কল্পনা বৃংহণযন্ত্র (Magnifier)। স্থূল ইন্দ্রিয়ই যাঁহাদের জ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র করণ, ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞানই যাঁহাদের জ্ঞানের সীমা, কল্পনাদ্বারা তাঁহারা বেদোপদিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানের চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিবেন কেন? ব্রহ্মই বৃংহণযন্ত্র, যাঁহারা ব্রহ্মকেই অসৎ বা অজ্ঞেয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাঁহাদের কল্পনাশক্তি যে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইবে, তাহাতে
Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সন্দেহ কি ? কল্পনাকে বিদেশীয় পণ্ডিতগণ অসার পদার্থ মনে করেন, কিন্তু কল্পনা বস্তুতঃ অসার পদার্থ নহে। আমরা পরে বুঝিবার চেষ্টা করিব, অব্যপদেশ্য-বা-কারণাত্মাতে অবস্থিত শক্তিই 'কল্পনা'। যাঁহার যেরূপ মানসশক্তি, তাঁহার কল্পনাও তদনুরূপ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্থূলরূপ ভিন্ন যাঁহারা কোন পদার্থের সূক্ষ্মরূপ দেখেন নাই, তাঁহাদের কল্পনাশক্তি ব্রহ্মোপদিষ্ট সম্পূর্ণজ্ঞানের ছবি অঙ্কিত করিতে পারিবে, ইহা কি সম্ভব ? শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"একঃ শব্দঃ সম্যগ্ জ্ঞাতঃ শাস্ত্রান্বিতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতি।"—

মহাভাষ্যধৃত শ্রুতি।

অর্থাৎ, সম্যগ্ জ্ঞাত শাস্ত্রান্বিত ও সুপ্রযুক্ত একটীমাত্র শব্দ, কি ঐহিক, কি পারত্রিক, সর্ব্বপ্রকার কামনা চরিতার্থ করিতে পর্য্যাপ্ত, শব্দমাত্রেই ব্রহ্মবাচী। কোন এক শব্দের অর্থ-চিন্তা করিতে করিতে অপ্রতিহত গতিতে ক্রমশঃ অন্তরে প্রবেশ করিলে, অবশেষে প্রাণারাম আত্মার দর্শন হইয়া থাকে। এই শ্রুত্যুপদেশের মূল্য কত, তাহা কি আমরা চিন্তা করি ? না, যথাযথভাবে ইহার মূল্যাবধারণের শক্তি আমাদের আর আছে ? একটী বেদমন্ত্রের মানবের ঐহিক-পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার অভাবমোচন করিবার শক্তি আছে, একটি বেদমন্ত্রের অর্থ সম্যগ্ জ্ঞাত হইলে, জ্ঞান-পিপাসা একেবারে প্রশমিত হইয়া যায়, কিং কিং রব একবারে বিনিবৃত্ত হয়। 'মুখ্য' ও 'গৌণ' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ-চিন্তা করিতে যাইয়া, চিত্তে যে ভাবের স্ফুরণ হইয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস এস্থানে প্রতিফলিত হইল। 'মুখ্য'-ও-'গৌণ' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ-চিন্তা করিতে যাইয়া যেনিমিত্ত 'একঃ শব্দঃ সম্যগ্ জ্ঞাতঃ শাস্ত্রান্বিতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতি' এই শ্রুতিবচন স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে, যেজন্য একটী বেদমন্ত্র, তত্ত্বজিজ্ঞাসুমানবের সর্ব্বপ্রকার জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিতে, সর্ব্বপ্রকার অভাব মোচন-পূর্ব্বক অভাববিশিষ্ট মানবকে কৃতকৃত্য করিতে সমর্থ, এইভাবের উন্মেষ হইয়াছে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে কারণে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার-কৃত বিজ্ঞান (Science) ও ফিলজফীর লক্ষণ স্মৃতিমার্গে উদিত হইয়াছে, তাহা জানাইতেছি।

সংসার কর্ম্মভূমি, কেহই কর্ম্মশূন্য হইয়া এখানে অবস্থান করিতে পারেন না। বিনা প্রয়োজনে কেহ কোন কর্ম করেন না, অতএব যাঁহারা কর্ম্ম করেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা সপ্রয়োজন। কর্ম্মের স্বরূপ চিন্তা করিয়া বিদিত হইয়াছি, কর্ত্তা প্রথমে বুদ্ধিদ্বারা পদার্থ সন্দর্শন করেন; সন্দৃষ্ট—প্রমাণদ্বারা প্রমিত বা বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ প্রার্থিত বা জিহাসিত হইলে পর, কর্ত্তার তদধিগমের বা তৎপরিত্যাগের অধ্যবসায় হয়, তৎপরে সেই ইচ্ছার পরিণামস্বরূপ সমীহা বা চেষ্টা হয়—কর্ম্মের আরম্ভ হয়, তৎপরে, অভীপ্সিত-বা-জিহাসিত পদার্থের সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত হইতে পারিলেই—অভীপ্সা-বা-জিহাসা-প্রণোদিত শক্তি ঈপ্সিত-বা জিহাসিত পদার্থ গ্রহণ-বা-ত্যাগ করিতে পারিলেই—ফলের সহিত ইহার সম্বন্ধ হইলেই, কর্ম্ম শেষ হয়। কর্ম্মমাত্রেরই উপক্রম বা আদ্য অবস্থা আছে, এবং সকল কর্মই সান্ত বা নিবৃত্তিশীল ১ যাহাকে

---

১ সংসার যে কর্ম্মভূমি, জগৎ যে গতি বা পরিবর্ত্তনের মূর্ত্তি, তাহা বুঝাইবার পরে, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

"And now towards what do these changes tend? Will they go on forever? or will there be an end to them? Can things increase in heterogeneity through all future time? Or must there be a degree which the differentiation and integration of Matter and Motion cannot pass? Is it possible for this universal metamorphosis to proceed in the same general course indefinitely? Or does it work towards some ultimate state, admitting no further modification of like kind? The last of these alternative conclusions is that to which we are inevitably driven."— *First Principles, P. 483.*

অর্থাৎ, পরিবর্ত্তনের সীমা আছে, কোন পদার্থই অবশভাবে অনন্তকাল ব্যাপিয়া পরিণাম-সাগরে ভাসিয়া যাইবে না, পরিণাম-সাগরের কূল আছে। আবার বলি, যে উপায় অবলম্বন করিলে সে কূল সুগম হয়, পণ্ডিতপ্রবর! তাহার সন্ধান তুমি বলিয়া দিতে পার নাই। যোগই সেই উপায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাইলে কর্ম্ম শেষ হয়, প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়, কর্মশালের গতি স্থির হয়, তাহাই কর্মশীলের ঈপ্সিততম। যাহাকে অভিলাষ করিয়া কর্মে প্রবৃত্তি জন্মে, যৎকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া কেহ কর্মে প্রবৃত্ত হয়, বুঝিয়াছি, তাহা 'প্রয়োজন'। অতএব বলিতে পারি, যাহা যাঁহার ইপ্সিত, তাহাই তাঁহার 'প্রয়োজন।' প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে, ঈপ্সিতের সমাগম হইলে, কর্মের অবসান বা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, গতি স্থগিত হইয়াছে, কর্ম বিনিবৃত্ত হইয়াছে, জগতে কেহ কি এরূপ পদার্থ —এরূপ ব্যক্তি বা বস্তু নয়নেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিতে পারিয়াছেন। কৃতকৃত্য পুরুষের ছবি কি কোন ভাগ্যবানের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে? একটী প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে না হইতে প্রয়োজনান্তরের মূর্ত্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, একটী কর্ম শেষ করিতে না করিতেই কর্মান্তরের আহ্বান শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব সংসারে থাকিয়া, সাংসারিকভাবকলুষিত চিত্ত লইয়া, রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া, কেহই কৃতকৃত্য হইতে পারেন না, কাহারই কর্মশূন্য হইবার শক্তি নাই। সংসার সিদ্ধ প্রয়োজনের পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতে পায় না, সে মূর্ত্তি এ রাজ্যে বিরাজ করে না। যে প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেও, কৃতকৃত্য হইলাম, এরূপ বিশ্বাস হয় না, যাহা প্রার্থনা করিতাম, তাহা পাইয়াছি, মনে এরূপ প্রত্যয় স্থায়ী হয় না, শান্তকল্লোল সমুদ্রের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারা যায় না, অর্থাৎ, যে প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেও গতি স্থগিত হয় না, পরিণাম নিরুদ্ধ হয় না, শাশ্বতশান্তি উপভোগ করিতে পারা যায় না, নিশ্চয়ই তাহা মুখ্য প্রয়োজন নহে, তাহা গৌণ প্রয়োজন। কেন ইহার নাম গৌণ প্রয়োজন? এ প্রয়োজন গুণ হইতে আগত, এ প্রয়োজন গুণপরিণামজ, তা'ই ইহার নাম 'গৌণ'। সংসার ত্রিগুণময়,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের বিকার—এই গুণত্রয়ের পরিণাম। অতএব সংসার 'গৌণ'। সংসার বা জগৎ যে প্রয়োজনের উৎপত্তি-ও-নিবৃত্তি-স্থান, যে প্রয়োজন সংসার সীমাতিক্রান্ত নহে, তাহার 'গৌণ' নাম হওয়াই উচিত। 'মুখ্য' প্রয়োজন কি? এবং 'মুখ্য' শব্দটীর, অত্রত্য প্রয়োজনেরই বা সার্থকত্ব কি?

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সুখ ও দুঃখাভাব 'মুখ্য-প্রয়োজন' এবং সুখ—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধন বা দুঃখাভাবসাধন 'গৌণ-প্রয়োজন'। সুখ সাতিশয়-ও-নিরতিশয়-ভেদে দ্বিবিধ। যে সুখের অতিশয় আছে, যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা 'সাতিশয়', যাহার অতিশয় নাই—যাহা অপরিচ্ছিন্ন—ভূমা, তাহা 'নিরতিশয়'। বিষয়ানুষঙ্গ-জনিত অন্তঃকরণ-বৃত্তি-তারতম্যকৃত আনন্দ-লেশাবির্ভাববিশেষেব নাম 'সাতিশয় সুখ', অপিচ, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই 'নিরতিশয় সুখ'।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসখ তদ্‌ব্রহ্মেতি।"—

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

যাঁহা হইতে ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত ভূতসমূহের উৎপত্তি হয়, স্থিতি-কালে ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত ভূতসমূহ, যৎকর্তৃক ধৃত হইয়া অবস্থান করে —যিনি নিখিল ভূতের প্রাণ, লয়-কালে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত ভূতসমূহ যাঁহাতে বিলীন হইয়া থাকে, বিশ্ব জগতের যিনি উৎপত্তি-স্থিতি লয়-কারণ, তিনি 'ব্রহ্ম'। ১ অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই জীবের ঈপ্সিত-তম ইহাঁকে পাইবার জন্যই জীবজগৎ সদা চঞ্চল, ইহাঁকে পাইলেই কর্ম্ম শেষ হয়, পরিণাম অবরুদ্ধ হয়, প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়, জীব কৃতকৃত্য হয়। অতএব অখণ্ডসচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই মুখ্য-প্রয়োজন। 'মুখ-শব্দটির উপায়, প্রারম্ভ, শ্রেষ্ঠ, নিঃসরণ, (যদ্দ্বারা-বা-যাহা-হইতে কোন কিছু নিঃসৃত হয়) ইত্যাদি অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। মুখের ন্যায়—মুখ্য। অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই যখন নিখিল গতির চরম লক্ষ্য—নিবৃত্তিস্থল, তখন ব্রহ্মই মুখ্যপ্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ কি?

১ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীৎ।"—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

জগৎ যে ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরিক্ত পদার্থ নহে, অতীতানাগত-ও-বর্তমান এই কালত্রয়ের কোন কালেই যে জগৎ ব্রহ্মভিন্ন হইয়া অবস্থান করে না, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রুতি বলিয়াছেন, জগৎ ব্রহ্মহইতে জাত—ইহা 'তজ্জম্' লয়কালে জগৎ ব্রহ্মে লীন হয়,—ইহা 'তল্লম্', এবং স্থিতিকালে তাঁহাতেই অবস্থান করে, তৎকর্তৃক ধৃত হইয়া বর্ত্তমান থাকে, তিনিই জগতের প্রাণ, অতএব ইহা 'তদনম্'।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কি আস্তিক, কি নাস্তিক, জ্ঞানতঃ হউক, অজ্ঞানতঃ হউক,
সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মকেই সকলে পাইতে চাহেন,
ইনিই সকলের ঈপ্সিততম, ইনিই সকলের
মুখ্যপ্রয়োজন।

বিনা প্রয়োজনে কেহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না (প্রযোজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে) প্রয়োজনই কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু। স্বদেশীয়-বিদেশীয় আস্তিক-নাস্তিক, দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, 'সুখ' ও দুঃখাভাবই 'মুখ্য-প্রয়োজন। শ্রুতি বলিয়াছেন —

"যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি নাসুখং লব্ধা করোতি সুখমেব লব্ধা করোতি সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি, সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।"—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

অর্থাৎ সুখই কৃতির—কর্ম্মের—ইন্দ্রিয়সংযমের—চিত্তৈকাগ্রতার কারণ, সুখকে উদ্দেশ করিয়াই লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।এতদ্দ্বারা আমি অবশ্য সুখলাভ করিতে পারিব, এইরূপ বিশ্বাস না হইলে, কেহ তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। সুখ কোন্ পদার্থ? যদুদ্দেশ্যে লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই সুখনামক পদার্থের স্বরূপ কি?

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।"—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ॥

অর্থাৎ, ভূমা, মহৎ, নিরতিশয়, বহু ইত্যাদি শব্দসমূহ 'সুখের' অপর পর্য্যায়। যাহা ভূমা, যাহা মহৎ, যাহা নিরতিশয়, যাহা বহু—অপরিচ্ছিন্ন, তাহা 'সুখ'। অল্পে সুখ নাই, পরিচ্ছিন্নে আনন্দ নাই। অল্প, অধিক তৃষ্ণার হেতু। তৃষ্ণাই—আশাই দুঃখের বীজ। যাহা দুঃখবীজ, তাহা কখন 'সুখ' হইতে পারে না। বৈষয়িক সুখ, পরিণাম-তাপ-ও-সংস্কার এই ত্রিবিধ দুঃখজড়িত, বৈষয়িক সুখ 'গৌণ'—পরস্পর-বিরোধি-গুণ- পরিণাম-হেতু, সুতরাং ইহা পরিচ্ছিন্ন—অল্প। পূর্ব্বে এ সকল বিষয় বিস্তারপূর্ব্বক বিবৃত হইয়াছে, অতএব পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। এক্ষণে ভূমা, অপরিচ্ছিন্ন বা ব্রহ্মই 'সুখ' এই শ্রুতিবচনের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মর্ম্মগ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব। আমরা বুঝিয়াছি, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সকলেই ক্রিয়াশীল। কোন জাগতিক পদার্থ মুহূর্ত্তকালও কর্ম্ম-শূন্য হইয়া থাকিতে পারে না, এই শাস্ত্রীয় উপদেশে, 'কোন জাগতিক পদার্থ' (নহীহ কশ্চিদপি) এই বাক্যদ্বারা কেবল চেতন পদার্থ অভিপ্রেত হয় নাই। 'অচেতন পদার্থের' আবার সুখ-দুঃখ কি? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য হইবে। অচেতন পদার্থও সুখের জন্য কর্ম্মশীল সাধারণের সমীপে একথা সুখবোধ্য হইবে না। অতএব আমরা এস্থলে ক্রিয়া-মাত্রেই যে সুখোদ্দেশ্যক, তাহাও বুঝিবার চেষ্টা করিব।

বৈজ্ঞানিক। (ইদানীন্তন বিজ্ঞানবিদ্—Scientific দিগকে লক্ষ্য করিয়াছি) আপনি জড়বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া, সন্দর্শন ও পরীক্ষা (Observation and Expirment) এই সাধনদ্বয়ের শরণ গ্রহণপূর্বক, প্রকৃতির রহস্য উদ্ভেদ করিতে যাইয়া, যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, 'ব্রহ্মই সুখ,' সুখই কৃতির কারণ,' চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সকল জাগতিক পদার্থই সুখের জন্য ক্রিয়াশীল,' এই শাস্ত্রীয় উপদেশ-বচনসমূহের সহিত কি কোন অংশ তাহার সাম্য নাই? এ সকল কথা কি আপনার কর্ণে অর্থশূন্য প্রলাপ বলিয়া বোধ হইতেছে? সকলেই না হউন, কোন কোন সঙ্কীর্ণদৃষ্টি মিথ্যাবৈজ্ঞানিক নিশ্চয়ই এতদুত্তরে বলিবেন, এ সকলকে উন্মত্তের বা মূর্খের প্রলাপ ব্যতীত আর কী বলা যাইবে? সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি, মিথ্যাবৈজ্ঞানিকগণের সমীপে এইরূপ প্রশ্নের এতদ্ব্যতীত অন্যরূপ উত্তর অপেক্ষিত হইতে পারে না। জড়বিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞানই ত, ইহাত দর্শন নহে, সুতরাং বৃথাজড়বৈজ্ঞানিক, এরূপ প্রশ্নের এতদ্ভিন্ন অন্য কি উত্তর দিতে পারেন? ইহা ত গেল মিথ্যাজড়বৈজ্ঞানিকের উত্তর, এক্ষণে দেখা যাউক, যাঁহারা কেবল জড়-বিজ্ঞানের ভার-বাহক নহেন, যাঁহারা জড়বিজ্ঞানের তত্ত্বদিদৃক্ষু জড়-বিজ্ঞানের যথারীতি অনুশীলন করিয়া, যাঁহাদের চিত্ত সংশয়-দোলাধি-রূঢ় হইয়াছে, উভয়সম্ভবশায়ী হইয়াছে, তাঁহার উক্ত প্রশ্নের কি উত্তর প্রদান করেন। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল পাশ্চত্য বৈজ্ঞানিক-ও-দার্শনিক পণ্ডিতবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া, আমরা উক্ত প্রশ্নের যে উত্তর পাইয়াছি, তাহার পিণ্ডিত-বা-নির্গলিতার্থ (Sum and Substance)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

বিজ্ঞান (SCIENCE) সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানেরই (Science) অপ্রতিহতপ্রভাব, বিজ্ঞানেরই এক্ষণে সার্ব্বভৌম-রাজত্ব। বিজ্ঞানের ভয়ে 'রিলিজন' কম্পান্বিত-কলেবর, বিজ্ঞানের ভয়ে 'ফিলজফী' সদা শঙ্কিত, বিজ্ঞানের (Science) নাম শ্রবণ করিলেই ধর্ম্মোপদেষ্টার কণ্ঠ রোধ হয়, বিজ্ঞান-শব্দ উচ্চারিত হইলে, ফিলজফারের হস্ত হইতে লেখনী বিচ্যুত হয়। বিজ্ঞানই বস্তুতঃ অধুনাবাঙ্মুখ হইয়াছে। প্রভাববানের নামেরও অদ্ভুতশক্তি। শক্তিমানের নামগ্রহণদ্বারাও সময়বিশেষে অনেক কার্য্য সিদ্ধ হয়। খ্যাতনামা, শক্তিমানের সহিত বর্ত্তমান জীবনে যাঁহার সাক্ষাৎকারপর্য্যন্ত হয় নাই, তিনি শুভ্র, কি অশুভ্র, তাহাও যিনি বিদিত নহেন, তিনিও যথাবসর, সম্পূর্ণ পরিচিতের ন্যায় বহুজন-সম্মানিত কোন প্রভাববানের নাম-গ্রহণপূর্ব্বক অনেকসময়ে অভীষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। অধুনাতন, অপ্রতিহতপ্রভাব, অমিতবীর্য্য, বিজ্ঞান-নামধেয় পদার্থের সহিত ইহ-জীবনে যাঁহার দেখা শুনা হয় নাই, তিনিও যথাপ্রয়োজন বৈজ্ঞানিকের ন্যায়, বিজ্ঞানের নামগ্রহণ করিতে বিস্মৃত হয়েন না। যথোদাহৃত-বিজ্ঞানানভিজ্ঞ বৃদ্ধ পিতা, স্বীয় পঞ্চদশবর্ষীয় পুত্রকে বলিতেছেন, বৎস! 'যজ্ঞোপবীত' পরম পবিত্র পদার্থ, ইহাঁকে কি কটিতে রাখিত আছে? আর দেখ, ব্রাহ্মণের ছেলে, অন্য কিছু করিতে পার বা নাই পার, ত্রিসন্ধ্যা করিও'। বালক এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়ে, সে হক্স্লীর Introd-uctory Primer' পড়িতেছে, সে যথোক্ত (So-called) বৈজ্ঞানিক শিক্ষকদিগের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিতেছে, সুতরাং সে বিজ্ঞানানভিজ্ঞ বৃদ্ধ পিতার বিজ্ঞানবিরুদ্ধ উপদেশবচন গ্রাহ্য করিবে কেন? বৃদ্ধ নিস্তব্ধ হইতে না হইতে, বালক উত্তর করিল, 'যজ্ঞোপবীত পরম প্রবিত্র' কে বলিল? সূত্রের আবার পবিত্রতা কি? সূত্রকে কটিদেশে রক্ষা করিলে দোষ কি? আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই ইহাকে কটিদেশে রাখিয়া থাকেন। যজ্ঞোপবীত পরম পবিত্র' বৈজ্ঞানিক এ কথা শ্রবণ করিলে, উপহাস করিবেন, অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করিবেন। অপিচ বহু বিদ্বজ্জনের মুখে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুনিতে পাই, 'ত্রিসন্ধ্যা, করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর থাকেন, থাকুন, তাঁহার উপাসনা করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। ঈশ্বর প্রাকৃত মনুষ্য নহেন, যে তাঁহার উপাসনা না করিলে তিনি রুষ্ট হইবেন। আর এক কথা, সন্ধ্যা বৈদিক সংস্কৃতভাষায় রচিত। সংস্কৃতভাষা এক্ষণে মৃতভাষা—ইহা এক্ষণে সাধারণের দুর্বোধ্য হইয়াছে। বৈদিক সংস্কৃত যে ততোহধিক, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। অতএব যদি ঈশ্বরের উপাসনা করিতেই হয়, তবে বঙ্গভাষায় রচিত স্তোত্রপাঠই কর্ত্তব্য। পিতা একালের শিক্ষিত লোক নহেন, তিনি হীট্ (Heat), লাইট্ (Light), ইলেক্‌ট্রিসিটি (Electricity) ও ম্যাগ্‌নেটিজ্‌মের (*Magnetism*) নাম উচ্চারণ করিতে পারগ নহেন, তিনি বৈজ্ঞানিক-যুক্তি প্রদর্শন করিতে ক্ষমবান্ নহেন, সুতরাং তিনি অবাক হইয়া রহিলেন। তাই বলিতেছি, বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানেরই (Science) প্রবল প্রতাপ। বিজ্ঞান ঈশ্বরেরও পাতা, সংহর্ত্তা হইয়াছে। যাহা বিজ্ঞান-সম্মত তাহাই গ্রাহ্য, যাহা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ তাহা অবশ্যত্যাজ্য। যে বিজ্ঞানের ঈদৃশ প্রভাব, সেই বিজ্ঞানের রূপ একবার দূর হইতে দেখিব। 'ব্রহ্মাই সুখ' 'সুখই কৃতির কারণ,' চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সকলেই সুখের জন্য 'ক্রিয়াশীল,' এই সকল শাস্ত্রীয় উপদেশ বিজ্ঞান-সম্মত কি না, তন্নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, বৈজ্ঞানিকবর্ণিত যথোক্ত বিজ্ঞান-নামধেয় পদার্থের রূপ দর্শন করিতে হইবে।

শাস্ত্রে 'বিজ্ঞান' শব্দ বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মেদিনীতে জ্ঞান ও কর্ম্ম (বিজ্ঞানং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ) 'বিজ্ঞান' শব্দের এই দ্বিবিধ অর্থ ধৃত হইয়াছে। অমরসিংহ মোক্ষোপ-যোগি-জ্ঞানকে 'জ্ঞান' এবং তদন্য-ফলিকা, শিল্প ও শাস্ত্রবিষয়িণী বুদ্ধিকে (Worldly or profane knowledge, knowledge derived form worldly experince opposed to 'জ্ঞান' which is knowledge of ব্রহ্ম) 'বিজ্ঞান' বলিয়াছেন। শ্রুতিতে, আত্মৈক্য-জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি 'বিজ্ঞান' শব্দ ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ১

১ "বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদম্॥" —কঠোপনিষৎ ৮

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

বিজ্ঞান (SCIENCE) সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানেরই (Science) অপ্রতিহতপ্রভাব, বিজ্ঞানেরই এক্ষণে সার্ব্বভৌম-রাজত্ব। বিজ্ঞানের ভয়ে 'রিলিজন' কম্পান্বিত-কলেবর, বিজ্ঞানের ভয়ে 'ফিলজফী' সদা শঙ্কিত, বিজ্ঞানের (Science) নাম শ্রবণ করিলেই ধর্ম্মোপদেষ্টার কণ্ঠ রোধ হয়, বিজ্ঞান-শব্দ উচ্চারিত হইলে, ফিলজফারের হস্ত হইতে লেখনী বিচ্যুত হয়। বিজ্ঞানই বস্তুতঃ অধুনাবাঙ্মুখ হইয়াছে। প্রভাববানের নামেরও অদ্ভুতশক্তি। শক্তিমানের নামগ্রহণদ্বারাও সময়বিশেষে অনেক কার্য্য সিদ্ধ হয়। খ্যাতনামা, শক্তিমানের সহিত বর্ত্তমান জীবনে যাঁহার সাক্ষাৎকারপর্যন্ত হয় নাই, তিনি শুভ্র, কি অশুভ্র, তাহাও যিনি বিদিত নহেন, তিনিও যথাবসর, সম্পূর্ণ পরিচিতের ন্যায় বহুজন-সম্মানিত কোন প্রভাববানের নাম-গ্রহণপূর্ব্বক অনেকসময়ে অভীষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। অধুনাতন, অপ্রতিহতপ্রভাব, অমিতবীর্য্য, বিজ্ঞান-নামধেয় পদার্থের সহিত ইহ-জীবনে যাঁহার দেখা শুনা হয় নাই, তিনিও যথাপ্রয়োজন বৈজ্ঞানিকের ন্যায়, বিজ্ঞানের নামগ্রহণ করিতে বিস্মৃত হয়েন না। যথোদাহৃত-বিজ্ঞানানভিজ্ঞ বৃদ্ধ পিতা, স্বীয় পঞ্চদশবর্ষীয় পুত্রকে বলিতেছেন, বৎস! 'যজ্ঞোপবীত' পরম পবিত্র পদার্থ, ইহাঁকে কি কটিতে রাখিত আছে? আর দেখ, ব্রাহ্মণের ছেলে, অন্য কিছু করিতে পার বা নাই পার, ত্রিসন্ধ্যা করিও'। বালক এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়ে, সে হক্স্লীর Introductory Primer' পড়িতেছে, সে যথোক্ত (So-called) বৈজ্ঞানিক শিক্ষকদিগের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিতেছে, সুতরাং সে বিজ্ঞানানভিজ্ঞ বৃদ্ধ পিতার বিজ্ঞানবিরুদ্ধ উপদেশবচন গ্রাহ্য করিবে কেন? বৃদ্ধ নিস্তব্ধ হইতে না হইতে, বালক উত্তর করিল, 'যজ্ঞোপবীত পরম প্রবিত্র' কে বলিল? সূত্রের আবার পবিত্রতা কি? সূত্রকে কটিদেশে রক্ষা করিলে দোষ কি? আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই ইহাকে কটিদেশে রাখিয়া থাকেন। যজ্ঞোপবীত পরম পবিত্র' বৈজ্ঞানিক এ কথা শ্রবণ করিলে, উপহাস করিবেন, অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করিবেন। অপিচ বহু বিদ্বজ্জনের মুখে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুনিতে পাই, 'ত্রিসন্ধ্যা, করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর থাকেন, থাকুন, তাঁহার উপাসনা করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। ঈশ্বর প্রাকৃত মনুষ্য নহেন, যে তাঁহার উপাসনা না করিলে তিনি রুষ্ট হইবেন। আর এক কথা, সন্ধ্যা বৈদিক সংস্কৃতভাষায় রচিত। সংস্কৃতভাষা এক্ষণে মৃতভাষা—ইহা এক্ষণে সাধারণের দুর্বোধ্য হইয়াছে। বৈদিক সংস্কৃত যে ততোহধিক, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। অতএব যদি ঈশ্বরের উপাসনা করিতেই হয়, তবে বঙ্গভাষায় রচিত স্তোত্রপাঠই কর্ত্তব্য। পিতা একালের শিক্ষিত লোক নহেন, তিনি হীট্ (Heat), লাইট্ (Light), ইলেক্‌ট্রিসিটি (Electricity) ও ম্যাগ্‌নেটিজ্‌মের (Magnetism) নাম উচ্চারণ করিতে পারগ নহেন, তিনি বৈজ্ঞানিক-যুক্তি প্রদর্শন করিতে ক্ষমবান্ নহেন, সুতরাং তিনি অবাক হইয়া রহিলেন। তাই বলিতেছি, বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানেরই (Science) প্রবল প্রতাপ। বিজ্ঞান ঈশ্বরেরও পাতা, সংহর্ত্তা হইয়াছে। যাহা বিজ্ঞান-সম্মত তাহাই গ্রাহ্য, যাহা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ তাহা অবশ্যত্যাজ্য। যে বিজ্ঞানের ঈদৃশ প্রভাব, সেই বিজ্ঞানের রূপ একবার দূর হইতে দেখিব। 'ব্রহ্মই সুখ' 'সুখই কৃতির কারণ,' চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সকলেই সুখের জন্য 'ক্রিয়াশীল,' এই সকল শাস্ত্রীয় উপদেশ বিজ্ঞান-সম্মত কি না, তন্নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, বৈজ্ঞানিকবর্ণিত যথোক্ত বিজ্ঞান-নামধেয় পদার্থের রূপ দর্শন করিতে হইবে।

শাস্ত্রে 'বিজ্ঞান' শব্দ বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মেদিনীতে জ্ঞান ও কর্ম্ম (বিজ্ঞানং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ) 'বিজ্ঞান' শব্দের এই দ্বিবিধ অর্থ ধৃত হইয়াছে। অমরসিংহ মোক্ষোপ-যোগি-জ্ঞানকে 'জ্ঞান' এবং তদন্য-ফলিকা, শিল্প ও শাস্ত্রবিষয়িণী বুদ্ধিকে (Worldly or profane knowledge, knowledge derived form worldly experince opposed to 'জ্ঞান' which is knowledge of ব্রহ্ম) 'বিজ্ঞান' বলিয়াছেন। শ্রুতিতে, আত্মৈক্য-জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি 'বিজ্ঞান' শব্দ ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ১

১ "বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদম্॥" —কঠোপনিষৎ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবান্ গীতাতে—'জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।' —৭।২, এই স্থলে স্বানুভবার্থে বিজ্ঞান-শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। পুরাণে নির্ম্মল, নির্বিকল্প, অব্যয় ব্রহ্মজ্ঞান বুঝাইতে বিজ্ঞান শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা;—

"সজ্ জ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানম্।"

ঐতরেয়ারণ্যক।

'ইহা উহা হইতে বিশিষ্ট' এইরূপ বিবেকবুদ্ধিই এস্থলে 'বিজ্ঞান' শব্দের অভিপ্রেত অর্থ।

"'বিজ্ঞানং' ইদমস্মাদ্বিশিষ্টমিত্যেবমাদি বিবেকঃ।"—

সায়ণভাষ্য।

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।" "সর্ব্বে প্রাণা অনূত্ক্রামন্তি সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেবান্বক্রামতি।"—

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

"বিজ্ঞানং ব্যবধ্যানাদ্ভূয়ো বিজ্ঞানেন বা ঋগ্বেদং বিজানাতি।"—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

'বিজ্ঞান' শব্দ এস্থলে 'শাস্ত্রার্থবিষয়ক জ্ঞান' বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

"আলয়বিজ্ঞান-প্রবৃত্তিবিজ্ঞানপ্রবাহো বিজ্ঞানস্কন্ধঃ।"—

সর্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন।

বিজ্ঞানবাদি-বৌদ্ধগণের কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। বিজ্ঞানবাদি-বৌদ্ধগণ রূপ বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার, এই পঞ্চবিধ চিত্ত—চৈত্তাত্মক স্কন্ধের (Mind and its modification) উপদেশ করিয়াছেন। যদ্দ্বারা বিষয় রূপিত হয়, ((By which objects are discriminated), তাহা 'রূপ,' 'রূপ' শব্দের ইহাই ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ। সবিষয় ইন্দ্রিয়গ্রামই 'রূপস্কন্ধ' (The sensible world)। 'আলয়-বিজ্ঞান-প্রবাহ' (The stream of subject recognitions) ও 'প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান-প্রবাহের' (Presentments of activity) নাম 'বিজ্ঞানস্কন্ধ'। আলয়বিজ্ঞান-ও-প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানভেদে 'বিজ্ঞান' দ্বিবিধ। 'ইহা ঘট' ('অয়ং ঘটঃ') ইত্যাদিরূপ বিজ্ঞান 'প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান' এবং 'আমি জানিতেছি' ('অহং জানামি') ইত্যাকার বিজ্ঞান 'আলয়-বিজ্ঞান'। 'তদেব আত্মা ইত্যুচ্যতে'। এই আলয়-বিজ্ঞানকেই ইহাঁরা 'আত্মা' বলিয়া থাকেন। 'বিজ্ঞান' শব্দ, বিজ্ঞানবাদি-বৌদ্ধেরা যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করুন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"তস্মাদ্বিজ্ঞানমেবাস্তি ন প্রপঞ্চো ন সংস্থিতিঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং লোকে বিজ্ঞানং তেন মুহ্যতি ॥
বিজ্ঞানং নির্মলং সূক্ষ্মং নির্বিকল্পং যদব্যয়ম্।
অজ্ঞানমিতরৎ সর্বং বিজ্ঞানমিতি তন্মতম্ ॥"—

কূর্মপুরাণ, উপরিবিভাগ, ২য় অধ্যায়।

সায়ান্স (Science) শব্দ ইদানীং বিজ্ঞান শব্দদ্বারা অনুদিত হইয়া থাকে। অমরসিংহ বিজ্ঞান শব্দের যে অর্থগ্রহণ করিয়াছেন, ইংরাজী সায়ান্স (Science) কথাটি তদর্থেরই বাচক। ভগবান্ গীতাতে যে অর্থে 'বিজ্ঞান' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা পাশ্চাত্য সায়ান্স (Science) ও ফিলজফী (Philosophy), এই উভয়কেই 'বিজ্ঞান' বলিতে পারি। কি পাশ্চাত্য দর্শন (Philoscphy) কি 'বিজ্ঞান' (Science), এতদুভয়ের কেহই স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সীমা অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক বা পারগ নহে। ১ পণ্ডিত বেন্ (Bain) বিজ্ঞানের যেরূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন (পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে),

---

১ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টিন্ড্যাল্ (Tyndall) বলিয়াছেন, 'বিজ্ঞান, (Science) বস্তুসমূহের মধ্যাবস্থার—অতীত-ও-অনাগতের অন্তরালস্থিত রূপের অর্থাৎ যাহা অস্মৎসমীপে 'প্রকৃতি' (Nature) নামে পরিচিত, তৎকার্য্যের অনেকাংশ দর্শন করিতে পারে, , কিন্তু ইহা প্রকৃতির আদ্যন্তের কোনই সমাচার জানে না। কোন ব্যক্তি বা বস্তু 'সূর্য্য' সৃষ্টি করিয়াছে? ইহার রশ্মিকে ব্যপদিষ্ট সামর্থ্য প্রদান করিয়াছে? কোন ব্যক্তি বা বস্তু পরমাণুপুঞ্জ সৃষ্টি ও উহাদিগকে বিবিধ ইতরেতরকার্য্যকারিণী, আশ্চর্য্যভূতশক্তি দিয়াছে, বিজ্ঞান তাহা জানে না। এ রহস্যের উদ্ভেদার্থ বিজ্ঞান করপ্রসারণ করিয়াছিল, কিন্তু পারগ হয় নাই; ইহা দুর্ভেদ্য রহস্য।

"Science understands much of this intermediate phase of things that we call nature, of which it is the product; but science knows nothing of the origin or destiny of nature. Who or what made the sun, and gave his rays their alleged power? Who or what made and bestowed upon the ultimate particles of matter their wondrous power of varied interaction?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, তর্কশাস্ত্র (Logic) বিজ্ঞানের আন্ত-প্রদেশ এবং মনস্তত্ত্ব (Psychology) অন্ত্যভূমি। বেন্ (Bain) হার্ব্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer), সালী (Sully), ইত্যাদি মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের গ্রন্থ পাঠ করিলে, স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, ভৌতিক শাস্ত্র বা ভূততন্ত্রই ইঁহারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শারীর-বিধানশাস্ত্রে (Physiology) যাঁহার কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইয়াছে, তিনি উক্ত পণ্ডিতদিগের গ্রন্থ অধ্যয়নপূর্ব্বক বিশেষ সাভবান হইবেন বলিয়া বোধ হয় না। বলা বাহুল্য, শারীর-বিধান-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইতে হইলে উচ্চগণিত (Higher Mathematics), রসায়নশাস্ত্র (Chemistry), শারীরস্থান (Anatomy) ও জড় পদার্থবিদ্যা (Physics) এই শাস্ত্রসমূহে অগ্রে লব্ধপ্রবেশ হওয়া আবশ্যক। চিন্তা-শীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার ফিলজফীর স্বীকৃততত্ত্ব (Data) নির্দেশ করিতে যাইয়া, যাহা বলিয়াছেন, তদদ্বারাও স্পষ্টীভূত হইয়াছে যে, জগতের বর্ত্তমান অধ্বাই ফিলজফীর পরীক্ষণীয় বিষয়। অতএব বিজ্ঞানশব্দ, পাশ্চাত্য ফিলজফী ও সায়ান্স্ এই উভয়েরই বোধক হইবার যোগ্য।

বিজ্ঞান (Science) কি সাধারণ জ্ঞান হইতে (From ordinary knowledge) বস্তুতঃ বিভিন্ন সামগ্রী ? সাধারণ-বা-সামান্য-জ্ঞানের সহিত ইহার কি কোন অংশে সাম্য নাই ? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার স্বীয় প্রবন্ধসংগ্রহে (Essays) বিজ্ঞানের জাতি নির্ব্বাচন-শীর্ষক প্রস্তাবে (The genesis of Science) এই প্রশ্নের উত্থাপন ও মীমাংসা করিয়াছেন। পণ্ডিত স্পেন্সার বলিয়াছেন, 'বিজ্ঞান (Scientific knowledge) সাধারণ জ্ঞান হইতে পৃথক' এই

Science does not know the mystery, though pushed back, remains unaltered.

Fragments of science, Vol 11. P, 52.

বিজ্ঞানদ্বারা কিরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে, বিজ্ঞানের অধিকার কতদূর, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টিন্ড্যালের বচন হইতে, তাহা বুঝিতে পারা গেল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনিশ্চিত—অমূলক-(Vague)-বিশ্বাস মানব বুদ্ধিতে চিরপ্রবৃদ্ধ হইয়া আছে। গ্রীকেরা কেবল গণিতকেই (Mathematics) প্রকৃত জ্ঞান' বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান এতদুভয়ের মধ্যে বাহ্য প্রভেদ ব্যতীত, বাস্তবিক পার্থক্য নাই উভয়েই সমশক্তিসমূহের ব্যবহার হইয়া থাকে. উভয়েই উহাদের ক্রিয়াক্রম তত্ত্বতঃ সমান। বিজ্ঞানকে যদি আনুপূর্ব-বা-বিহিতজ্ঞান (Science is organized knowledge) বলা যায়, তাহা হইলেও উহা সাধারণ জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথগরূপে বিবেচিত হয় না, কারণ জ্ঞানমাত্রেই যে অল্পবিস্তর আনুপূর্ব, তাহা নিশ্চিত। সাধারণ গৃহ-বা-ক্ষেত্রকার্য্যনিষ্পাদনকালেও সম্বন্ধ-বৃত্ত-সমূহের পূর্বভাবনা আবশ্যক হয়, যুক্তি-বা-তর্কসংযোগের প্রয়োজন হয়, ভবিষ্যগর্ভনিহিত কর্মফলও প্রতীক্ষিত হইয়া থাকে। যদি বলি, বিজ্ঞানের অগ্রদৃষ্টি (Prevision) বা পূর্বেক্ষণশীলতা আছে, যে দেশে, যে কালে, যে যে কারণসমবায়ে, যে অনুক্রমে যে ঘটনা সংঘটিত হইবে, বিজ্ঞান তাহা পূর্বে বলিয়া দিতে পারে ; তাহাতেও ইহা সাধারণ জ্ঞান হইতে সর্বথা ব্যাবর্ত্তীত হয় না। কারণ সাধারণ জ্ঞানেরও এইরূপ পূর্বেক্ষণশীলতা (Prevision) আছে। যদি বলি বিজ্ঞান অভ্রান্তপূর্বদর্শী, 'সাধারণজ্ঞান' তাহা নহে, অতএব 'বিজ্ঞান' সাধারণ জ্ঞান হইতে ভিন্ন। বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের কল্পিত ইতর-ব্যাবর্ত্তকত্ব, এতদ্দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত হয় না, কারণ, বিজ্ঞানও সর্বত্র সত্য-দর্শী-বা-অপ্রমত্ত নহে, অপিচ কেবল তাহা নহে, কোন কোন বিজ্ঞান বিভাগ (যথা শারীর-বিধান-শাস্ত্র, Physiology) কোনকালেই যে সত্যনিরূপক হইতে সমর্থ হইবে না, তাহাও সুনিশ্চিত।[১]

---

১ "There has ever prevailed among men a vague notion that scientific knowledge differs in nature from ordinary knowledge. By the Greeks, with whom Mathematics—literally things learnt—was alone considered as knowledge proper, the distinction must have been strongly felt ; and it has ever since maintained itself in the general mind. Though consider

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতএব দেখা যাইতেছে, 'বিজ্ঞান' ও 'সাধারণজ্ঞান' এই উভয়ের কল্পিতপার্থক্য, তর্কদ্বারা স্থাপন করা যায় না। তথাপি বিজ্ঞান যে সাধারণ জ্ঞান হইতে ভিন্ন, নিশ্চয়ই আমাদের এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে ইতরব্যাবর্ত্তক রেখা অঙ্কিত করা যতই দুঃসাধ্য ব্যাপার হউক, ব্যবহারিক বুদ্ধিতে ইহারা অভিন্নরূপে পরিগৃহীত হয় না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, কিরূপ সম্বন্ধসূত্রদ্বারা ইহারা পরস্পর

---

ing the contrast between the achievements of science and those of daily unmethodic thinking, it is not surprising that such a distinction has been assumed; yet it needs but to arise a little above the common point of view, to see that no snch distinction can really exist: or that at best, it is but a superficial distinction. The same faculties are employed in both cases; and in both cases their mode of operation is fundamentally the same.

If we say that science is organized knowledge, we are met by the truth that all knowledge is organized in a greater or less degree—that the commonest actions of the household and the field presuppose facts colligated, inferences drawn, results expected; o o o If, again, we say that science is prevision is a seeing beforehand is a knowing in what times, places, combinations or sequences, specified phenomena will be found; we are yet obliged to confess that the definiation includes much that is utterly foreign to science in its ordinary acceptation.

If, once more, we say tnat science is exact prevision, we still fail to establish the supposed difference. o o o We find that much of what we call science is not exact, and that some of it, as physiology, can never become exact."—

Essays Scientific, Political and Speculative,

Vol. 1. by H. *Spencer, P. 116-117*

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্বন্ধ ? ১ পণ্ডিত স্পেন্সার এতদুত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহার নির্গলিতার্থ হইতেছে, সাধারণ জ্ঞান স্থূল-ও-অদূরদর্শী, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—আসন্ন, নিয়ত বা স্থির প্রাকৃতিক ঘটনাপুঞ্জের আকলনশক্তিই—পরিগ্রহ-সামর্থ্যই, সাধারণ জ্ঞানের আছে ; বিজ্ঞান সূক্ষ্ম-ও-দূরদর্শী। সাধারণ-কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-নির্ণয় বিজ্ঞানের আদ্যকার্য্য, বিশিষ্ট-কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় বিজ্ঞানের অন্তকার্য্য (We begin by discovering a relation : we end by discovering the relation)। কি প্রকার ঘটনা বা কার্য্য, কিরূপ নির্দিষ্ট অবস্থায় সংঘটিত হইতে পারে, তন্নিরূপণ প্রাথমিক বিজ্ঞান-নিষ্পত্তি, অনাগত ঘটনাপুঞ্জের পরিমাণ বা সংখ্যাত্মক অবধারণ চরম বিজ্ঞান সাধন। অর্থাৎ, অপুষ্ট বিজ্ঞান, সাধারণ প্রকারক—পূর্বদর্শন (Qualitative prevision), পরিপুষ্ট বিজ্ঞান (Developed Science), সংখ্যাত্মক বা সাংখ্য ভবিষ্যদ্দর্শন (Quantitiative prevision)। ২

---

১ "Seeing thus that the assumed distinction between scientific knowledge and common knowledge is not logically justifiable ; and yet feeling, as we must, that however impossible it may be to draw a line between them, the two are not practically identical ; there arises the question—what is the relationship that exists between them ?"

Essays Scientific, Political and Speculative, Vol. I

P *117-118.*

২ "On reconsidering them, it will be observed that those portions of ordinary knowledge which are identical in character with scientific knowledge, comprehend only such combinations of phenomena as are directly cognizable by the senses. o o o We begin by discovering a relation : we end by discovering the relation. Our first achievement is to foretell the *kind* of phenomena which will occur under specific conditions : our last achievement is to foretell

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ বা বর্গক্রমে বিন্যাস।

(CLASSIFICATION OF SCIENCES)

বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান এতদুভয়ের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিবার পর, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার উক্তপ্রবন্ধে বিজ্ঞানের শ্রেণী-বিভাগ-বা-বর্গক্রমে বিন্যাস সম্বন্ধীয় তর্ক উত্থাপন ও মীমাংসা করিয়াছেন। বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ-সম্বন্ধীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াই, উক্ত পণ্ডিত যথাক্রমে ওকেন্ (Oken), হিগেল্ (Hegel) ও কোম্‌ত্ (Comte) এই তিনজন প্রাচীন পাশ্চাত্যপণ্ডিতকৃত বিজ্ঞানের বর্গ-ক্রমে বিন্যাসের সমালোচনা করিয়াছেন। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার উক্ত পণ্ডিতত্রয়ের মত যেভাবে খণ্ডিত করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞাপন করা, আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য নহে, 'সায়ান্স' (Science) বলিতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করেন এবং সায়ান্সের প্রতিপাদ্য বিষয় কি, তদ্বিজ্ঞাপনই আমাদের সাম্প্রতিক-উদ্দেশ্য। পণ্ডিত ওকেন্-ও-হিগেলের মতে প্রকৃতিতত্ত্ব-নিরূপণ ও মহতী সৃষ্টি-সম্বন্ধীয় চিন্তার প্রতি-চিন্তন এককথা। ১ গণিত সার্ব্বভৌম বিজ্ঞান (Mathematics is the universal Science). ভূতাধ্যাত্মবিদ্যা (Physio-Philosophy) ও তাহাই, ইহাও সার্ব্বভৌম বিজ্ঞান গণিত ও ভূতা-ধ্যাত্মবিদ্যা, ইহারা এক বা পরস্পর সম্বন্ধ। গণিত (Mathematics) বস্তুশূন্য আকার-বিষয়ক বিজ্ঞান (Mathematics is, however, a

---

not only the kind but the *amount*. Or to reduce the proposition to its most definite form—Undeveloped science is qualitative prevision : developed science is quantitative prevision." —

Essays Scientific, Political and Speculative, *Vol. I*. P. *118-120*.

১ "Oken seems to hold in common with Hegel, that 'to philosophize on Nature is to re-think the great thought of Creation"—

Ibid. P. *126*

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

Science of mere forms without substance), অতএব ভূতাধ্যাত্মবিদ্যা (Physio-Philosophy), বস্তুপেতগণিত (Physio-Philosophy, is, therefore, mathematics endowed with substance)। পণ্ডিত ওকেন্-ও হিগেলের মতে, শূন্যই (Zero) গণিতের মূলতত্ত্ব (The fundamental principle of all mathematics is the Zero = 0")। শূন্য স্বয়ং কোন পদার্থ নহে, অতএব গণিতশাস্ত্র অসদ্ভূমিক। শূন্যতত্ত্ব হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে।১ অসৎ হইতে সুতরাং সতের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব, কারণ গণিতের প্রমেয়, শূন্যান্বয়ি-সদাত্মক। শূন্যবাদি-বৌদ্ধদিগের মত স্মরণ করিবেন। ওকেন্ শূন্যবাদী, এই নিমিত্ত শূন্য হইতে জগতের সৃষ্টি হওয়া যে সম্ভব, এতদ্দ্বারা তিনি তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, 'শূন্য' যে গণিতের মূলতত্ত্ব, তাহা কে বলিল? আমরা যদি বলি (তাহাই আমরা বলিয়া থাকি), সমানতাই (Equality) গণিতের মূলতত্ত্ব, তাহা হইলেই ওকেনের শূন্য হইতে জগৎসৃষ্টি-

১ "Mathematics is the universal science; so also is Physio-Philosophy, although it is only a part, or rather but a condition of the universe: both are one, or mutually congruent."

"Mathematics is, however, a science of mere forms without substance. Physio-Philosophy is, therefore, *mathematics endowed with substance.*"

"The highest mathematical idea or the fundamental principle of all mathematics is the zero = 0."

"Zero is in itself nothing. Mathematics is based upon nothing and, *consequently*, arises out of nothing."

"Out of nothing, *therefore*, it is possible for something to arise, for mathematics, consisting of propositions, is something, in relation to 0."—

Ibid. P. 126-127.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাদের (Cosmogony) অন্তর্ধান হয়। ১

পণ্ডিত হিগেল্ (Hegel) ফিলজফী (Philosophy)-কে, ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র (Logic), প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Philosophy of Nature), এবং মনোবিজ্ঞান (Philosophy of Mind) এই তিন-ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ২ পণ্ডিত আগষ্ট কোম্‌ত্, গণিত (Mathematics), নক্ষত্রবিদ্যা বা জ্যোতিষ (Astronomy), ভৌতিক পদার্থবিজ্ঞান (Physics), রসায়নশাস্ত্র (Chemistry), শরীর-বিধানবিদ্যা (Physiology), সমাজবিজ্ঞান (Social Physics), বিজ্ঞানের এই ছয়টি প্রধান শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন। পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে বিজ্ঞানের ক্রমিক বিন্যাস (Arranging the sciences in a serial order) সম্ভব নহে। পণ্ডিত আগষ্ট কোম্‌ত্ যখন বলিয়াছেন, বিজ্ঞানসমূহ এক স্কন্ধের ভিন্ন-ভিন্ন শাখা (Sciences are branches of a single trunk) তখন তিনি স্বয়ংই তাঁহার বিজ্ঞানের ক্রমিক বিন্যাসের অধিকার নষ্ট করিয়াছেন। পণ্ডিত আগষ্ট কোম্‌তের 'সকল বিজ্ঞানই এক স্কন্ধের ভিন্ন-ভিন্ন শাখা' এতদ্বাক্যদ্বারা, পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, একটি সত্যের অর্দ্ধাংশমাত্র প্রব্যক্ত

---

১ If now we deny, as we *do* deny, that the highest mathematical idea is the Zero ;—if, on the other hand, we assert, as we *do* assert, that the fundamental idea underlying all mathematics, is that of equality ; the whole of Oken's cosmogony disappears."—

Essays Scientific, Political and Speculative, Vol. I. P. 127.

"He (Hegel) divides philosophy into three parts :—(1) *Logic*, or the science of the idea in itself, the pure idea, (2) The *Philosophy of Nature*, or the science of the idea considered under its other form—of the idea as nature, (3) *The Philosophy of the mind*, or the science of the idea in its return to itself."—

Essays Scientific, Political and Speculative, Vol. I. P. 128.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়াছে। বিজ্ঞানসমূহ কেবল এক স্কন্ধের ভিন্ন-ভিন্ন শাখা নহে অপিচ, ইহারা পরস্পর পরস্পরকে ধারণ করে, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করে, পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া বিদ্যমান থাকে। অতএব বিজ্ঞানের ক্রমিক-বিন্যাস হইতে পারে না। ১ শাস্ত্রপাঠ করিয়া এ সম্বন্ধে কি শিক্ষা পাইয়াছি? শাস্ত্রপাঠ করিয়া হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে,—

"বিধাতুস্তস্য লোকানামঙ্গোপাঙ্গনিবন্ধনাঃ।
বিদ্যাভেদাঃ প্রতায়ন্তে জ্ঞানসংস্কারহেতবঃ॥"—

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ, সর্বলোকবিধাতা প্রণব-বা-বেদ হইতে অঙ্গোপাঙ্গ-নিবন্ধন, জ্ঞানসংস্কারহেতু নিখিল বিদ্যার বিস্তার হইয়াছে। বেদাখ্য প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের অঙ্গ হইতে জ্যোতিষাদি এবং উপাঙ্গ হইতে চিকিৎসাদি বিদ্যা-ভেদের উৎপত্তি হইয়াছে। ২ পুরাণ পাঠে বিদিত হওয়া যায়, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ, এই ছয়টি বেদের অঙ্গ, এবং ধর্ম্মশাস্ত্র, মীমাংসা ও ন্যায় ইহারা উপাঙ্গ। শুক্রাচার্য্য স্বপ্রণীত

১ "Form our present point of view, then, it becomes obvious that the conception of a *serial* arrangement of the sciences is a vicious one. It is not simply that the schemes we have examined are untenable ; but it is that the sciences cannot be rightly placed in any linear order whatever. o o o There is no 'true *filiation* of the sciences.' The whole hypothesis is fundamentally false."—

Ibid. P. *144*.

২ "এবং চ বিদ্যাভেদাঃ প্রণবাত্মতয়া বেদং নাতিক্রামন্তি। তদাহঃ সর্ব্বা বাচো বেদমনুপ্রবিষ্টা না বেদবিস্মনুতে ব্রহ্ম কিঞ্চিদিতি। এবং চ প্রণবাদেব সাঙ্গোপাঙ্গ শ্রুতিস্মৃতিত্রয্যন্তা বিদ্যাভাগা প্রভবন্তি সম্যগ্‌জ্ঞানহেতবঃ পুরুষসংস্কারহেতবশ্চ তস্য বেদাখ্যস্য প্রসিদ্ধস্য ব্রহ্মণোঽঙ্গেভ্যো জোতিষাদয়ঃ উপাঙ্গেভ্যশ্চিকিৎসাদয়ো বিদ্যাভেদাঃ প্রভবন্তি।"—

বাক্যপদীয়টীকা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নীতিসারে বলিয়াছেন,—

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রপুরাণাণি ত্রয়ীদং সর্ব্বমুচ্যতে ॥"—

অর্থাৎ, শিক্ষাকল্পাদি ষড়ঙ্গ, চতুর্ব্বেদ, মীমাংসা, ন্যায়বিস্তর—তর্ক-প্রপঞ্চ, মন্বাদি-প্রণীত ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ এই সকলই 'ত্রয়ী', 'ত্রয়ী' শব্দ উক্ত শাস্ত্র সমুদায়ের বাচক। 'ত্রি' শব্দের উত্তর অবয়বার্থে 'ঙয়প্' (পা ৫।২।৪২) প্রত্যয় ও স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীপ্' প্রত্যয় করিয়া 'ত্রয়ী' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ঋক্, সাম ও যজুঃ এই বেদত্রয় হইয়াছে অবয়ব যাহার—যে সংহতির তাহা 'ত্রয়ী'। 'বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ী' (অমরকোষ)। অর্থাৎ, বেদত্রয়-সংঘাতের নাম 'ত্রয়ী'। বেদ হইতেই যথন সকল শাস্ত্র বহির্গত হইয়াছে, তথন সকল শাস্ত্রই যে ত্রয়ী-পদ-বাচ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? (একথার প্রকৃত ভাবার্থ অতি সূক্ষ্ম। 'বেদ' কোন্ পদার্থ বুঝিবার সময়, ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইবে।) সকল শাস্ত্রই যে বেদ হইতে প্রসূত হইয়াছে, সকল শাস্ত্রই যে বেদের অঙ্গোপাঙ্গ, তাহা বুঝিলাম, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, শাস্ত্র-বিকাশের ক্রম-নিয়ম আছে কি না? প্রশ্নটির সমাধানার্থ আমরা একবার ভগবান্ ধনন্তরির চরণ ধ্যান করিব, গর্ভস্থ ভ্রূণের কোন্ অঙ্গ সর্বাগ্রে প্রব্যক্ত ও পরিপুষ্ট হয়, ভগবান্ ধন্বন্তরি এই প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিব। গর্ভের কোন্ অঙ্গ সর্বাগ্রে প্রব্যক্ত ও পরিপুষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। কেহ বলেন, শিরঃ দেহেন্দ্রিয়ের মুল, অতএব, শির'ই সর্বাগ্রে সম্ভূত হইয়া থাকে, কাহারও মতে হৃদয়ই প্রথমে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, কোন মতে নাভিই প্রথমজাত অঙ্গ। ভগবান্ ধন্বন্তরি এই বহুমুখসিদ্ধান্ত গহন প্রশ্নের সমীচীন উত্তর কি, শিষ্যবৃন্দকে তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, গর্ভের সর্বাঙ্গ প্রত্যঙ্গ বংশাঙ্কুর বা চূতফলের ন্যায় যুগপৎ আবির্ভূত হয়। পরিপক্ক চূতফলের কেশর-শস্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ কালপ্রকর্ষহেতু প্রব্যক্ত হইলে পৃথগ্‌রূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তরুণাবস্থায় সূক্ষ্মত্ববশতঃ উহারা উপলব্ধ হয় না। গর্ভস্থ-ভ্রূণেরও সেইরূপ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিদ্যমান থাকিলেও, সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন ইহাদের উপলব্ধি হয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না। কালে প্রব্যক্ত হইলে, ইহারা পৃথগ্‌রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। সকল শাস্ত্রই যখন বেদের অঙ্গোপাঙ্গ, তখন সকল শাস্ত্রই যুগপৎ পরিবর্দ্ধিত (Simultaneously developed) হয়।

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার মেটাফিজিশিয়ান্ (Metaphysician) দিগের প্রতি খড়্গহস্ত, জর্ম্মান্ ফিলজফারদিগের বিশেষতঃ বিদ্বেষী। মেটাফিজিশিয়ানদিগের সিদ্ধান্ত, চিন্তা যখন ক্রমপরিণামিনী, তখন 'প্রকৃতি' ও ক্রমপরিণামিনী হওয়াই সম্ভব। জ্ঞানের বিকাশ ক্রম-পরম্পরায় হইয়া থাকে, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উক্ত পণ্ডিত-দিগের ইহাই 'যুক্তি'। পণ্ডিত আগষ্ট কোম্‌ত্ (Comte) মেটাফিজি-শিয়ানদিগের মতানুসারেই বিজ্ঞানের ক্রমিকবিন্যাস করিয়াছেন। পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, কোম্‌ত্ যখন জর্ম্মানদিগের ন্যায় প্রকৃতিকে চৈতন্যের জড়ীভূত অবস্থা বলেন না (Nature is petrified intelligence), তখন তিনি বিজ্ঞানের ক্রমিকবিন্যাস করিলেন কেন? আগষ্ট কোম্‌তের ন্যায় চিন্তাশীল পুরুষ মেটাফিজিশিয়ান-দিগের ভ্রমপূর্ণ, যুক্তিহীন মতের অনুবর্ত্তন করিলেন কি নিমিত্ত? আমরা পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারেরই উক্তি স্মরণপূর্বক বলিতেছি, ভ্রমাত্মক বলিয়া নির্বাচিত বিষয়সমূহের মধ্যেও সচরাচর সত্যের আত্মা দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং, মেটাফিজিশিয়ানদিগের প্রাগুক্ত উপদেশের মূলে কিছু সত্য নাই, তাহা কে বলিল? জর্মান্ ফিলজফারগণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জড়ীভূত চৈতন্য বলিয়াছেন বলিয়া, পণ্ডিত স্পেন্সার উপহাস করিয়া-ছেন, কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যাঁহারা শক্তির পরিণাম বলিয়া সন্তুষ্ট আছেন, তাঁহারাই কি নিঃসন্দিগ্ধরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? উক্ত চিন্তাশীল পণ্ডিত স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন,—জড়-শক্তিবাদী যথোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ, সকল বস্তুর গুণ বা ধর্মই শক্তির বিকাশ—শক্তির পরিণাম এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু, 'শক্তি' (Force) কোন্ পদার্থ, তাহা তাঁহারা স্থির করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ১

---

১ "Thoguh he may succeed in resolving all properties of

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধর্ম্মের চিত্রাঙ্কন করিবার সময় আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করিব, আপাততঃ প্রস্তাবিত বিষয়েরই অনুসরণ করা যাউক।

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বিজ্ঞানকে Abstract (অবকৃষ্ট), Abstract-Concrete (অবকৃষ্ট-সমবেত), ও Concrete (সমবেত), এই তিন প্রধান বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ১

বিজ্ঞানের প্রত্যেকে শ্রেণীবিভাগের লক্ষণ
ও অভিধেয়-নির্ব্বাচন।

বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগের লক্ষণ ও অভিধেয়-নির্বাচন, আমরা পণ্ডিত বেন্ (Bain) কৃত বিজ্ঞান-বিভাগানুসারে করিব। পণ্ডিত বেন্ (Bain), (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) ১। লজিক্ (Logic, ন্যায়-বা-তর্ক-শাস্ত্র), ২। ম্যাথামেটিক্স্ (Mathematics, গণিতশাস্ত্র), ৩। মেকানিক্স্ বা মেকানিক্যাল্ ফিজিক্স্ (Mechanics or Mechanical Physics, যন্ত্রশিল্পবিদ্যা), ৪। মোলিকিউলার ফিজিক্স্ (Molecular Physics, ভৌতিক-বিজ্ঞান), ৫। কেমিষ্ট্রি (Chemistry, রসায়নশাস্ত্র), ৬। বাইওলজী (Biology, প্রাণবিদ্যা), ৭। সাইকোলজী (Psychology, মনোবিজ্ঞান), বিজ্ঞানকে এই সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অতএব আমরা প্রথমে লজিকের (Logic, ন্যায়শাস্ত্রের অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য বিষয় নিরূপণ করিব, তৎপরে যথাক্রমে অন্যান্য

---

objects into manifestations of force, he is not thereby enabled to realize what force is; but finds, on the contrary, that the more he thinks about it, the more he is baffled."—

Essays Scientific, Political and Speculative, Vol. I. P.59

১ "Not content, however, with a simple binary divison according to this leading contrast, Mr. Spencer proposes a threefold division, by interpolating between the extremes a middle class partly abstract and partly concrete, to be termed Abstract-Concrete. The three classes are Abstract, Abstract-Concrete, and Concrete."—

Bain's Logic, Part. I P. 232.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিজ্ঞানের অভিধেয় নির্ণীত হইবে।

লজিকের (LOGIC, ন্যায়শাস্ত্রের) লক্ষণ ও অভিধেয় নির্ণয়।

বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ করিতে যাইয়া, পণ্ডিত বেন্ (Bain) প্রথমে লজিকের (ন্যায়শাস্ত্রের) নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন কেন? লজিক (Logic) কি 'বিজ্ঞান'? পণ্ডিত জেবন্স (Jevons) বলিয়াছেন;—

"In my opinion logic is the superior science, the general basis of mathematics as well as other sciences."—

The Principles of Science, P. 151

অর্থাৎ, 'আমার মতে লজিক প্রধানতম-বিজ্ঞান, ইহা গণিত এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের সাধারণ ভিত্তি'। শাস্ত্রের উপদেশ—

"প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা।"—

ন্যায়সূত্রভাষ্যধৃত কারিকা।

'অর্থাৎ, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা (ন্যায়শাস্ত্র), অন্যান্য বিদ্যার প্রদীপ-স্বরূপ—ইহাদ্বারা অন্যান্য বিদ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকে; আন্বীক্ষিকী বিদ্যা সর্ব্বকর্মের উপায় এবং সর্বধর্মের আশ্রয়।

লজিক (LOGIC) বিজ্ঞান কি শিল্প?

পশ্চাত্য নৈয়ায়িক পণ্ডিতদিগের মধ্যে লজিক্ (Logic), বিজ্ঞান (Science) কি শিল্প (Art), এতৎ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। পণ্ডিত মিল্ বলিয়াছেন, লজিক্‌কে সচরাচর, নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা হইতে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার শিল্পরূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। পণ্ডিত মিল্ লজিকের প্রাগুক্ত লক্ষণের পরিবর্ত্তে, ইহা নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা হইতে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার বিজ্ঞান ও শিল্প উভয়ই, এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। হোয়েট্‌লীর মতেও 'লজিক' কেবল 'শিল্প' (Art) নহে।

শিল্প ও বিজ্ঞান এই উভয়ের প্রভেদ কি?

'লজিক্' (Logic) 'শিল্প' কি 'বিজ্ঞান', কি 'শিল্প ও বিজ্ঞান উভয়ই,' তাহা অবগত হইতে হইলে, শিল্প ও বিজ্ঞানের পার্থক্য কি,
Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহা অগ্রে জ্ঞাতব্য।

জগতে যে কোন ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহাই নির্দিষ্ট নিয়মাধীন। 'কার্য্যমাত্রেই কারণপূর্ব্বক,' 'বিনা কারণে কোন কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না,' এ সকল কথার সহিত 'জগতে যে কোন ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহাই নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন,' এতদ্বাক্যের কোন পার্থক্য নাই। অকস্মাৎ—দৈববশাৎ সম্ভব, অসম্ভব। জেবন্স্ (Jevons), ল্যাপ্লেস্ (Laplace) প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতবৃন্দও স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন যে, Chance (অকস্মাৎ আপতন) কখন কোনপ্রকার সিদ্ধান্তের বিষয় (Subject of a theory) হইতে পারে না, যেহেতু কার্য্যোৎপাদক ও কার্য্যনিয়ামক দৈব (Chance) নামক কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই। 'Chance' (চান্স্) শব্দটীর মৌলিক অর্থ 'পতন' (Falling)। ১ যে সকল ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ করিতে আমরা অসমর্থ হই, সেই সকল ঘটনাকে আমরা, স্বল্প-দর্শিতা-নিবন্ধন, আকস্মিক (Result of chance) বলিয়া সন্তুষ্ট থাকি। ২ নিয়ম অতিক্রম পূর্ব্বক অবস্থানের সামর্থ্য কাহারই নাই।

দর্শন-ও-পরীক্ষাদ্বারা যতদূর সম্ভব প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের আবিষ্কার করাই,—কিরূপ নিয়মে, কিরূপ অবস্থাগতপরিবর্ত্তনে, কি কি কারণ-সমবায়ে কোন্ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তন্নিরূপণ বিজ্ঞানের কার্য্য।

---

১ 'Chance' ল্যাটিন 'Cado' to fall' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২ "Chance cannot be the subject of the theory, because there is really no such thing as chance, regarded as producing and governing events. The word chance signifies falling. o o o Chance then exists not in nature, and cannot co exist with knowledge; it is merely an expression, as Laplace remarked, for our ignorance of the causes in action, and our consequent inability to predict the result, or to bring it about infallibly. In nature the happening of an event has been predetermined from the first fashioning of the universe."—

The Principles of Science, P. 198

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একখণ্ড লোষ্টকে উর্দ্ধে ক্ষেপণ করিলে, উহা অবিলম্বেই পৃথিবীর অঙ্কে প্রত্যাগত হয়। ইহা একটি প্রাকৃতিক ঘটনা বা কার্য্য। জিজ্ঞাস্য হইতেছে, ইহার কারণ কি? বিজ্ঞান, দর্শন-ও-পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন, চুম্বক যেরূপ লৌহকে আকর্ষণ করে, জগতের সকল বস্তুই সেইরূপ পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। পৃথিবী অগণ্য বিবিধ বস্তুর সমষ্টি, এই নিমিত্ত ইহার আকর্ষণশক্তি অত্যন্ত প্রবলা। এই আকর্ষণই গুরুত্বের কারণ, এবং গুরুত্বই উর্দ্ধক্ষিপ্ত বস্তুর অধঃপতনের হেতু। দর্শন-ও-পরীক্ষাদ্বারা এবম্প্রকারে বিশ্বব্যাপারের নিয়ম নিরূপণানন্তর, অনাগত ব্যাপার-গণনাপূর্ব্বক বলা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য— বিজ্ঞানের কার্য্য।

শিল্পের কার্য্য কি? বিজ্ঞানকর্তৃক আবিষ্কৃত নিয়মসমূহকে আমাদের কর্মে প্রয়োগ করাই শিল্পের কার্য (To know the theory of a thing is a science, to know how to use it successfully is art."—*Occult Science in Medicine, by F. Hartmann, M D. P. 72.*)।

শিল্প কি তবে বিজ্ঞানপ্রসূত? কোন কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এতদুত্তরে বলিয়া থাকেন, না, 'শিল্প' সর্বত্র বিজ্ঞানপ্রসূত নহে, ইহা বিজ্ঞানসাপেক্ষ। প্রথমাবস্থায় 'শিল্প' অনেক স্থলে বিজ্ঞানের অগ্রজ। বিজ্ঞানানুশীলনার্থ বহু-বিস্তীর্ণ দর্শন আবশ্যক, শিল্পের কর্মক্ষেত্র তত দূর বিস্তৃত নহে। আমরা এই সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতে পারিলাম না। 'বিজ্ঞান' ও 'শিল্প' এই উভয়ের যে লক্ষণ করা হইয়াছে, তাহা অব্যাপ্ত্যাদি-দোষ-বিহীন বলিয়া বোধ হয় না। যথানির্দিষ্ট বিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিকেরাই অনেক সময়ে (সূক্ষ্মতর কারণপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে যাইলেই) যথোক্ত শিল্পলক্ষণ দ্বারা লক্ষ্য করিয়া থাকেন। শিল্প, বিজ্ঞানেরই প্রকারভেদ। প্রক্রিয়া বা প্রয়োগ-বিজ্ঞানই 'শিল্প'-পদ-বাচ্য অর্থ। চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও এইরূপ কথা বলিয়াছেন। ১ লজিক (Logic) অবিজ্ঞাততত্ত্ব কার্য্যের

---

১ "If, as one will deny, art is applied knowledge, then

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কারণোপপত্তিদ্বারক, তত্ত্বজ্ঞানার্থক মানসিক-কার্য্যের—মনন-বা-চিন্তন-ব্যাপারের,—কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মানস কার্য্য-বিধির ব্যাকরণ (Analysis), পণ্ডিত হোয়েট্‌লী (Whately) এইজন্য ইহাকে 'বিজ্ঞান' (Science), এবং এতন্নির্দ্দিষ্টনিয়মাবলীদ্বারা আমরা যথাযথভাবে—শুদ্ধরূপে চিন্তনব্যাপার নিষ্পাদন করিতে পারগ হই, এই নিমিত্ত ইহাকে, উক্ত পণ্ডিত মনন-শিল্প বলিয়াছেন। ১ পণ্ডিত ইউবার্‌ওয়েগ্ (Ueberweg) লজিক্‌কে, জ্ঞানের আকার ও ব্যবহারানুসারে, শুদ্ধ ও সাধারণ (Pure and general) এবং ব্যাবহারিক

---

such portion of scientific investigation as consists of applied knowledge is art. So that we may even say that as soon as any prevision in science passes out of its originally passive state, and is employed for reaching other previsions, it passes form theory into practice—becomes science in action—becomes art."—

Essays Scientific, Political and Speculative Vol. I, P. 190.

বেদকে জ্ঞানকাণ্ড, কর্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড এই কাণ্ডত্রয়ে বিভক্ত করিবার কারণ কি, তাহা চিন্তা করিবেন। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ, যোগকে এই ত্রিধা বিভক্ত করিবার উদ্দেশ্য কি, এবং উক্ত যোগত্রয় যে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থত্রয় নহে, এতদ্দ্বারা তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

১ "Logic has often been called the Art of reasoning. A writer (Archbishop Whately) who has done more than any other living person to restore this study to the rank from which it had fallen in the estimation of the cultivated class in our own country, has adopted the above definition with an amendment; he has defined Logic to be the science, as well as the Art, of reasoning; meaning by the former term the analysis of the mental process which takes place whenever we reason, and by the latter, the rules, grounded on that analysis, for conducting the process correctly."—

Mills Logic, Vol. I. P. 2.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বা বিশেষ (Applied or particular), এবম্প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। ১ পণ্ডিত বেন্ (Bain) বলিয়াছেন, সঙ্গততা—যোগ্যতা (Consistency); অবনয়ন (Deduction) এবং সারূপ্য—একরূপতা—ঐকবিধ্য (Uniformity) এই মূল, সর্ব্বগত বা সার্ব্বত্রিক তত্ত্বসমূহ লজিকের বিষয়—লজিকের সহিত ইহাদের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক-সম্বন্ধ। লজিক্ই (Logic) অন্যান্য বিজ্ঞানের ভিত্তি। লজিকের (ব্যক্তভাবেই হউক, অব্যক্তভাবেই হউক) সিদ্ধান্ত বা স্বীকৃতিতত্ত্ব সকল গ্রহণ না করিলে, কোন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। অতএব

১ "The forms and laws of knowledge can be treated partly in their general character and partly in the particular modifications which they take according to the different nature of the object-matter known. The first is the problem of pure and general, the second that of applied or particular *Logic*: pure Logic teaches both the laws of *immediate knowledge* or perception and those of mediate knowledge or thought."—

Ueberweg's Logic, P 15, *Para*..8.

বৈকল্পিক বা বৈধ (Formal) ও বাস্তব (Material), লজিক্ (Logic)-কে এই দুইভাগেও বিভক্ত করা হইয়া থাকে। কোন কোন পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকের মত, বৈধতর্ক এবং চিন্তাই, অর্থাৎ ন্যায়াবয়ব (Syllogism) ও তৎসহকারীই, লজিকের বিষয়—অধিকার।

"It is contended by some Logicians that the Province of Logic is Formal Reasoning and Thinking; by which they mean mainly the Syllogism, and what is subsidiary thereto.—*Bain's Logic*)। এই শ্রেণীর নৈয়ায়িকেরা মূর্ত্তবস্তূদ্দেশক সমস্তবিষয়, অর্থাৎ উন্নয়ন (Induction) এবং অধিকাংশ লক্ষণ বা ব্যাখ্যা (Definition), ও বর্গীকরণকে (Classification) প্রতিষেধ করিয়া থাকেন("They would exclude everything that refers to the Matter, that is to say, Induction and the greater part of Definition and Classification.—*Bain's Logic. Deduction, P. 241.*)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লজিক্ (Logic) বিজ্ঞানের বিজ্ঞান (Scientia scientiarum)। ১

ন্যায় ও লজিকের লক্ষণ-সমন্বয়।

লজিকের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকগণ যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহারা 'ন্যায়'-শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ-গর্ভাভিব্যাপ্ত হইয়া আছে। 'নি' উপসর্গ পূর্ব্বক 'ই' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'ন্যায়' পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

"নীয়তে প্রাপ্যতে বিবক্ষিতার্থসিদ্ধিরনেন ইতি ন্যায়ঃ।"—

ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-টীকা।

অর্থাৎ, যদ্দারা বিবক্ষিত অর্থের সিদ্ধি হয়, যদ্দারা সত্যের আবিষ্কার হয়, সত্যের সমীপবর্ত্তী হইবার যাহা 'করণ', যাহা অভ্রান্ত জ্ঞানার্জনের হেতু—সাধন, তাহা 'ন্যায়'। 'ন্যায়বিদ্যা', 'ন্যায়শাস্ত্র', 'তর্কশাস্ত্র', 'আন্বিক্ষিকী', শাস্ত্রে ইহারা সমানার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ন্যায়সূত্র-ভাষ্যকর্ত্তা পূজ্যপাদ বাৎস্যায়ন মুনি বলিয়াছেন—

"প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতমনুমানং সান্বীক্ষা প্রত্যক্ষাগমাভ্যামীক্ষিতস্যান্বোক্ষণমন্বোক্ষা তয়া প্রবর্ত্তত ইত্যান্বীক্ষিকো ন্যায়বিদ্যা ন্যায়শাস্ত্রম্।"—

অর্থাৎ, প্রমাণদ্বারা অর্থ-পরীক্ষণের নাম 'ন্যায়'। প্রত্যক্ষ-ও-আগম (আপ্তোপদেশ) এই প্রমাণদ্বয়াশ্রিত অনুমানকে, প্রত্যক্ষ-ও-আগমদ্বারা ঈক্ষিতের অন্বীক্ষণকে 'অন্বীক্ষা' বলে। অন্বীক্ষাদ্বারা প্রবর্ত্তিতা বিদ্যা=আন্বীক্ষিকী।

পণ্ডিত বেনের লজিক্ (Logic) অধ্যয়নপূর্বক অবগত হইয়াছি, লজিকের লক্ষণ-বা-প্রতিপাদ্য-বিষয়-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকদিগের

১ "Logic embraces, as has been seen, the most fundamental and universal of all principles—Consistency, Deduction and Uniformity It reposes upon nothing more fundamental than itself, and it gives foundation to all other sciences, There can be no science without assuming all the data of Logic, whether avowedly or not"—

Bain's Logic, Part I., P. 26.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মধ্যে চতুর্ব্বিধ মতভেদ আছে। ১। লজিক্ (Logic), অন্বীক্ষা-বা-অনুমানের—তর্কের (Reasoning) শিল্প, ২। লজিক্, অন্বীক্ষা-বা-অনুমানের—তর্কের শিল্প ও বিজ্ঞান, ৩। লজিক্, মনন বা-চিন্তন-বিধির বিজ্ঞান, ৪। লজিক্, সত্যানুসন্ধায়িনী চিত্তবৃত্তির কার্য্য-বিজ্ঞান।১ পণ্ডিত মিল্ (Mill) বলিয়াছেন, লজিক্ (Logic) যখন কেবল অনুমান তথ্যবৃত্তিক (As Logic deals with truths of inference solely), তখন ইহা প্রমাণাধীন-চিত্তবৃত্তির কার্য্য-বিজ্ঞান।২ পূজ্যপাদ ভগবান্ বাৎস্যায়ন মুনি বলিয়াছেন,—

"তর্কো ন প্রমাণসংগৃহীতো ন প্রমাণান্তরম্ প্রমাণামনুগ্রাহকস্তত্ত্বজ্ঞানাম্ কল্প্যতে।"—

অর্থাৎ, তর্ক, প্রমাণ-সংগৃহীত বা স্বয়ং প্রমাণান্তর নহে, ইহা প্রমাণগত সর্বপ্রকার সংশয়ের নিরাসক, ইহা তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদক প্রমাণসমূহের অনুগ্রাহক। পণ্ডিত মিল্ বলিয়াছেন, তর্কশাস্ত্র, প্রমাণের

---

১ "Logic has been termed (I) the Art of Reasoning and (II) the Art and Science of Reasoning."—

Bain's Logic, Part *I*. P. *30*.

প্রথম লক্ষণটী আল্ড্রিচের (Aldrich) এবং দ্বিতীয় লক্ষণটী হোয়েট্লীর (Whately)।

(III) Logic has been described as the 'Science of the Laws of Thought' : (IV) Logic is defined (Port Royal Logic) "the Science of the operation of the understanding in the pursuit of truth."— *Ibid*. *P*. *30-31*.

২ Logic, then, is the science of the operations of the understanding which are subservient to the estimation of evidence : both the process itself of proceeding from known truths to unknown, and all other intellectual operations in so far as auxiliary to this."—

Mill's Logic, Vol. I. P. 11.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনুসন্ধান করে না, ইহা কেবল প্রমাণের স্বভাব বিচার করে, প্রমাণটী দোষযুক্ত, কি নির্দ্দোষ, তর্কশাস্ত্র তাহা দেখাইয়া দেয়। উদ্বন্ধনে মৃত শব শরীরের কি কি চিহ্ন থাকা উচিত, তর্কশাস্ত্র চিকিৎসককে তাহা বলিয়া দেয় না। উদ্বন্ধনে মৃত শবদেহে যে যে চিহ্ন থাকা উচিত, দর্শন-ও-পরীক্ষাদ্বারা তন্নির্ণয়, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কার্য্য। চিকিৎসা-বিজ্ঞান দর্শন-ও-পরীক্ষাদ্বারা, উদ্বন্ধনে মৃত শবদেহে যে যে চিহ্ন থাকা উচিত, তাহা নির্ণয় করিবে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের উক্ত দর্শন ও পরীক্ষাকার্য্য যথাযথভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে কি না, চিকিৎসাবিজ্ঞানের দর্শন-ও-পরীক্ষণ উদ্বন্ধনে মৃত শবদেহে যে সকল চিহ্ন থাকা উচিত, তৎসমুদায় চিহ্ন লক্ষ্য করিতে পারগ হইয়াছে কি না, তদ্বিচার তর্কশাস্ত্রের কার্য্য। তর্কশাস্ত্র বিচার-কর্ত্ত; তুমি বিচারকর্ত্তার সম্মুখে প্রমাণ আনয়ন করিবে, বিচারকর্ত্তা তোমাকর্ত্তৃক আনীত প্রমাণ নিঃসন্দেহ কি না, সত্য কি না, তাহা বিচার করিবেন। সমস্ত বিজ্ঞানই স্ব-স্ব-বিষয়-সমর্থনার্থ প্রমাণ সংগ্রহ করে, তর্কশাস্ত্র তৎপ্রমাণসমূহের সত্যাসত্য বিচার করিয়া থাকে।[১] তর্কশাস্ত্র এইজন্য 'বিজ্ঞানের বিজ্ঞান', সর্ব্বশাস্ত্রের প্রদীপস্বরূপ (প্রদীপঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাম্)। তর্কশাস্ত্রকে সর্ব্বশাস্ত্রের প্রদীপ এবং সর্ব্বকর্ম্মের উপায় (প্রদীপঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্) বলাতে, তর্ক-শাস্ত্রের রূপ যেরূপ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু-বাক্য-ব্যয় করিয়াও তর্কশাস্ত্রের রূপ তদ্রূপ বিশদভাবে চিত্রিত করিতে পারগ হইয়াছেন কি? তা'ই বলি, শাস্ত্র স্বল্প-ও-সারভাষী।

আধুনিক পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকদিগের গ্রন্থ পাঠপূর্ব্বক তর্কশাস্ত্র (Logic) কাহাকে বলে, ইহার লক্ষণ বা প্রতিপাদ্য বিষয় কি, এতৎ-

১ "Logic is the common judge and arbiter of all particular investigations. It does not undertake to find evidence, but to determine whether it has been found. Logic neither observes, nor invents, nor discovers; but judges."—

Ibid. P. 9.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহার সার হইতেছে, 'তর্কশাস্ত্র' সত্যানুসন্ধানে প্রযুক্ত মনোবৃত্তিসমূহের কার্য্য-বিজ্ঞান।

'সত্য' ব্যবহিত-ও-অব্যবহিত-ভেদে দ্বিবিধ।

আমার ক্ষুধা হইতেছে, এই ঘটনাটি, আমি অব্যবহিতরূপে জানিতে পারি। আমার ক্ষুধা হইতেছে,—এই সত্যটি জানিবার নিমিত্ত আমাকে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না, কোন পূর্ব্ব ঘটনা হইতে অনুমান করিতে হয় না, আমার অন্তর্ব্বোধই এ সত্যের প্রমাণ, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। অতএব স্বতঃসিদ্ধ সত্যসমূহ তর্কশাস্ত্রের বিষয় নহে, ব্যবহিত সত্যনিচয়ই তর্কশাস্ত্রের বিষয়। যে সত্যকে পূর্বসত্য হইতে অনুমান করিয়া লইতে হয়, যে সত্য অন্য প্রমাণের উপরি নির্ভর করে, তাহা ব্যবহিত সত্য। ১

তর্কশাস্ত্র কিরূপে প্রমাণগত সংশয় নিরসন করিতে সমর্থ? তর্কশাস্ত্রের প্রামাণ্য কি?

আমরা বুঝিলাম, তর্কশাস্ত্র প্রমাণের বিজ্ঞান, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, তর্কশাস্ত্র কিরূপে প্রমাণগত সংশয় নিরসন করে, তর্কশাস্ত্রের প্রামাণ্য কি? যে শাস্ত্র অন্যান্য শাস্ত্রের প্রদীপ, যাহা 'বিজ্ঞানের বিজ্ঞান' (Scientia scientiarum), তাহার উৎপত্তি কিরূপে হয়?

১ "Truths are known to us in two ways : some are known directly, and of themselves ; some through the medium of other truths. The former are the subject of Intuition, or Consciousness ; the latter, of Inference. The truths known by intuition are the original premises from which all others are inferred. o o o Whatever is known to us by consciousness, is known beyond possiblity of question. o o o No science is required for the purpose of establishing such truths ; no rules of art can render our knowledge of them more certain than it is in itself. There is no logic for this portion of our knowledge."—

Mill's Logic, Vol. 1. P. 5—6.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের যে উত্তর পাইয়াছি, পাঠকদিগকে অগ্রে তাহা জানাইতেছি, শাস্ত্র উহাদের যে প্রকার সমাধান করিয়াছেন, তাহা পশ্চাৎ বিজ্ঞাপন করা হইবে। প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ নিরীক্ষণপূর্বক বিদিত হইয়াছি, জগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল, পরিবর্ত্তন-বা-পরিণামই (Change) জগতের নির্দ্দেশ্য রূপ। প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণদ্বারা ইহাও হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, অকস্মাৎ বা নিষ্কারণ কোন কার্য্য সংঘটিত হয় না, জগৎ আকস্মিক (Result of chance) নহে, প্রত্যেক পরিবর্তন-বা-পরিণামের কারণ আছে, নিখিল কার্য্যই নির্দিষ্ট নিয়মাধীন। আরও বুঝিয়াছি, জগৎ চক্রাবর্ত্তে আবর্তিত হয়, বিশ্বের পরিণাম চক্রনেমিক্রমে প্রবাহিত হইয়া থাকে।

প্রত্যক্ষবাদের (Positivism) সমর্থক বা প্রাণদাতৃরূপে পূজিত ১ আগষ্ট কোম্‌ত্‌ (Auguste Comte) বলিয়াছেন ;—ইন্দ্রিয়গম্য-বা-গোচর বস্তু ব্যতীত আমাদের জন্য কোন বস্তুর জ্ঞান নাই, অপিচ আমাদের এই গোচরবস্তুসম্বন্ধীয় জ্ঞান আপেক্ষিক—সম্বন্ধাত্মক, ইহা অনন্যসম্বন্ধ নহে। কোন কার্য্যের মূলতত্ত্ব বা তদুৎপত্তির প্রকৃত

১ পণ্ডিত মিল্‌ (Mill) বলিয়াছেন, আগষ্ট কোম্‌তের (Auguste Comte) প্রত্যক্ষবাদ (Positivism) অপূর্বকল্পিত পদার্থ নহে, আগষ্ট কোম্‌ত-এ মতের কল্পক বা প্রবর্ত্তক নহেন। আগষ্ট কোম্‌তের প্রত্যক্ষবাদ হিউম্‌ (Hume) এর প্রত্যক্ষবাদের অংশবিশেষ। আগষ্ট কোম্‌ত্‌ স্বয়ংও উক্ত মতের প্রথম প্রবর্তক বলিয়া অভিমান করিতেন না।

"M. Comte claims no originality for this conception of human knowledge. He avows that it has been virtually acted on from the earliest period by all who have made any real contribution to science. o o o This is the only part of Hume's doctrine which was contested by his great adversary Kant."—

Auguste Comte and Positivism. by J. S. Mill, P. 6—8.

আমাদের বিশ্বাস সদসৎ কোন মতই কোন মানবের অপূর্বকল্পিত নহে। সকল মতই প্রবাহরূপে নিত্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পদ্ধতি আমরা জানিতে পারি না, আমরা কেবল পারম্পর্য-ও-সাদৃশ্য-দ্বারা উহার কার্য্যান্তরের সহিত সম্বন্ধই জানিয়া থাকি। এই পারম্পর্য্য ও-সাদৃশ্য সম্বন্ধদ্বয় সদা স্থির, সমান ঘটনাতে ইহাদের রূপ সতত সমান। যে সতত বা স্থির সাম্যভাবসমূহ দৃগ্‌গোচর ঘটনাপুঞ্জকে পরস্পর শৃঙ্খলিত করে, এবং যে সতত-বা-স্থির অনুক্রমদ্বারা ইহারা পৌর্ব্বাপর্য্য-বা-কার্য্যকারণভাবে সম্বন্ধ হয়, তাহারাই দৃগ্‌গোচর ঘটনপুঞ্জের নিয়ামক। ১ পাশ্চাত্য চিন্তাশীল পণ্ডিত কাণ্টের (Kant) চিন্তাস্রোতঃ ইহা হইতে দূরতর প্রদেশে প্রবাহিত হইয়াছিল। পারম্পর্য বা-ক্রম এবং যৌগপদ্যের সাতত্যও যে পশ্চাদ্বর্ত্তী কোন অপরিচ্ছিন্ন পূর্ণ আধারের ক্রোড়ে অবস্থান করে, কোন অপরিচ্ছিন্ন আধারকর্ত্তৃক ধৃত না হইলে, তাহা যে বিদ্যমান থাকিত না, উহার অস্তিত্ব যে অসম্ভব হইত, পণ্ডিত ক্যাণ্ট (Kant) তাহা বুঝিয়াছিলেন। ২ চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্বর্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, প্রত্যেক অনুভব, অপিচ

---

১ "The fundamental doctrine of a true philosophy, according to M. Comte and the character by which he defines Positive Philosophy, is the following :—We have no knowledge of anything but Phenomena ; and our knowledge of Phenomena is relative, not absolute. We know not the essence, nor the real. mode of production, of any fact, but only its relations to other facts in the way of succession or of similitude. The relations are constant ; that is, always the same in the same circumstances. The constant resemblances which link phenomena together and the constant sequences which unite them as antecedent and consequent, are termed their laws"—

Auguste Comte and Positivism by J S Mill, P. 6.

২ "Unless thought supplied this persistent permanent back ground, it would be impossible for us to realize the relations in time known as succession and simultaneity."—

Kant by W. Wallace, M. A, L. L. D, P. 175.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রত্যেক ভাবনা যখন অস্থির—চঞ্চল ; এই অস্থির অনুভব—ভাবনা-ময় কৃৎস্নজীবনও যখন অনিত্য—ক্ষণবিধ্বংসী ; কেবল তাহাই নহে, যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত হয়, তাহারা অপেক্ষা-কৃত অল্প চপল হইলেও—চিরপরিণামী হইলেও, ত্বরিৎ-বিলম্বিত যে ভাবেই হউক, যখন প্রত্যেকে স্ব-স্ব-ব্যক্তিতা (ব্যক্তিগত অস্তিত্ব) পরিত্যাগ করিতেছে—ব্যক্তিগত অস্তিত্ব হারাইতেছে, তখন এই পরিণামি-ভাবসমূহের পশ্চান্নিভৃত, অপ্রত্যক্ষ-সত্তাক কোন অপরিণামী -বা-স্থির পদার্থ, কোন স্থির 'ভাব' যে আছে, তাহা আমাদের অনুমান হয়। ১

প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলরূপ অবলোকনপূর্ব্বক, পাশ্চাত্য চিন্তা-শীল দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতবৃন্দ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার পিণ্ডিতার্থ এস্থলে সন্নিবেশিত হইল। জগৎ পরিবর্ত্তনাত্মক ; পরিবর্ত্তন (Change) আকস্মিক নহে, কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে ; অনির্দ্দেশ্য শক্তিনামক পদার্থ সকল কার্য্যের কারণ ; কারণ বলিতে চরম কারণকে লক্ষ্য করিও না, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পারম্পর্য্য ও সহবর্ত্তনই (Sequence and Co-existence) জ্ঞানের উপাদান ; অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তি-ঘটনা কারণ, পরবর্ত্তী ঘটনা কার্য্য, কোন পদার্থের স্বরূপ জানিতে হইলে, তাহা কি নহে, তাহা কোন্ কোন্ পদার্থের বিসদৃশ, প্রতিযোগী—প্রতিকূলসম্বন্ধবান্, তাহা স্থির করিতে হয়। এই সকল উপদেশ স্মরণপূর্ব্বক তর্কশাস্ত্রের (Logic) স্বরূপ দর্শন করিলে, ইহার প্রকৃতরূপ জ্ঞানগোচর হইবে।

---

১ "Every feeling and thought being but transitory—an entire life made up of such feelings and thoughts being also but transitory—nay, the objects amid which life is passed, though less transitory, being severally in course of losing their individualities, quickly or slowly; we learn that the one thing permanent is the Unknowable Reality hidden under all these changing shapes"

The Principles of Psychology, Vol. 11. P. 503.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পণ্ডিত বেন্ বলিয়াছেন,—পরিবর্ত্তনব্যতীত কোনরূপ জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, পরিবর্ত্তনই জ্ঞানোৎপত্তির হেতু, এবং জ্ঞান সর্বদাই পদার্থদ্বয়াত্মক—দ্বৈত। ১ সাধর্ম্মবৈধর্ম্যবিচার—সজাতীয়ভাবের সহিত সমীকরণ (Identification), এবং বিজাতীয়ভাব-হইতে বিবেচন (*Discrimination*) জ্ঞানের স্বরূপ। ২ পূর্বে বিদিত হইয়াছি,

---

১ "In order to make us *feel*, there must be a change of impression, whence all feeling is two-sided. This is the law of Discrimination or Relativity."—

"As regards *Knowledge*, there must likewise be a transition, or change ; and the act of knowing includes always two things"—

Bain's Logic, Part 1. *P*. 2·3.

"Our knowledge of a fact is the discrimination of it from differing facts and the Agreement or Identification of it with agreeing facts."—

'The only other element in knowledge is the Retentive power of the mind or memory, which is implied in these two powers."

Ibid, P, *4*

২ পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সারও বলিয়াছেন, পরিবর্তনই (Change) উপলব্ধির মূল উপাদান,—আদিকারণ। প্রতিবোধবান হইতে হইলে—কোন কিছু উপলব্ধি করিতে হইলে, চিন্তা করিতে হয় ; চিন্তনব্যাপার চিত্তসংস্কার বা ভাবনার সহিত বর্তমান চিত্তরাগ-বা-অনুভবের সংগ্রন্থন—সন্ধান—সংযোজন ভিন্ন অন্য কিছু নহে ; এবং ইহা করিতে হইলে আন্তর পরিবর্তনের অধীন হইতেই হইবে। অতএব পরিবর্তন ব্যতীত প্রতিবোধবান্ হওয়া যায় না, পরিবর্ত্তনের অধীন না হইলে, কোন কিছু উপলব্ধি করা অসম্ভব।

"To be conscious is to think ; to think is to put together impressions and ideas ; and to do this is to be the subject of internal changes,"—

Principles of Psychology, Vol, 11. P 291.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষবশতঃ যে সকল ক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করি, তত্তৎ-ক্রিয়ানুভূতি—উপরাগ আমাদের চিত্তে সংলগ্ন হইয়া থাকে। যে শক্তিদ্বারা চিত্তে অনুভূত ক্রিয়ার ভাব সংলগ্ন হইয়া থাকে, চিত্তের তচ্ছক্তিকে ধৃতি বা ধারণাশক্তি (The power of retention) বলে। বিবেচন, সম্মেলন-বা-সমীকরণ, এবং সন্ধারণ (Discrimination, Agreement or identification, Retention), উৎপত্তি-শীলজ্ঞানের এই ত্রিবিধ কারণ। আমাদের চিত্তবিবেকশক্তি (The power of discrimination), সমীকরণ-শক্তি (The power of detecting identity) ও ধৃতিশক্তি (The power of retention) এই ত্রিবিধশক্তিবিশিষ্ট, এইজন্য বিজ্ঞানের আবিষ্কার হয়। প্রত্যেক প্রত্যক্ষব্যাপারনিষ্পত্তিতেই আমরা বিবেকশক্তির প্রয়োগ করিয়া থাকি। অতীত সংবেদন বা অনুভব হইতে ব্যাবর্ত্তিত বা বিবেচিত করিতে না পারিলে, বর্তমান সংবেদন বা অনুভব আমাদের কখনই লক্ষ্যীভূত হয় না। চিত্তের একাবস্থা হইতে অবস্থান্তরপ্রাপ্তি বা পরিবর্ত্তনই বৃত্ত্যধীনজ্ঞান (Consciousness would almost seem to consist in the break between one state of mind and the next)। চিত্ত নিরন্তর বিবেচনক্রিয়ানিরত। চিত্ত নিরন্তর অতীত অনুভূতি হইতে বর্ত্তমান অনুভূতিকে বিশেষ বা পৃথক করে বটে, কিন্তু যদি এই বিবেচনই চিত্তের একমাত্র ধর্ম হইত, তাহা হইলে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইত না, মানব তাহা হইলে, পশ্বাদি ইতর জীব হইতে কোন অংশে বিশিষ্ট হইত না, তাহা হইলে মানবের অনাগত-বা-ভবিষ্যদ্দর্শন (Prevision) থাকিত না। একরূপ অনুভূতিকে অন্যরূপ অনুভূতি হইতে বিবেচন-দ্বারা নিষেধাত্মক-বা-অভাবরূপ জ্ঞানেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে, 'ইহা উহা হইতে ভিন্ন,' 'ইহা উহা নহে,' বিবেচন-বা পৃথক্করণ-দ্বারা আমরা কেবল এইমাত্র জানিতে পারি। এইরূপ প্রত্যক্ষ, আনুমানিকজ্ঞানের উপজীবক নহে, ইহা, কি হইবে তাহা বলিতে পারে না। শুদ্ধবিবেকশক্তি-বিশিষ্টচিত্তে প্রত্যেক সংবেদন অনন্য-সম্বদ্ধভাবে অবস্থান করে, সংবেদনসমূহকে নিঃয়শ্রয়ণীর ন্যায় পরস্পর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্বন্ধ করে, শুদ্ধবিবেকশক্তি-বিশিষ্টচিত্তে এরূপ কোন পদার্থ বিদ্যমান থাকে না। অতীতের সহিত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে সম্বন্ধ করে, এরূপ কোন নিঃশ্রয়ণী হিতাহিতবিবেকক্ষম লোকালোকদর্শী মানব-চিত্তের নিতান্তপ্রয়োজনীয়। যে শক্তিদ্বারা মানব ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে উপস্থিত সংবেদনসমূহের সমীকরণ করিতে পারে, জাতিনির্ব্বাচন করিতে পারে, তাহার নাম সমীকরণ বা সম্মেলনশক্তি। ১ শাস্ত্র বলিয়াছেন, অনুবৃত্তবুদ্ধি সামান্যের এবং ব্যাবৃত্তবুদ্ধি বিশেষের লক্ষণ। ২

অনুবৃত্তি-ও-ব্যাবৃত্তি-ন্যায় (LAWS OF IDENTITY AND DIFFEREECE)

সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধি-বা-উপলব্ধির, সকল বিজ্ঞানেরই (Science) মূলে চিত্তের বিবেক-ও-সমীকরণ এই শক্তিদ্বয়ের ধর্ম্ম-এবং-অবস্থা-ব্যঞ্জক, অনুবৃত্তি-ব্যাবৃত্তি-ন্যায় প্রতিষ্ঠিত আছে।৩ সাধর্ম্ম-বৈধর্ম্ম্য-বিচার বিনা বিশিষ্টজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না। উপলব্ধি-বা-জ্ঞানের সারভূত যথোক্ত ন্যায়দ্বয় সাধারণতঃ অন্বয়ি-ন্যায় (The law of identity), ব্যতিরেকি ন্যায় (The law of contradiction), এবং অন্বয়-ব্যতিরেকি-বা-দ্বৈত-ন্যায় (The law of Duality) এই প্রকারে অভিহিত হইয়া থাকে। কোন এক পদার্থের অনুভূতির তত্ত্ব চিন্তা করিলে, অনুবৃত্তি-ব্যাবৃত্তি-ন্যায়ের (Laws of Identity and difference) স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হইবে। তাপের অনুভূতিকেই আমরা দৃষ্টান্তস্থলে গ্রহণ করিলাম। প্রোজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সমীপবর্ত্তী হইলে, সন্তাপলক্ষণ-জ্বররোগে আক্রান্ত বা প্রখরকর দিবাকরের নয়ন-

---

১ Principles of Science by J. W. S. Jevons, P. 4. দ্রষ্টব্য

২ "অনুবৃত্তবুদ্ধিঃ সামান্যস্য ব্যাবৃত্তবুদ্ধির্বিশেষস্য।"—

বৈশেষিক উপস্কার।

৩ "At the base of all thought and science must lie the laws which express the very nature, and conditions of the discriminating and identifying powers of mind."—

The Principles of Science p. 5

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পথে পতিত হইলে আমরা 'তাপ' কোন্ পদার্থ, তাহা উপলব্ধি করিয়া থাকি। তাপোত্তেজন সংজ্ঞাবাহি-স্নায়ুদ্বারা মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হইবামাত্র আমাদের মনে একরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, চিত্তের তাৎকালিক অবস্থার অন্যথা হয়। পূর্ব্বে বুঝিয়াছি কোন কিছু উপলব্ধি করিতে হইলে চিন্তা করিতে হয়,—পূর্ব্বসংস্কারসমূহের সহিত উপলভ্যমান সংবেদনের সংযোজন করিতে হয়, তুলনা করিতে হয়। উপলব্ধির নিয়মানুসারে তাপসংবেদনকে চিত্তনিষ্ঠ সংস্কারসমূহের সহিত তুলনা করিলেই, ইহা যে শৈত্যানুভূতির বিরোধী, ইহা যে শৈত্য-ব্যাবৃত্ত পদার্থ, প্রথমেই তাহা বুদ্ধিগোচর হয়। কিন্তু ইহা শৈত্যানুভূতির বিরোধী, এতাবন্মাত্র জ্ঞান, তাপ' কোন্ পদার্থ, সম্পূর্ণরূপে তন্নিশ্চায়ক হইতে পারে না। 'তাপ' কোন্ পদার্থ তাহা যথাযথরূপে অবগত হইতে হইলে ইহাকে চিত্তসংলগ্ন তাপসংস্কারের সহিত সমীকরণ করিতে হইবে। যে পদার্থকে যে ব্যক্তি ইহজীবনে কখন প্রত্যক্ষ করে নাই, অথবা যে পদার্থ প্রত্যক্ষীভূত হইবার নহে, তৎপদার্থের জ্ঞান তদিতর-পদার্থব্যাবৃত্তিদ্বারা অর্জ্জিত হইয়া থাকে, উহা নিখিল উপলব্ধপদার্থজাত হইতে ভিন্নরূপে লক্ষিত হয়।

অনুবৃত্তি-ও-ব্যাবৃত্তি-ন্যায় (Laws of Identity and Difference) অথবা অন্বয়ি-ন্যায় ব্যতিরেকি-ন্যায় এবং অন্বয় ব্যতিরেকি-বা-দ্বৈতন্যায় কি সর্ব্ববাদিসম্মত? কোন মতই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব-বাদিসম্মত হইতে পারে না। পাশ্চাত্য প্রথম নৈয়ায়িক অ্যারিষ্টল্ই (Aristotle) ব্যতিরেকি-ন্যায় (Law of contradiction) সর্ব্বাগ্রে স্বীয়গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অন্বয়ি-ন্যায়কে উপলব্ধির কারণান্তররূপে গ্রহণ করেন নাই। অ্যারিষ্টল্ স্বদেশে ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিগণিত হইলেও, স্যার উইলিয়ম্ জোন্স্ (Sir. W. Jones) ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, তিনি সাক্ষাৎ-পরম্পরাভাবে ভারতবর্ষের শিষ্য। ১

---

১ "In the course of the foregoing animadversions on the

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

syllogistic theory, I have proceeded on the supposition that the whole glory of the invention belongs to Aristotle, It is proper, however, before dismissing the subject, to take some notice of the doubts which have been suggested upon this head, in consequence of the lights recently thrown on the remains of ancient science still existing in the East, Father Pons, a Jesuit missionary, was, I believe, the first person who communicated to the learned of Europe the very interesting fact, that the use of the *syllogism* is, at this day, *familiarly known to the Brahmins of India* ; but this information does not seem to have attracted much attention in England, till it was corroborated by the indisputable testimony of Sir William Jones, in his third discourse to the Asiatic Society, delivered in 1786,"—

Stewart's Philosophy of the Human mind P, 442,

স্যার উইলিয়ম্ জোন্সের গ্রন্থ পাঠপূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি যে, পিথাগোরাস্ (Pythagoras) ও প্লেটো (plato) ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্র হইতেই তৎ-প্রচারিত উৎকৃষ্ট দার্শনিক সিদ্ধান্ত সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণেরা অনুসন্ধিৎসু গ্রীক্‌জাতিকে ন্যায়শাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয় ন্যায়শাস্ত্রই আরিষ্টটল্-কৃত ন্যায়শাস্ত্রের মূলভিত্তি।

"A tradition which prevailed, according to the well-informed author of the Dabistan, in the Panjab, and in several Persian provinces, that among other Indian curiosities which Callisthenes transmitted to his uncle, was a technical system of logic, which the Brahmins had communicated to the inquisitive Greek, and which the Mehommedan writer supposes to have been the groundwork of the famous Aristotelian method. "If this be true," continues Sir W. Jones, and none will dispute the justness of his remark, "it is one of the most interesting facts that I have met with in Asia."—(Eleventh Discourse,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্যবচ্ছিন্ন হয়, তাহাকে 'লক্ষণ' বলে। পূজ্যপাদ শ্রীযুত উদ্দ্যোতকরাচার্য্য বলিয়াছেন ;—

"সর্ব্বং হি লক্ষণমিতরেতরপদার্থব্যবচ্ছেদকম্।"—

ন্যায়বার্ত্তিক।

অর্থাৎ, সকল লক্ষণ ইতরেতরপদার্থব্যবচ্ছেদক। এতদ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, 'লক্ষণ' কেবলব্যতিরেকি-হেতু। একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে প্রতীতি হয়, লক্ষণকে কেবলব্যতিরেকি-হেতু বলাই যুক্তিসঙ্গত। ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন, সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য বিচারদ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। অতএব প্রাগুক্ত অন্বয়িন্যায় (Law of Identity) যে শাস্ত্রসম্মত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, অন্বয়ি-ন্যায়ের স্বরূপ কি? পণ্ডিত জেবন্স্ বলিয়াছেন—"Whatever is, is" অর্থাৎ সকল পদার্থই সর্বদা স্বভাবসিদ্ধ। গো গবাত্মাতে সিদ্ধ, অশ্ব, অশ্বাত্মাতে সিদ্ধ। (A thing at any moment is perfectly identical with itself) একটি পদার্থ তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সর্বদা অভিন্ন—নির্বিশেষ। পণ্ডিত ক্যাণ্ট (Kant) অন্বয়ি ন্যায়কে (Law of Identity) সারভূত প্রথম ন্যায় (Absolutely first principle) বলিয়াছেন। অন্বয়ি-ন্যায়ের স্বরূপবর্ণনার্থ পণ্ডিত ক্যাণ্ট (Kant) বলিয়াছেন, "Watever is, is' as

---

delivered in 1794).

Stewart's Philosophy of the Human mind, P. 443.

সত্যানুসন্ধিৎসু স্যার উইলিয়ম্ জোন্সের উন্নিনীষুহৃদয় ইহাকে অতীবপ্রয়োজনীয় সংবাদ মনে করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শিক্ষিতম্মন্য বর্ত্তমান ভারতসন্তানগণ বলিবেন, 'স্যার উইলিয়ম্ জোন্সের গবেষণা প্রশংসনীয়, স্বীকার করি, কিন্তু এতদ্দারা সমাজের যে কোন উপকার হইতে পারে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না'। স্বধর্ম ত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করা, ইন্দ্রিয়-সেবা-কার্য্য হইতে কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইলে, শাস্ত্রের নিন্দা, এদেশীয় আচার ব্যবহারের কুৎসা, সামাজিক উন্নতিবিষয়ক বাগ্ব্যয়, আহা! ইংরেজেরা কি উন্নতিই করিতেছেন, ইংরেজ হইতে না পারিলে, উন্নীত হইবার আশা নাই,' এইরূপ মতপ্রকাশ ও সংবাদপত্রপাঠ, জিজ্ঞাসা করি, সামাজিক উন্নতির কি এই সকলই সাধন?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

the principle of affirmative truths and Whatever is not, is not,' as the principle of negative truths—*History of Philosophy by Ueberweg, Vol. II. P. 144.*

অর্থাৎ, যাহা সৎ, তাহা সৎ, এবং যাহা অসৎ, তাহা অসৎ। ভগবান্ গোতম সর্বশূন্যতাবাদ-নিরাকরণাবসরে বলিয়াছেন—"ন স্বভাবসিদ্ধের্ভাবানাম্।"—(ন্যায়সূত্র, ৪।১।৩৮)। সর্বশূন্যতাবাদি-বৌদ্ধগণ বলেন,—"সর্ব্বমভাবো ভাবেষ্বিতরেতরাভাবসিদ্ধেঃ"—(ন্যায়-সূত্র ৪।১।৩৭)। সকল ভাবজাত বস্তুতঃ অভাব; কারণ গো, তদিতর অশ্বাত্মাতে অসৎ, গো অনশ্ব, এবং অশ্বও তদিতর গবাত্মাতে অসৎ, —অগো। গো, অশ্ব ইত্যাদি ভাবজাত তাহা হইলে অন্যোন্যাভাব-নিবন্ধন—অসৎপ্রত্যয়স্থ প্রতিষেধের ভাবশব্দের সহিত সামানাধিকরণ্য-বশতঃ 'অভাব' হইতেছে। বাৎস্যায়ন মুনি বলিয়াছেন, না, তাহা হয় না। তোমার 'প্রতিজ্ঞা' ও 'হেতু' উভয়ই ব্যাঘাত-দোষদুষিত (Contradictory) বলিয়া, তোমার উক্ত যুক্তিহীন অপসিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য। 'সর্ব্বমভাবঃ'—সর্ব্ব-শব্দটি 'অনেকের অশেষতা' এই অর্থের এবং 'অভাব' শব্দটি ভাব-প্রতিষেধ এই অর্থের বাচক। পূর্ব সোপাখ্য, উত্তর নিরুপাখ্য। উদ্দেশ্য (Subject) সোপাখ্য, বিধেয় (Predicate) নিরুপাখ্য হইবে কিরূপে?

ভগবান্ গোতম 'ন স্বভাবসিদ্ধের্ভাবানাম্' এই সূত্রদ্বারা বুঝাইয়াছেন, সকল ভাবই স্বীয়ভাবে——স্বীয়ধর্মে সিদ্ধ (What is, is)। 'গো' এই শব্দ উচ্চারিত হইলে, জাতিবিশিষ্ট 'দ্রব্য' গৃহীত হয়, অভাব-মাত্র গৃহীত হয় না। যদি সর্ব্ব তুচ্ছ বা অভাব হইত, তাহা হইলে 'গো' শব্দ উচ্চারিত হইলে অভাবেরই প্রতীতি হইত, 'গো'-শব্দ তাহা হইলে, অভাব বুঝাইতেই প্রযুক্ত হইত। অশ্বাত্মাতে 'গো' অসৎ, এই কথাই বলিতেছ; যদি সকলই অভাব হয়, তাহা হইলে গবাত্মাতে গো অগো একথা বলিতেছ না কেন? গবাত্মাতে 'গো' সৎ, এই জন্য ত? অতএব সর্বভাবপদার্থই স্বভাবে সিদ্ধ, 'সর্ব অভাব' এ সিদ্ধান্ত অপ-সিদ্ধান্ত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"ন স্বভাবসিদ্ধিরাপেক্ষিকত্বাৎ।"—

ন্যায়সূত্র ৪।১।৩৯।

ইহা আশঙ্কাসূত্র। সূত্রটির তাৎপর্য্য হইতেছে, দ্রব্যের স্বভাব-সিদ্ধি অসম্ভব, কারণ সকল দ্রব্যই আপেক্ষিক—অন্যাপেক্ষাকৃত (Relative)। দীর্ঘাপেক্ষায় হ্রস্বের সিদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব কোন দ্রব্যই স্বীয় আত্মাতে অবস্থিত নহে, কেহই স্বভাবসিদ্ধ নহে।

"ব্যাহতত্বাদযুক্তম্।"—

ন্যায়সূত্র ৪।১।৪০।

অর্থাৎ, "সকল দ্রব্যই অপেক্ষাকৃত—আপেক্ষিক, সুতরাং কেহই স্বীয় আত্মাতে অবস্থান করে না, কোন দ্রব্যই স্বভাবসিদ্ধ নহে," যে যুক্তিদ্বারা তুমি তোমার এই প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিতেছ, তাহা ব্যাঘাত-দোষযুক্ত, অতএব তাহা 'অযুক্ত'। 'হ্রস্ব দীর্ঘাপেক্ষাকৃত,' এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, দীর্ঘের দীর্ঘত্ব স্বভাবসিদ্ধ, কি আপেক্ষিক? যদি বল (অবশ্য বলিবেই), দীর্ঘের দীর্ঘত্ব হ্রস্বাপেক্ষাকৃত, তাহা হইলে, দ্রব্যের স্বভাব-সিদ্ধত্বই প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইল। হ্রস্ব না থাকিলে দীর্ঘের জ্ঞান থাকিত না, দীর্ঘ না থাকিলে, হ্রস্বের জ্ঞান থাকিত না। অতএব উভয়ই অন্যোন্যাশ্রয়ী, উভয়জ্ঞানই ইতরেতরাপেক্ষ। ইতরে-তরাশ্রয় পদার্থদ্বয়ের একের অভাবে, অন্যতরের অভাব অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং, একের অভাবে উভয়েরই অভাব হইবে। অপেক্ষা-ব্যবস্থা তাহা হইলে উপপন্ন হইবে কিরূপে? 'ভাব স্বভাবসিদ্ধ নহে, আপেক্ষিক' এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তবে, সমবস্তুদ্বয়ের, কিংবা পরিমণ্ডলদ্বয়ের (পরিমাণবিশিষ্ট অণুকে পরিমণ্ডল বলে) মধ্যে দীর্ঘত্ব হ্রস্বত্বজ্ঞান না হইবে কেন?

"কিমপেক্ষাসামর্থ্যমিতি চেৎ দ্বয়োর্গ্রহণেঽতিশয়গ্রহণোপপত্তিঃ। দ্বে দ্রব্যে পশ্যন্নেকত্র বিদ্যমানমতিশয়ং গৃহ্ণাতি, তদ্দীর্ঘমিতি ব্যবস্যতি, যচ্চ হীনং গৃহ্ণাতি তদ্‌হ্রস্বমিতি ব্যবস্যতীতি, এতচ্চাপেক্ষাসামর্থ্য-মিতি।"—

বাৎস্যায়নভাষ্য।

যদি বল, তাহা হইলে অপেক্ষা-সামর্থ্যের স্বরূপ কি? পূজ্যপাদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাৎস্যায়ন মুনি এবম্প্রকার জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, যদ্দারা দুইটিবস্তুমধ্যে বিদ্যমান ধর্ম্মগত ন্যূনাধিক্য উপপন্ন হয়, তাহাই অপেক্ষা-সামর্থ্য। শৈত্য তাপের বা তাপ শৈত্যের অভাব (অভাব বলিতে সাধারণতঃ যে অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে) নহে। অতিমাত্র শৈত্য ও সমধিক তাপের ক্রিয়াকারিত্ব সমান। ১

---

১ ২৩৫ পৃষ্ঠার অধষ্টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। আলোক ও অন্ধকার (Light ও Darkness) পরস্পর অত্যন্ত বিরোধী, বস্তুতঃ অন্যোন্যপ্রতিষেধী পদার্থদ্বয় নহে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টিন্‌ড্যাল্ (Tyndall) বলিয়াছেন,—ইথারের নিঃস্পন্দাবস্থা 'অন্ধকার', এবং ইহার সম্পন্দাবস্থা 'আলোক'। ইথার প্রকৃতপ্রস্তাবে কখনই একেবারে নিঃস্পন্দ হয় না, তবে ইহার স্পন্দনের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। ইথারের স্পন্দন যখন হ্রসিত হয়, তখন আমরা আলোকের পরিবর্ত্তে 'তাপ' পাইয়া থাকি। বিশ্বাকাশে প্রতিনিয়তই আলোক ও তাপাখ্য আন্দোলায়িত-গতির পরস্পর সংমিশ্রণ হইতেছে।

"Darkness might then be defined as Ether at rest ; light as Ether in motion, But in reality the Ether is never at rest, for in the absence of light-waves we have heat-waves always speeding through it. In the spaces of the universe both classes of undulations incessantly commingle."—

Fragments of Science, Vol. I, P. 34.

তমঃ ও প্রকাশ (Darkness ও Light) যে পরস্পর অত্যন্তবিরুদ্ধ পদার্থদ্বয় নহে, 'তমঃ' অভাব, এবং 'প্রকাশ' ভাব, যাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাদের সিদ্ধান্ত যে সৎ নহে, 'তমঃ' যে ভাবপদার্থ, বেদান্তচার্য্যগণও তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

"যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োর্বিষয়বিষয়িণোস্তমঃপ্রকাশবদ্বিরুদ্ধস্বভাবয়োরিতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ধর্মাণামপি সুতরামিতরেতরভাবানুপপত্তিরিত্যতোহস্মৎপ্রত্যয়গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য তদ্ধর্ম্মাণাং চাধ্যাসঃ।"—এই শারীরক ভাষ্যের টীকা করিবার সময়ে পূজ্যপাদ পদ্মপাদ বলিয়াছেন—"কোহয়ং বিরোধঃ কীদৃশো বা ইতরেতরভাবোহভিপ্রেতো যস্যানুপপত্তেস্তমঃ প্রকাশবদিতি নিদর্শনম্। যদি তাবৎ সহানবস্থানলক্ষণো বিরোধঃ ততঃ প্রকাশভাবে তমসো ভাবানুপপত্তিঃ। তদসৎ। দৃশ্যতে হি মন্দপ্রদীপে বেশ্মন্-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন,—

স্পষ্টং রূপদর্শনমিতরত্র চ স্পষ্টম্। তেন জ্ঞায়তে মন্দপ্রদীপে বেশ্মনি তমসোঽপী-ষদনুবৃত্তিরিতি। তথা ছায়ায়ামপি ঔণষ্ক্যং তারতম্যেনোপলভ্যমানম্ আতপস্যাপি তত্রাবস্থানং সূচয়তি।"—

পঞ্চপাদিকা।

বিষয় ও-বিষয়ী (Object and Subject) পরস্পর বিরুদ্ধ—পরস্পর ভিন্ন, লোকের হৃদয়ে এইরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া আছে। তমঃ-ও-প্রকাশ যেরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ, বিষয়-বিষয়ীও সেইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ। তমঃ ও-প্রকাশ বস্তুতঃ বিরুদ্ধ পদার্থ নহে। প্রকাশের অল্পতাই তমঃ, ইহা প্রকাশের অভাব নহে। এইরূপ ছায়া-ও-আতপ শীত-ও-উষ্ণ ইত্যাদি ইহারাও পরস্পর সম্পূর্ণবিরোধী পদার্থ নহে।

যাঁহারা পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা পণ্ডিত হিগেল্ (Hegel), শেলিং (Schelling). ফিক্‌টে (Fichte), ক্যাণ্ট (Kant) ও বার্কেলী (Berkeley) প্রভৃতি দার্শনিকগণের মত বিদিত আছেন, সন্দেহ নাই। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, এক্ষণেবলিতেছি, এবং পরেও (যদি শক্তি পাই) বলিব, পৃথিবীতে যতপ্রকার দার্শনিক-মত প্রচলিত আছে, ভারতবর্ষই তৎসমুদায়ের উৎপত্তিস্থান, বেদের অর্থবাদই সকল মতের প্রসূতি। বিশ্বজননী যদি যথাপ্রতিজ্ঞাত দর্শনশীর্ষক প্রস্তাব লিখিবার শক্তি প্রদান করেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে যত প্রকার দার্শনিকমত প্রচলিত আছে, ভারতবর্ষই যে তৎসমুদায়ের উৎপত্তিস্থান, বেদের অর্থবাদই যে সকল মতের প্রসূতি একথা অমূলক নহে, তাহা সপ্রমাণ করিব। পণ্ডিত ইউবার্‌ওয়েগ্ (Ueberweg) বলিয়াছেন—'হিগেল্ (Hegel), শেলিং (Schelling)-এর জাতিবাদের (The Principles of Identity), ফিক্‌টের পরিপুষ্ট বা উপচিত তার্কিকরীত্যনুসারে সোপপত্তিক ব্যাখ্যাপূর্ব্বক স্বীয় সর্ব্ববিজ্ঞানবাদ সৃষ্টি করিয়াছেন (G. W. F. Hegel developing the principle of identity postulated by Schelling, and subjecting it to the forms of demonstration according to 'Fichte's method of dialectical development, created the System of Absolute Idealism—*Histroy of Philosophy, Vol. II.* P 231)। হিগেলের সর্ব্ববিজ্ঞানবাদে দৃগ্‌গোচর জাগতিক-বা-সান্ত পদার্থ-সমূহ শুদ্ধ আমাদের চিত্তবৃত্তিনিষ্ঠ পদার্থনিচয়ের মায়িক বিজৃম্ভণ নহে, (বিষয়ি-বিজ্ঞানবাদের ইহাই সিদ্ধান্ত), পরন্তু উহারা স্বভাবত'ই মায়িক, উহারা বস্তুত'ই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্।"—

বৈশেষিকদর্শন ১।২।৩।

অসৎ—বিকল্পপ্রসূত, উহাদের বাস্তব অস্তিত্ব নাই, বিশ্বব্যাপক ঐশ্বরবিজ্ঞানই উহাদের মূলভিত্তি।

According to the system finite things are not (as in the System of Subjective Idealism) simply phenomena for us, existing only in our consciousness, but are phenomena per se by their very nature, i. e , things having the ground of their being not in themselves, but in the universal divine Idea. *History of philosophy, Vol. II. by Ueberweg* P 231. সর্ব্বশূন্যবাদিবৌদ্ধদিগের স্বমতপ্রতিষ্ঠাপকযুক্তি স্মরণপূর্ব্বক, পণ্ডিতহিগেলের নিম্নোদ্ধৃত মতের তত্ত্বচিন্তা করুন।

"Thought is always disitinction, determtnation, the marking off of one thing from another ; and it is characteristic of Aristotle—the great definer—that he should single out this aspect of it. But thought is *not only* distinction, it is at the same time *relation*. If it marks off one thing from another, it, at the same time, connects one thing with another. Nor can either of these functions of thought be separated from the other : as Aristotle himself said, the knowledge of opposites is one A thing which has noihing to distinguish it is unthinkable, but equally unthinkable is a thing which is so separted from all other things as to have no community with them o o o Every finite thing is itself, and no other. True, Hegel would answer, but with a *caveat*. Every finite thing, by the fact that it is finite, has an essential relation to that which limits it and thus it contains the principle of its destruction in itself. It is therefore, in this sense, a self contradictory existence, which at once is itself and its other, itself and not itself. It is at war with itself and its very life-process in the process of its dis-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

solution. In an absolute sense, it cannot be said *to be*, any more than *not to be*."

Hegel by Edward Caird, L, L, D, P, *134-136*,

হিঁগেল্ (Hegel) প্রতিপাদন করিয়াছেন, পদার্থমাত্রেই স্বভাববিরোধী—স্বরূপ-প্রতিষেধী—প্রতিযোগি-জ্ঞান-সহকারিবশতঃ স্বাত্মপ্রতিক্ষেপী (Contradictory in itself) ; প্রতিযোগিতাই পদার্থের মূলধাতু, প্রতিযোগিতাদ্বয়ের সমবায়ই পদার্থের তাদাত্ম্য (Identity)। ০ ০ ০ ভাব, অভাবের অব্যতিরিক্ত।

"Everything is contradictory in itself ; contradiction forms its essence: its identity consists in being the union of two contradictories, o o o Existence is therefore identical with its negation,"—

History of Philosophy, *Vol* II. *by Lewes*, P, *536*,

হিগেলের মতে কেবলভাব ও কেবল অভাব এক পদার্থ, অতএব সত্তা নাই, হিগেলের উক্ত উপদেশশ্রবণানন্তর যদি কেহ এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে তিনি ভ্রমে পতিত হইবেন ;

"But to conclude that there is not Existenee, would be false : for the abstract Nothing (*Nichts*) is at the same time the abstract Being,"—

History of Philosophy, *Vol*, II, *by Lews*, *P*, 536,

তার্কিকচূড়ামণি পূজ্যপাদ শ্রীহর্ষ স্বপ্রণীত 'খণ্ডন-খণ্ড খাদ্য'-নামক অপূর্ব্বগ্রন্থে ভাব ও অভাব এই পদর্থদ্বয়ের বিরোধখণ্ডনার্থ যাহা বলিয়াছেন, কেবলবিজ্ঞানবাদী পাশ্চত্য পণ্ডিত হিগেলের উদ্ধৃত মতের সহিত তাহার সাদৃশ্য বিচার করিবেন।

অদ্বৈতসিদ্ধিতে ভেদের (Difference) অসিদ্ধিপ্রদর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য। বেদান্ত অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাপক, সুতরাং ভেদের অসিদ্ধিপ্রদর্শনপূর্ব্বক একত্ব স্থাপনই বেদান্তের কার্য্য।

"ননু কথং বিগলিতনিখিলভেদব্রহ্মপ্রতিপত্তিঃ প্রত্যক্ষাদিবিরোধাৎ তথাহি প্রত্যক্ষেণ তাবদিদমস্মাদ্ভিন্নমিতি নীলপীতাদের্ভেদমধ্যবস্যামঃ।"—

চিৎসুখমুনিবিরচিত তত্ত্বপ্রদীপিকা, ২য় পরিচ্ছেদ।

ইহা উহা হইতে ভিন্ন, ইহা নীল ও উহা পীত, ইহা প্রকাশ উহা তমঃ ইহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাহা তদ্ধর্ম্মবান্ হইয়াও, ঠিক তাহা নহে (যস্তদ্ধর্ম্মবানপি ন তদ্ভবতি সোহয়ং সমানঃ), তাহা সমান। 'বিশেষ' এতদ্বিপরীত। এই সামান্য

সুন্দর উহা অসুন্দর, প্রত্যক্ষসিদ্ধ এই ভেদবুদ্ধির বিলোপপূর্ব্বক, সকল পদার্থকে অভিন্নভাবে দর্শনকরা, বিগলিতনিখিলভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশকরা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বেদান্ত এতদুত্তরে বলিয়াছেন, অবিদ্যাপ্রসূত অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত প্রত্যক্ষসিদ্ধ এই ভেদজ্ঞানের মিথ্যাত্বপ্রতিপাদনপূর্ব্বক প্রকৃতাত্মজ্ঞানের বিকাশ করিয়া দিবার জন্যই আমার জন্ম। ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ তাহা স্বীকার করিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, প্রত্যক্ষ কি শুদ্ধ ভেদকেই গোচর করে—প্রত্যক্ষ কি কেবল ভেদেরই গ্রাহক, অথবা বস্তুকেও গোচর করে, প্রত্যক্ষ বস্তুরও গ্রাহক? যদি বল, প্রত্যক্ষ বস্তুকেও গোচর করে তবে পুনরপি জিজ্ঞাস্য হইবে, পূর্ব্বে 'ভেদ' তৎপরে 'বস্তু' গৃহীত হয়, কি পূর্বে 'বস্তু' তৎপরে 'ভেদ' গৃহীত হয়; অথবা উভয়ই যুগপৎ গৃহীত হইয়া থাকে? "পূর্বে 'ভেদ' তৎপরে 'বস্তু' গোচর হইয়া থাকে," একথা বলিতে পার না, কারণ, ধর্মপ্রতিযোগিরূপ বস্তুপ্রতিপত্তি ব্যতিরেকে ভেদের প্রত্যয় হয় না। অতএব ভেদগ্রহপূর্ব্বক বস্তুগ্রহ যে হইতে পারে না, তাহা সপ্রমাণ হইল। বস্তুগ্রহণপূর্ব্বক বিরতা বুদ্ধির ব্যাপারাভাবনিবন্ধন, বস্তুগ্রহ-পুরঃসর ভেদপ্রত্যক্ষও সিদ্ধ হইতে পারে না। বস্তুগ্রহ-ও-ভেদগ্রহ যুগপৎ হয়, এপক্ষও অসাধ্য। ধর্ম্মি-বা-বস্তুপ্রতিযোগিজ্ঞান ভেদপ্রতিপত্তির কারণ। ধর্ম্মী সন্নিহিত হইলেও, অসন্নিহিত প্রতিযোগিপ্রতিপত্তি বিনা যে ভেদপ্রতিপত্তি হয় না, বাদী, প্রতিবাদী উভয়েরই তাহা সম্মত। অতএব কার্য্য-কারণবুদ্ধির যৌগপদ্যা-সম্ভববশতঃ বস্তুগ্রহ-ও-ভেদগ্রহের যুগপৎ প্রত্যক্ষ অসাধ্য হইল।

"অথ মতং কিং প্রত্যক্ষং ভেদমেব গোচরয়ত্যুত বস্ত্বপি যদি বস্ত্বপি তদাপি ভেদপূর্ব্বকং তদ্গোচরয়েৎ তৎপূর্ব্বকং বা ভেদং যুগপদের বোভয়ং নাদ্যঃ ধর্ম্মিপ্রতিযোগিবস্তুপ্রতিপত্তিমন্তরেণ ভেদস্য প্রত্যেতুমশক্যত্বাৎ অতএব ন ভেদগ্রহপূর্ব্বকো বস্তুগ্রহ ন চ বস্তুগ্রহপুরঃসরো ভেদগ্রহঃ বুদ্ধের্বিরম্য ব্যাপারাভাবাৎ নাপি যুগপদুভয়-গ্রহঃ কার্য্যকারণবুদ্ধ্যোর্যৌগপদ্যাযোগাৎ ধর্ম্মিপ্রতিযোগিপ্রত্তিহি ভেদ প্রতিপত্তেঃ কারণং সন্নিহিতেহপি ধর্ম্মিন্যসন্নিহিতপ্রতিযোগিপ্রতিত্তিমন্তরেণ ভেদপ্রতিপত্তি-ব্যতরেকস্য বাদিপ্রতিবাদিনোঃ সম্মতত্বাদিতি।"—

চিৎসুখমুনিবিরচিত তত্ত্বপ্রদীপিকা

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (৫৮১ ও ৫৮৩ পৃষ্ঠার অধষ্টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) ন্যায়-বৈশেষিকমতে 'ভেদ (অন্যোন্যাভাব) প্রত্যক্ষগ্রাহ্য তত্ত্বান্তর। চিৎসুখাচার্য্য এতদ্দ্বারা ন্যায়-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও বিশেষ (Identity and Difference) বুদ্ধ্যপেক্ষ—বুদ্ধিলিঙ্গক, সামান্য-বিশেষ বুদ্ধিদ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকে। অনুগতবুদ্ধি সামান্যের, এবং ব্যাবৃত্তবুদ্ধি বিশেষের লক্ষণ। পূজ্যপাদ বাৎস্যায়ন মুনি, "সমান-প্রসবাত্মিকা জাতিঃ" এই গোতমসূত্রের ভাষ্য করিবার সময়ে বলিয়া-ছেন, যে অর্থ অনেকত্র প্রত্যয়ানুবৃত্তিনিমিত্ত, তাহা 'সামান্য' (যোহর্থো-হনেকত্র প্রত্যয়ানুবৃত্তিনিমিত্তং তৎসামান্যম্)। বস্তু-ভূত-নিমিত্ত বিনা কখন ভিন্নপদার্থসমূহের মধ্যে অভিন্না বুদ্ধির উদয় হইতে পারে না, যে নিমিত্ত আমরা একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তুর সমান বলিয়া বুঝিয়া থাকি, স্বীকার করিতে হইবে, সমানরূপে গৃহীত উক্ত বস্তুদ্বয়ে সমানবুদ্ধিপ্রসবাত্মক নিমিত্ত বিদ্যমান আছে। সমানবুদ্ধিপ্রসবাত্মক বস্তুভূত-নিমিত্তই 'সামান্য'; ভগবান্ গোতমের মতে ইহাই 'জাতি'। এক্ষণে জ্ঞাতব্য হইতেছে, সামান্য-বিশেষকে মহর্ষি কণাদ 'বুদ্ধ্যপেক্ষ' বলিলেন কেন? আরও জ্ঞাতব্য হইতেছে, কোন্ পদার্থের উপলব্ধিই বা বুদ্ধ্যপেক্ষ নহে? সামান্য-বিশেষকে বুদ্ধ্যপেক্ষ বলাতেই পদার্থ-মাত্রের উপলব্ধিই যে বুদ্ধ্যপেক্ষ, তাহা বলা হইয়াছে, কারণ সামান্য-বিশেষই বস্তুতঃ জাগতিক পদার্থ। বিভিন্ন-ধর্ম-বা-গুণবত্ত্বনিবন্ধন একবস্তু বস্তন্তর হইতে ভিন্নরূপে এবং সমান-ধর্ম-বা-গুণবত্ত্বনিবন্ধন একবস্তু অন্য একবস্তুর সমানভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে।

বৈশেষিকসম্মত ভেদের প্রত্যক্ষগ্রাহ্যত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। এস্থলে বলিয়া রাখিতেছি, ভগবান্ গোতম প্রমাণসামান্য পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে তিনটি পূর্ব্বপক্ষসূত্র স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, চিৎসুখাচার্য্যের উদ্ধৃত অতিরিক্ত ভেদখণ্ডনবচনসমূহে সেই তিনটি গোতমীয়সূত্রের আভাস আছে।

এস্থলে এসকল কথার উল্লেখের প্রয়োজন কি? ১ম প্রয়োজন— ভেদজ্ঞান যে অবিদ্যাপ্রসূত, ভেদজ্ঞান যে বস্তুতঃ সত্য নহে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইলে, জড়বিজ্ঞানের মহিমার ইয়ত্তাবধারণ হইবে, ২য়প্রয়োজন—বিজ্ঞানবাদও অদ্বৈতব্রহ্মবাদ এতদুভয়ের সাধর্ম্ম-বৈধর্ম্ম-বিচার-সূচনা, ৩য় প্রয়োজন —ঋষিদিগের মধ্যে যে বস্তুতঃ মতভেদ নাই, তাহা বুঝিতে হইলে, যে রীতিতে বিচার করিতে হইবে, তাহার সঙ্কেত করিয়া দেওয়া, ৪র্থ প্রয়োজন—যিনি যে মতই প্রকাশ করুন, শাস্ত্রে তাহার পূর্ণ বিকাশ আছে, এই সত্য স্মরণ করিয়া দেওয়া।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"অর্থক্রিয়াকারিতয়া ভিন্না এব হি ব্যক্তয়ঃ।
তা এব ব্যক্তয়স্ত্যক্তভেদা জাতিরিদাহৃতা॥"—

অর্থ-ক্রিয়া-কারিত্ব-বশতঃ জাতি—সামান্য, ব্যক্তি-বা- বিশেষরূপে লক্ষিত হয়, এবং ত্যক্তভেদ ব্যক্তিই 'জাতি' পদার্থ। ধর্ম-ধর্মিভাব পরমার্থতঃ সত্য নহে; ধর্ম, ধর্মী হইতে পরমার্থতঃ ভিন্ন নহে; ভাব-বা-সত্তা একাধিক নহে।

"ভাবোঽনুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব।"—

বৈশেষিকদর্শন ১।২।৪।

অর্থাৎ, 'ভাব' অনুবৃত্তিরই (Identity) 'হেতু,' ইহা ব্যাবৃত্তির হেতু নহে। এক ভাব বা সত্তাই পরিচ্ছিন্ন হইয়া দ্রব্যাদি নামে অভিহিত হয়। অনুবর্ত্তমান একভাব, ব্যাবর্ত্তমান দ্রব্যাদিদ্বারা বিশিষ্ট বা পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

"একো ভাবস্তত্ত্বতো যেন দৃষ্টঃ
সর্ব্বে ভাবাস্তত্ত্বতস্তেন দৃষ্টা ইতি।"—

একটি ভাব যিনি তত্ত্বতঃ সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার সকল ভাবই তত্ত্বতঃ পরিদৃষ্ট হইয়াছে। অতএব সামান্য-বিশেষ বুদ্ধ্যপেক্ষ—ব্যবহারিক বুদ্ধিবিশেষণক। শ্রদ্ধাস্পদ চিন্তাশীল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহামহোপাধ্যায় বৈশেষিক-দর্শনের এক উপাদেয় ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা 'সামান্য-বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যাপেক্ষম্' এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিবার সময়, বলা বাহুল্য, উক্ত ভাষ্যেরই প্রধানতঃ অনুবর্ত্তন করিয়াছি। সূত্রটির এইরূপ ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই উপস্কার-বা-নব্য-নৈয়ায়িকদিগের সম্মত নহে। দর্শন-শীর্ষক প্রস্তাব লিখিবার সময়ে, আমরা যথাশক্তি এ সমস্ত বিষয়ের পুনরালোচনা করিব।

পণ্ডিত জেবন্স্ অন্বয়ি-ন্যায় (The law of Identity) কাহাকে বলে, বুঝাইতে যাইয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিলাম, এক্ষণে তিনি ব্যতিরেকি-ন্যায়-ও-দ্বৈত-ন্যায়ের (The law of Contradiction, এবং The law of Duality) স্বরূপ যেরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক।

ইতরেতরবিরোধী গুণসমূহ কখন একীভূত হইতে পারে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একবস্তু দেশ ও কাল-ভেদে বিভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে, এক বস্তু এক দেশে শুভ্র, অন্য দেশে কৃষ্ণ হইতে পারে, এক সময়ে, কঠিন অন্য সময়ে কোমল হইতে পারে, কিন্তু একটি ধর্ম যুগপৎ—এক দেশে ও একই সময়ে সদসৎ হইতে পারে না।' আরিষ্টটাল্ যে এই ন্যায়কে নিখিল সিদ্ধান্ত-বা-স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বের আদিভূত বলিয়াছেন, তাহা অন্বর্থ হইয়াছে। দ্বৈত-ন্যায় (The law of duality), অন্বয়ি-ন্যায় ও ব্যতিরেকি-ন্যায়, এই দ্বিবিধ ন্যায়ের পূর্ণরূপ। সকল জাগতিক বস্তুই যে সপ্রতিযোগিক, সকল দৃগ্‌গোচর বস্তুই যে ভাব-ও-অভাব এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী, দ্বৈতন্যায় তাহাই প্রতিপন্ন করে। বিদ্যমানতা-ও-অবিদ্যমানতা, ভাব-ও-অভাব, ইহাদের মধ্যে যে অন্যপক্ষ নাই, দ্বৈত-ন্যায়-দ্বারা তাহাই সপ্রমাণ হয়। কোন কিছু সম্বন্ধে কিছু স্বীকার-বা-অস্বীকারাত্মক প্রবচন (Discourse)-বা-বাক্যের নাম 'প্রতিজ্ঞা' (Proposition) প্রতিজ্ঞার এই লক্ষণদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভাব ও অভাব এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অন্যপক্ষ নাই। অন্বয়ি-ন্যায়, ব্যতিরেকি-ন্যায় এবং অন্বয়ি-ব্যতিরেকি-ন্যায় এই ত্রিবিধ ন্যায় বস্তুতঃ তিনটি স্বতন্ত্র ন্যায় নহে, ইহারা এক সত্যেরই বিভিন্ন বিভিন্ন আকৃতি, উহাদের প্রত্যেকদ্বারা অন্য দুইটি পূর্ব্বকল্পিত ও বিবক্ষিত হইয়া থাকে। ১ ভগবান্ কণাদ

১ The second law points out that contradictory attributes can never be joined together. The same object may vary in its different parts; here it may be black, and there white; at one time it may be hard and at another time soft; but at the same time and place an attribute cannot be both present and absent. Aristotle truly described this law as the first of all axioms—one of which we need not seek for any demonstration. o o o

The third of these laws completes the other two. It asserts that at every step there are two possible alternatives—Presence or absence, affirmation or negation. Hence I propose to name

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলিয়াছেন, (পূর্বে উক্ত হইয়াছে) সামান্য-ও-বিশেষ বুদ্ধ্যপেক্ষ। পণ্ডিত জেবন্সের চিন্তাশীল মস্তিষ্কেও যথোক্ত অন্বয়ি-ও-ব্যতিরেকি ন্যায় বৌদ্ধ কি বাস্তব (Are they Laws of Thought or Laws of Thing) এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল। পণ্ডিত জেবন্স্ বলিয়াছেন —বিজ্ঞান যখন মনের সামগ্রী, ইহা যখন অন্তঃকরণাধিষ্ঠিত, তখন ইহাকে এক পক্ষে বৌদ্ধ ন্যায় বলা হইতে পারে, অপিচ বাহ্যজাগতিক প্রত্যক্ষেও ইহার যাথার্থ্য প্রামাণীকৃত হইয়া থাকে। ১

যে ত্রিবিধ মানসশক্তি হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা

---

this law, the Law of Duality, for it gives to all the formulae of reasoning a dual character. It asserts also that between presence and absence, existence and non-existence, affirmation and negation, there is no third alternative. As Aristotle said, there can be no mean between opposite assertions; we must either affirm or deny. Hence the inconvenient name by which it has been known—The Law of Excluded Middle.

It may be allowed that these laws are not three indepndent and distinct laws; they rather express three different aspects of the same truth and each law doubtless pre-supposes and implies the other two."—

The Principles of Science, P. 5-6.

১ "Are they Laws of Thought or Laws of Things? Do they belong to mind or to material nature? On the one hand it may be said that science is a purely mental existence, and must therefore conform to the laws of that which formed it. Science is in the mind and not in the things, and the properties of mind are therefore all important. It is true that these laws are verified in the observation of the exterior world, and it would seem that they might have been gathered and proved by generalisation, had they not already been ir our possession."

The Principles of Science, P. 6-7.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একবস্তু দেশ ও কাল-ভেদে বিভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, এক বস্তু এক দেশে শুভ্র, অন্য দেশে কৃষ্ণ হইতে পারে, এক সময়ে, কঠিন অন্য সময়ে কোমল হইতে পারে, কিন্তু একটি ধর্ম্ম যুগপৎ—এক দেশে ও একই সময়ে সদসৎ হইতে পারে না।' আরিষ্টটাল্ যে এই ন্যায়কে নিখিল সিদ্ধান্ত-বা-স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বের আদিভূত বলিয়াছেন, তাহা অন্বর্থ হইয়াছে। দ্বৈত-ন্যায় (The law of duality), অন্বয়ি-ন্যায় ও ব্যতিরেকি-ন্যায়, এই দ্বিবিধ ন্যায়ের পূর্ণরূপ। সকল জাগতিক বস্তুই যে সপ্রতিযোগিক, সকল দৃগ্‌গোচর বস্তুই যে ভাব-ও-অভাব এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী, দ্বৈতন্যায় তাহাই প্রতিপন্ন করে। বিদ্যমানতা-ও-অবিদ্যমানতা, ভাব-ও-অভাব, ইহাদের মধ্যে যে অন্যপক্ষ নাই, দ্বৈত-ন্যায়-দ্বারা তাহাই সপ্রমাণ হয়। কোন কিছু সম্বন্ধে কিছু স্বীকার-বা-অস্বীকারাত্মক প্রবচন (Discourse)-বা-বাক্যের নাম 'প্রতিজ্ঞা' (Proposition) প্রতিজ্ঞার এই লক্ষণদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভাব ও অভাব এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অন্যপক্ষ নাই। অন্বয়ি-ন্যায়, ব্যতিরেকি-ন্যায় এবং অন্বয়ি-ব্যতিরেকি-ন্যায় এই ত্রিবিধ ন্যায় বস্তুতঃ তিনটি স্বতন্ত্র ন্যায় নহে, ইহারা এক সত্যেরই বিভিন্ন বিভিন্ন আকৃতি, উহাদের প্রত্যেকদ্বারা অন্য দুইটি পূর্ব্বকল্পিত ও বিবক্ষিত হইয়া থাকে। ১ ভগবান্ কণাদ

---

১ The second law points out that contradictory attributes can never be joined together. The same object may vary in its different parts ; here it may be black, and there white ; at one time it may be hard and at another time soft ; but at the same time and place an attribute cannot be both present and absent. Aristotle truly described this law as the first of all axioms—one of which we need not seek for any demonstration. o o o

The third of these laws completes the other two. It asserts that at every step there are two possible alternatives – Presence or absence, affirmation or negation. Hence I propose to name

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলিয়াছেন, (পূর্বে উক্ত হইয়াছে) সামান্য-ও-বিশেষ বুদ্ধ্যপেক্ষ। পণ্ডিত জেবন্সের চিন্তাশীল মস্তিষ্কেও যথোক্ত অন্বয়ি-ও-ব্যতিরেকি ন্যায় বৌদ্ধ কি বাস্তব (Are they Laws of Thought or Laws of Thing) এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল। পণ্ডিত জেবন্স্ বলিয়াছেন —বিজ্ঞান যখন মনের সামগ্রী, ইহা যখন অন্তঃকরণাধিষ্ঠিত, তখন ইহাকে এক পক্ষে বৌদ্ধ ন্যায় বলা হইতে পারে, অপিচ বাহ্যজাগতিক প্রত্যক্ষেও ইহার যাথার্থ্য প্রামাণীকৃত হইয়া থাকে। ১

যে ত্রিবিধ মানসশক্তি হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা

---

this law, the Law of Duality, for it gives to all the formulae of reasoning a dual character. It asserts also that between presence and absence, existence and non-existence, affirmation and negation, there is no third alternative. As Aristotle said, there can be no mean between opposite assertions; we must either affirm or deny. Hence the inconvenient name by which it has been known—The Law of Excluded Middle.

It may be allowed that these laws are not three indepndent and distinct laws; they rather express three different aspects of the same truth and each law doubtless pre-supposes and implies the other two."—

The Principles of Science, P. 5-6.

১ "Are they Laws of Thought or Laws of Things? Do they belong to mind or to material nature? On the one hand it may be said that science is a purely mental existence, and must therefore conform to the laws of that which formed it. Science is in the mind and not in the things, and the properties of mind are therefore all important. It is true that these laws are verified in the observation of the exterior world, and it would seem that they might have been gathered and proved by generalisation, had they not already been ir our possession."

The Principles of Science, P. 6-7.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিদিত হইলাম। যে কোনরূপ জ্ঞান হউক, তাহাই যখন সমীকরণ, বিবেচন ও ধৃতি এই ত্রিবিধ মানস শক্তিদ্বারা অর্জ্জিত এবং অন্বয়ি-ন্যায় ও ব্যতিরেকি-ন্যায় এই ন্যায়দ্বয়ই যখন তর্কশাস্ত্রের (Logic) তত্ত্ব, তখন তর্কশাস্ত্র যে অন্যান্য শাস্ত্রের প্রদীপ, তাহাতে সন্দেহ কি? আমরা শাস্ত্রের দাস, এইজন্য এস্থলে সংক্ষেপে একটি মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানের যতপ্রকার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহা কি জ্ঞানার্জ্জনের রীত্যনুসারে বিদিত একতত্ত্বের দেশ-ও-কাল-পরিচ্ছিন্ন ভিন্ন-ভিন্ন রূপ নহে? যে কোন বিজ্ঞান হউক, তাহা কি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা অর্জ্জিত হয় নাই, দর্শন-ও-পরীক্ষাই কি নিখিল বিজ্ঞানের উৎপত্তিকারণ নহে? সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্র, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণকেই জ্ঞানার্জ্জনের সাধন বলিয়াছেন। অতএব একটু চিন্তা করিলে উপলব্ধি হইবে, মৃত্তিকা, দণ্ড-চক্রাদি ও কুম্ভকার এই ত্রিবিধ-কারণ-সমবায়ে যেরূপ ঘটশরাবাদি নানাবিধ মৃন্ময় পদার্থ নির্ম্মিত হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক নিয়মের রহস্য জানিবার সামর্থ্য-বিশিষ্ট মানব-বুদ্ধি, এই কারণদ্বয়ের সমবায়ে বিবিধ বিজ্ঞানের আবিষ্কার হয়। ঘট, শরাব, কলস, স্থালী, অলিঞ্জর, আকারগত ভিন্নতা থাকিলেও ইহারা যেরূপ বস্তুতঃ পৃথক্ পদার্থ নহে, সেইরূপ গণিত-বিজ্ঞান, ভূত-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, ইত্যাদি বিজ্ঞান-সমূহের মধ্যে বিষয়-ও-দেশগতভিন্নতা থাকিলেও ইহারা তত্ত্বতঃ বিভিন্ন সামগ্রী নহে। 'ন্যায়' শব্দটির ব্যুৎপত্তি হইতে বিদিত হইয়াছি, যদ্দ্বারা সত্যকে পাওয়া যায়, সত্যজ্ঞান অর্জ্জিত হয়, তাহা 'ন্যায়'। পূজ্যপাদ অমরসিংহ অভ্রেষ, ১ ন্যায়, কল্প, দেশরূপ এবং সমঞ্জস, এই পাঁচটী শব্দকে 'উচিত' (সত্য) এই অর্থের বাচকরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃতির ন্যায়—প্রাকৃতিকতথ্য মানব-চিত্ত-মুকুরে যথাযথভাবে প্রতি-

---

১ "অভ্রেষ ন্যায়কল্পাস্তু দেশরূপং সমঞ্জসম্।"—

অমরকোষ।

'অভ্রেষ' যথোচিত হইতে 'ভ্রংশ'—যথাপ্রাপ্ত হইতে অধঃপতন (Deviation) এই অর্থের বাচক। ভ্রেষ হইতে যাহা অন্য, তাহা 'অভ্রেষ'।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্ফলিত হইলেই তাহা বিজ্ঞান শব্দে অভিহিত হয়। পূজ্যপাদ ভগবান্ কপিল, প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিবার সময় বলিয়াছেন, কাচ, স্ফটিক, প্রভৃতি স্বচ্ছ বস্তুসমূহ যখন যে বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হয়, তখন তাহার আকৃতি গ্রহণ করে—তদাকারে আকারিত হইয়া থাকে। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল কাচ-স্ফটিকাদির ন্যায় স্বচ্ছ—প্রসাদগুণবিশিষ্ট (Transparent), এই নিমিত্ত ইহারাও যখন যে বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হয়, তখন তদাকারে আকারিত হয়, সম্বন্ধবস্তুর আকার গ্রহণ করে, ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষ হইলে সম্বন্ধ বস্তুর আকার-ধারী যে বিজ্ঞানের উদয় হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ।

প্রকৃতির পূর্ণরূপ কি আমরা দেখিতে পাই? না, যাহা দেখিতে পাই, তাহাই যথাযথভাবে পরিদৃষ্ট হয়?

বুঝিলাম, এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গমন জগতের রূপ, এবং হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, পরিবর্ত্তন নির্দ্দিষ্টনিয়মাধীন, কোন ঘটনাই আকস্মিক নহে; বুঝিলাম, মনের বিবেচনাদি ত্রিবিধ প্রধান শক্তি আছে এই ত্রিবিধ শক্তি হইতেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সকল বিষয় প্রত্যক্ষীভূত হয়, মনের ধৃতি বা ধারণাশক্তি, তাহাদিগকে ধরিয়া রাখে; ইহার বিবেচনশক্তি (The Power of Discrimination) একটী বস্তুকে অপর একটী বস্তু হইতে পৃথক্ করে, একরূপ সংবেদনকে অন্যরূপ সংবেদনহইতে বিশেষ করে, ইহা যে উহা নহে, ইহা যে উহা হইতে ভিন্ন, বিবেচন-শক্তিদ্বারা তাহা নির্ণীত হয়; এবং মনের সমীকরণশক্তিদ্বারা ভিন্ন পদার্থসমূহের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্কার হয়, সামান্য-জ্ঞানের উদয় হয়। সামান্য-বা-অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভ হইয়া থাকে (অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ—সাং দং ৩।১)। সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য উদ্ভেদ করিবার চেষ্টা করিলে প্রতীতি হয়, জগৎ অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আগমন করে এবং যে পরিমাণে ইহা বহির্দ্দেশে আগমন করে সেই পরিমাণে পরিচ্ছিন্ন হয়, সেই পরিমাণে বিবিধ আকার ধারণ করে। জগৎ যখন সামান্যযুক্ত বিশেষ, ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত, মনদ্বারা ধৃত,
Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিবেচিত ও সমীকৃত বাহ্যজগতের প্রতিবিম্বই যখন আমাদের ঐন্দ্রিয়িক-জ্ঞান, তখন উৎপত্তিশীল জ্ঞান যে সামান্য-বিশেষাত্মক হইবে, তাহা সুখবোধ্য।

"ব্যক্তাব্যক্ততামাত্রভেদো হ্যান্তরবাহ্যয়োঃ।"—
সাংখ্যসার।

অন্তঃ ও বহিঃ এই শব্দদ্বয়ের আমরা বহুল ব্যবহার করিয়া থাকি, সুতরাং ইহারা সাধারণতঃ পরিচিত শব্দ সন্দেহ নাই। অন্তঃ ও বহিঃ এই শব্দদ্বয় সাধারণতঃ পরিচিত হইলেও, শাস্ত্রে ইহাদের স্বরূপ যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অবগত হওয়া বা স্মরণ করা আবশ্যক মনে হইল বলিয়া, আমরা পূজ্যপাদ বিজ্ঞানভিক্ষুকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত উক্ত শব্দদ্বয়ের রূপ একবার দেখিব। 'বাহ্য পদার্থ নাই, মন'ই একমাত্র সৎ'; না, 'বাহ্য পদার্থই সৎ, মন'ই অসৎ', তোমরা উভয়েই ভ্রমে পতিত হইয়াছ, বাহ্য-আন্তর দ্বিবিধ পদার্থই সৎ; অন্তঃ ও বহিঃ এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ গৃহীত হইলে আমাদের বিশ্বাস, আন্তর-বাহ্য-পদার্থঘটিত পরস্পরবিরুদ্ধ বিবিধপ্রশ্নের সমাধান হইয়া যায়। বিজ্ঞানভিক্ষু বুঝাইয়াছেন, ব্যক্তাব্যক্ততা ভিন্ন আন্তর-বাহ্যের মধ্যে অন্য কোনরূপ ভেদ নাই। ভগবান গোতমও বলিয়াছেন, কার্য্য-বা-বিকার পদার্থের অন্তঃ ও বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা। কার্য্য-বা-বিকারপদার্থের যে অবস্থা ব্যক্ত—স্থূল, যে অবস্থা আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহা ইহার বাহ্যাবস্থা এবং যে অবস্থা তদ্বিপরীত—যে অবস্থা অব্যক্ত—সূক্ষ্ম, তাহা ইহার আন্তরাবস্থা। এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থাদ্বয় যথাক্রমে কার্য্য বা কারণ এই নামদ্বয় দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। বাহ্য অন্তরের ব্যক্তাবস্থা, অন্তরের স্থূলভাব, অন্তরের কার্য্য। যাঁহারা বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। 'বহ প্রাপণে' এই প্রাপণার্থক 'বহ' ধাতুর উত্তর 'ইস্' প্রত্যয় করিয়া 'বহিঃ' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা বাহ্য-প্রাপ্য—ইন্দ্রিয়গম্য, তাহা 'বহিঃ'। আমি ইহা বুঝিলাম, পাইলাম ইত্যাদি শব্দের তাৎপর্য্য কি? ক্রিয়া-বা-গতি ভিন্ন, অপ্রাপ্ত পদার্থের প্রাপ্তি সম্ভব নহে, অজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞান শক্য বা সাধ্য (Possible) নহে। যদি বল, মানসক্রিয়াদ্বারাই তাহা হইয়া থাকে, মানসক্রিয়া-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বা গতিদ্বারাই অপ্রাপ্ত পদার্থের প্রাপ্তি হয়, অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে দুঃখের সহিত বলিতে হইবে, অন্তঃ বহিঃ এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা তুমি চিন্তা কর নাই, ক্রিয়া-বা-গতির স্বরূপ যথাযথভাবে তোমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গমন—অবস্থান্তর প্রাপ্তি, গতি-বা-ক্রিয়ার স্বরূপ। মনঃ যদি এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গমন না করে, তাহা হইলে মনের ক্রিয়া হইতে পারে না। যে অবস্থা হইতে মনঃ অপরাবস্থায় গমন করে, মনের তদবস্থা আন্তরাবস্থা, এবং যে অবস্থায় উপনীত হয়, তাহা বাহ্যাবস্থা। শ্রুতি বুঝাইয়াছেন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, ইহারা আত্মার কর্ম্মজ নাম, এক অপরিচ্ছিন্ন, অখণ্ড সর্ব্বশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের মায়াপরিচ্ছন্ন ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থা। নিম্নোদ্ধৃত অমূল্য শ্রুত্যুপদেশের অর্থ চিন্তা করুন।

"স বা এষ পুরুষঃ পঞ্চধা পঞ্চাত্মা যেন সর্বমিদং প্রোতং পৃথিবী চান্তরিক্ষঞ্চ দ্যৌশ্চ দিশশ্চাবান্তরদিশশ্চ স বৈ সর্বমিদং জগৎ স ভূতং স ভব্যজ্জিজ্ঞাসক্লৃপ্ত ঋতজা রয়িষ্ঠাঃ শ্রদ্ধা সত্যো মহস্বাংস্তমসোপরিষ্টাৎ।"—

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

যে পুরুষ সন্ন্যাসপুরঃসর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যিনি ব্রহ্মবিদ্ হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বাত্মক হইয়াছেন। শব্দস্পর্শাদি গুণপঞ্চক, পৃথিব্যাদি ভূতপঞ্চক, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক, প্রাণাপানাদি বায়ুপঞ্চক, সন্ন্যাস-প্রাপ্ত-তত্ত্বজ্ঞান মহাপুরুষ এই সকল বস্তুর স্বরূপভূত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মস্বরূপ পুরুষকর্ত্তৃক নিখিল জগৎ সূত্রে মণিগণের ন্যায় ব্যাপ্ত হইয়া থাকে পৃথিব্যাদিবস্তুব্যাপী পুরুষ বর্তমান জগৎ, তিনি ভূত বা অতীত জগৎ, এবং তিনি ভবিষ্যৎ জগৎ। তত্ত্ববিদ্ সর্ব্বজগৎ স্বরূপ হয়েন, শ্রুতিদেবীর এই সারতম উপদেশের মর্মগ্রহণে অসমর্থ স্থূলদৃষ্টি মানুষ্যগণ বলিবেন, তত্ত্ববিদ্ পুরুষ মূঢ়বৎ হস্তপাদাদিযুক্ত রূপেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন, তিনি সর্বজগৎস্বরূপ হয়েন, কিরূপে তাহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে? তত্ত্ববিদের এরূপ কোন বাহ্য লক্ষণ দেখিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাওয়া যায় না, যদ্বারা তাঁহাকে সর্বজগৎস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে। সন্ন্যাস-প্রাপ্ত-তত্ত্বজ্ঞান পুরুষ 'জিজ্ঞাসাক্লৃপ্ত'—যথারীতি বেদান্ত বিচারদ্বারা, সর্বাত্মকতারূপে নিশ্চিত হইয়া থাকেন; তিনি ঋতজ্ঞ,—প্রামাণিক-সিদ্ধান্ত জ্ঞানদ্বারা সর্বজগৎস্বরূপ হয়েন। ব্রহ্মবিদ্ রয়িষ্ঠ (রয়ি = ধন—গুরুপদেশ, যিনি তাহাতে অবস্থান করেন, তিনি রয়িষ্ঠ); তিনি শ্রদ্ধার স্বরূপ (শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞান অর্জ্জিত হয় না, শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্); তত্ত্ববিদ্ পুরুষ ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া, সত্যময়, তিনি মহস্বান্—তেজোময়—স্বয়ং প্রকাশশীল, সংসারকারণ অজ্ঞান-বা-অবিদ্যা বিমুক্ত বলিয়া তিনি মায়াময় সংসারের ঊর্দ্ধে বাস করেন, অত্রত্য গুণদোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না (ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ—পুরুষসূক্ত।)

উদ্ধৃত শ্রুতিবচনের তাৎপর্য চিন্তা করিলে, বহু অবশ্যজ্ঞাতব্য, বিবাদাস্পদ তত্ত্বের প্রকৃতরূপ নয়ন-পথের,পথিক হয়। এইজন্যই বলিতে হয়, একটি বেদমন্ত্র মানবের সকল অভাবমোচন করিতেপর্য্যাপ্ত, এইজন্যই 'বেদ কল্পতরু,' হৃদয়তন্ত্রী হইতে স্বত'ই এই ধ্বনি উত্থিত হয়। মানবীয় উন্নতি-স্রোতের বিশ্রামস্থল কোথায়, কোন্ উপায়ে কিরূপ সাধনা করিলে, কোন্ পথ ধরিয়া চলিলে, মানব কৃতকৃত্য হইবে, পূর্ণকাম হইবে, মানবের শক্তি কত, লক্ষণ কি, মানবের স্বরূপ কি, 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্' অর্থাৎ এক ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থান্তর নাই, এতদ্বাক্যের মর্ম্ম কি, আন্তর-বাহ্যের অর্থ কি, সন্ন্যাস১ ব্যতিরেকে, অজ্ঞানকার্য্য সংসার সম্য-

---

১ সন্ন্যাস' কোন্ পদার্থ ?

শ্রুতির উপদেশ 'সন্ন্যাস' পরম পুরুষার্থের অন্তরঙ্গসাধন, সন্ন্যাস হইতে উৎকৃষ্টতর সাধন আর নাই।

"ন্যাস ইতি ব্রহ্মা ব্রহ্মা হি পরঃ পরো হিব্রহ্মা তানি বা এতান্যবরানি তপাংসি ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ য এবং বেদেত্যুপনিষৎ।"

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

যে সন্ন্যাসকে হিরণ্যগর্ভ পরমপুরুষর্থাসিদ্ধির একমাত্র সাধন বলিয়াছেন, যে সন্ন্যাসকে বিষয়াসক্ত, মোহমুগ্ধ অদূরদর্শী পুরুষবৃন্দ ভীমদর্শন শমন হইতে ভীষণতর পদার্থ জ্ঞান করে, যে সন্ন্যাসের রূপদর্শন দূরের কথা, নামশ্রবণেই সংসারবন্ধ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গ রূপে ত্যাগ করিতে না পারিলে, শ্রদ্ধাবান্ সত্যময় ও গুরূপদেশনিষ্ঠ

দৃষ্টি অশনি-তাড়িতের ন্যায় সচকিত হয়, তাহার হৃদয়ে অকস্মিক প্রকল্প উপস্থিত হয়, পরমহৃদ্য ও পরমদ্বেষ্য সেই 'সন্ন্যাস' কোন্ পদার্থ? 'সন্ন্যাস' শব্দ, সম্পূর্ব্বক, নি পূর্ব্বক, 'অস' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। সন্ন্যাসের সুতরাং, ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ সম্যগ্রূপে ত্যাগ। ত্যাগশব্দ গ্রহণের বিরুদ্ধার্থক। পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, কর্ম্মমাত্রেই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক, আমরা হয় ঈপ্সিতরূপে নিশ্চিত পদার্থের গ্রহণ, না হয় অনীপ্সিতরূপে স্থিরীকৃত পদার্থের ত্যাগ করিবার জন্য কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। ত্যাগ কিংবা গ্রহণ ভিন্ন কর্মের রূপান্তর নাই। পরিবর্ত্তন কথাটির মূল অর্থ বর্জ্জনপূর্ব্বক অবস্থান, একভাব ত্যাগপূর্ব্বক ভাবান্তরে গমন। কর্মমাত্রেই যখন ত্যাগ-গ্রহণাত্মক, এবং সংসার যখন ত্যাগ-গ্রহণরূপ কর্মের লীলা-ভূমি পরিবর্ত্তন (Change)ই যখন সংসারের স্বভাব, তখন নিখিল সংসারিক বস্তুই ত্যাগশীল, সকলেই ন্যাস-বা-ত্যাগ করিয়া থাকে। অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, সন্ন্যাসকে তবে পরমার্থসিদ্ধির অন্তরঙ্গ-সাধন বলা হয় কেন? সকলেই ত্যাগ করে বটে, কিন্তু অত্যল্প পরমভাগ্যবান্ ব্যক্তিই 'সন্ন্যাস'—সম্যগ্রূপে ত্যাগ করিতে সমর্থ। ত্যাগের দ্বিবিধ কারণ। যাহা ঈপ্সিতরূপে নিশ্চিত হয়, যাহার অভাববোধ ও তদভাব-পূরণের প্রয়োজনপলব্ধি হয় লোকে তাহাকে গ্রহণ করিতে, এবং যাহা অনীপ্সিতরূপে নির্দ্ধারিত হয় তাহাকে ত্যাগ করিতে, সচেষ্ট হইয়া থাকে। রাগ-ও-দ্বেষ (Attraction and Repulsion)ই যথাক্রমে গ্রহণ-ও-ত্যাগের কারণ। ভগবান্ যাস্ক বুঝাইয়াছেন,—রজোগুণ, কাম—রাগ, এবং তমোগুণ, দ্বেষ। যাহার প্রকৃতি যত পরিচ্ছিন্ন, তাহার দ্বেষ্য পদার্থ তত অধিক। বাৎস্যায়নমুনি বলিয়াছেন—"যত্র মিথ্যাজ্ঞানং তত্র রাগদ্বেষাবিতি"—অর্থাৎ, যেখানে মিথ্যাজ্ঞান, সেইখানেই রাগ দ্বেষ বিদ্যমান। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, পরিচ্ছিন্ন বা অপূর্ণশক্তিই মিথ্যাজ্ঞানের কারণ, অতএব ইহা সুখবোধ্য হইল যে, সঙ্কীর্ণ আত্ম-বুদ্ধিরই রাগ-দ্বেষ প্রবল হইয়া থাকে। যথোক্ত (So-called) ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিককে একথা এভাষায় বুঝাইলে, তিনি বুঝিবেন না, তাঁহাকে অন্যভাষায় বুঝাইতে হইবে। কঠিন (Solid), তরল (Liquid) ও বায়বীয় (Gas) এই পদার্থত্রয়ের স্বরূপ বৈজ্ঞানিক বিদিত আছেন, সন্দেহ নাই। দ্রব্যের কঠিনাবস্থায়, অণুসকল পরস্পর গাঢ়-বা ঘনভাবে সংসক্ত হয় (Firmly cohere), অণুসকলের মধ্যবর্ত্তী অবকাশ (Intermolecular space) স্বল্প হয়, এই অবস্থায় ভেদবৃত্তিশক্তি (Repulsion) অভিভূত ও সংসর্গ-বৃত্তিশক্তি (Molecular attraction or cohesion) প্রবল হয়, তমোগুণের

.Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না হইলে তত্ত্বজ্ঞানের যে উদয় হয় না, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি,

প্রাদুর্ভাব এবং রজোগুণের অভিভব হয়, সুতরাং, এই অবস্থায় আণবিক গতির হ্রাস হয়, দ্রব্যের জড়ত্ব—স্থিতিশীলত্ব-বা-প্রতীঘাতধর্ম্মকত্ব The property of offering resistance) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, দ্রব্য সকল নির্দ্দিষ্ট আকার বিশিষ্ট হয়। দ্রব্যের তরলাবস্থায় অণু সকলের সংসক্তি শিথিল হয়, কঠিনাবস্থা হইতে এই অবস্থায় ভেদ-বৃত্তি-শক্তির বা রজোগুণের প্রাবল্য হয়, এই অবস্থায় অণুসকল স্বাধিকরণে অপেক্ষাকৃত অনিরুদ্ধ-বা-নিরর্গলভাবে, কথঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দতার সহিত স্পন্দিত হইতে পারে (The molecules have more freedom of motion than in the solid) ; তরলদ্রব্যের নিজ নির্দ্দিষ্ট আকার নাই, যখন যে আধারে স্থিত হয়, তখন ইহা তদাকারে আকারিত হয়, তরলপদার্থমধ্যে কোনবস্তু নিমজ্জিত করিলে (Immersed) ইহা অধিক বাধা দেয় না, তরলপদার্থ সকল বস্তুতঃ অসঙ্কোচনীয় (Virtually incompressible) । দ্রব্যের বায়বীয় অস্থাতে অণুসকলের ভেদ-বৃত্তি শক্তি-অধিকতর প্রবল হয়, গতিশীলত্ব বর্দ্ধিত হয়, লঘুত্ববশতঃ বায়বীয় পদার্থ উদগমন করিতে পারে, তরলপদার্থের ন্যায় ইহারও নিজরূপ নাই, বায়বীয় পদার্থ অতিমাত্র সঙ্কোচনীয় ও বিস্তৃত্বর বা বিস্তারী (Eminently compressible and expansive), তরলাবস্থায় অণু সকল স্বাধিকরণেই সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দভাবে স্পন্দিত হইতে পারে না, ইহাদের গতি ক্ষিতিতল অতিক্রমপূর্ব্বক উর্দ্ধে গমন করিতে পারে না, কিন্তু বায়বীয় অবস্থাতে ইহারা স্বচ্ছন্দতঃ আকাশপথে বিচরণ করিতে পারে। কঠিন, তরল ও বায়বীয়, এই ত্রিবিধ ভৌতিক পদার্থের উক্ত ত্রিবিধ অবস্থার ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্ম বা-গুণের স্বরূপদর্শন করিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, সঙ্ঘাতের গাঢ়ত্বে জড়ত্বের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। জড়-বৈজ্ঞানিক ! জড়পদার্থই যদি আপনার চিন্তা পরিসর (Environment) না হইত, তাহা হইলে, আপনি কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই ত্রিবিধ ভৌতিক অবস্থার ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্মসমূহের তাৎপর্য্য গ্রহণপূর্বক সূক্ষ্মরাজ্যে উহাদের সম্প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং তাহা হইলে বুঝিতেও পারিতেন যে, যে কারণে কঠিন হইতে তরলের এবং তরল হইতে বায়বীয় পদার্থের প্রসারণশীলতা বা ব্যাপকত্ব অধিকতর, সেই কারণে তত্ত্বদর্শী সর্ব্বজগৎস্বরূপ হয়েন, সেই কারণে তাঁহার আত্মপরবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়। পণ্ডিত কুক্ (Coocke) বলিয়াছেন—"A molecule, in the midst of the mass, moves freely, because the attractions are equal in all directions, but a molecule near the surface is in

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উদ্ধৃত শ্রুতিবচনদ্বারা ইত্যাদি প্রশ্নসমূহের অতি সুন্দররূপ মীমাংসা হইতে পারে।

---

a very different condition.''—

The New Chemistry, P. 49.

যাঁহার আকর্ষণ সর্বভূতে সমান, যাঁহার প্রেম বিশ্বব্যাপক, যিনি আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আত্মাতে নিরীক্ষণ করেন, তিনিই স্বাধীনভাবে সর্বত্র বিচরণ করেন, তাঁহারই গতি সর্বত্র অব্যাহত। ভূত সকল যেরূপ কঠিন অবস্থা ত্যাগপূর্বক তরলাবস্থায়, এবং তরলাবস্থা ত্যাগপূর্বক বায়বীয় অবস্থায় আগমন করিতে পারে, মানবও সেইরূপ উপযুক্ত সাধনাদ্বারা স্বল্পাত্মকতা—পরিচ্ছিন্নাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক সর্বাত্মক হইতে পারে, সার্বভৌম হইতে পারে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মরূপে পরিণত হইতে পারে। কঠিনদ্রব্য কিরূপে তরলাবস্থা এবং তরলদ্রব্যই বা কিরূপে বায়বীয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়? বিজ্ঞান বুঝাইয়াছেন, ভেদবৃত্তিতাপ কঠিন দ্রব্যকে তরল করে, ভেদ-বৃত্তি তাপের আধিক্যেই তরলদ্রব্য বাষ্পাকার ধারণ করে, এবং সংসর্গবৃত্তি শৈত্যই বায়বীয়-ও-তরলাবস্থাকে কঠিনাবস্থায় আনয়ন করে। তাপ ও শৈত্য (Heat and cold) এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ বৈজ্ঞানিকের অবিদিত নহে, তাপ কিরূপে উদ্ভূত হয়, বৈজ্ঞানিক তাহা জ্ঞাত আছেন। বিজ্ঞান বুঝাইয়াছেন, 'তাপ' গতি-বা-ক্রিয়ার প্রকারভেদ (Heat is a mode of motion)। শাস্ত্র রজোগুণকে ক্রিয়াশীল বলিয়াছেন, অতএব বলিতে পারি, রজোগুণের প্রাদুর্ভাবই 'তাপ'। জগৎ সৃষ্টি করিয়াই জগৎস্রষ্টা যদি সবিতাকে জগৎ-হইতে অপসারিত করিতেন. তাহা হইলে কোন জাগতিক বস্তুর গতি থাকিত না, তাহা হইলে জগতের জগত্ব বিলুপ্ত হইত, জাগতিক বস্তুজাত তাহা হইলে, চিরকাল জড়পিণ্ডাকারে অবস্থান করিত। শাস্ত্রের উপদেশ, চিত্তশুদ্ধিই কর্মের প্রয়োজন, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্মদ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। চিত্তশুদ্ধি কাহাকে বলে? এই অতীব প্রয়োজনীয় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পরে প্রদত্ত হইবে, আপাততঃ এইমাত্র বলিতেছি, চিত্তের বাসনা বা কামনাই চিত্তের মল, এই মল ধৌত করাই চিত্তের শোধন। সংস্কারবশত'ই আমরা অগ্নিকে দাহক পদার্থ মনে করি, সংস্কারবশত'ই আমরা অহিফেন, শঙ্খবিষ ইত্যাদিকে বিষ বলিয়া দ্বেষ করি, সংস্কারবশত'ই আমরা স্ব-স্ব-পুত্রকে স্নেহ করি, তাহার সুখে সুখী হই, তাহার বিষণ্ণবদন নিরীক্ষণ করিলে, বিষাদসাগরে মগ্ন হই। মলিনসংস্কারবশত'ই আমরা অন্যকে দ্বেষ করি, অন্যের প্রসারিত হৃদয়ভেদি দুঃখকে উপেক্ষা করিতে.পারি। এককথায় সংস্কারই বৈজ্ঞ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

যাবৎ আত্মজ্ঞানের উদয় না হয়, বিগলিত-নিখিল-ভেদ অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মের প্রতিপত্তি না হয়, তাবৎ কার্য্যকারণের পার্থক্যবোধ বা আন্তর-বাহ্যের ভিন্নত্ব-বুদ্ধি থাকিবেই, প্রকৃতির পূর্ণস্বরূপদর্শনের শক্তি তাবৎ বিকাশ-প্রাপ্ত হইবে না, তাবৎ সত্যানৃত জ্ঞান লইয়াই বাস করিতে হইবে। যাহা যাহার কারণ, যাহা যাহার ব্যাপক, তাহা তাহার 'আত্মা'। দেহের আত্মা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের আত্মা বুদ্ধি, বুদ্ধির আত্মা গগনোপম চিন্ময় পুরুষ। এই চিন্ময় পুরুষই পরমাত্মা, ইনি অকার্য্য —অবিকারী, এই নিমিত্ত ইহাঁর কোন কারণ নাই,—ইনি কারণান্তর-দ্বারা পিহিত নহেন।

বুদ্ধির কারণ। শক্তি-বা-অধিকারানুসারে শাস্ত্রোক্ত কর্ম করিলে প্রথমতঃ অশুভ-সংস্কারসমূহ ভস্মীভূত হইয়া চিত্তে শুভসংস্কারের আধান হয়, চিত্তের জড়ত্ব বিদূরিত হয়, সঙ্কীর্ণ চিত্ত বিস্তীর্ণ হয়, চিত্তে সমবেদন, দয়া ইত্যাদি সদ্বৃত্তিনিচয়ের স্ফুরণ হয়, তৎপরে কামনার হ্রাস হয়, আত্মজ্ঞানের বিস্তার হয়, চিত্তের সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়, এই অবস্থায় কাম্য-কর্মের ত্যাগ হইয়া থাকে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।"— গীতা।

অর্থাৎ, কাম্যকর্মের ত্যাগের নাম 'সন্ন্যাস'। শ্রুতি এই জন্য 'সন্ন্যাস'কে পরমার্থসিদ্ধির অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়াছেন। কর্ম করিতে করিতে চিত্ত, শুদ্ধ বা বিমল হইলে, কামনা বিলীন হইলে, আত্মজ্ঞানের পরিসর যথোচিত বর্দ্ধিত হইলে সন্ন্যাস হইয়া থাকে! শুদ্ধচিত্ত বুঝিতে পারেন 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ, ব্রহ্মই একমাত্র পদার্থ, তদ্ভিন্ন পদার্থান্তর নাই,—রাগ-দ্বেষ মিথ্যাজ্ঞানপ্রসূত। সাধক যন এই অবস্থায় উপনীত হয়েন, তখন তাঁহার কোন বস্তু গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি থাকে না, কারণ তিনি তখন পূর্ণ, তিনি তখন সর্বময়। পূর্বে বলিয়াছি ন্যাসের দ্বিবিধ কারণ; ন্যাসের প্রথ৲ কারণ উক্ত হইয়াছে, ন্যাসের দিতীয় কারণ প্রদর্শিত হইল। সন্ন্যাসই যে পরম সাধন, ভাগ্যবান চিন্তাশীল তাহা বুঝিতে পারিবেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও শাস্ত্র সন্ন্যাসাধিকার প্রদান করেন নাই কেন, তাহা চিন্তা করুন। প্রকৃত ব্রাহ্মণ ভিন্ন শাস্ত্রোপদিষ্ট সন্ন্যাস-সাধন, অন্যের সাধ্য নহে। বর্তমান সময়ে সন্ন্যাসের প্রতি যে অনেকেরই বিদ্বেষ দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণত্বের হ্রাসই তাহার কারণ। গৈরিক বসন পরিধান করিলেই সন্ন্যাস হয় না, সন্ন্যাস দুঃসাধ্য সাধন। আমরা যথাস্থানে বিস্তারপূর্বক এসকল বিষয়ের আলোচনা করিব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

"ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চ প্রধানাত্মা তথা ভবান্।
আত্মা চ পরমাত্মা চ ত্বমেকঃ পঞ্চধা স্থিতঃ ॥"—

সায়ণভাষ্যধৃত পুরাণবচন।

যে যাহার ব্যাপক, যে যাহার কারণ, সে তাহার আত্মা, উদ্ধৃত পুরাণবচনদ্বারা এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। 'মন হইতেই বাহ্য জগতের সৃষ্টি হইয়াছে' এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি, তাহা চিন্তা করিলে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়, কারণ-বা-সূক্ষ্মাবস্থা হইতে কার্য্য-বা-স্থূলাবস্থার বিকাশ হয়, ইহাই উক্ত বাক্যের অভিপ্রায়। মনঃ বাহ্যভাবের—ইন্দ্রিয়গম্য বিষয়ের আন্তরাবস্থা। মনঃ কাহাকে বলে, মনের শক্তি কিরূপ, আমরা তাহা যথাযথভাবে বিদিত নহি, তাই মন হইতেই সৃষ্টি হয়, মনেই নিখিল বাহ্যপদার্থ প্রতিষ্ঠিত আছে, (মানসে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্—(তৈত্তিরীয় আরণ্যক) একথা আমাদের সমীপে দুর্ব্বোধ্য বা অযুক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পূজ্যপাদ ভগবান্ বেদব্যাস, "তে ব্যক্ত সূক্ষ্মগুণাত্মনঃ" এই পাতঞ্জল সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, শাস্ত্রের অনুশাসন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের পরমরূপ—পারমার্থিক-বা-নিত্যভাব দৃষ্টিপথে উপস্থিত হয় না, যাহা দৃষ্টিপথে উপস্থিত হয়, তাহা লৌকিক মায়াবৎ ক্ষণভঙ্গুর, অতএব অত্যন্ততুচ্ছ—অল্পসার তাহা গুণ-পরিণাম। ১

তর্কশাস্ত্র বা লজিকের (Logic) স্বরূপদর্শন যতদূর হইল, তাহাতে বুঝিলাম, তর্কশাস্ত্র চিন্তন-বা-মননের বিজ্ঞান, ইহা দর্শন-ও-পরীক্ষা (প্রত্যক্ষ—Observation and Experiment) দ্বারা লব্ধজ্ঞানের সত্যাসত্য বিচার করে, তর্কশাস্ত্র অন্যান্য বিজ্ঞানের বিচারপতি। বিচারপতির কর্ত্তব্য কি? বিচারপতি কোণ প্রমাণে (Standard) সদসদ্বিচার করেন, কোন্ প্রমাণে সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করেন? যাঁহারা বিধিজ্ঞ—ব্যবহার-পণ্ডিত (Lawyer), এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কি,

---

১ "তথাচ শাস্ত্রানুশাসনম্—
গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টি পথমৃচ্ছতি।
যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তন্মায়েব সুতুচ্ছকমিতি ॥"—
যোগসূত্রভাষ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহারা তাহা অবগত আছেন। 'সত্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে বুঝিয়াছি, যাহা 'সৎ', যাহা অব্যভিচারী, তাহা 'সত্য'। সত্যের জ্ঞান, অথবা সত্য—অব্যভিচারী এমন জ্ঞান, 'সত্যজ্ঞান'। ন্যায়দ্বারা সত্যের জ্ঞান বা সত্য—অব্যভিচারী এমন জ্ঞানের উদয় হয়। যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, যদি কোন কালে বা কোন দেশে তাহার তদ্রূপের ব্যভিচার না হয়, পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, তবে তাহাকে 'সত্য' বলিয়া জানিবে। পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, কোন কার্য্যই আকস্মিক নহে, কোন পরিণামই অনিয়মিতরূপে সংঘটিত হয় না। প্রাকৃতিক বস্তুজাত যদি নির্দিষ্ট নিয়মে পরিবর্ত্তিত না হইত, তাহা হইলে কোন প্রকার জ্ঞানের উৎপত্তি হইত না। প্রাকৃতিক বস্তুজাত নির্দিষ্ট নিয়মে পরিবর্ত্তিত হয়, বিশ্বনিয়ামক, বিশ্বপিতা যে বস্তুতে যেরূপ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তদ্বস্তু তদ্রূপ কর্ম্মই করিতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন কর্ম করা, তাহার সাধ্যাতীত, এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ দ্রব্যের ধর্ম্ম নির্বাচন করিতে ক্ষমবান্ হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত যে কারণ হইতে যেরূপ কার্য্য একবার আবির্ভূত হইয়াছে, অবিকল তৎকারণ হইতে পুনরপি তদ্রূপ কার্য্যের আবির্ভাব সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়া মনে হয়। পূর্বোক্ত অন্বয়ি-ন্যায়-ও-ব্যতিরেকি-ন্যায়ের (The Law of Identity and The Law of Difierence) স্বরূপ চিন্তা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, যাহা সৎ, তাহা সৎ ও যাহা অসৎ, তাহা অসৎ ; সৎ কখন অসৎ হয় না এবং অসৎও কখন সৎ হয় না, উক্ত ন্যায়দয় এই প্রাকৃতিক নিয়মের অতিরিক্ত পদার্থ নহে।

উপক্রমণিকার প্রথমাংশে "প্রমা-বা-সত্যজ্ঞানের যাহা করণ, তাহা প্রমাণ, প্রমাণের এ লক্ষণ তাহা হইলে অন্বর্থ হয় কৈ ?" এতচ্ছীর্ষক প্রস্তাবে আমরা বিদিত হইয়াছি, মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূলতম ভৌতিক পরিণাম পর্য্যন্ত সর্বপ্রকার পরিণামই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিকার, এক অপরিচ্ছিন্ন-বা-পারমার্থিক সত্তারই মায়া-পরিছিন্ন বিবিধ বিশিষ্টরূপ। অবিশেষ হইতে বিশেষের আবির্ভাব হয়। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির 'বিশেষ' 'অবিশেষ' 'লিঙ্গমাত্র'
Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও 'অলিঙ্গ,' এই চতুর্বিধ পর্ব বা অবস্থা আছে, স্থূলভূত ও ইন্দ্রিয়, ইহারা প্রকৃতির বিশেষ পর্ব, পঞ্চতন্মাত্র ও অন্তঃকরণ, ইহারা অবিশেষ পর্ব, বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব) লিঙ্গমাত্রপর্ব এবং অব্যক্ত—গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা অলিঙ্গপর্ব। মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত সকলেই এক মূলশক্তির পরিচ্ছিন্নভাব, তবে সকল পরিচ্ছিন্নভাব সমভাবে পরিচ্ছিন্ন নহে, পরিচ্ছেদের তারতম্য আছে। শক্তির অনন্ত অবস্থা, পরিচ্ছেদ স্থূলতঃ সূক্ষ্মতঃ অসংখ্য সুতরাং, কোন্ অবস্থাতে শক্তি কিরূপ ক্রিয়া করিয়া থাকে, পরিচ্ছিন্ন শক্তি-মানব তাহা জানিতে পারে না। অলিঙ্গাবস্থা হইতে বিশেষাবস্থা পর্য্যন্ত প্রকৃতির প্রাগুক্ত চতুর্ব্বিধ পর্ব্ব-বা-অবস্থাই যিনি সম্যগ্‌-রূপেদর্শন করিতে পারিয়াছেন, প্রকৃতি সম্বন্ধীয় তাঁহার জ্ঞানই অভ্রান্ত, অবস্থা ও দেশ-কাল-ভেদে শক্তি ভিন্নরূপ ক্রিয়া করে বলিয়া তাঁহার জ্ঞান বাধিত হয় না, কোন্ অবস্থাতে কিরূপ দেশ-কালে শক্তির কীদৃশ ক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহা তিনি অবগত আছেন। এই জন্য অবস্থা ও দেশ-কালবিশেষে সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করিতে তিনি পারগ হয়েন, তাঁহার সমীপে স্থূল-সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার শক্তির ক্রিয়াই প্রাকৃতিক বা সত্য বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে, অহিফেনকে বিষ ও অমৃত দুই বলিয়াই তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত। এইরূপ ব্যক্তির জ্ঞান সর্ব্বথা অবিতথ। কিন্তু তাহা যাঁহার হয় নাই, প্রকৃতির পূর্ণরূপ যিনি দেখেন নাই, প্রকৃতির পূর্ণরূপ দেখিবার উপযুক্ত ইন্দ্রিয়শক্তি যাঁহার নাই, তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বা সত্যানৃত জ্ঞান লইয়াই বাস করিতে হইবে, সংশয়বিরহিত জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। বুঝিতে পারা গেল, প্রকৃতি, বিধি-নিষেধাত্মক নিয়মগ্রন্থ (Law-Book); যাঁহার প্রত্যক্ষ সর্ব্ব-ব্যাপক, যাঁহার স্মৃতি ধ্রুবা, সত্যাসত্যনির্ব্বাচনের প্রকৃত শক্তি তাঁহারই আছে। পরিচ্ছিন্নাত্মজ্ঞান, রাগদ্বেষবশবর্ত্তী, সততবিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষ কদাচ অভ্রান্ত-বা-অব্যভিচারিজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারেন না। যে প্রত্যক্ষ অনুমান বা যুক্তির ভিত্তি—আশ্রয়, সেই প্রত্যক্ষ অব্যভিচারী না হইলে, ব্যবসায়াত্মক না হইলে, অনুমানের অব্যভিচারিত্ব সম্ভব হইতে পারে না। তর্কশাস্ত্র বা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লজিকের প্রামাণ্য, বুঝিলাম শুদ্ধ-বা-ব্যাপক চিত্তাধীন, রাগ-দ্বেষ শূন্য বিমল হৃদয়েই প্রাকৃতিক ন্যায়, যথাযথভাবে প্রতিবিম্বিত হয়। প্রকৃতিনিয়মগ্রন্থের উপদেশসমূহ যিনি যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, যাঁহার স্মৃতি ধ্রুবা, বিচারকালে রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া যিনি অন্যথাবাদী হয়েন না, স্মৃতিশাস্ত্র যাঁহার স্মৃতিপথে সতত জাগরূক থাকে, তিনিই অভ্রান্তরূপে সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করিবার অধিকারী। পণ্ডিত জেবন্স্ও অনেকটা এইরূপ কথাই বলিয়াছেন।১ সকল প্রাকৃতিক ঘটনাই নিয়মিতরূপে সংঘটিত হয়, কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে, সমান কারণ সর্ব্বত্র সমান কার্য্য প্রসব করে, শক্তির কখন ধ্বংস হয় না, এসকলই সত্য, কিন্তু এই সকল প্রাকৃতিক সত্য যে সত্য, তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে চিত্তের যেরূপ একতানতা—যেরূপ সংযম, যেপ্রকার স্থৈর্য্য অত্যাবশ্যক, ইন্দ্রিয়দাস, ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্ত চিত্তের কি তদ্রূপ একতানতা—তদ্রূপ সংযম, সেইপ্রকার স্থৈর্য্য আছে? যাঁহারা চিত্তসংযমকে জড়ত্বে পরিণত হইবার সাধন বা অকিঞ্চিৎকর, পদার্থ মনে করেন, তাঁহারা কিরূপ বৈজ্ঞানিক, পাঠকই তাহা বিচার করুন।

তর্কশাস্ত্র-বা-লজিকের লক্ষণ ও মূলসূত্র (First Principles) অবগত হইলাম, এক্ষণে পাশ্চাত্য নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ ইহার যেরূপ বিভাগ (Division) নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাহা দেখিব।

১ "Logicians, indeed, appear to me to have paid insufficient attention to the fact that mistakes in reasoning are always possible, and of not unfrequent occurrence. The Laws of Thought are eften called necessary laws, that is, laws which cannot but be obeyed. Yet as a matter of fact, who is there that does not often fail to obey them? They are the laws which the mind ought to obey rather than what it always does obey. Our thoughts cannot be the criterion of truth, for we often have to acknowledge mistakes in arguments of moderate complexity, and we sometimes only discover our mistakes by collision between our expectations and the events of objective nature."— *The Principle of Science.* P. 7

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরিশিষ্ট

ওঁ তৎসৎ। হরিঃ ওম্।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ঋগ্বেদীয় শান্তিপাঠ। *

বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্, আবিরাবীর্ম্ম এধি, বেদস্য ম আনীস্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীরনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ত্‌ সংদধামি, ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি, তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবত্ব, অবতুমাম্, অবতু বক্তারম্, অবতু বক্তারম্॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ।

ঐতরেয়-আরণ্যক ৭ম অধ্যায়।

ভাবার্থ।

যথোক্তত্বত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপাদকগ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত মদীয় বাক্—বাগিন্দ্রিয় যেন সর্ব্বদা মনে প্রতিষ্ঠিত থাকে,—মনদ্বারা যে যে শব্দ বিবক্ষিত হইবে, বাক্‌শক্তি যেন যথাযথরূপে তত্তৎ শব্দই উচ্চারণ করে, বাগিন্দ্রিয়ের পাটবাভাব-বা-বৈকল্যবশতঃ বিবক্ষিত-শব্দজাত যেন অযথাভাবে উচ্চারিত না হয়; এবং মনও যেন আমার বাক্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে,—যে যে শব্দ যে যে বিদ্যাপ্রতিপাদনার্থ বক্তব্য, যে যে শব্দের সহিত যে যে বিদ্যা-বা-জ্ঞানের অনাদি বাচ্য-বাচক বা প্রকাশ্য-প্রকাশকসম্বন্ধ, তত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপাদনার্থ মনদ্বারা যেন সেই সেই শব্দই বিবক্ষিত হয়, মনের

---

* তত্ত্ববিদ্যোৎপাদক-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইবার প্রাক্কালে বিদ্যোৎপত্তি-বিঘ্ননিবারণার্থ শান্তিকরমন্ত্রপাঠ, শ্রুত্যাদিশাস্ত্রনির্দিষ্ট, শাস্ত্রিত-পৌরুষবিশিষ্ট-আর্য-গণসমাচরিত-রীতি।

আর্য্যভাবপূর্ণহৃদয় আর্য্যগণসমাচরিত-রীতিনীতির প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য কি, অল্পায়াসেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন, অবিকৃত আর্য্যবংশধরদিগকে শান্তি-করমন্ত্রপাঠের উপযোগিতা কি, তাহা বুঝান কষ্টকর নহে। প্রত্যেক শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের যুক্তি প্রদর্শন করা এখন আবশ্যক হইয়াছে, যুক্তিনিকষে কষিত না হইলে, বর্ত্তমানকালে, আপ্তোপদেশেরও প্রামাণিকত্ব সাধারণতঃ অঙ্গীকৃত হয় না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনবধানতাবশতঃ বাগিন্দ্রিয় যেন সুপ্তোন্মত্তপ্রলাপবৎ অসঙ্গতবাক্য উচ্চারণ না করে। মনঃ ও বাক্ (মননশক্তি ও বাগিন্দ্রিয়) যদি অন্যোন্যানুগৃহীত হয়,—যদি পরস্পর পরস্পরের আনুকূল্য করে, অধ্যয়নকালে যদি ইহারা বিচ্ছিন্নসম্বন্ধ হইয়া অবস্থান না করে, তাহা হইলেই অধীতগ্রন্থের অর্থ সাকল্যরূপে অবধারিত হয়,—পঠিতগ্রন্থমর্ম্ম অভ্রান্তরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্ত, ধীর, বিদ্যাভিক্ষু, অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইবার প্রাক্কালে তা'ই বিঘ্নবিনাশন, মঙ্গলময় বিশ্বপিতার সমীপে একতান-হৃদয়ে করপুটে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, দয়াময়! মদীয় বাক্ যেন মনে এবং মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে, ইহারা যেন অন্যোন্যানুগৃহীত হয়,—পরস্পর পরস্পরের আনুকূল্য করে।

শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের যুক্তিসঙ্গতত্ত্ব প্রতিপাদন কর, তবে উহাদিগকে মান্য করিব, আবালবৃদ্ধের মুখেই আজকাল এইকথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইলাম, কোন শাস্ত্রোপদেশের যুক্তিসঙ্গতত্ত্ব প্রদর্শন করিতে যাইলে, ধীরভাবে সকল কথা শ্রবণ করিতে পারেন, এরূপ লোকের সংখ্যা বর্ত্তমান ভারতবর্ষে অধিক আছেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না।

প্রত্যেক শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের যুক্তি প্রদর্শন করা অসম্ভব ব্যাপার—অনির্দ্দেশ্য—অজ্ঞেয়, প্রত্যক্ষ-ও-অনুমান, এই প্রমাণদ্বয়ের অনধিগত—অবিষয় (The unknowable), এবং নির্দ্দেশ্য—জ্ঞেয়, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অধিগত (The knowable), বস্তুতত্ত্বকে শাস্ত্রে এই দুইভাগে, এবং প্রতিপন্ন, অপ্রতিপন্ন, সন্দিগ্ধ ও বিপর্যস্ত, পুরুষবৃন্দকে এই চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অনির্দ্দেশ্য-নির্দ্দেশ্য, শাস্ত্র দ্বিবিধ বস্তুতত্ত্বেরই উপদেষ্টা। ন্যায়বার্তিককার পূজ্যপাদ উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন—

"প্রত্যক্ষানুমানানধিগত বস্তুতত্ত্বান্বাখ্যানং শাস্ত্রধর্মঃ তস্য বিষয়ঃ প্রত্যক্ষানুমানানধিগতবস্তুতত্ত্ব আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পদ্যদ্যুক্তোন্তেবাসী। পুরুষঃ পুনশ্চতুর্দ্ধা ভিদ্যতে প্রতিপন্নোঽপ্রতিপন্নঃ সন্দিগ্ধো বিপর্যস্তশ্চেতি। তত্র প্রতিপন্নঃ প্রতিপাদয়িতা। ইতরে সাপেক্ষাঃ সন্তঃ প্রতিপাদ্যাঃ॥"— ন্যায়বার্ত্তিক।

অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই প্রমাণদ্বয়ের অবিষয় বস্তুতত্ত্বের অন্বাখ্যান (উপদেশ) করা শাস্ত্র-বা-আপ্তোপদেশের ধর্ম। যে সকল তত্ত্ব প্রত্যক্ষ-ও-অনুমান-প্রমাণদ্বারা নির্ণীত হইবার নহে, সেই সকল তত্ত্বনির্ণয়ার্থই লোকে আপ্তোপদেশের শরণগ্রহণ করিয়া থাকেন, শাস্ত্র-বা-আপ্তোপদেশ ব্যতীত অনির্দ্দেশ্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে আবিঃ! হে স্বপ্রকাশ প্রজ্ঞানঘন পরমাত্মন্! তুমি আবির্ভূত হও, অবিদ্যাবরণ অপনোদন করিয়া মেঘবিনির্ম্মুক্ত-প্রভাবত্বের ন্যায় আমার হৃদয়গগনে প্রকটিত হও, হে বাত্মনঃ! তোমরা মদর্থ—মোহপটানদ্ধ, অজ্ঞানান্ধ এইদীনের নিমিত্ত, যথোক্ততত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপাদক, অখিল-অবিদ্যাবরণচ্ছেদক বেদকে যথাযথভাবে আনয়ন করিতে সমর্থ হও; আমার শ্রুত—গুরুমুখোদগীর্ণ শ্রোত্রাবগত গ্রন্থ ও তদর্থজাত যেন আমাকে কখন ত্যাগ না করেন,—কদাচ যেন বিস্মৃত না হয়েন।

বস্তুতত্ত্বজিজ্ঞাসুর আর কেহ উপকারক-বন্ধু নাই। শাস্ত্রমর্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার অধিকারী কে? সকল পুরুষই কি শাস্ত্রমর্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার উপযুক্ত? ন্যায়-বার্ত্তিককার এতদুত্তরে বলিয়াছেন, না, সকলেই শাস্ত্রমর্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার অধিকারী নহেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই প্রমাণদ্বয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও যাঁহারা বস্তুতত্ত্বজ্ঞানলাভ করিতে পারগ হয়েন নাই, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই প্রমাণদ্বয়ের অধিকার কতদূর তাহা যাহারা বিদিত হইয়াছেন, এবং যাঁহারা আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পদ্বিশিষ্ট অন্তেবাসী (অন্তেবাসী শব্দের অর্থ 'ছাত্র'। বহুশাস্ত্র-দর্শন থাকিলেও গুরুকৃপা-ব্যতিরেকে শাস্ত্রমর্মোপলব্ধি হইতে পারে না, এতদ্দ্বারা তাহাও সূচিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।) শাস্ত্রমর্ম-গ্রহণ-করিবার তাঁহারাই অধিকারী। প্রতিপন্ন (সাক্ষাৎকৃতধর্মা শাস্ত্রোপদেশানুসারে সাধনা করিয়া যাঁহারা কৃৎস্নবস্তুতত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন,) অপ্রতিপন্ন—অসাক্ষাৎ-কৃতধর্মা, সন্দিগ্ধ (বিপ্রতিপন্নমতি) ও বিপর্যস্ত—বিপরীত দৃষ্টি—লক্ষ্যভ্রষ্ট, উদ্যোতকর লোক-সকলকে এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রতিপন্নাদি চতুর্বিধ পুরুষশ্রেণীর মধ্যে, প্রতিপন্নপুরুষশ্রেণী প্রতিপাদয়িতা—অপর পুরুষবৃন্দের উপদেষ্টা, এবং অপ্রতিপন্ন, সন্দিগ্ধ ও বিপর্যস্ত ইহারা প্রতিপাদ্য। বিপর্যস্ত বা বিপরীতদৃষ্টি পুরুষবর্গকে শাস্ত্রমর্ম উপলব্ধি করান অসাধ্য ব্যাপার।

যাহা বলা হইল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, অনির্দেশ্য বস্তুতত্ত্বের যুক্তি প্রদর্শন করা সম্ভব নহে, এবং আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পদ্বিহীন বিপর্যস্ত পুরুষ-সকলও শাস্ত্রমর্ম গ্রহণ-করিবার অধিকারী নহেন।

প্রত্যেক শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের যুক্তিসঙ্গতত্ব প্রতিপাদন করা অসম্ভব ব্যাপার হইলেও আপ্তোপদেশ যে ভ্রমপ্রমাদবিরহিত, তাহা উপলব্ধি করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নহে। শাস্ত্রোপদেশানুসারে কার্য্য করিলে, শাস্ত্রবাণীমাত্রেই যে অভ্রান্ত তাহা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু, শুষ্ক শুষ্কতর্কদ্বারা অপরকে তাহা বুঝান যাইতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমি অহোরাত্র অধীতগ্রন্থের সন্ধানেই নিরত থাকিব, চিত্তকে ইহাতেই সংযুক্ত রাখিব, আলস্য পরিহারপূর্ব্বক দিবানিশ ইহাই অধ্যয়ন করিব। বিশ্বতত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপাদক-বেদ এইরূপে অধীত হইলে, তবে প্রকৃতজ্ঞানের বিকাশ হইবে, তবে আমি ঋতকে (পরমার্থভূত বস্তুকে) মনন করিতে পারিব, তবে আমি সত্য বলিতে সমর্থ হইব, অর্থাৎ, তাহা হইলে মনদ্বারা যথাযথরূপে বস্তুত আচার ও বাক্যদ্বারা পরত্র স্ববোধসংক্রমণার্থ যথামত তত্ত্বপ্রকাশ করিতে পারগ হইব। হে বিশ্ববিদ্যাস্বরূপিণি, নিখিলাবিদ্যাধ্বান্তনিবারিণি মাতঃ ব্রহ্মবিদ্যে ! আমাকে (বিদ্যার্থিকে) রক্ষা করুন্,—সম্যগ্ বোধনশক্তি (বুঝিবার ক্ষমতা) প্রদান করিয়া—বিদ্যা-সংযোজনদ্বারা পালন করুন, এবং মদীয় বক্তা-বা-আচার্য্যকেও রক্ষা করুন, বক্তৃত্ব-বা-বোধকত্ব-সামর্থ্য (বুঝাইবার শক্তি) সংযোজন-

---

পারে না। উপলব্ধি করা আন্তর-ব্যাপার, বাক্যদ্বারা অন্যকে উপলব্ধি করান বাহ্য-ব্যাপার। অব্যক্ত-বা-সূক্ষ্মের সমীপে গমন করা যাইতে পারে, কিন্তু অব্যক্ত-বা সূক্ষ্মকে তদবস্থাতেই বহির্দ্দেশে আনয়ণ করা যাইতে পারে না। যে উপায়াবলম্বন করিয়া যিনি কোন বিষয় উপলব্ধি করেন, অন্যকে তিনি তদুপায়টি বলিয়া দিতে পারেন, কিন্তু, তাহা উপলব্ধি করাইয়া দিতে পারেন না। দর্শন (Observation) ও পরীক্ষা (Experiment) হইতে বিজ্ঞানের (Science) উৎপত্তি হইয়া থাকে, সুতরাং জগতে যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তৎসমুদায়ের কথাম্বরত্ব (How) নির্ধারণ করাই বিজ্ঞানের ধর্ম, কোন কার্য্যের মূলকারণ নির্ধারণ করা বিজ্ঞানের ধর্ম নহে। দর্শন ও পরীক্ষা অনির্দেশ্য বা প্রত্যক্ষ অনুমানের অজ্ঞেয়-বিষয়সকলের তত্ত্বনির্দ্ধারণ করিবার উপযুক্ত নহে। কিরূপে ইহা হয়, তদবধারণার্থই বিজ্ঞানের জন্ম হইয়াছে, কেন ইহা হয়, বিজ্ঞান (অবশ্য জড়বিজ্ঞান) তাহার উত্তর দিতে প্রস্তুত নহে। গর্বিত বৈজ্ঞানিক একথা স্বীকার না করিতে পারেন, কিন্তু নিরভিমান বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়ই একথা অস্বীকার করেন না। পণ্ডিত ব্যাল্‌ফোর ও টেট্ বলিয়াছেন—

"A division as old as Aristotle separates speculators into two great classes—those who study the how of the universe, and those who study the why. All men of science are embraced in the former of these, all mens of religion in the latter."— *The unseen universe.*

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্বারা পালন করুন। আবার বলি মা! আমাকে রক্ষা করুন, আমার আচার্য্যকে রক্ষা করুন, আমার আচার্য্যকে রক্ষা করুন্। আমার আধ্যাত্মিক-বিদ্যাপ্রাপ্তি-প্রতিবন্ধক শান্ত হউক, আমার আধিভৌতিক-বিদ্যাপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধক শান্ত হউক, আমার আধিদৈবিক-বিদ্যাপ্রাপ্তি-প্রতিবন্ধক শান্ত হউক।

যাহার যুক্তি প্রদর্শন করা অসম্ভব, তাহা বিশ্বাস করিব কেন? বিপর্যস্তপুরুষ একথা বলিতে পারেন, কিন্তু আপ্তোপদেশ প্রমাণপূজক আর্য্যসন্তানগণ কখন এরূপ কথা বলিবেন না। যাহার যুক্তিসঙ্গতত্ত্ব প্রতিপাদন করা যায় না, তাহাই কি ভ্রান্ত? তাহাই কি ত্যাজ্য? কত নিরক্ষর ব্যক্তি এই দুর্দিনেও মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে বংশখণ্ডাদি অচেতন বস্তুজাতকে চেতনবৎ কার্য্য করাইয়া, মন্ত্রশক্তিতে অনাস্থাবান্ ব্যক্তিদিগের মস্তক ঘুরাইয়া দিতেছে, কিন্তু এরূপ কেন হয়, অচেতন বংশখণ্ডাদি জড়বস্তুসমূহ কিরূপে চেতনবৎ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তাহা তাহারা বুঝাইয়া দিতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারিল না বলিয়া কি তন্নিষ্পাদিত উক্ত ব্যাপারকে অলীক মনে করিয়া নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতে হইবে? অব্যক্তের দর্শন করিতে হইলে যোগসাধনবিকাশ্য-দিব্যনেত্রকে বিকাশিত করিতে হইবে, অরূপের রূপ দেখিতে হইলে অগ্রে নিজরূপ বিস্মৃত হইতে হইবে। পরমকারণকে জানিতে না পারিলে কোন কার্য্যের মূলকারণবধারণ হইতে পারে না, এবং তপস্যানির্দ্দিগ্ধকল্মষ হইয়া, সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা গুরুচরণে শরণগ্রহণপূর্ব্বক, শাস্ত্রশাসনানুসারে যোগাভ্যাস না করিলেও পরমকারণকে জানিতে পারা যায় না।

* "ঋতং পরমার্থভূতং বস্তু 'বদিষ্যামি' ইত্যর্থঃ বিপরীতার্থবদনং কদাচিদপি মাভুদিত্যর্থঃ। ঋতং মানসং। সত্যং বাচিকং। মনসা বস্তুতত্ত্বং বিচার্য বাচা বদিষ্যামি ইত্যর্থঃ।"—

সায়ণভাষ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi